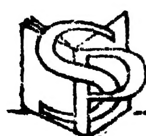
ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা

(১৭৮৯—১৯৩৯)

অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি, এম. এ.
ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা এবং
'Studies in Ancient India', 'A History of Europe',
'ইওরোপের ইতিহাস পরিক্রমা', 'ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস
পরিক্রমা', 'আধুনিক ভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।



শ্রীধর প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
২০৩/৪ডি, বিধান সরণী • কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীনীহারেন্দ্র কুমার পান
শ্রীধর প্রকাশনীর পক্ষে
২০৩/৪ ডি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৩৬২

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅমলেন্দু কুমার পান, এম. এ.
রামকৃষ্ণ মুদ্রণালয়
২০৯ বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপ

(Europe on the eve of the French Revolution)

সূচনা (Introduction) : ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী দেশের রাজা ষোড়শ লুই ফ্রান্সের জাতীয় সভার (স্টেটস জেনারেলের) অধিবেশন আহ্বান করিবার ফলে ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লব দেখা দেয় বলিয়া মনে করা হয়। ফরাসী বিপ্লব কেবলমাত্র ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। এই বিপ্লব সমগ্র ইওরোপের রূপান্তর ঘটায়। ঐতিহাসিক রবার্ট পামারের মত অনুসারে ফরাসী বিপ্লবকে ইওরোপীয় বিপ্লব বলাই সঙ্গত। ফ্রান্সে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাকে ইওরোপীয় বিপ্লবের ফরাসী অধ্যায় বলা যাইতে পারে। ফরাসী বিপ্লব কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। জনৈক ঐতিহাসিক ইহাকে "ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রস্তুত ঘটনা" (Most prepared event of history) বলিয়াছেন। আসলে ফরাসী বিপ্লব ছিল ইওরোপের ক্ষয়প্রাপ্ত সমাজ ব্যবস্থার পতনের স্বাক্ষর। এই পতন প্রথমে ফ্রান্সে দেখা দেয়, পরে ইওরোপে ইহা প্রসারিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সূচনা অষ্টাদশ শতকের ইওরোপের অবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। বারনাভ (Barnave) এজন্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ফরাসী বিপ্লব ইওরোপীয় বিপ্লবেরই চূড়ান্ত প্রকাশ।"

রাজনৈতিক অবস্থা (Political condition) : অষ্টাদশ শতকে ইওরোপে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। রাজাই ছিলেন জাতির প্রতিভূ। রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও রাজ্য বিস্তারকে জাতির শক্তি ও মর্যাদার চিহ্ন বলিয়া ধরা হইত। রাজা স্বর্গীয় অধিকার নীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি দাবী করিতেন যে, তাঁহার কাজের জন্য তিনি একমাত্র ঈশ্বরের নিকট দায়ী। পার্থিব কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী তিনি চলিবেন না। ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশ ছিল স্বৈরাচারী ক্ষমতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ফরাসী রাজ চতুর্দশ লুই ঘোষণা করেন যে "রাজাই হইলেন রাষ্ট্র" (The State, it is Myself)। রাজশক্তিগুলি বংশানুক্রমিকভাবে শাসন করিতেন। তাঁহারা কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় সভা বা পরিষদ স্থাপন করিলেও ইহার সদস্যদের মনোনীত করিতেন। ফলে রাষ্ট্রের সকল কিছুই রাজার অঙ্গুলি হেলনে চলিত। ইওরোপের জনসাধারণের বা প্রজাদের স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই ছিল না। অধিকাংশ দেশের শাসনব্যবস্থা ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী। রাজার অনুগৃহীত সামন্তরা রাজার নামে দেশ শাসন করিত। জনসাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের অধিকার ছিল না। রাজা, অভিজাত ও ধর্মযাজকরা একযোগে জনসাধারণকে শাসন করিত। ন্যায়বিচার বা আইনের শাসন ছিল না। কারণ বিচার করা রাজার হুকুমেই চলিত।

স্বর্গীয় অধিকার নীতি

অষ্টাদশ শতকের রাজকুল স্বৈরাচারী হইলেও তাঁহারা "আলোকপ্রাপ্ত "স্বৈরাচারী" (Enlightened despot) মতবাদে বিশ্বাস করিতেন। এই যুগের দার্শনিকেরা এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, প্রকৃতির নিয়মে "অধিকারের" সহিত "কর্ত্তব্য" অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং রাজা যদি ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার পান তবে ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ী তাঁহাকে কর্তব্যও করিতে হই (Rights are deduction of duties)। অষ্টাদশ শতকের আলোকিত চিন্তা (Enlightened Thought) বা "বুদ্ধিবিভাসিত দর্শনের" দ্বারা প্রভাবিত হইয়া রাজারা বহু শাসন ও অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টন (Lord Acton) স্বৈরাচারী রাজাদের এই সংস্কার নীতিকে "রাজতন্ত্রের অনুতাপ" (Repentance of the monarchy) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট, রাশিয়ার জারিনা ক্যাথারিণ, অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ প্রভৃতি ছিলেন আলোকিত রাজতন্ত্রবাদের মুখ্য প্রবক্তা। স্পেনের তৃতীয় চার্লস, পর্তুগালের প্রথম যোসেফ, সুইডেনের তৃতীয় গাষ্টাভাস, সার্ডিনিয়ার তৃতীয় ইম্যানুয়েল প্রভৃতিও আলোকিত স্বৈরাচারী ছিলেন। আলোকিত মতবাদের অনুরাগী মন্ত্রীদের মধ্যে ফ্রান্সের চোইসুল ও টুর্গো, ইতালীর তানুচ্চি (Tanucci) প্রভৃতির নাম করা যায়।

আলোকিত স্বৈরতন্ত্রবাদ

আলোকিত রাজারা নানাবিধ সংস্কারের প্রবর্তন করিলেও কোন প্রকার মৌলিক সংস্কার করিতে বিরত থাকেন। পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টাইয়া, সামন্ততন্ত্রকে হঠাইয়া নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন চেষ্টা আলোকিত রাজারা করেন নাই। তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষয়ধরা রাজশক্তিকে দৃঢ় করা। লেফেভরের (Lefebvre) মতে কেন্দ্রীভূত শাসন, দক্ষ কর্মচারী, সংরক্ষণ-পন্থী অর্থনীতির মাধ্যমে অলোকিত রাজারা নিজেদের ক্ষমতাকে গুছাইয়া দৃঢ় করেন।[১] আলোকিত শাসন ছিল আসলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে স্থায়ী ও জনপ্রিয় করিবার একটি উপায় মাত্র। ইহাতে আলোক অপেক্ষা স্বৈরাচারের ভাগ ছিল অনেক বেশী। একমাত্র অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম। প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক ও রাশিয়ার ক্যাথারিণ তৃতীয় শ্রেণী বা সাধারণ লোকের উন্নতি বিধানের কোন চেষ্টা না করিয়া অভিজাতদেরই শাসন ক্ষমতার অংশীদার করেন। আলোকিত স্বৈরতন্ত্রের সফলতা, রাজার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল ছিল। আলোকিত রাজার মৃত্যুর পর উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার সংস্কারগুলি লোপ পাইত। ফলে আলোকিত স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা ইওরোপে শাসন বা সমাজ ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল ইহা মনে করা যায় না। সামন্ত প্রথা, ভূমিদাস প্রথা প্রভৃতি সামাজিক অন্যায়ের কোন প্রতিকার ইহার দ্বারা হয় নাই।

আলোকিত স্বৈরতন্ত্রের ত্রুটি

আলোকিত স্বৈরতন্ত্র প্রচলিত থাকিলেও ইওরোপীয় রাজারা প্রতিনিধি সভা প্রবর্তন করেন নাই। ফ্রান্সে ১৬১৪ খ্রীঃ হইতে জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন

[১] Lefebvre—The French Revolution, P. 74.

স্থাপিত রাখা হয়। বিচারসভাগুলিও রাজাদের হাতের ক্রীড়নক ছিল। ফ্রেডারিক দি গ্রেট প্রভৃতি রাজা আলোকিত দর্শনের পাঠক হইলেও মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রকে ভাঙিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই।

সামাজিক অবস্থা (Social condition) : অষ্টাদশ শতকে ইওরোপীয় সমাজ প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—যথা যাজক শ্রেণী, অভিজাত শ্রেণী এবং সাধারণ শ্রেণী—প্রতি শ্রেণীকে (Estate) এষ্টেট বলা হইত।

যাজক শ্রেণী

যাজক ও অভিজাত শ্রেণী ছিল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় এষ্টেট। সাধারণ লোকেরা ছিল Third Estate বা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু মধ্য যুগ হইতে ভূমিকেই সম্পদের প্রধান উৎস বলিয়া মনে করা হইত, সেইহেতু ভূমির মালিকানাই সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের চাবিকাঠি ছিল। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় ভূমির মালিকানা ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। যাজকেরা শিক্ষা, দরিদ্র সেবা, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা, বিবাহ দেওয়া, উপাসনা প্রভৃতির দায়িত্ব বহন করিত। গীর্জার অধীনে ভূসম্পত্তি হইতে গীর্জার প্রচুর আয় হইত। এছাড়া গীর্জা টাইদ বা ধর্মকর হইতেও বহু অর্থ পাইত। মৃত্যু-কর, প্রার্থনা-কর বা পিটারের পেনী, বিবাহ নথীবন্ধ করার দরুণ কর প্রভৃতি গীর্জা পাইত। উচ্চ যাজক যথা বিশপ শ্রেণী ছিল সাধারণতঃ অভিজাত পরিবারের লোক। গীর্জার জমিদারীর আয়, গীর্জার বিভিন্ন কর তাহারা ভোগ করিত। সমাজে ইহাদের দারুণ প্রতিপত্তি ছিল। ইহারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করিত এবং শাসন কার্যে অংশ লইত।

অভিজাত শ্রেণী ছিল ইওরোপের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ও সুবিধাভোগী শ্রেণী। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের ফলে অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অভিজাতরা ভূমি ও কৃষকদের উপর বহু অধিকার ভোগ করিত। ইহারা বংশানুক্রমিকভাবে ভূমির উপর অধিকার ভোগ করিত। অভিজাত শ্রেণী সরকারকে কর দেওয়ার ব্যাপারে বহু ছাড় ও সুবিধা ভোগ করিত। যাহাতে অভিজাত বংশের জমিদারী সন্তানদের মধ্যে ভাগ না হইয়া যায় এজন্য Law of primogeniture বা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকারী আইন দ্বারা পিতার জমিদারীতে একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকার দেওয়া হইত। অভিজাতদের প্রধান চিহ্ন ছিল বংশ কৌলিন্য। তাহারা নিজ সমাজ ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করিত না। তাহারা নিজ বংশমর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ছাড়া ইওরোপের অন্যান্য দেশে অভিজাতদের নাম সরকারের তালিকা বদ্ধ (registered) করা হইত। অভিজাতরা কায়িক পরিশ্রমকে খুবই ঘৃণা করিত। তৃতীয় শ্রেণী বা থার্ড এষ্টেট কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করার জন্য তাহাদের ইহারা ঘৃণা করিত।[১] অভিজাত শ্রেণী তাহাদের অধিকার ও মর্যাদা সযত্নে রক্ষা করিত। তাহারা কৃষক ও ভূমিদাসদের নিকট নানাপ্রকার সামন্ত কর পাইত। ম্যানর প্রথা বা খামার প্রথার ফলে অভিজাতরা ম্যানর হইতে নানাভাবে অর্থ পাইত। এছাড়া তাহারা রাজার সভাসদ,

অভিজাত শ্রেণী

১. Lefebvre—P. 47.

সেনাপতি, উচ্চ কর্মচারী হিসাবে কাজ করিবার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিত। ইহারা যুদ্ধবিগ্রহ, শাসনকার্য প্রভৃতির কাজে রাজার সহায়তা করিত। মোট কথা, অষ্টাদশ শতক ছিল ইওরোপে অভিজাত বা সামন্ত শ্রেণীর প্রাধিকারের যুগ।

ইংলণ্ড ছিল উপরোক্ত নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। ইংলণ্ডে ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা বহু লোক লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিত। ফলে ইংলণ্ডের অভিজাতরাও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থ উপার্জন করিয়া অভিজাতদের ন্যায় ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করিত। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপে অভিজাত শ্রেণী জমি ভোগ করিলেও, ন্যায্য হারে কর দেওয়ার দায়িত্ব এড়াইয়া যাইত। কিন্তু ইংলণ্ডে সকল শ্রেণীর উপর সমানভাবে কর ধার্য করা হইত। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে Enclosure বা জমি ঘিরিবার প্রথার চলন হইলে ম্যানর প্রথা অবলুপ্ত হয়।

ইংলণ্ডের সমাজ ব্যবস্থা

তৃতীয় শ্রেণী বা Third Estate বলিতে বাকী সকল লোককে বুঝাইত। ধনী বুর্জোয়া যথা শিল্পপতি, ব্যাঙ্ক মালিক প্রভৃতির কাঞ্চন কৌলিন্য থাকিলেও, জন্ম কৌলিন্যের অভাবে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। ফরাসী দেশে ধনী বুর্জোয়াদের নাম ছিল haute bourgeois বা হুটে বুর্জোয়া। বুদ্ধিজীবি ও চাকুরীজীবি সম্প্রদায় যথা, শিক্ষক, আইনজীবি, সাধারণ কর্মচারী প্রভৃতিও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যবিত্ত বা পাতি বুর্জোয়া বলা হইত। ইহারাও কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত না। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কৃষকেরা। কৃষকশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা; স্বাধীন কৃষক ও ভূমিদাস। ভূমিদাস শ্রেণী মালিককে বিভিন্ন কর দিয়া, যাজককে ধর্ম কর দিয়া, মালিকের জমিতে বেগার খাটিয়া অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাইত। তাহাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার কিছুই ছিল না। রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ায় ভূমিদাস প্রথা ছিল সর্বাপেক্ষা কঠোর। ইংলণ্ডে ভূমিদাস প্রথা ছিল না। কৃষক শ্রেণীই ছিল সমাজের সম্পদের উৎপাদনকারী। কিন্তু অভিজাত বুর্জোয়া ও শহরবাসীরা ইহাদের নীচু চক্ষে দেখিত।[১] তাহারা মনে করিত যে কৃষকেরা হইল নিরক্ষর কুৎসিত শ্রেণী। ইহারা জমি চাষ করিতে, কর দিতে ও উচ্চশ্রেণীর সেবা করিতে সৃষ্ট হইয়াছে। নিরক্ষর কৃষকদের জীবন ছিল শোষিত, করভারে জর্জরিত এবং অভিজাতদের দ্বারা নির্যাতিত।

তৃতীয় শ্রেণীর সংগঠন: কৃষক

অষ্টাদশ শতকে ইওরোপে মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণীর প্রভাব ইওরোপের সকল দেশে সমান ছিল না। ইংলণ্ডে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিল্পের বিস্তারের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। শিল্প-বিপ্লব এবং শহরের সংখ্যা বাড়িবার ফলে ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে বুর্জোয়াদের প্রাধান্য লাভ সম্ভব হয়। ফ্রান্সে এই সময়ে বুর্জোয়াদের প্রাধান্য ছিল না। সামন্তপ্রথার ফলে ফ্রান্সে অভিজাতদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। অভিজাতশ্রেণী জন্মকৌলিন্যের জোরে সকল কিছুই অধিকার করিত। বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থকৌলিন্যে বলীয়ান হইলেও সমাজে তাহাদের

বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী

১. Lefebvre—P. 51.

প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। পূর্ব ইওরোপে বুর্জোয়াদের সংখ্যা ছিল নাম-মাত্র। অন্তঃশুল্ক, বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি সরকারী উদাসীনতা বুর্জোয়া শ্রেণীকে সামন্ত শাসনের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলে। বুর্জোয়াদের মধ্যে ছিল শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি শ্রেণী। ইহারা পুরাতনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে।

এছাড়া গ্রামে ও শহরে একশ্রেণীর ভূমিহীন দিন মজুর ও শ্রমিক ছিল। ইহাদের বাসগৃহ বা চাষের জমি বলিতে কিছুই ছিল না। ইহারা অপরের জমিতে দিন মজুর খাটিত। শহরে আসিয়া ইহারা কারখানার কাজ বা গৃহভৃত্যের কাজ করিত। অভিজাতরা এই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজের নিম্ন শ্রেণী বলিয়া গণ্য করিত।[১] এছাড়া ভিক্ষুক ও উপজীবিকা-হীন লোকও এই যুগে দেখা যাইত। ফ্রান্সের জনসংখ্যার ⅕ অংশ ছিল এই উপজীবিকা-হীন লোক। বিপ্লবের সময় ইহারাই প্যারিসের জনতায় (Parisian mob) যোগ দিয়া ধ্বংসকারী মূর্তি ধারণ করে। ইহাদের নাম হয় সাঁকুলেৎ (Sansculottes)।

সাঁকুলেৎ বা সর্বহারা শ্রেণী

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic condition): অষ্টাদশ শতকে ইওরোপের অর্থনীতি একটি পরিবর্তনমুখী অবস্থায় উপনীত হয়। মধ্যযুগের শেষ দিক হইতে কৃষির পাশাপাশি শিল্প, বাণিজ্য ও উপনিবেশ বৃদ্ধি পাইতেছিল। যদিও অষ্টাদশ শতকে কৃষিই ছিল অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি, তবুও শিল্প, বাণিজ্য ও মূলধন নিয়মিতভাবে বাড়িয়া পুরাতন সমাজের চরিত্রে পরিবর্তনের সূচনা করে। অর্থনীতিতে কৃষির ছিল অগ্রাধিকার। সমাজে মর্যাদা লাভের প্রধান উপায় ছিল ভূসম্পত্তির মালিকানা। এমন কি বণিকেরা ভাল অর্থ রোজকার করিবার পর সেই অর্থে জমি কিনিয়া জমির মালিকানাকে তাহাদের আয় ও সম্মান লাভের পথ মনে করিত। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদের ব্যবস্থা তেমন ছিল না। দরিদ্র ও নিরক্ষর কৃষকেরা ইহা বুঝিত না। লেফেভরের মতে কৃষকেরা সুবৃষ্টি ও প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য করিত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিলে কৃষকের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকিত না। জমিগুলিকে পালাক্রমে আবাদ করিয়া তাহার উর্বরতা বাড়াইবার ব্যবস্থার বিশেষ প্রচলন ছিল না। কেবলমাত্র ফ্ল্যাণ্ডার্স (Flanders) অঞ্চলে উন্নত প্রথায় কৃষির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।[২]

কৃষি

মার্কাণ্টাইল মতবাদ বা সংরক্ষণবাদ অনুযায়ী খাদ্যশস্য বাহিরে রপ্তানি করা নিষিদ্ধ ছিল। খাদ্যশস্য রপ্তানি ও অবাধ বিক্রয় নিষিদ্ধ থাকার জন্য খাদ্যদ্রব্যের নায্য দাম পাওয়া যাইত না। কৃষকেরা উদ্বৃত্ত খাদ্য বিক্রয় করিয়া ন্যায্য দাম পাইত না। সরকার এবং লোকে মনে করিত যে খাদ্য চালান দিলে দেশে খাদ্য সংকট দেখা দিবে। এজন্য সরকার খাদ্য চালান নিষিদ্ধ করিয়া দেয়। কৃষক নিজ পরিবারের প্রয়োজন, সরকারী খাজনা মিটাইবার জন্যই উৎপাদন করিত। ফলে কৃষির উন্নতি ঘটাইয়া অধিক ফলনের কোন চেষ্টা দেখা যাইত না।

কৃষির উন্নতির বাধা

১. Ibid—P. 51.

২. Lefebvre—P. 26.

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণবাদ বা মার্কান্টাইলবাদের (Marcantilism) প্রাধান্য দেওয়া হইত। আলোকিত রাজারা ছিলেন মার্কান্টাইলবাদের ঘোর সমর্থক। লর্ড এ্যাক্টনের মতে, "মার্কন্টাইলবাদ ছিল আলোকিত স্বৈরতন্ত্রের অনুরূপ বা অনুপূরক মতবাদ" (Marcantilism was the economic analogue of Enlightened despotism)। মার্কান্টাইলবাদীরা বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবীতে সম্পদের পরিমাণ সীমিত। সুতরাং বিদেশী মাল অবাধে আমদানি করিলে বা খাদ্যদ্রব্য অবাধে রপ্তানি করিলে সম্পদ ক্ষয় পাইবে। এজন্য মার্কান্টাইলবাদ অনুসারে দেশের শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বাড়াইয়া আমদানী কমাইবার চেষ্টা করা হইত। যাহাতে বিদেশী মাল বেশী আমদানী না হয় সেজন্য আমদানী মালের উপর আমদানী শুল্ক বাড়ান হইত। ইহার ফলে অন্যান্য দেশের সহিত অবাধ বাণিজ্য চলিত না। মার্কান্টাইলবাদের ফলে দেশের শিল্প বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হইতে রক্ষা পাইত। কিন্তু শিল্প সংরক্ষণ নীতি লইবার ফলে এক দেশের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্য ব্যাহত হইত। প্রতি দেশ চেষ্টা করিত অন্য দেশে তাহার মাল বিক্রয় বাড়াইতে এবং অন্য দেশ হইতে মাল আমদানী কমাইতে। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বিরোধ বাড়িত, বাণিজ্যের ক্ষতি হইত।

মার্কাণ্টাইলবাদ

মার্কান্টাইলবাদ বা সংরক্ষণবাদের বিরুদ্ধে ফিজিওক্র্যাট (Physiocrats) নামক অর্থনীতিবিদরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অবাধ বাণিজ্যবাদীরা ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করে যে বিশ্বের সম্পদের সীমা নাই। যতই খাদ্য ও শিল্পবস্তুর উৎপাদন বাড়িবে ততই সম্পদ বাড়িবে। এজন্য তাহারা শিল্প ও বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ লোপ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের দাবী জানায়। মার্কান্টাইলবাদ জনিত সংরক্ষণ নীতির ফলে বাণিজ্যে মন্দা এবং দারিদ্র বাড়িতেছে ইহা বুঝাইবার জন্য তাহারা চেষ্টা করে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ফিজিওক্র্যাটদের তীব্র সমালোচনার ফলে সংরক্ষণবাদের তীব্রতা কিছুটা কমিয়া যায়। তবুও ইওরোপীয় শাসকদের চিন্তা মার্কাইন্টাইলবাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই।

ফিজিওক্র্যাটবাদ

মার্কান্টাইলবাদের বাধা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং প্রতিদেশের সহিত কিছু পরিমাণ বাণিজ্য চলিত। এই যুগে নদীগুলির ভাল নাব্যতা ছিল না এবং ক্যানালের সংখ্যা ছিল সীমিত। এজন্য স্থলপথে ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলিত। ফ্রান্স; ইংলন্ড ও হল্যান্ডের রাজপথগুলি মেরামত করিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়ানো হয়। অন্য দেশগুলির ভাল রাস্তাঘাট ছিল না। ফলে মাল চলাচলে বিঘ্ন ঘটিত। সমুদ্রপথে মাল পরিবহনে ইংলন্ড প্রাধান্য ভোগ করিত।[১]

ইওরোপীয় বাণিজ্য

অষ্টাদশ শতকে ইওরোপের সামুদ্রিক দেশগুলি উপনিবেশের সহিত বাণিজ্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা চালায়। ইংলন্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন এবিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়।

১. Ibid—P. 20.

ভারত ও উত্তর আমেরিকার উপনিবেশ দখল লইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ১৭৪০—৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয়। উপনিবেশের বাজারে মাল বিক্রয় করিয়া ইওরোপের সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক জাতিগুলি প্রভূত সম্পদ বাড়ায়। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের শতকরা ৮০ ভাগ বাণিজ্য উপনিবেশের সহিত চলিত।[১] উপনিবেশগুলিকে নানাভাবে শোষণ করিয়া বণিক জাতিগুলি শ্রীবৃদ্ধি করে।

উপনিবেশের বাজার

তাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষতঃ মেক্সিকোর সোনা ও রূপার খনি হইতে ইওরোপের বাজারে প্রভূত সোনা ও রূপার আমদানী হয়। অষ্টাদশ শতকে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ৫৭,০০০ মেট্রিক টন রূপা ও ১৯০০ মেট্রিক টন সোনা আমদানী হয়। ১৭৮০ খ্রীঃ পর এই আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকা

উপনিবেশের সম্পদ ও দক্ষিণ আমেরিকার সোনা-রূপা আমদানীর ফলে ইওরোপের এক শ্রেণীর বণিকের হাতে প্রভূত অর্থ সম্পদ জমা হয়। ইহারা মূলধনী বা ক্যাপিটালিষ্ট (Capitalist) শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই শ্রেণী তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারকে সুদে ধার দিত। বাকী অর্থ শিল্পে ও ব্যাংকে লগ্নী করিত। ইহাদের মূলধনের সাহায্যে লণ্ডনের বেয়ারিং (Baring), আমষ্টারডামের হোপ (Hop), ফ্রান্সের সুইস (Swiss) ব্যাংক প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যাংকগুলি চালু হয়।

মূলধনী শ্রেণী

উপনিবেশের সম্পদ ও দক্ষিণ আফ্রিকার সোনা-রূপার বাট আমদানীর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এছাড়া জনসংখ্যা বাড়ায় জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে। এজন্য জিনিসপত্রের দাম দ্রুত বাড়িতে থাকে। রুটি ও অন্যান্য জিনিষের দাম সাধারণ দরিদ্র লোকের ক্রয় সীমার উপর চলিয়া যায়। ১৭৮৯ খ্রীঃ পর খাদ্যদ্রব্যের দাম শতকরা ৬৫% বাড়ে।[২] কিন্তু সাধারণ লোকের মজুরী বা আয় সেই অনুপাতে বাড়ে নাই। একশ্রেণীর লোকের হাতে সম্পদ ও অর্থ জমা হয়। অপরদিকে বহু দরিদ্রলোক আরও দরিদ্র হইতে থাকে।

মূল্যস্ফীতি

মূলধন ও উপনিবেশের বাজার বাড়িবার ফলে শিল্পে ধীরে ধীরে উৎপাদন বাড়িতে থাকে। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে (বিশদ বিবরণ পরে দেখ)। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানীতেও শিল্পে ক্রমে পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। মালের চাহিদা মিটাইবার জন্য বড় আকারের কারখানা গঠিত হয়। সুতী বস্ত্রের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে দেখা যায়। কারখানায় কাজের জন্য বাড়তি মজুরের দরকার হওয়ায় নারী ও শিশুদেরও কাজে লাগান হয়।[৩]

মোটকথা অষ্টাদশ শতকে কৃষির কথা বাদ দিলে শিল্পে-বাণিজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া

১. Ibid—P. 23.

২. David Thomson—Europe Since Napoleon.

৩. Ibid—P. 25.

দেখা যায়। বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল এই পরিবর্তনের অগ্রদূত। এই পরিবর্তনের চাপে পুরাতন কৃষিকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হয়। ফরাসী বিপ্লব ছিল তাহারই প্রকাশ মাত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞানদীপ্তি (Enlightenment)

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের রেনেসাঁস বা জাগৃতি আন্দোলনের ফলে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তি দ্বারা লোকে সবকিছু বিচার করিতে শিখে।

জ্ঞানদীপ্তি কাহাকে বলে

সপ্তদশ শতকে রেনেসাঁস প্রভাবিত জ্ঞানের আরও বিকাশ ঘটে। বিজ্ঞান, দর্শনের ক্ষেত্রে নূতনকে জানিবার আগ্রহ দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতকে রেনেসাঁসজাত যুক্তিবাদ ইওরোপের চিন্তাধারাকে পুরোপুরি অধিকার করে। এই যুগে প্রকৃতি বিজ্ঞান, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রেই মানুষ যুক্তিবাদ প্রয়োগ করিয়া প্রচলিত ব্যবস্থার সত্যাসত্য যাচাই করে। ফলে অষ্টাদশ শতককে জ্ঞানদীপ্তির যুগ (Age of Enlightenment) বলা হইয়া থাকে। জনৈক ফরাসী দার্শনিকের মতে অষ্টাদশ শতক ছিল Siecle de la lumiere (সিয়্যাকল দ্য লা লুমিয়্যার) অর্থাৎ আলোকিত শতাব্দী। এই শতাব্দীর মানুষের নিকট যুক্তি এবং বুদ্ধিই ছিল শ্রেষ্ঠ। এই বুদ্ধি বা যুক্তি জ্ঞান, বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বিকশিত হইলেও ইহার মধ্যে কয়েকটি সাধারণ দিক ছিল ঃ যথা, (১) প্রকৃতির রহস্যকে যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা। দৈব বা অতি প্রাকৃতকে অস্বীকার করা। (২) মানুষের অভিজ্ঞতাকে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা। (৩) দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্টের মত অনুসারে প্রকৃতি যদি নিয়ম (Law) মানিয়া চলে তবে রাষ্ট্র ও সমাজের শাসনের জন্য নিয়মের বা Law-এর স্থান থাকিবে। দার্শনিকের কাজ হইল এই নিয়মকে আবিষ্কার করা। (৪) যুক্তিবাদকে ধর্মের উপরে স্থান দান করা। (৫) সামাজিক প্রথা ও ধর্ম বিশ্বাসকে যুক্তির দ্বারা যাচাই করিয়া গ্রহণ করা। মোট কথা অষ্টাদশ শতকের চিন্তাক্ষেত্রে Rationalism বা যুক্তিবাদের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। যুক্তিবাদ হইতে আসে মানবতাবাদ বা হিউম্যানিজম (Humanism)। সমাজের সকল কিছুই মানুষের মঙ্গলের জন্য এই চিন্তাধারা ছিল মানবতাবাদের মূল কথা। রাষ্ট্র মানবের মঙ্গলের জন্যই গঠিত। জ্ঞানদীপ্তির ইহাই ছিল মূল কথা।

অষ্টাদশ শতকের বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ্‌দের ফিলজফ (Philosoph) বা দার্শনিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। ফিলজফ বা দার্শনিকরা বুদ্ধি বা যুক্তি ছাড়া আর কোন কিছুকে স্বীকার করিতেন না। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা তাঁহারা সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেন। কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে তাঁহারা বিনা পরীক্ষায় স্বীকার করিতেন না।

ফিলজফ বা দার্শনিক সমাজ চেতনা

ঐতিহাসিক ফিশারের মতে, "এই যুগের চিন্তাবিদ্‌দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহাদের মতবাদকে তাঁহারা কাজে লাগান" (A leading feature of the movement of thought was its active concern for the regeneration of the Society)।[১] সুতরাং ফিলজফ বা দার্শনিকেরা ধর্ম, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাজার অধিকার, অর্থনীতি, মানব অধিকার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাদের বিশ্লেষণ ও যুক্তিগুলি প্রয়োগ করেন। ইহার ফলে অষ্টাদশ শতকের প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বহু ত্রুটি ধরা পড়ে। ফিলজফ বা দার্শনিকদের মতবাদে প্রভাবিত হইয়া লোকে পুরাতন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে। এইভাবে দার্শনিকেরা বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করেন। "বিপ্লব হইল আলোকের সন্তান" (Revolution is the child of Enlightenment)।

বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব

অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি বা বুদ্ধি বিভাসার প্রভাব প্রধানতঃ নাগরিক বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা গিয়াছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর নূতনকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের দার্শনিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাহারা বুঝিতে পারে যে এই যুক্তিবাদী বা বুদ্ধি বিভাসিত দর্শনের সাহায্যে তাঁহারা সমাজের পুরাতন ব্যবস্থাকে লোপ করিতে পারিবে। আইনজীবি, শিক্ষক, চাকুরিয়া, বণিক প্রভৃতি ছিল নব দার্শনিকের পৃষ্ঠপোষক। কোন কোন রাজা নব দর্শনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া ইহার চর্চা করেন। প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট, অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ, রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিন ছিলেন এই কারণে আলোকিত রাজা বা Enlightened monarch।

জ্ঞানদীপ্তি : প্রথম পর্ব

আলোকিত দর্শন বা বুদ্ধি-বিভাসাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়, যথা—১৭১৫-১৭৫০ ; ১৭৫০—১৭৭৪ ; ১৭৭৪—১৭৮৯ খ্রীঃ। প্রথম পর্বে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রবার্ট বয়েলের মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব, স্যার আইজ্যাক নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বিশেষ খ্যাতি পায় (বিশদ বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য)। এছাড়া ফেনেলন, হেলভিটিয়াস প্রভৃতি দার্শনিকেরা তাঁহাদের মতবাদের জন্য খ্যাতি পান। ইংলণ্ডের দার্শনিক জন লক (John Locke) ইহার আগে তাঁহার সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব (Social Contract Theory) প্রচার করেন। লকের বক্তব্য এই ছিল যে, মানুষ যে সমাজে বাস করিত, সেই সমাজে তাহাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার রক্ষার জন্য এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য শাসনের অধিকার শাসক বা রাজাকে দান করে। লক ইহাই প্রতিপন্ন করেন যে রাজা ঈশ্বরের আদেশের বলে রাজত্ব করেন না। তিনি সামাজিক চুক্তির দ্বারা যে অধিকার পাইয়াছেন তাহার বলেই রাজত্ব করিতে অধিকারী। লকের মতবাদ ফ্রান্সের চিন্তাবিদদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রথম পর্বের দার্শনিকদের মধ্যে সর্বপ্রধাম ছিলেন মন্তেস্ক্যু। তাঁহার "আইনের মর্ম" (Spirit of Laws) নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশেষ খ্যাতি পায়। এই যুগের দার্শনিকরা প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মের আলোকিকতা এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে আক্রমণ

১. Fisher—History of Europe. P. 697.

করেন। এই যুগে সমাজের অগ্রগতি ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। সুতরাং রক্ষণশীল লোকেরা ধর্মের নামে প্রগতিকে বাধা দিত। দার্শনিকেরা ক্যাথলিক ধর্মকে আক্রমণ করায় ক্যাথলিক গীর্জার প্রভাব কমিতে থাকে। ইহার ফলে সমাজে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটে।

দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় পর্বে ১৭৪৮—১৭৭৪ খ্রীঃ জ্ঞানদীপ্তির মহত্তম প্রকাশ ঘটে। ফরাসী দার্শনিকরাই ছিলেন এই পর্বের প্রধান পুরোহিত। এই পর্বের দার্শনিকেরা রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির বিশ্লেষণে তাঁহাদের যুক্তিজাল প্রয়োগ করেন। এই শ্রেণীর দার্শনিকদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন ভলতেয়ার (১৬৯৪ - ১৭৭৮ খ্রীঃ)। তাঁহার বহু বিস্তৃত রচনাগুলির মধ্যে কাঁদিদ (Candide), দার্শনিক অভিধান (Dictionary Philosophy) বিখ্যাত। ভলতেয়ার সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্ম সহিষ্ণুতা, স্বাধীন চিন্তার পক্ষে যুক্তি বিস্তার করেন। এছাড়া রুশো তাঁহার "সামাজিক চুক্তি" (Social contract) মতবাদ প্রচার করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচার করেন। রুশো ছিলেন দার্শনিককুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং অগ্রগামী। এছাড়া দেনিস দিদেরো (১৭৬৫ খ্রীঃ) বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করেন। এই গ্রন্থে দার্শনিকদের মৌলিক চিন্তাগুলি সংকলিত হয়। এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লেখেন দার্শনিক ডি' এলেমবার্ট (D' Alembert)।[১] দিদেরো ও এলেমবার্ট অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকারকে এই গ্রন্থে তীব্র আক্রমণ করেন। এছাড়া এই পর্বে ফিজিওক্র্যাট নামক অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ্‌রা কোয়েসনের (Quesney) নেতৃত্বে মার্কাণ্টাইলবাদ ও সংরক্ষণবাদের তীব্র সমালোচনা করেন (বিশদ বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য)। জ্ঞানদীপ্তির প্রথম পর্বে মানবতাবাদের বা হিউম্যানিজমেরও প্রসার ঘটে। বেকারিয়া (Beccaria) নামে জনৈক ইটালীবাসী অধ্যাপক দণ্ডিত অপরাধীদের প্রতি মানবতাময় আচরণের পক্ষে যুক্তি দেখান। এই সময় ইংলণ্ডে কোয়েকার সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। ইঁহারা নিপীড়ন ও নির্যাতনমূলক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন। দাসপ্রথা ও দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ইঁহারা জনমত গঠন করেন।

তৃতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্বে ১৭৭৪—১৭৮৯ খ্রীঃ দার্শনিক বা ফিলজফদের চিন্তার বাস্তব প্রয়োগের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। দার্শনিকদের আলোকিত মতবাদে প্রভাবিত হইয়া ফ্রান্সে টুর্গো (Turgot), নেকার (Necker) প্রভৃতি মন্ত্রীরা মৌলিক সংস্কার (structural reform) করার চেষ্টা করেন। দার্শনিকদের মতবাদগুলি জনসাধারণের নিকট পত্র-পত্রিকা, সাল (Salon) বা আড্ডাখানা এবং কাফে বা কফিখানার আলোচনার মাধ্যমে জনসমাজে ছড়াইয়া পড়ে। কণ্ডরসেট (Condorset)[২], রেনাল (Raynal) প্রভৃতি লেখকেরা দার্শনিকদের মতবাদকে সহজভাবে লিখিয়া জনসমাজে প্রচার করেন।

১. ফরাসী উচ্চারণ দেলেমবেয়ার।

২. ফরাসী উচ্চারণ কঁদরসে।

জ্ঞানদীপ্তি বা আলোকিত দর্শনের প্রভাবে অষ্টাদশ শতকের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। প্রথমতঃ, ক্যাথলিক গীর্জার সর্বাত্মক প্রভাবের বিরুদ্ধে দার্শনিকদের সমালোচনার ফলে ক্যাথলিকতন্ত্র তাহার পুরাতন মর্যাদা হারায়। খ্রীষ্টধর্মের আত্মনীপিড়ন ও পাপবোধ হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া ঐহিক জীবনকে ভালবাসার কথা দার্শনিকেরা প্রচার করেন। পাপ ও ঈশ্বর সম্পর্কে লোকের ধারণা পরিবর্তিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী খ্রীষ্টীয় পাপবোধ ও বৈরাগ্য হইতে মুক্ত হইয়া ভোগময় জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে। গীর্জার বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল আলোকিত দর্শনের দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত। তাহারা পুরাতন কৃষি অর্থনীতিকে ত্যাগ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমে সমাজে সম্পদ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তিবাদের প্রচারের ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। লোকে বুঝিতে পারে যে প্রতি ব্যক্তির স্বাধীনতা ভোগ করার মৌলিক অধিকার আছে। কোন অনুগ্রহ বা দান না লইয়া ব্যক্তি নিজ মর্যাদা ও স্বাধীনতা লইয়া বাঁচিবার অধিকারী। দিদেরো বলেন, "আমাদের শতাব্দীর প্রধান লক্ষণ হইল স্বাধীনতা"।[১] তৃতীয়তঃ, জ্ঞানদীপ্তির ফলে ইওরোপীয় সমাজের পুরাতন গঠন ভাঙিয়া পড়ে। ট্র্যাডিশন বা পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে দার্শনিকরা যে যুক্তি দেখান তাহার আলোকে লোকে স্বৈরতন্ত্র, অভিজাতদের বিশেষ অধিকার, খ্রীষ্টীয় গীর্জার আচার প্রভৃতি সম্পর্কে লোকের আস্থা নষ্ট হয়। ফলে বিপ্লবী মানসিকতা সৃষ্টি হয়। মাদেলাঁর (Madelier) মতে, "পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তি ও প্রাণ ছিল পুরাতন প্রথার প্রতি বিশ্বাস। নিয়ত সমালোচনার দ্বারা দার্শনিকেরা ইহাতে ফাটল সৃষ্টি করেন।" (Tradition had been the very soul and foundation of ancien regime ; the philosophers created fissures it by constant criticism)।[২] বিপ্লব ছিল আলোকেরই সন্তান।

আলোকিত স্বৈরতন্ত্র বা উদারনৈতিক স্বৈরতন্ত্র (Enlightened Despotism): অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ ছিল ইওরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বন্ধ্যা যুগ। এই যুগে রাজনীতিতে কোন নূতন ভাবধারার প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় না। রাষ্ট্রনেতাগণ এই যুগে কেবলমাত্র বাহুবলে রাজ্য জয় করাকেই কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ঐতিহাসিক হ্যাসাল এই যুগের অন্ধকারময় রাজনীতির জন্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, "১৭৬৩ খ্রীঃ ইওরোপ যেন ধীরে ধীরে এক অবক্ষয়ের পথে চলিতেছিল।"[৩]

অষ্টাদশ শতকের প্রকৃত অগ্রগতির ক্ষেত্র ছিল বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে জ্ঞানদীপ্তি বা বুদ্ধি বিভাসার প্রভাব। এই যুগের সম্মানের উত্তরীয় ইতিহাসের দেবী রাজনৈতিক নেতা অপেক্ষা চিন্তাবিদদের কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছেন। এজন্য অষ্টাদশ শতককে আলোকিত শতাব্দী বা জ্ঞানদীপ্তির যুগ বলা হয়।

---

১. Quoted from P. K. Chakravorty.

২. Madelin—French Revolution. P. 6.

৩. Hassal—Balance of Power. P. 285.

জ্ঞানদীপ্তি বা বুদ্ধি বিভাসার ফলে যুগের মনীষা নিউটনের বিজ্ঞান তত্ত্ব, দার্শনিক লক, ফেনেলন, মন্তেস্কুর দার্শনিক ও রাষ্ট্রতত্ত্বের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা অলৌকিক বা অতি প্রাকৃতকে নস্যাৎ করিয়া বিজ্ঞান ও প্রমাণের সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যগুলিকে ব্যাখ্যা করেন। যুক্তিবাদ ধর্মীয় গোঁড়ামি বা অন্ধবিশ্বাসকে নস্যাৎ করিয়া প্রকৃত সত্য স্থাপনে সাহায্য করে। দার্শনিকরা ইহা প্রচার করেন যে, কোন কিছুর দ্বারা যুক্তি বা প্রমাণকে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

ক্রমে এক শ্রেণীর দার্শনিকরা এই মত প্রচার করেন যে, সকল কিছুর পশ্চাতে নিয়ম বা যুক্তি কাজ করে। প্রকৃতি নিজেই নিয়ম বা Law মানিয়া চলে। সুতরাং মানব সমাজ ও রাষ্ট্র যাহা প্রকৃতির অধীন তাহাও নিয়ম বা Law মানিয়া চলিতে বাধ্য। দার্শনিকের কাজ হইল সেই নিয়মকে খুঁজিয়া বাহির করা। ইহার ফলে ইংরাজ দার্শনিক জন লক, ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্কু প্রভৃতি রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ম আবিষ্কারের জন্য তাঁহাদের গবেষণা ও যুক্তি প্রয়োগ করেন। দার্শনিকরা সাধারণভাবে এই মত প্রচার করেন যে, রাষ্ট্র মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের যিনি পরিচালনা করেন অর্থাৎ রাজা তাঁহার যেমন অধিকার আছে, সেই সঙ্গে তাঁহার কর্তব্যও রহিয়াছে। রাজাগণকে অধিকার ভোগ করিতে হইলে এই সঙ্গে কর্তব্য করিতে হইবে। কর্তব্যহীন নিছক অধিকার ভোগ করা যুক্তিবাদ ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী।

সপ্তদশ শতক হইতে ইওরোপের রাজশক্তি কেবলমাত্র অধিকার ভোগ করিত। তাহারা স্বর্গীয় অধিকার (Divine Right) দাবী করিয়া শাসন করিত। যেহেতু তাহারা ঈশ্বর বা ভগবানের প্রেরিত সেহেতু তাহারা পৃথিবীর কোন শক্তির নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নন। প্রজাদের কল্যাণের জন্য কোন কাজ করিতেও তাঁহারা বাধ্য নন বলিয়া মনে করিতেন। অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদী দর্শন উপরোক্ত স্বর্গীয় অধিকার নীতির দুর্বলতা উদঘাটন করে। দার্শনিকরা বলেন যে কর্তব্য করিলেই তবে অধিকার পাওয়া যায়। ঈশ্বর রাজাদের যেমন অধিকার দিয়াছেন তেমন কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন। অবিমিশ্র অধিকার যুক্তিসম্মত হইতে পারে না।

যুক্তিবাদী বা আলোকিত দর্শনের ফলে অষ্টাদশ শতকের ইওরোপের রাজারা তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভগবানের দোহাই দিয়া তাঁহারা যে স্বৈরশাসন চালাইতেছিলেন তাহার অন্যায় দিকটি ধরা পড়িলে তাঁহারা ভয় পাইয়া যান। ফলে এই যুগের রাজারা প্রজাহিতৈষী সংস্কার চালাইয়া তাঁহাদের স্বৈর শাসনকে যুগের উপযোগী করার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টন (Lord Acton) এজন্য প্রজাহিতৈষী বা আলোকিত স্বৈরতন্ত্রকে "রাজতন্ত্রের অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্ত" (Repentance of the Monarchy) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নির্ভেজাল স্বৈরাচারের বদলে ইঁহারা সংস্কারপন্থী স্বৈরাচার প্রবর্তন করেন। অধ্যাপক হেইজ (Hayes) এজন্য আলোকিত স্বৈরাচারকে, "স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সহিত যুক্তিবাদের সমন্বয়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

১. Hayes—Political, Social History of Europe. Vol. P. 440.

এই সকল প্রজাহিতৈষী শাসক দার্শনিকদের রচনা অনেক ক্ষেত্রে পাঠ করেন। কেহ কেহ দার্শনিকগণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন খুবই চতুর ও বুদ্ধিমান লোক। দার্শনিকদের ভাবধারা অনুযায়ী তাঁহারা প্রজার কল্যাণের জন্য সংস্কার প্রবর্তন করিলেও রাজার ক্ষমতা যাহাতে খর্ব না হয় সেদিকে নজর রাখিতেন। আসলে সংস্কার নীতির আড়ালে তাঁহারা তাঁহাদের স্বাধিকার রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে এই স্বৈর শাসকদের গূঢ় উদ্দেশ্য ধরা পড়িবে। মূলতঃ তাঁহারা ছিলেন স্বৈরাচারী এবং যুক্তিবাদ বা আলোকিত দর্শনের প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁহাদের অলংকার অথবা কৌশল মাত্র।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল এই যে—(১) প্রজাকে কোন মৌলিক অধিকার দান না করা। নির্বাচনমূলক শাসনব্যবস্থা বা প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থাকে এড়াইয়া চলা। প্রজার জন্য সকল কিছু করিলেও প্রজাদের তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে না দেওয়া (Everything for the people and nothing by the people)। (২) রাজার কর্তব্য হইল প্রজার মঙ্গলের জন্য কাজ করা। আলোকিত রাজারা নিজেদের রাষ্ট্রের সেবক বলিয়া মনে করিতেন। প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য বলিয়া ঘোষণা করেন। (৩) ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে রাষ্ট্রই সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রের জন্য রাজা-প্রজা সকলের কাজ করা দরকার। রাষ্ট্র থাকিলে তবেই জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুখ-সুবিধা থাকিবে। (৪) আলোকিত রাজারা নিজেদের রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের নিকট রাজা ও রাষ্ট্রের অভিন্নতা ছিল না। দেহকে যেরূপ মস্তিষ্ক চালনা করে; রাষ্ট্রকে রাজা চালনা করিবেন। রাষ্ট্রের স্বার্থে রাজার আদেশ মান্য করা দরকার একথা তাঁহারা ভাবিতেন। রাষ্ট্র যেরূপ সর্বশক্তিমান, সেইরূপ রাষ্ট্রের প্রতিভূ রাজাও সর্বশক্তিমান। (৫) তবে রাষ্ট্র ও প্রজার মঙ্গলের জন্য রাজা সংস্কার প্রচলন করিতে বাধ্য। সংস্কার করাই রাজার কর্তব্য। দেহ যেরূপ মস্তিষ্কের নির্দেশ মানে, প্রজা সেইরূপ রাজার প্রবর্তিত সংস্কার মানিয়া লইবে।

রেড্ডাওয়ের (Reddaway) মতে "১৭৬৩ খ্রীঃ পর যে ২৫ বৎসর অতিবাহিত হয় তাহাকে প্রধানতঃ আলোকিত স্বৈরাচারের যুগ বলা যায়"।[১] এই যুগের সংস্কারব্রতী দার্শনিকতাবাদী রাজাদের মুখ্য ছিলেন প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। কৈশোরে ও যৌবনে তিনি ভলতেয়ার প্রভৃতি ফরাসী দার্শনিকদের রচনা পড়েন। তিনি সিংহাসনে বসিয়া নিজেকে "রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য" বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি কেন্দ্রীভূত শাসন, বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি, সামরিক সংস্কার প্রচলন করেন। বিচার বিভাগে জুরী প্রথা, আইনের শাসন এবং উদার ফৌজদারী আইন প্রবর্তন করেন। তিনি ধর্মসহিষ্ণুতা ও ন্যায় প্রবর্তনের চেষ্টা করেন।

রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন ছিলেন অন্যতম প্রখ্যাত আলোকপ্রাপ্ত

১. Reddaway. P. 239.

শাসিকা। তিনি ভলতেয়ারের সহিত পত্রালাপ করিতেন। তিনি রাজধানীকে সুশোভিত করার জন্য বহু উদ্যান ও প্রাসাদ তৈয়ারী করেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা প্রসারের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করেন এবং পশ্চিম ইওরোপের অনুকরণে শিল্প বিস্তার এবং আধুনিক আদব-কায়দা প্রচলনের চেষ্টা করেন।

অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত স্বৈর শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার সম্পর্কে বলা হয় যে, আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের যুগে সর্বাপেক্ষা আলোকপ্রাপ্ত ছিলেন দ্বিতীয় যোসেফ (A statesman par-excellence in the age of reason)। "যুক্তিবাদের যুগে যুক্তিবাদে প্রভাবিত রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে তিনি চরম উৎকর্ষের পরিচয় দেন।" যোসেফ বলেন, "আমি দর্শন শাস্ত্রকে আমার রাজ্যের আইন রচনায় ভার দিয়াছি। তাহায় যুক্তিবাদী নীতি অস্ট্রিয়ার জীবনকে বদলাইয়া দিবে।" তিনি যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়া শাসন, বিচার, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেই সংস্কার প্রবর্তন করেন। তবে বাস্তব জ্ঞানের অভাব, অত্যধিক আদর্শবাদ এবং সকল সংস্কারগুলি একসঙ্গে দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা করিয়া তিনি বিফলতা বরণ করেন।

তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয় যোসেফই ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানদীপ্ত শাসক। প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক আলোকপ্রাপ্ত সংস্কার দ্বারা নিজ রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করেন মাত্র। ম্যারিয়ট ও রবার্টসনের মতে, ফ্রেডারিক কৌশলে তাঁহার স্বৈরতন্ত্রকে জ্ঞানদীপ্তির মোড়কে ভরিয়া ফেলেন। মূলতঃ তিনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী। রাজশক্তি ছিল তাঁহার প্রাণ; উদারতন্ত্র ছিল তাঁহার পোষাকী নীতি (fashion)। এই তুলনায় দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন প্রকৃত আদর্শবাদী। তিনি ধর্মসহিষ্ণুতা নীতি প্রবর্তন করিয়া, ভূমিদাস প্রথা লোপের চেষ্টা করিয়া, গিল্ড বা সঙ্ঘ প্রথা লোপের চেষ্টা করিয়া, সমগ্র সাম্রাজ্যে জার্মান ভাষা প্রবর্তন করিয়া প্রকৃত প্রগতিশীল দৃষ্টির পরিচয় দেন। পুরাতন তন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধীতায় তিনি বিফল হন। তাঁহার বিফলতা ছিল এক "মহান প্রচেষ্টার বিফলতা"। দ্বিতীয় যোসেফের তুলনায় প্রাশিয়ার ফ্রেডারিকের সংস্কারগুলি ছিল গুরুত্বহীন। তিনি ভূমিদাস প্রথা লোপের চেষ্টা করেন নাই। প্রাশিয়ার সামন্তপ্রথার প্রবলতা কমাইবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি লোপ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়ান। তাঁহার নিকট "রাজাই রাষ্ট্র" এই চিন্তা প্রবল ছিল। তাছাড়া তিনি প্রাশিয়ার প্রয়োজন অপেক্ষা বহু বেশী সৈন্য রাখিয়া, এই সৈন্য দলের খরচের জন্য জনসাধারণকে করভারে জর্জরিত করেন। এজন্য ভলতেয়ার মন্তব্য করেন যে—"প্রাশিয়া হইল সেই দেশ যেখানে সেনাদলই জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে; জনগণ সেনাদলকে নিয়ন্ত্রণ করে না।" দ্বিতীয় যোসেফ ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সহিত তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয় ক্যাথারিন ছিলেন অনেক অগভীর সংস্কারক। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজ সিংহাসনের ক্ষমতা বাড়াইবার দিকে। তাছাড়া তিনি রুশী অভিজাতদের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেন। তিনি একটি সংবিধান রচনায় উদ্যোগ করিয়া সেই প্রচেষ্টা ত্যাগ করেন। ভূমিদাসদের

অত্যাচার হইতে রক্ষার কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। তিনি মূলতঃ রুশী অভিজাতদের মধ্যে পশ্চিম ইওরোপীয় ফ্যাশন ও চালচলন প্রবর্তন করিতে উদ্যম দেখান। তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংস্কার ছিল সৌখীন সখের ব্যাপার মাত্র। রাশিয়ার সমাজ জীবনে ইহার কোন প্রভাব ছিল না। ঐতিহাসিক রাইকারের মতে, "দ্বিতীয় ক্যাথারিনের কোন সৃজনশীল প্রতিভা ছিল না।" অভিজাতদের সমর্থন হারাইবার ভয়ে তিনি কোন প্রকার মৌলিক সংস্কার প্রবর্তনে বিরত থাকেন।

আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বিফলতার কারণ (Weaknesses of the system of Enlightened Despotism) : জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা সপ্তদশ শতকের নির্ভেজাল স্বৈরতন্ত্রের সহিত অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদকে মিশাইবার চেষ্টা করা হয়। রাজকীয় অধিকারের সহিত রাজকীয় কর্তব্য বোধকে যুক্ত করিয়া আলোকিত স্বৈরতন্ত্রবাদ রচিত হয়। কিন্তু প্রকৃত যুক্তিবাদের আলোকে এই জোড়াতালি দেওয়া মতবাদের দুর্বলতা শীঘ্রই ধরা পড়ে।

এই যুগে লক, মন্তেস্ক্যু প্রভৃতি দার্শনিকরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে চুক্তিতত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। তাঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই, সমাজের সহিত চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। রাজা সেই চুক্তি অনুসারে শাসন করিতেন। দার্শনিকদের এই ব্যাখ্যা চিন্তাশীল লোকদের বুঝাইয়া দেয় যে, রাজা তাঁহার ক্ষমতা প্রজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন। ফলে স্বৈরশাসনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ ছিল না। কারণ এই আদর্শে রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে কোন মৌলিক ভাবনা ছিল না। রাজারা তাঁহাদের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিয়া কিছু সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন মাত্র।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের অপর প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে—(১) শাসকরা সংস্কার প্রবর্তনের জন্য প্রজাদের কোন সহযোগিতা লইতেন না। "Everything for the people and nothing by the people" অর্থাৎ জনসাধারণের জন্য সকল কিছু করা হইলেও, জনসাধারণের দ্বারা কিছু করা হইবে না—ইহাই ছিল রাজাগণের মূল নীতি। ফলে সংস্কারগুলি উপর হইতে প্রজাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। এজন্য সংস্কারগুলি জনপ্রিয়তা হারায়। (২) কেবলমাত্র সরকারের ইচ্ছায় শাসনযন্ত্রের দ্বারা কোন সংস্কারকে সফল করা সম্ভব ছিল না। স্বৈরশাসকগণ একথা বুঝেন নাই। (৩) দীর্ঘদিন ধরিয়া স্বৈরশাসনের চাপে পিষ্ট হইবার ফলে স্বৈরশাসকগণের সদিচ্ছা সম্পর্কে প্রজাদের আস্থা ছিল না। আলোকিত দর্শনের প্রভাবে ইওরোপের রাজাগণ যে কল্যাণকামী হইয়াছেন তাহা প্রজারা জানিত না। সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রজাদের শিক্ষিত করিয়া তোলা হয় নাই। এজন্য রাজাদের দ্বারা প্রবর্তিত সংস্কার সম্পর্কে তাহারা সন্দেহ পোষণ করিত। তাহারা ভাবে যে তাহাদের নিস্পেষণ করিবার জন্য নূতন চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছে। (৪) দীর্ঘকাল স্বৈরশাসনের আওতায় থাকিবার ফলে জনসাধারণের উৎসাহ, উদ্দীপনা স্তিমিত হইয়া যায়। ভূমিদাসগ্রস্ত সমাজে বেশীর ভাগ লোকের জীবনে হতাশা ও দারিদ্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। স্বৈরশাসকরা

ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ ও জমির বিতরণের কোন চেষ্টা না করায় সাধারণ কৃষকদের মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। (৫) যে শাসনযন্ত্রের দ্বারা স্বৈরশাসকরা সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন তাহা ছিল দুর্নীতিযুক্ত এবং নিপীড়নমূলক। সরকারী কর্মচারীরা ছিল প্রধানতঃ সামান্তশ্রেণীর লোক। ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রজাদের উপর উৎপীড়ন চালাইয়া আসিতেছিল। নূতন সংস্কারের লক্ষ্য ছিল প্রজাদের সেবা করা। এই নীতিতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল না। কারণ তাহারা নিজেদের জনসাধারণের প্রভু বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত ছিল। (৬) তাছাড়া দ্বিতীয় যোসেফের ন্যায় আদর্শবাদী শাসকেরা বাস্তব বুদ্ধির অভাববশতঃ বিফল হন। দ্বিতীয় যোসেফ এক শতাব্দীর কাজকে কয়েক বৎসরের মধ্যে শেষ করিবার চেষ্টা করেন। (৭) ঐতিহাসিক হেইজ মনে করেন যে, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি ছিল বহুজাতির বাসস্থান। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এমন স্বার্থগত ব্যবধান ছিল যে তাহা সমাধান করিয়া সংস্কারকে সফল করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।[১] (৮) তাছাড়া জ্ঞানদীপ্ত শাসকেরা ছিলেন বংশানুক্রমিক অধিকারে বিশ্বাসী। উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহাদের কাজ চালাইয়া যাইবার লোক ছিল না। (৯) জ্ঞানদীপ্ত শাসকেরা তাঁহাদের উদ্যমকে দেশের আভ্যন্তরীন সংগঠন অপেক্ষা যুদ্ধ ও রাজ্য বিস্তারের কাজে বেশীর ভাগ নিয়োগ করেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে রাজকোষ শূন্য হয়; লোকক্ষয় হয়। ফলে সংস্কারগুলি বিফল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফরাসী বিপ্লবের কারণ: ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অবস্থা

(Causes of the French Revolution : Condition of France on the eve of the outbreak of the French Revolution)

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অবস্থা (Condition of France on the eve of the outbreak of the French Revolution) : ফরাসী বিপ্লবের কারণ (Causes of the French Revolution) : কোন সমাজ ব্যবস্থা যখন জরাজীর্ণ এবং গতিহীন হইয়া পড়ে তখন সমাজের মধ্য হইতে এমন শক্তি জাগিয়া উঠে যে তাহার আঘাতে পুরাতনতন্ত্র তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙিয়া পড়ে। পুরাতন ব্যবস্থার স্থলে নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। সমাজের অতি দ্রুত এই মৌলিক পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা বিপ্লবের একটি বিশেষ অর্থ দেখেন। তাঁহাদের মতে সমাজে দুইটি শ্রেণী থাকে। একটি শ্রেণী সকল সুযোগ-

---

১. Hayes—Modern Europe. P. 424.

সুবিধা ভোগ করে এবং অপর শ্রেণীকে শোষণ করে। শোষিত শ্রেণী অধিকারভোগী শ্রেণীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সকল ক্ষমতা বিপ্লবের মাধ্যমে ধ্বংস করে। শ্রেণীসংগ্রামই হইল বিপ্লবের বাহন। ফরাসী বিপ্লবে অধিকারভোগী অভিজাতশ্রেণীকে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত করে।

১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দেয় তাহা কোন আকস্মিক কারণে ঘটে নাই। দীর্ঘদিন ধরিয়া ফরাসী রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতিতে যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল তাহার সহিত ফ্রান্সের বৃহত্তর জন সমষ্টির স্বার্থ যুক্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের সাধারণ লোক বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙিয়া নূতন সমাজ ব্যবস্থা গঠনে তৎপর হয়। ফরাসী বিপ্লবের কারণ ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক অবস্থা : সপ্তদশ শতকের ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ রিশেল্যু ও ম্যাজারিন এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই ফরাসী রাজতন্ত্রকে একটি স্বৈরতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। এই যুগের রাজারা মনে করিতেন যে, ঈশ্বর রাজাকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও নিকট তাঁহারা দায়ী নন। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা নীতির উপর নির্ভর করিয়া চতুর্দশ লুই ফরাসী রাজতন্ত্রকে সর্বময় ক্ষমতার আধারে পরিণত করেন। রাজার এই ক্ষমতা বুঝাইবার জন্য তিনি একদা মন্তব্য করেন যে "রাজাই হইল রাষ্ট্র" (The state—it is myself)। রাজার ক্ষমতাকে সর্বময় করিবার জন্য ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট সভা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ১৬১৪ খ্রীঃ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রতিনিধি সভা ছাড়া রাজার নিজ ইচ্ছা অনুসারে শাসনকার্য চলিতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের রাজারা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশীয় রাজা পঞ্চদশ এবং ষোড়শ লুই কেবলমাত্র স্বৈরতন্ত্রকেই গ্রহণ করেন। তাঁহারা সমকালীন উদারতন্ত্রবাদী স্বৈরাচারকে স্বীকার করিতেন না। ফলে ফ্রান্সে প্রজাদের সহিত রাজশক্তির কোন যোগাযোগ ছিল না। বুরবোঁ রাজারা সকল ক্ষমতা নিজ হাতে লইয়া প্রজাদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেন। ঐতিহাসিক শেভিল মন্তব্য করিয়াছেন যে, "স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন বন্ধ থাকিবার ফলে সাধারণ লোকের অভিযোগ রাজার নিকট পৌঁছান সম্ভব হইত না। রাজার পক্ষেও দেশের সাধারণ প্রজার অবস্থার কথা জানা সম্ভব হইত না। ইহার ফলে বুরবোঁ রাজতন্ত্র বৃহত্তর জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।"

ফরাসী রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা

বুরবোঁ রাজতন্ত্র আইনতঃ সর্বশক্তিমান হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না। ফ্রান্সের সামন্ত অভিজাত ও যাজক শ্রেণী রাজার তরফে সরকারী ক্ষমতা হস্তগত করিয়া ভোগ করিত। ফরাসী অভিজাতরা মনে করিত যে তাহারা রাজার সমশ্রেণীভুক্ত লোক। সুতরাং দেশ শাসনের কাজে একমাত্র তাহারাই রাজাকে সাহায্য করিতে অধিকারী। রাজবংশের মত তাহাদেরও বংশ কৌলীন্য ছিল। এই বংশ মর্যাদার জোরে তাহারা দেশ শাসনের

শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব

অধিকার ভোগ করিত। Hampson[1] মন্তব্য করিয়াছেন যে, "শাসনব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে" (The aristocratic infiltration produced unsavoury results)। লেফেভরের মতে, "ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং ইওরোপ মহাদেশের স্বৈরতন্ত্রের মাঝামাঝি ধরণের ব্যবস্থা" (The French monarchy lay midway between the British constitutionalism and continental despotism)[2]। যে সকল কারণে বুরবোঁ রাজাদের সর্বময় ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহা হইল এই যে চতুর্দশ লুইয়ের পর বুরবোঁ বংশে সুযোগ্য শাসকের অভাব দেখা দেয়। পঞ্চদশ লুই ছিলেন "বিলাসী, রমণীরঞ্জন, প্রজাপতি রাজা" (Butterfly monarch)[3]। তিনি ছিলেন পরিশ্রম-বিমুখ এবং তাঁহার উপপত্নী মাদাম দ্য পম্পাদুরের দ্বারা প্রভাবিত। ষোড়শ লুই সৎ এবং সদিচ্ছাপরায়ণ হইলেও ব্যক্তিত্বহীন ছিলেন। তিনি তাঁহার সুন্দরী গর্বিতা পত্নী অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারী মেরি এ্যাণ্টোনেটের বশংবদ ছিলেন। বুরবোঁ রাজাদের এই ব্যক্তিগত অযোগ্যতার ফলে রাজার তরফে সকল ক্ষমতা অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা হস্তগত করে।

যাজক শ্রেণীর স্বায়ত্বশাসন

(২) ফ্রান্সের গীর্জা (Gallican church) ছিল স্বয়ং-শাসিত সংস্থা। রাজা গীর্জার আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। গীর্জার ভূ-সম্পত্তির উপর রাজা ন্যায্যভাবে কর ধার্য করিতে পারিতেন না। ১৫৬১ খ্রীঃ পোইসির চুক্তি অনুসারে যাজকেরা ভূমির উপর স্বেচ্ছা কর দিত।

প্রাদেশিক সভার ক্ষমতা

(৩) ফ্রান্সের প্রদেশগুলিতে যে সভা ছিল তাহার সম্মতি ছাড়া রাজার কোন নির্দেশ প্রদেশগুলিতে কার্যকরী করা যাইত না। প্রাদেশিক সভাগুলিতে স্থানীয় অভিজাতরা প্রাধান্য ভোগ করিত। রাজা কোন নূতন আইন জারী করিলে তাহা পার্লেমেণ্ট নামক বিচার সভায় রেজেষ্টারী করিতে হইত। নতুবা এই আইন বৈধ হইত না। পার্লেমেণ্ট ইচ্ছা করিলে রাজার প্রস্তাবিত আইনকে নাকচ করিতে পারিত। পার্লেমেণ্টগুলির বিচারকরা ছিল অভিজাত শ্রেণীর। অভিজাতদের বিরুদ্ধে রাজা কোন আইন রচনা করিলেই পার্লেমেণ্ট তাহা খারিজ করিত। ফ্রান্সের পার্লেমেণ্ট (Parlement)-গুলির সংখ্যা ছিল ১২টি। ইহাদের মধ্যে Parlement of Paris বা প্যারিসের বিচারসভা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী। সুতরাং ফ্রান্সের রাজারা ক্ষমতা দাবী করিলেও বাস্তবে তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, "ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল আসলে সামন্ত রাজতন্ত্র" (The French monarchy was a feudal monarchy)।

---

১. Hampson—Social History of French Revolution.

২. Lefebvre. P. 88.

৩. Schevill.

অষ্টাদশ শতকে কুশাসন ও দুর্বল বৈদেশিক নীতির জন্য বুরবোঁ রাজতন্ত্রের মহিমা বিনষ্ট হইয়া যায়। সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী হইয়া পড়ে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। রাজার সভাসদেরা রাজার স্বাক্ষরযুক্ত লেটারস ডি কেসে (Letters de cachet)[১] দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করিতে পারিত। বিচার ব্যবস্থা ছিল ব্যয়বহুল। বিচারকরা ছিল পক্ষপাত-দুষ্ট। আইনের নিকট সকলে সমান অধিকার পাইত না। রাজস্ব আদায়কারী ইনটেণ্ডেণ্টরা ছিল ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় অর্থলোলুপ। তাহারা বহু প্রকার বাড়তি কর আদায় করিত। তাছাড়া আদায় করা করের বহু অংশ তাহারা আত্মসাৎ করিত। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই প্রকাণ্ড ব্যর্থতার নজির সৃষ্টি করেন। পঞ্চদশ লুই অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে (১৭৪০-৪৮ খ্রীঃ) এবং সপ্তবর্ষের যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) পরাজয় বরণ করেন। ইহার ফলে ইওরোপে ফ্রান্সের সামরিক মর্যাদা বিনষ্ট হয়। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফরাসী বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাণিজ্য ও উপনিবেশ হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ষোড়শ লুই এই পরাজয় হইতে শিক্ষা না লইয়া আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যোগ দেন। এই দীর্ঘ যুদ্ধগুলিতে ফ্রান্সের মর্যাদা নষ্ট হয় এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়।

বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতি

বুরবোঁ রাজারা ছিলেন ঘোর অমিতব্যয়ী। যুদ্ধ ও অমিতব্যয়ের ফলে সরকারের ঋণ বাড়িয়া যায়। আদায়ী রাজস্ব হইতে সরকারী ব্যয় সঙ্কুলান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অর্থসংকট হইতে মুক্ত হইবার উপায় না পাইয়া ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকেন। ইহার ফলে বুরবোঁ স্বৈরতন্ত্রের দুর্বলতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং বিপ্লব আরম্ভ হয়।

রাজতন্ত্রের অমিতব্যয়িতা

সামাজিক অবস্থা : বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সামাজিক শ্রেণী ও তাহাদের সংঘাত : মধ্যযুগে সামন্ত প্রথার ফলে ইওরোপীয় সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে জনগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) যাজক সম্প্রদায় ছিল প্রথম শ্রেণী (First Estate)। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে যাজকদের সংখ্যা ছিল মোট প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার। উচ্চ যাজক ও নিম্ন যাজক এই দুই ভাগে যাজকশ্রেণী বিভক্ত ছিল। বিশপ প্রভৃতি উচ্চ যাজকরা ছিল অভিজাত সম্প্রদায় হইতে আগত। ফ্রান্সের আইন অনুসারে প্রজারা গীর্জাকে টাইদ বা ধর্ম কর আদায় দিত। এছাড়া গীর্জার বিরাট ভূ-সম্পত্তি হইতেও বহু টাকা আয় হইত। ফরাসী মন্ত্রী নেকারের মতে, ফরাসী গীর্জার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ১৩ কোটি লিভ্‌র। খাদ্যশস্যের দাম বাড়ার ফলে গীর্জার জমির ফসল চড়া দামে বিক্রয় করিয়া আরও বেশী টাকা পাওয়া যাইত। গীর্জার এই বিপুল পরিমাণ অর্থ উচ্চ যাজক বা বিশপ শ্রেণীই প্রধানতঃ ভোগ করিত। ১৭৮৯ খ্রীঃ

যাজক

১. ফরাসী উচ্চারণ লৎর দ কাসে।

ফ্রান্সে বিশপের সংখ্যা ছিল ১৩৯ জন। ইহারা ছিল সকলেই অভিজাত শ্রেণীর লোক। গীর্জার সকল ব্যাপার উচ্চ যাজকেরাই নিয়ন্ত্রণ করিত। Contract de Poissey বা পোইসির চুক্তি অনুসারে গীর্জার বিশপরা তাহাদের ভূ-সম্পত্তির জন্য সরকারকে নিয়মিত কর দিত না। তাহারা স্বেচ্ছা কর দিত। এই স্বেচ্ছা করের পরিমাণ যাজকরাই স্থির করিয়া দিত। উচ্চ যাজক শ্রেণী ছিল অভিজাত ও সুবিধাভোগী শ্রেণী। নিম্নস্তরের যাজকেরা ছিল গ্রামের পাদরী। ইহারা ছিল দরিদ্র এবং নিষ্ঠাবান। কারণ গীর্জার আয়ের সিংহ ভাগ বিশপরাই লইত। ফলে ইহারা আর্থিক দুরবস্থায় দিন কাটাইত। উচ্চ যাজকদের প্রতি নিম্ন যাজকেরা প্রবল ঘৃণা পোষণ করিত। ফরাসী বিপ্লবের সময় নিম্ন যাজকরা পুরাতনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

(২) সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে (Second Estate) ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে অভিজাতদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার। দেশের জনসংখ্যার ১ বা ১½ ভাগ ছিল অভিজাত। অভিজাতরা ছিল বংশ কৌলিন্যে নিকষ। ইহারা নিজ সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র ও অধিকার রক্ষার জন্য সর্বদা যত্নবান ছিল। ইহারা বংশ মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রধানতঃ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ করিত। অভিজাতরা কায়িক পরিশ্রমকে ঘৃণা করিত। অভিজাতরা দাবী করিত যে, মধ্যযুগে যে সকল ফ্রাঙ্কিশ বিজেতা ফ্রান্স অধিকার করে, তাহারা ছিল এই বিজেতাদেরই বংশধর।[১] অভিজাতদের সম্পদের উৎস ছিল প্রধানতঃ জমিদারীর আয়, সরকারী উচ্চ চাকুরী এবং বিচার বিভাগের উচ্চ-পদ। অভিজাত শ্রেণীর সকলেই ধনবান ছিল না। কোন কোন অভিজাত পৈত্রিক জমিদারী হারাইয়া কেবলমাত্র বংশ কৌলিন্যের বড়াই করিত। ইহারা সযত্নে নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিত।

অভিজাত

অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন উপগোষ্ঠী ছিল। (১) প্রাচীন বনেদী ঘরের অভিজাত। ইহারা রাজার সভাসদ, সেনাপতি ও বিচার বিভাগের উচ্চপদ এবং ইনটেণ্ডেণ্টের (Intendent) কাজ পাইত। ইহারা আড়ম্বরময় জীবনে অভ্যস্ত ছিল। বহু দাসদাসী ও অনুচর লইয়া ইহারা দিন কাটাইত। এই অমিতব্যয়ের জন্য ইহাদের অনেকে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও ইহারা আড়ম্বর ত্যাগ করিতে পারিত না। ইহারা ছিল খুবই গর্বিত। অন্যান্য অভিজাতদের ইহারা নীচু চক্ষে দেখিত। (২) চাকুরীজীবি অভিজাত। ইহারা প্রশাসক ও আইনবিদ এবং বিচারকের কাজ করিত। ইহাদের নাম ছিল পোষাকী অভিজাত বা Nobles by Robe। ইহারাও বংশানুক্রমে বিভিন্ন পদ ভোগ করিত। পার্লেমেণ্ট বা বিচারসভাগুলির বিচারকের পদ ইহাদের একচেটিয়া ছিল। (৩) গ্রামীন অভিজাত। ইহারা গ্রামাঞ্চলে নিজ জমিদারীতে বাস করিত এবং প্রাদেশিক সভায় প্রতিপত্তি খাটাইত। গ্রামীন অভিজাতরা জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে তাহাদের আয় না বাড়ায় ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে। তবুও ইহারা

অভিজাত শ্রেণীর উপগোষ্ঠী

১. Hampson—Social History of the French Revolution.

কায়িক পরিশ্রম বা বাণিজ্য দ্বারা রোজগার বাড়াইতে রাজী ছিল না। অষ্টাদশ শতকে ইহারা কৃষকদের উপর নিদারুণ নিপীড়ন চালায়। ফলে কৃষক শ্রেণী এজন্য খুবই বিক্ষুব্ধ ছিল।

অভিজাত সম্প্রদায় ছিল ফ্রান্সের বিশেষ অধিকার ভোগী (Privileged class) শ্রেণী।[১] ইহারা বংশ কৌলিন্যের জোরে সরকারী উচ্চ পদগুলির একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিত। ইহারা ফ্রান্সের কৃষি জমির ⅕ অংশের মালিক ছিল। এই জমির দরুণ ইহারা সরকারকে ন্যায্য কর দিত না। জমির উপর প্রত্যক্ষ করের নাম ছিল টাইলে। কিন্তু ফ্রান্সের আইনে অভিজাতরা টাইলে আদায় দিতে বাধ্য ছিল না। অভিজাত শ্রেণী রাস্তাঘাট নির্মাণ বা খাল খননের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম (corvee) বা কর দিত না। রাজার সভাসদ হিসাবে ভাতা, পুরস্কার ও পেনসন ইহারা ভোগ করিত। অভিজাত শ্রেণী সমাজে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করিত। দার্শনিক মন্তেস্কু অভিজাতদের সম্পর্কে বক্রোক্তি করিয়া বলেন যে, "যাহারা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে, মন্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করিতে পারে, যাহাদের বংশ কৌলিন্য আছে এবং ঋণ ও পেনসন আছে, তাহাদেরই অভিজাত বলে।"

অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা

(৩) ফ্রান্সের বাকী লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীর (Third Estate) অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, দিনমজুর প্রভৃতি সকলেই ছিল তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীকে unprivileged বা 'অধিকারহীন' শ্রেণী বলা যায়। ফ্রান্সের মোট লোকসংখ্যা ছিল ২৫ মিলিয়ন। ইহার মধ্যে শতকরা ৯৮% লোক ছিল তৃতীয় শ্রেণী বা Third Estate-এর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণী

(ক) বর্জোয়া শ্রেণী: তৃতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র ছিল বুর্জোয়া শ্রেণী। বুর্জোয়া বলিতে পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক শ্রেণী বুঝায়। কিন্তু ফরাসী বুর্জোয়াদের সকলেই পুঁজিবাদী ছিল না। বুর্জোয়াদের আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিলেও তাহাদের বংশ কৌলিন্য ছিল না। (১) বুর্জোয়াদের একটি অংশ চাকুরী, আইনজীবি ও চিকিৎসক প্রভৃতির পেশা লইয়াছিল। ইহাদের বৃত্তিজীবি বুর্জোয়া বলা যায়। ইহারা ছিল বুদ্ধিমান, সাহসী এবং সমাজ সচেতন। দার্শনিকদের নূতন ভাবধারা এই শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। (২) বুর্জোয়াদের অপর অংশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। ইহাদের হাতে প্রচুর টাকা থাকিলেও বংশ কৌলিন্যের অভাবে ইহারা অভিজাতদের সমান মর্যাদা পাইত না। ইহাদের ধনী বুর্জোয়া বলা যায়। ধনী বুর্জোয়ারা সরকারকে প্রচুর অর্থ ঋণ দিত। বুরবোঁ সরকার বণিকদের শিল্প; বাণিজ্যের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ জারি করায় এবং মালের উপর শুল্ক চাপাইয়া দেওয়ায় এই শ্রেণী সরকারের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট ছিল। (৩) মূলধনী বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল ব্যাংকের মালিক, বড় বড় শিল্পের মালিক। ইহাদের হুটে বুর্জোয়া (haute bourgeois) বা পুঁজিপতি শ্রেণী বলা

বৃত্তিজীবি বুর্জোয়া

বণিক বুর্জোয়া ও মূলধনী শ্রেণী

১. Goodwin,

যায়। ইহারা ছিল অর্থবান। ইহারা বাণিজ্যে মূলধনী লগ্নী করিত। সরকারকে ইহারা সুদের বিনিময়ে ঋণ দিত। বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুঝাইতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক বুঝাইত। প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ বৃত্তিজীবি বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়া ছাড়া অপর সকল বুর্জোয়া ছিল সম্পদশালী। কিন্তু জন্ম কৌলিন্যের অভাবে ইহারা ফ্রান্সে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাইত না। হ্যাম্পসনের মতে, "বুর্জোয়া শ্রেণীর সকল শাখাই অভিজাতদের সমালোচনা করিত। তাহারা অভিজাত শ্রেণীর সমান মর্যাদা ও অধিকার লইবার ইচ্ছা পোষণ করিত" (All branches of the upper middle class had therefore been inclined both to criticise the aristocracy and to aspire noble status)।[১] বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল ফরাসী সমাজের সর্বাপেক্ষা অসন্তুষ্ট শ্রেণী। কারণ ইহাদের অর্থ ও বিদ্যা থাকিলেও ইহারা অভিজাতদের সমান মর্যাদা পাইত না। বুর্জোয়া শ্রেণীই ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্র ভাঙিবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

কৃষক শ্রেণী ঃ তৃতীয় শ্রেণীর বৃহদংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায়। কৃষকদের মধ্যেও নানা ভাগ ছিল। (ক) স্বাধীন কৃষক নিজের জমি নিজে চাষ করিত। এই শ্রেণী ফ্রান্সের $\frac{১}{৩}$ অংশ কৃষি জমির মালিক ছিল। কিন্তু স্বাধীন কৃষক পরিবারগুলির জমির পরিমাণ এত কম ছিল যে, তাহার আয়ে তাহাদের দিন চলিত না। (খ) বেশীর ভাগ কৃষক ছিল ভাগ চাষী বা বর্গা চাষী বা মেতায়ার (Metayers)। ইহারা জমিদারদের জমিতে ভাগে চাষ করিত। সকল প্রকার কর মিটাইয়া উৎপন্ন ফসলের মাত্র ২০ শতাংশ ইহাদের হাতে থাকিত। কৃষকদের এই শোষণের ফলে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে গভীর অসন্তোষ ছিল। বাড়তি কর, গীর্জা কর প্রভৃতি আদায় দিয়া কৃষককে অনাহারে থাকিতে হইত। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক লাব্রুজের মতে, "অষ্টাদশ শতকের ফরাসী কৃষকরা ছিল সর্বাপেক্ষা শোষিত।" ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল প্যারিস এবং লায়ন্স প্রভৃতি শহরের শিল্প শ্রমিক, ছোট কারখানার মালিক, দিন মজুর প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic condition) ঃ "ফ্রান্স ছিল ভুল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রকান্ড যাদুঘর" (France was a vast museum of economic errors)। ফ্রান্সের তিনটি প্রধান কর ছিল, যথা টেইলি বা সম্পত্তি কর[২], ক্যাপিটেশন বা উৎপাদন কর[৩] ও ভিটিংয়েমে বা আয়কর[৪]।

প্রত্যক্ষ কর ঃ দুর্নীতি

কিন্তু যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় যাহারা যথাক্রমে $\frac{১}{১০}$ অংশ ও $\frac{১}{৫}$ অংশ ফ্রান্সের ভূসম্পত্তির মালিক ছিল তাহারা টাইলে কর দিত না। যাজক সম্প্রদায় পোইসির চুক্তি (১৫৬১ খ্রীঃ) অনুযায়ী স্বেচ্ছা কর দিত। রাজা তাহাদের উপর নির্দিষ্ট ও সমানহারে কর বসাইতে পারিত না। এদিকে অভিজাতরাও নানাভাবে ক্যাপিটেশন এবং আয়কর বা

১. Hampson.—P. 17.
২. ফরাসী উচ্চারণ তেই।
৩. ফরাসী উচ্চারণ কাপিতাসিয়ঁ।
৪. ফরাসী উচ্চারণ ভ্যাঁতিয়্যাম।

ভিটিংয়েমে এড়াইয়া যাইত। ইহার ফলে এই তিনটি প্রত্যক্ষ করের প্রধান বোঝা পড়িত তৃতীয় শ্রেণীর ঘাড়ে। যদিও উচ্চ যাজক ও অভিজাতরা ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদের ৪0% ভাগের মালিক ছিল, তাহারা এই বিরাট সম্পদের জন্য নায্য কর দিত না। কর ধার্য করিবার ক্ষেত্রে ত্রিবিধ দুর্নীতি যথা "বিশেষ অধিকার", কম হারে কর এবং কর ছাড় (Privilege, concession and exemption) ফ্রান্সের রাজস্ব ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। তাছাড়া ইণ্টেণ্ডেণ্ট নামক রাজস্ব কর্মচারীরা ছিল ঘোর দুর্নীতিগ্রস্থ, অমিতব্যয়ী। ফলে যে কর আদায় হইত তাহার বেশীর ভাগ কর্মচারী পোষণে রাখিতে হইত।

উপরের তিনটি প্রত্যক্ষ কর ছাড়াও ফরাসী সরকার গ্যাবেলা (Gabella) বা লবণ শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষ করও আদায় করিত। তৃতীয় শ্রেণী সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দিত। তাহারা গীর্জাকে টাইদ (Tithe) অর্থাৎ ফসলের $\frac{1}{10}$ ভাগ কর দিত। সামন্ত প্রভুদের জন্য কর্ভি বা বিনা মজুরীতে কাজ করা, বানালিতে (Banalites) প্রভৃতি বাধ্যতামূলক কর দিত। সরকার, গীর্জা ও সামন্ত প্রভুদের কর মিটাইয়া তৃতীয় শ্রেণী, বিশেষতঃ কৃষকদের হাতে আর বিশেষ কিছু থাকিত না। এদিকে প্রথম দুই শ্রেণী কর এড়াইয়া বহাল তবিয়তে দিন কাটাইত। তৃতীয় শ্রেণীর দুর্ভোগ ইহাতেও শেষ হইত না। সরকার ও সামন্ত প্রভুরা মালপত্রের উপর ইচ্ছামত শুল্ক আদায় করার ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইত। এজন্য সাধারণ লোকেদের চড়া দামে জিনিষপত্র কিনিতে হইত। শুল্ক ব্যবস্থার অনাচারের জন্য ফরাসী বণিক ও ব্যবসায়ীরা সরকারের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট ছিল। তাহারা স্থানীয় শুল্ক ব্যবস্থা রদ করিয়া কেন্দ্রীয় শুল্ক ও অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য দাবী জানায়।

পরোক্ষ কর : শুল্ক : দুর্নীতি

ফ্রান্সের অর্থনীতির অপর অন্ধকারময় দিক ছিল সরকারী অপব্যয় এবং রাজপরিবারের অমিতব্যয়িতা। সরকারের রাজস্ব খাতে যাহা আয় হইত তাহা দ্বারা কর্মচারীদের বেতন, যুদ্ধের খরচ ও রাজপরিবারের ব্যয় মিটাইতে তাহাতে সংকুলান হইত না। গুডউইনের মতে, ভার্সাইয়ের রাজসভায় ১৮ হাজার কর্মচারী নিযুক্ত ছিল, ইহাদের মধ্যে ১৬ হাজার কর্মচারী কেবল রাজপ্রাসাদের কাজের জন্যই বহাল ছিল। রানীর খাস চাকরের সংখ্যা ছিল ৫00। রানী নিত্য নূতন ভোজসভা ও পোষাকের জন্য প্রচুর খরচ করিতেন। এই ঘাটতি মিটাইতে সরকারের বহু অর্থ ঋণ হয়। ১৭৮৮ খ্রীঃ সরকারের ব্যয় মিটাইবার জন্য দরকার পড়ে ৬৩0,000,000 লিভ্র এবং সরকারের ঋণের সুদের দরুণ আরও ৩১৮,000,000 লিভ্র। এই অর্থ না থাকায় ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকিতে বাধ্য হন। গুডউইন মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে অর্থনৈতিক সমস্যার মূলকথা ছিল অমিতব্যয়িতা বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারের অক্ষমতা"।[১]

সরকারী অমিতব্যয়িতা

১. "The essence of the financial problem on the eve of the Revolution was the impossibility of reducing these heavy items of expenditure." Goodwin—French Revolution. P. 18.

এদিকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বাড়িয়া যায়। খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়া গেলেও শ্রমিকের ও দিন মজুরের মজুরী বাড়ে নাই। ফলে খাদ্যের জন্য দাঙ্গা (Bread riot) আরম্ভ হয়। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক জর্জ রুডের মতে, ১৭৭৫—১৭৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত প্যারিস, লায়নস প্রভৃতি শহরে রুটির দাঙ্গা চলে। জিনিষপত্রের দাম শতকরা ৬৫ ভাগ বাড়িয়া যায়। ইতিমধ্যে ১৭৮৮ খ্রীঃ নিদারুণ শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে শস্য হানি ঘটে। গ্রামের নিরন্ন কৃষকেরা খাদ্যের সন্ধানে শহরের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। বুরবোঁ সরকার এই সংকটের মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হয়।

মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি

দার্শনিকদের প্রভাব : অষ্টাদশ শতকে ইওরোপে যুক্তিবাদের জাগরণ ঘটে। লোকে যাহা চলিতেছে তাহাকে মানিয়া না লইয়া, প্রচলিত ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি বিচার করিতে শিখে। অষ্টাদশ শতকে যুক্তিবাদের বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়। ফরাসী দার্শনিকদের রচনা যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে বিশেষ কার্যকরী হয়। দার্শনিকগণ এই মত প্রচার করেন যে, প্রজার কল্যাণ করিবার নিমিত্তই রাজা আছেন। দার্শনিকেরা বলেন যে, প্রকৃতির নিয়মে অধিকারের সহিত কর্তব্যও থাকে। সুতরাং রাজা কেবলমাত্র অধিকার ভোগ করিতে পারেন না, তাঁহাকে কর্তব্য করিতেও হইবে। হেলভিসিয়াস (Helvitius) নামক দার্শনিক বলেন যে, "জনকল্যাণের দ্বারা সামগ্রিক সুখ বাড়িবে।" হলব্যাখ (Holback) বলেন যে, "মানুষ আদিতে সুখী ছিল। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনাচারের ফলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাড়িয়াছে।"

যুক্তিবাদী দর্শন : রাজতন্ত্রের কর্তব্য সম্পর্কে নূতন চিন্তা

দার্শনিকপ্রবর মন্তেস্ক্যু (১৬৮৯-১৭৫৫) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিশদ সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, "যদি একই ব্যক্তির হাতে সরকারের আইন, বিচার ও কার্য-নির্বাহক বিভাগ ন্যস্ত থাকে তবে রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ পাইবে।" তিনি তাঁহার আইনের মর্ম বা স্পিরিট অফ ল্জ (The Spirit of Laws) গ্রন্থে ক্ষমতাবিভাজন নীতি অর্থাৎ প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগকে পৃথক করার পরামর্শ দেন। এই গ্রন্থ এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে ১৮ মাসে ইহার ২২টি সংস্করণ বিক্রয় হইয়া যায়। মন্তেস্ক্যু ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার পার্সিয়ান লেটার্স (The Persian Letters) নামক গ্রন্থে তিনি পুরাতনতন্ত্র অর্থাৎ ফরাসী অভিজাত সমাজব্যবস্থা ও রাজ্য শাসন ব্যবস্থার বহু দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করেন। ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) ছিলেন তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ রচনায় পারদর্শী। তাঁহার পাণ্ডিত্যও ছিল অগাধ। তিনি গীর্জার দুর্নীতিগুলি তাঁহার শাণিত ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করেন। তিনি ছদ্মনামে রচনা লিখিতেন। ফ্রান্সের পাঠক সমাজ তাঁহার রচনা পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকিত। ভলতেয়ারের রচনার ফলে গীর্জার অভ্রান্ততা সম্পর্কে লোকের ধারণা পাল্টাইয়া যায়।

মন্তেস্ক্যু, ভলতেয়ার

দার্শনিক চূড়ামণি জাঁ জেকুইস রুশো ছিলেন সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও বৈপ্লবিক মতের

প্রবক্তা। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র না হইলেও তাঁহার মতবাদের ব্যাপকতা অস্বীকার করা যায় না। রুশো তাহার বিখ্যাত রচনা কনট্রাক্ট সোসিয়েল (Contract Social) গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে এই সত্য প্রচার করেন যে, ঈশ্বর রাজা বা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন নাই। জনসাধারণই রাষ্ট্রের উৎস। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি জনসাধারণের হাতেই আছে। রাজা জনমত অনুযায়ী চলিতে বাধ্য। তিনি আরও বলেন যে, মানুষ মাত্রেই স্বাধীন হইয়া জন্মায়। সামাজিক অব্যবস্থা মানুষকে দরিদ্র অথবা পরাধীন করে। রুশোর এই বৈপ্লবিক মতবাদ জনমানসে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করে।

রুশোর মতবাদ

এনসাইক্লোপিডিস্ট (Encyclopaedist) বা বিশ্বকোষ রচয়িতারাও ফ্রান্সে যুক্তিবাদী দৃষ্টি গঠনে সহায়তা করেন। ডেনিস দিদেরো, ডি এলেমবার্ত (D. Alembert) প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন বিশ্বকোষ গ্রন্থের প্রণেতা। দার্শনিকদের রচনাও এই গ্রন্থে স্থান পায়। ১৭৬৫ খ্রীঃ এই গ্রন্থের ৪ হাজার কপি বিক্রয় হয়। অষ্টাদশ শতকে ফিজিওক্র্যাট (Physiocrat) নামে এক প্রকার অর্থনৈতিক মতবাদের উদ্ভব হয়। ইংলণ্ডের এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ছিলেন এই মতবাদের প্রবর্তক। ফরাসী অর্থনীতিবিদ কুয়েসনে (Quesney) ছিলেন ফ্রান্সে এই মতবাদের প্রধান প্রচারক। ফিজিওক্র্যাট মতের অনুরাগীরা মার্কান্টাইলবাদকে (Mercantilism) ভ্রান্ত মতবাদ বলিয়া সমালোচনা করে। ইহারা ফ্রান্সের শুল্ক নীতি, নিয়ন্ত্রণ প্রথার তীব্র সমালোচনা করে। ইহারা অবাধ বাণিজ্য নীতি ও খাদ্যশস্যের খোলা বিক্রয় দাবী করে।

বিশ্বকোষ প্রণেতা ও ফিজিওক্র্যাটবাদীরা

দার্শনিকদের মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের সৃষ্টি না করিলেও ইহা পরোক্ষভাবে বিপ্লবের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে (বিশদ আলোচনা পৃঃ ২৯ দ্রষ্টব্য)। পুরাতনতন্ত্র বা ফ্রান্সের পুরাতন সমাজ ও শাসনব্যবস্থার ত্রুটি দেখাইয়া ইহারা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করিয়া দেয়। সাধারণ লোকে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ বুঝিতে পারে। প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে দার্শনিকদের সমালোচনা এমন একটি প্রেরণা সৃষ্টি করে যে, তাহার প্রবাহে পুরাতনতন্ত্র ভাঙিয়া পড়ে। এইভাবে বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি গঠনে দার্শনিকদের রচনা কাজ করে।

বৈদেশিক প্রভাব (Foreign Influences): ফরাসী বিপ্লব ঘটিবার পশ্চাতে বৈদেশিক প্রভাবও কিছু কাজ করিতেছিল। ইংলণ্ডে ১৬৮৮ খ্রীঃ গৌরবজনক বিপ্লব (Glorious Revolution) ঘটিবার ফলে ইংলণ্ডে স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হইয়া পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রিত সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়। ইংরাজ দার্শনিক লক (Locke)-এর মতবাদ এই বিপ্লবে কার্যকরী হয়। প্রতিবেশী ফরাসী দেশের চিন্তাবিদেরা ইহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ফ্রান্সে অনুরূপ শাসনের প্রবর্তনের সংকল্প নেন। তাছাড়া আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে (American War of Independence) বহু ফরাসী স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। মার্কিন দেশ হইতে তাঁহারা টম পেইনের

লকের মতবাদ ও আমেরিকার বিপ্লবের প্রভাব

(Tom Paine) ভাবধারা, প্রজাতন্ত্রবাদ এবং মানবাধিকারের আদর্শ গ্রহণ করেন। লাফায়েৎ প্রমুখ ফরাসী নেতা স্বদেশে ফিরিয়া মার্কিন প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শকে ফ্রান্সে রূপায়িত করার কথা ভাবেন।

এইভাবে ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করে। ইতিমধ্যে অর্থ সংকটের দরুন ষোড়শ লুই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকিলে বিপ্লব আরম্ভ হয়।

ফরাসী বিপ্লবের সহিত ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক (How far the French economy contributed to the outbreak of the French Revolution): ফরাসী বিপ্লব ঘটিবার জন্য অর্থনৈতিক কারণ কতটা দায়ী ছিল ইহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায়। কার্লাইল প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা রাজনৈতিক কারণকে গুরুত্ব দিয়াছেন। মিশেলে (Michelet) নামক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ফ্রান্সের জনতাকেই বিপ্লবের জন্য দায়ী করিয়াছেন। টাইন (Taine) প্রভৃতি লোকেরা দার্শনিকদের প্রভাবকেই অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণী দার্শনিকদের ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়া জনতার সাহায্যে পুরাতন ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া ফেলে। মাদেলাঁর মতে পুরাতন ব্যবস্থার মর্যাদা দার্শনিকদের সমালোচনায় ধ্বসিয়া যায়। ইহার ফলেই বিপ্লব সম্ভব হয়। উনবিংশ শতকের লেখকেরা দার্শনিকদের প্রভাবকেই বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন।

বিংশ শতকে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে আরও গভীর গবেষণার ফলে এই বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণকে এখন বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। জোরেস (Jaures), মাতিয়ে (Mathiez), লেফেভর (Lefebvre) প্রভৃতি ফরাসী ঐতিহাসিকেরা এবং গুডউইন (Goodwin) প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। মর্স স্টিফেনস-এর মতে, "এই আন্দোলনের কারণ ছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক- দার্শনিক ও সামাজিক নহে।"[১]

ফরাসী বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মত

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবনে বহু ক্লেদ জমিয়াছিল। বুরবোঁ রাজারা এই ক্লেদকে সংস্কারের দ্বারা মুক্ত করার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ফ্রান্সের রাজস্বব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। যাহাদের আয় ও সম্পত্তি বেশী ছিল তাহারা কর কম দিয়া যাহাদের সম্পত্তি কম ছিল তাহাদের বেশী দিতে বাধ্য করা হইত। যাজক ও অভিজাত শ্রেণী যথাক্রমে $\frac{1}{10}$ ও $\frac{1}{5}$ অংশ ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইলেও যাজকরা পোইসির চুক্তি (Contract of Poissey) অনুসারে স্বেচ্ছা কর দিত। অভিজাতরাও টাইলে নামক প্রত্যক্ষ কর দিত না। এদিকে ক্যাপিটেশন ও ভিটিংয়েমে নামক প্রত্যক্ষ

কর ব্যবস্থার দুর্নীতি : তৃতীয় শ্রেণীর শোষণ : কৃষকের দুরবস্থা

১. "The causes of the movement were chiefly economic and political, not philosophical or social." Morse Stephens—Revolutionary Europe. P. 9.

করগুলিও অভিজাত শ্রেণী নানাভাবে এড়াইয়া যাইত। ফলে রাজস্বের বোঝা প্রধানতঃ কৃষক শ্রেণীর ঘাড়ে পড়িত। রাজাকে কর দেওয়া ছাড়া, কৃষকেরা গীর্জা ও সামন্ত প্রভুদেরও নানা কর দিতে বাধ্য হইত। গীর্জাকে প্রদেয় করের নাম ছিল টাইদ। উৎপন্ন ফসলের $\frac{1}{10}$ ভাগ টাইদ হিসাবে প্রদেয় ছিল। এছাড়া কর্ভি, বানালিতে প্রভৃতি সামন্ত করও তাহারা দিতে বাধ্য হইত। আর্থার ইয়ং নামে এক ইংরাজ লেখক ১৭৮৮ খ্রীঃ ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করেন। তিনি ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের দারিদ্র ও দুরবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করেন।[১]

সমহারে কর দিতে অস্বীকার করায় সরকারের রাজস্ব ঘাটতি বজায় থাকে। সরকারের আয় বাড়াইবার উপায় না থাকায় বুরবোঁ রাজতন্ত্র অর্থসংকটে ভুগিতে থাকে।

রাজকীয় অমিতব্যয়: অর্থসঙ্কট

এদিকে রাজপরিবারের ঘোর অমিতব্যয়িতার ফলে সরকারের অর্থসংকট তীব্র হইয়া উঠে। চতুর্দশ লুইয়ের আমল হইতে ফ্রান্সের রাজধানী ভার্সাই নগরী একটি বিলাস ও আড়ম্বরের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক ওয়েকম্যানের (Wakeman) মতে, "চতুর্দশ লুই কয়েকটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ করিয়া ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলেন।" পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে এই অমিতব্যয় আরও বাড়িয়া যায়। ভার্সাই প্রাসাদ বিলাসের লীলাভূমি হইয়া উঠে। গুডউইনের মতে বুরবোঁ রাজারা আড়ম্বর দেখাইবার জন্য প্রাসাদে অসংখ্য কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। ভার্সাই প্রাসাদের ১৮ হাজার কর্মচারীর মধ্যে ১৬ হাজার ছিল ষোড়শ লুইয়ের খাস কর্মচারী। ইহার মধ্যে ৫০০ লোক ছিল রানী মারিয়া এ্যাণ্টোনেটের ব্যক্তিগত কর্মচারী। এই কর্মচারীদের মাহিনা এবং ভোজসভা, শিকার প্রভৃতি খাতে সরকারের প্রভুত অর্থ ব্যয় করা হইত।

রাজকীয় অমিতব্যয়িতার অপর একটি ক্ষেত্র ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং পঞ্চদশ লুইয়ের বৈদেশিক নীতি। পঞ্চদশ লুই অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে এবং সপ্তবর্ষের যুদ্ধে

ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি: অর্থক্ষতি

ফ্রান্সকে জড়াইয়া প্রভুত অর্থ ব্যয় করেন। তাছাড়া তিনি পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকারের যুদ্ধেও গোপনে প্রভুত অর্থ ব্যয় করেন।[২] ষোড়শ লুই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়া ফরাসী রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলেন। ইহার ফলে অর্থসঙ্কট এমনই তীব্র আকার ধরে যে ষোড়শ লুই বাধ্য হইয়া অর্থ বরাদ্দের আশায় স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকেন।

ফরাসী সরকার এমন এক শুল্কনীতি অনুসরণ করিত যাহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মার্কাণ্টাইলবাদ অনুসারে ফরাসী সরকার শিল্প এবং আমদানী

মার্কাণ্টাইলবাদ ও আভ্যন্তরীণ শুল্ক নীতি

ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিত। পেটারনালিজম বা অভিভাবকত্ব নীতি অনুসারে শিল্পকে স্বাধীনভাবে বাড়িতে না দিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখিত। ফ্রান্সে অন্তঃশুল্ক ও সামন্তশ্রেণীর আলাদা শুল্ক আদায়ের নিয়ম থাকায় দেশের ভিতর মাল চলাচলে বাধা দেখা দিত। বিভিন্ন

১. Arthur Young—Travels in France & Italy.

২. Raddaway.

ঘাটিতে শুল্ক আদায় দিয়া মাল পাঠাইবার ফলে জিনিষের দাম বাড়িয়া যাইত। লায়নস, নণ্টস প্রভৃতি শিল্প শহরের বণিকেরা সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক নীতির দরুণ সরকারের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট ছিল।[১] সামন্তদের দ্বারা হয়রানির বিরুদ্ধে তাহারা আদালতে মামলা দায়ের করিলেও ন্যায় বিচার পাইত না। কারণ বিচারালয়গুলিতে সামন্ত শ্রেণীর লোকেরাই বিচারক ছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ফ্রান্সে দ্রব্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বাড়ে নাই। এদিকে ফ্রান্সের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি: মুদ্রাস্ফীতি

সপ্তদশ শতকের শেষে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৯০ লক্ষ। বিপ্লবের প্রাক্কালে তাহা বাড়িয়া ২$\frac{১}{২}$ কোটিতে দাঁড়ায়।[২] চাহিদা বাড়িবার ফলে খাদ্যদ্রব্যের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায়। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য দারুণ বাড়ে। ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ ছিল দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ঢালাও হারে রূপা আমদানী। ১৭৮০—১৮০০ খ্রীঃ মধ্যে মেক্সিকো হইতে ৩৫৬ টন রূপা ইওরোপের বাজারে আমদানী হয়। সোনার আমদানীও কম ছিল না। এই ঢালাও ধাতু আমদানী মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, মেক্সিকোর খনিগুলিতে ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে ফ্রান্সে খাদ্যদ্রব্যের দাম শতকরা ৬৫% বাড়িয়া যায়। রুটির দাম শতকরা ৮৮% বাড়ে। লাব্রুসের মতে জিনিষের দাম বাড়িলেও সেই তুলনায় মজুরীর হার শতকরা ২২% মাত্র বাড়িয়াছিল। ইহার ফলে দিনমজুর ও শিল্প শ্রমিকদের খাদ্য কিনিতে শতকরা ৬০ – ৮০ ভাগ অর্থ ব্যয় হইয়া যায়।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য শিল্প মালিকেরা শ্রমিকের মজুরি হ্রাস ও শুল্ক ব্যবস্থার সংস্কার দাবী করে। তাহারা শ্রমিকদের সংঘ বা গিল্ড প্রথার অবসানও দাবী করে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থ-নৈতিক দাবী: ফরাসী সরকারের ঔদাসীন্য

শিল্প মালিকেরা বলে যে, শিল্পে নিয়ন্ত্রণ রদ হইলে, শুল্ক ব্যবস্থার সংস্কার হইবে ও অবাধ বাণিজ্য নীতি চালু হইলে তবেই ফ্রান্সে শিল্পে মন্দা দূর হইবে। কিন্তু বুর্জোয়াদের এই দাবীগুলির প্রতি ফরাসী সরকার উদাসীন থাকে। বুর্জোয়া শ্রেণী বুঝিতে পারে যে, ফ্রান্সের সামন্তকেন্দ্রিক অর্থনীতি ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে না ভাঙিয়া অপরটিকে ভাঙা যাইবে না। জোরেস (Jaures) নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, "বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল সাহসী এবং আগ্রাসী। তাহারা উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার কেবলমাত্র বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে নাই, রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও তাঁহারা বিপ্লব আনিতে উদ্যত হইয়াছিল।"[৩]

১. Hampson—Social History of French Revolution. P. 17.

২. Fontana—Economic History of Europe.

৩. Quoted by Hampson. "The bourgeois......is a bold and conqurring force that has in part revolutionised the system of production and exchange and is about to revolutionise the political system."

সুতরাং দেখা যায় যে বিপ্লবের প্রাক্কালে ফরাসী অর্থনীতি এক সংকটজনক অবস্থায় উপনীত হয়। ভূমিহীন কৃষক ও রুটিহীন শ্রমিক যাহাদের সাঁকুলেৎ (Sans-culottes) বা সর্বহারা বলা যায় তাহারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইয়া দেয়। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ধনী বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তাহাদের ক্ষমতালোভী করে। তাহারা অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ মর্যাদাকে ঘৃণা করিত। সুতরাং ফরাসী অর্থনীতিতে একদিকে ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর সমৃদ্ধিজনিত অসন্তোষ অপর দিকে ছিল কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্রজনিত অসন্তোষ। উভয় শ্রেণী একত্র যুক্ত হইলে বিপ্লব ঘটে।

দরিদ্র শ্রেণীর রুটির দাঙ্গা: ধনী বুর্জোয়াদের অসন্তোষ

তৃতীয় শ্রেণীর অর্থনৈতিক অসন্তোষ থাকিলেও নেতৃত্বের অভাবে তাহা বিপ্লবের রূপ ধারণ করে নাই। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণী নেতৃত্বদানে আগাইয়া আসিলে এই অসন্তোষ বিপ্লবে পরিণত হয়। ধনী ও শিক্ষিত বুর্জোয়ারা অভিজাতশ্রেণীর অহংকার, বিশেষ সুবিধাকে ঘৃণা করিত। তাহারা চাহিত যে, হয় তাহাদের অভিজাতদের সমান মর্যাদা দেওয়া হউক, অথবা অভিজাতদের তাহাদের স্তরে নামাইয়া দেওয়া হউক। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই সমান অধিকারের দাবী পুরাতনতন্ত্রের পতন ডাকিয়া আনে। ষোড়শ লুইয়ের সংস্কার প্রচেষ্টা বিফল হইলে বিপ্লব ছাড়া পুরাতনতন্ত্র ভাঙিবার অন্য পথ নাই তাহা স্পষ্ট হইয়া যায়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব দান বার্ণেভের মন্তব্য

দার্শনিকদের রচনার প্রধান পাঠক ছিল শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণী। দার্শনিকদের রচনা তাহাদের পুরাতনতন্ত্র ভাঙিতে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক কারণও বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল বলা যায়। বার্ণেভ (Barnave) নামক ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে; "সভ্যতা, জ্ঞানদীপ্তি ও শিল্পে অগ্রগতির জন্যই ফরাসী বিপ্লব ঘটে।"[১]

ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের দান (The impact of the philosophers in the outbreak of the French Revolution): ফরাসী বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক যথা লেফেভর, মাতিয়ে, মনস্টিফেনস প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের গুরুত্ব বেশী বলিয়া মনে করেন। অপর দিকে সেতোব্রিয়াঁ (Chateaubriend), টেইন (Taine), রুস্তান (Roustan) প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা দার্শনিকদের প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দেন।

ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত

অর্থনৈতিক মতের অনুরাগীরা মনে করেন যে, ফ্রান্সে বিপ্লব সৃষ্টির পশ্চাতে দার্শনিকদের অবদান ছিল অকিঞ্চিৎকর। দার্শনিকরা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন

১. "The whole of the French Revolution can be attributed to the progress of civilisation, enlightenment and industry"—Barnave.

নাই। এমন কি তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের ডাক দেন নাই। দার্শনিকরা কেবলমাত্র প্রচলিত ব্যবস্থার ভুলত্রুটি দেখাইয়া সমালোচনা করেন। দার্শনিকেরা রক্তপাতের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা প্রচার করেন নাই। রুশো রক্তপাত এবং হত্যাকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন। বিপ্লব ঘটিবার আগেই মন্তেস্ক্যু ও ভলতেয়ারের মৃত্যু হয়। সুতরাং বিপ্লবের সহিত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না।

দার্শনিকদের প্রভাব সম্পর্কে অর্থ নৈতিক তত্ত্ববাদীদের বিরুদ্ধ যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, দার্শনিকদের মধ্যে ঐক্যমত ছিল না। রুশো প্রজাতন্ত্রের এবং সাম্যের আদর্শে বিশ্বাস করিতেন। মন্তেস্ক্যু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। ভলতেয়ারের রচনাগুলি ছিল কেবল সমালোচনাধর্মী। মন্তেস্ক্যু বা রুশোর ন্যায় ইহাতে কোন মৌলিক চিন্তা এবং গঠনাত্মক দিক ছিল না। ফিজিওক্র্যাট নামক অর্থনীতিবাদের অনুরাগীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের কথা ভাবিত না। এইরূপ পরস্পর-বিরোধী মতের দরুণ দার্শনিকদের প্রভাব ছিল বিক্ষিপ্ত। তৃতীয়তঃ, দার্শনিকরা ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতির পরিবর্তন কামনা করিলেও, এই পরিবর্তন কিভাবে আনা যাইবে, সেই পন্থা নির্দেশ করেন নাই। চতুর্থতঃ, দার্শনিকদের মতবাদের সহিত গ্রামীণ কৃষক, শ্রমিক, সাঁকুলেৎ ও সাধারণ মধ্যবিত্তরা পরিচিত ছিল, একথা মনে করা যায় না। ফ্রান্সের খুব কম সংখ্যক লোক এই সকল রচনা পড়ার সুযোগ পায়। দার্শনিকদের ভাবধারা বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আসলে ফ্রান্সের বাস্তব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার জন্যই বিপ্লব দেখা দেয়। বাস্তব অবস্থার ফলেই বিপ্লব আরম্ভ হয়।[১]

মর্স স্টিফেনস উপরোক্ত কারণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ফরাসী বিপ্লবের কারণ ছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক নহে।"[২] ম্যালেট ডু পান (Mallot-du-Pan) মনে করেন যে, দার্শনিকরা পুরাতন ব্যবস্থার সমালোচনা করিলেও, তাহার ফলে লোকে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, ইহা মনে করা যায় না। দার্শনিকদের রচনার একমাত্র ফল ছিল এই যে, তাহা পড়িয়া লোকে পুরাতন ব্যবস্থা সম্পর্কে আস্থা হারাইয়া ফেলে। সুতরাং দার্শনিকদের অবদান ছিল নেতিবাচক বা (Negative)।

মর্স স্টিফেনসের অভিমত

সেতো ব্রিয়াঁ (Chateau Briand), রুস্তান (Roustan) প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেন। দার্শনিকদের কাজ হইল যুক্তির আলোকে প্রচলিত ব্যবস্থার উপযোগিতা পরীক্ষা করা। দার্শনিকরা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিবেন অথবা বিপ্লবের পন্থা নির্দেশ করিবেন, ইহা আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, দার্শনিকদের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র কি হওয়া উচিত, ইহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও, ফ্রান্সের প্রচলিত ব্যবস্থার অসারত্ব

দার্শনিকদের প্রভাবের সমর্থনে প্রযুক্তি

---

১. "The Revolution was the outcome of realities." Madelin—French Revolution.

২. "The causes of the movement were chiefly economical and political not philosophical or Social." Morse Stephens—Revolutionary Europe. P. 9.

সম্পর্কে তাঁহাদের মতপার্থক্য ছিল না। দার্শনিকদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকিলেও, নীতির অখণ্ডতা ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে, "বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সকল প্রথাকে বিচার করা উচিত।" যুক্তিবাদকে তাঁহারা রাষ্ট্র ও সমাজকে পরীক্ষার মাপকাঠি বলিয়া মনে করিতেন। পুরাতনতন্ত্রের মধ্যে যে অন্যায় ও অবিচার আছে তাহাকে তাঁহারা বিশ্লেষণ করেন। ইহার ফলে জনমানসে পুরাতন ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যায়। ঐতিহাসিক মাদেলাঁ (Madelin) মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাই ছিল পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তি; নিরন্তর সমালোচনার দ্বারা দার্শনিকেরা ইহাতে ফাটল সৃষ্টি করেন।"[১] তৃতীয়তঃ, দর্শনের তত্ত্বগুলি সামাজিক বিচারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া ব্যবহারিক চরিত্র লাভ করে। দর্শনের তত্ত্বের সহিত সমাজ ও মানব কল্যাণের আদর্শ যুক্ত হয়। দার্শনিকরা বলেন যে, প্রকৃতি যদি নিয়মের দ্বারা শাসিত হয়, তবে রাষ্ট্রও নিয়মের দ্বারা শাসিত হইবে। যুক্তিবাদ প্রয়োগ করিয়া দার্শনিকেরা সেই নিয়মগুলি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। চতুর্থতঃ, ইওরোপের অন্যান্য দেশ যথা অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ায় সামাজিক অন্যায়, রাজনৈতিক স্বৈরাচার অনেক তীব্র ছিল। কিন্তু দার্শনিকদের দ্বারা এই সকল দেশে জনমত প্রভাবিত না হইবার ফলে এই সকল দেশে বিপ্লব ঘটে নাই।

ফিলজফ বা দার্শনিকদের প্রভাব প্রধানতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর পড়ে। (১) ভলতেয়ার ছিলেন বুর্জোয়া জীবনবোধের চারণকবি। বুর্জোয়াদের জীবনযাত্রা তাঁহার ভাবধারায় প্রতিফলিত হয়। (২) দার্শনিকেরা ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, গীর্জার প্রতি অচলা-ভক্তির সমালোচনা করেন। বুর্জোয়া শ্রেণী ইহার ফলে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি লাভ করে। দার্শনিকেরা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বা ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলেন, বুর্জোয়া শ্রেণী তাহাতে প্রভাবিত হইয়া অভিজাততান্ত্রিক সমাজকে ভাঙিতে উদ্যত হয়। সুতরাং "বিপ্লব ছিল আলোক বা দর্শনের কন্যা।"

দার্শনিকদের রচনা ফ্রান্সে বেশী লোকে পড়ে নাই ইহাও সঠিক তথ্য নয়। ভলতেয়ারের রচনার জনপ্রিয়তার কথা সুবিদিত। তাঁহার রসাল ব্যঙ্গ রচনাগুলি শিক্ষিত শ্রেণীর প্রিয় মানসিক খাদ্য ছিল। মন্তেস্ক্যুর স্পিরিট অফ লজ (Spirit of Laws) নামক গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা কম ছিল না। এই গ্রন্থের ১৮ মাসে ২২টি সংস্করণ বিক্রয় মন্তেস্ক্যুর জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা যায়। রুশোর জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। জ্যাকোবিন পন্থী বিপ্লবীরা ছিল রুশোর মানস সন্তান। রুশো সাম্য ও স্বাধীনতার যে আদর্শ প্রচার করেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মন স্পর্শ করিয়াছিল।

দার্শনিকদের রচনার জনপ্রিয়তা

দার্শনিকদের রচনা সাধারণ লোকে না পড়িলেও তাঁহাদের মতবাদ ইহাদের নিকট পৌঁছাইয়াছিল। সালোঁ (Salon) বা বৈঠকী আড্ডাগুলিতে দার্শনিকদের মতবাদ আলোচিত হইত। দার্শনিকেরা মানুষের সমান অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতির

১. "Tradition had been the very soul and foundation of the ancien regime; the philosophers created fissures in it by constant criticism."—Madelin. P. 6.

কথা যাহা বলেন তাহা অধঃপতিত জনগণের মনে নব আশাবাদ জাগ্রত করে। লেফেভরের মতে, "ফ্রান্সেই প্রথম অভিজাতদের বিশেষ অধিকার, সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে সর্বাধিক সমালোচনা দেখা দেয়।"[১]

সাধারণ লোকের উপর দার্শনিকদের প্রভাব

মন্তেস্ক্যু ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতা বিভাজন নীতির কথা বলেন। তিনি তাঁহার 'স্পিরিট অফ লজ' বা আইনের মর্ম গ্রন্থে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেন। ভলতেয়ার গীর্জার দুর্নীতিগুলিকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁহার কাঁদিদ (Candid) ছিল একটি বহু পঠিত গ্রন্থ। রুশো রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈপ্লবিক তথ্য প্রচার করেন। তিনি সোসিয়েল কনট্রাক্ট (Social Contract) বা সামাজিক চুক্তি গ্রন্থে জনগণকেই রাষ্ট্রের উৎস ও সার্বভৌম শক্তি বলিয়া বর্ণনা করেন (বিশদ বিবরণ পৃঃ ২৫ দেখ)।

মন্তেস্ক্যু, ভলতেয়ার ও রুশো

এইভাবে দার্শনিকরা পরোক্ষভাবে বিপ্লবের সূচনা করেন। বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর দার্শনিকদের মতবাদ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। ডেভিড টমসনের মতে, বিপ্লব আরম্ভ হইলে "দার্শনিকদের মতবাদ ইহার গতিপথে ব্যবহৃত হয়।[২] পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস হইবার পর ফ্রান্সের রাষ্ট্র ও সমাজকে নূতনভাবে গড়িবার জন্য দার্শনিকদের মতবাদকে প্রয়োগ করা হয়।"

ফ্রান্সে কেন প্রথমে বিপ্লব আরম্ভ হয়? (Why did the revolution occur first in France?): অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ফ্রান্স ও ইওরোপের অন্যান্য দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ফ্রান্সের অবস্থা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উন্নত ছিল। ফ্রান্সে ভূমিদাস প্রথা প্রায় লোপ পাইয়াছিল। ইহার তুলনায় রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ায় ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল ভয়ানক খারাপ।[৩] রুশ ও জার্মান অভিজাতশ্রেণী ছিল প্রবল পরাক্রমশালী এবং সর্বক্ষমতাময়। এই সকল দেশের রাজারা ফরাসী বুরবোঁ রাজা অপেক্ষা কম স্বৈরাচারী ছিলেন না। এই সকল দেশে রাজা অপেক্ষা শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি আদপেই হয় নাই। তথাপি এই সকল দেশে বিপ্লব না ঘটিয়া কেন ফ্রান্সে প্রথম বিপ্লব আরম্ভ হয় তাহার কারণ আলোচনা করা আবশ্যক।

ঐতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ফ্রান্সের রাজা অভিজাতদের বিশেষ অধিকারগুলিকে লোপ করিতে অসমর্থ হইলে বিপ্লব ঘটে" (The Revolution came because the monarchy failed to solve the question of privilege)। কিন্তু ফিশারের এই অভিমতের কয়েকটি ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ, ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে সামন্ত শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায় নাই।

১. Lefebvre—P. 88

২. "The doctrines of the philosophies came to be used later on during the course of the revolution in France"—D. Thomson.

৩. Morse Stephens—Revolutionary Europe.

ফ্রান্সে কেন তাহা দেখা যায়, ইহার ব্যাখ্যা ফিশার (Fisher) দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার দমন করিয়া বিপ্লব এড়ান সম্ভব ছিল না। কারণ বুর্জোয়াশ্রেণী ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল স্তরেই আমূল পরিবর্তন দাবী করে। তৃতীয়তঃ, রাজা ও সামন্তশ্রেণী ছিল একই মুদ্রার দুই দিক। রাজা নিজ অধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়া কেবল সামন্তশ্রেণীর অধিকার লোপ করিতে পারিতেন না। সুতরাং ফ্রান্সেই কেন বিপ্লব ঘটে তাহার ব্যাখ্যা ফিশারের বিশ্লেষণে পাওয়া যায় না।

মূলতঃ, ইওরোপের অন্যান্য দেশে না ঘটিয়া ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটে কয়েকটি কারণে। (১) ফ্রান্সের রাজারা স্বৈরাচারী হইলেও পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুইয়ের এই স্বৈরতন্ত্রকে কার্যকরী করার ক্ষমতা ছিল না। প্রাশিয়া বা রাশিয়ার রাজাদের তুলনায় ফ্রান্সের শাসকরা ছিলেন অযোগ্য। পঞ্চদশ লুই ছিলেন প্রজাপতি রাজা। তিনি কোন কঠিন রাজকার্যে মন দিতেন না। সরকারী দপ্তরের কাজে পরিশ্রম করিতেন না। ষোড়শ লুই ছিলেন তাঁহার পত্নী মেরিয়া এ্যাণ্টোনেটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কঠোর সিদ্ধান্ত লইয়া দৃঢ়ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। স্বৈরতন্ত্রকে কার্যকরী করিতে হইলে যে কর্মশক্তি, দৃঢ়তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের ছিল না। ফলে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। পঞ্চদশ লুই ইহা অনুভব করিয়া বলেন যে, "আমার পর মহাপ্রলয় আসিতেছে" (After me the diluge)।

(২) প্রাশিয়ার বা অষ্ট্রিয়ার বা রাশিয়ার রাজশক্তি প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রের অনুরাগী ছিল। স্বৈরতন্ত্রের জনকল্যাণমূলক রূপ দিয়া তাঁহারা স্বৈরতন্ত্রকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফ্রান্সে ছিল অবিমিশ্র স্বৈরতন্ত্র। ফলে ইহার আবেদন কমিয়া যায়।

(৩) ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলির রাজসরকার ফরাসী সরকারের ন্যায় অর্থসংকটে ভুগিত না। ফ্রান্সের বুরবোঁ সরকারের নিদারুণ অর্থসংকট, অমিতব্যয়িতা এই সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকে পঙ্গু করিয়া দেয়। ইওরোপের রাজতন্ত্রগুলি ছিল স্বচ্ছল ও ক্ষমতাশীল।

(৪) ফ্রান্সে সামন্ত প্রথায় বহু ভাঙন দেখা দেয়। ইওরোপের অন্য দেশগুলিতে সামন্তশ্রেণী যেরূপ নানাবিধ অধিকার ভোগ করিত সেই সঙ্গে তাহারা নানাবিধ দায়িত্ব পালন করিত। দেশ রক্ষা, সরকারকে সৈন্য সাহায্য করা, শান্তি রক্ষা করা প্রভৃতি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাহারা করিত। ইহার বিনিময়ে তাহারা সরকারকে করদান হইতে অব্যাহতি পাইত এবং সরকারী পদগুলি অধিকার করিত। কিন্তু ফরাসী সামন্তশ্রেণী কেবলমাত্র অধিকার ভোগ করিত। ইহার বিনিময়ে কোন কর্তব্য করিত না। এজন্য তাহাদের বিশেষ অধিকার অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং ইহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়।

(৫) ফ্রান্সে বুর্জোয়াশ্রেণীর উদয় ছিল একটি বিশেষ ঘটনা। সমাজ ব্যবস্থার

পরিবর্তনের ফলে যে নূতন শ্রেণীর উদয় হয় তাহাদের সহিত পুরাতন অধিকার ভোগী শ্রেণীর বিরোধের ফলে বিপ্লব ঘটে। ইওরোপের অন্যান্য দেশ যথা প্রাশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতিতে তখন শিল্প বিকাশ ও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব বাড়ে নাই। কিন্তু ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণী বেশ শক্তিশালী ছিল। ইহারা পুরাতন সামন্ততন্ত্র, যাজকতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রকে ভাঙিয়া সমাজকে তাহাদের শ্রেণীর অধিকার স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হয়। ফ্রান্সে সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনে যে পরিবর্তন ঘটে ইওরোপের অন্য দেশে তাহা তখনও ঘটে নাই।

(৬) ফ্রান্সে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্যের দাম বাড়া জনিত যে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় তাহা ইওরোপের অন্য দেশগুলিতে ছিল না। ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজতন্ত্র বৈদেশিক নীতিতে যে ব্যর্থতা দেখায় তাহা ছিল একান্তই ফ্রান্সের নিজস্ব সমস্যা।

(৭) সর্ব শেষে ফ্রান্সে দার্শনিকদের প্রভাব বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর যেরূপ প্রবল ছিল, ইওরোপের অন্য দেশগুলিতে তাহা ছিল না। বিপ্লবের অব্যবহিত আগে ফ্রান্সে মন্তেস্ক্যু, ভলতেয়ার ও রুশোর যে প্রভাব দেখা দেয় তাহা বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি ঘটায়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব ফ্রান্সের উপর যেভাবে পড়ে অন্যত্র তাহা ঘটে নাই।

ফরাসী বিপ্লবের অনিবার্যতা বিচারঃ বুরবোঁ রাজতন্ত্রের দায়িত্ব (Whether the French Revolution was inevitable? Responsibility of the Bourbon Monarchy): ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ইতিহাস ছক মানিয়া চলে না, ঐতিহাসিকেরাই ইতিহাসে ছক আবিষ্কার করেন।"[১] ফরাসী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী ছিল কিনা ইহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন বলিয়াছেন যে, "ইহা পরস্পর বিরোধী মনে হইলেও ইহা সত্য যে ১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সের দায়িত্বশীল লোকেরা এই বিপ্লব কাম্য মনে করিত না।"[২] ডেভিড টমসনের উপরোক্ত অভিমত মানিয়াও ইহা বলা যায় যে, ফ্রান্সের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বিপ্লব না চাহিলেও পরিবর্তনহীন অচল মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরিয়া অনুপলক্ষভাবে বিপ্লবের বারুদ জমা হইতেছিল। সমগ্র অষ্টাদশ শতক ব্যাপিয়া ধীরে ধীরে এক "বৈপ্লবিক পরিস্থিতি" (Revolutionary situation) গড়িয়া উঠিতেছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা বিস্তারের ফলে ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বা বুর্জোয়া শ্রেণী আর্থিক ও

ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্রের সহিত নূতন সমাজ ব্যবস্থার সংঘাত

১. "History knows no pattern, it is historians who discover pattern in it."—D. Thomson. P. 4.

২. "It is a paradox that no important people on force in France at 1789 wanted revolution."—D. Thomson. P. 4.

সাংস্কৃতিক দিক হইতে আগাইয়া যাইতেছিল। ফরাসী সমাজে এই পরিবর্তন ঘটিলেও শাসক অভিজাতশ্রেণী ও রাজশক্তি তাহাকে স্বীকার করিতে রাজী ছিল না। ফ্রান্সে মধ্যযুগীয় প্রথা অনুসারে রাজতন্ত্র ও সামন্তশক্তি সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি একচেটিয়া ভোগ করিতেছিল। মধ্যযুগের বৈষম্যমূলক এই প্রথাকে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর সময়োপযোগী মনে করে নাই। মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমিকেরা ছিল সমাজের কার্যকরী অংশ। অভিজাতশ্রেণী ছিল ক্ষমতাভোগী অংশ। ডেভিড টমসনের মতে সমাজের কার্যকরী অংশের সহিত ক্ষমতাভোগী শ্রেণীর বিবাদ বিপ্লবকে অনিবার্য করিয়াছিল। পুরাতন বোতলে যেমন তেজী নূতন মদ ভরিলে বোতল ফাটিয়া যায়, সেইরূপ ফ্রান্সের পুরাতন রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক কাঠামো সমাজের এই নূতন শক্তি অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। ফলে ফ্রান্সে বিপ্লব অনিবার্য হইয়া পড়ে।

ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ডেভিড টমসন মন্তব্য করিয়াছেন যে, "জাতির কার্যকরী অর্থনৈতিক অংশের সহিত কার্যকরী রাজনৈতিক অংশের তীব্র ও তিক্ততাময় বৈষম্য দেখা দিয়াছিল।" অভিজাত সমাজের সহিত সমান মর্যাদা এবং ক্ষমতা লাভের জন্য মধ্যবিত্ত সমাজের তীব্র ও অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্খা দেখা দেয়। অপরদিকে অভিজাতরা তাহাদের প্রথাসিদ্ধ অধিকার ও সুবিধা না ছাড়িবার পণ করে। ফলে সমাজের এই সংঘাত বিপ্লবকে অনিবার্য করিয়া তুলে। নেপোলিয়ন এই কারণে মন্তব্য করেন যে, "বিপ্লবের আসল কারণ ছিল অহমিকা, স্বাধীনতার দাবী ছিল একটি অজুহাত মাত্র" (In was vanity that made the Revolution: Liberty was the only excuse)। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সুবিধাভোগী অভিজাততন্ত্র ছিল শ্যাম দেশীয় যমজ ভ্রাতার ন্যায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। একটির ধ্বংস অপরটিকে বাদ দিয়া আদপেই সম্ভব ছিল না বলিয়া মনে করা যায় না। রাজা অভিজাতদের স্বার্থ এবং অভিজাতরা রাজার স্বার্থ দেখিত। সুতরাং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে অক্ষুন্ন রাখিয়া কেবলমাত্র অভিজাতদের বিশেষ ক্ষমতা ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে ফরাসী বিপ্লব রাজার বিরুদ্ধেও দেখা দেয়।

ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তাহার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অসন্তোষ 'বৈপ্লবিক পরিস্থিতি' সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা সত্য। বুরবোঁ রাজতন্ত্র যথোচিত আইন রচনা ও সংস্কার দ্বারা মধ্যবিত্ত সমাজের অসন্তোষ এবং গ্রামীন কৃষক ও শহর শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া বিপ্লব এড়াইতে পারিতেন বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। ফিশারের মতে, "ফরাসী রাজতন্ত্র সামন্ত শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের সমস্যা দূর করিতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিপ্লব ঘটিয়াছিল।"[১] যদি ফরাসী রাজতন্ত্র শক্ত হাতে রাষ্ট্রের হাল ধরিয়া অভিজাত শ্রেণীর বিরোধীতা দমন করিত এবং তাহাদের

আইন ও সংস্কারের দ্বারা বৈষম্য দূর করার অক্ষমতা

১. "The Revolution came because the monarchy was unable to solve the question of privilege". Fisher—A History of Europe. P. 765.

বিশেষ অধিকার লোপ করিতে পারিত তবে বিপ্লব এড়ান সম্ভব ছিল ইহা ম্যাদেলাঁও (Madelin) মনে করেন।

উপরোক্ত মত যুক্তিসহ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেবলমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার লোপ করিয়া ক্ষান্ত হইত না। তাহারা স্বৈরাচারী বুরবোঁ সরকারের ক্ষমতাকেও সঙ্কুচিত করিত। ১৭৯১ খ্রীঃ প্রথম বৈপ্লবিক সংবিধানের দ্বারা সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার লোপ করার সহিত স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটান হইয়াছিল। সুতরাং কেবলমাত্র সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার লোপ করিলেই বিপ্লব এড়ান যাইত ইহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্রে রাজা ও সামন্তশ্রেণীর স্বার্থ ছিল পরস্পরের পরিপূরক। রাজা নিজেকে সামন্তশ্রেণীর সর্বোচ্চ স্তর বলিয়া গণ্য করিতেন। সুতরাং সামন্তদের স্বার্থে আঘাত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। নিজ শ্রেণীস্বার্থের জন্য রাজাকে সামন্তদের পক্ষ লইতে হয়। তৃতীয়তঃ, সামন্তশ্রেণী যেরূপ বিশেষ অধিকার ভোগ করিত, রাজাও সেইরূপ 'স্বর্গীয় অধিকার' (Divine Right) ও স্বৈর শাসনের অধিকার ভোগ করিতেন। এই দুইটি ব্যবস্থা ছিল পরস্পরের স্বার্থের উপর নির্ভরশীল। সামন্তশ্রেণীর অধিকার নাশ করিলে রাজার 'স্বর্গীয় অধিকারের' ভিত্তিও নষ্ট হইয়া যাইত। ফলে পুরাতনতন্ত্র ধ্বসিয়া পড়িত। রাজার পক্ষে এই ঝুঁকি লওয়া অসম্ভব ছিল। ডেভিড টমসন এজন্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, "সুবিধাভোগী শ্রেণীর অধিকার ও বিশেষ সুবিধাগুলি এবং রাজার শাসন করিবার অধিকার এই ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল। এই অশ্মিভূত কাঠামোর কোন অংশকে ধ্বসাইলে অপর অংশ এমন কি রাজতন্ত্র ধ্বসিয়া পড়িত।"[১] চতুর্থতঃ, যদি ষোড়শ লুই ফলাফল চিন্তা না করিয়া বৈপ্লবিক চিন্তা লইয়া পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস করিতেন তবেই বিনা রক্তপাতে, বিনা বিপ্লবে পুরাতনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ষোড়শ লুই এইরূপ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোক ছিলেন না।

সামন্ত ও রাজকীয় স্বার্থের অভিন্নতা হেতু রাজার পক্ষে সামন্ত শ্রেণীর অধিকার হরণে ব্যর্থতা বিপ্লবকে অনিবার্য করে

সুতরাং ক্ষয় ধরা জীর্ণ পুরাতনতন্ত্রের সংস্কার করিয়া তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া তাহাতে সংস্কারের দ্বারা নবজীবনের প্রবাহ দান করা সম্ভব ছিল না। অগত্যা বিপ্লবের পথে পুরাতনতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য ছিল। ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে যে পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাহাতে সংস্কার সম্পর্কে চেষ্টাকৃত ঔদাসীন্য বিপ্লবকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু অনির্দিষ্টকাল এই পরিস্থিতি চলিতে পারিত না। অবশেষে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন উপলক্ষ করিয়া এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ফাটিয়া পড়ে।

সরকারী ঔদাসিন্যের দ্বারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না

১. "The right of the king of rule existed on the same foundation as the rights and immunities of the privileged order. To attack any part of this anomalous and fossilized structure was to attack.....,every other part, including the royal power itself."—D. Thomson.

স্বনামধন্য ফরাসী ঐতিহাসিক থিয়ার্স (Thiers) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বিপ্লব অনিবার্য (inevitable) ছিল"। তিনি মনে করেন যে, যদি ষোড়শ লুই, মিরাবু'র পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সংস্কারকে সমর্থন করিতেন, তবুও বিপ্লব এড়ান সম্ভব ছিল না। মিগনেটের মতে, "তৃতীয় শ্রেণী বিত্ত ও জ্ঞান লাভ করার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বিপ্লব দেখা দেয়।"[১] এই কারণে ফরাসী বিপ্লবকে, ইতিহাসের তৈয়ারী করা "ঘটনাবলীর পরিণাম" (Most prepared event of History) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, "যে বিপ্লব অদৃশ্যভাবে ইতিমধ্যে ঘটিয়াছিল, স্টেটস জেনারেল কেবলমাত্র তাহাকে আইনতঃ স্বীকৃতি দেয় মাত্র।"[২]

বুর্জোয়া শ্রেণীর জাগরণ ; মধ্যবিত্ত এবং তৃতীয় শ্রেণীর অসন্তোষ বিপ্লবকে অনিবার্য করে

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগতি ঃ বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ

(The Course of the French Revolution : Various Causes of the Revolution)

অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহ ও স্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান (The Revolt of the Aristocracy and the Summoning of the States General) ঃ বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক আলফ্রেড কোবান ফরাসী বিপ্লবের নায়ক রোবসপিয়ারের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ফরাসী বিপ্লবের শ্রেণী চরিত্র বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। রোবসপিয়ার বলিয়াছেন যে, "রাষ্ট্রে তিনটি শক্তি দেখা যায়, যথা, রাজা, অভিজাত ও জনসাধারণ ; জনসাধারণ হইল ক্ষমতাহীন। অভিজাত বা ধনীদের দ্বারাই একমাত্র বিদ্রোহ ঘটিতে পারে। ফ্রান্সের বিপ্লবে অভিজাত শ্রেণী এবং ধনী সম্প্রদায় বিপ্লবের প্রথম সূচনা করে। পরবর্তী সময়ে জনসাধারণ রঙ্গমঞ্চে আসে।"[৩] রোবসপিয়ারের উপরোক্ত বিশ্লেষণের দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে ফরাসী অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকার কথা জানা যায়। ইহা পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও, গবেষকরা প্রমাণ করিয়াছেন যে ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পাদে অভিজাত শ্রেণীই মুখ্য ভূমিকা লইয়াছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গুডউইন মন্তব্য করিয়াছেন যে, "১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের

ফরাসী বিপ্লবের সূচনা অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহের দ্বারা সূচিত হয়

১. "The Revolution was the inevitable outcome of a process by which the third Estate had risen in wealth and intelligence."—Mignet.

২. "The States General only decreed a Revolution already formed." Quoted by New Cambridge Modern History. P. 626.

৩. Quoted by Alfred Cobban—History of France.

প্রত্যক্ষ কারণ কৃষকশ্রেণীর অর্থনৈতিক অসন্তোষ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অসন্তোষের মধ্যে না খুঁজিয়া, ফরাসী অভিজাতদের প্রতিক্রিয়াশীল উচ্চাকাঙ্খার মধ্যেই খুঁজিতে হইবে।"[১]

ফরাসী অভিজাত শ্রেণী ছিল নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও বিশেষ অধিকার সম্পর্কে সচেতন। অভিজাতরা যে সকল বিশেষ অধিকার ভোগ করিত তাহাকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়। যথা ঃ—সামাজিক অধিকার—(১) তরবারি ধারণ করা। (২) সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ মর্যাদা ভোগ। (৩) গীর্জায় প্রার্থনার সময় সংরক্ষিত আসনে বসা। (৪) কোন অপরাধে মৃত্যুদণ্ড হইলে ফাঁসির পরিবর্তে শিরচ্ছেদ প্রভৃতি। (৫) বিবাহ বা সামাজিক মেলামেশায় কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্ক রাখা। (৬) তৃতীয় শ্রেণীকে নীচু চক্ষে দেখা। (৭) জন্ম কৌলিন্য রক্ষা। রাজনৈতিক অধিকার—(১) সরকারী উচ্চপদগুলিতে একচেটিয়া চাকুরী অধিকার। (২) সামরিক বিভাগের উচ্চ চাকুরীর অধিকার। (৩) সভাসদের কাজ। (৪) পার্লামেন্ট অফ প্যারিস ও অন্যান্য বিচার সভায় বিচারপতির পদ লাভ। (৫) প্রাদেশিক সভায় বিশেষ ক্ষমতা ভোগ। (৬) রাজার পক্ষ লইয়া শাসন ক্ষমতা পরিচালনা। (৭) ইণ্টেণ্ডেণ্টের পদ লাভ প্রভৃতি। অর্থনৈতিক অধিকার—(১) টাইলে বা ভূমিকর হইতে অব্যাহতি। (২) ম্যানরের অধিকার। (৩) কর্ভি হইতে অব্যাহতি। (৪) দেশের $\frac{১}{৫}$ অংশ ভূমির উপর সামন্ত প্রভুত্ব লাভ। (৫) সামন্তকর আদায়ের অধিকার ইত্যাদি। অভিজাতরা দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছিল। তাহারা বিনা যুদ্ধে এই অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে অভিজাত শ্রেণী তাহাদের বিশেষ অধিকারগুলিকে আরও বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। সেগুর অর্ডিন্যান্স দ্বারা নূতন কোন ব্যক্তিকে অভিজাতদের পদ মর্যাদা দান করা নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে ধনী বুর্জোয়ারা অভিজাতদের সমান অধিকার লাভে বঞ্চিত হয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি বিপ্লবের সূচনা করে।

অভিজাতদের বিশেষ অধিকার পরিত্যাগে অনিচ্ছা

ইতিমধ্যে রাজা ষোড়শ লুই নিদারুণ অর্থ সংকটের সম্মুখীন হন। ষোড়শ লুইয়ের মন্ত্রীমণ্ডলী এই অর্থসংকট মোচনের জন্য তাঁহাকে রাজস্ব ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। গ্রামীন কৃষকদের উপর করের চাপ অসম্ভব বাড়ায়, এই কর আর বাড়ান সম্ভব ছিল না। এদিকে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ায় খাদ্য ও অন্যান্য জিনিষের উপর বাড়তি কর বসান সম্ভব ছিল না। এজন্য মন্ত্রীসভা ষোড়শ লুইকে পরামর্শ দেয় যে, অভিজাত শ্রেণীর রাজস্ব দানের ক্ষেত্রে বিশেষ অব্যাহতি প্রত্যাহার করিয়া তাহাদের

টুর্গোর সমহারে কর স্থাপন প্রস্তাব : টুর্গোর পতন

১. "The immediate causes of the French Revolution of 1789 must be sought, not in the economic grievances of the peasants, nor in the political discontents of the middle class, but in the reactionary aspirations of the French aristocracy." Goodwin —French Revolution. P. 1.

জমি ও আয়ের অনুপাতে সমহারে কর দানে বাধ্য করা দরকার। মন্ত্রী টুর্গো (Turgot) ষোড়শ লুইকে এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৭৭৬ খ্রীঃ সুপারিশ করিয়াছিলেন। এজন্য টুর্গো অভিজাত শ্রেণীর বিরাগভাজন হন। অভিজাতদের চাপে ষোড়শ লুই টুর্গোকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু টুর্গোর পরামর্শের যৌক্তিকতা বুঝিয়া ষোড়শ লুই মন্তব্য করেন যে, "কেবলমাত্র টুর্গো এবং আমি ফ্রান্সকে ভালবাসি।"

ইতিমধ্যে সরকারী আয়-ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতি বাড়িতে থাকে। ১৭৮৬ খ্রীঃ মন্ত্রী ক্যালোন লক্ষ্য করেন যে, সরকারী বাজেটে ১১২,৬০০,০০০ লিভ্র ঘাটতি দেখা দিয়াছে।

ক্যালোনের নূতন রাজস্ব প্রস্তাব

এই ঘাটতি তৃতীয় শ্রেণীর উপর বাড়তি কর চাপাইয়া পূরণ করা সম্ভব ছিল না। ক্যালোন প্রস্তাব দেন যে, (১) সকল কৃষি জমির উপর ফসল অনুযায়ী শতকরা ২½—5% খাজনা ধার্য করা হউক। অভিজাত ও যাজকদের জমিগুলিকেও এই পরিকল্পনার ভিতর আনা হউক। অর্থাৎ অভিজাত ও যাজকদেরও সমান হারে কর দানে বাধ্য করা হউক। (২) বাধ্যতামূলক শ্রমের প্রথা বা কর্ভি প্রথা লোপ করা হউক। (৩) গ্যাবালে বা লবণ কর সকল শ্রেণীর উপর সমান হারে ধার্য করা হউক। (৪) ষ্ট্যাম্প কর বৃদ্ধি করা হউক। (৫) ভিটিংয়েমে বা আয়করের পরিবর্তে বর্ধিত হারে নূতন কর আদায় করা হউক। (৬) অন্তশুল্ক ব্যবস্থা লোপ করা হউক। (৭) ক্যালোন আরও প্রস্তাব দেন যে, গ্রামীণ অঞ্চলের ভূমির উপর কর ধার্যের অনুমতি প্রাদেশিক সভার পরিবর্তে জেলা পরিষদের নিকট নেওয়া হইবে।[১] ক্যালোন বলেন যে—"অভিজাত ও যাজক শ্রেণী কর ফাঁকি দিয়া যে অর্থ আহরণ করিয়াছে তাহা সামাজিক স্বার্থে রাষ্ট্র ব্যবহার করিবার অধিকারী।"

ক্যালোনের পরিকল্পনা অভিজাত শ্রেণীর মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, ক্যালোনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহাদের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপিবে।

অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার রক্ষার পণ

অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার লুপ্ত হইবে। নূতন করের ব্যবস্থা প্রাদেশিক সভার হাতে না রাখিয়া জেলা পরিষদের হাতে দেওয়ার অর্থই ছিল অভিজাতদের বংশ কৌলিন্যের দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া, সাধারণ লোকদের ক্ষমতা বাড়ান। এজন্য অভিজাতরা ক্যালোনের সংস্কার প্রস্তাবের সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠে।

ফ্রান্সের সংবিধান অনুসারে রাজা কোন নূতন আইন প্রচলন করিলে তাহার জন্য বিচার সভা বা কোন প্রতিনিধিমূলক সভার অনুমোদন লইতে হইত। সুতরাং

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিষদ আহ্বান

ক্যালোনের সংস্কার প্রস্তাব পাশ করার জন্য এইরূপ সভার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। ক্যালোন এই উদ্দেশ্যে কাউন্সিল অব নোটেবলস বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিষদ নামে এক অভিজাত নেতাদের সভা আহ্বান করেন। লেফেভরের (Lefebvre) মতে, "বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিষদ আহ্বানের অর্থই ছিল অভিজাতদের নিকট রাজার আত্মসমর্পণ। রাজা

১. Hampson—Social History of French Revolution. P. 25.

অভিজাতদের তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে নির্দেশ না দিয়া অভিজাতদের অনুমতি যাচঞা করেন।"[১] ইহা ছিল ভ্রান্ত নীতি।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিষদ ছিল অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি। সুতরাং এই পরিষদ নিজ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর ছিল। তাহারা দাবী করে যে, তাহারা সরকারী অর্থ দপ্তরের হিসাব পরীক্ষা করিবে। তাহারা অভিযোগ করে যে, মন্ত্রী ক্যালোনই এই অর্থ সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী। ক্যালোন ইহার প্রত্যুত্তরে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া অভিজাত ও বিশপদের সমালোচনা করেন। অভিজাত শ্রেণী বুঝিতে পারে যে, মন্ত্রী ক্যালোনকে না সরাইলে তাহাদের ক্ষতি হইবে। সুতরাং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভা ক্যালোনের পদত্যাগ দাবী করে। রানী এবং রাজার ভ্রাতারা অভিজাতদের দাবী সমর্থন করেন। ঘরে বাইরে দুইদিকের চাপে পড়িয়া দুর্বল চিত্ত ষোড়শ লুই ক্যালোনকে পদচ্যুত করেন। ক্যালোনের পদচ্যুতির অর্থই ছিল অভিজাতরা রাজার নির্দেশ অমান্য করিয়া তাঁহাকে তাঁহার মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য করা। ক্যালোনের পতনের ফলে অভিজাত শ্রেণী রাজার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার জয়লাভ করে।

ক্যালোনের পদচ্যুতি

পরবর্তী মন্ত্রী ব্রিয়াঁ (Brienne) বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভাকে শান্ত করিবার জন্য সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখাইতে রাজী হন। ষোড়শ লুই প্রতিশ্রুতি দেন যে, অভিজাতদের বিশেষ মর্যাদা তিনি রক্ষা করিবেন। ষোড়শ লুই আশা করিয়াছিলেন যে, উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি পাইবার পর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভা তাঁহার বর্ধিত কর প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি করিবে না। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাকে হতাশ হইতে হয়। এই সভা তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া আইনগত আপত্তি তুলে যে স্টেটস জেনারেল বা পার্লেমেণ্ট অফ প্যারিস একমাত্র রাজার নূতন করের প্রস্তাবে অনুমতি দিতে পারে। অভিজাতপন্থী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভার অবাধ্যতায় বিরক্ত হইয়া ষোড়শ লুই এই সভা (১৭৮৭ খ্রীঃ, ২৪শে মে) ভাঙিয়া দেন।

অতঃপর ষোড়শ লুই নূতন রাজস্ব প্রস্তাব পার্লেমেণ্ট অফ প্যারিসের অনুমোদনের জন্য পাঠান। পার্লেমেণ্ট অফ প্যারিস ছিল আসলে অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা গঠিত এক বিচার সভা। এই সভা অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প ছিল। পার্লেমেণ্ট অফ প্যারিস এই যুক্তি দেখায় যে, ব্রিয়াঁর নূতন কর প্রস্তাবে সকল শ্রেণীর উপর সমান হারে কর ধার্য করার নীতি গৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অভিজাত শ্রেণীর প্রাচীন অধিকার নষ্ট হইবে। সুতরাং ইহা হইল বে-আইনী প্রস্তাব। এইরূপ বে-আইনী প্রস্তাব রচনার জন্য এই সভা ব্রিয়াঁকে অভিযুক্ত করিয়া তাহার বিচার করিবার আয়োজন করে। এদিকে সর্বসাধারণের নিকট জনপ্রিয়তা লাভের জন্য পার্লেমেণ্ট অফ প্যারিস

পার্লেমেণ্ট অফ প্যারিসের বিদ্রোহ

১. "The Summoning of the Assembly of Notables was an initial surrender. The king was consulting his aristocracy, rather than notifying it, his will."—Lefebvre P. 98.



জাঁজেকুইস রুশো



ম্যাক্সিমিলিয়েন রোবসপিয়ের



নেপোলিয়ন বোনাপার্ট



প্রিন্স ক্লেমেন্স ফন মেটারনিক

রাজার নিকট কয়েকটি মৌলিক আইন (Fundamental Laws) দাবী করে। পার্লেমেণ্ট অফ প্যারিসের এই বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া রাজা পার্লেমেণ্টকে প্যারিস হইতে নির্বাসিত করেন। ইহার ফলে অভিজাতদের চক্রান্তে প্যারিস নগরীতে ও প্রাদেশিক শহরগুলিতেও দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়। দোফিনে, তুলোঁ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

ষোড়শ লুই বাধ্য হইয়া পার্লেমেণ্ট অফ প্যারিসের নির্বাসনের আদেশ প্রত্যাহার করেন এবং প্রাদেশিক বিচার সভার ক্ষমতা ফিরাইয়া দেন। তিনি পার্লামেণ্টের দাবী অনুযায়ী স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহবান করেন। গুডউইনের মতে, "১৬১৪ খ্রীঃ হইতে যে স্টেটস জেনারেল সভার অধিবেশন বন্ধ ছিল, তাহার আহবানের অর্থই ছিল অভিজাতদের নিকট রাজতন্ত্রের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ।"[১]

স্টেটস জেনারেল আহূত হইলে তৃতীয় শ্রেণী দাবী করে যে, এক মাথা এক ভোট (vote per tete) অনুসারে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় পুরাতন রীতি অনুযায়ী তিনটি আলাদা সভায় তিন সম্প্রদায়ের আলাদাভাবে ভোটদানের দাবী জানায়। ইহার ফলে যে বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাতে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা অভিজাতদের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া নেয়। বিপ্লব দ্রুত শ্রেণী সংঘাতের পথে আগাইয়া চলে।

অভিজাত বিদ্রোহের প্রকৃতি ও ফলাফল

অভিজাত শ্রেণীর এই বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ছিল তাহা আলোচনা করা দরকার। অভিজাত সম্প্রদায় যুগের উপযোগী পরিবর্তন স্বীকার না করিয়া তাহাদের বিশেষ অধিকারকে রক্ষার চেষ্টাই করে। তাহারা রাজার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া সেই ক্ষমতা নিজ শ্রেণীর হাতে লইতে ব্যগ্র ছিল। অভিজাতদের দাবী ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। অভিজাত বিদ্রোহকে বিপ্লব বলা সঙ্গত নহে। কারণ বিপ্লব বলিতে সমাজে গভীর মূল পরিবর্তন বুঝায়। অভিজাত শ্রেণী কেবলমাত্র তাহাদের পুরাতন শ্রেণীগত অধিকার রক্ষার চেষ্টা করে। তাহারা কোন গভীর মূল পরিবর্তনের কথা বলে নাই। অবশ্য অভিজাত বিদ্রোহের পরোক্ষ ও অপ্রত্যাশিত ফল ছিল গভীর ও সুদূর-প্রসারী। এগ্রেট (Egret) নামক ঐতিহাসিক[২] ইহা বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে রাজতন্ত্রের মর্যাদা ভাঙিয়া যায়। স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হইয়া যায়। রাজার ক্ষমতার বিরুদ্ধে অভিজাতরা যে ফাটল সৃষ্টি করে তাহার ফলে রাজতন্ত্র শীঘ্রই ভাঙিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, অভিজাতশ্রেণী তাহাদের বিশেষ অধিকার রক্ষা করার জন্য জেদ দেখাইলে, বুর্জোয়া শ্রেণী বুঝিতে পারে যে, বিপ্লব বা বিদ্রোহ ছাড়া এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ধ্বংস করা যাইবে না। তৃতীয়তঃ, অভিজাতদের চাপে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহূত হয়। স্টেটস জেনারেলের আহবানের ফলে বুর্জোয়া

১. "The Summoning of the States General which had not met since 1614 marked the crown's capitulation to the......aristocracy".—Goodwin.

২. La Pre—Revolution in France.

শ্রেণী বিশেষ প্রেরণা পায়। Cahirus বা অভিযোগগুলির মাধ্যমে তাহারা তাহাদের দাবীগুলি জানায়। এজন্য অভিজাত বিদ্রোহকে কেহ কেহ বুর্জোয়া বিপ্লবের ভূমিকা বলেন।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লব : স্টেটস জেনারেল সভার আহ্বান : বুর্জোয়া বিপ্লবের গতি (The Bourgeois Revolution : The summoning of the States General : The course of the Bourgeois Revolution) : ফ্রান্সের জাতীয় সভার নাম ছিল স্টেটস জেনারেল। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ফ্রান্সে স্টেটস জেনারেল সভার অধিবেশন আহ্বান করা হয় নাই। বুরবোঁ রাজা ষোড়শ লুই অর্থসংকট মোচনের জন্য এই সভার অধিবেশন ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আহ্বান করেন। ইহার ফলে ১৭৪ বৎসর পর পুনরায় জাতীয় সভার অধিবেশন বসে। পুরাতন নিয়ম অনুসারে ফ্রান্সের যাজক, অভিজাত ও সাধারণ লোক এই তিন শ্রেণী হইতে আলাদাভাবে প্রতিনিধি পাঠাইতে আদেশ দেওয়া হয়। ফ্রান্সের বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল রাজনীতি ও অধিকার-সচেতন। দার্শনিকদের ভাবধারা তাহাদের মধ্যে তীব্র ছিল। বুর্জোয়া শ্রেণী দীর্ঘদিন ধরিয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকারগুলি ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিত। বুর্জোয়ারা বিদ্যা ও অর্থে অনেক ক্ষেত্রে অভিজাতদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, বংশ কৌলিন্যের অভাবে তাহাদের অন্যায়ভাবে কোণঠাসা করিয়া রাখা হয়। অভিজাতরা কেবলমাত্র বংশ মর্যাদার জোরে সকল সুযোগ-সুবিধা অন্যায়ভাবে ভোগ করিত। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে দূর করার জন্য বুর্জোয়ারা ইচ্ছুক ছিল। জাতীয় সভার অধিবেশন আহূত হইবার সুযোগে তাহারা এই পুরনো হিসাব মিটাইয়া লইতে বদ্ধপরিকর হয়। এই সময়ে যে কেহিয়ার্স (cahiers) বা অভিযোগপত্রগুলি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সরকারের হাতে আসে তাহা হইতে বুর্জোয়া শ্রেণীর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কেহিয়ার্সগুলিতে মন্ত্রীদের স্বেচ্ছাচার, পরোক্ষ করের হ্রাস, অন্তর্শুল্ক ব্যবস্থার লোপ, সমহারে কর আদায়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি দাবী করা হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর চেতনা ও অভিজাতদের বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধতা

স্টেটস জেনারেলের ১২১৪ জন সভ্যের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৬২১ জন।[১] যাজক ও অভিজাতদের মোট সদস্য ছিল ৫৯৭ জন। জাতীয় সভায় তৃতীয় শ্রেণীর নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে মধ্যবিত্ত, যথা উকিল, বণিক, চাকুরীজীবির সংখ্যাই ছিল বেশী। সচ্ছল কৃষকের সংখ্যা ছিল ৭—৯% শতাংশ মাত্র। ইহা হইতে স্টেটস জেনারেল সভার বুর্জোয়া চরিত্র বুঝা যায়। স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহূত হইলে বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলিয়া যায়। বুর্জোয়া শ্রেণীর মূল লক্ষ্য ছিল হয় অভিজাতদের সহিত সমান অধিকার লাভ করা, নতুবা অভিজাতদের অধিকার ধ্বংস করা। যদি অভিজাতরা বুর্জোয়াদের দাবী বিনা বাধায় মানিয়া লইত, তবে হয়ত বিপ্লব চরমপন্থী

অভিজাতশ্রেণীর হঠকারিতা

১. মতান্তরে ৬১০ জন।

চরিত্র না লইতেও পারিত। কিন্তু অভিজাতশ্রেণী দেয়ালের লিখন না পড়িয়া তাহাদের বৈষম্যমূলক অধিকার আঁকড়াইয়া থাকিলে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত সংঘাত অনিবার্য হইয়া পড়ে।[১]

স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আরম্ভ হইলে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পেট্রিয়াটিক পার্টি বা ন্যাশানাল পার্টি নামে একটি গোষ্ঠী গঠন করে। উদারপন্থী অভিজাত মিরাবু, লাফায়েৎ, এ্যাবি সিয়েস প্রভৃতি এই দলে যোগ দিলে এই গোষ্ঠীর শক্তি ও মর্যাদা বাড়ে। মাদাম তেসে নামে এক ধনী ভদ্রমহিলার প্যালেস রয়াল নামক ভবনে এই দলের নামে বৈঠক হইত। এ্যাবি সিয়েস তাঁহার বিখ্যাত পুস্তিকা Essay on Privileges দ্বারা অভিজাত শ্রেণীর অধিকারকে যুক্তির দ্বারা আক্রমণ করেন। পেট্রিয়াটিক দল দাবী করে যে, তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের একত্রে একটি সভায় বসাইয়া মাথাপিছু ভোটের ভিত্তিতে আইনসভার কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। ভোটদানের পুরাতন নিয়ম ছিল যে, তিন শ্রেণী পৃথকভাবে তিন সভায় ভোট দিবে। বুর্জোয়া শ্রেণী অভিজাতদের স্বতন্ত্র ভোটদানের অধিকারকে নস্যাৎ করিতে সংকল্প নেয়। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের এই দাবী গৃহীত হইলে তাহারা সংখ্যাগুরু ভোটের দ্বারা (৬২১ সদস্য) প্রথম দুই শ্রেণীকে দাবাইয়া দিতে পারিত। সুতরাং যাজক ও অভিজাতরা তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য পুরাতন নিয়ম অনুসারে পৃথক পৃথক কক্ষে আলাদাভাবে ভোটদানের নিয়ম বহাল রাখার দাবী জানায়। তাছাড়া অভিজাতরা মনে করে যে, তৃতীয় শ্রেণীর সহিত একত্রে ভোট দিলে তাহাদের বংশ মর্যাদা বিনষ্ট হইবে।

পেট্রিয়াটিক পার্টি গঠন এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগঠিত দাবী

অভিজাতদের বিশেষ মর্যাদার দাবীকে নস্যাৎ করিবার জন্য এ্যাবি সিয়েস "সার্বভৌম জাতি তত্ত্ব" (Doctrine of constituent power) প্রচার করেন।[২] এই তত্ত্ব দ্বারা এ্যাবি সিয়েস ঘোষণা করেন যে, তৃতীয় শ্রেণীই হইল ফরাসী জাতি। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই হইল প্রকৃত জাতীয় প্রতিনিধি। ইহারাই হইল স্টেটস জেনারেলের প্রকৃত সভ্য। ধর্মযাজকরা বৃত্তিধারী। সুতরাং তাহারা আইনতঃ আলাদা শ্রেণী হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। অভিজাতরা সাধারণ লোক হইতে পৃথক থাকিয়া জাতীয় জীবনপ্রবাহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। ইহাদের জাতির তরফে কথা বলিবার অধিকার নাই। এ্যাবি সিয়েসের মতে, তৃতীয় শ্রেণীই হইল ফরাসী জাতির 'অপরিহার্য মৌলিক উপাদান'। ইহাদের বাদ দিয়া ফরাসী জাতির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এ্যাবি সিয়েসের "সার্বভৌম ও মৌলিক উপাদান তত্ত্ব" তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মনে গভীর আবেগ সৃষ্টি করে।

সার্বভৌম জাতিতত্ত্ব

এ্যাবি সিয়েস বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের পরামর্শ দেন যে, তাহারা জাতীয় সভায় বসিয়া অপর দুই শ্রেণীর সভ্যদের ডাকিয়া তাহাদের হাজিরা নথিভুক্ত করিবে। যে সকল সভ্য হাজিরা না দিয়া অনুপস্থিত থাকিবে জাতীয় সভার সদস্য হিসাবে তাহাদের নাম

১. Quoted by Lefebvre.

২. Lefebvre. P. 106.

কাটিয়া দেওয়া হইবে। এই পরামর্শ অনুসারে ১৭ই জুন, ১৭৮৯ খ্রীঃ জাতীয় সভা (National Assembly) গঠিত হয় এবং বেইলী (Bailly) নামক সদস্য জাতীয় সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। জাতীয় সভা দুইটি আদেশনামা (Decree) দ্বারা জানাইয়া দেয় যে, রাজা এই সভা ভাঙিয়া দিলে রাজাকে কর দেওয়া বন্ধ করা হইবে। জাতীয় সভার সভ্যদের গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ করা বেআইনী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের লইয়া জাতীয় সভা গঠন

যোড়শ লুই স্টেটস জেনারেল সভায় এই বিতর্কে কোন সুচিন্তিত ভূমিকা লইতে ব্যর্থ হন। অভিজাত শ্রেণী ছিল রাজার আপন শ্রেণী। তাহাদের অধিকার নস্যাৎ করিবার মত মানসিকতা ষোড়শ লুইয়ের ছিল না। সুতরাং তিনি স্টেটস জেনারেল সভার অধিবেশন ভাঙিয়া দিয়া, প্রতিনিধিদের স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে হুকুম দেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ ২০শে জুন[1] তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা স্টেটস জেনারেলের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সভার দরজা বন্ধ দেখে। জাতীয় সভার বন্ধ দরজা রক্ষার জন্য রাজা সৈন্য মোতায়েন করেন।

যোড়শ লুই কর্তৃক জাতীয় সভা ভঙ্গ

এই পরিস্থিতিতে ডাঃ গিলোটিন নামক সদস্য প্রস্তাব নেন যে, নিকটস্থ রাজকীয় টেনিস মাঠে তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা সমবেত হইয়া সভা করিবে।[2] উত্তেজিত তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যরা টেনিস কোর্টে সমবেত হইয়া বিখ্যাত টেনিস কোর্টের শপথ (২০শে জুন, ১৭৮৯ খ্রীঃ) (Oath of the Tennis Court) নেয়। এই শপথে বলা হয় যে, যতদিন পর্যন্ত ফ্রান্সের জন্য একটি নূতন সংবিধান রচনা না করা হইবে ততদিন এই সভার অধিবেশন বন্ধ হইবে না। যে স্থানে এই সভা সমবেত হইবে তাহাকেই বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে। টেনিস কোর্টের শপথনামা দ্বারা বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়। অভিজাত শ্রেণী জাতীয় সভার উপর নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলে।

টেনিস কোর্টের শপথনামা

টেনিস কোর্টের শপথনামার পর যোড়শ লুই খুবই দ্বিধাগ্রস্থ হইয়া পড়েন। তিনি তিন শ্রেণীর সভ্যদের একটি যুক্ত সভা ডাকিয়া তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যদের তিরস্কার করেন। তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের আলাদা শ্রেণীগতভাবে ভোট দিতে নির্দেশ দেন। তিনি এই সভায় অভিজাতদের বিশেষ অধিকার রক্ষার কথাও পরোক্ষভাবে বলেন। রাজার এই ঘোষণার পর প্রথম দুই শ্রেণী সভা কক্ষ ত্যাগ করে কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে। রাজার নির্দেশ তাহাদের পুনরায় জানান হইলে, মিরাবু্য উত্তর দেন যে—"আমরা জনসাধারণের ইচ্ছায় প্রতিনিধিত্ব করিতেছি। আমাদের বহিষ্কার করিতে হইলে সঙ্গীন ব্যবহার অর্থাৎ বল প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় নাই।" সভাপতি বেইলী বলেন যে, "তৃতীয় শ্রেণী হইল প্রকৃত জাতি। ইহাকে কেহ আদেশ দিতে অধিকারী নয়।" যোড়শ লুই পুনরায় মত পাল্টাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর

তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্রোহ: বুর্জোয়াদের জয়

---

১. Vide : New Cambridge Modern History. Vol. VIII. P. 668.

২. Goodwin—P. 62. মতান্তরে মুনিয়ের (Munier) এই পরামর্শ দেন।

দাবী মানিয়া নেন। ২৭শে জুন, ১৭৮৯ খ্রীঃ একটি আদেশ দ্বারা তিনি তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের একত্রে মাথাপিছু ভোটের ভিত্তিতে জাতীয় সভায় বসিবার অনুমতি দেন। ইহার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে বিপ্লবের নিয়ন্ত্রণ চলিয়া যায়। ইহার পর জাতীয় সভা সংবিধান রচনার কাজে হাত দেয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর এই বিদ্রোহকে বিপ্লব বলা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করা দরকার। (১) একদিক হইতে ইহাকে বিপ্লব (Revolution) বলা যায়। কারণ অভিজাত ও যাজক এই দুই সুবিধাভোগী শ্রেণীর চিরাচরিত বৈষম্যমূলক অধিকার নাশ করিবার কাজে বুর্জোয়া শ্রেণী হাত দেয়। যদি শ্রেণীসংগ্রামকে বিপ্লব বলা হয়, তবে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই সংগ্রাম ছিল বিপ্লব। তাছাড়া বুর্জোয়া নেতারা যে বিপ্লবী সংবিধান রচনা করে তাহা সামন্ত প্রথার মৃত্যুর ঘণ্টা বাজাইয়া দেয়। (২) বুর্জোয়া বিপ্লব দ্বারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী যে নূতন সংবিধান রচনা করে তাহাতে মন্তেস্ক্যুর ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনুসরণ করিয়া রাজার ক্ষমতা প্রভূত কমাইয়া ফেলা হয়। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর জয়লাভের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই। বুর্জোয়ারা অভিজাতদের বিশেষ অধিকার কাড়িয়া লইবার পর রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষমতা নিজ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করে। তাহারা সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দ্বারা গ্রামীণ কৃষক ও শ্রমিকদের ভোটাধিকার না দিয়া, সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু করে। ফলে সম্পত্তিভোগী বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করে। সুতরাং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবকে প্রকৃত বিপ্লব বলা যায় না। (৩) কেহ কেহ বুর্জোয়াদের এই বিদ্রোহকে "আইনতান্ত্রিক বিপ্লব" (Constitutional Revolution) বলিয়াছেন। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণী অভিজাতদের বিরুদ্ধে রক্তপাত ও হিংসার পথে না যাইয়া রাজনৈতিক ও আইনের চাপে জাতীয় সভায় তাহাদের অধিকার আদায় করে। তাহারা দাবী করে যে, অভিজাতদের বদলে তাহারাই ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা হাতে রাখিবে। তাহারা ইহা বুঝিতে পারে নাই যে, সাঁকুলেৎ ও জনসাধারণ শীঘ্রই বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করিবে। যাহা হউক বুর্জোয়া বিপ্লব শেষ পর্যন্ত জাতীয় বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস হইল কয়েকটি শ্রেণী বিপ্লবের সমষ্টি। বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল ইহার একটি ধাপ মাত্র।

বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রকৃতি ও ফল

গণ বিপ্লব: প্যারিসের বিদ্রোহ (Participation of the people in the Revolution : Revolt of Paris) : জাতীয় সভায় যে সময় বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী অভিজাতদের সহিত সমান অধিকার লাভের সংগ্রামে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় প্যারিস নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে এক বিপ্লবী চেতনা জাগিয়া উঠে। প্যারিস নগরীর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাত লক্ষ। ইহার সহিত গ্রামাঞ্চল হইতে হাজার হাজার নিরন্ন, নগ্নকায় সাঁকুলেৎ (Sans culottes) বা সর্বহারা শ্রেণী আসিয়া প্যারিস নগরীতে জড় হয়। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফসল হানির ফলে বহু লোক খাদ্যের সন্ধানে প্যারিসে জমায়েত

প্যারিসের জনতার মনোভাব

হয়। ইহাদের সহিত সমাজ বিরোধী ও ফুটপাথের বাসিন্দারা যোগ দেয়। ফলে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয়। খাদ্যাভাব, গ্রীষ্ম, বাসস্থানের কষ্ট লোকের স্নায়ুকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। ঐতিহাসিক লেফেভরের মতে, "স্টেটস জেনারেল সভার আহ্বানের ফলে এই জনতার মনে বিরাট আশাবাদের (Great Hope) উদ্ভব হয়।" তাহারা ধারণা করে যে, ইহার ফলে তাহাদের দুরবস্থার অবসান ঘটিবে। সুতরাং জাতীয় সভা প্যারিসের জনতার সমর্থন পুষ্ট হইয়া রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম হয়।

প্যারিসের বিদ্রোহ

ইতিমধ্যে খবর ছড়াইয়া পড়ে যে, জাতীয় সভাকে ভাঙিবার জন্য ষোড়শ লুই প্যারিসের উপকণ্ঠে সৈন্য মোতায়েন করিয়াছেন। মিরাবু দাবী করেন যে, এই সৈন্যদল অবিলম্বে সরাইয়া লওয়া হউক। কিন্তু ষোড়শ লুই ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অধিকন্তু তিনি জনপ্রিয় মন্ত্রী নেকারকে পদচ্যুত করেন। নেকারের পদচ্যুতির খবর রটিয়া গেলে প্যারিসের জনতা উদ্বেল হইয়া উঠে। পেট্রিয়ট দলের অন্যতম নেতা ক্যামিল ডেসমোলিন এক অগ্নিঝরা বক্তৃতা দ্বারা প্যারিসের জনতাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলেন। উত্তেজিত জনতা গীর্জার ঘণ্টাগুলি বাজাইয়া লোক জড় করিয়া ফেলে। প্যারিসের অধিবাসীরা রাজকীয় সৈন্যের প্রতিরোধের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড বা অবরোধ নির্মাণ করে। প্যারিসের আশেপাশে ৪০টি শুল্ক ঘাঁটি জ্বালাইয়া দেয়। সাঁ লাজার মঠ লুণ্ঠিত হয়।[১] প্যারিসে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিপন্ন হয়।

বাস্তিলের পতন

উন্মত্ত জনতা প্যারিসের আগ্নেয়াস্ত্রের দোকান ও কারখানাগুলি লুঠ করিয়া বহু অস্ত্র হস্তগত করে। ইতিমধ্যে বাস্তিল দুর্গে বহু অস্ত্র জমা আছে এই গুজব ছড়াইয়া পড়ে। জনতা অস্ত্র অধিকারের জন্য বাস্তিল দুর্গ অভিমুখে ১৪ই জুলাই ধাবিত হয়। বাস্তিলের দুর্গ ছিল স্বৈরশাসনের প্রতীক। কারণ লোককে বিনা বিচারে এই দুর্গে আটক রাখা হইত। সশস্ত্র জনতা বাস্তিল অধিকার করিয়া আটক বন্দীদের মুক্তি দেয় এবং বাস্তিলের গভর্ণর ডিলুনি ও প্রহরীদের হত্যা করে। জনতা বহু মজুত অস্ত্র দখল করে।

বাস্তিলের পতনের ফল

বাস্তিল দুর্গের পতনের (১৪ই জুলাই, ১৭৮৯) ফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তিল ছিল স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক। ইহার পতন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতনের সূচনা করে। জনতার রুদ্র রোষ এবং হিংস্র মনোভাব দেখিয়া রাজা এবং তাঁহার সভাসদরা আতঙ্কিত হন। জাতীয় সভাকে বলপূর্বক ভাঙিয়া দেওয়ার ইচ্ছা রাজা ত্যাগ করেন। ফলে জাতীয় সভা স্থায়িত্ব লাভ করে। ষোড়শ লুই পুনরায় নেকারকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং প্যারিস হইতে সৈন্য সরাইয়া নেন। লেফেভরের মতে, বাস্তিলের পতনের পর রাজার সভাসদের দল হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করে। পলাতক অভিজাতরা অনেকেই ইংলণ্ডে আশ্রয় নেয়।[২] প্যারিসের শাসনের জন্য

১. New Cambridge Modern History. Vol. VII, P. 672.

২. Lefebvre—P. 126.

প্যারিস কমিউন স্থাপিত হয়। প্যারিসের ঘটনার সংবাদ গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িলে গ্রামাঞ্চলেও বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠে। গুডউইনের মতে, "বাস্তিলের পতনের ন্যায় বিপ্লবের আর কোন একক ঘটনার এত বহুমুখী সুদূরপ্রসারী ফল ছিল না।"[১]

প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠাঃ পৌর বা নগর বিপ্লব (Foundation of the Paris Commune: Municipal Revolution): প্যারিস নগরীতে সাঁকুলেৎ (Sans eulottes) বা সর্বহারা শ্রেণীর হিংস্র আচরণ, ধনী ব্যক্তিদের গৃহ লুঠপাট এবং অস্ত্রের দোকান লুঠের ঘটনা প্যারিসের বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত অধিবাসীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাহারা বুঝিতে পারে যে, বিপ্লব তাহাদের হাতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। রাজকীয় শাসনযন্ত্র ভাঙিয়া পড়ে। ফলে নগরের অধিবাসীদের ধনসম্পদ রক্ষার জন্য বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

বুর্জোয়াশ্রেণীর আতঙ্ক

প্যারিসের মধ্যবিত্ত নাগরিকরা ধন-সম্পত্তি রক্ষা ও নগর শাসনের জন্য প্যারিসে কমিউন বা স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাহারা একটি নাগরিক সেনাদল (Citizen's militia) গঠন করে। এই নাগরিক সেনা ছিল মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা গঠিত এবং বুর্জোয়া স্বার্থের সমর্থক। এই সেনাদল হইতে ভবঘুরে ও শ্রমিকদের বাদ দেওয়া হয়। নগর শাসনের সুবিধার জন্য প্যারিসকে ৬০টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। প্যারিসের নাগরিক সেনাদলের নাম দেওয়া হয় ন্যাশনাল গার্ড বা জাতীয় রক্ষীবাহিনী। লাফায়েৎ এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন। প্যারিস মিউনিসিপ্যালিটি বা কমিউনের মেয়রের পদে বেইলী নিযুক্ত হন। এই কমিউন প্যারিসের শাসন ও আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব নেয়। ন্যাশনাল গার্ড বা জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে ইহার অধীনে রাখা হয়। এইভাবে প্যারিস নগরী কমিউন বা স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। কমিউন ও জাতীয় বাহিনী গঠন করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণী প্যারিস নগরীর জনতাকে তাহাদের আয়ত্বে রাখিবার চেষ্টা করে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর ন্যাশনাল গার্ড ও কমিউন প্রতিষ্ঠা

প্যারিসের ন্যায় ফ্রান্সের অন্যান্য শহরগুলিতেও প্যারিসের অনুকরণে কমিউনের শাসন বা মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল শহরের বুর্জোয়া অধিবাসীরা গ্রামাঞ্চল হইতে আগত ক্ষুধিত ও রোগী লোকেদের আক্রমণের আশঙ্কায় ভুগিতেছিল। তাহারা আত্মরক্ষার আশায় প্যারিসের বুর্জোয়াদের ন্যায় কমিউন ও রক্ষীদল গড়ে। এই কমিউনগুলি পরস্পরের সহিত compact বা চুক্তি স্থাপন করে। লেফেভরের মতে, "কমিউনগুলির সমন্বয়ে ফ্রান্স একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়।।"[২]

মফস্বলের শহরগুলিতে পৌর বিপ্লব ও রক্ষীদল গঠন

১. "No other single event of the Revolution had so many sided and far-reaching results as the fall of the Bastille."—Goodwin. P. 99.

২. "France became a federation of communes"—Lefebvre. P. 126.

কৃষকশ্রেণীর বিপ্লবঃ মহা আতঙ্ক (The Peasants' Revolution : The Great Fear) : ১৭৮৯ খ্রীঃ ছিল ফ্রান্সের মহাসংকটের বৎসর। পরপর দুই বৎসর অজম্মার ফলে কৃষকের ঘরে খাদ্য ছিল না। বাজারে রুটির দাম ভয়ংকর রকম বাড়িয়া যায়। অন্যান্য দরকারী জিনিসের দামও দোকানদারেরা বাড়াইয়া দেয়। ফলে গ্রামাঞ্চলে ভবঘুরে ও সাঁকুলেৎ শ্রেণীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যায়। ইতিমধ্যে প্যারিসে জনতার অভ্যুত্থান এবং বাস্তিলের পতনের খবর গ্রামাঞ্চলে ছড়াইলে কৃষকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। অভিজাত ও যাজকশ্রেণীর দ্বারা শতাব্দীর শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া জাগিয়া উঠে। শোষণের সকল যন্ত্রকে ভাঙিয়া ফেলিতে তাহারা চঞ্চল হইয়া পড়ে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর একাংশ যাহারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করিত তাহারা সামন্ত প্রথাকে ভাঙিবার জন্য কৃষকদের নেতৃত্ব দেয়।[1] ইতিমধ্যে একটি গুজব ছড়ায় যে, শহর হইতে অভিজাতরা ভাড়াটে সেনা ও লুঠেরাশ্রেণী পাঠাইয়া গ্রামের শস্যক্ষেতগুলি জ্বালাইয়া দিতেছে। লেফেভরের মতে, "ইহার ফলে 'মহা আতঙ্ক' (Great Fear) দেখা দেয়।" আতঙ্ক পরিণত হয় ক্রোধে, ক্রোধ পরিণত হয় প্রতিজ্ঞায়।

কৃষক বিপ্লবের কারণ

ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি ব্যতীত সকল স্থানে ক্রুদ্ধ কৃষকদের দ্বারা জমিদারদের শাতো (chateau) বা পল্লীভবনগুলি অগ্নিদগ্ধ হয়। বেলিফ বা নায়েবরা লাঞ্ছিত হয়। কৃষকদের নিকট জমিদারদের পাওনার কাগজপত্রগুলি পোড়াইয়া ফেলা হয়। এনক্লোজার বা জমির বেষ্টনীগুলিকে ভাঙিয়া দেওয়া হয়। পশু চারণ ভূমি অধিকার করা হয়। গীর্জার ধর্মকর বা টাইদ এবং সামন্তদের সকল কর প্রদান রদ করা হয়। বাস্তিলের পতনের পর গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব তীব্র আকার ধরে। জমির মালিক ও সম্পদশালী লোকেরা সবকিছু ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া যায়। শহরের ব্যবসায়ী ও বুর্জোয়া শ্রেণী যাহারা জিনিষপত্রের দাম বাড়াইয়া দরিদ্র লোকেদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়াছিল তাহারা গ্রামের লোকের আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের ফলে সামন্ত প্রথা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়ে। কৃষক বিপ্লব প্রধানতঃ সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করিলেও, বুর্জোয়াশ্রেণীও এই বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল বলা যায়। হ্যাম্পসনের (Hampson) মতে, সামন্ত-শোষণ ছিল প্রত্যক্ষ, বুর্জোয়া-শোষণ ছিল পরোক্ষ। কিন্তু বিপ্লবের মুখে অভিজাত ও ধনী বুর্জোয়াদের উভয়কেই কৃষকেরা শোষণকারী বলিয়া মনে করিত।

কৃষক বিদ্রোহের গতি

বিপ্লবের অগ্রগতিঃ সামন্তপ্রথার বিলোপ (Progress of the Revolution : End of Feudalism) : গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলে জাতীয় সভার বুর্জোয়া নেতারা উভয় সংকটে পড়েন। জাতীয় সভার বিনা নির্দেশে কৃষকরা আইন নিজ হাতে লইবার ফলে বিপ্লব জাতীয় সভার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম হয়। বুর্জোয়া ও কৃষকদের শ্রেণী স্বার্থও বিপরীত ছিল। লেফেভরের মতে, "বুর্জোয়ারা কৃষক

কৃষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা

১. Hampson—Social History of French Revolution. P. 90.

শ্রেণীর মতিগতি ঠিক বুঝিত না।”[১] কৃষকেরা জমিদারদের সম্পত্তি আক্রমণ করিলে, বুর্জোয়াগণ আকাঙ্ক্ষা করে যে, তাহাদের সম্পত্তিও আক্রান্ত হইতে পারে। এই অবস্থায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের ন্যায় জাতীয় সভার পক্ষে বসিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। জাতীয় সভার নেতারা উপলব্ধি করে যে, সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করিলে কৃষকেরা শান্ত হইবে।

৪ঠা আগষ্টের অধিবেশন : সামন্ত প্রথার বিলোপ

১৭৮৯ খ্রীঃ ৪ঠা আগষ্ট সোলোমন নামে সদস্য গ্রামাঞ্চলে অরাজকতা সম্পর্কে জাতীয় সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রোবসপিয়ের নামে এক সদস্য পরামর্শ দেন যে, উদারপন্থী অভিজাতদের উচিত স্বেচ্ছায় তাহাদের জমিদারী স্বত্ব পরিত্যাগ করা। সভায় যে সকল অভিজাত ও যাজক সদস্য ছিল তাহারা বুঝিতে পারে যে, বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দেওয়া সম্মান-জনক। সুতরাং অধিকাংশ জমিদার তাহাদের সামন্তস্বত্ব ত্যাগ করে। যাজকেরাও জমিদারদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। জাতীয় সভা ১১ই আগষ্টের একটি আদেশ নামা (Decree) দ্বারা জানাইয়া দেয় যে, 'সামন্ত প্রথা ফ্রান্স হইতে অতঃপর লুপ্ত হইল।' ভূমি, কর, চাকুরী প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রে সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার আর রহিল নাই।

১১ই আগষ্ট ঘোষণার ফলাফল

ঐতিহাসিক হ্যাম্পসনের মতে, জাতীয় সভার এই ঘোষণায় বহু ফাঁকি ছিল। ইহার ফলে ফ্রান্স হইতে সামন্ত প্রথা পুরাপুরি দূর হয় নাই। “জাতীয় সভা অনেকদূর আগাইলেও, যতটা আগাইবার দরকার ছিল তাহা হইতে বিরত থাকে।”[২] (১) সামন্তপ্রথার লোপ করা হইলেও ভূমির উপর জমিদারদের অন্যান্য অধিকার যথা মৎস্য চাষের অধিকার প্রভৃতি অব্যাহত থাকে। (২) সামন্ত শ্রেণী যে জমিগুলি বিক্রয় করিয়াছিল তাহার সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। (৩) অভিজাতদের উপাধিগুলি তখনও রহিয়া যায়। (৪) জ্যেষ্ঠ পুত্রের পিতার সম্পত্তিতে অধিকার (Laws of primogeniture) অক্ষুন্ন থাকে। (৫) অভিজাতদের নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির বদলে তাহাদের ক্ষতিপূরণ দানের নিয়ম করা হয়। সুতরাং ১১ই আগষ্টের ঘোষণার দ্বারা পুরাপুরি সামন্তপ্রথা বিলুপ্ত হয় ইহা মনে করা যায় না। যাহা হউক, সামন্তপ্রথা লোপের ফলে কৃষক শ্রেণী উপকৃত হয়। কৃষক ও ভাগচাষীরাও সামন্তকর, ধর্মকর বেগার প্রথার হাত হইতে মুক্ত হইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। ফ্রান্সে সুবিধাভোগী সামন্তশ্রেণী লুপ্ত হইবার ফলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকারের লোপ হইলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সরকারী পদে যোগদানের সুযোগ পায়।[৩]

১. Lefebvre. P. 128.

২. "The National Assembly went too far but it did not go far enough"—Hampson. P. 41.

৩. Ibid.

স্বৈরাচারী রাজশক্তির পতন : অক্টোবরের ঘটনা (**Decline of Monarchy : October Days, 1789**) : ইতিমধ্যে কয়েকটি বিষয় উপলক্ষে জাতীয় সভার সহিত ষোড়শ লুইয়ের মতবিরোধ দেখা দেয়। সামন্ততন্ত্র লোপ করা সম্পর্কে জাতীয় সভার প্রস্তাবকে ষোড়শ লুই ভেটো দ্বারা নাকচ করার চেষ্টা করেন। এমন কি তিনি মানব অধিকারের ঘোষণা পত্রে (Declaration of the Rights of Man) সম্মতি দিতেও গররাজী হন।[১] জাতীয় সভার কিছু সদস্য মনে করেন যে, ভার্সাই শহরে অভিজাত শ্রেণী রাজাকে জাতীয় সভার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার কু-পরামর্শ দিতেছে। পেট্রিয়াট দল মনে করে যে, ষোড়শ লুইকে ভার্সাই শহরের রাজতন্ত্রী আবহাওয়া হইতে প্যারিস নগরীর বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় আনিলে, ষোড়শ লুই জাতীয় সভার সহিত সহযোগিতা করিতে বাধ্য হইবেন।

ষোড়শ লুইকে প্যারিসে আনার কারণ

ইতিমধ্যে প্যারিসে দারুণ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। রুটির দাম দ্রুত বাড়িয়া যায়। দরিদ্র লোকেরা রুটির জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ করে। জাঁ পল ম্যারাটের সম্পাদিত— ফ্রেন্ড অফ দি পিপল (Friend of the People) নামক পত্রিকা এই সুযোগে জনসাধারণের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়ায়। লোকে সবকিছু অব্যবস্থার জন্য ষোড়শ লুইকে দায়ী করিতে থাকে। রাস্তাঘাটে সকল লোক, এমন কি ডুলি বা পাল্কী বাহকেরাও রাজার সমালোচনা আরম্ভ করে।[২] এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্য ষোড়শ লুই ফ্ল্যান্ডার্স হইতে রাজভক্ত বাহিনীকে ভার্সাই নগরীতে আনান।

প্যারিসের রাজবিদ্রোহ

ভার্সাইয়ে সেনা সমাবেশের খবর প্যারিসে ছড়াইয়া পড়িলে জনতা উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহারা আশংকা করে যে, রাজা এই সেনাদলের সাহায্যে জাতীয় সভা ভাঙিয়া দিবেন। কর্ডেলিয়ার ক্লাব নামক রাজনৈতিক সংস্থা প্যারিসবাসীদের পরামর্শ দেয় যে, রাজাকে ভার্সাই হইতে প্যারিসে জোর করিয়া আনিলে খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে। রাজা অভিজাতদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবেন। পেট্রিয়াটিক দলও এই অভিমত সমর্থন করে।

রাজাকে প্যারিসে আনয়ন

কয়েক সহস্র প্যারিসের মহিলা (৫ই অক্টোবর, ১৭৮৯ খ্রীঃ) 'রুটি চাই' চীৎকার করিয়া ভার্সাই নগরীর দিকে যাত্রা করেন। ইহাদের সঙ্গে ২০ হাজার ন্যাশন্যাল গার্ড বা জাতীয় রক্ষী বাহিনী ভার্সাইয়ে যায়। এই বিক্ষোভের সম্মুখীন হইয়া ষোড়শ লুই জাতীয় সভার আইনগুলিকে গ্রহণ করিতে সম্মতি দেন। এই নারী বাহিনী রাজা, রানী ও তাঁহাদের বালক পুত্রকে তাহাদের সহিত প্যারিসে আসিতে বাধ্য করে। রাজা ও তাঁহার পরিবারকে একটি সাধারণ ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ীতে বসাইয়া প্যারিসে আনিবার সময় এই বিদ্রোহীনিরা ধ্বনি দেয়, "আমরা রুটি ওয়ালা, রুটি ওয়ালার স্ত্রী ও তাহার বালক পুত্রকে পাইয়াছি।" ঐতিহাসিক রাইকারের মতে, এই ঘটনা ছিল

রাজা ও জাতীয় সভার প্যারিসে আগমন : গুরুত্ব

১. Ibid.

২. New Cambridge Modern History—P. 673.

"ফরাসী রাজতন্ত্রের শবযাত্রার প্রতীক" (The funeral march of the monarchy)। রাজাকে প্যারিসে আনিবার ফলে তিনি বিপ্লবী নেতাদের নিয়ন্ত্রণে থাকিতে বাধ্য হন। জাতীয় পরিষদও প্যারিসের জনতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে ফ্রান্সে বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ফরাসী সংবিধান সভা

(The Constituent Assembly of France)

সংবিধান সভার কার্যকলাপঃ ব্যক্তি ও নাগরিক অধিকার ঘোষণা (Work of the Constituent Assembly: Declaration of the Rights of Man and Citizen): জাতীয় সভা (National Assembly) ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনার কাজে ব্রতী হইলে, এই সভা সংবিধান সভায় (Constituent Assembly) রূপান্তরিত হয়। এই সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যরা ছিল বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। শ্রমিক বা কৃষকশ্রেণীর প্রতিনিধি এই সভায় সংখ্যালঘু ছিল। সুতরাং সংবিধান সভা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংবিধান রচনা করে। সংবিধান সভার সভ্যরা এই সময়ে দার্শনিকদের ভাবধারাগুলিকে বাস্তব প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করে। সংবিধান সভা ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া ফ্রান্সে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করে।

সংবিধান সভার লক্ষ্য

জাতীয় সভার আমলে ৪ঠা আগষ্ট, ১৭৮৯ খ্রীঃ অধিবেশনে ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্র লোপ করা হইয়াছিল। সংবিধান সভা এই সিদ্ধান্তকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়। সামন্ত প্রথা লোপের ফলে সার্ফ প্রথা, বেগার বা কার্ভি প্রথা, সামন্ত কর, ম্যানর প্রথা, মেটায়ার বা বর্গা প্রথা, টাইদ বা ধর্ম কর, অভিজাতদের বিশেষ অধিকার যথা সরকারী চাকুরীর অগ্রাধিকার, আইনের হাত হইতে অব্যাহতি, বৈষম্যমূলক কর, অন্তশুল্ক প্রথা প্রভৃতি লোপ পায়। অভিজাতদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

সামন্তপ্রথার বিলোপ

সংবিধান সভা ইহার পর 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারগুলি ঘোষণা' (২৬শে আগষ্ট, ১৭৮৯ খ্রীঃ) করে (Declaration of the Rights of Man and Citizen)। লেফেভরের মতে, "এই ঘোষণাপত্র ফরাসী বিপ্লবকে পৌরাণিক মর্যাদা দান করে।"[১] আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং রুশোর দার্শনিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া এই ঘোষণাপত্র রচিত হয়।

নাগরিক অধিকার ঘোষণা

১. "The Declaration unfolded the mythical character of the French Revolution." —Lefebvre. P. 149.

এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে ঃ—(১) মানুষ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মানুষ ইহা ভোগ করিবার অধিকারী। (২) মানুষ জন্ম হইবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি প্রকৃতি দত্ত অধিকার লাভ করে। এই অধিকারগুলি হইল স্বাধীনভাবে বাঁচিবার, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করিবার, জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকার। এই অধিকারগুলি কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। (৩) আইনের উৎস হইল জনমত। জনমতের বিরুদ্ধে আইন রচিত হইতে পারে না।[১] (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র জাতির মধ্যেই নিহিত আছে। রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহেন। (৫) আইনের চক্ষে সকল নাগরিক সমান। কেহ কোন বিশেষ মর্যাদা বা অধিকার পাইবে না। সকল নাগরিক সমান সুযোগ লাভ করিবার অধিকারী। (৬) সম্পত্তি ভোগের অধিকার হইল একটি পবিত্র অধিকার। আইনের সাহায্য এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়া কাহারও সম্পত্তি হরণ করা যাইবে না। (৭) আইনের সাহায্য ছাড়া কোন ব্যক্তির গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড দেওয়া যাইবে না। (৮) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার বলিয়া গণ্য হইবে। (৯) পরিশেষে এই ঘোষণাপত্রে সরকারী ক্ষমতার বিভাজন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্র

ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র ছিল নিঃসন্দেহে একটি উচ্চ আদর্শের পরিচয়। এই আদর্শগুলি কেবলমাত্র ফরাসী জাতিকে অনুপ্রাণিত করে নাই। ইওরোপের নিপীড়িত জনসমষ্টি ইহার মধ্যে মুক্তির নির্দেশ খুঁজিয়া পায়। লেফেভরের মতে, "ইওরোপের সর্বত্র এই ঘোষণাপত্রের মর্ম এক নবযুগের সংকেত সূচনা করে।"[২] ঐতিহাসিক অলারের (Aulurd) মতে, "এই ঘোষণাপত্র ছিল পুরাতনতন্ত্রের মৃত্যুর দলিল।"[৩]

নাগরিক অধিকারের ঘোষণার গুরুত্ব

'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার' ঘোষণাপত্রের বিশেষ কয়েকটি ত্রুটিও ছিল। বুর্জোয়া শ্রেণী কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া এই ঘোষণা পত্র রচনা করে। ফলে সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের কথা ইহাতে উল্লেখ করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই ঘোষণাপত্রে জীবিকার অধিকার ও কাজ করিবার অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। ইহার ফলে সম্পত্তিভোগীদের অধিকার রক্ষিত হইলেও সম্পত্তিহীনদের দাবী অনুক্ত থাকে। তৃতীয়তঃ, এই ঘোষণায় নাগরিকের অধিকারের কথা ঘোষিত হইলেও, নাগরিকের কর্তব্যের (Duties) কথা অনুক্ত থাকে। তবুও ইহা ছিল একটি মহান ঐতিহাসিক দলিল।

নাগরিক অধিকার ঘোষণপত্রের ত্রুটি

'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারের' ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিবার পর, সংবিধান সভা ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনার কাজে হাত দেয়। (১) বুরবোঁ রাজবংশের স্বর্গীয়

১. David Thomson. P, 12.
২. Lefebvre. P. 149.
৩. "The Declaration was a death certificate of the Old Regime." Aulurd.

অধিকার নীতিকে নস্যাৎ করিয়া রাজাকে সংবিধানের অধীন করা হয়। রাজার সর্বময় ক্ষমতা লোপ করিয়া তাঁহাকে কেবলমাত্র কার্য নির্বাহক বিভাগ বা শাসন বিভাগের (Executive department) দায়িত্ব দেওয়া হয়। (২) অতঃপর ফ্রান্সের রাজার উপাধি হয় "ফরাসী জাতির রাজা" (King of the French)। তাঁহার পূর্ববর্তী উপাধি 'ফরাসী দেশের রাজা' (King of France) লোপ করা হয়। (৩) রাজার রাজকোষের অর্থ যথেচ্ছ ব্যয় ক্ষমতা লোপ করা হয়। রাজার নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য বার্ষিক ২৫,০০০,০০০ লিভ্র মঞ্জুর করা হয়। রাজার ব্যক্তিগত জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। (৪) কার্য নির্বাহক বা এক্সিকিউটিভ বিভাগের কর্তা হিসাবে রাজা, তাঁহার মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজদূত নিয়োগ করার অধিকার পান। (৫) ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনুসারে তাঁহার আইন রচনা ও বিচার করার অধিকার লোপ করা হয়। (৬) মন্ত্রীরা আইন সভার সদস্য না হইলেও তাহাদের কাজের জন্য তাহারা আইনসভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ হয়। (৭) রাজা কোন আইন যদি অনুমোদনের অযোগ্য মনে করেন তবে Suspensive Veto বা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দ্বারা তাহা আপাততঃ রদ করিতে পারিতেন। তবে ঐ একই আইন পরপর তিনবার আইন সভা পাশ করিলে রাজার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা স্বতঃসিদ্ধভাবে আইনে পরিণত হইতে পারিত। (৮) প্রাদেশিক শাসন ও বিচারপতিরা স্থানীয় নির্বাচনের দ্বারা নিযুক্ত হইবার ফলে তাহাদের উপর রাজার কোন বাস্তব এক্তিয়ার ছিল না।

রাজার ক্ষমতা

সংবিধান সভা নূতন সংবিধানে আইন সভাকে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করে।[১] আইন সভাটিকে এক কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়। (৯) আইন সভার সভ্যদের কার্যকালের মেয়াদ হয় ২ বৎসর। (১০) একবার কোন ব্যক্তি নির্বাচিত হইলে তাঁহার পুনরায় প্রার্থী হইবার অধিকার লোপ করা হয়। (১১) ভোটাধিকার সম্পর্কে আইনে (Electoral law) বলা হয় যে, যে সকল নাগরিক অন্ততঃ তিন দিনের নির্ধারিত মজুরী অর্থাৎ ৫২ লিভ্র সরকারকে কর হিসাবে দেয় একমাত্র তাহারাই ভোটাধিকার পাইবে। (১২) এই মাপকাঠির ভিত্তিতে ফ্রান্সের নাগরিকদের 'সক্রিয়' (Active) এবং 'নিস্ক্রিয়' (Passive) এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। যাহারা অন্ততঃপক্ষে তাহাদের তিন দিনের রোজগার সরকারকে কর দিত তাহাদের সক্রিয় নাগরিক হিসাবে ভোট দানের অধিকার এবং সদস্যপদের প্রার্থী হইবার অধিকার দেওয়া হয়। বাকী লোকেদের ভোটাধিকার নাকচ করা হয়। (১৩) আইনসভাকে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, কর ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, সংবিধান সংশোধন, মৌলিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আইন রচনা, সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনার গুরুদায়িত্ব আইনসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে।

আইন সভার গঠন ও ক্ষমতা

ফ্রান্সকে শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে সমান পরিধির ৮৩টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। এই প্রদেশগুলির নাম হয় ডিপার্টমেন্ট (Department)। (১৪) এই

১. Lefebvre. P. 158.

৮৩টি প্রদেশকে ৫৪৭টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। (১৫) প্রদেশের শাসনের জন্য পুরাতন ইণ্টেণ্ডেণ্ট প্রথা ও প্রাদেশিক সভা লোপ করা হয়। ইহার স্থলে প্রদেশ, জেলা, গ্রাম প্রতি স্তরে নির্বাচিত শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। (১৬) প্রতি প্রদেশে একটি নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। (১৭) সক্রিয় নাগরিকদের ভোটে শাসনকর্তা ও পরিষদের সদস্য নির্বাচনের বিধি চালু করা হয়। বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে পুরাতন বিচার ব্যবস্থার অবলোপ করা হয়। পার্লামেণ্ট অফ প্যারিস এবং প্রাদেশিক সামন্ত বিচারসভাগুলি বিলোপ করা হয়। (১৮) বিচারকদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের নিয়ম করা হয়। (১৯) বিচারালয়কে আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের এক্তিয়ার হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা দান করা হয়। বিচারকদের নিয়মিত বেতনের নিয়ম করা হয়। বিচারপ্রার্থীদের নিকট হইতে ফি বা উৎকোচ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। (২০) সরকারী কর্মচারীদের পরীক্ষার দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন করা নিয়ম করা হয়।

প্রাদেশিক শাসন ও বিচার ব্যবস্থা

সংবিধান সভা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবনেও সংস্কার প্রবর্তন করে। (২১) সকল প্রকার পরোক্ষ কর যথা গাবালে বা লবণ কর প্রভৃতি রদ করা হয়। (২২) জমি, আয় ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর কর ধার্য করা হয়। গ্রামসভা ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এই কর আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বৈষম্যমূলক কর বিলোপ করিয়া ন্যায্য ভিত্তিতে আয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কর ধার্যের নিয়ম করা হয়। (২৩) আপাততঃ সরকারের অর্থসংকট দূর করিবার জন্য গীর্জার জাতীয়করণ করা সম্পত্তির মূল্যের ভিত্তিতে এ্যাসাইন্যাট (Assignat) নামে একপ্রকার কাগজের নোট চালু করা হয়।

অর্থনৈতিক সংস্কার

সর্বশেষে, সংবিধান সভা ফ্রান্সের ধর্মবিষয়ক ব্যাপারের সমাধানের জন্য Civil Constitution of the Clergy নামে এক আইন পাশ করে। ফ্রান্সের গীর্জার নাম ছিল গ্যালিকান গীর্জা (Gallican Church)। ক্যাথলিক প্রথা অনুসারে ইহা রোমের পোপের অধীনে ছিল, বিশপরা তাঁহার অনুমতি অনুসারে নিযুক্ত হইত। (২৪) নূতন আইনে পোপের নিয়ন্ত্রণ একেবারে লোপ করিয়া গ্যালিকান গীর্জাকে জাতীয়করণ করা হয়। (২৫) বিশপ ও অন্যান্য স্তরের ধর্মযাজকরা অতঃপর পোপ কর্তৃক নিযুক্ত না হইয়া, ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইবার আইন করা হয়। (২৬) গীর্জার ভূসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। গীর্জা সরকারের একটি দপ্তরে পরিণত হয় এবং যাজকদের সরকার হইতে নিয়মিত মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। খ্রীষ্টধর্মের সকল সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ধর্মবিষয়ক ব্যবস্থা

এইভাবে সংবিধান সভা ফ্রান্সের প্রথম বিপ্লবী সংবিধান রচনা (১৭৯১ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ করে। সংবিধান সভা পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া, রাজার স্বৈরশাসনের ক্ষমতা লোপ করিয়া, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য প্রবর্তন করিয়া প্রগতিমূলক দৃষ্টির পরিচয় দেয়। কিন্তু সংবিধান সভার কাজে বহু ত্রুটি ছিল। এই কারণে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান কিছুদিনের মধ্যে ভাঙিয়া পড়ে।

সংবিধানের ত্রুটি : ভঙ্গুরতা

ঐতিহাসিক মাদেলাঁর (Madelin) মতে, "এই বিরাট সংস্কারগুলি ইতিহাসে অদ্বিতীয় হইলেও আসলে এইগুলি ছিল জীর্ণ ও ভঙ্গুর।"[১] মিরাবু সংবিধান সভার কাজের সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "দেশের মৌলিক গঠন ভাঙিয়া বিশৃঙ্খলা করিবার জন্য সংবিধান সভার মত ভাল পরিকল্পনা করা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।"[২]

শাসন বিভাগের পঙ্গুতা

(১) রাজার প্রতি অবিশ্বাসবশতঃ তাঁহার ক্ষমতা বিপুলভাবে হ্রাস করা হয়। অথচ শাসনকার্য চালাইবার দায়িত্ব তাঁহাকে দেওয়া হয়। ফলে তাঁহার হাতে দায়িত্ব থাকিলেও ক্ষমতা ছিল না। অধিকাংশ কর্মচারী যথা প্রাদেশিক শাসনকর্তা, বিচারপতিরা নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হইবার ফলে তাহারা রাজার প্রতি আনুগত্য দেখাইতে বাধ্য ছিল না। ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন ক্ষমতা রাজার ছিল না। ফলে প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ভাঙিয়া পড়ে। ফ্রান্স যেন একটি দেশের পরিবর্তে ৮৩টি আলাদা দেশে ভাগ হইয়া যায়। (২) ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রতি অন্ধ আস্থা বশতঃ সংবিধান রচয়িতারা আইন বিভাগ হইতে শাসন বিভাগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। শাসন বিভাগের কর্তা হিসাবে রাজার পক্ষে তাঁহার সমস্যাগুলিকে মন্ত্রীদের মাধ্যমে আইন সভাকে বুঝাইবার কোন উপায় ছিল না। এদিকে আইন সভা শাসন কার্যের দায়িত্বে না থাকায়, শাসন বিভাগের সমস্যাগুলিকে বুঝিতে পারিত না। লেফেভরের মতে, "সংবিধান দ্বারা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলেও প্রকৃত সরকার স্থাপিত হয় নাই" (The Constitution created a republic with no real government)।[৩]

বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা রক্ষা—সমান ভোটাধিকার স্থাপনে বঞ্চনা

(৩) সংবিধান সভা "নাগরিকের অধিকার" ঘোষণাপত্রে সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করিলেও সংবিধান তাহা পালন করে নাই। তাহারা ফ্রান্সের সকল নাগরিককে ভোটদানের অধিকার না দিয়া, কেবলমাত্র সক্রিয় নাগরিকদের সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেয়। দরিদ্র নাগরিকদের ভোটাধিকারে বঞ্চিত করে। বুর্জোয়া শ্রেণী তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য সম্পত্তিবান ব্যক্তিদেরই একমাত্র ভোটের অধিকার দেয়। ইহার ফলে ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন স্থাপিত হয়। অভিজাতদের বিতাড়িত করিয়া বুর্জোয়ারা ক্ষমতা নেয়। এই কারণে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক টমসন মন্তব্য করিয়াছেন যে, "যাজক, অভিজাত ও সাধারণ লোকের পরিবর্তে এই সংবিধান পাউন্ড, শিলিং ও পেনীর ভিত্তিতে নূতন শ্রেণী গঠন করে" (In place of clergy, nobility and the commons,—the Constitution brought the pound, the shilling and the pence)। জর্জ লেফেভরের

১. 'The huge work of reform unique in history was......very poor and fragile in construction."—Madelin.

২. "The disorganisation of the kingdom could not have been better planned,"—Madelin.

৩. Lefebvre. P. 153.

মতে "সংবিধান সভা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কথা বলিলেও, ইহা ছিল আসলে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র।"

(৪) ফ্রান্সকে ৮৩টি প্রদেশে বিভক্ত করিলেও কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত প্রাদেশিক সরকারের সম্পর্ক সংবিধানে নির্ণীত হয় নাই। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও কর্মচারীরা স্থানীয় ভোটে নির্বাচিত হইবার ফলে তাহারা নিজ নিজ অঞ্চলে সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ ও নির্দেশ তাহারা পালন করিতে বাধ্য ছিল না। রাজার পক্ষে ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করা দুস্কর ছিল। ফলে শাসন ব্যবস্থায় দারুণ বিশৃংখলা দেখা দেয়। নেপোলিয়নের আমলে পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়া আসে। এই সংবিধানে নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগের ফলে তাঁহাদের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকিয়া যায়। নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার ক্ষমতাও তাঁহারা হারাইয়া ফেলেন।

প্রাদেশিক শাসনে বিশৃঙ্খলা

(৫) সংবিধানে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বিপ্লবের সময় উত্তেজনা বশতঃ নিম্নপরিষদ কোন হঠকারী আইন পাশ করিলে উচ্চ কক্ষে তাহাকে সংশোধন করারও উপায় ছিল না। সভ্যদের পুনঃ নির্বাচন রদ করায় অভিজ্ঞ সদস্যরা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে পারেন নাই। সর্বদা আনকোরা সদস্যদের দ্বারা কাজ চালান কষ্টসাধ্য ছিল। এ্যাসাইন্যাট নামক কাগজের নোট চালু করিলে ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এদিকে বিপ্লবী সরকার অর্থাভাব দূর করার জন্য গীর্জার বাজেয়াপ্ত জমি বিক্রয় আরম্ভ করে। ধনী কৃষক ও বুর্জোয়া শ্রেণী যাহাদের হাতে নগদ টাকা ছিল তাহারা এই জমি কিনিয়া নেয়। দরিদ্র কৃষকেরা এই জমি হইতে বঞ্চিত হয়। ফলে এক নূতন ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। Civil constitution of the Clergy ধর্মবিশ্বাসী ক্যাথলিকদের মনে দারুণ আঘাত দেয়। গীর্জার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং নির্বাচনের মাধ্যনে যাজক নিয়োগে বহু লোক অসন্তুষ্ট হয়।

আইন সভার গঠনে ত্রুটি—মুদ্রাস্ফীতি

সংবিধান সভার কার্যের উপরোক্ত দোষ ত্রুটি থাকিলেও একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, তাঁহাদের সম্মুখে গণতান্ত্রিক সংবিধান গড়ার কোন ঐতিহাসিক নজির ছিল না। ম্যাপ ও কম্পাস ছাড়া জাহাজের ক্যাপ্টেনকে সমুদ্রে জাহাজ চালাইতে হইলে যেরূপ ভুলভ্রান্তি ঘটিতে পারে, নজির না থাকায়, বিপ্লবী সংবিধান রচনায় সেইরূপ ভুল-ভ্রান্তি দেখা দেয়। পুরাতনতন্ত্র বিলোপ ও সামাজিক সাম্য স্থাপন করিয়া সংবিধান সভা নব সমাজ গঠনের পথে পা বাড়ায়।

পাঠ্যসূচী

১। Goodwin—The French Revolution.
২। Lefebvre—The French Revolution.
৩। Madelin—The French Revolution.

৪। Aulurd—Political History of the French Revolution.
৫। Mathiez—The French Revolution (English translation by C. A. Philips).
৬। Thomson—The French Revolution.
৭। D. Thomson—Europe since Napoleon.
৮। Hampson—Social History of the French Revolution.
৯। New Cambridge Modern History—Vol VIII.
১০। Morse Stephens—Revolutionary Europe.

চতুর্থ অধ্যায়

বিধান সভার শাসন (১৭৯১—৯২) : দ্বিতীয় বিপ্লব : রাজতন্ত্রের পতন

(The Rule of the Legislative Assembly : Second Revolution : Fall of Monarchy)

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব : রাজতন্ত্রের পতন (Second French Revolution : Fall of Monarchy) : ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান সভার কাজ শেষ হইলে এই সভা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। নির্বাচনী আইন অনুসারে সক্রিয় নাগরিকদের ভোটে নূতন বিধান সভা বা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী (Legislative Assembly) গঠিত হয়। ইহাতে মোট ৭৪৫ জন সদস্য ছিল।

বিধান সভা

ইতিমধ্যে প্যারিসে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। এই গোষ্ঠী-রাজনীতি বিধান সভায় সভ্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ফলে বিধান সভার সদস্যরা ৪টি দলে ভাগ হইয়া যায়, যথা—(১) নিয়মতান্ত্রিক গোষ্ঠী বা ফিউল্যাণ্ট। ইহারা আইন সভার সভাপতির বা স্পিকারের দক্ষিণ দিকে বসিত। (২) জিরণ্ডিষ্ট গোষ্ঠী। ইহাদের প্রধান সভ্যরা ফ্রান্সের জিরণ্ড প্রদেশ হইতে আগত বলিয়া ইহাদের নাম হয় জিরণ্ডিষ্ট। ইহারা স্পিকারের বামদিকে বসিত। ইহারা প্রজাতন্ত্রী ছিল। (৩) জ্যাকোবিন বা মাউণ্টেন। ইহারা ছিল উগ্র বামপন্থী ও প্রজাতন্ত্রী। (৪) মধ্যপন্থা বা মডারেট।[১] নিয়মতান্ত্রিক গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল সংবিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করা। বিপ্লবকে আর আগাইতে না দিয়া তাহার রাশ টানিয়া ধরা ইহাদের লক্ষ্য ছিল। লাফায়েৎ ছিলেন এই

বিধান সভার বিভিন্ন গোষ্ঠী

১. Lord Acton—Cambridge Modern History. P. 212-13.

গোষ্ঠীর নেতা। জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন দল ছিল পরিবর্তন-পন্থী। এজন্য ইহারা স্পিকারের বাম দিকে বসিত। আধুনিক যুগে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী সম্পর্কে ধারণা বিপ্লবের এই চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত।

বিধান সভা প্রথমেই কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। (১) এক শ্রেণীর যাজক Civil Constitution of the Clergy-র প্রতি আনুগত্য জানাইতে বিরত থাকে। এই যাজকেরা ছিল পুরাতনতন্ত্রের সমর্থক। গ্রামাঞ্চলে ইহাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। (২) এমিগ্রি (Emigres) বা রাজতন্ত্রবাদীরা ফ্রান্স হইতে বিদেশে পলাইয়া গিয়া বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। তাহাদের সম্পর্কে বিধান সভার ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার হয়।

দুইটি সমস্যা

প্রথম সমস্যা সম্পর্কে বিধান সভা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যে সকল যাজক Civil Constitution-এর প্রতি আনুগত্য লইতে অসম্মতি জানাইবে, তাহাদের ভাতা, বেতন ও অন্যান্য সুবিধা নাকচ করা হইবে। এই বিদ্রোহী ধর্ম যাজকদের রাষ্ট্রবিরোধী বলিয়া গণ্য করা হইবে। দ্বিতীয় সমস্যা সম্পর্কে বিধান সভাকে বিশেষ চিন্তা করিতে হয়। কারণ এমিগ্রি বা দেশত্যাগী রাজভক্তরা ফ্রান্সের রাইন সীমান্তে সৈন্য সংগঠন করিয়া বিপ্লবী সরকারকে আক্রমণের চেষ্টা করে।[১] এমিগ্রিদের সম্পর্কে বিধান সভা এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, ১৭৯২ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারীর মধ্যে তাহাদের ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যে সকল এমিগ্রি এই আদেশ অমান্য করিবে তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

বিদ্রোহী যাজক ও এমিগ্রি বা দেশত্যাগী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

আইন সভার এই দুইটি সিদ্ধান্ত রাজার অনুমোদনের জন্য পাঠান হইলে, রাজা এই দুইটি আইনকে suspensive veto বা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বলে রদ করিয়া দেন। রাজা আইন সভার সিদ্ধান্তে Veto বা নিষেধাজ্ঞা দিলে উগ্রপন্থীদের প্রভাবে প্যারিসের জনতা (Parisian mob) ষোড়শ লুইয়ের টুইলারিস প্রাসাদ আক্রমণ করে (২০শে জুন, ১৭৯১ খ্রীঃ) এবং রাজাকে অপদস্থ করে। টুইলারিস আক্রমণ বুরবোঁ রাজতন্ত্রের পতনের সূচনা করে। জনসাধারণের সহিত রাজার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়।

বিধান সভার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাজার ভেটো : প্যারিসের জনতার টুইলারিস আক্রমণ

টুইলারিস আক্রমণের পর ষোড়শ লুই তাঁহার দৈহিক নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হন। তিনি ফ্রান্স হইতে তাঁহার রানীর পিতৃদেশ অষ্ট্রিয়ায় পলাইবার সংকল্প নেন। অষ্ট্রিয়ারাজ লিওপোল্ড তাঁহার ভগিনী ও ভগ্নীপতির নিরাপত্তার জন্য আশঙ্কিত হন। রাজা ষোড়শ লুই ও রানী মারিয়া এ্যান্টোনেট এবং তাঁহাদের বালক পুত্র ছদ্মবেশে লাক্সেমবার্গ সীমান্তে মণ্টমেডি দুর্গের দিকে পলায়ন করেন। ভ্যারেনে গ্রামে এক জনতা রাজা ও রানীকে চিনিতে পারে। তাহারা রাজার শকট আটকাইয়া রাজধানীতে খবর

ষোড়শ লুইয়ের ভ্যারেনে পলায়ন

১. D. Thomson. P. 18.

দেয়। তীব্র ধিক্কার ও অপমানের মধ্যে লুই সপরিবারে প্যারিসে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন।

ষোড়শ লুইয়ের ভ্যারেনে পলায়নের পর তাঁহার সহিত বৈদেশিক শক্তি বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়ার গোপন ষড়যন্ত্রের সন্দেহ উগ্রপন্থীদের মধ্যে দেখা দেয়। এই সময় ব্রান্সউইক ঘোষণা (Brunswick Manifesto) দ্বারা অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি সতর্ক করিয়া দেন যে, ফরাসী রাজ পরিবারের কোন ক্ষতি হইলে তিনি বিপ্লবীদের কঠিন শাস্তি দিবেন। এই ঘোষণার পর উগ্রপন্থীরা রাজার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনে। বিপ্লবী কমিউনের নেতৃত্বে প্যারিসের জনতা টুইলারিস প্রাসাদ ১০ই আগষ্ট, ১৭৯২ খ্রীঃ পুনরায় আক্রমণ করে এবং রাজার সুইস দেহরক্ষী দলকে নিহত করে। রাজা-রানী প্রাণভয়ে রাজপ্রাসাদ হইতে পলাইয়া আইন সভায় আশ্রয় নেন। কিন্তু জনতা আইন সভা ঘেরাও করিয়া রাজতন্ত্র বাতিলের দাবী জানায়। বলা দরকার যে, জ্যাকোবিন দল রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য জনতাকে প্ররোচনা দেয়। আইন সভার ৭৮২ জন সভ্যের মধ্যে জিরাঁণ্ডিষ্টদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু ভীতি প্রদর্শন দ্বারা তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের তাহাদের মতে মত দিতে বাধ্য করে। ভীতিগ্রস্থ সদস্যরা বাধ্য হইয়া রাজতন্ত্র মুলতুবী করার জন্য ভোট দেয়। Temple নামক কারাগৃহে রাজাকে বিচারাধীন বন্দী হিসাবে রাখার আদেশ দেওয়া হয়। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লব শেষ হয়।

রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ : জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন

এই সময় বুর্জোয়া শ্রেণী ১৭৮৯ খ্রীঃ ন্যায় ঐক্যবদ্ধ ছিল না। তাহারা উচ্চ বুর্জোয়া এবং মধ্য ও নিম্ন বুর্জোয়া এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়। উচ্চ বুর্জোয়ারা বিপ্লবকে আর আগাইতে না দিয়া স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করে। তাহারা রাজার সহিত একটা মীমাংসায় আসার জন্যও চেষ্টা করে। মধ্য ও নিম্ন বুর্জোয়ারা ইহাতে রাজী ছিল না। তাহারা মনে করিত সাঁকুলেত্তের অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীর সহিত হাত মিলাইয়া বিপ্লবকে আগাইয়া নেওয়া দরকার। মধ্য ও নিম্ন বুর্জোয়াদের জ্যাকোবিন দল সংগঠিত করে। এদিকে প্যারিসের পৌর শাসন ব্যবস্থার চরিত্রও পাল্টাইয়া যায়। প্যারিস কমিউনে উগ্রপন্থীরা ঢুকিয়া পড়িলে ইহা বিপ্লবী কমিউনে পরিণত হয়। ইহার নেতৃত্বে জনতা টুইলারিস আক্রমণ করিয়া রাজতন্ত্রের পতন ঘটায়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাঙন

১০ই আগষ্টের প্যারিসের জনতার বিদ্রোহকে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব বলিয়া ঐতিহাসিক লেফেভর অভিহিত করিয়াছেন। এই বিপ্লবের গুরুত্ব অপরিসীম ছিল।[১] প্রথমতঃ, দ্বিতীয় বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পত্তিভিত্তিক ভোটাধিকার পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। প্রজাতন্ত্র স্থাপন আধুনিক যুগের ইতিহাসে এক অভিনব পরীক্ষার সূচনা করে। তৃতীয়তঃ, প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে বিপ্লবকে সমাজ বিপ্লবে পরিণত করা হয়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্ব

১. Lefebvre. P. 227.

অনুসারে জ্যাকোবিন দল বহু সংস্কার প্রবর্তন করে। মূলতঃ দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে প্রকৃত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে।

রাজতন্ত্র রদ হইলে রাজভক্ত কর্মচারীরা দলে দলে পদত্যাগ করে।[১] এদিকে রাজভক্ত এবং দেশদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ করিয়া বিপ্লবী কমিউন কয়েক সহস্র লোককে বন্দী করে। প্যারিসের উগ্র বিপ্লবীরা তাহাদের মধ্য হইতে বহু লোককে কারাগার হইতে টানিয়া আনিয়া বিনা বিচারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া হত্যা করে। ১৭৯২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। এজন্য এই ঘটনাকে 'সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড' বলা হয়। বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের—A Tale of Two Cities নামক উপন্যাসে এই হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড ফরাসী রাজতন্ত্রের সমাধি রচনা করে।

সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড ; রাজতন্ত্রের সমাধি

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পতনের কারণ : ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান দ্বারা ফ্রান্সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হইলেও কেন তাহা স্থায়ী হইল না তাহা আলোচনা করা দরকার। ফরাসী জাতির মানসিকতা এজন্য দায়ী ছিল। ফরাসীরা প্রকৃতিতে দক্ষিণ বা বাম যে কোন একটি পন্থায় বিশ্বাসী। তাহারা মধ্যপন্থা পছন্দ করে না। ইংরাজদের ন্যায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন ফরাসীরা পছন্দ করে না। রাজাকে আইনে বাঁধিয়া পার্লামেন্টের শাসন প্রতিষ্ঠার মত ধৈর্য তাহাদের ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বুরবোঁ রাজবংশ অতীতে যে স্বৈরশাসন স্থাপন করিয়াছিল তাহার কালিমা হইতে ষোড়শ লুই মুক্ত হইতে পারেন নাই। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের পাতি বুর্জোয়া বা নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণী মনে করিত যে, সাংবিধানিক রাজতন্ত্র হইল ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর সরকার। এজন্য তাহারা এই ব্যবস্থাকে ঘৃণা করিত। এই শ্রেণী ছিল জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন দলের প্রধান শক্তি। জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিনরা মনে করিত যে, ষোড়শ লুই মনে-প্রাণে সংবিধান মানিয়া চলিতে রাজী হইবেন না। বৈদেশিক শক্তির সহায়তা লইয়া তিনি লুপ্ত ক্ষমতা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা চালাইবেন। ষোড়শ লুই নিজ আচরণ দ্বারা এই সন্দেহকে দৃঢ় করেন। তিনি সিভিল কনষ্টিটিউশন অফ ক্লার্জি এবং এমিগ্রি সম্পর্কে আইন সভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করিলে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়।

ফরাসী জাতির মানসিকতা : রাজার প্রতি অবিশ্বাস

ডেভিড টমসনের মতে, সামন্ততন্ত্র এবং স্বৈরাচারী বুরবোঁ রাজতন্ত্র ছিল পরস্পরের পরিপূরক। সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হইলে ইহার সহকারী রাজতন্ত্রের টিকিয়া থাকার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন দল রাজতন্ত্রকে প্রগতির পক্ষে বাধা বলিয়া মনে করিত। তাহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিত যে, প্রজাতন্ত্র স্থাপন না করিলে ফ্রান্সে প্রকৃত গণতন্ত্র আসিবে না। যদিও আইন সভায় ইহাদের সংখ্যা কম ছিল, তবুও প্যারিসের উগ্রপন্থী জনতার উপর ইহাদের বিরাট প্রভাব ছিল। এই জনতার সাহায্যে তাহারা রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে।

সামন্ত প্রথার পতনের ফলে রাজতন্ত্রের ভিত্তি লোপ : রুশোর আদর্শ

১. D. Thomson. P. 14.

রাজতন্ত্রের পতনের জন্য কর্ডেলিয়ার ক্লাব ও ইহার প্রতিষ্ঠাতা ড্যাণ্টনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কর্ডেলিয়ার ক্লাবের সদস্য চাঁদা ছিল সর্বাপেক্ষা কম। ফলে সমাজের একেবারে নীচের তলার লোকেরা এই সমিতির সদস্য হয়। ইহাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় কোন স্বার্থ ছিল না। ড্যাণ্টন প্যারিসের বিপ্লবী কমিউনকে টুইলারিস আক্রমণ করার প্ররোচনা দেন। ১০ই আগষ্ট রাজার উপর আক্রমণের প্রধান নায়ক ছিলেন ড্যাণ্টন। সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড ড্যাণ্টনের নির্দেশেই পরিচালিত হয়। রাজতন্ত্রীদের রক্তস্নান করিয়া পরিশুদ্ধ ড্যাণ্টন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন।

ড্যাণ্টনের ভূমিকা

দেশত্যাগী ফরাসী এমিগ্রদের জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপ এবং ইওরোপের রাজশক্তিগুলির বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত করে। ফ্রান্সের যে সকল অভিজাত স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা ছিল "রাজা অপেক্ষাও বেশী রাজতন্ত্রী" (More royalist than the king himself)। এই সকল উগ্র-রাজপন্থীরা (ultraroyalist) বৈদেশিক শক্তির সাহায্য লইয়া ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারকে ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হয়। ফ্রান্সের একশ্রেণীর বিপ্লবী নেতা এজন্য বৈদেশিক শক্তির সহিত রাজার গোপন যোগাযোগ সম্পর্কে সন্দেহ করে। শেষ পর্যন্ত ইহারা মনে করে যে, ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ধ্বংস না করিলে বৈদেশিক চক্রান্তের মোকাবিলা করা যাইবে না। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাজতন্ত্রের পতন প্রায় অনিবার্য হইয়া পড়ে। রাজা ষোড়শ লুইয়ের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য হারায়।

বৈদেশিক চক্রান্ত

পাঠ্যসূচী

১। Goodwin—The French Revolution.

২। Lefebvre—The French Revolution.

৩। Madelin—French Revolution.

৪। Cobban—History of France. Vol. I.

৫। Hayes—History of Modern Europe.

৬। Thomson—French Revolution.

৭। Hampson—Social History of French Revolution.

৮। New Cambridge Modern History—Vol. VIII.

পঞ্চম অধ্যায়

ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপন : ন্যাশন্যাল কনভেনশন : সন্ত্রাসের রাজত্ব (১৭৯২—১৭৯৫ খ্রীঃ)

(Republican Revolution : National Convention : Reign of Terror (1792—1795)

জাতীয় সম্মেলনের কার্যকলাপ (Activities of National Convention) : রাজতন্ত্র রদ হইবার ফলে ফ্রান্সের প্রথম বিপ্লবী সংবিধান (১৭৮৯—৯১ খ্রীঃ) বাতিল হইয়া যায়। ইহার ফলে নূতন সংবিধান রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে গণভোটের ভিত্তিতে নূতন আইন সভা গঠনের ব্যবস্থা হয়। এই নব নির্বাচিত আইন সভাকে বিপ্লবী ফ্রান্সের দ্বিতীয় সংবিধান রচনায় দায়িত্ব দেওয়া হয়। নব নির্বাচিত আইন সভার নাম হয় ন্যাশন্যাল কনভেনশন (National Convention) বা জাতীয় সম্মেলন। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৭৯২ খ্রীঃ জাতীয় সম্মেলন (National Convention)-এর অধিবেশন বসে।

ন্যাশন্যাল কনভেনশন

জাতীয় সম্মেলনে (National Convention) তিনটি প্রধান দল ছিল, যথা জিরণ্ডিস্ট, জ্যাকোবিন বা মাউন্টেন এবং মডারেট বা মধ্যপন্থী। জিরণ্ডিস্ট দল সভার দক্ষিণ পার্শ্বে আসন নেয়, জ্যাকোবিন দল সভার বাম পার্শ্বে এবং উভয়ের মধ্যে মডারেট বা মধ্যপন্থীরা বসে। জাতীয় সম্মেলনের সম্মুখে প্রধান কাজ ছিল রাজতন্ত্রী ও ক্যাথলিক প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে দমাইয়া বিপ্লবকে দৃঢ় করা। তাছাড়া ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান বাতিল হইবার ফলে নূতন সংবিধান রচনা করা। বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান রচিত হইয়াছিল। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য বুর্জোয়া কবলিত শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া জাতীয় সম্মেলনকে লক্ষ্য স্থির করিতে হয়। জাতীয় সম্মেলন এই দুরূহ দায়িত্ব মোটামুটি প্রশংসনীয়ভাবে পালন করে।

ন্যাশন্যাল কনভেনশনের সমস্যাগুলি

জাতীয় সম্মেলন সর্বপ্রথম ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। জাতীয় সম্মেলন, গণভোট ও প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়া দার্শনিক রুশোর Popular Sovereignty বা জনগণের সার্বভৌম অধিকার নীতিকে স্বীকৃতি জানায়। জাতীয় সম্মেলন গণভোট ব্যবস্থা চালু করিলেও, বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থকে সংকুচিত করিতে পারে নাই। বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল ধনবান। তাহারা সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র বলিয়া মনে করিত। জাতীয় সম্মেলন নূতন সংবিধানে জীবন ও সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিলে বুর্জোয়া শ্রেণী সন্তুষ্ট হয়। ঐতিহাসিক ফিশার এই কারণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "The Revolution destroyed privilege not property'। অর্থাৎ

জাতীয় সম্মেলনের কাজ : প্রজাতন্ত্র ঘোষণা

বিপ্লবের ফলে সম্পত্তি নহে কেবলমাত্র বিশেষ অধিকার ধ্বংস হয়।[১] বিপ্লবের দ্বারা অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ অধিকার (privilege) লুপ্ত হইলেও ধনবানদের সম্পত্তির অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপিত হয় নাই। এইদিক হইতে বিপ্লব সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।

ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ড

জাতীয় সম্মেলন রাজা ষোড়শ লুইকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করিয়া তাঁহার বিচার করে। রাজা জীবিত থাকিলে তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপনের জন্য চক্রান্ত চলিতে পারে এই আশংকায় উগ্রপন্থীরা তাঁহার প্রাণদণ্ডের জন্য ব্যগ্র হয়। জিরণ্ডিস্টরা রাজার প্রাণদণ্ডের ন্যায় চরম ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু জ্যাকোবিন দল রাজার প্রাণদণ্ডের জন্য জেদ প্রকাশ করে। রাজাকে বৈদেশিক শক্তির সহিত চক্রান্তের অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। জাতীয় সম্মেলনে মাত্র ৫৩ ভোটের গরিষ্ঠতায় রাজার প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হয়। ২১শে জানুয়ারী, ১৭৯৩ খ্রীঃ রাজা ষোড়শ লুই দার্শনিক নিস্পৃহতায় ও আত্মমর্যাদা সহকারে বধ্যভূমিতে প্রাণ বলি দেন।

দ্বিতীয় বিপ্লবী সংবিধান রচনা

অতঃপর জাতীয় সম্মেলন নূতন সংবিধান রচনার কাজে হাত দেয়। ১৭৯৩ খ্রীঃ ফ্রান্সের দ্বিতীয় বিপ্লবী সংবিধান গৃহীত হয়। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের নিয়ম করা হয়। সংবিধান পরিবর্তন করিয়া কোন মৌলিক আইন পাশ করিতে হইলে জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য গণভোট ব্যবস্থার নিয়ম করা হয়। ফ্রান্সে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা চলার জন্য দ্বিতীয় বিপ্লবী সংবিধানকে মুলতুবী রাখা হয়। এই সংবিধানকে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

জিরণ্ডিস্ট দলের নীতি

জিরণ্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দলের পার্থক্য ও বিরোধ : ইতিমধ্যে জিরণ্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দলের মধ্যে মতভেদ তীব্র হইয়া উঠে। জিরণ্ডিস্টরা ছিল বুর্জোয়াতন্ত্রের পক্ষপাতী। তাহারা ধনী বণিক ও শিল্পপতিদের সমর্থনপুষ্ট ছিল। জ্যাকোবিনদের ন্যায় তাহারা উগ্র বিপ্লবপন্থী ও সমাজতন্ত্রবাদী ছিল না। তাহারা সম্পত্তির অধিকারে বিশ্বাস করিত। জিরণ্ডিস্ট দল বৈদেশিক শক্তির সহিত যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল। তাহারা মনে করিত যে, যুদ্ধের মাধ্যমে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ বিস্তৃত হইবে। তাছাড়া যুদ্ধ বাধিলে জরুরী অবস্থার দরুণ জ্যাকোবিন দলের প্রভাব খর্ব করা যাইবে বলিয়া তাহারা মনে করিত। জাতীয় সম্মেলনের ৭৮২ জন সদস্যের মধ্যে ১২০ জন ছিল জিরণ্ডিস্ট পন্থী। মধ্যপন্থীদের সহিত কোয়ালিশন গঠন করিয়া তাহারা সরকারী শাসনযন্ত্র হাতে আনিবার চেষ্টা করে। জ্যাকোবিনদের দমাইবার জন্য তাহারা সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডেরও তীব্র সমালোচনা করে। জ্যাকোবিন নেতা রোবসপিয়েরকে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চক্রান্তের জন্য জিরণ্ডিস্টরা অভিযুক্ত করে।

কিন্তু জিরণ্ডিস্ট দলের পশ্চাতে জনতার সমর্থন ছিল না। জিরণ্ডিস্টদের বক্তৃতার

১. Fisher—A History of Europe.

জোর বেশী থাকিলেও প্যারিসের পল্লী বা সেকসন (section) গুলিতে দরিদ্র শ্রেণী বা সাঁকুলেৎরা জিরণ্ডিস্টদের বিরোধী ছিল। বিপ্লবী কমিউনেও এই দলের সমর্থকের সংখ্যা বেশী ছিল না। ফলে আইন সভার ভোটে কোয়ালিশন দ্বারা সংখ্যাগুরু হইলেও প্যারিসের সংখ্যাগুরু লোকের সমর্থন জিরণ্ডিস্টরা পায় নাই। ইতিমধ্যে বৈদেশিক যুদ্ধে ফ্রান্সের হার হইলে জিরণ্ডিস্ট দলের জনপ্রিয়তা দ্রুত কমিয়া যায়। সন্ত্রাসের রাজত্ব পরিচালনার জন্য যে কমিটিগুলি নিযুক্ত হয় তাহাতেও তাহারা উপযুক্ত সংখ্যক সভ্য নির্বাচন করিতে ব্যর্থ হয়।

জিরণ্ডিষ্ট দলের দুর্বলতা

যদিও আইন সভায় জ্যাকোবিনরা সংখ্যালঘু ছিল তবুও প্যারিসের বিপ্লবী কমিউন ছিল তাহাদের অন্ধ সমর্থক। নিম্ন বুর্জোয়া, কারিগর, দোকানদার, সাঁকুলেৎ শ্রেণী ছিল ইহাদের গোঁড়া সমর্থক। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও কম বেতনহারের জন্য এই শ্রেণী ছিল বিপর্যস্ত। জ্যাকোবিনরা অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা এই শ্রেণীর উন্নতি ঘটাইবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এজন্য জ্যাকোবিনদের গণসমর্থন ছিল অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ, জ্যাকোবিনরা বৈদেশিক যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিল। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, বৈদেশিক যুদ্ধ বাধিলে গণতন্ত্র বিপন্ন হইবে। কোন জনপ্রিয় সেনাপতি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য করভার বাড়িবে এবং মুনাফাবাজদের সুবিধা হইবে। তৃতীয়তঃ, জ্যাকোবিনরা কেতাবী গণতন্ত্রে আস্থাশীল ছিল না। আইন সভা দেশের বৃহত্তর শ্রেণীর স্বার্থ না দেখিলে আইন সভাকে তাহারা অগ্রাহ্য করিতে ভয় করিত না। রুশোর "জনগণের সার্বভৌম শক্তি তত্ত্বে" (Doctrine of popular sovereignty) তাহারা বিশ্বাস করিত। জনস্বার্থবিরোধী আইন সভাকে দরকার হইলে তাহারা জনতার সাহায্যে শায়েস্তা করিতে ইতস্ততঃ করিত না। আইন সভার ভিতরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলেও, প্যারিসের জনতার সাহায্যে তাহারা আইন সভাকে চাপ দিয়া স্বমতে আনিবার ব্যবস্থা করে। জিরণ্ডিস্ট দলকে শায়েস্তা করার জন্য তাহারা ২৯ জন উগ্র জিরণ্ডিস্ট সদস্যকে চিহ্নিত করে। ১৭৯৩ খ্রীঃ ২১শে মে তাহারা প্যারিসের জনতার সাহায্যে ইহাদের আইন সভা হইতে বহিস্কার করে। ফলে জাতীয় সম্মেলনে জিরণ্ডিস্টদের প্রভাব বিনষ্ট হয়। ইহার পর সন্ত্রাসের রাজত্বের সময় কিছু জিরণ্ডিস্ট নেতাকে গিলোটিনে নিহত করা হইলে জিরণ্ডিস্ট দল ভাঙিয়া যায়। জ্যাকোবিন দলের একাধিপত্য স্থাপিত হয়।

জ্যাকোবিন দলের নীতি ও একাধিপত্য স্থাপন

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের সমর্থনে প্রতি বিপ্লব বা বিপ্লব বিরোধী বিপ্লব আরম্ভ হয়। ফ্রান্সের লায়ন্স, বোর্দো প্রভৃতি শহরে ধনী বুর্জোয়া শ্রেণী এবং লা ভেণ্ডি প্রদেশে কৃষকদের[১] মধ্যে প্রতিবিপ্লব তীব্র আকার ধরে। গোঁড়া ক্যাথলিক যাজকেরা এই প্রতিবিপ্লবে প্ররোচনা দেয়। ফ্রান্সের ৮৩টি ডিপার্টমেন্ট-এর মধ্যে প্রায় ৬০টি এই প্রতিবিপ্লবে যোগ দেয়।

ফ্রান্সে রাজতান্ত্রিক প্রতি বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলার প্রকাশ

১. কাহারও কাহারও মতে লা ভেণ্ডির কৃষক বিদ্রোহ ছিল দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের অভ্যুত্থান। যাজকেরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করে।

এদিকে বিপ্লবী ফ্রান্সের সেনাপতি ডুমোরিয়েৎস (Dumouriez) বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রু পক্ষে যোগ দেন। এক শ্রেণীর লোক এই সুযোগে সরকারী আইন অমান্য করে এবং কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। কিছু লোক দেশরক্ষায় জন্য সেনাদলে যোগদানে প্রতিবাদ করে। এইভাবে ফ্রান্সে প্রতিবিপ্লবের ফলে বিপ্লবী সরকারের পতনের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

জাতীয় সম্মেলনের নেতারা দেশের এই দারুণ সংকটে উপস্থিত বুদ্ধি না হারাইয়া, বিপ্লবকে রক্ষা করিবার জন্য সন্ত্রাসের রাজত্ব বা Reign of Terror চালু করেন।

সন্ত্রাসের রাজত্ব : জন নিরাপত্তা সমিতি

দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া সংবিধান রদ করা হয়। আইন সভার সদস্য লইয়া কয়েকটি কমিটি গঠন করিয়া ইহাদের হাতে সন্ত্রাসের রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিটিগুলির মধ্যে প্রধান কমিটি দুইটির নাম ছিল জন-নিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety) ও সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Committee of General Security)। প্রথম সমিতির সদস্যরা প্রতি মাসে জাতীয় সম্মেলন দ্বারা নির্বাচিত হইয়া ফ্রান্সের শাসনকার্য চালাইত। দ্বিতীয় সমিতি পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলার কাজ দেখিত। প্রতিবিপ্লবী সন্দেহে বহু লোককে এই দুই সমিতি গিলোটিনে নিহত করিলে ফ্রান্সে প্রতিবিপ্লব দমিত হয় (সন্ত্রাসের রাজত্বের বিশদ আলোচনা পরে দেখ)।

সন্ত্রাসের রাজত্বের জন্য স্থাপিত উপরোক্ত দুই সমিতির নিয়ন্ত্রণ ক্রমে রোবসপিয়ার (Robespere) ও তাঁহার সহযোগী সাঁ জ্যুস্ত (Saint Just)-এর হাতে চলিয়া যায়।

সন্ত্রাসের রাজত্বের সুফল

রোবসপিয়ার ১৭৯১ খ্রীঃ আগষ্ট হইতে ১৭৯৪ খ্রীঃ জুলাই পর্যন্ত ফ্রান্সে সন্ত্রাস পরিচালনা করেন। ইহার ফলে যেমন প্রতিবিপ্লব দমিত হয়, তেমন বেশ কিছু সংখ্যক নিরপরাধ ব্যক্তিরও প্রাণ যায়। রোবসপিয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পাইয়া বহু প্রগতিশীল সংস্কার প্রবর্তন করেন। বৈদেশিক যুদ্ধে ফ্রান্স সাফল্য লাভ করে। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণকারীর হাত হইতে বিপ্লব রক্ষা পায়। ঐতিহাসিক রাইকারের মতে, "সন্ত্রাস বিপ্লবকে রক্ষা করে" (The Terror saved the Revolution)।

রোবসপিয়ারের নেতৃত্বে পুরাতনতন্ত্রকে পুরোপুরি ধ্বংস করিয়া 'সাম্য' বা Equality স্থাপনের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। এজন্য বিভিন্ন আইনের প্রচলন করা হয়।

জাতীয় সম্মেলনের সমাজতান্ত্রিক সংস্কার

(১) দেশত্যাগী অভিজাত বা এমিগ্রিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা দরিদ্র নাগরিকদের নিকট বিক্রয় করা হয়। (২) বাজেয়াপ্ত জমির দরুণ Legislative Assembly জমিদারদের যে ক্ষতিপূরণ বরাদ্দ করিয়াছিল তাহা লোপ করা হয়। (৩) খাদ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয়। (৪) ধনী ব্যক্তিদের উপর করভার বাড়াইয়া দরিদ্র ব্যক্তিদের করের হার কমান হয়। (৫) ছোট দোকানদার, ছোট কারখানার মালিক ও কৃষকদের উপর সরকারী কর কমাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণ লোকের সম্পত্তিকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়।

(৬) পিতার সকল সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করিবার আইন করা হয়। কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্পত্তির অধিকার প্রথা লোপ করা হয়। (৭) শিশু, বৃদ্ধ ও অসহায় বিধবাদের সরকারী সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। (৮) জন শিক্ষার জন্য অবৈতানক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আইন করা হয়। (৯) জাতীয় সেনাদলে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। (১০) সেনাদলে সামরিক আইন দ্বারা কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপন করা হয়। সেনাদের গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয়। (১১) উচ্চ শ্রেণীর পরিচয় হিসাবে "মঁসিয়ে" বলিয়া সম্বোধনের প্রথা রহিত করা হয়। ইহার পরিবর্তে নাগরিকদের "সিটিজেন" নামে সম্বোধন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১]

এইভাবে জাতীয় সম্মেলন (National Convention) ফ্রান্সে "দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব" (Second French Revolution) সম্পূর্ণ করে। যদিও জাতীয় সম্মেলন সন্ত্রাসের রাজত্বের অপব্যবহারের জন্য জনপ্রিয়তা হারায় তবুও সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শকে জাতীয় সম্মেলনই প্রকৃত কার্যকরী করার আন্তরিক চেষ্টা করে। ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃত মহিমা এই সময়েই বিকশিত হয়। সন্ত্রাসের রাজত্বের রক্তাক্ত উচ্ছ্বাসে, জাতীয় সম্মেলনের প্রগতিশীল কাজগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ধনী বুর্জোয়াদের কবল হইতে শাসনব্যবস্থাকে মুক্ত করিয়া গণভোট দ্বারা জাতীয় সম্মেলন প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবকে সম্পূর্ণতা দান করে।

জাতীয় সম্মেলনের কৃতিত্ব

জাতীয় সম্মেলনের পতন: থার্মিডরীয় প্রতিক্রিয়া

(Fall of the National Conventicn : Thermidorian Reaction) : সন্ত্রাসের রাজত্বের মাত্রাহীন নিষ্ঠুরতা জাতীয় সম্মেলন ও জ্যাকোবিন দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট করে। মাদাম রোল্যান্ড, ড্যান্টন প্রভৃতি বিপ্লবীদের গিলোটিনে হত্যা হতাশা সৃষ্টি করে। লোকে বলিতে থাকে যে, "বিপ্লব নিজ সন্তানদের গিলিয়া ফেলিতেছে" (The Revolution is devouring its own children)। রোবসপিয়ার পরিচালিত বিপ্লবী সমিতিগুলির নিষ্ঠুরতায় লোকে শিহরিয়া উঠে।

এমতাবস্থায় জাতীয় সম্মেলনের বহু সদস্য সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটাইতে সংকল্প করে। ৯ই থার্মিডর জাতীয় সম্মলনের সদস্যরা রোবসপিয়ারকে পদচ্যুত করেন। রোবসপিয়ারকে গিলোটিনে নিহত করা হয়। রোবসপিয়ারের পতনের ফলে সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটে। মাদেলাঁর মতে, "প্রচণ্ড জ্বরের পর, জ্বরের বিরাম হইলে রোগী যেমন দুর্বল ও ঝিমধরা হইয়া থাকে, সন্ত্রাসের অবসানের পর ফ্রান্স সেইরূপ অবসাদগ্রস্থ হইয়া পড়ে।" ম্যাসেট দুপানের মতে, "উন্মাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি কাটিয়া গিয়া যুক্তিবোধ ফিরিলে যেরূপ দুর্বল হইয়া পড়ে, ফ্রান্সের সেইরূপ অবস্থা হয়" (The nation seems worn out, just as a mad man is worn out, when reason returns)।

জাতীয় সম্মেলন সন্ত্রাস রদ করিতে, বিপ্লবী পরিষদ, গণ নিরাপত্তা সমিতি ভাঙিয়া

১. Morse Stephens—Revolutionary Europe.

দেওয়া হয়। ফ্রান্সের জনমত সন্ত্রাসের বিপক্ষে চলিয়া গেলে সন্ত্রাস সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থার লোপ করা হয়। জাতীয় সম্মেলনে মধ্যপন্থী জিরণ্ডিস্টরা পুনরায় প্রাধান্য স্থাপন করে। ইহার ফলে জাতীয় সম্মেলন তাহার বৈপ্লবিক চরিত্র হারায়। ফ্রান্সের শাসনভার বুর্জোয়া শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়।

জাতীয় সম্মেলনের বুর্জোয়া চরিত্র

কোবানের মতে, থার্মিডরের প্রতিক্রিয়ার ফলে সন্ত্রাসের পতন ঘটে। ঐ সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনও ফিরিয়া আসে।[১] সন্ত্রাসের আমলে বহু জনহিতকর আইন রদ করা হয়। (১) সন্দেহভাজন ব্যক্তি যাহারা কারারুদ্ধ ছিলেন তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয়। (২) প্যারিসের রাজনৈতিক ক্লাবগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়। (৩) অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি লোপ করা হয়। (৪) Law of Maximum বা খাদ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য সংক্রান্ত আইন রদ করা হয়। ইহার ফলে খাদ্যদ্রব্যের দাম আকাশ ছোঁয়া হইয়া যায়। (৫) অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা হয়। বুর্জোয়াশ্রেণী অবাধে বাণিজ্য ও মুনাফা শিকারের সুযোগ পায়। (৬) সন্ত্রাসের আমলে যাহারা দণ্ডিত হইয়াছিল তাহাদের সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (৭) ধর্মবিশ্বাসী ক্যাথলিকরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জানাইলে তাহাদের ধর্মপ্রচারের অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

জাতীয় সম্মেলনের প্রতিক্রিয়াশীল আইন

থার্মিডরীয় প্রতিবিপ্লবের ফলে জ্যাকোবিনদের দমনের জন্য ব্যাপক পাল্টা সন্ত্রাস আরম্ভ হয়। যদি জ্যাকোবিনদের পরিচালিত সন্ত্রাসকে, "লাল সন্ত্রাস" (Red Terror) বলা হয়, এই প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাস ছিল "শ্বেত সন্ত্রাস" (White Terror)। মাদেলাঁর মতে, শ্বেত সন্ত্রাসের ফলে ফরাসী বিপ্লবের কাঁচামাল যথা, জ্যাকোবিন ও সাঁকুলেৎ শ্রেণী নিহত হয়। কেরাণী, দোকান কর্মচারী ও বেকার যুবকদের লইয়া এক প্রতিবিপ্লবী বাহিনী গঠিত হয়। ইহাদের চলতি নাম ছিল "মাস্কাদিন" (Mascadin)। মাস্কাদিনদের হাতে প্যারিসের বহু জ্যাকোবিন নিহত হয়। কোম্পানী অফ জিসাস (Company of Jesus) নামে এক ধর্মোন্মাদ গোষ্ঠী গ্রামাঞ্চলে জ্যাকোবিনদের নিহত করে। কিছুকাল পরে 'শ্বেত সন্ত্রাস' থামিয়া যায়।

শ্বেত সন্ত্রাস

প্রতিবিপ্লবীদের চাপে ল অফ ম্যাক্সিমাম বা জিনিসপত্রের সর্বোচ্চ দামের আইন রদ করা হয়। ইহার ফলে ব্যবসায়ীরা মুনাফা লুটিতে থাকে। এ্যাসাইন্যাট নামক কাগজের নোটের দাম ভয়ানক রকম কমিয়া যায়। কৃষকেরা এই মুদ্রার বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয় করিতে অস্বীকার করে। ফলে প্যারিসে হাহাকার দেখা দেয়। রুটির দোকানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। ১৭৯৫ খ্রীঃ ৫ই অক্টোবর সাঁকুলেৎ শ্রেণী রুটি ও সংবিধানের দাবীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা আইন সভা বা জাতীয় সম্মেলন আক্রমণ করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামক এক নবীন সেনাপতি কামান দাগিয়া এই রক্তাক্ত বিদ্রোহকে দমন করিয়া ফেলেন।

আর্মিস্তাল বিপ্লব

১. Cobban—History of France. P. 27.

পুনরায় শ্বেত সন্ত্রাস চালু করা হয়। ফলে প্যারীর বিপ্লবী জনতা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। ফরাসী বিপ্লবের গণ বিপ্লবের অধ্যায় এই রক্তপাতের মধ্যে শেষ হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী পুনরায় ক্ষমতা অধিকার করে।

নব সংবিধান : ডাইরেক্টরী

জাতীয় সম্মেলন ইহার পর নূতন সংবিধান গড়ার কাজে হাত দেয়। এই নব সংবিধানের বলে ডাইরেক্টরীর শাসন চালু হয়। জাতীয় সম্মেলনের সভ্যগণ পদত্যাগ করে।

সন্ত্রাসের রাজত্বকাল ও উহার তাৎপর্য : ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইবার পর আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক পরিস্থিতি প্রজাতন্ত্রের প্রতিকুল হইয়া উঠে। ওলারের (Aulurd) মতে, "ইওরোপের রাজতন্ত্রগুলি নবজাত প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে সমুদ্যত হয়।"[১] বৈদেশিক শক্তিগুলি প্রথম কোয়ালিশন (First Coalition) বা জোট গঠন করিয়া বিপ্লবী ফ্রান্সকে ধ্বংস করিতে আগাইয়া আসে। বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ফ্রান্সের সেনাদল পরাজয় বরণ করিয়া পিছুতে হটিতে থাকে। ফ্রান্সের সেনাপতি ডুমারিয়েৎস বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুপক্ষে যোগ দেন। ফলে শত্রু সেনা প্যারিস নগরীর ১০০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়ে। প্রজাতন্ত্র ভয়ানকভাবে বিপন্ন হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বিপ্লবী সরকারকে আক্রমণকারীদের হাত হইতে রক্ষার জন্য ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ দেখা যায় নাই। সাধারণ লোকে জাতীয় সেনাদলে যোগ দিতে অনাগ্রহ দেখায়। দেশরক্ষার জন্য ফরাসী জাতি একপ্রাণ, একমন না হইয়া উদাসীন থাকে। জনসাধারণের একাংশ সরকারের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়।

বৈদেশিক আক্রমণ

এদিকে দেশের অভ্যান্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। ফ্রান্সের ব্রিটানী প্রদেশের লা ভেণ্ডি[২] অঞ্চলে প্রচণ্ড কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই কৃষকেরা ধর্মযাজকদের প্ররোচনায় প্রজাতন্ত্রী সরকারকে অস্বীকার করে। তাহারা সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করে এবং কর দেওয়া বন্ধ করে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই বিদ্রোহের পশ্চাতে রাজতন্ত্রীদের প্রভাব ছিল। এই সঙ্গে লায়নস, তুলোঁ, বোর্দো প্রভৃতি শহরগুলিতেও সরকার বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে। ধনী বুর্জোয়া শ্রেণী এই বিদ্রোহে ইন্ধন দেয়। প্রজাতন্ত্রী সরকার মুনাফা বিরোধী আইন করিলে বুর্জোয়া স্বার্থে আঘাত পড়ে। এইভাবে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে প্রজাতন্ত্রী শাসনের বিরোধী শক্তি মাথা তুলে।

লা ভেণ্ডির বিদ্রোহ

ফ্রান্সের সীমান্তে শত্রুসেনা ও দেশের ভিতর বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া জাতীয় সম্মেলনের নেতারা প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য সংকল্প নেন। তাঁহারা এক জরুরী বা আপৎকালীন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ইহার নাম ছিল সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror)।

সন্ত্রাসের উদ্ভব

ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা জাতীয় সম্মেলনের হাতে আইনতঃ চূড়ান্ত ক্ষমতা

১. Aulurd—French Revolution.

২. ফরাসী উচ্চারণ লা ভাঁদ।

থাকিলেও, ইহার তরফে কয়েকটি কমিটির হাতে কার্যতঃ সকল ক্ষমতা দান করা হয়। এই কমিটির সভ্যরা ফরাসী জাতির উপর দণ্ডমুণ্ডের ক্ষমতা লাভ করে। জন-নিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety) নামক একটি কমিটির হাতে ফ্রান্সে অরাজকতা দমন করিয়া আইন-শৃঙ্খলা স্থাপনের ভার দেওয়া হয়। এই সমিতির সদস্যদের প্রতি মাসে জাতীয় সম্মেলনের দ্বারা নির্বাচিত হইবার নিয়ম করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ একই সদস্যেরা এই সমিতির সদস্য থাকে। জন-নিরাপত্তা সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য দুইটি অধস্তন সমিতি গঠিত হয়—যথা; সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Commitee of General Security) এবং বিপ্লবী-বিচারালয়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি সমিতি পাঠাইয়া সন্ত্রাস চালু করা হয়।

জন-নিরাপত্তা সমিতি ও সন্ত্রাসের গঠন

জাতীয় সম্মেলন কয়েকটি আইন পাশ করে। এই আইনগুলি ছিল যথা, সর্বোচ্চ মূল্যের আইন (Law of Maximum), বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে যোগ দেওয়ার আইন (Law of Conscription), সন্দেহের আইন (Law of Suspects) ইত্যাদি। জন-নিরাপত্তা সমিতিকে এই আইনগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকরী করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। জন-নিরাপত্তা সমিতি তাহার সহকারী সমিতিগুলির সাহায্যে এই আইন প্রয়োগ করে। কোন ব্যক্তি সন্দেহের আইনের বলে গ্রেপ্তার হইলে বিপ্লবী আদালত তাহাদের বিচার করিয়া কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে। ১৭৯২ খ্রীঃ হইতে ১৭৯৩ খ্রীঃ জিরণ্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দল একযোগে সন্ত্রাসকে কার্যকরী করে। ১৭৯৩ খ্রীঃ গোড়ার দিকে জ্যাকোবিন দল সন্ত্রাসের সাহায্য লইয়া জিরণ্ডিস্টদের দমাইয়া ফেলে। ইহার ফলে ফ্রান্সে জ্যাকোবিন দলের একাধিপত্য স্থাপিত হয়। জ্যাকোবিন নেতা রোবসপিয়ার সন্ত্রাসের শাসনের উপর তাঁহার নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন।

সন্ত্রাসের আইন এবং গঠনমূলক কাজ

১৭৯৩ খ্রীঃ হইতে সন্ত্রাসের রাজত্বে ভয়ংকরতা বাড়িতে থাকে। জ্যাকোবিন দল এই সময়ে সন্ত্রাসের সহায়তায় বিপ্লব বিরোধীদের ধ্বংস করে। তাহারা সাফল্যের সহিত বৈদেশিক যুদ্ধ চালায়। শাস্তির ভয়ে লোকে সেনাদলে যোগ দেয় এবং সরকারী আইন মানিয়া চলে। সরকারকে নিয়মিত কর আদায় দিতে থাকে। দেশত্যাগী এমিগ্রেদের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সর্বনিম্ন মজুরী এবং সর্বোচ্চ মূল্যের আইনকে বিশেষভাবে কার্যকরী করা হয়। লা ভেণ্ডি, লায়নস, বোর্দো শহরের প্রতিবিপ্লব দমাইয়া জ্যাকোবিন আধিপত্য স্থাপন করা হয়। মফঃস্বলে জ্যাকোবিন কমিশন পাঠাইয়া বিরোধীদের ধ্বংস করা হয়। বহু জিরণ্ডিস্ট ও রাজতন্ত্রবাদীকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। সন্দেহের আইন বা ল অফ সাসপেক্টস (Law of Suspects) ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়া যে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দমাইয়া ফেলা হয়। রানী মারিয়া এ্যাণ্টোনেট, মাদাম রোলাঁ, ডিউক অফ আর্লিয়েন্স প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের গিলোটিনে হত্যা করা হয়। ক্যারিয়ের নামক জনৈক জ্যাকোবিন নেতার নির্দেশে লায়নস শহরের বিদ্রোহীদের

সন্ত্রাসের দ্বিতীয় পর্যায় : ভয়ঙ্করতা বৃদ্ধি

লয়ার নদীর জলে ডুবাইয়া পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। লয়ার নদীর জল মৃতদেহের পচনের ফলে দূষিত হইয়া যায়।[১] মনর্স্টিফেনসের মতে, গড়ে প্রতি সপ্তাহে ১৯৪ জন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসের দ্বারা হত্যা করা হয়। ১৭৯৪ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে বিপ্লবী নেতা ড্যান্টনের গিলোটিন দ্বারা শিরশ্ছেদ করা হয়। ড্যান্টন বিপ্লবের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন না বলিয়া রোবসপিয়ার সন্দেহ করেন। ড্যান্টন তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী রোবসপিয়ারকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, "দুষ্ট রোবসপিয়ার, তোমার শির, আমার শিরের পিছু লইয়া শীঘ্রই ঝুড়িতে পড়িবে, অপেক্ষা কর" (Vile Robespierre, Thy head shall follow mine to the basket)।

সন্ত্রাসের তৃতীয় পর্যায় : রোবসপিয়ারের স্বৈরতন্ত্র

ড্যান্টনের মৃত্যুর পর, সন্ত্রাসের রাজত্ব ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই সময় রোবসপিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি বিপ্লবকে তাঁহার অভিপ্সীত রূপ দানের জন্য সন্ত্রাসের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই সময় নির্বিচারে সকল প্রতিবাদীদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। শেষ পর্যন্ত বিরোধীরা আতঙ্কিত হইয়া রোবসপিয়ারকেই গিলোটিনে নিহত করে। ১৭৯৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে রোবসপিয়ারের মৃত্যুর পর সন্ত্রাসের শাসনের অবসান হয়।

সন্ত্রাসের ফলাফল ও সমালোচনা

সন্ত্রাসের শাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী লেখকেরা বহু যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, "সন্ত্রাসের দ্বারা বিপ্লব তাহার নিজ সন্তানদের গিলিয়া ফেলে"; প্রকৃত বিপ্লবী ও বহু সর্বহারা সন্ত্রাসের বলি হন (The Revolution devoured its own children)। মাদাম রোলাঁ, ড্যান্টন প্রভৃতি বিপ্লবীরাও সন্ত্রাসের কবল হইতে রক্ষা পান নাই। মাদাম রোলাঁ এজন্য আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, "হায় স্বাধীনতা, তোমার নাম লইয়া কত অনাচার না করা হইতেছে" (Liberty, How many crimes are committed in thy name)। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সংকট ও অরাজকতার সময় সন্ত্রাসের কিছু পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা ছিল সত্য। কিন্তু সন্ত্রাস পরিচালনায় অহেতুক বাড়াবাড়ি করা হয়। ১৭৯৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরের পর আর সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু রোবসপিয়ার তাঁহার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য সন্ত্রাস চালাইয়া যান। রোবসপিয়ারের উদ্ভট আদর্শবাদকে রূপায়িত করিবার জন্য অকারণে বহু মূল্যবান প্রাণ বলি দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা বিচারে বা বিচারের নামে প্রহসন করিয়া বহু লোককে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। বহু নির্দোষী লোকেরাও সন্ত্রাসের বলি হয়। চতুর্থতঃ, সন্ত্রাসের রাজত্বের সুযোগে এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল জনতা আইন নিজ হাতে তুলিয়া নেয়। ঐতিহাসিক লেফেভর প্যারিসে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল জনতার উল্লেখ করিয়াছেন।[২] সর্বশেষে সন্ত্রাসের শাসন ছিল নজীরবিহীন। ইহা গণতন্ত্র ও সংবিধান-সম্মত ছিল না।

সন্ত্রাসের শাসনের পক্ষে বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখাইয়া

১. Robinson and Beard—Documents of European History. Vol. II.

২. Lefebvre—P. 242.

থাকেন। প্রথমতঃ, ওলার (Aulurd) নামক স্বনামধন্য ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, "সন্ত্রাসের রাজত্ব ছিল পরিস্থিতির চাপে উদ্ভূত স্বৈর শাসনব্যবস্থা" (A dictatorship of distress)। ফ্রান্সে আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক উভয়ক্ষেত্রে যে সংকট ঘনাইয়াছিল, সন্ত্রাস ছাড়া আর কোনমতেই তাহার সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। নাগরিকেরা যখন দেশ রক্ষার জন্য সৈন্যদলে যোগ দিতে অরাজী হয় এবং সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য করদানে অসম্মতি জানায় এবং সরকারের আইনগুলিকে অগ্রাহ্য করে; তখন সন্ত্রাস ছাড়া আর অন্য কোন উপায়ে বিপ্লবকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসের ফলে ফরাসী বিপ্লব রক্ষিত হয় (The Terror saved the Revolution)।[১] দ্বিতীয়তঃ, মাতিয়ে (Mathiez)[২] নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে, সমাজে বিপ্লবের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা ছিল। গুডউইনের মতে, সন্ত্রাসের শাসনের ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, নিম্নতম মজুরী আইন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক আইনগুলি প্রচলন করা সম্ভব হয়। এই আইনগুলি না থাকিলে ফরাসী বিপ্লবের কোন মূল্য থাকিত না।[৩] তৃতীয়তঃ, ডিকেন্স প্রভৃতি ঔপন্যাসিক সন্ত্রাসের রাজত্বের ভয়াবহতা সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করিয়াছেন মনে করা যায়। সাধারণতঃ রাজনীতি ঘেঁষা লোকেরাই সন্ত্রাসের শিকার হয়, সাধারণ নির্বিরোধী লোকেদের সন্ত্রাস স্পর্শ করে নাই। প্যারিসের সাধারণ নাগরিকেরা সন্ত্রাসের আমলে সর্বদা আতঙ্কে দিন কাটাইত এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই। সন্ত্রাসের আমলে প্যারিসের থিয়েটার ও অপেরা হলগুলি দর্শকে পূর্ণ থাকিত। রেস্তোরাঁগুলি আড্ডাবাজ লোকে ভর্তি থাকিত। বিলাসিনী নারীরা সোনার তৈয়ারী গিলোটিনের মডেল গলার হারের লকেট হিসাবে ব্যবহার করিত।

সন্ত্রাসের সমর্থনে যুক্তি

যাহা হউক সন্ত্রাসের আমলে অকারণ হত্যা ফ্রান্সের জনগণের মনে বিপ্লব সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসের বাড়াবাড়ির জন্য জ্যাকোবিন দল জন সমর্থন হারায়। ইহার ফলে থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই সুযোগে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় ফিরিয়া আসে। পরিণামে নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্র স্থাপিত হয়।

জ্যাকোবিন দলের বিবরণ (The Jacobins) : ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে জ্যাকোবিন দলের ভূমিকা এবং জ্যাকোবিন নেতা রোবসপিয়ারের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভা আহবানের পর বিভিন্ন মতবাদের সদস্যরা বিভিন্ন ক্লাব বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী স্থাপন করে। এই সময়ে ব্রিটানী প্রদেশের সদস্যরা "সংবিধান সমর্থক সমিতি" (Society of the Friend of the Constitution) নামে এক সমিতি স্থাপন করে। এই সমিতির চলতি নাম ছিল ব্রেটন ক্লাব। ব্রেটন ক্লাবের সদস্যদের সমাবেশের

জ্যাকোবিন দলের প্রতিষ্ঠা

১. Riker—Outlines of History of Europe.

২. Mathiez—French Revolution.

৩. Goodwin—French Revolution. P. 168.

জন্য একটি জ্যাকোবিন সম্প্রদায়ের গীর্জার একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। জ্যাকোবিন মঠে ব্রেটন ক্লাবের সভা হইত বলিয়া লোকে এই দলকে জ্যাকোবিন[১] দল বলিতে থাকে। এই নামেই এই দল সমধিক প্রসিদ্ধ হয়। জ্যাকোবিন দলের সদস্যদের চাঁদা ছিল খুবই কম। ফলে প্যারিসের দরিদ্রশ্রেণী এই দলের সদস্য হইবার সুযোগ পায়। ১৭৯০ খ্রীঃ জ্যাকোবিন ক্লাবের সভায় সর্বসাধারণকে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইলে এই দলের জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়া যায়। ক্রমে এই দলের শাখা ফ্রান্সের অন্যান্য শহর ও গ্রামে স্থাপিত হয়। সমাজের দরিদ্র শ্রেণী এই ক্লাবের আদর্শকে সমর্থন জানায়। ১৭৯২ খ্রীঃ এই ক্লাবের প্রায় এক হাজার শাখা সারা ফ্রান্সে স্থাপিত হয়।

জ্যাকোবিন দলের সদস্যরা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিল। তবে জ্যাকোবিনরা মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থক ছিল না। জ্যাকোবিন দলের অধিকাংশ সদস্য ছিল বাম ও উগ্রপন্থী। জিরণ্ডিস্ট দল বিপ্লবকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জ্যাকোবিনরা বিপ্লবকে তাহার যুক্তিসম্মত পরিণতিতে (logical end) আগাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। জিরণ্ডিস্ট দল রাজনৈতিক বিপ্লব অর্থাৎ সর্বসাধারণের ভোটাধিকার, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে। কিন্তু জ্যাকোবিন দল বিপ্লবের লক্ষ্য অর্থনৈতিক সম্পর্কে সচেতন ছিল। রুশোর প্রচারিত সাম্য রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শে তাহারা বিশ্বাস করিত। যেক্ষেত্রে জিরণ্ডিস্ট গোষ্ঠী বণিক ও ধনী বুর্জোয়াদের স্বার্থের কথা ভাবিত; সেক্ষেত্রে জ্যাকোবিন দল নিম্নবিত্ত লোক যথা পাতি বুর্জোয়া, কারিগর, ছোট দোকানদার, সাধারণ কৃষকের স্বার্থের কথা ভাবিত। উগ্রপন্থী জ্যাকোবিনরা সাঁকুলোৎ বা সর্বহারা শ্রেণীর পুনর্বাসনের কথাও ভাবিত। মোট কথা জ্যাকোবিন দলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক।

জ্যাকোবিন দলের আদর্শ

লেফেভরের মতে, জ্যাকোবিনরা ছিল আসলে বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থক। কিন্তু তাহাদের বাস্তব বুদ্ধি ছিল প্রখর। তাহারা বুঝিতে পারে যে, জনসাধারণের সাহায্য না পাইলে তাহারা আইনসভায় তিষ্টাইতে পারিবে না। জনতার সমর্থন আদায়ের জন্য বাধ্য হইয়া তাহারা সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করে।[২] এই কারণে তাহারা সাঁকুলোৎদের সহিত দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জ্যাকোবিনরা বুঝিতে পারে যে, বিপ্লবের সময় সাঁকুলোতের সাহায্য দ্বারা তাহারা আইনসভাকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারিবে।

জ্যাকোবিন দলের চরিত্র

যাহা হউক জ্যাকোবিন দল দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থের জন্য বিপ্লবকে ব্যবহার করে। আইনসভায় আইনের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা অপেক্ষা তাহারা জনতার মতামতকে অনেক বেশী দাম দিত। রুশোর সার্বভৌম ক্ষমতাতত্ত্বের (Doctrine of popular Sovereignty) তাহারা এক বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা করে। জ্যাকোবিনরা মনে করিত যে,

১. ফরাসী উচ্চারণ জ্যাকোবাঁ।

২. "They were not wedded to economic controls. But to break with the people was to fall into the hands of the moderates."—Lefebvre. P. 246.

আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যের মতের সহিত জনসাধারণের মতের গরমিল হইলে, আইনসভাকে তাহাদের মত জানিতে বাধ্য করিতে পারে। কারণ জনসাধারণই হইল আসল সার্বভৌম শক্তি। জাতীয় সম্মেলনে (National Convention) জিরণ্ডিস্ট ও মডারেটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলেও, জ্যাকোবিনরা প্যারিসের জনতা দ্বারা চাপ দিয়া আইনসভাকে জ্যাকোবিনের দাবী মানিতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত জনতার সাহায্যে বল প্রয়োগ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী জিরণ্ডিস্টদের তাহারা আইনসভা হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়। জ্যাকোবিন দল এই কাজকে সংবিধান ও গণতন্ত্র বিরোধী বলিয়া মনে করিত না।

রুশোর আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ : বলপ্রয়োগ

জ্যাকোবিন দল প্রজাতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করিত। সুতরাং ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে তাহারা সমর্থন করিত না। জ্যাকোবিন দলের প্ররোচনায় প্যারিসের জনতা টুইলারিস প্রাসাদ আক্রমণ করে। ১০ই আগষ্ট, ১৭৯২ খ্রীঃ আইনসভাকে ঘেরাও করিয়া সংবিধান পালটাইয়া রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিতে তাহারা আইনসভাকে বাধ্য করে। লেফেভরের মতে, ইহা ছিল দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (Second French Revolution)। জ্যাকোবিন পত্রিকা সম্পাদক মারোত (Marat), সাঁ-জুসত (Saint-Just), রোবসপিয়ের প্রভৃতি ইহাতে বিশেষ ভূমিকা নেন।

রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ

আইনসভাকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনিবার পর, জ্যাকোবিন দল সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থাপন করিয়া প্রতিবিপ্লব দমন করে। তাহারা সাফল্যের সহিত বৈদেশিক যুদ্ধকে চালায়। যদিও জ্যাকোবিনরা বৈদেশিক যুদ্ধের বিরোধী ছিল, কিন্তু যুদ্ধের দায়িত্ব তাহারা ভালভাবে বহন করে। দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মজুরী আইন, জমির বণ্টন ব্যবস্থা, বাজেয়াপ্ত জমির ক্ষতিপূরণ লোপ, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, মুনাফা বিরোধী আইন প্রভৃতির দ্বারা তাহারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবকে আগাইয়া দেয়।

জ্যাকোবিন সংস্কার সমূহ

কিন্তু সন্ত্রাসের রাজত্বের ভয়াবহতা জ্যাকোবিনদের জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করে। এদিকে জ্যাকোবিনদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস করিবার জন্য গিলোটিনের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়। ফলে বিপ্লব নিজ সন্তানদের গিলিয়া ফেলে। এই কারণে জ্যাকোবিনদের পতন ঘটে।

জ্যাকোবিন দলের পতন

√ **রোবসপিয়ারের কৃতিত্ব বিচার (Estimate of Robespierre) :** ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিময় পুরুষ হিসাবে ম্যাক্সিমিলিয়েন রোবসপিয়ার ইতিহাসে স্থায়ী আসন পাইয়াছেন। এ্যারাস প্রদেশের এক আইনজীবির গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া তিনি এক বিশপের নিকট মানুষ হন। তিনি বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ করিয়া আইনজীবির জীবিকা নেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ জাতীয় সভায় তিনি প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইয়া ইতিহাসের পাদ প্রদীপের সামনে আসেন।

প্রাক-জীবন

ব্যক্তিগত জীবনে রোবসপিয়ার ছিলেন সন্ন্যাসী-সুলভ সততা ও ন্যায় নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁহার জীবনে অর্থ ও নারীঘটিত কোন পাপের ছায়া পড়ে নাই। সমুদ্রের জল যেরূপ সবুজ ও কলঙ্কহীন সেইরূপ রোবসপিয়ারের চরিত্র ছিল সমুদ্রের ন্যায় সবুজ ও নিষ্কলঙ্ক। তবে তাঁহার চরিত্রে অহেতুক নারী বিদ্বেষের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমন কি তিনি নিজ ভগিনী সার্লোৎকেও (Charlotter) ঘৃণা করিতেন। মাদাম রোল্যাণ্ডকে গিলোটিনে পাঠাইবার জন্য রোবসপিয়ার সকল প্রকারে চেষ্টা চালান। ইহা ছিল তাঁহার চরিত্রের দুঃখজনক দিক। রোবসপিয়ারের অন্যতম দুর্বলতা এই ছিল যে, তিনি সর্বদাই নিজ মতকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, পৃথিবীর সকলেই সৎ হইতে বাধ্য। যদি কেহ তাহা না হয়, তাহার যত গুণই থাকুক না কেন তাহাকে তিনি ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। সমাজকে সততা ও ন্যায় নীতির ভিত্তিতে শাসন করা তিনি কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার বাল্যবন্ধুদের তিনি গিলোটিনে পাঠাইতে দ্বিধা করেন নাই। এবিষয়ে তিনি ছিলেন বিধাতার ন্যায় নিষ্ঠুর, নিয়তির ন্যায় অমোঘ।

রোবসপিয়ারের চরিত্র

রোবসপিয়ার ছিলেন রুশোর মানস পুত্র। রুশোর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি যে নির্মমতা দেখান, তাহা রুশোকেও হয়ত কম্পিত করিত। তিনি মনে করিতেন যে, জাতির সমষ্টিগত ইচ্ছা হইল সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে। জনসাধারণের দারিদ্র যে সামাজিক অসাম্যের ফল, রুশোর এই মতবাদকে তিনি বিশ্বাস করিতেন। যদিও তিনি সম্পত্তির অধিকারে বিশ্বাস করিতেন, তবুও সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্থাপন ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সক্রিয় আন্দোলন করেন। বিপ্লব বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য জনতাকে ক্রোধ ও হিংসা প্রকাশে তিনি প্ররোচনা দেন। রোবসপিয়ার জনতাকে বলেন যে. "যখন জনতা অত্যাচারিত হয়, তখন জনতাকেই তাহার প্রতিকার করিতে হয়। যখন স্বৈরাচার চলে তখনই জনতার উচিত বিদ্রোহ করা।" এইভাবে রোবসপিয়ার আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিরুদ্ধে জনতাকে প্ররোচিত করিয়া আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনি মনে করিতেন যে, জনতাই হইল প্রকৃত সার্বভৌম শক্তি। যদি কোন আইনসভা জনতার স্বার্থবিরোধী কাজ করে তবে জনতা সেই আইনসভাকে নিবারণ করিতে সক্ষম।

রোবসপিয়ারের আদর্শবাদ

জ্যাকোবিন দল স্থাপিত হইলে রোবসপিয়ার এই দলের সদস্য হন। বক্তা হিসাবে খুব উচ্ছ্বাসময় না হইলেও তিনি তাঁহার বক্তব্যকে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতেন। জ্যাকোবিন ক্লাবের বক্তাদের মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি বিপ্লবী ফ্রান্সের ইওরোপীয় যুদ্ধে যোগদানের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখান। তাঁহার মতে বিপ্লবীদের উচিত বিপ্লবকে ফ্রান্সে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা। যুদ্ধ বাধিলে যুদ্ধের খরচার দরুণ জনসাধারণের উপর করভার বাড়িবে। যুদ্ধের সময় সেনাপতিদের প্রভাব বাড়িতে পারে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করেন। ইহারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কে রোবসপিয়ারের মতামত

রোবসপিয়ার জাতীয় সম্মেলনের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, জ্যাকোবিন দল জাতীয় সম্মেলনে সংখ্যালঘু হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার মতামত সংখ্যাগুরু জিরণ্ডিষ্ট ও মধ্যপন্থীরা লইবে না। তিনি রুশোর জনতার সার্বভৌম শক্তি মতবাদের প্রয়োগ করিয়া প্যারিসের বিপ্লবী জনতার সাহায্যে ভীতি প্রদর্শন করিয়া জাতীয় সম্মেলনকে জ্যাকোবিনদের অভিমত মানিতে বাধ্য করেন। তাঁহার ও জ্যাকোবিন দলের চেষ্টায় জাতীয় সম্মেলন হইতে জিরণ্ডিষ্টরা বহিষ্কৃত হয়। জাতীয় সম্মেলনে সংখ্যালঘু জ্যাকোবিনদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

রোবসপিয়ারের বিপ্লবী ধারণা

রোবসপিয়ারের নেতৃত্বে ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসন আরম্ভ হয়। তিনি গণ নিরাপত্তা সমিতির প্রধান সদস্যের ভূমিকা নেন। গণ নিরাপত্তা সমিতির প্রধান হিসাবে তিনি চরমপন্থী হার্বার্টিষ্টদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন। হার্বার্টিষ্টরা ছিল সমাজতন্ত্রবাদী ও খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী। ইহাদের নেতা হার্বার্টকে গিলোটিনে পাঠান হয়। ইহার পর রোবসপিয়ার সন্ত্রাসের সাহায্যে মধ্যপন্থী ড্যান্টন ও তাঁহার সমর্থকদের নিশ্চিহ্ন করেন। ড্যান্টনকে গিলোটিনের দ্বারা নিহত করা হয়। ড্যান্টন তাঁহার প্রাণদণ্ডের সময় রোবসপিয়ারকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, "দুষ্ট রোবসপিয়ার তোমারও শেষ দিন সমাগত। তোমার শির শীঘ্রই আমার শিরের অনুসরণ করিয়া বাস্কেট বা ঝুড়িতে পড়িবে।"

সন্ত্রাসের শাসন

ড্যান্টনের মৃত্যুর পর রোবসপিয়ার সন্ত্রাসের মাধ্যমে একনায়কত্ব স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার সমালোচকদের নির্বিচারে গিলোটিনে পাঠাইয়া দেন। এই সঙ্গে তিনি দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থে মুনাফা বিরোধী আইন, নিম্নতম মজুরী আইন, সর্বোচ্চ মূল্যের আইন কঠোরভাবে কার্যকরী করেন। ফ্রান্সে ওজন ও মাপে দশমিক প্রথা চালু করা হয়। বিপ্লবী ক্যালেণ্ডার প্রচলন করা হয়। রোবসপিয়ার একটি নূতন ধর্মমত ও পরম সত্ত্বা (Supreme Being)-এর পূজা প্রবর্তন করেন। তিনি সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের কথা বলেন।

রোবসপিয়ারের সংস্কারগুলি

যাহা হউক রোবসপিয়ারের একনায়কত্ব ও সন্ত্রাসের বাড়াবাড়ি তাঁহার জনপ্রিয়তা নষ্ট করে। এদিকে চরমপন্থী হার্বার্টিষ্টদের দমন করায় সাঁকুলেৎরাও তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া যায়। এই সুযোগে তাঁহার বিরোধীরা তাঁহার পতন ঘটায়। রোবসপিয়ার গ্রেপ্তার হন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে গিলোটিনে পাঠান হয়।

পতন

ডেভিড টমসনের মতে, "রোবসপিয়ারের মধ্যেই ফরাসী বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে রূপায়িত হইয়াছিল" (The Great French Revolution was personified in Robes-pierre)। তিনিই ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের নায়ক। ঐতিহাসিক ওলার্ড (Aulurd) তাঁহাকে অহংকারী, ফাঁকা আদর্শবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১] কিন্তু ঐতিহাসিক মাতিয়েয় মতে, "রোবসপিয়ার ছিলেন

কৃতিত্ব

১. Aulurd—French Revolution.

গণতন্ত্রবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী।" রোবসপিয়ারের নেতৃত্বে সাঁকুলেৎশ্রেণীর জাগরণ ঘটে। তবে রোবসপিয়ার সন্ত্রাসের বাড়াবাড়ি দ্বারা এই শ্রেণীবিপ্লবকে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।

বিপ্লবী ফ্রান্স ও বৈদেশিক যুদ্ধের কারণ ও প্রকৃতি

(Revolutionary France and the causes of its wars with Europe) :
ফরাসী বিপ্লবের প্রবাহে যখন ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্র ভাঙিয়া পড়ে সেই সময় ইওরোপের বুদ্ধিজীবিরা এবং ইওরোপের রাজশক্তি এই বিপ্লবের গতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন। বুদ্ধিজীবিরা এই বিপ্লবকে ফ্রান্সের জনগণের মুক্তির আলোড়ন বলিয়া অভিনন্দন জানান। ইংলণ্ডের কবিকুল যথা ওয়ার্ড'সওয়ার্থ, শেলী ও কোলরিজ এই বিপ্লবকে ফরাসী দেশের নূতন যুগের সূচনা বলিয়া অভিহিত করেন। ইওরোপের রাজশক্তিগুলি প্রবল প্রতাপান্বিত বুরবোঁ ফ্রান্সের দুর্বলতার সূচনা দেখিয়া খুসী হয়। তাহারা মনে করে যে, বিপ্লবের ফলে দুর্বল ফরাসী রাজশক্তি আর ইওরোপে তাহার কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইবে না। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট এই আশা প্রকাশ করেন যে, গণতন্ত্রী ইংলণ্ডের সহিত বিপ্লবী ফ্রান্সের মিত্রতা সম্ভব হইবে।

ইওরোপে আশাবাদ

অতি অল্পকালের মধ্যে ইওরোপীয় রাজশক্তি বুঝিতে পারে যে, বিপ্লবী ফ্রান্সের সম্পর্কে তাহাদের গোড়ার ধারণা ভুল ছিল। ফরাসী বিপ্লব তাহার রুদ্রমূর্তিতে প্রকাশিত হইলে, ইওরোপের রাজশক্তিগুলি উদ্বেগ বোধ করে। ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণী পলায়ন করিয়া বিদেশে আশ্রয় নেয়। অভিজাতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ক্রমে তাহারা উপলব্ধি করে যে, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ তাহাদের দেশে ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। ইহার ফলে ইওরোপের অন্যান্য দেশে রাজতন্ত্র বিপন্ন হইবার উপক্রম হয়। এজন্য ইওরোপের রাজশক্তিগুলি ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারের ধ্বংস কামনা করে। ফ্রান্সের দেশত্যাগী অভিজাতরা ইওরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে গিয়া ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়।

এমিগ্রিদের প্রভাব

ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলির এই শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবের কারণ সম্পর্কে সোরেল (Sorel) নামক ঐতিহাসিক[১] একটি যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সোরেলের মতে, "বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে যে নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছিল তাহার সহিত ইওরোপের রাজতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী সমাজের সহাবস্থান সম্ভব ছিল না।" মূলতঃ ইহা ছিল ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের সহিত ইওরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার সংঘাত। ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করিয়া, রাজতন্ত্রের স্বর্গীয় অধিকার লোপ করিয়া যে নূতন সমাজ গঠিত হইয়াছিল তাহা ইওরোপীয় গণমানসে নূতন আশাবাদ সৃষ্টি করে। ইওরোপীয় রাজারা আশংকা করেন যে, বিপ্লবের ভাবাদর্শ দাবানলের ন্যায় তাঁহাদের দেশে ছড়াইয়া

ইওরোপীয় রাজশক্তির সহিত বিপ্লবী ফ্রান্সের আদর্শগত বিরোধ

১. "Basically it was a conflict between the forces of Revolution and those of Reaction."—A. Sorel—L Europe et la Revolution Francai-e.

পড়িবে। সুতরাং তাহার আগেই ফ্রান্সের সীমানার মধ্যেই ইহাকে ধ্বংস করা দরকার।

ফ্রান্সের জিরণ্ডিস্ট দল বিপ্লবকে ইওরোপে ছড়াইয়া দিয়া ফরাসী বিপ্লবকে একটি আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনে পরিণত করিবার সংকল্প নেয়। প্রথমতঃ, জিরণ্ডিস্ট দল মনে করিত যে, বিপ্লবী ফ্রান্সকে রক্ষা করিতে হইলে ফ্রান্সের বাহিরে বিপ্লব ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। নতুবা ফ্রান্সের নিঃসঙ্গ বিপ্লবী দ্বীপ রাজতন্ত্রী সমুদ্রতরঙ্গের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবী ফ্রান্সকে সুরক্ষিত করার জন্য বেলজিয়াম ও রাইন পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমা বিস্তার করা দরকার। এজন্য প্রতিবেশী অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের বিরোধ দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, জিরণ্ডিস্ট গোষ্ঠী ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি। বুর্জোয়া ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার শ্রেণী যুদ্ধের ঠিকাদারীতে প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনায় পুলকিত হয়। ইহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং মুদ্রার দামে স্থিরতা আনার জন্য জিরণ্ডিস্টরা যুদ্ধনীতিকে গ্রহণ করে।

জিরণ্ডিস্ট দলের যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ

বৈদেশিক যুদ্ধে ফ্রান্সের জড়াইয়া পড়িবার আরও একটি কারণ ছিল। কিছু সংখ্যক ফরাসী নেতা মনে করিতেন যে, ষোড়শ লুইয়ের সহিত দেশত্যাগী ফরাসী অভিজাত ও বৈদেশিক রাজশক্তিগুলির গোপন চক্রান্ত আছে। বৈদেশিক শক্তিগুলি দেশত্যাগী অভিজাতদের সাহায্যে বিপ্লবকে ধ্বংস করিবে বলিয়া তাঁহারা আশংকা করেন। দেশত্যাগীরা রাইনল্যাণ্ড হইতে ফ্রান্স আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করে। সুতরাং এমিগ্রিদের দমন করার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হয়।

ফরাসী দেশপ্রেমিকদের এমিগ্রি বিদ্বেষ

এদিকে ফ্রান্সের মহাপরাক্রান্ত বুরবোঁ বংশীয় নৃপতি ষোড়শ লুইয়ের বন্দীদশা এবং প্রাণনাশের আশংকা দেখা দিলে ইওরোপীয় নৃপতিরা চঞ্চল হইয়া পড়েন। কারণ বুরবোঁ বংশের সহিত ইওরোপের অধিকাংশ রাজপরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। অস্ট্রিয়া রাজ দ্বিতীয় লিওপোল্ড ও কোলোনের ইলেক্টর ছিলেন ষোড়শ লুইয়ের রানী মারিয়া এ্যাণ্টোনেটের নিজ ভ্রাতা। ইতালীর সার্ডিনিয়ার রাজা ছিলেন ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতার শ্বশুর। স্পেন ও নেপলসের বুরবোঁ রাজারা ছিলেন ফ্রান্সের রাজার জ্ঞাতি। সুতরাং ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই ও তাঁহার রানীর প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহারা বিপ্লবী ফ্রান্সকে আক্রমণ করার সংকল্প নেন। ফ্রান্সের দেশপ্রেমিকরা সন্দেহ করে যে, ষোড়শ লুই গোপনে এই সকল বৈদেশিক শক্তির সহযোগিতা চাহিয়াছিলেন। এই পটভূমিকায় ১৭৯১ খ্রীঃ পিলনীৎসের ঘোষণা এবং ব্রান্সউইক ঘোষণা (আগে দেখ পৃঃ ৫৯ বিস্তারিত বিবরণ) জারী করা হইলে বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত বৈদেশিক রাজাদের যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাজা সর্বপ্রথম ষোড়শ লুইয়ের ও তাঁহার পরিবারের প্রাণ রক্ষার হুঁশিয়ারী দেন।

ইওরোপীয় শক্তির ষোড়শ লুইয়ের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা

এ্যাভিগননের (Avignon) সমস্যা ফ্রান্সের সহিত বৈদেশিক শক্তির বিরোধের

অন্যতম কারণ ছিল। (১) এ্যাভিগনন ছিল পোপের রাজ্য। এ্যাভিগননের অধিবাসীরা পোপের অধীনতা মুক্ত হইয়া বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত যুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বিপ্লবী সরকার এ্যাভিগননকে ফ্রান্সের সীমাভুক্ত করে। ইহার ফলে ইওরোপের রাজারা মনে করেন যে বিপ্লবী ফ্রান্স, রাজতন্ত্রী ফ্রান্সের ন্যায় রাজ্যগ্রাস নীতি গ্রহণ করিয়াছে। (২) ঐতিহাসিক গুডউইনের (Goodwin) মতে, ফরাসী যুদ্ধমন্ত্রী নারবোন এবং সেনাপতি ডুমারিয়েৎস (Dumouriz) ফরাসী সেনাদলের সাহায্যে ফ্রান্সে তাঁহাদের স্বৈরশাসন স্থাপনের চক্রান্ত করেন। এই কারণে যুদ্ধমন্ত্রী নারবোন সরকারকে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য উৎসাহ দেন।[১] (৩) ফ্রান্সের কোন কোন বিপ্লবী নেতা মনে করিতেন যে, অষ্ট্রিয়া হইল ইওরোপের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র। যুদ্ধের দ্বারা ইহার দর্প চূর্ণ করিলে বিপ্লবের আদর্শ সফল হইবে।

অন্যান্য কারণ

উপরোক্ত ঘটনাবলীর সম্মিলিত প্রভাবে বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত ইওরোপের রাজশক্তিগুলির যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ডেভিড টমসনের মতে, ১৭৯২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে বিপ্লবী ফরাসী সরকার অষ্ট্রিয়াকে এক চরমপত্র দেয়। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলে ফরাসী বিধান সভা (Legislative Assembly) ২০শে এপ্রিল, ১৭৯২ খ্রীঃ অষ্ট্রিয়া ও তাহার মিত্র প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধের ফলে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ইওরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।[২] ফিলিপ গডেলার (Philip Guedella) মতে, এই যুদ্ধ ছিল আসলে বিপ্লবী ফ্রান্সের আদর্শবাদের সহিত রাজতন্ত্রী ইওরোপের সংঘাত (The war of 1792 was a war in which both sides were aggressor)।[৩] ডেভিড টমসনের মতে, "বিপ্লবী ফ্রান্স ইওরোপকে আক্রমণ করে অথবা ইওরোপ বিপ্লবকে আক্রমণ করে এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভবপর নহে।"[৪] তবে একথা সত্য যে, একমাত্র জ্যাকোবিন নেতা রোবসপিয়ার এই যুদ্ধ ঘোষণার বিরোধিতা করেন।

উপসংহার

জাতীয় সম্মেলনের নেতৃত্বে বৈদেশিক যুদ্ধ পরিচালনা (The conduct of the war under the National Convention) ঃ ফরাসী বিধান সভা (Legislative Assembly) অষ্ট্রিয়া ও তাহার মিত্র প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৭৯২ খ্রীঃ যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিপ্লবী ফ্রান্স এই যুদ্ধের মোকাবিলার জন্য নাগরিক সেনাদল (Citizen Army) গঠন করে। ১৮—২৫ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত যুবক বা মৃতদারদের সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য

১. Goodwin—French Revolution, P. 113.

২. David Thomson—Europe since Napoleon. P. 14.

৩. Philip Guedella.

৪. "Whether it was the Revolution which attacked Europe, or Europe which attacked the Revolution is a question almost impossible and unprofitable to answer."—David Thomson. P. 21.

করা হয়। সামরিক ইতিহাসে ইহা ছিল এক অভুতপূর্ব ঘটনা। কেননা ইহার আগে দেশের নাগরিকদের লইয়া এইরূপ ব্যাপকভাবে সেনা সংগঠনের কোন নজির ছিল না। জ্যাকোবিন নেতা কার্নোতের (Carnot) পরামর্শে লেভি-এন-মাসে (Levee en masse) বা সামরিক কার্যে ব্যাপক যোগদানের আইন পাশ করা হয়। এই নাগরিক সেনারা ছিল বিপ্লবের আদর্শে উদ্দীপ্ত, রাজনৈতিক শিক্ষণপ্রাপ্ত। ইওরোপীয় রাজশক্তির বেতনভোগী সেনাদলকে ইহারা স্বভাবতই লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দেয়। বিপ্লবী সরকার "ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা-পত্র" (Edict of Fraternity) প্রকাশ করিয়া ইওরোপের নিপীড়িত মানুষের প্রতি বিপ্লবী ফ্রান্সের সৌভ্রাত্র জানায়। ফলে ইওরোপের রাজতন্ত্রী সেনাদের মনোবল ভাঙিয়া পড়ে। ফরাসী বিপ্লবের "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার" বাণী লোকমুখে ধ্বনিত হয়।

বিপ্লবী ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা।

বৈদেশিক যুদ্ধের গোড়ার দিকে সেনাপতি ডুমারিয়েৎস সরকারের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিলে প্রথম দিকে বিপ্লবী সরকারের পরাজয়ের উপক্রম হয়। এই সময় পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদ, ১৭৯৩ খ্রীঃ আরম্ভ হয়। রাশিয়া যাহাতে সমগ্র পোল্যাণ্ড না অধিকার করে, এজন্য প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া ব্যস্ত হইয়া সেই দিকে নজর দেয়। ফলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কিছুদিনের জন্য শিথিলতা দেখা দেয়। এই সুযোগে বিপ্লবী সরকার সেনা সংগঠন ও আত্মরক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করিয়া নেয়। ভলমি (Valmy) ও জেমেপ্পার (Jemeppar) যুদ্ধে বিপ্লবী ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হয়। ফরাসী সেনা বেলজিয়াম অধিকার করিয়া এই দেশকে অস্ট্রিয়ার কবল মুক্ত করে। পূর্ব সীমান্তে ফরাসী বাহিনী আলসাস ও লোরেন অধিকার করে। ফলে ফরাসী সীমান্ত রাইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দক্ষিণে ফরাসী বাহিনী স্যাভয় ও নীস অধিকার করে।

যুদ্ধে জয়লাভ

ইংলণ্ড সর্বদা ইংলিশ চ্যানেলের দক্ষিণে বেলজিয়ামকেই তাহার নিরাপত্তার সীমারেখা মনে করিত। সুতরাং ফ্রান্সের ন্যায় একটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্র বেলজিয়াম অধিকার করিলে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী শেল্ট নদী (The Scheldt) ছিল বেলজিয়ামের সহিত সমুদ্রের যোগাযোগের পথ। এই নদীর মোহানা হল্যাণ্ড বন্ধ রাখিত। ফলে বেলজিয়ামের বাণিজ্য হল্যাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করিত। বিপ্লবী ফ্রান্স জোর করিয়া শেল্ট নদীর মোহানা খুলিয়া দিয়া সকল দেশের জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেয়। ইহাতে হল্যাণ্ড ক্রুদ্ধ হয়।

ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের বিরোধিতা

ইতিমধ্যে বিপ্লবী সরকার ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ড দিলে, ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি একযোগে বিপ্লবী ফ্রান্সকে ধ্বংস করিবার পণ করে। ইংলণ্ডের চেষ্টায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৭৯৩ খ্রীঃ প্রথম শক্তি জোট (First Coalition) গঠিত হয়। ইহাতে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, স্পেন ও পর্তুগাল যোগ দেয়। এইভাবে ফ্রান্সের যুদ্ধ ইওরোপের যুদ্ধ এবং ফ্রান্সের বিপ্লব ইওরোপের বিপ্লবে পরিণত হয়।

প্রথম জোট গঠন

পাঠ্যসূচী

১। Lefebvre—French Revolution.
২। Goodwin—French Revolution.
৩। Cobban—History of France (Penguine Edition) Vol. I.
৪। David Thomson—Europe since Napoleon.
৫। Carlyle—French Revolution.
৬। Madelin—The French Revolution.
৭। Madelin—Danton.
৮। Stern—Mirabeau.
৯। Thomson—Robespierre.
১০। Mathiez—Robespierre Terrorist.

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডাইরেক্টরীর শাসন (১৭৯৫—১৭৯৯ খ্রীঃ)

[The Government of the Directory (1795—1799)]

রোবসপিয়ারের পতনের পর জাতীয় সম্মেলন (National Covention) একটি নূতন সংবিধান (১৭৯৫ খ্রীঃ) গ্রহণ করে। এই সংবিধান বলে যে নূতন সরকার গঠিত হয় তাহার নাম ছিল ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সমিতির শাসন। (১) এই নূতন সংবিধানে সরকারের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা বা শাসন ক্ষমতা পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এক সমিতির হাতে দেওয়া হয়। ইহাদের নাম ছিল ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সমিতি। এই পাঁচ পরিচালকের আইনসভার দ্বারা ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবার ব্যবস্থা হয়। প্রতি বৎসর একজন করিয়া ডাইরেক্টরকে পদত্যাগ করিতে হইত। এই শূন্যস্থানে নূতন ডাইরেক্টর সদস্য নির্বাচিত হইত। ডাইরেক্টররা আইন রচনার কাজে হাত দিতে পারিত না। তাহাদের কর্তব্য ছিল আইন সভা কর্তৃক পাশ করা আইনগুলিকে যথাযথ প্রয়োগ করা। (২) ১৭৯৫ খ্রীঃ সংবিধানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নকক্ষের নাম হয় পাঁচশতের পরিষদ। ইহাতে ৫১১ জন সদস্য ছিল।[১] এছাড়া প্রাচীনদের পরিষদ (Council of Ancients) নামে একটি উর্ধ্বকক্ষ ছিল। সংবিধানের রচনাকারী Bandin বলেন যে, "উচ্চকক্ষে "যুক্তি" নিম্নকক্ষে "কল্পনা" প্রতিফলিত হইবে।" প্রবীণের যুক্তি ও নবীনের কল্পনার আলোকে ফ্রান্সের নূতন আইনগুলি রচিত হইবে।

ডাইরেক্টরীর শাসনতন্ত্র

---

১. মতান্তরে ৫০০ সদস্য।

আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ পাঁচ ডাইরেক্টর বা পরিচালক ছিলেন এই সরকারের প্রধান। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন বারাস (Barras) নামক সদস্য। ডাইরেক্টর-গণ দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে শক্তিসাম্য রাখিয়া ফ্রান্সের শাসন পরিচালনার চেষ্টা করে। এই দুই বিপরীত পন্থীদের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষার নীতির নাম ছিল—"বাসকুল" (Bascule) নীতি। ডাইরেক্টরা জানিত যে, যদি বাম ও দক্ষিণের মধ্যে কোন পক্ষ প্রবল হয় তবে ডাইরেক্টরীর সংবিধান ভাঙিয়া ফেলিবে। ডাইরেক্টররা ছিল ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুগত। যাহা হউক ডাইরেক্টরগণ শেষ পর্যন্ত এই 'বাসকুল' নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে ব্যর্থ হয়। মাদেলাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা ডাইরেক্টরীর দুর্নীতিপূর্ণ বুর্জোয়া শাসনের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। রাজতন্ত্রের গলিত অংশগুলির সহিত বুর্জোয়াতন্ত্রের গলিত অংশের মিলনে ডাইরেক্টরীর শাসন সংগঠিত হয় (Vices of the Court mixed with vices of the Court-yard)। মাদাম যোসেফিন, মাদাম থেরেশা তালিয়েন প্রভৃতি রমণীরা ডাইরেক্টরগণের প্রেরণাদাত্রীতে পরিণত হন। মাদাম থেরেশা তালিয়েন তাঁহার একটি গাউন নির্মাণের জন্য ১২ হাজার লিভ্র ব্যয় করিয়া তাঁহার বুর্জোয়া চরিত্রের পরিচয় দেন। মাদাম তালিয়েন ছিলেন বারাসের উপপত্নী। পঞ্চ ডাইরেক্টর কার্যক্ষেত্রে নির্বাচিত সদস্যের ন্যায় আচরণ না করিয়া "পঞ্চ রাজা"র (Five Majesties) পরিণত হন।

ডাইরেক্টরীর দুর্নীতিপূর্ণ বুর্জোয়া শাসন

ডাইরেক্টরী প্রথম হইতে নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। এস্যাইন্যাট নামক কাগজের মুদ্রার দাম দ্রুত পড়িয়া যায়। ১০০ লিভ্রর এস্যাইন্যাটের মূল্য মাত্র ১৫ স্যুতে নামিয়া যায়। কৃষকেরা শস্য বিক্রয় করিয়া, মূল্য হিসাবে এই মুদ্রা লইতে অস্বীকার করে। ফলে ডাইরেক্টরী এস্যাইন্যাটই বাতিল করিয়া ম্যাণ্ডেট টেরিটারিয়ান (১৭৯৭ খ্রীঃ) নামে এক নূতন কাগজের মুদ্রার প্রচলন করে। কিন্তু এই মুদ্রাও অচল হয়। ফলে ডাইরেক্টরী বাধ্য হইয়া ধাতব মুদ্রা প্রবর্তন করে। কিন্তু যথেষ্ট রূপা না থাকায় মুদ্রার সংখ্যা কমিয়া যায়। মুদ্রা সংকট দেখা দেয়।

মুদ্রাস্ফীতি

ধাতু মুদ্রার অভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য অচল হইয়া পড়ে। কৃষকদের ও ছোট দোকানদারদের দারুণ ক্ষতি হইতে থাকে। রুটির দাম দারুণভাবে বাড়িয়া যায়। ফলে দরিদ্র জনসাধারণ ও বামপন্থী দলগুলি অসন্তুষ্ট হয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

ডাইরেক্টরীর বিরুদ্ধে যে বিভিন্ন অন্তর্বিদ্রোহ ঘটে তাহার মধ্যে বামপন্থী ব্যাবেয়ুফের (Babeuf) বিদ্রোহ সমধিক বিখ্যাত। সমগ্র ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে ব্যাবেয়ুফ হইলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রকৃত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন। ব্যাবেয়ুফ মনে করিতেন যে, সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিলেই সমাজে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকিবে। এজন্য সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করিয়া সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে স্থাপনের কথা তিনি বলেন।

ব্যাবেয়ুফের সমাজতান্ত্রিক বিদ্রোহ

সমাজে সকল ব্যক্তির সমান অর্থনৈতিক অধিকারের কথাও তিনি বলেন। ব্যাবেয়ুফ সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করেন। তিনি সহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়া সমাজকে ভাঙিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ডাইরেক্টরী ব্যাবেয়ুফের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন নীতির দ্বারা ধ্বংস করে। ব্যাবেয়ুফের মৃত্যুদণ্ড হয়। ফরাসী বিপ্লবের একমাত্র সমাজতন্ত্রীর এইভাবে জীবনাবসান হয়। ব্যাবেয়ুফকে অনেকে কার্ল মার্ক্সের অগ্রদূত বলেন।

অন্যান্য বিদ্রোহ

এছাড়া ডাইরেক্টরী কয়েকটি দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র দমন করে। সোসাইটি অফ দি কোম্পানি অফ জেহু (Society of the Company of Jehu) নামে এক ধর্মোন্মাদের দল লুঠপাট চাপাইয়া বিভীষিকা সৃষ্টি করে। রাজতন্ত্রী ক্লিশিয়ান দলও ডাইরেক্টরীকে ধ্বংসের চেষ্টা করে। ডাইরেক্টরীর নির্দেশে সেনাপতি হোসি (Hoche) এই সকল দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহগুলি দৃঢ় হস্তে দমাইয়া দেন।

ডাইরেক্টরীর সামরিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ ও ফল

ডাইরেক্টরী এইভাবে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের দমন করিয়া একটি মধ্যপন্থা দ্বারা ফ্রান্সে স্থিতিশীলতা আনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটের দরুণ ডাই-রেক্টরীর "বাসকুল" বা মধ্যপন্থা নীতি ব্যর্থ হয়। এই সময়ে সেনাপতি পিশেগ্রুর (Pichegru) নেতৃত্বে পুনরায় এক রাজতন্ত্রী বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহ দমন করিতে ডাইরেক্টরীকে সেনাদলের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার ফলে ডাইরেক্টরী ক্রমশঃ গণসমর্থন অপেক্ষা সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ফলে ইহার পতনের পথ প্রস্তুত হয়।

ডাইরেক্টরীর শাসনের কৃতিত্ব

অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ডাইরেক্টরীর আমলে দুর্নীতি ও কুশাসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বিখ্যাত শাসন সংস্কারগুলির রূপরেখা বা ব্লু প্রিণ্ট (Blue print) ডাইরেক্টরীর আমলেই দেখা যায়। ডাইরেক্টরীকে নেপোলিয়নের শাসন সংস্কারের প্রস্তাবনা বলা যায়। প্রথমতঃ, ডাইরেক্টরী উগ্র অর্থনৈতিক জ্যাকোবিন মতবাদ এবং মডারেটদের বুর্জোয়া মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ড হইতে আমদানী মালের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসাইয়া ডাইরেক্টরী ইংলণ্ডকে পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক বয়কট করিবার চেষ্টা করে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কটের সূচনা করে। নেপোলিয়নের আমলে ইহা কণ্টিনেণ্ট্যাল সিস্টেমে (Continental system) পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, ডাইরেক্টরী সরকারী ব্যয় সংকোচ দ্বারা সরকারী ঋণের উপর সুদের হার কমাইয়া দেয়। প্রত্যক্ষ করের হার কমাইয়া পরোক্ষ কর বাড়াইয়া দেয়। ইহার ফলে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক স্থিতি আসে। চতুর্থতঃ, জাতীয় সম্মেলনের শাসনকাল হইতে প্রদেশ ও জেলাগুলির উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয়। ডাইরেক্টরী এই ভাঙনকে রোধ করিবার জন্য গ্রামে ও মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব নিজ হাতে লেয়। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দৃঢ় হয়। এই কেন্দ্রীয়করণ নীতি নেপোলিয়নের

আমলে পূর্ণতা পায়। উপরোক্ত কারণে কেহ কেহ ডাইরেক্টরীর শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করেন।

ডাইরেক্টরীর পতনের কারণ

ডাইরেক্টরীর পতনের প্রধান কারণ এই ছিল যে, নিদারুণ অর্থসংকট ও মুদ্রাস্ফীতির দরুণ ডাইরেক্টরীর বহু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এই সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, ডাইরেক্টরগণ ছিলেন বুর্জোয়াশ্রেণীর লোক। ফ্রান্সের সাঁকুলেৎশ্রেণীর প্রতি তাঁহারা সদয় ছিলেন না। ফলে ডাইরেক্টরগণ দরিদ্রশ্রেণীর সমর্থন হারায়। তৃতীয়তঃ, ডাইরেক্টরীর আমলে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ছিল না। এজন্য ইহার প্রকৃত গণতান্ত্রিক চরিত্র ছিল না। চতুর্থতঃ, ডাইরেক্টরদের ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল কলঙ্কজনক। জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার মত ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। পঞ্চমতঃ, ডাইরেক্টরী বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করার ফলে, ইহার অস্তিত্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতিদের হাতে চলিয়া যায়। ষষ্ঠতঃ, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উদয় ও তাঁহার বিস্ময়কর সামরিক সাফল্য ডাইরেক্টরীর কৃতিত্বকে ম্লান করিয়া দেয়।

ডাইরেক্টরীর বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) : বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলির যুদ্ধ বাধিলে, ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তি জোট গঠন করে। কিন্তু এই শক্তি জোট স্থায়ী হয় নাই। প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশ এই জোট ত্যাগ করে। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড ইহাতে না দমিয়া ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যায়। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার এই বিরোধিতার কারণ ছিল। বেলজিয়ামে ফরাসী সেনার উপস্থিতি অষ্ট্রিয়া সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। ব্রিটিশ মালের উপর ফরাসী সরকার চড়া হারে শুল্ক ধার্য করায় ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যায়।

প্রথম জোটের কারণ

এই সময়ে ফ্রান্সে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামে এক প্রতিভাবান সেনাপতির উদয় হয়। নেপোলিয়ন চিরাচরিত যুদ্ধের কায়দা-কৌশল ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজ কৌশলে যুদ্ধ করিয়া বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন। নেপোলিয়ন প্রথমে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিয়া খ্যাতি পান। ইতিমধ্যে প্রধান ডাইরেক্টর ব্যারাসের উপপত্নী মাদাম থেরেসা তালিয়েনের সুনজরে যুবক সেনাপতি পড়েন।[১] ইহার ফলে তাঁহার দ্রুত উন্নতি ঘটে। প্রতিভার সহিত সৌভাগ্যের সংমিশ্রণে নেপোলিয়নের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ডাইরেক্টরী সরকার যে নূতন রণ-পরিকল্পনা রচনা করে তাহাতে দুই দিক হইতে অষ্ট্রিয়াকে আঘাত হানিবার ব্যবস্থা করা হয়। (১) একটি ফরাসী বাহিনী জার্মানীর কৃষ্ণ অরণ্য (Black Forest) দিয়া সরাসরি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা আক্রমণের জন্য পাঠান হয়। এই অভিযান তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায় নাই। (২) অপর একটি ফরাসী বাহিনী সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের

ফরাসী বাহিনীর বিফলতা

১. Vincent Cronin—Nepoleon.

নেতৃত্বে আল্পস পর্বতের গিরিপথ ধরিয়া ইতালীতে অবস্থিত অস্ট্রিয়ার প্রধান সেনাদলকে আক্রমণ করে।

নেপোলিয়ন যখন ইতালী অভিযানে যান তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ২৭ বৎসর। অন্যান্য সেনাপতিদের ন্যায় তাঁহার যুদ্ধ পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। রণ-বিদ্যায় পণ্ডিত ক্লাউসিৎসের (Clausewitz) মতে, "বিপ্লবী যুদ্ধে নেপোলিয়ন নিজের কাছেই যুদ্ধ শিক্ষা করেন।" ক্লাউসিৎসের মতে, নেপোলিয়ন ইতালীয় যুদ্ধে যে রণ-পরিকল্পনা নেন তাহা একমাত্র নেপোলিয়নের পক্ষেই রূপান্তরিত করা সম্ভবপর ছিল।

নেপোলিয়নের ইতালী অধিকার

নেপোলিয়ন ইতালীতে one by one বা একের পর এক, যুদ্ধ করার পরিকল্পনা নেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সার্ডিনিয়া হইতে অস্ট্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উভয় শক্তিকে ধ্বংস করা। তিনি মন্ডোভির যুদ্ধে সার্ডিনিয়াকে পরাস্ত করিয়া স্যাভয় ও নিস দখল করেন। সার্ডিনিয়া ইহার ফলে যুদ্ধ ত্যাগ করে। নেপোলিয়ন ইহার পর অস্ট্রিয়াকে মিলান হইতে হঠাইয়া দেন। অস্ট্রিয় বাহিনী ম্যান্টুয়া দুর্গে আশ্রয় লইলে নেপোলিয়ন এই দুর্গ অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ অস্ট্রিয় বাহিনীর উদ্ধারের জন্য অস্ট্রিয়ার নূতন সৈন্য ইতালীতে আসিলে নেপোলিয়ন পরপর আরকোলা (Arcola), লোদী (Lodi) ও রিভোলীর (Rivoli) যুদ্ধে তাহাদের বিধ্বস্ত করেন। ম্যান্টুয়া দুর্গের পতন ঘটে। অস্ট্রিয় সেনাদল পিছু হটিয়া স্বদেশের দিকে পলাইতে থাকিলে তাহাদের পিছু লইয়া নেপোলিয়ন ভিয়েনা নগরীকে বিপন্ন করেন।

লোদী ও রিভোলীর যুদ্ধ জয়

এই পরাজয়ের ফলে অস্ট্রিয়া বাধ্য হইয়া ক্যাম্পো ফোর্মিও (Campo Farmio)-এর সন্ধি (১৭৯৭ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করে। ক্যাম্পো ফোর্মিও ছিল নেপোলিয়নের প্রথম বিজয় বৈজয়ন্তী। এই সন্ধি দ্বারা অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জে ফ্রান্সের অধিকার স্বীকার করে। (২) রাইন নদী পর্যন্ত ফ্রান্সের সীমারেখা অস্ট্রিয়া স্বীকার করে। (৩) রাইন নদী পর্যন্ত ফরাসী সীমান্ত বিস্তারের ফলে যে সকল জার্মান রাজা রাজ্য হারাইবেন, জার্মানীর অবশিষ্ট ভূমি হইতে তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ দানে অস্ট্রিয়া স্বীকৃত হয়। (৪) উত্তর ইতালীর লম্বার্ডির উপর অস্ট্রিয়া অধিকার ত্যাগ করে। (৫) ইহার বিনিময়ে ইতালীর ভিনিসিয়া অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়। (৬) নেপোলিয়ন পোপের সহিত টোলেনশিওর (Tolentio) সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধির দ্বারা পোপ এ্যাভিগননের উপর দাবী ত্যাগ করেন। তিনি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে অর্থ ও প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্র এবং পাণ্ডুলিপি ফ্রান্সকে দিতে বাধ্য হন। (৭) অস্ট্রিয়ার কবল হইতে মুক্ত ইতালীতে নেপোলিয়ন দুইটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। (ক) ইহার একটির নাম ছিল সিসূ আলপাইন প্রজাতন্ত্র (Cis Alpine Republic)। লম্বার্ডি, মিলান প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া ইহা গঠিত হয়। (খ) অপরটি ছিল লাইগুরিয়ান প্রজাতন্ত্র (Ligurian Republic)। ইহা জেনোয়া লইয়া গঠিত হয়। এই প্রজাতন্ত্রগুলি ছিল আসলে

ক্যাম্পো ফোর্মিওর সন্ধি

ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার বেষ্টনী। যেহেতু ফ্রান্সে তখনও প্রজাতন্ত্র ছিল, সেহেতু এই রাজ্যগুলিতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের সংগ্রামকে ইওরোপের জনগণ অভিনন্দন জানায়। বিপ্লবী ফ্রান্স মুক্তিদাতার ভূমিকা নেয়। ক্যাম্পো ফোর্মিও সন্ধির ফলে নেপোলিয়ন স্বদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তা পান। তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিলে লোকে তাঁহাকে জুলিয়াস সিজারের ন্যায় সম্মান জানায়।

ফ্রান্সের ইতালী যুদ্ধে জয়লাভের ফলে প্রথম শক্তি জোট (First Coalition)-এর পতন ঘটে। একমাত্র ইংলণ্ড নির্ভীকভাবে যুদ্ধ চালাইয়া যায়। সুতরাং ডাইরেক্টরী সভা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মিশরের যুদ্ধে নেপোলিয়নকে নিয়োগ করে। নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তায় ডাইরেক্টররা ঈর্ষাকাতর হইয়া পড়ে। ডাইরেক্টরী সভার আশা ছিল যে, এই দুরূহ অভিযানে হয় নেপোলিয়নের পতন ঘটিবে, নতুবা, ইংলণ্ডের পরাজয় হইবে। ফলে যে কোন দিক হইতে তাহারা লাভবান হইবে।

প্রথম জোটের পতন

ইংলণ্ডের সম্পদ সমুদ্রপথে ভারত হইতে আসিত। ভারত ছিল ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ। ভারত হইতে ইংলণ্ডের সম্পদ আনা বন্ধ করিবার জন্য স্থলপথে মিশর হইতে ভারত আক্রমণ করার পরিকল্পনা ফরাসী সরকার রচনা করে। ১৭৯৮ খ্রীঃ নেপোলিয়ন মিশরে সসৈন্যে অবতরণ করিয়া পিরামিডের যুদ্ধে মিশরের ম্যামেলুকদের পরাজিত করেন। কিন্তু ইংরাজ সেনাপতি নেলসন নীল নদের যুদ্ধে ফরাসী নৌ বাহিনী ধ্বংস করিলে, নেপোলিয়নের বাহিনীর সহিত ফরাসী দেশের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ফ্রান্স হইতে সৈন্য ও রসদ সরবরাহ বন্ধ হইলে নেপোলিয়নের অগ্রগতি বন্ধ হয়। নেপোলিয়ন বাধ্য হইয়া ফ্রান্সে ফিরিয়া আসেন।

মিশর অভিযান

নেপোলিয়নের অনুপস্থিতির সময় ডাইরেক্টরী তাহার ইওরোপীয় নীতি পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ডাইরেক্টরী পোপের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া পোপকে নজরবন্দী করায় ক্যাথলিক ইওরোপে ফ্রান্সের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হয়। ডাইরেক্টরী ইতালী ও সুইজারল্যাণ্ডে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা লোপ করিয়া প্রজাতান্ত্রিক শাসন স্থাপন করে। ইহার ফলে ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি বিরক্ত হয়। এই সুযোগে ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিজোট বা সেকেণ্ড কোয়ালিশন গঠন করে। রাশিয়া, তুরস্ক, অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড এই শক্তি জোটে যোগ দেয়।

ডাইরেক্টরীর পতন

নেপোলিয়ন মিশর হইতে স্বদেশে ফিরিয়া ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সভার কুশাসনের জন্য ডাইরেক্টরীর শাসন লোপ করার সিদ্ধান্ত নেন। ফ্রান্সের জনমত ডাইরেক্টরীর কুশাসন অপেক্ষা নেপোলিয়নের নেতৃত্বে একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনব্যবস্থার অনুকূলে যায়। নেপোলিয়ন তাঁহার তীক্ষ্ণ অনুভূতির দ্বারা ইতিহাসের গতি উপলব্ধি করেন। তিনি ব্যারাস ও এ্যাবে সিয়েস নামক দুই ডাইরেক্টরের সহায়তায় ডাইরেক্টরীকে পদচ্যুত করেন। অবশ্য ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সমর্থন তাঁহার পশ্চাতে ছিল। ডাইরেক্টরী লোপ করিয়া নেপোলিয়ন কনসুলেটের শাসন প্রবর্তন করেন।

পাঠ্যসূচী

১। Madelin—The French Revolution.
২। Morse Stephens—Revolutionary Europe.
৩। Riker—Short History of Europe.
৪। Cobban—History of France.
৫। Fisher—History of Europe.
৬। Carlyle—The French Revolution.
৭। Legg—Select Documents of the History of the French Revolution.
৮। Tocquville—The Ancien Regime and Revolution.
৯। J. Rude—The crowd in the French Revolution.
১০। Mathtez—Le Directoire.

সপ্তম অধ্যায়

নেপোলিয়নের সংস্কার : কনসুলেটের শাসন : ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল

(The Reforms of Napoleon : The Government of the Consulate : Results of the French Revolution)

কনসুলেটের সংবিধান (The Constitution of the Consulate) : নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরীর শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করার পর একটি সংবিধানের সাহায্যে ফ্রান্স শাসন করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সংবিধান রচনার জন্য এ্যাবে সিয়েসের উপর ভার দেন। এ্যাবে সিয়েস নূতন সংবিধান রচনার জন্য যে নীতি গ্রহণ করেন তাহার মূল কথা ছিল, "জনসাধারণের নিকট হইতে সরকার আস্থা লইবে, কিন্তু তাহাদের উপর শাসন চাপাইয়া দিবে" (Confidence must come from below and Power from above)[১]। এ্যাবে সিয়েস মনে করেন যে, ফ্রান্সে একটি মজবুত ও কার্যকরী শাসনব্যবস্থা গড়িতে হইলে শাসন বিভাগকে শক্তিশালী করা ছাড়া উপায় ছিল না। নেপোলিয়ন ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি শাসন বিভাগের কর্তা হিসাবে ফ্রান্সকে নূতনভাবে গড়িতে পারিবেন। এই সংবিধানে গণতান্ত্রিক নির্বাচন নীতি স্বীকৃত হইলেও নেপোলিয়নের অধীনে শাসন বিভাগকে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেওয়া হয়। নির্বাচিত আইনসভাকে শক্তিহীন করিয়া Liberty বা গণতন্ত্রের আদর্শকে একটি

কনসুলেটের মূল নীতি

১. David Thomson. P. 28.

মুখের কথায় পরিণত করা হয়। কনস্যুলেট প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়নীয় স্বৈরতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে। এই কারণে বলা হয় যে, "নেপোলিয়ন বিপ্লবকে তাঁহার স্বৈরতন্ত্রের রথের চাকা টানিবার কাজে লাগান" (Napoleon harnessed the Revolution to the chariot of autocracy)।

কনস্যুলেটের সংবিধানে তিনজন কনসাল থাকিবার ব্যবস্থা হয়। এই কনসালেরা আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য মনোনীত হন। (২) সংবিধানে প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়নের নাম উল্লেখ করা হয়।[১] অপর দুই কনসাল হিসাবে সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত হন। প্রথম কনসাল শাসন বিভাগের সকল ক্ষমতার অধিকারী হন। (৩) প্রথম কনসাল সেনাদল ও বৈদেশিক নীতির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব পান। (৪) তিনি কাউন্সিল অফ স্টেটের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আইন রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। প্রথম কনসাল তাঁহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী ছিলেন না। তাঁহার ক্ষমতার উপর কোন সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ ছিল না। (৫) আইনসভাকে ৪টি কক্ষে ভাগ করিবার ফলে ইহার ক্ষমতা কমিয়া যায়। এই ৪টি কক্ষ ছিল সেনেট ; কাউন্সিল অফ স্টেট ; ট্রিবিউনেট ও লেজিসলেটিভ বডি। (৬) আইনসভার সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও মনোনয়ন দুই প্রকার ব্যবস্থা রাখা হয়। সেনেট ও কাউন্সিলের সদস্যরা প্রথম কনসাল দ্বারা মনোনীত হইত। ট্রিবিউনেট ও লেজিসলেটিভ বডির সদস্যরা নির্বাচিত হইবার পর, সেনেট কর্তৃক নিযুক্ত হইত। (৭) আইন রচনার প্রক্রিয়াকে এই ৪টি কক্ষের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কাউন্সিল অফ স্টেট আইনের প্রস্তাব রচনা করিত। ট্রিবিউনেট সেই প্রস্তাবের বিস্তৃত আলোচনা করিত, কিন্তু ভোট দিতে পারিত না। লেজিসলেটিভ বডি এই প্রস্তাব ভোটের দ্বারা গ্রহণ করিত, কিন্তু তাহারা এই প্রস্তাবের ভাল মন্দ আলোচনা করিতে পারিত না। আইন পাশ হইবার পর সেনেট সেই আইনের সাংবিধানিক যৌক্তিকতা বিচার করিয়া চূড়ান্ত অনুমোদন দান বা নাকচ (করিতে পারিত।

কনস্যুলেটের সংবিধান : স্বৈরতন্ত্র

আইন রচনার প্রক্রিয়াকে এইভাবে ভাগ করিয়া আইনসভাকে দুর্বল করিয়া ফেলা হয়। প্রথম কনসাল কাউন্সিল ও সিনেটের মনোনীত সদস্যদের সাহায্যে আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হন। আইনসভার আইন রচনার সার্বভৌম অধিকার হরণ করা হয়। কনস্যুলেটের সংবিধানের দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের Liberty বা স্বাধীনতার আদর্শ লোপ পায়। নেপোলিয়ন এইদিক হইতে বিপ্লবের গণতান্ত্রিক আদর্শকে ধ্বংস করেন। পরবর্তীকালে নেপোলিয়ন নিজেই বলেন যে, "I destroyed the Revolution" অর্থাৎ আমিই বিপ্লব ধ্বংস করিয়াছিলাম। যদিও কনস্যুলেট ছিল একটি প্রজাতন্ত্র ; কিন্তু এই প্রজাতন্ত্র ছিল অন্তঃসার-শূন্য। কারণ ইহাতে প্রজার দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কোন ক্ষমতা ছিল না। ইহা ছিল প্রাচীন রোমান সম্রাট

কনস্যুলেটের সংবিধানের সমালোচনা

১. V. Cronin—Napoleon.

জুলিয়াস সিজারের একনায়কতন্ত্রের ন্যায় একটি ছদ্ম রাজতন্ত্র (A Caesarism on a popular basis)। ফরাসী ঐতিহাসিক কোবানের মতে, "কনসুলেটের শাসন যন্ত্রের ইঞ্জিন ও বাষ্প ছিলেন প্রথম কনসাল।"[১] যাহা হউক কনসুলেটের সংবিধান সম্পর্কে জনমত যাচাই করিবার জন্য নেপোলিয়ন ইহাকে গণভোটে দেন। প্রায় তিন মিলিয়ান ভোট ইহার স্বপক্ষে ও ১৫৬২ ভোট বিপক্ষে পড়ে।

কনসালরূপে নেপোলিয়নের শাসন সংস্কার (The Reforms under Napoleon): নেপোলিয়ন প্রথম কনসাল পদে অধিষ্ঠিত হইয়া শাসন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজে হাত দেন (শাসন সংস্কারের কথা উপরে বলা হইয়াছে)। (১) বিধান সভার শাসনকালে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ব্যাপকতার ফলে ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়ে। নেপোলিয়ন প্রথম কনসাল পদে বসিয়া দৃঢ় হাতে কেন্দ্রীকরণের কাজে হাত দেন। কনসুলেটের সংবিধানে প্রথম কনসাল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। (২) তিনি আইন করেন যে, প্রদেশের ও জেলার শাসনকর্তাকে আর নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ করা হইবে না। তাহারা প্রথম কনসাল দ্বারা মনোনীত ও নিযুক্ত হইবে। ইহার ফলে তাহারা প্রথম কনসালকে আনুগত্য জানাইতে বাধ্য হয়। (৩) সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী, বিচারক প্রভৃতিকে প্রথম কনসাল দ্বারা নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়। (৪) নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারী নিয়োগ প্রথা রদ করা হয়। (৫) প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা প্রিফেক্টগণকে দৃঢ়ভাবে কোড নেপোলিয়ন বা নেপোলিয়নের আইনাবলী কার্যকরী করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। (৬) বিপ্লবের যুগের ৮৩টি ডিপার্টমেণ্ট বা প্রদেশ বহাল রাখা হয়। ইহার উপর প্রিফেক্ট নিয়োগ করা হয়। প্রতি জেলায় নিযুক্ত হয় উপ-প্রিফেক্ট। এই ব্যবস্থার ফলে প্রদেশ ও জেলা শাসনের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়।

কেন্দ্রীকরণ নীতি

ষোড়শ লুইয়ের আমল হইতে ফ্রান্সের অর্থব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। নেপোলিয়ন জানিতেন যে, দৃঢ় অর্থব্যবস্থা হইল সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের প্রাণশক্তি। তিনি ফ্রান্সের ভাঙ্গিয়া যাওয়া অর্থ ব্যবস্থাকে গড়িবার কাজে হাত দেন। (১) নেপোলিয়ন সরকারী দপ্তরগুলিতে ব্যয় সঙ্কোচের দৃঢ় নির্দেশ দেন। তিনি স্বয়ং সরকারী বাজেট পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের হার স্থির করিয়া দেন। (২) তিনি অর্থ দপ্তরকে দুইভাগ করিয়া রাজস্ব দপ্তর ও অডিট দপ্তর গঠন করেন। অডিট বিভাগ সরকারী ব্যয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিত।[২] নেপোলিয়ন অডিট রিপোর্টগুলি পাঠ করিতেন। যে সকল দপ্তরের ব্যয় সম্পর্কে রিপোর্টে সমালোচনা থাকিত, তিনি সেই দপ্তরকে সতর্ক করিয়া দিতেন। (৩) নেপোলিয়ন ফরাসী জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন যে, সরকারকে কর আদায় দেওয়া প্রতি নাগরিকের কর্তব্য। তিনি নিয়মিতভাবে কর আদায়ের

অর্থ নৈতিক ও রাজস্ব-সংস্কার

১. Cobban—History of France. Vol. II. P. 16.

২. V. Cronin—Napoleon. P. 241.

ব্যবস্থা করেন। তিনি সকল প্রকার বাড়তি কর রহিত করিয়া কয়েকটি নির্দিষ্ট কর আদায়ের নিয়ম করেন। (৪) তিনি আয়কর বাবদ ৬৬০ মিলিয়ন ফ্রাঁ আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া ভূমিরাজস্ব প্রভৃতি অন্যান্য করও আদায় করা হইত। তিনি প্রত্যক্ষ করের বদলে পরোক্ষ করের দিকে বেশী আগ্রহ দেখান। নিয়মিত কর আদায়ের ফলে এবং ব্যয় সংক্ষেপের ফলে সরকারের অর্থ সংকট দূর হয়। (৫) নেপোলিয়ন নিয়ম করেন যে, প্রাদেশিক সভাগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করিতে পারিবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা সরাসরি কর আদায় করিবে। (৬) নেপোলিয়ন ১৮০০ খ্রীঃ ব্যাংক অফ ফ্রান্স স্থাপন করেন। ৩০ মিলিয়ন ফ্রাঁ মূলধন লইয়া এই ব্যাংক স্থাপন করা হয়। এই ব্যাংক হইতে শতকরা ৬% হারে অর্থ ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাংকের সাহায্যে মুদ্রা ব্যবস্থার সংগঠন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। (৭) নেপোলিয়নের অর্থ সংস্কারের ফলে ফ্রান্সে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটে। শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়। জিনিষপত্রের দাম কমার ফলে লোকের স্বস্তি ফিরিয়া আসে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে নিজ নামে স্বর্ণ মুদ্রার প্রবর্তন করেন। স্টক একসচেঞ্জ স্থাপন করিয়া ফাটকা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

আইন বিধি রচনা

নেপোলিয়নের অন্যতম বিখ্যাত সংস্কার ছিল ফ্রান্সের আইন সংস্কার অথবা কোড নেপোলিয়নের প্রবর্তন। বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বহু নূতন আইন পাশ হয়। আবার বুরবোঁ সরকারের অনেক পুরাতন আইনও বহাল ছিল। এছাড়া প্রতি প্রদেশে স্থানীয় আইন ছিল। এই সকল আইনগুলির মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল না। নেপোলিয়ন স্থির করেন যে, বিপ্লবের অন্যতম মূল আদর্শ "সাম্য" বা Equality-কে স্বীকার করিয়া ফ্রান্সে নূতন সমাজ গঠনের জন্য আইন-গুলিকে সংকলন ও পরিমার্জনা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে তিনি আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন ট্রনসেট (Tronchet) নামে আইনবিদ্। নেপোলিয়ন এই কমিটির সুপারিশক্রমে ফ্রান্সে যে নূতন আইনাবলী চালু করেন তাহার নাম ছিল কোড নেপোলিয়ন (Code Napoleon)।

কোড নেপোলিয়ন

কোড নেপোলিয়নের তিনটি অংশ ছিল যথা; দেওয়ানী কোড; ফৌজদারী কোড এবং বাণিজ্যিক কোড। নেপোলিয়নের আইনগুলি সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় রচিত হয়। দেওয়ানী আইনগুলিতে (১) আইনের চক্ষে সকল ব্যক্তির সমান অধিকার স্থাপিত হয়। (২) সামাজিক সাম্য স্থাপিত হয়। কোন ব্যক্তি বা পরিবারের বিশেষ অধিকার বিলোপ করা হয়। (৩) বংশ কৌলিন্য বা কাঞ্চন কৌলিন্য বাদ দিয়া যোগ্যতার ভিত্তিতে যে কোন নাগরিককে চাকুরী পাইবার অধিকার দেওয়া হইবে (Career open to talents)। (৪) পৈত্রিক সম্পত্তিতে সকল সন্তানের সমান অধিকার দান করা হয়। (৫) বিপ্লবের ফলে সামন্ততন্ত্র লোপ করিয়া যে নূতন ভূমি বন্দোবস্ত করা হয়, আইনে তাহাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইহার ফলে কৃষক ও মধ্যবিত্ত যাহারা বিপ্লবের আমলে ভূমি লাভ করিয়াছিল তাহারা নেপোলিয়নের প্রতি

কৃতজ্ঞ থাকে।[১] ভূমিদাস প্রথা, কর্ভি, টাইদ, ম্যানর প্রথা প্রভৃতি সকল অন্যায় ব্যবস্থার অবসান ঘটান হয়। মোট কথা বিপ্লবের সময় বৈষম্যমূলক অধিকার লোপ করিয়া যে সকল আইন করা হয়, তাহা নেপোলিয়ন বহাল রাখেন। (৬) কোড নেপোলিয়নের সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয়। (৭) বিপ্লবের যুগে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। সন্তান ও স্ত্রীর উপর পিতার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব বিনষ্ট হয়। কোড নেপোলিয়ন দ্বারা পুনরায় পরিবারে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনা হয়। (৮) রেজেণ্ট্রি বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ বৈধ বলিয়া ঘোষিত হয়। (৯) সন্তানদের ভরণপোষণ পিতার বৈধ দায়িত্ব বলিয়া ঘোষিত হয়। (১০) বিচার ব্যবস্থার সংগঠন করিয়া জুরি প্রথা চালু করা হয়। (১১) রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণ অপরাধী না ভাবিয়া স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়। (১২) প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) এবং রোমান আইনের (Roman Law) সমন্বয় করিয়া কোড নেপোলিয়ন রচনা করার ফলে ইওরোপের অনেক দেশে এই আইন গৃহীত হয়। ফলে কোড নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সীমা ছাড়াইয়া ইওরোপে স্বীকৃতি পায়। বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গে এই আইন এখনও প্রচলিত আছে।[২]

শিক্ষা সংস্কার

নেপোলিয়ন ফ্রান্সে জাতীয় শিক্ষার সংস্কার করেন। শিক্ষা সংগঠনের ক্ষেত্রেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সম্পন্ন সুনাগরিক সৃষ্টি করা। অবশ্য এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিতে নেপোলিয়নকেই বুঝাইত। শিক্ষকদের কর্তব্য ছিল ছাত্রদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যে দীক্ষা দেওয়া। কঁদরসেত (Condarset) নামে শিক্ষাবিদ জাতীয় শিক্ষার যে কাঠামো নির্মাণ করেন নেপোলিয়ন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা সংগঠন করেন। প্রতি কমিউনে প্রিফেক্ট বা সাবপ্রিফেক্টের অধীনে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। মাধ্যমিক বা গ্রামার বিদ্যালয়ে ভাষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার নিয়ম করা হয়। শহরে কয়েকটি আদর্শ সরকারী বিদ্যালয় বা লাইসী (Lycee) স্থাপন করা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা লাভ করার ব্যবস্থা করা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচী বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাঠ্যসূচীকে ঢালিয়া সাজান হয়। যাহাতে ছাত্রদের মনে কনসুলেট সম্পর্কে বিতর্ক ও স্বাধীন চিন্তা না দেখা দেয়; এজন্য এই দুইটি বিষয়কে সতর্কতার সহিত পড়ান হইত। ইঞ্জিনিয়ারিং, কারিগরী, সামরিকবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় বা নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন করা হয়। নেপোলিয়নের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তার স্থান ছিল না। সংবাদপত্র, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়। তবে তিনি ক্যাথলিক গীর্জার কবল হইতে শিক্ষাকে রক্ষা করেন। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

---

১. D. Thomson—P. 88.

২. Vincent Cronin—P. 245.

নেপোলিয়ন রাষ্ট্রের সেবা ও অন্যান্য যোগ্যতার পুরস্কারের জন্য লিজিয়ন অফ অনার (Legion of Honour) নামে একপ্রকার উপাধির প্রবর্তন করেন। তিনি ফ্রান্সে বহু রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করেন। ২২৯টি সামরিক রাস্তা ও ইতালীর সহিত যোগাযোগের জন্য আল্পস পর্বতের গিরিপথ দিয়া দুইটি রাস্তা তাঁহার আমলে নির্মিত হয়। লুভর (Louvre) যাদুঘরকে নেপোলিয়ন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যাদুঘরে পরিণত করেন। ফ্রান্সে বহু উদ্যান, প্রাসাদ নির্মিত হয়। সমগ্র ফ্রান্স কর্মমুখর হইয়া পড়ে।

জনহিতকর কাজ

নেপোলিয়নের অন্যতম বিখ্যাত সংস্কার ছিল ধর্ম বিষয়ক সংস্কার। ইহার নাম ছিল কনকর্ড্যাট (Concordat) বা মীমাংসা নীতি। বিপ্লবী আমলে সিভিল কনষ্টিটিউশন অফ ক্লার্জি (Civil Constitution of Clergy) (১৭৯১) দ্বারা গীর্জার জাতীয়করণ করিয়া পোপের ক্ষমতা সমূলে লোপ করা হইয়াছিল (আগে পৃঃ ৪৬ দেখ)। পোপ এই ব্যবস্থা মানিয়া না লইবার ফলে বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত তাঁহার স্থায়ী বিরোধ চলে। নেপোলিয়ন বিপ্লবী ফ্রান্সের জাতীয় গীর্জার নীতির সহিত পোপের দাবীর সামঞ্জস্য করিয়া মীমাংসা (Concordat) রচনা করেন। ১৮০১ খ্রীঃ এই কনকর্ড্যাট বা মীমাংসা দ্বারা স্থির হয় যে, ফরাসী গীর্জার যাজকেরা রাষ্ট্র দ্বারা নিযুক্ত হইবার পর পোপ এই নিয়োগ অনুমোদন করিবেন। যাজকেরা রাষ্ট্রের নিকট বেতন পাইবে। গীর্জার সম্পত্তি যাহা বিপ্লবী আমলে বাজেয়াপ্ত হয় তাহা পোপ স্বীকার করিয়া নেন। ফ্রান্সে ক্যাথলিক ধর্ম বজায় থাকিবে, কিন্তু তাহা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। এইভাবে তিনি গ্যালিক্যান মতবাদের সহিত ভ্যাটিক্যান মতবাদের সমন্বয় করেন।

কনকর্ড্যাট বা ধর্ম সংস্কার

নেপোলিয়নের শাসন ও সামাজিক সংস্কারগুলিকে পর্যালোচনা করিয়া ঐতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করিয়াছেন যে, "যদিও নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় নাই, তাহার অসামরিক সংস্কারগুলি গ্রানাইট প্রস্তরের ভিত্তির উপর স্থায়ীভাবে নির্মিত হয়" (If the conquests of Napoleon were ephemaral, his Civilian work in France was built upon granite)।[১] নেপোলিয়নের এই সংস্কারগুলি কেবল মাত্র ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন ঘটায় নাই, সমগ্র ইওরোপে তাহা নূতন সমাজ ব্যবস্থার সূচনা করে। ঐতিহাসিক রেড্ডাওয়ের (Reddaway) মতে, "যেখানেই নেপোলিয়নের সেনাদল যায়, সেখানে আর পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসে নাই" (Whereever the Napoleonic army went, things were not the same again)।[২] তিনি ফ্রান্সে শৃংখলার সহিত স্বাধীনতা ও সাম্যের সমন্বয় সাধন করেন। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র সন্ত্রাসের রাজত্বের আমলে যে সংহার মূর্তি ধরিয়াছিল, নেপোলিয়ন সেই আত্মনাশী অরাজকতা ও স্বৈরাচারকে শৃংখলায় বাঁধিয়া ফেলেন। তাঁহার শাসনে ফ্রান্সে স্বস্তি ও

নেপোলিয়নের সংস্কারগুলির সুফল এবং বৈশিষ্ট্য

১. Fisher—P. 836.

২. Reddaway—A History of Europe. Vol. VII.

রাজনৈতিক শান্তি ফিরিয়া আসে। বহু উন্নয়নমূলক কাজ হয়। ডেভিড টমসনের মতে, "বোনাপার্ট ফ্রান্সকে শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়া শান্তি স্থাপন করেন" (Bonaparte disciplined France and established order)।[১]

কেহ কেহ নেপোলিয়নকে "বিপ্লবের সন্তান" (Child of Revolution) বলেন। ফরাসী বিপ্লবের দুই প্রধান আদর্শ স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে তিনি স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেন। কনসুলেটের সংবিধান দ্বারা তিনি প্রথম কনসালরূপে প্রকৃতপক্ষে একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। কনসুলেটের অধীনে গণতন্ত্রকে একটি মুখোশ হিসাবে রক্ষা করা হয়। আইনসভাকে সার্বভৌম ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হয়। নেপোলিয়ন সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রথার পরিবর্তে মনোনয়ন প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি প্রাদেশিক সভাগুলির ক্ষমতা লোপ করেন। প্রদেশ ও জেলার শাসনকর্তাদের নির্বাচনের দ্বারা নিযুক্তির বদলে তিনি নিয়োগ প্রথা চালু করেন (আগে পৃঃ ৮৮ দেখ)। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। তিনি সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার বদলে সকল ক্ষমতা নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করেন। এই কারণে তাঁহাকে "বিপ্লবের ধ্বংসকারী" বা প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায়। নেপোলিয়ন স্বয়ং ইহা উপলব্ধি করিয়া বলেন যে, "I destroyed the Revolution," আমিই বিপ্লব ধ্বংস করিয়াছিলাম।" অপর দিকে তাঁহার সাংগঠনিক সংস্কারগুলি বিপ্লবের অপর আদর্শ সাম্যের (Equality) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি বিপ্লবের যুগের ভূমি সংস্কার রক্ষা করেন। বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও বিশেষ অধিকার লোপ করেন। Career open to talent বা যোগ্যতাকেই একমাত্র স্বীকৃতি দিয়া তিনি সাম্যকে স্থাপন করেন। ফলে যাহাদের বংশ কৌলিন্য, কাঞ্চন কৌলিন্য ছিল না এমন বহু লোক বিভিন্ন উচ্চ পদে যোগ দিয়া তাহাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়। তিনি নিজেই সাধারণ পরিবারের সন্তান হইলেও বিপ্লবের ফলেই নেতৃত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পান। তিনি কোড নেপোলিয়নের মাধ্যমে সাম্যকে আইনগত স্বীকৃতি দেন। পিতার সম্পত্তিতে সকল সন্তানের অধিকার দেওয়া হয়। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি চালু রাখা হয়। আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়। এইভাবে নেপোলিয়ন যে সংস্কার প্রবর্তন করেন ইহার ফলে ফরাসী কৃষক ও বুর্জোয়া শ্রেণী বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এই দিক হইতে তাঁহাকে "Heir and executor of the Revolution" বা "বিপ্লবের উত্তরাধিকারী" এবং ইহার নির্বাহক বলা যায়।

বিপ্লবের মূল আদর্শ হইতে বিচ্যুতি

নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ (Napoleon and the Ideas of the French Revolution): নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের সন্তান। নেপোলিয়নের জন্ম কোন ফরাসী অভিজাত পরিবারে হয় নাই। কর্সিকার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের পক্ষে ফ্রান্সের সম্রাট পদে আরোহণ করা সাধারণ অবস্থায় আদপেই সম্ভব ছিল না। কারণ রাজতন্ত্র ছিল বংশানুক্রমিক। নেপোলিয়ন নিজেই বলেন যে, "আমি ফ্রান্সের রাজমুকুটকে মাটিতে

নেপোলিয়নের সহিত বিপ্লবের সম্পর্ক

১. D. Thomson—P. 39.

পড়িয়া থাকিতে দেখি। আমি তরবারির দ্বারা তাহা তুলিয়া লই" (I found the crown of France lying on the ground ; I picked it up with my sword)। যদি বিপ্লবের তরঙ্গ পুরাতনতন্ত্রকে না ভাঙিয়া দিত, তবে সাধারণ পরিবারের এই সন্তানের পক্ষে কোনদিন ফ্রান্সের শাসক পদ লাভ করা সম্ভব হইত না।

যেহেতু বিপ্লব তাঁহাকে ক্ষমতা লাভের সুযোগ করিয়া দেয়, সেহেতু বিপ্লব সম্পর্কে নেপোলিয়নের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল তাহা বিশ্লেষণ করা দরকার। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনে বসিয়া নেপোলিয়ন যে আত্মজীবনী রচনা করেন, তাহাকে নেপোলিয়নের লিজেণ্ড (Napoleonic legend) বা উপাখ্যান বলা হয়। এই গ্রন্থে তিনি দুইটি পরস্পর-বিরোধী উক্তি করেন যাহা বিশেষ উল্লেখ্য। তিনি বলেন যে, "আমিই বিপ্লব" (I am the Revolution) ; আবার তিনি বলেন যে, "আমিই বিপ্লবকে ধ্বংস করিয়াছি" (I destroyed the Revolution)।

নেপোলিয়নের মন্তব্য

নেপোলিয়নের উপরোক্ত দুইটি উক্তি পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও এক অর্থে সত্য। নেপোলিয়নের উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইলে সর্বপ্রথম বিপ্লবের মূল আদর্শ কি ছিল তাহার আলোচনা প্রয়োজন। (১) সর্বসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ছিল বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল। ইহাকেই বলা হয় Liberty বা স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র। (২) ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতিও ছিল লিবার্টি বা 'স্বাধীনতা' আদর্শের অঙ্গ। (৩) স্বৈরতন্ত্রকে লোপ করিবার জন্য বিপ্লবের আমলে সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। প্রাদেশিক সভা, নগর কমিউনগুলির ক্ষমতা বাড়ান হয়। স্থানীয় শাসনকর্তাদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের ফলে তাহাদের উপর স্থানীয় জনগণের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। (৪) দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য Law of Maximum দ্বারা জিনিষপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয়। Law of Minimum দ্বারা মজুরীর সর্বনিম্ন পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হয়। দরিদ্র ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট হারে মজুরী পাইবার সুযোগ পায়। (৫) বিপ্লবের ফলে সামন্ত প্রথার বিলোপ হয়। সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার লোপ করিয়া সামাজিক সাম্য স্থাপন করা হয়। সামন্তদের ভূমিগুলি কৃষকদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা হয়। গীর্জার সম্পত্তিও জাতীয়করণ করা হয়। যাজকদের সরকারী কর্মচারীর ন্যায় বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। (৬) আইনের নিকট সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্থাপিত হয়। মোট কথা বিপ্লবে স্বাধীনতা বা লিবার্টি (Liberty) বা গণতন্ত্র এবং সাম্য বা Equality দুই প্রধান আদর্শ হিসাবে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিপ্লবের মূল আদর্শ

নেপোলিয়ন তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় এই আদর্শগুলিকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করেন তাহা বিচার করিলে বিপ্লবের প্রতি তাঁহার আনুগত্য বুঝা যাইবে। (১) নেপোলিয়ন কনসুলেট নামে যে সংবিধান স্থাপন করেন তাহার দ্বারা সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন সভা গঠন রদ করা হয়। তিনি কনসুলেট দ্বারা স্বৈরশাসন স্থাপন করেন। প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। নামে মাত্র

বিপ্লবের মূল আদর্শ ও নেপোলিয়নের স্বৈরতান্ত্রিক নীতি

প্রজাতন্ত্র রাখিয়া কার্যতঃ তিনি স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করেন (বিশদ বিবরণ পৃঃ ৮৬ দেখ)। (২) নেপোলিয়ন তাঁহার স্বৈর ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য প্রাদেশিক সভাগুলির ক্ষমতা হ্রাস করেন। প্রাদেশিক কর্মচারীদের তিনি নিয়োগ করিয়া তাহাদের নিয়ন্ত্রণে আনেন। নেপোলিয়নের অতিকেন্দ্রিকতার ফলে স্বৈরাচার বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবের আদর্শ বিনষ্ট হয়। (৩) নেপোলিয়ন কনসুলেটের সংবিধানে সন্তুষ্ট না হইয়া, ১৮০২ খ্রীঃ প্রথম কনসালের পদকে যাবজ্জীবন কনসালের পদে রূপান্তরিত করেন। ১৮০৪ খ্রীঃ কনসুলেটের সংবিধান লোপ করিয়া তিনি প্রথম সম্রাট পদ গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা প্রজাতন্ত্রের যে মুখোসটুকু ছিল তাহাও খুলিয়া পড়ে। নেপোলিয়নের অধীনে নগ্ন স্বৈরতন্ত্র স্থাপিত হয়। অ্যালফ্রেড কোবানের মতে, নেপোলিয়ন তাঁহার স্বৈরতন্ত্রকে ঢাকা দেওয়ার জন্য মুখোস হিসাবে আইনসভা ও নির্বাচনকে ব্যবহার করেন।[1] আসলে তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ Liberty বা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেন।

নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ সাম্য (Equality)-কে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, "ফরাসী জাতি স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র চায় না ; তাহারা সাম্য চায়" (What the nation wants is not Liberty but Equality)। তিনি বিভিন্ন আইন দ্বারা সাম্যনীতিকে স্থায়িত্ব দেন। (১) ১৭৯১—৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বিপ্লবী শাসনের দ্বারা সামন্ত প্রথা, সামন্ত কর, স্থানীয় শুল্ক প্রভৃতি বিশেষ অধিকার লোপ করা হয়। নেপোলিয়ন এই বিপ্লবী আদেশগুলি বহাল রাখেন। (২) বিপ্লবের যুগের ভূমি ব্যবস্থাকেও তিনি স্বীকৃতি দেন। (৩) বিপ্লবের আমলে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ (Career open to talent) যে নিয়ম হইয়াছিল তিনি তাহাকে স্বীকৃতি দেন। (৪) তিনি সামাজিক সাম্য স্থাপন করেন। (৫) কোড নেপোলিয়ন দ্বারা আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার স্থাপন করেন। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে রক্ষা করা হয়। (৬) Concordat দ্বারা তিনি গীর্জার সম্পত্তির জাতীয়করণকে স্বীকৃতি দেন। সাম্য নীতি গ্রহণ করার ফলে তাঁহার দাবী "I am the Revolution" আংশিকভাবে যুক্তিযুক্ত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

নেপোলিয়ন কর্তৃক সাম্য আদর্শ গ্রহণ

নেপোলিয়ন বিপ্লবের স্বাধীনতা নীতিকে ত্যাগ করিয়া স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করার ফলে বিপ্লবের আদর্শের পতন ঘটে একথা বলা যায়। রুশোর আদর্শকে অনুসরণ করিয়া যে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ বিপ্লবের সময় গড়িয়া উঠে, নেপোলিয়ন তাহাকে ধ্বংস করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের সন্তান (Child of the Revolution)। কারণ তিনি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নীতি সাম্যকে গ্রহণ করেন। ফিলিপ গডেলার (Philip Guedella) মতে, "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যে বিপ্লব ব্যাহত না হইয়া বিস্তৃত হয়" (The Empire was

নেপোলিয়নের সংস্কারের স্ববিরোধিতা : নেপোলিয়নের যুগ ফরাসী বিপ্লবের অবসানের সূচক

১. A. Cobban—Vol. II. P. 16.

not an interruption but an extention of the Revolution)।[১] কারণ তাঁহার সাম্রাজ্যে তাঁহার সংস্কারগুলি স্থাপিত হয়। কিন্তু এই অভিমত যুক্তিসম্মত মনে করা যায় না। নেপোলিয়ন Liberty বা প্রজাতন্ত্রের আদর্শকে ত্যাগ করেন। তিনি দরিদ্র সাধারণের স্বার্থে Law of Maximum এবং Law of Minimum এর পুনঃ প্রবর্তন করেন নাই। সুতরাং তিনি পুরোদস্তুর সাম্য প্রবর্তন করেন ইহাও বলা যায় না। তিনি বিপ্লবকে নিজ প্রয়োজনমত ব্যবহার করেন। আসলে তিনি যে মধ্যপন্থা নীতি নেন তাহার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী উপকৃত হয়। নেপোলিয়নের অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি ছিল বুর্জোয়া স্বার্থের রক্ষক। কিন্তু সমাজের দরিদ্রতম লোকেরা তাঁহার সংস্কারের ফলে উপকৃত হয় নাই। এই কারণে তাঁহার শাসনে একটি স্ববিরোধিতা (contradiction) ছিল।

লেফেভর, গুডউইন, জোয়ারেস, মাতিয়ে প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা ডাইরেক্টরীর শাসনকালকেই বিপ্লবের শেষ পর্যায় বলিয়া ধরিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্রের ফলে বিপ্লব ধ্বংস হয়। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ইওরোপে বিপ্লবের আদর্শ ছড়ায় ইহা খুব সঠিক কথা নহে। কারণ তাঁহার সাম্রাজ্য ছিল শোষণ ও স্বৈরাচারের উপর স্থাপিত। ইহা ছিল বিপ্লবের Fraternity বা মৈত্রী বা সৌভ্রাত্র নীতির পরিপন্থী। নেপোলিয়ন ইওরোপের জনগণকে রাজতন্ত্রের শাসন হইতে মুক্ত করিয়া নিজ আধিপত্যে আনেন। তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি স্ববিরোধ ছিল। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত ও আত্মঘাতী স্ববিরোধ এই সাম্রাজ্যের পতন আনে।"[২] সুতরাং নেপোলিয়নকে প্রকৃতপক্ষে "বিপ্লবের সন্তান" (Child of Revolution) বলা যায় না।

ফ্রান্সে একনায়কতন্ত্র স্থাপনে নেপোলিয়নের সাফল্যের কারণ (Causes of Napoleon's success in establishing his dictatorship on France) : বিপ্লবী ফ্রান্স সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ ত্যাগ করিয়া নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্রের বেদীর নিকট কি কারণে নতজানু হইয়া যায় তাহা ইতিহাসের ছাত্রের শিক্ষণীয়। নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্রের উৎপত্তির একটি প্রধান কারণ ছিল বিপ্লব সম্পর্কে ফরাসী জাতির হতাশাবোধ। "বিপ্লবের আশাবাদ, শেষ পর্যন্ত হতাশায় পরিণত হইয়া নেপোলিয়নের পদতলে পতিত হয়" (It was hope that made the Revolution, it was despair that led it at the feet of Napoleon)। সন্ত্রাসের রাজত্বের রক্তাক্ত ও ভয়ংকররূপ সাধারণ ফরাসীদের মনে বিপ্লব সম্পর্কে হতাশা জাগায়। রাইকারের (Riker) মতে, লোকে ভাবিতে থাকে যে, "যদি বিপ্লবের অর্থই হয় অজস্র রক্তপাত তবে ইহা রাজতন্ত্র অপেক্ষা ক্ষতিকর।" সুতরাং সন্ত্রাসের রাজত্বের বাড়াবাড়ি বিপ্লবের আশাবাদকে বিনষ্ট করে। দ্বিতীয়তঃ, সন্ত্রাসের রাজত্বের পতনের পর

সন্ত্রাসের শাসনের ভয়াবহতা এবং থার্মিডরীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা : হতাশাবোধ

১. P. Guedella. P. 225.

২. D. Thomson—P. 24.

যে থার্মিডোরীয় শাসন (পৃঃ ৬৬ দেখ) আরম্ভ হয় তাহা ছিল এমনই প্রতিক্রিয়াপন্থী যে তাহা বিপ্লবের মূলগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেয়। জ্যাকোবিন দমনের নামে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখল করিয়া এক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার পত্তন করে। মাদেলাঁর মতে, "বিপ্লবের প্রকৃত সন্তানেরা দমিত হয়। সাঁকুলেৎশ্রেণী রঙ্গমঞ্চ হইতে প্রস্থান করে।" ইহার ফলে ডাইরেক্টরীর শাসনকালে বুর্জোয়াশ্রেণী পুনরায় ক্ষমতায় আসে। সাধারণ লোকে ডাইরেক্টরীর শাসনে বিরক্ত অথবা উদাসীন হইয়া যায়।

জনসাধারণের এই হতাশার মধ্যে নেপোলিয়ন রঙ্গমঞ্চে নূতন নায়ক হিসাবে আবির্ভূত হন। লোকে মনে করে যে, এই প্রতিভাবান সেনাপতি ফ্রান্সে দ্রব্যমূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটাইয়া শৃংখলা ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইবেন। কৃষক ও মধ্যবিত্তশ্রেণী মনে করেন, বিপ্লবের আমলে জমিতে তাঁহারা যে অধিকার পান নেপোলিয়ন তাহা রক্ষা করিবেন। নেপোলিয়ন গণসমর্থনের সাহায্যে তাঁহার একনায়কত্ব কায়েম করেন।

নেপোলিয়নের দ্বারা সামাজিক স্থিতিশীলতা লাভের বাসনা

ফ্রান্সের সহিত ইওরোপের রাজশক্তিগুলির যে বৈদেশিক যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধে নেপোলিয়ন যে অসাধারণ সাফল্য দেখান তাহা জাতিকে মোহিত করে। ডাইরেক্টরগণ অপেক্ষা নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা অনেক বেশী হয়। নেপোলিয়নই ফ্রান্সের একমাত্র ত্রাণকর্তা ইহা অনেকে ভাবিতে থাকে। বৈদেশিক যুদ্ধে তিনি যে পারদর্শিতা দেখান, আভ্যন্তরীন শাসন সংগঠনে তাহা তিনি দেখাইতে পারিবেন এই বিশ্বাস লোকের মনে জন্মায়। একদা প্রাচীন রোমে জুলিয়াস সিজার তাঁহার সামরিক গৌরবকে সম্বল করিয়া যেরূপ রোমের প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করেন, নেপোলিয়ন তাঁহার সামরিক গৌরবের প্রেক্ষাপটকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কাজে লাগান।

নেপোলিয়নের সামরিক সাফল্য

নেপোলিয়ন সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। নেপোলিয়নের শাসনে বিপ্লবের মূল পরিবর্তনগুলি রক্ষিত হইবে অথচ শৃংখলা ফিরিয়া আসিবে এই সম্ভাবনা ফরাসী জাতিকে প্রভাবিত করে। এ্যাবে সিয়েস প্রভৃতি প্রবীণ বিপ্লবী নেতারা নেপোলিয়নকে সমর্থন করায় এই ধারণা বলবতী হয়। এ্যাবে সিয়েস কনসুলেটের সংবিধান রচনার প্রাক্কালে ঘোষণা করেন যে, নূতন সংবিধানে জনগণের আস্থার সহিত শৃংখলার সমন্বয় করা হইবে (Confidence from below and authority from above)। ফ্রান্সের সেনাদলও নেপোলিয়নের উত্থানকে স্বাগত জানায়।

নেপোলিয়ন কর্তৃক বিপ্লবের মূল্যবান পরিবর্তনগুলি রক্ষার আশা

সর্বশেষে, নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাও তাঁহার সাফল্যের মূলে কাজ করে। বাস্তববাদী নেপোলিয়ন উপলব্ধি করেন যে, ফরাসী জাতির একটি বৃহৎ অংশের যথা কৃষক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে বিপ্লবের ফলে যে সকল সুযোগ আসিয়াছিল তাহাকে তাহারা বজায় রাখিতে আগ্রহী ছিল। নেপোলিয়ন এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

নেপোলিয়ন কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা

তিনি বলেন যে, "লোকে যেরূপ শাসনব্যবস্থা চায় ; আমি তাহাই স্থাপন করিয়াছি" (My policy consists in governing men as they wish to be governed)। ঐতিহাসিক ফিসার মনে করেন যে, "বিপ্লবের চরমপন্থী আদর্শের প্রতি সাধারণ লোকের সমর্থন ছিল না। সাধারণ লোক ছিল বিপ্লবের সার্থকতা সম্বন্ধে উদাসীন, নিজ স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী। কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকই ছিল বিপ্লবের চরমপন্থী মতবাদের অনুরাগী" (Revolutions are worked by small fanatics)।[১] নেপোলিয়ন জনসাধারণের এই শান্তিপ্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের সুযোগ নেন।

তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রকৃতই প্রতিভাবান শাসক। বিপ্লবের মন্থনে যে গরল উঠিয়াছিল তাহাকে শোধন করিয়া তিনি অমৃতে পরিণত করেন। সাম্য প্রভৃতি বিপ্লবের আদর্শগুলিকে তিনি রূপায়িত করেন এবং স্বাধীনতার আদর্শকে ত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন যে, "ফরাসী জাতি সাম্য চায়, স্বাধীনতা চায় না" (What the French people want is equality, not Liberty)। তাছাড়া তাঁহার সামরিক জয়ের গৌরবের মদিরা জাতিকে পানপাত্র ভরাইয়া পান করান। সুতরাং তাঁহার উত্থান সহজতর হয়।

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল (Results of the French Revolution) : রুশ বিপ্লব ছাড়া, মানব জাতির ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় ব্যাপক ও গভীর মূল বিপ্লব আর ঘটে নাই। "দানবীয় ঝাঁটা"র (Giants' sweep) ন্যায় এই বিপ্লব বহু পুরাতন জরাজীর্ণ ব্যবস্থাকে ঝাঁটাইয়া ফেলে এবং নূতন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে একশ্রেণীর ঐতিহাসিকের মধ্যে উচ্ছ্বাস প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা ইহার গুরুত্বকে লঘু করেন। যাহা হউক এই বিপ্লবের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

মধ্যযুগ হইতে ফ্রান্সে অভিজাত ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অভিজাতদের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই বিজয়ী যোদ্ধা ছিল। সেই সুবাদে তাহাদের বংশধরেরা জমিদারী, সামন্তকর, সরকারী চাকুরীর একাধিপত্য প্রভৃতি বিশেষ অধিকার ভোগ করিত। ইহার ফলে সমাজে প্রকাণ্ড অসাম্য দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লব এই জরাজীর্ণ প্রথাকে ধ্বংস করে।[২] ১১ই আগস্ট, ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিধানসভা সকল প্রকার সামন্ত কর, সামন্ত স্বত্ব বিলোপ করে। দেশত্যাগী সামন্ত বা এমিগ্রিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া নূতনভাবে বন্দোবস্ত করা হয়। সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার, সামাজিক মর্যাদা লোপ করা হয়। ইহার ফলে একটি বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটে। সামাজিক সাম্য স্থাপিত হয়।

সামন্ত প্রথার লোপ

---

১. Fisher.

২. Hayes—Social, Cultural and Polital History of Europe. Vol I.

সামন্তপ্রথা বিলোপের ফলে একেবারে নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। স্বাধীন কৃষকশ্রেণী সামন্তদের বাজেয়াপ্ত ভূমি ক্রয় করিয়া সম্পদশালী হয়। ইহারা গ্রামাঞ্চলের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। ভূমিদাসশ্রেণী সার্ফডম বা ভূমিদাস প্রথা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়। ইহারা কর্ভি বা বেগার প্রথার কবল হইতে মুক্ত হয়। ইহাদের উপর শোষণামূলক কর যথা টাইদ বা ধর্মকর, ব্যানালিটে বা সামন্তকর প্রভৃতি রদ হইলে ইহারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজ পাইবার সুযোগ (Career open to talent) প্রচলিত হইলে ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করে।

স্বাধীন কৃষকশ্রেণীর উদ্ভব

ফরাসী বিপ্লবের ফলে সাঁকুলেৎ বা শহরের সর্বহারা দিন মজুরদের তেমন কোন স্থায়ী উপকার হয় নাই। ল অফ-ম্যাক্সিমাম এবং ল অফ মিনিমাম দ্বারা কিছুদিনের মত তাহাদের উন্নতির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু থার্মিডরীয় আমলে এই আইনগুলি রদ করা হয়। ফলে সাঁকুলেৎশ্রেণীর দুরবস্থা বিদ্যমান থাকে। লেফেভরের মতে, সাঁকুলেৎশ্রেণী জীবিকার অধিকার ও কাজের অধিকার প্রভৃতি যে সকল দাবী জানায় তাহা বহাল হয় নাই। ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া নেতারা এই সকল দাবী পূরণ করিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। ফলে সাঁকুলেৎশ্রেণীর স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

সাঁকুলেৎশ্রেণীর উপেক্ষিত স্বার্থ

ফরাসী বিপ্লব ছিল আসলে 'বুর্জোয়া বিপ্লব'। এই বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণীই প্রধান ভূমিকা নেয় এবং বিপ্লবের ফলে সমাজে যে নূতন ফসল ফলে তাহা এই শ্রেণীই প্রধানতঃ ঘরে তুলে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও অন্তঃশুল্ক লোপ পাইবার ফলে অবাধ বাণিজ্য নীতি স্বীকৃত হয়। ইহার ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের পথ তৈয়ারী হয়। পুঁজিবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী সরকারকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণে রাখিবার আশায় সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার স্থাপন করে। নাগরিকদের 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়' দুইভাগে ভাগ করিয়া সম্পত্তিহীন নাগরিকদের 'নিস্ক্রিয়' নাগরিকে পরিণত করে। জাতীয় সম্মেলনের আমলে কিছুদিন চরমপন্থীরা বিপ্লবের নেতৃত্বকে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত হইতে ছিনাইয়া নেয়। ডাইরেক্টরীর শাসনে বুর্জোয়া শ্রেণী তাহাদের লুপ্ত ক্ষমতা ফিরিয়া পায়। তাহারা সর্বসাধারণের ভোট লোপ করিয়া পুনরায় সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রবর্তন করে। জাতীয় সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়, ফাটকাবাজী, যুদ্ধের ঠিকাদারী প্রভৃতি কাজে তাহারা হঠাৎ বহু অর্থ লাভ করে। ফ্রান্সের অর্থনীতি এই সকল 'ভুঁইফোড়, হঠাৎ ধনী' বা "নুভো রিশে"র (Nouveaux riches) নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। ফ্রান্সের শিল্প ব্যবস্থা এই শ্রেণীর করায়ত্ত হয়। লেনোয়ার, জেনেৎ, পেরিয়ে প্রভৃতি নূতন মূলধনী কোম্পানীর উদ্ভব হয়। বিপ্লব এই শ্রেণীর ক্ষমতালাভের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা

ফরাসী বিপ্লবের ফলে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তি চিরতরে দুর্বল

হইয়া যায়। যদিও নেপোলিয়ন বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তাহা ব্যর্থ হয়। বুরবোঁ রাজারা ১৮১৫-৩০ খ্রীঃ পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। মোট কথা ফ্রান্সে শেষ পর্যন্ত গণভোট এবং প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ১৮৪৮ খ্রীঃ জয়লাভ করে। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফরাসী জাতির মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি হয়। বুদ্ধি-বিভাসা বা যুক্তিবাদ ও দার্শনিকদের প্রভাব ফ্রান্সের রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি আস্থা লোপ

সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বিপ্লব একটি নূতন যুগের সূচনা করে। সামন্ততান্ত্রিক সম্বোধন "মঁশিয়ে"র স্থলে বিপ্লবী সম্বোধন "সিটিজেন" চালু হয়। পুরুষেরা ব্রিচেস, বুট পরা ছাড়িয়া ট্রাউজার ও কোট পরা শুরু করে। ইহাই ছিল সাঁকুলেৎশ্রেণীর পোষাক। নারীরা কোমর ফোলানো মাটি ছাপানো স্কার্ট ছাড়িয়া আঁট সাট ছোট স্কার্ট পরিতে আরম্ভ করে। লোকে বিপ্লবের প্রতীক তিন-রঙা পোষাক ও লালটুপি বা বনে রুজ পরিতে আরম্ভ করে। পোষাকের সহিত বিপ্লবের আদর্শের সমন্বয় করা হয়। মহিলাদের গলার হারের লকেটের মডেল হিসাবে গিলোটিন কিছুদিন জনপ্রিয়তা পায়। মহিলাদের সৌখীন হাত পাখায় মিরাবু, লাফায়েৎ, রোবসপিয়ারের ছবি ছাপান চালু হয়। পুরাতন ওজন ও মাপের বদলে দশমিক ওজন চালু হয়।

নূতন পোষাকের প্রচলন

কোড নেপোলিয়ন দ্বারা রেজেষ্ট্রি বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তিতে সকল সন্তানের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়। ইওরোপের বহু দেশে কোড নেপোলিয়ন গৃহীত হয়। বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে এখনও ইহার প্রভাব দেখা যায়। ফ্রান্সের ধর্ম ব্যবস্থায় পোপের প্রভাব বিনষ্ট হয়। ফ্রান্সের জাতীয় গীর্জা বা গ্যালিকান চার্চের জয় সূচিত হয়। গীর্জার সম্পত্তির জাতীয়করণ এবং যাজকদের সরকারী বেতন দান গ্যালিক্যানবাদের জয়ের সূচনা করে।

কোড নেপোলিয়ন ও গ্যালিক্যান গীর্জা

ফরাসী বিপ্লবের গোড়ার দিকে মানবজাতির অধিকারের ঘোষণা ইওরোপে প্রকাণ্ড আশাবাদের সৃষ্টি করে। বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত ইওরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইওরোপের সাধারণ লোকে ফরাসী সেনাদের মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দন জানায়। কিন্তু নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্স এই আদর্শচ্যুত হইয়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দেখাইবার ফলে বিপ্লবী ফ্রান্স সম্পর্কে হতাশা দেখা দেয়। তবুও ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ সমগ্র ইওরোপে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তাহার ফলে রাজতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। রেড্ডাওয়ের মতে, যেখানে নেপোলিয়নের সৈন্য যায় সেখানে আর পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই।

মানব জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা : গণতন্ত্রবাদের উদ্ভব

পাঠ্যসূচী

১। Thomson—Napoleon Bonaparte.
২। Markham—Naoleon and Awakening of Europe.

৩। A. Cobban—History of France.
৪। V. Cronin—Napoleon.
৫। Fisher—History of Europe.
৬। D. Thomson—Europe since Napoleon.
৭। Lefebvre—French Revolution.

অষ্টম অধ্যায়

নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি : সাম্রাজ্য সংগঠন মহাদেশীয় প্রথা : নেপোলিয়নের পতন

(The Foreign Policy of Napoleon : Organisation of the Empire : Continental System : Napoleon's Downfall)

নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি ও সাম্রাজ্যের লক্ষ্য
(The motives behind Napoleon's Foreign Policy and Empire)

নেপোলিয়ন কেবলমাত্র সংগঠক বা শাসক হিসাবে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। বৈদেশিক নীতি, রণ পরিকল্পনা ও সৈনাপত্যের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ফরাসী সেনার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়ে। ইওরোপের বৃহত্তর অঞ্চল তাঁহার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়। ইংলণ্ড ব্যতীত ইওরোপের সকল বৃহৎ শক্তি তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়।

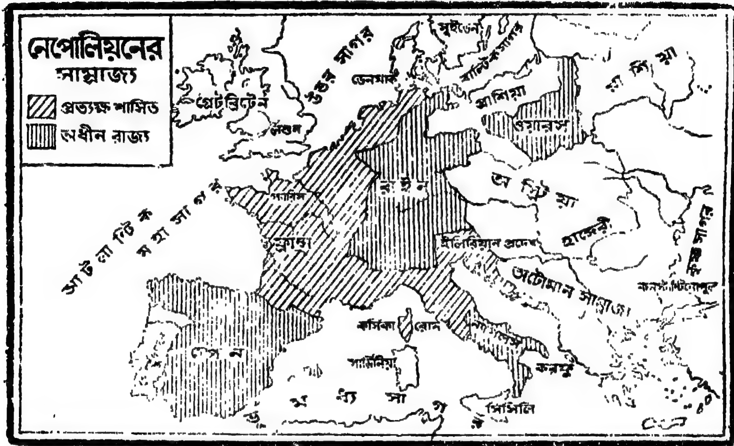
নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য পণ্ডিতেরা বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া থাকেন। (১) কেহ কেহ মনে করেন যে, নিছক রাজ্য গ্রাস বা সাম্রাজ্যবাদই ছিল নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য। তিনি তাঁহার রাজ্য-লিপ্সাকে আদর্শের ছদ্ম আবরণে ঢাকিয়া রাখিতেন। প্রথমতঃ, তিনি ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমান্ত স্থাপনের লক্ষ্য লইয়া রাইন সীমান্ত, বেলজিয়াম, ইতালীর আল্পস উপত্যকা ও সুইজারল্যাণ্ড অধিকার করেন। ক্যাম্পো ফোর্মিও, লুনেভিল ও প্রেসবার্গের সন্ধির দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য পরিপূরিত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক সীমারেখা স্থাপনের পর তাঁহার উচ্চাকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। সমগ্র ইওরোপকে পদানত করিবার উচ্চাশা তাঁহাকে পাইয়া বসে। মধ্য যুগের সম্রাট শার্লামেইনের সর্ব ইওরোপীয় সাম্রাজ্যের আদর্শ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করে। তিনি নিজেকে শার্লামেইনের ন্যায় পবিত্র সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। নেপোলিয়ন তাহার নগ্ন সাম্রাজ্যবাদকে মহিমামণ্ডিত করিবার জন্য পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষয় পাওয়া আদর্শকে গ্রহণ করেন।

নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য : (১) সাম্রাজ্যবাদ : বিপরীত যুক্তি

নেপোলিয়নের গুণগ্রাহী ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, "নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের অগ্নিময় তরবারি" (Napoleon is the sword of the Revolution)।

(২) বিপ্লবের আদর্শ প্রচার

ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার' বাণী তিনি ইওরোপে নিপীড়িত জনসাধারণের নিকট পেঁছাইয়া দেন ইওরোপের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রগুলি তাঁহার আক্রমণে ভাঙিয়া পড়ে। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজতন্ত্রের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপের উপর তিনি জনসাধারণের সাম্য ও স্বাধীনতার ধ্বজাকে প্রোথিত করেন। রেড্ডাওয়ের (Reddaway) মতে, "যেখানে নেপোলিয়নের ঈগল লাঞ্ছিত পতাকা উড়ে, সেখানেই পুরাতনতন্ত্র আর ফিরিয়া আসে



নাই" (Whereever Napoleonic Eagles flew, things were not the same again)।[১] তিনি ইওরোপের জনসাধারণকে সামন্ত শাসন ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের হাত হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের সমান অধিকার দেন।

নেপোলিয়নের রাজ্য জয়ের ফলে ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ছড়ায় ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করিবার ব্রত লইয়া তরবারি ধারণ

(৩) বিরুদ্ধ যুক্তি: সাম্রাজ্যবাদী শোষণ

করেন ইহা মনে করা যায় না। বিজিত রাজ্যে জনপ্রিয়তা লাভের জন্য, পুরাতন রাজবংশগুলির বিরুদ্ধে জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্যই বিপ্লবের কিছু কিছু আদর্শকে তিনি কাজে লাগান। তিনি জানিতেন যে, বিজিত দেশের অভিজাতরা তাঁহার বিপক্ষে থাকিবে। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীকে নিজপক্ষে আনিবার জন্য তিনি সাম্য নীতি প্রচার করেন ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনি ইওরোপীয় জাতিগুলির Liberty বা স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেন। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের-সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি আত্মঘাতী স্ববিরোধিতা ছিল। তিনি সাম্যের আদর্শকে

১. Reddaway—History of Europe.

স্বীকার করিলেও, স্বাধীনতার আদর্শকে বাতিল করেন। কিন্তু বিজিত দেশের লোকেরা শীঘ্রই তাঁহার উদ্দেশ্য ধরিয়া ফেলে। ফলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাগরণ ঘটে। (The Napoleonic Empire was doomed because of its inherent and selfdefeating contradictions)।[১] ঐতিহাসিক ফিশারও মনে করেন যে, "মেডালের দুই পিঠে যেমন দুইরূপ ছাপ থাকে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মেডালের একটি উজ্জ্বল ও একটি অন্ধকারময় দিক ছিল" (It is easy to forget that the medal has a dark as well as a shining face)।[২] বিজিত দেশগুলিতে নেপোলিয়ন তাঁহার সংস্কারের আড়ালে স্বৈর শাসন স্থাপন করেন। তিনি বিজিত দেশগুলিকে স্বায়ত্ব শাসন না দিয়া, নিজ ভ্রাতা বা সেনাপতির শাসন চাপাইয়া দেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে বিজিত দেশ হইতে সম্পদ লুঠ করেন এবং জনসাধারণকে সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য করেন। তাঁহার সাম্রাজ্যের স্বার্থে এই দেশগুলির উপর Continental System বা মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা (বিশদ বিবরণ পরে দেখ) চাপাইয়া দেন। এই অন্তর্নিহিত স্ববিরোধই নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতিকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। ইওরোপে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করার মিথ্যা আশা সৃষ্টি করিয়া ইওরোপে তিনি নিজ স্বৈর শাসন স্থাপন করেন।

ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির তৃতীয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতার ফলে নেপোলিয়ন বাধ্য হইয়া রাজ্য জয় নীতি গ্রহণ করেন।[৩] নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে লইয়া ইংলণ্ড জোটের পর জোট গড়িয়া তুলে। ইংলণ্ডের নৌবহর, ফরাসী সামুদ্রিক আধিপত্যকে চূর্ণ করিয়া দেয়।

(৪) ইংলণ্ডের বিরোধিতা

উপরোক্ত অভিমতে ইংলণ্ডকে অহেতুক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। নেপোলিয়ন নিজ উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্যই রাজ্য জয় নীতি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজ্য বিস্তার নীতির ফলেই ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বিরোধ তীব্রতর হয়। সুতরাং ইংলণ্ডের বিরোধিতার জন্য নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যবাদী নীতি নেন ইহা বলা যায় না। নেপোলিয়ন বেলজিয়াম, রাইন সীমান্ত, ইতালী অধিকার করিলে এবং অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে পরাস্ত করিলে ইংলণ্ড আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। মোট কথা নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ছিল রাজ্য-লিপ্সা। যদিও ইতিহাস তাঁহাকে ইওরোপে একটি নূতন সমাজ বিধান স্থাপনের সুযোগ করিয়া দেয়, শেষ পর্যন্ত রাজ্যলিপ্সাই তাঁহাকে পাইয়া বসে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক H. G. Wells-এর মতে, "মুরগীর বাচ্চা হীরক খণ্ড পড়িয়া থাকিলে তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া যেমন গোবরের গাদা খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি ইতিহাস তাঁহাকে নূতন

বিরুদ্ধ যুক্তি : ক্ষমতার লোভ

১. David Thomson—P. 42.
২. Fisher—Bonapartism.
৩. Ibid.

সমাজ স্থাপনের সুযোগ করিয়া দিলেও তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া চিরাচরিত রাজ্য বিস্তার নীতিতে আসক্ত হইয়া পড়েন (He crouched like a cockerel on a dunghill)।[১]

নেপোলিয়নের সহিত ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সম্পর্ক

(The Relations of Napoleon with the European power) : নেপোলিয়ন যে সময় (১৭৯৯ খ্রীঃ) ডাইরেক্টরীর হাত হইতে রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করেন সেই সময় দ্বিতীয় শক্তি সংঘের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি কুটনীতি প্রয়োগ করিয়া রাশিয়াকে দ্বিতীয় শক্তি সংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। ইহার ফলে যুদ্ধ চালাইবার দায়িত্ব শক্তি সংঘের অবশিষ্ট সদস্য অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার উপর বর্তায়। সমুদ্রপথে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধাবস্থা চলিতে থাকে।

দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ

নেপোলিয়ন ১৮০০ খ্রীঃ আল্পস পর্বত অতিক্রম করিয়া উত্তর ইতালীর ম্যারেঙ্গো (Marengo) নামক স্থানে অষ্ট্রিয়া বাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণে পরাস্ত করেন। তিনি অষ্ট্রিয় সেনাদের পিছু লইয়া দক্ষিণ জার্মানীর হোহেন লিণ্ডেনে তাহাদের পুনরায় পরাস্ত করিলে ভিয়েনা অরক্ষিত হইয়া পড়ে। পরাজিত অষ্ট্রিয়া ১৮০১ খ্রীঃ লুনেভিলের সন্ধি (Treaty of Lunevilles) স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির দ্বারা ক্যাম্পো ফোর্মিও সন্ধির শর্তগুলি পুনরায় স্বীকৃত হয়। ইংলণ্ড একাকী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যায়। ইংলণ্ড বুঝিতে পারে যে, স্থলযুদ্ধে তাহার পক্ষে এককভাবে ফ্রান্সকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ যুদ্ধে ইংলণ্ড ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৮০২ খ্রীঃ এ্যামিয়েন্সের সন্ধি (Treaty of Amiens) দ্বারা ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের শান্তি স্থাপিত হয়। ফ্রান্স ইহার বিনিময়ে মিশর, পর্তুগাল ও দক্ষিণ ইতালি হইতে সৈন্য সরাইয়া নেয়।

অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ ; লুনভিলের সন্ধি : ইংলণ্ডের সহিত এ্যামিয়েন্সের সন্ধি

এ্যামিয়েন্সের সন্ধি মাত্র এক বৎসর স্থায়ী হয়। ১৮০৩ খ্রীঃ এই সন্ধি ভাঙিয়া নেপোলিয়নের সহিত ইংলণ্ডের পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়। এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভাঙিবার জন্য কয়েকটি প্রত্যক্ষ ঘটনা দায়ী ছিল। (১) নেপোলিয়ন পিডমণ্ড, জেনোয়া এবং সুইজারল্যাণ্ডের উপর ফরাসী আধিপত্য বিস্তার করায় ইংলণ্ড বিরক্ত হয়। (২) ইংলণ্ড ইহার প্রতিবাদে মাল্টা ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় নাই। (৩) ইংলণ্ডের নৌবহর ফরাসী বাণিজ্য জাহাজগুলিকে আক্রমণ করিলে, ফ্রান্স প্রতিশোধের জন্য ইংরাজ ভ্রমণকারীদের বন্দী করে। (৪) ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলিতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লেখালেখি চলিলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। উপরোক্ত কারণগুলি বস্তুতঃপক্ষে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আসলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আদর্শগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধ এত প্রবল ছিল যে, এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য ছিল। ফলে এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভাঙিয়া যায়।

এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভঙ্গ : ইংলণ্ডের সাহিত পুনরায় যুদ্ধ

১. H. G. Wells—Outlines of World History.

নেপোলিয়ন ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য তোড়জোড় করেন। স্পেনের নৌ-বহরের সহায়তায় তিনি ইংলিস চ্যানেল পার হইবার সংকল্প করেন। এমতাবস্থায় ফ্রান্সকে ব্যস্ত রাখিবার জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইলিয়াম পিট, তৃতীয় শক্তিজোট (Third coalition) ১৮০৫ খ্রীঃ গঠন করেন। ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও সুইডেন এই জোটে যোগ দেয়।

তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ

নেপোলিয়ন তৃতীয় শক্তি জোট ভাঙিবার জন্য বিদ্যুৎগতিতে অষ্ট্রিয়াকে আক্রমণ করিয়া উলমের (Battle of Ulm) যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ৫০ হাজার অষ্ট্রিয়া সেনা বন্দী করেন। তিনি অরক্ষিত ভিয়েনা নগরী অধিকার করেন। ইহার পর অষ্টারলিজের (Austerlitz) মহাযুদ্ধে তিনি অষ্ট্রিয় ও রুশীয় যুগ্ম বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করিলে ইওরোপ স্তম্ভিত হইয়া যায়। অষ্টারলিজের বিজয় ছিল নেপোলিয়নের রণ পাণ্ডিত্যের পরিচয়।

অষ্টারলিজের যুদ্ধ: অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ ত্যাগ

অষ্টারলিজের যুদ্ধের অল্পকাল আগে ইংরাজ সেনাপতি নেলসন ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে ১৮০৫ খ্রীঃ ফরাসী নৌ-বহরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। ইংলিশ চ্যানেল ও সমুদ্র পথে যাহাতে ফরাসী আধিপত্য বিনষ্ট হয় এজন্য ইংরাজ সেনাপতি নেলসন সতর্ক চেষ্টা চালান। ট্রাফালগারের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়। ট্রাফালগারের পরাজয়কে নেপোলিয়নের পতনের প্রথম ধাপ বলা হয়।

ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধ: ইংলণ্ডের জয়লাভের গুরুত্ব

যাহা হউক অষ্টারলিজের যুদ্ধে সাফল্যের ফলে নেপোলিয়ন স্থলভাগে অপরাজেয় থাকেন। ফ্রান্সের নিকট অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইয়া তৃতীয় শক্তি জোট ত্যাগ করে। অষ্ট্রিয়া নেপোলিয়নের সহিত প্রেসবার্গের সন্ধি (Treaty of Presburg 1805) স্বাক্ষর করে। অষ্ট্রিয়া ইতালীর ভেনেসিয়া অঞ্চল ফ্রান্সকে, টাইরল নামক স্থান ব্যাভেরিয়াকে, পশ্চিম জার্মানীর একাংশ উর্টেমবার্গকে ছাড়িয়া দেয়। প্রেসবার্গের সন্ধির ফলে অষ্ট্রিয়া একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়।

প্রেসবার্গের সন্ধি: অষ্ট্রিয়ার শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ

জার্মানীতে নেপোলিয়নের প্রভাব বৃদ্ধি পাইলে প্রাশিয়া আতঙ্কিত হয়। এদিকে প্রাশিয়া রাজ তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের রানী লুইসা তাঁহার স্বামীকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উৎসাহ দেন। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের আমলে গঠিত প্রাশিয়ার বাহিনী অজেয় ছিল সকলেই এই ধারণা করিত। কিন্তু জেনার যুদ্ধে নেপোলিয়নের রণকৌশলে প্রাশিয় বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিন নগরী নেপোলিয়নের অধিকারে আসে পরাজিত প্রাশিয়া স্কনব্রণের সন্ধি (Schonbron) দ্বারা যুদ্ধ ত্যাগ করে। প্রাশিয়ার পরাজয়ের পর নেপোলিয়ন রাশিয়ার দিকে নজর দেন। ১৮০৭ খ্রীঃ ফ্রীডল্যাণ্ডের যুদ্ধে রাশিয়া ফরাসী বাহিনীর নিকট পরাস্ত হইয়া টিলজিটের সন্ধি স্বাক্ষর করে। একমাত্র ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যায়।

জেনার যুদ্ধ: প্রাশিয়ার যুদ্ধ ত্যাগ

টিলজিটের সন্ধি (Treaty of Tilsit) ১৮০৭ খ্রীঃ দ্বারা (১) নেপোলিয়ন ইওরোপে যে সকল রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন করেন তাহা রাশিয়ার জার মানিয়া নেন। (২) ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে আত্মরক্ষামূলক মিত্রতা স্থাপিত হয়। (৩) রাশিয়ার সহিত তুরস্কের দ্বন্দ্বে নেপোলিয়ন জারের পক্ষ লইতে রাজী হন। (৪) ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের দ্বন্দ্বে জার মধ্যস্থতায় রাজী হন। (৫) ইংলণ্ড রুশ মধ্যস্থতা অগ্রাহ্য করিলে রুশ বন্দরগুলিতে ব্রিটিশ বাণিজ্য রদ করার অঙ্গীকার দেওয়া হয়। টিলজিটের সন্ধি দ্বারা নেপোলিয়নের গৌরব সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তৃতীয় শক্তিজোট ধ্বংস হয়। ইতালী, জার্মানী ও মধ্য ইওরোপ নেপোলিয়নের পদানত হয়। রাশিয়া নেপোলিয়নের মিত্রে পরিণত হয়। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া নেপোলিয়নের হাতে পরাস্ত হইয়া আহত সর্পের ন্যায় গর্জাইতে থাকে। পশ্চিমে ফ্রান্স হইতে পূর্বে পোল্যাণ্ড এবং উত্তরে বাল্টিক সমুদ্র হইতে দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ভূভাগে নেপোলিয়নের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও সুইডেন তখনও নেপোলিয়নকে অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ থাকে। তবে টিলজিটের সন্ধি স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সন্ধির দ্বারা রাশিয়ার জার লাভবান হন নাই। ইহা তিনি শীঘ্রই উপলব্ধি করেন। ফলে ইংলণ্ডের প্ররোচনায় তিনি এই সন্ধি অগ্রাহ্য করেন। টিলজিটের সন্ধি স্বাক্ষরের পর নেপোলিয়নের আত্মপ্রত্যয় অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। তিনি তাঁহার সতর্কতা হারাইয়া পেনিনসুলার যুদ্ধ ও রুশ যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। পরিণামে তাঁহার পতন ঘটে। রাইকারের মতে, "টিলজিটের সন্ধি একদিক হইতে নেপোলিয়নের সৌভাগ্যের অবসান সূচনা করে।"[১]

টিলজিটের সন্ধি ১৮০৭
টিলজিটের সন্ধির গুরুত্ব

টিলজিটের সন্ধির পর নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার সহিত এক সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধির দ্বারা—(১) এলব নদীর পশ্চিম তীরের ভূভাগ নেপোলিয়নকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। নেপোলিয়ন এই স্থান লইয়া ওয়েষ্টফেলিয়া রাজ্য গঠন করেন। (২) পোল্যাণ্ডের যে অংশ প্রাশিয়ার অধিকারে ছিল তাহা জার্মানীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। (৩) রাশিয়া পোল্যাণ্ডের একাংশ লাভ করে। (৪) প্রাশিয়া বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ফ্রান্সকে দিতে অঙ্গীকার করে। (৫) প্রাশিয়ার সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা হয় এবং প্রাশিয়ার বন্দরগুলিতে ইংরাজের বাণিজ্য রদ করা হয়। মোট কথা, এই সন্ধির ফলে প্রাশিয়ার সীমানা অর্ধেক হইয়া যায়।

প্রাশিয়ার সহিত সন্ধি

নেপোলিয়নের ইওরোপের পুনর্গঠন নীতি ঃ নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ঃ জার্মানী ; ইতালী ; পোল্যাণ্ড (Napoleon's reorganisation of Europe : Napoleon's Empire ; Germany ; Italy and Poland) : নেপোলিয়ন কেবলমাত্র রণপণ্ডিত ছিলেন না। বিজিত

১. "Tilsit was in a sense, the turning point of his fortunes". Riker—Short History of Europe.

অঞ্চলকে সংগঠিত ও সুশাসিত করিবার গঠনমূলক প্রতিভা তাঁহার ছিল। তিনি 'বিপ্লবের অগ্নিময় তরবারির' ন্যায় ইওরোপের বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র, সামন্ত শক্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করেন। এই নূতন সমাজ ব্যবস্থার মূল কথা ছিল Third Estate বা সাধারণ শ্রেণীর সমান অধিকার লাভ। তাঁহার কামানের নল আদর্শবাদ বর্ষিত করে। ইহা পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তিকে ঝাঁঝরা করিয়া দেয়। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও, তিনি যে নূতন ব্যবস্থার পত্তন করেন তাহা লোকের মনে স্থায়ী আসন পায়।

নেপোলিয়ন কর্তৃক ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ প্রচার

নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বাসলের সন্ধি ১৭৯৫ খ্রীঃ; ক্যাম্পোফোর্মি'ওর সন্ধি ১৭৯৭ খ্রীঃ এবং লুনভিলের সন্ধি ১৮০১ খ্রীঃ স্থাপন করেন। সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়ন যে অধিকার লাভ করেন, তাহার ফলে তিনি জার্মানীকে পুনর্গঠন করেন। রাষ্ট্র সংগঠক হিসাবে নেপোলিয়ন জার্মানীতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেন। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ছিল জার্মানীর প্রবল শক্তি। জার্মানীকে পুনর্গঠন করার সময় এই দুই শক্তির প্রাধান্য নাশ করার তিনি ব্যবস্থা করেন।[১] এছাড়া নেপোলিয়ন জার্মানীর সংগঠনে "ক্লায়েন্টেল নীতি" বা "স্যাটেলাইট নীতি" (Clientele or Satellite policy) অনুসরণ করেন।[২] এই নীতি অনুসারে জার্মানীকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা হয় যে, নবগঠিত রাজ্যগুলি ফ্রান্সের উপগ্রহ বা আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

জার্মানীর পুনর্গঠন : তাঁহার রাষ্ট্রগঠন নীতি

কেহ কেহ মনে করেন যে, নেপোলিয়ন জার্মানী ও ইতালীর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই সকল দেশের জাতীয় ঐক্য নীতিকে গ্রহণ করেন।[৩] তিনি ৩০০টি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানীকে (মতান্তরে ২৫০) ৩৯টি রাজ্যে পরিণত করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন ন্যাশন্যালিটি (Nationality) বা জাতীয়তাবাদকে জার্মানীর সংগঠনে গ্রহণ করেন ইহা মনে করা ভুল। তাঁহার আসল লক্ষ্য ছিল জার্মানীকে ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্রে (client state) পরিণত করা। তাঁহার সংগঠনের পরোক্ষ ফল হিসাবে জার্মানী এবং ইতালীতে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়। ঐতিহাসিক ফিশার বলিয়াছেন যে, "নেপোলিয়ন জার্মান জাতিকে জাতীয়তাবাদ শিক্ষা দেন ইহা হইল একটি পরস্পর-বিরোধী অভিমত। এই রাজ্যগুলির স্বাধীনতা বা স্বায়ত্বশাসন লাভ নেপোলিয়নের কাম্য ছিল না।"[৪]

জার্মানীর পুনর্গঠনে জাতীয়তাবাদের প্রভাব কি ছিল?

১. New Cambridge Modern History. Vol. VIII.

২. Fisher—Bonapartism.

৩. V. Cronin—Napoleon.

৪. "It is a wild paradox to assert that Napoleon had any intention of education a Germad nation......That these states should develop in independent as liberal life was the last thing that Napoleon intended". Fisher—Bonapartism.

জার্মানীতে নেপোলিয়নের সংগঠন সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল। ক্যাম্পোফোর্মি‘ও ও লুনাভিলের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী নেপোলিয়ন রাইন নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত জার্মানীর ভূভাগ ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করেন। (১) নেপোলিয়ন স্থির করেন যে, এই অঞ্চলে যে সকল বিশপের রাজ্য ছিল তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। একমাত্র বংশানুক্রমিক রাজাদেরই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। (২) অবশিষ্ট জার্মানীতে অর্থাৎ রাইনের পূর্বতীরে যে সকল বিশপের রাজ্য অথবা স্বায়ত্বশাসিত শহর আছে সেইগুলিকে লোপ করিয়া সেই স্থান দ্বারা বংশানুক্রমিক রাজাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। ইহার ফলে ১১২টি বিশপের রাজ্য ও স্বাধীন শহর লোপ পায়। এই স্থানে রাইনের পশ্চিম তীর হইতে উৎখাত-প্রাপ্ত রাজাদের পুনর্বাসন করা হয়। এই ভাঙ্গা গড়ার ফলে ৩০০ রাজ্যে বিভক্ত জার্মানী ৩৯টি রাজ্যে পরিণত হয়। (৩) এই রাজ্য গঠন করার সময় নেপোলিয়ন ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, উটেমবার্গ রাজ্যগুলির সীমানা এমনভাবে গঠন করেন যে, তাহারা ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। (৪) জার্মানীর ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, উটেমবার্গ, স্যাক্সনি এবং আরও ২৮টি ক্ষুদ্র রাজ্যকে লইয়া নেপোলিয়ন কনফেডারেশন অফ দি রাইন (Confedration of the Rhine) নামে এক রাষ্ট্রসংঘ গঠন করেন। এই সংগঠনের ফলে জার্মানী হইতে অষ্ট্রিয়ার প্রভাব লোপ পায়।

জার্মানীর পুনর্গঠন কনফেডারেশন অফ দি রাইন স্থাপন

এইবার নেপোলিয়ন জার্মানী হইতে প্রাশিয়ার প্রভাব দূর করার কাজে হাত দেন। তিনি পোল্যাণ্ডের কিয়দংশ এবং পশ্চিম প্রাশিয়া লইয়া কিংডম অফ ওয়েষ্টফ্যালিয়া (Kingdom of West Phalia) এবং গ্র্যাণ্ড ডাচি অফ ওয়ারস (Grand Duchy of Warsaw) নামে দুইটি রাজ্য গঠন করেন। প্রথমটির শাসক হিসাবে তিনি তাঁহার ভ্রাতা জেরোমকে স্থাপন করেন এবং শেষের রাজ্যটি স্যাক্সনির রাজার অধীনে রাখেন। ইহার ফলে উত্তর জার্মানীতে প্রাশিয়ার প্রভাব বিনষ্ট হয়।

ওয়েষ্টফ্যালিয়া ও ওয়ারস রাজ্য গঠন

নেপোলিয়ন ইতালীকেও পুনর্গঠন করেন। ক্যাম্পোফোর্মি‘ও ও প্রেসবার্গের সন্ধির দ্বারা তিনি ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার রাজ্য অধিকার করেন। (ক) তিনি এই অঞ্চলগুলিকে ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করেন। নেপোলিয়ন স্বয়ং King of Italy বা ইতালীর রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। (খ) তাঁহার সৎপুত্র ইউজিনকে তিনি উত্তর ইতালীর শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন। (গ) উত্তর ইতালীর টাস্কানী, পিডমণ্ট ও জেনোয়াকে ফ্রান্সের শাসনাধীনে রাখা হয়। (ঘ) পোপকে বন্দী করা হয়। রোম নগরীকে ফ্রান্সের সহিত সংযুক্ত করা হয়। (ঙ) নেপোলিয়নের ভ্রাতা যোসেফকে নেপলসে দক্ষিণ ইতালীর রাজা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

ইতালীর পুনর্গঠন

জার্মানী ও ইতালীর সর্বত্র নেপোলিয়ন তাঁহার শাসন সংস্কারগুলি চালু করেন। কোড নেপোলিয়ন, সার্ফ প্রথার উচ্ছেদ, আইনের সাম্য প্রভৃতি স্থাপিত হয়। কিন্তু

নেপোলিয়ন অধিকৃত দেশগুলি হইতে প্রভূত কর আদায় করেন। তিনি এই দেশগুলিকে মহাদেশীয় অবরোধ মানিতে বাধ্য করেন। ইহার ফলে নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্রের নগ্নরূপ প্রকট হইয়া উঠে। তাঁহার সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

জার্মানী ও ইতালীতে সংস্কার প্রবর্তন

কণ্টিনেণ্টাল সিষ্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা (The Continental system) : এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভঙ্গের পর হইতে নেপোলিয়ন কিভাবে তাঁহার পরম শত্রু ইংলণ্ডকে ধ্বংস করা যায় তাহা গভীরভাবে ভাবিতে আরম্ভ করেন। তিনি ইহা উপলব্ধি করেন যে, নৌ শক্তির অভাব বশতঃ ফ্রান্সের পক্ষে ইংলণ্ডের সহিত নৌ যুদ্ধে জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। সমুদ্রের রানী ইংলণ্ড তাহার দ্বীপময় সিংহাসনে বসিয়া তাহার প্রবল নৌ শক্তির সাহায্যে সমুদ্র, উপনিবেশ ও বাণিজ্য শাসন করিতেছে। এক্ষেত্রে ফ্রান্স অসহায়।

মহাদেশীয় প্রথার কারণ ; ইংলণ্ডের নৌ আধিপত্য

এই সময়ে, ১৮০৫ খ্রীঃ নেপোলিয়নের বিশ্বস্ত সেনাপতি মণ্টজেলার্ড (Mont-gaillard) তাঁহার নিকট একটি রিপোর্টে অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা ইংলণ্ডের শক্তি ধ্বংসের প্রস্তাব দেন।[১] মণ্টজেলার্ড রিপোর্টকেই কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের খসড়া বলা যায়। এদিকে নেপোলিয়ন অনুভব করেন যে, মার্কাণ্টাইলবাদী অর্থনীতি অনুসারে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবরোধ ফ্রান্সে জনপ্রিয় হইবে। মার্কাণ্টাইল অর্থনীতিবাদের নিয়ম ছিল যে, অন্য রাষ্ট্রের মাল আমদানী কমাইয়া নিজ রাষ্ট্রের মালের রপ্তানী বাড়াইতে হইবে। এজন্য অন্য রাষ্ট্রের আমদানী মালের উপর চড়া শুল্ক আদায়ের নিয়ম ছিল। কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম দ্বারা ইংলণ্ডের মাল আমদানী একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দিলে ইহা প্রচলিত অর্থনীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে বলিয়া নেপোলিয়ন মনে করেন।

মণ্টজেলার্ড রিপোর্ট

নেপোলিয়ন গভীর চিন্তা করিয়া দেখেন যে, ইংলণ্ডের কারখানায় প্রস্তুত মাল ইওরোপের বাজারে বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ড তাহার সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে। এছাড়া উপনিবেশ হইতে সস্তায় মাল কিনিয়া ইংলণ্ড তাহা ইওরোপের বাজারে বিক্রয় করে। মোট কথা ইংলণ্ডের অর্থনীতি ইওরোপের বাজারে মাল সরবরাহের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ইওরোপে ইংলণ্ডের মাল আমদানী বন্ধ করিলে ইংলণ্ডের অর্থনীতি ভাঙিয়া পড়িবে। নেপোলিয়নের মতে ইংলণ্ড ছিল "দোকানদারের জাতি" (Nation of shopkeepers)। বাণিজ্য বিনষ্ট হইলে ইংলণ্ড নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইবে। সুতরাং নেপোলিয়ন কর্তৃক ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ বা কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম ছিল এক ধরনের অর্থনৈতিক যুদ্ধ (Economic war)।

অর্থ নৈতিক যুদ্ধ

ক্লড ফোলেন নামক অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক নেপোলিয়নের অবরোধ নীতির একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন।[২] নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে, ইংলণ্ডের মাল আমদানী

১. Vincent Cronin—Napoleon. P. 258.

২. Claude Fohlen—Fontana Economic History of Europe.

নিষিদ্ধ হইলে ইওরোপের বাজারে ফরাসী মালের চাহিদা বাড়িবে। ফ্রান্সের উৎপাদিত পণ্য ইওরোপের বাজারে একচেটিয়া বিক্রীত হইলে ফ্রান্স সম্পদশালিনী হইবে।[১] সুতরাং কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ ঘোষণার পশ্চাতে নেপোলিয়নের সামরিক লক্ষ্য ছাড়া একটি গভীর অর্থনৈতিক লক্ষ্য ছিল।

ইওরোপের বাজার দখলের ইচ্ছা

নেপোলিয়ন বার্লিন ডিক্রী (Berlin Decree) ১৮০৬ খ্রীঃ দ্বারা ঘোষণা করেন যে—(১) ইংলণ্ডের উপর নৌ অবরোধ জারী করা হইল। (২) ফ্রান্স বা তাহার মিত্র বা নিরপেক্ষ দেশের বন্দরগুলিতে ইংলণ্ডের কোন জাহাজকে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না ; ইংলণ্ডের কোন মাল এই সকল দেশের বন্দরে নামাইতে দেওয়া হইবে না। (৩) যদি ইংলণ্ডের কোন মাল অন্য দেশের জাহাজ মারফৎ নামান হয় তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

বার্লিন ডিক্রী

ইংলণ্ড ইহার প্রত্যুত্তরে অর্ডারস ইন কাউন্সিল (Orders in Council) নামক এক ঘোষণাপত্র দ্বারা বলে যে—(১) ফ্রাস ও তাহার মিত্র দেশগুলিতে ইংলণ্ডের নৌ অবরোধ ঘোষিত হইল। (২) এই সকল দেশের বন্দরে কোন দেশের এমন কি নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ঢুকিতে পারিবে না। যদি আদেশ লঙ্ঘন করা হয় তবে সেই জাহাজ ও তাহার মাল বাজেয়াপ্ত করা হইবে। (৩) যদি কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ নিতান্তই ফ্রান্স ও তাহার বন্দরে যাইতে চায় তবে সেই জাহাজকে ইংলণ্ডের কোন বন্দরে প্রথম আসিতে হইবে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত ফি ও শুল্ক দাখিল করিয়া লাইসেন্স লইয়া তবে সেই জাহাজের ফ্রান্সের বন্দরে যাওয়া চলিবে। ডেনমার্কের অধীনে একটি শক্তিশালী নৌবহর ছিল। পাছে এই নৌবহর ফ্রান্স অধিকার করিয়া আপন শক্তি বাড়ায়, এজন্য ইংলণ্ড এই নৌবহর ধ্বংস করিয়া দেয়।

অর্ডারস ইন কাউন্সিল

অর্ডারস ইন কাউন্সিলের প্রত্যুত্তরে নেপোলিয়ন মিলান ডিক্রী ১৮০৭ খ্রীঃ ঘোষণা করেন। ইহাতে বলা হয় যে, শত্রু-মিত্র অথবা নিরপেক্ষ কোন দেশের জাহাজকে ব্রিটেন বা তাহার উপনিবেশের বন্দরে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পূর্ণ অবরোধ ঘোষণা করা হইল। নেপোলিয়ন ইহার পর ওয়ারস ডিক্রী (Warsaw Decree) ও ফণ্টেনব্লু ডিক্রী (Fontainebleau Decree) ঘোষণা করেন। ইহাতে বলা হয় যে, তাঁহার আদেশ ভঙ্গ করার অপরাধে যে সকল ইংরাজ মাল ধৃত হইবে তাহা প্রকাশ্যে আগুনে পোড়ান হইবে। বার্লিন ডিক্রী, মিলান ডিক্রী এবং ওয়ারস ও ফণ্টেনব্লু ডিক্রীর নীতিগুলিকে একযোগে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা বলা হয়।

মিলান ও ওয়ারস ডিক্রী

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম চালু করিবার পর নেপোলিয়ন ইহার অবাস্তবতা বুঝিতে পারেন। কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম ছিল আসলে একটি অর্থনৈতিক অবরোধ নীতি। এই অবরোধ কার্যকরী করিতে হইলে নেপোলিয়নের হাতে প্রচুর নৌবল থাকার দরকার

১. V. Cronin—P. 254.

ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের প্রয়োজনীয় নৌ-বাহিনী না থাকায়, কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম একটি কাগজে অবরোধে পরিণত হয়। অপরদিকে ইংলণ্ড তাহার শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে Orders in Council কার্যকরী করিতে সমর্থ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের নির্দেশ মানিতে অস্বীকার করিলে ১৮১২ খ্রীঃ ইংলণ্ডের নৌ-সেনা আমেরিকার কয়েকটি বন্দর জ্বালাইয়া দেয়। ডেনমার্ক ইংলণ্ডের আদেশ অগ্রাহ্য করিলে ইংরাজ নৌ-বহর কোপেনহ্যাগেন বন্দর বিধ্বস্ত করে। ফলে অধিকাংশ দেশ ইংলণ্ডের ভয়ে Orders in Council মান্য করিতে বাধ্য হয়। অপরদিকে ফ্রান্স ও তাঁহার মিত্রদেশগুলি ইংলণ্ডের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়।

ফরাসী নৌ-বলের অভাব: কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের বিফলতা

স্বল্প সংখ্যক জাহাজ লইয়া, ফ্রান্সের পক্ষে সমগ্র ইওরোপীয় উপকুল পাহারা দেওয়া অসম্ভব ছিল। ফলে চোরাপথে ইংলণ্ডের মাল ইওরোপে আমদানী হইতে থাকে। নেপোলিয়নের পক্ষে তাহা বন্ধ করা আদপেই সম্ভব হয় নাই। ইংলণ্ডের কল-কারখানায় তৈয়ারী মালের ইওরোপে দারুন চাহিদা ছিল। ইওরোপের বহুদেশ এই মালের উপর নির্ভর করিত। ফ্রান্সের মাল দ্বারা এই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ ফ্রান্স তখন শিল্পে পিছাইয়া ছিল। তাছাড়া ইংলণ্ডই ছিল তখনও বিশ্ব বাণিজ্যের দরজা। সুতরাং ইংলণ্ডের সঙ্গে ব্যবসায় বন্ধ করার অর্থ ছিল নিজেদের ব্যবসায় বন্ধ করা এবং আর্থিক ক্ষতি করা। নিরপেক্ষ দেশগুলি এজন্য মহাদেশীয় অবরোধ মানিতে অস্বীকার করে। ফ্রান্সের এমন কিছু নৌবল ছিল না যাহার সাহায্যে ইংলণ্ডের জাহাজে মাল আমদানী বন্ধ করা যায়। ফলে ইংলণ্ডের জাহাজগুলি নেপোলিয়নের নিষেধাজ্ঞা ভাঙিয়া নিরপেক্ষ দেশে মাল পেঁছাইয়া দিলে, নিরপেক্ষ দেশ হইতে ইওরোপের অন্য দেশে মাল সরবরাহ হইতে থাকে। তুরস্কের স্যালোনিকা বন্দর ব্রিটিশ বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দিলে তুরস্ক হইতে ইংলণ্ডের মাল ইওরোপের বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম ভাঙিয়া পড়িতে থাকে।

ইংলণ্ডের নৌবল; মহাদেশীয় অবরোধ লঙ্ঘন

নিরপেক্ষ দেশে ইংলণ্ডের মাল আমদানী বন্ধ করার জন্য নেপোলিয়ন দাবী করেন যে, নিরপেক্ষ দেশের বন্দরে ইংরাজ মাল ও জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। নিরপেক্ষ দেশের উপর নেপোলিয়নের এই অন্যায় দাবী তাঁহার জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করে। পোপের রাজ্য ছিল নিরপেক্ষ দেশ। পোপ এই অন্যায় দাবী মানিতে অস্বীকার করেন। নেপোলিয়ন পোপকে বন্দী করিলে পোপের ক্ষোভ সমগ্র ইওরোপের ক্ষোভে পরিণত হয়। পোপের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য ক্যাথলিক জগতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়।

নিরপেক্ষ দেশের অসন্তোষ বৃদ্ধি

নেপোলিয়ন জনমত অগ্রাহ্য করিয়া ইওরোপের উপকুলবর্তী দেশগুলি দখল করিয়া এই দেশগুলিতে ইংরাজ মালের আমদানী বন্ধ করার কাজে হাত

দেন। ইহার ফলে তাঁহাকে ইওরোপের উপকূল অঞ্চলের প্রায় ২০০০ মাইল ভূমি অধিকার করিতে হয়। ফরাসী সম্পদ ও সেনাদলের উপর ইহার ফলে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। নেপোলিয়নের বিপ্লবী ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। লোকে তাঁহাকে ইওরোপের স্বৈরাচারী বলিতে থাকে।

ইওরোপের উপকূলভাগ অধিকার ও ফরাসী সামরিক শক্তির ক্ষয়

পর্তুগাল কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিতে অস্বীকৃতি জানাইলে, নেপোলিয়ন পর্তুগাল অধিকারের সংকল্প নেন। এই সঙ্গে নেপোলিয়ন স্পেন অধিকার করার সিদ্ধান্ত নেন। স্পেনের ভিতর দিয়া পর্তুগালে সেনা পাঠাইবার সময় তিনি স্পেন অধিকার করিয়া নেন। অতঃপর তিনি স্পেন সরকারকে মহাদেশীয় অবরোধ মানিতে দাবী করেন। ফরাসী সেনার হাতে স্পেনের বুরবোঁ রাজা বন্দী হন। ইহাতে স্পেনের লোক দারুণ ক্ষেপিয়া যায়। তাহারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্ত যুদ্ধ আরম্ভ করে। এই যুদ্ধের নাম ছিল পেনিনসুলার ওয়ার বা উপদ্বীপের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিলেও নেপোলিয়ন জয়লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি পরে বলেন যে, "স্পেনের ক্ষতই আমার সর্বনাশের কারণ" (The Spanish ulcer ruined me)।

স্পেনের যুদ্ধ

রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার টিলজিটের সন্ধির দ্বারা কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিতে রাজী হন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি বুঝিতে পারেন যে, ইহার ফলে রাশিয়ার ক্ষতি হইতেছে। এজন্য তিনি মত পাল্টাইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ তুলিয়া নেন। ইহাতে নেপোলিয়ন রুষ্ট হইয়া রাশিয়া আক্রমণ করেন। রুশ যুদ্ধে নেপোলিয়নের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তাঁহার প্রসিদ্ধ সেনাদল বা গ্র্যাণ্ড আর্মি (Grand Army) রুশ যুদ্ধে ধ্বংস হইয়া যায়। মস্কো অভিযানের বিফলতা ছিল নেপোলিয়নের সর্বপ্রথম বড় ধরণের সামরিক পরাজয়। ইহা ফলে তাঁহার সেনাদের মনোবল ভাঙিয়া যায়। ইওরোপের পরাধীন জাতিগুলি তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

মস্কো যুদ্ধ

মোট কথা মহাদেশীয় অবরোধের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে ইওরোপের দেশগুলিতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ দেখা দেয়। প্রথমে স্পেনে তাহা আরম্ভ হইলেও রাশিয়া, জার্মানী সর্বত্র তাহা ব্যাপক আকার ধরে। এদিকে ইংলণ্ডের নৌবলের শ্রেষ্ঠতার জন্য অবরোধ ভাঙিয়া পড়ে। মহাদেশীয় অবরোধে ফরাসী জনগণের অশেষ দুর্দশা ঘটে। ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী নেপোলিয়নের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। মার্কহামের মতে, এই সময় হইতে নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বুর্জোয়াশ্রেণী উদাসীন হইয়া পড়ে।[১] ফরাসী আইন সভায় নেপোলিয়নের কাজের সমালোচনা আরম্ভ হয়। এমন কি

ফরাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষোভ

১. "From this period they became indifferent to Napoleon's fate". Markham —Napoleon and the Awakening of Europe.

তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য চক্রান্ত আরম্ভ হয়।[১] সুতরাং কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম নেপোলিয়নের পতনের প্রধান ধাপ ছিল ইহা বলা যায়।

পেনিনসুলার যুদ্ধ ও ফলাফল (The Peninsular war and Results) : নেপোলিয়ন কর্তৃক ঘোষিত কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমে পর্তুগাল সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করায়, নেপোলিয়ন পর্তুগাল আক্রমণের জন্য স্পেনের ভিতর দিয়া তাঁহার সেনাদল পাঠান। এই সেনাদল অকস্মাৎ স্পেনের দুর্গগুলি অধিকার করিলে স্পেন রাজ চতুর্থ চার্লস পলায়ন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ফরাসী সেনার হাতে বন্দী হন। স্পেনবাসীরা চতুর্থ চার্লসের পুত্র ফার্দিনান্দকে রাজা ঘোষণা করিয়া ফরাসী সেনাদলকে স্পেন ত্যাগের জন্য দাবী জানায়। নেপোলিয়ন এই দাবীতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্টকে স্পেনের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ফরাসী সেনা পরিবৃত হইয়া যোসেফ স্পেন শাসনের চেষ্টা করেন। যোসেফ নেপোলিয়নের উদারনৈতিক সংস্কারগুলি স্পেনে প্রবর্তন করিয়া জনমতকে প্রশমিত করার চেষ্টা করেন।

নেপোলিয়নের স্পেন অধিকার

নেপোলিয়নের এই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপে স্পেনবাসীর মর্যাদা ও দেশপ্রেমে আঘাত করে। স্পেনবাসীরা ফরাসীদের বহিষ্কারের জন্য আমরণ সংগ্রামের সংকল্প নেয়। ক্ষুদ্র স্পেনের জাতীয়তাবোধকে আমল না দিয়া, নেপোলিয়ন ইহাকে সামরিক শক্তির দ্বারা দমাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি ভুলিয়া যান যে, একটি জাতিকে বল প্রয়োগ দ্বারা দাবাইয়া রাখা যায় না। ধনী-নির্ধন-জমিদার-কৃষক-যাজক নির্বিশেষে সকল স্পেনবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

স্পেনের জাতীয় যুদ্ধের সূচনা

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী জর্জ ক্যানিং ঘোষণা করেন যে, "ইওরোপের যে কোন জাতি যদি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে, তবে ইংলণ্ড তাহার পিছনে দাঁড়াইবে।" এই ঘোষণাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য ইংরাজ বাহিনী স্যার জন মুরের (Sir John Moor) নেতৃত্বে পর্তুগালে অবতরণ করিয়া, স্পেনে প্রবেশ করে। ফলে স্পেনের যুদ্ধের ব্যাপকতা বাড়ে। ইওরোপ রুদ্ধশ্বাসে এই যুদ্ধের ফলাফল লক্ষ্য করে। নেপোলিয়নের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবের ফলেই পেনিনসুলার যুদ্ধ বা স্পেনীয় উপদ্বীপের যুদ্ধ ঘটে। একনাগাড়ে ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলিকে পরাস্ত করিবার পর তাঁহার মনে একপ্রকার অন্ধ আত্ম-বিশ্বাস দেখা দেয়। ফলে তিনি স্পেনের অধিবাসীদের আবেগ ও জাতীয়তাকে উপেক্ষা করিয়া স্পেনে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি ভাবিতে পারেন নাই যে, ক্ষুদ্র স্পেন মরণপণ প্রতিজ্ঞায় তাঁহার বিরুদ্ধে লড়াই করিবে।

ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ

ইতিমধ্যে ইংরাজ সেনাপতি স্যার আর্থার ওয়েলেসলি বা স্বনামধন্য ডিউক অফ ওয়েলিংটন স্পেনের যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। তিনি ছিলেন ভারতের বড়লাট

১. Vincent Cronin—Napoleon.

লর্ড ওয়েলেসলির মধ্যম ভ্রাতা। তিনি ১৮০৮ খ্রীঃ ভিমিয়েরোর (Vimiero) যুদ্ধে এবং টলভেরার যুদ্ধে (১৮০৮ খ্রীঃ) ফরাসী বাহিনীকে পর পর দুইবার পরাজিত করেন। তিনি নেপোলিয়নের রণকৌশল অনুধাবন করিয়া তাহারই কৌশলে ইংরাজ সেনাদের শিক্ষিত করেন।

ডিউক অফ ওয়েলিংটনের রণকৌশল : টলভেরার যুদ্ধ

স্পেনের ইংরাজ সেনাদের বিরক্তিকর যুদ্ধের প্রতিকারের জন্য নেপোলিয়ন তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ম্যাসেনাকে (Massena) স্পেনে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পাঠান। ম্যাসেনা আসিবার পর ইংরাজ সেনা সম্মুখ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পর্তুগালে টোরেস ভেড্রা (Torres Vedras) নামে এক আত্মরক্ষা ব্যূহ গঠন করিয়া ইহার আড়ালে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। ম্যাসেনা শত চেষ্টা করিয়াও এই ব্যূহ ভাঙিতে অপারগ হন। ফলে ইওরোপে নেপোলিয়নের মর্যাদা বিনষ্ট হয়।

টোরেস ভেড্রার আত্মরক্ষা ব্যূহ

এদিকে নেপোলিয়ন রুশ যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। এই সুযোগে ১৮১২ খ্রীঃ ডিউক অফ ওয়েলিংটন স্যালামাঙ্কার যুদ্ধে ফরাসীদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। মাদ্রিদ ইংরাজ সেনার অধিকারে আসে। যোসেফ বোনাপার্ট প্রাণ লইয়া স্পেন হইতে পলাইয়া যান। ১৮১৩ খ্রীঃ ডিউক অফ ওয়েলিংটন ভিত্তোরিয়ার (Vittoria) যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি মার্শাল জুর্দানকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিলে ফরাসী বাহিনী স্পেন ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহার পর ওয়েলিংটন ফ্রান্স আক্রমণের উপক্রম করেন।

স্যালামাঙ্কা ও ভিত্তোরিয়ার যুদ্ধ

পেনিনসুলার যুদ্ধের বিফলতা নেপোলিয়নের সামরিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। স্পেনেই নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম নূতন ধরণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। স্পেনেই সর্বপ্রথম একটি জাতি তাঁহার বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে রুখিয়া দাঁড়ায়। জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখে নেপোলিয়নের রণকৌশল বিফল হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্পেনে তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইবার ফলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদ নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে ইওরোপে তাঁহার বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগে। নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী, সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রকট হইয়া উঠে। ইহার ফলে তাঁহার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী জাগরণের সূচনা হয়। তৃতীয়তঃ, কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম স্পেনে বিফল হইলে, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও ইহাকে অগ্রাহ্য করা আরম্ভ হয়। চতুর্থতঃ, স্পেনের যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়। নেপোলিয়ন এজন্য বলেন যে, "স্পেনের ক্ষত আমার সর্বনাশ ডাকিয়া আনে" (The Spanish ulcer runied me)।

ফলাফল

রাশিয়ার সহিত মিত্রতা ভঙ্গ : মস্কো অভিযান (The breakdown of Allience with Russia : Moscow Campaign) : টিলজিটের সন্ধির (Treaty of Tilsit) ১৮০৭ খ্রীঃ, পর নেপোলিয়ন সম্পর্কে জারের যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা ক্ষয় পায়। জার বুঝিতে পারেন যে, টিলজিটের সন্ধির দ্বারা রাশিয়ার কোন প্রকৃত লাভ হয় নাই। এই সন্ধির দ্বারা তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য

করিবার যে প্রতিশ্রুতি নেপোলিয়ন দেন তাহা তিনি পালন করেন নাই। ইহাতে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ক্ষুব্ধ হন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, নেপোলিয়ন রাশিয়াকে তাঁহার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চান। প্রাশিয়ার নির্বাসিত দেশপ্রেমিক স্টাইন এই সময় মস্কোতে বাস করিতেন। তিনি রুশ মন্ত্রীদের বুঝাইতে থাকেন যে, রাশিয়ার ফরাসী নীতির পরিবর্তন করা দরকার, নতুবা রাশিয়া নিজেই বিপন্ন হইবে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতও জারকে একই কথা বুঝাইতে থাকেন। তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোটে যোগ দেওয়ার জন্য জারকে পরামর্শ দেন। ফলে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের সহিত সম্পর্ক নূতন করিয়া পর্যালোচনা আরম্ভ করেন।

টিলজিটের সন্ধির বিফলতা : ষ্টাইনের প্রভাব

এছাড়া জার প্রথম আলেকজাণ্ডার বিশেষ কয়েকটি কারণে নেপোলিয়নের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (১) প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়াকে পরাস্ত করিয়া নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডের কিছু অংশ অধিকার করেন। এই অধিকৃত স্থান লইয়া নেপোলিয়ন গ্রাণ্ড ডাচি অফ ওয়ারস নামক রাজ্য গঠন করেন। এই রাজ্য রক্ষার জন্য কয়েক লক্ষ ফরাসী সেনাকে পোল্যাণ্ডে রাখা হয়। ইহার ফলে পোল্যাণ্ডে ফরাসী প্রভাব বাড়ে। পোল্যাণ্ডকে ফরাসী তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিলে রাশিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। নেপোলিয়ন এ বিষয়ে জারের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করায় জার রুষ্ট হন।

(২) জারের ভগ্নীপতি ডিউক অফ ওল্ডেনবার্গ, কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম অগ্রাহ্য করিলে নেপোলিয়ন তাঁহার রাজ্য দখল করেন। ওল্ডেনবার্গের ডিউকের পত্নী ক্যাথারিন ছিলেন জারের প্রিয় ভগিনী। ক্যাথারিন, তাঁহার ভ্রাতার নিকট নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে আবেদন জানাইলে, রুশ অভিজাত মহল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জারকে কড়া ব্যবস্থা লইবার পরামর্শ দেন।

(৩) জার তাঁহার ভগিনী আনাকে (Anna) নেপোলিয়নের সহিত বিবাহ দিতে রাজী না হইলে নেপোলিয়ন অপমানিত জ্ঞান করেন। ইহার পর নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ রাজকন্যা মারিয়া লুইসাকে বিবাহ করেন। কিন্তু জার এই বিবাহের ফলে রাশিয়ার বিপদ আশঙ্কা করেন। তিনি মনে করেন যে, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া এককাট্টা হইয়া রাশিয়ার ক্ষতিসাধন করিবে।

(৪) রুশ জার লক্ষ্য করেন যে, কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের ফলে রাশিয়ার প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষতি ঘটিতেছে। ইংলণ্ডের মালের অভাবে রাশিয়ার লোকের দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়াছে। রাশিয়ায় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। ব্রিটিশ বাণিজ্য বয়কট করায় রাশিয়া বিশ্ববাণিজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। রুশ কারখানাগুলি অচল হইয়া যায়। এমতাবস্থায় তিনি ধীরে ধীরে রুশ বন্দরগুলি ব্রিটিশ বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেন জার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ ত্যাগ করিলে নেপোলিয়ন অত্যন্ত বিরক্ত হন। এক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে রাশিয়া আক্রমণ করা ছাড়া অন্য পথ খোলা ছিল না। এদিকে স্পেনের যুদ্ধে নেপোলিয়নের হয়রানি জারকে উৎসাহিত করে। নেপোলিয়নের ন্যায় রণপণ্ডিত

ক্ষুদ্র স্পেনের নিকট ব্যতিব্যস্ত হইলে, নেপোলিয়নের ক্ষমতা সম্পর্কে ভীতি দূর হয়। এইভাবে রুশ যুদ্ধের পটভূমিকা রচিত হয়।

(৫) এছাড়া সুইডেন ছিল রাশিয়ার প্রতিবেশী দেশ। বাল্টিক সমুদ্রে আধিপত্য স্থাপনের জন্য জার সুইডেনকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন সুইডেনের সিংহাসনে তাঁহারই অনুগত সেনাপতি বার্ণাডোটকে বসাইলে জার বিপদ বোধ করেন। এই সকল কারণে ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার মিত্রতায় ভাঁটা পড়ে।

ঐতিহাসিক মর্স ষ্টিফেনসের মতে, কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিতে জারের অস্বীকৃতিই ছিল নেপোলিয়নের রুশ অভিযানের মূল কারণ। কিন্তু নেপোলিয়নের জীবনীকার ভিনসেণ্ট ক্রোনিনের মতে, পোল্যাণ্ড উপলক্ষে মতভেদই ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী নাশের মুখ্য কারণ।[১] মর্স ষ্টিফেনস হইলেন ইংরাজ ঐতিহাসিক। স্বভাবতই তিনি কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের উপর জোর দিয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে, পোল্যাণ্ডের ঘটনাই উভয় দেশের মধ্যে বিভেদের প্রধান প্রাচীর রচনা করে। তাছাড়া নেপোলিয়ন এমন ভাব দেখাইতেন যে, রাশিয়া হইল একটি অনগ্রসর দেশ। নেপোলিয়ন হইলেন ইওরোপের সম্রাট। নেপোলিয়নের এই অহমিকা জারের মনে ঘৃণার সঞ্চার করে।

মর্স ষ্টিফেনস ও ভিনসেণ্ট ক্রোনিনের অভিমত

নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান ছিল সামরিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। বরাবর দেখা যায় যে, উত্তর ইওরোপ হইতে যোদ্ধা জাতিগুলি দক্ষিণ ইওরোপ জয় করিয়া বসবাস করিয়াছে। দক্ষিণ ইওরোপ বা ফ্রান্স হইতে উত্তর ইওরোপের অন্তর্গত রাশিয়া আক্রমণ ছিল নজীরবিহীন ঘটনা। নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম ইহার সূচনা করেন। তিনি রাশিয়ার প্রতিকুল আবহাওয়া ও যোগাযোগের অসুবিধার কথা স্মরণ রাখিয়া তাঁহার রণপরিকল্পনা রচনা করেন।

দক্ষিণ হইতে উত্তর ইওরোপে অভিযান

নেপোলিয়ন ১৮১২ খ্রীঃ ২৪শে জুন ৬ লক্ষ সেনা লইয়া রুশ সীমান্ত অতিক্রম করেন। তাঁহার পরিকল্পনা ছিল যে, তিনি সম্মুখ যুদ্ধে রুশদের সাবাড় করিয়া দিবেন। কিন্তু রুশ সেনাপতি কুটুজফ নেপোলিয়নের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া পিছু হটিয়া, ফরাসী সেনাদের রুশ দেশের অভ্যন্তরে টানিয়া নেন। ফরাসী সেনা রাশিয়ার ভিতরে ঢুকিবার পর তিনি সম্মুখ যুদ্ধ ও পাল্টা আক্রমণ দ্বারা ফরাসী সৈন্যদলকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করেন। রুশ সেনারা পিছু হটিবার সময় সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য ধ্বংস করিয়া ফেলে। ফলে নেপোলিয়ন সমুদায় সরবরাহ স্বদেশ হইতে আনিতে বাধ্য হন। রাশিয়ার ন্যায় দূর দেশে এই সরবরাহ নিয়মিতভাবে বজায় রাখা সহজ কাজ ছিল না।

রুশ সেনাপতি কুটুজফের পরোক্ষ রণকৌশল

নেপোলিয়ন রাশিয়ার ভিতর অগ্রসর হইলে রুশ সেনাদল পিছু হটিতে থাকে।

১. Vincent Cronin. P. 385.

অবশেষে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮১২ খ্রীঃ মস্কোর সন্নিকটে বোরোডিনো (Borodino) গ্রামে কুটুজফ মুখ ফিরাইয়া রুখিয়া দাঁড়ান। বোরোডিনোর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়লাভ করিলেও তাঁহার সৈন্য ও রসদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। রুশ সেনা আত্মসমর্পণ না করিয়া পূর্ব পরিকল্পনামত পুনরায় পিছু হটিয়া যায়। নেপোলিয়ন অরক্ষিত মস্কো নগরী অধিকার করেন। নেপোলিয়নের এই বিজয় ছিল শূন্য বিজয়। কারণ তিনি রাশিয়ার ভূমি অধিকার করিলেও তাঁহার সেনাদল অক্ষত থাকে। একটি দুর্ঘটনার ফলে ঐতিহাসিক মস্কো নগরী অগ্নিদগ্ধ হয়। মস্কো অধিকারের পর নেপোলিয়ন আশা করেন যে, পরাজিত ও অপমানিত রুশ জার তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিবেন। কিন্তু তাঁহার আশা বিফল হয়। জার সন্ধি প্রস্তাব না দিয়া, আসন্ন শীতে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি চালান।

বোরোডিনোর যুদ্ধ মস্কো অধিকার : নেপোলিয়নের পরিচালনার বিফলতা

ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের স্পেনের যুদ্ধে বিফলতার খবরও বাতাসে ছড়ায়। এদিকে রাশিয়ায় শীত আরম্ভ হয় ও বরফ পড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নেপোলিয়নের সরবরাহ ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। নেপোলিয়ন বুঝিতে পারেন যে, তিনি ভয়ংকর বিপদের জালে পড়িয়াছেন। রুশরা শীতকাল পর্যন্ত তাঁহাকে আটকাইয়া পাল্টা আঘাত হানিবে। অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখে তিনি সেনাদের স্বদেশে দ্রুত ফিরিবার হুকুম দেন। নেপোলিয়নের শিবিরে খাদ্যাভাব, শীতের কাপড়ের অভাব ও টাইফাস রোগের মহামারী দেখা দেয়। এই দুঃখ-কষ্টে তাঁহার সেনাদলের মনোবল ভাঙিয়া যায়। এদিকে রুশ সেনাদের পাল্টা হানায় রুগ্ন ও ক্ষুধার্ত বহু ফরাসী সেনা মারা পড়িতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ায় নেপোলিয়নের গ্র্যান্ড আর্মি ধ্বংস হয়। ৬ লক্ষ সেনার মধ্যে মাত্র ৫০ হাজার সেনা দেশে ফিরিতে পারে। নেপোলিয়নের Grand Army বা সেনার এই শোচনীয় পরিণতি ইওরোপে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সর্বত্র তাঁহার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী উত্থান ঘটে। তাঁহার সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে। ফ্রান্সের ভিতরেও তাঁহার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত হয়। মস্কো অভিযান ছিল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী "শেষ সঙ্গীত" (swan song)।

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন : রুশ পাল্টা আক্রমণ : গ্র্যাণ্ড আর্মি ধ্বংস

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ : নেপোলিয়নের পতন (The War of Liberation : Fall of Napoleon) : নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের বিফলতা সমগ্র ইওরোপে নব উন্মাদনা সৃষ্টি করে। নেপোলিয়ন যে অজেয় নহেন তাহা প্রমাণিত হইলে ইওরোপীয় শক্তিগুলি পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়। রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড চতুর্থ কোয়ালিশন বা শক্তি জোট (Fourth Coalition) গঠন করিয়া নেপোলিয়নের পতন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা নেয়। এদিকে নেপোলিয়নের কঠোর শোষণে তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত জাতিগুলি স্বাধীনতা লাভের জন্য মরিয়া হইয়া উঠে। জার্মানীতে নেপোলিয়নের

জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ : চতুর্থ কোয়ালিশন গঠন

বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ তীব্র হইয়া দেখা দেয়। জার্মান জাতীয়তাবাদের এই জাগরণে প্রাশিয়ার বিশেষ ভূমিকা ছিল। নেপোলিয়নের হাতে শোচনীয় পরাজয়ের পর প্রাশিয়ার পুনর্গঠন আরম্ভ হয়। প্রাশিয়ার দেশপ্রেমিক স্টাইন, হার্ডেনবার্গ প্রভৃতি শাসন ও শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে জার্মান জাতির মনে নব প্রেরণা সঞ্চার করেন। কৃষকেরা লাঙল ফেলিয়া, শ্রমিকেরা হাতুড়ি ফেলিয়া, ছাত্র বই ফেলিয়া সেনাদলে যোগ দিয়া জার্মান মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেয়। নেপোলিয়ন ইহার আগে এইরূপ জাতীয় বিক্ষোভের সম্মুখীন হন নাই। জার্মানীর এই জাগরণ দেখিয়া অপর জার্মান রাষ্ট্র অস্ট্রিয়া শেষ পর্যন্ত চতুর্থ শক্তি জোটের সামিল হয়।

চতুর্থ শক্তি জোটের অন্তভুক্ত শক্তিগুলি ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়। এই উদ্দেশ্যে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার সেনাদল প্রাশিয় সেনাপতি ব্লুকারের অধীনে ফরাসী সীমান্তের দিকে আগায়। দক্ষিণ দিক হইতে অস্ট্রিয়ার বাহিনী আগাইতে থাকে। উত্তর দিক হইতে সুইডেনের সেনা যাত্রা করে। নেপোলিয়ন চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার বিখ্যাত One by One বা 'একের পর এক' নীতি লইয়া ঝড়ের গতিতে অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করেন। অস্ট্রিয়াকে ড্রেসডেনের (Dresden) যুদ্ধে (১৮১৩ খ্রীঃ) তিনি পরাস্ত করেন। কিন্তু নেপোলিয়নের সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। মিত্রশক্তি তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে লাইপজিগে (Leipzig) ঘিরিয়া ধরিলে, তিনদিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন জার্মানী হইতে পিছু হটিয়া ফ্রান্সে চলিয়া আসেন। এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। জার্মানী নেপোলিয়নের শাসন হইতে মুক্ত হয়। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে। লাইপজিগের যুদ্ধকে জাতিসমূহের যুদ্ধ (Battle of Nations) বলা হয়। কারণ এই যুদ্ধে বিভিন্ন জাতি একযোগে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

লাইপজিগের যুদ্ধ: নেপোলিয়নের পরাজয়

বিজয়ী মিত্রশক্তি নেপোলিয়নের সহিত একটি সম্মানজনক শর্তে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবে নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দান; ফ্রান্সকে রাইন সীমান্ত পর্যন্ত প্রাকৃতিক সীমা স্থাপনের উদার শর্ত দান করা হয়। কিন্তু নেপোলিয়ন বেলজিয়াম ছাড়িতে রাজী না হওয়ায় এই সন্ধি প্রস্তাব ব্যর্থ হয়। ইহার ফলে বিজয়ী মিত্রবাহিনী ফরাসী সীমান্তের পাঁচটি স্থান দিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করে। ফরাসী জনসাধারণ নেপোলিয়নের স্বৈরশাসনের প্রতি বিরাগ বশতঃ দেশ রক্ষার জন্য আক্রমণকারীদের বাধাদানে বিরত থাকে। ফলে বিজয়ী মিত্র বাহিনী অনায়াসে প্যারিস নগরী অধিকার করে।

নেপোলিয়ন কর্তৃক সন্ধির প্রস্তাব নাকচ; মিত্রশক্তির প্যারিস অধিকার

মিত্রশক্তির হস্তে পরাস্ত ও হতমান নায়ক নেপোলিয়ন ফন্টেনব্লুর সন্ধি (Treaty of Fontainebleau) (১৮১৪ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির ফলে তিনি ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া এলবা দ্বীপে নির্বাসনে চলিয়া যান। তাঁহাকে ২ মিলিয়ন ফ্রাঁ পেনসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নেপোলিয়নের রাজনৈতিক জীবনের উপর আপাততঃ যবনিকা নামিয়া আসে।

ফন্টেনব্লুর সন্ধি ১৮১৪ খ্রীঃ

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তনঃ একশত দিবসের রাজত্ব (Return of Napoleon : The Hundred Days) : ইওরোপীয় শক্তিজোটের দ্বারা পরাস্ত হইয়া এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হইলেও নেপোলিয়ন তাঁহার উচ্চাকাঙ্খা ত্যাগ করেন নাই। এলবা দ্বীপ হইতে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তিনি ফ্রান্সের পরিস্থিতি লক্ষ্য করেন। বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ ফ্রান্সের সিংহাসন হইতে নেপোলিয়নকে সরাইয়া বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুইকে স্থাপন করে। নেপোলিয়নের পতনের পর দেশত্যাগী এমিগ্র বা উদ্বাস্তু অভিজাতরা ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিয়া মহা গোলযোগ সৃষ্টি করায়, ফরাসী জনসাধারণ বুরবোঁ শাসনের প্রতি বিরক্ত হয়। নেপোলিয়ন এই সুযোগে এলবা ত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ নৌবহরের দৃষ্টি এড়াইয়া দক্ষিণ ফ্রান্সে অবতরণ করেন। ফরাসী সরকারী সেনাদলের অধিকাংশ সেনা নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্য জানায়। নেপোলিয়ন তাঁহার অনুগত সেনাদলসহ প্যারিসের দিকে আগাইলে বুরবোঁ রাজা অষ্টাদশ লুই ফ্রান্স ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া যান। নেপোলিয়ন পুনরায় ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন।

এলবা হইতে নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন

বিজয়ী মিত্রশক্তি এই সময় অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে ইওরোপের পুনর্গঠনের আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। নেপোলিয়নের ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিবার খবর পাইয়া তাহারা ফ্রান্স আক্রমণের জন্য দ্রুত সেনা সন্নিবেশ করে। ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ইংরাজ বাহিনী বেলজিয়ামের পথে ফরাসী সীমান্তের দিকে আগাইয়া যায়। প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুকারের নেতৃত্বে প্রাশিয় বাহিনী ফরাসী সীমান্তের দিকে ছুটিয়া চলে। ইতালীর দিক হইতে অষ্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার বাহিনী দক্ষিণ ফ্রান্সে ঢুকিবার চেষ্টা করে।

মিত্রশক্তির ফ্রান্স অভিযান

নেপোলিয়ন দেখেন যে, তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা শত্রুর সৈন্য সংখ্যা বহু গুণ বেশী। তিনি ইহাতে হতবুদ্ধি না হইয়া One by One Policy বা 'একের পর এক' নীতি অনুসরণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে যুদ্ধ দানের জন্য বেলজিয়ামের অভিমুখে যাত্রা করেন। কোয়াত্রা ব্রার (Quatre Bras) যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি মার্শাল নে, ইঙ্গ-বেলজীয় সেনাদলকে পরাস্ত করেন। ইহার পর নেপোলিয়ন আগাইয়া আসিয়া বেলজিয়ামের ওয়াটার্লু গ্রামের নিকট ডিউক অফ ওয়েলিংটনের পরিচালনাধীন ইংরাজ ফৌজের সম্মুখীন হন। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ আসন্ন দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটন দ্রুতগামী অশ্বারোহী দ্বারা প্রাশিয় সেনাপতি ব্লুকারকে তাঁহার সহিত যোগদানের জন্য বার্তা পাঠাইয়া দেন। সেনাপতি ব্লুকারকে পথে আটকাইবার ব্যবস্থা না করিয়া নেপোলিয়ন মারাত্মক ভুল করেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ চলিবার সময় ব্লুকার সসৈন্যে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সহিত যোগ দিলে নেপোলিয়নের পক্ষে এই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তিনি ২৫ হাজার ফরাসী সৈনিকের প্রাণ বলি দিয়া, ওয়াটার্লু রণক্ষেত্র (১৮ই জুন, ১৮১৫ খ্রীঃ) হইতে প্যারিসে পলাইয়া আসেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ ছিল মহাবীর নেপোলিয়নের জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তাঁহার ভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত হয়।

ওয়াটার্লু যুদ্ধ ; নেপোলিয়নের পরাজয়

নেপোলিয়ন প্যারিস হইতে দক্ষিণ ফ্রান্সের রচি ফোর্ট বন্দরে পলায়ন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ যোগে ফ্রান্স হইতে পলাইয়া যাওয়া। তিনি হতাশার সহিত দেখেন যে, ব্রিটিশ নৌবহর তাঁহার পলায়নের পথ বন্ধ করিয়া দক্ষিণ ফ্রান্সের উপকূল অবরোধ করিয়াছে। স্থলভাগে এবং জলভাগে বেষ্টিত হইবার ফলে নেপোলিয়নকে বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হয়। তিনি রচিফোর্ট বন্দরে বেলারোফোন যুদ্ধ জাহাজের ইংরাজ ক্যাপ্টেন হোওয়ার্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে ভূমধ্যসাগরের সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করেন। এই স্থানে জনৈক নিষ্ঠুরহৃদয় ইংরাজ গভর্ণরের তত্ত্বাবধানে তিনি নজরবন্দী থাকেন। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়ন ৬ বৎসর ছিলেন। এই সময় তিনি অন্ত্রের ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হইলেও তিনি তাঁহার আত্মজীবনী রচনা করেন। উদ্যান রচনা, বৃক্ষরোপণ, নাটক অনুষ্ঠান প্রভৃতি কাজের মধ্যে তিনি তাঁহার হতাশাকে দমাইয়া রাখিতেন। অবশেষে ১৮২১ খ্রীঃ ৫ই মে তিনি দেহত্যাগ করেন।

নেপোলিয়নের সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন

পাঠ্যসূচী

১। Markham—Napoleon and the Awakening of Europe.
২। Thomson—Napoleon Bonaparte ; His Rise and Fall.
৩। Cobban—History of France (Penguine Edition). Vol. II.
৪। David Thomson—Europe since Napoleon.
৫। V. Cronin—Napoleon.
৬। Fisher—Bonapatism.
৭। Emil Ludwig—Napoleon

অষ্টম অধ্যায়

নেপোলিয়নের পতনের কারণ : তাঁহার কৃতিত্ব

(Causes of Napoleon's downfall :
His achievements)

নেপোলিয়নের পতনের কারণ (The Causes of Napoleon's downfall) : নেপোলিয়ন বিপ্লবের তরঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করিয়া ফরাসী সিংহাসনে উপনীত হন। বিপ্লবের বায়ু তাঁহার পালে লাগাইয়া ইওরোপে তাঁহার বিজয় তরণী ভাসাইয়া দেন। একে একে ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি তাঁহার নিকট নতশির হয়। কিন্তু এক দশকের মধ্যেই নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে। লাইপজিগ ও

ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত নেপোলিয়ন হতমান হইয়া সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসনে প্রাণত্যাগ করেন।

নেপোলিয়নের পতনের কারণগুলিকে বিভিন্ন দিক হইতে বিশ্লেষণ করা যায়। ঐতিহাসিক টমসনের মতে[১] এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভঙ্গের পর হইতে ১৮০২ খ্রীঃ নেপোলিয়নের পতনের সূচনা হয়। গ্র্যাণ্ট ও টেম্পারলির মতে, ১৮০৭ খ্রীঃ টিলজিটের সন্ধির পর হইতে নেপোলিয়নের পতনের সূচনা দেখা যায়।[২] নেপোলিয়নের শাসননীতি ও সাম্রাজ্যের মধ্যেই তাঁহার পতনের বীজ লুক্কায়িত ছিল। ১৮০২ খ্রীঃ অথবা ১৮০৭ খ্রীঃ হইতে তাহা প্রকট হইতে আরম্ভ করে।

নেপোলিয়নের পতনের সূচনাবর্ষ

ফ্রান্সে নেপোলিয়নের স্বৈরশাসন ফরাসী জাতির নিকট জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলে। বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ সাম্যকে তিনি স্থাপন করিলেও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট তাঁহার মহিমা বিনষ্ট হয়। গোড়ার দিকে বৈদেশিক যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাঁহার কিছুটা জনপ্রিয়তা থাকিলেও, ক্রমে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের স্বৈর শাসনে ফ্রান্স ক্রমে একটি পুলিশ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।"[৩] পেনিনসুলার এবং রুশ যুদ্ধে বিফলতার ফলে তাঁহার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীরাও তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্তে যোগ দেয়। তাঁহার পুলিশ বিভাগের প্রধান ফুশে (Fouche) এবং তাঁহার কুটনৈতিক দপ্তরের কর্তা ট্যালির‍্যাণ্ড (Talleyrand) এমন কি তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্টও (Joseph Bonaparte) এই চক্রান্তের বাহিরে ছিলেন না। ফরাসী নেতারা বুঝিতে পারেন যে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য জয়ের ফলে ফরাসী জাতির কোন লাভ হয় নাই। বরং এজন্য তাহাদের জীবন ও অর্থ বলি দিতে হইতেছে।

নেপোলিয়নের পুলিশ রাষ্ট্র : তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাস

নেপোলিয়নের ইওরোপ জয়ী সেনাদলের চরিত্র ক্রমে ক্রমে পাল্টাইয়া যায়। নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার জন্য অভিজ্ঞ ও যুদ্ধপটু সেনানীরা নিহত হয়। অনভিজ্ঞ লোক লইয়া সেনাদল গঠন করায় সৈন্যদলের গঠন দুর্বল হইয়া যায়। ক্রমে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ ও পাহারার জন্য বহু সেনার দরকার হয়। ফ্রান্সের লোকবল যথেষ্ট না হওয়ায়, তিনি পদানত ইতালী, জার্মানী, বেলজিয়াম হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষয় পূরণ করেন। কিন্তু ইহার ফলে সেনাদলের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। এই সকল বিদেশী সেনার মধ্যে বৈপ্লবিক উন্মাদনা ও নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্য তেমন ছিল না।

নেপোলিয়নের সেনাদলের ক্রমিক দুর্বলতা

---

১. Thomson—Nepoleon Bonaparte ; His Rise and Fall.

২. "The year 1807 marks the zenith of Napoleon's power". Grant and Temperley—Europe in the 19th and the 20nth Century.

৩. "France relapsed more and more into a police state under an autocracy." David Thomson—Europe since Napoleon. P. 41.

নেপোলিয়নের যুদ্ধে হার আরম্ভ হইলে ইহাদের ঐক্য ও মনোবল ভাঙিয়া যায়। নেপোলিয়নের যুদ্ধ কৌশলগুলি ক্রমে সকলেই বুঝিয়া ফেলে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিরা ইহা আয়ত্ব করিয়া এই কৌশল তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। ফলে নেপোলিয়ন গোড়ার দিকে রণকৌশলের সাহায্যে যে-সকল সুবিধা ভোগ করিতেন তাহা আর বিদ্যমান ছিল না।[১]

নেপোলিয়নের অহমিকাবোধ : কূটনৈতিক ও সামরিক ভ্রান্তি

কূটনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন কয়েকটি মারাত্মক ভুল করেন। তাঁহার আত্মপ্রত্যয় ও অহমিকা এমনই বাড়িয়া যায় যে, তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন না। গোড়ার দিকে তাঁহার মধ্যে যে সাবধানতার ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দেখা গিয়াছিল তাহার স্থলে একটি জেদী ও হঠকারী মনোভাব প্রবল হইয়া উঠে। তিনি জীবনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সুযোগ তাঁহার জেদের বশে হারাইয়া ফেলেন এবং অন্ধভাবে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন। এই অন্ধ জেদ ও অহংকারবশতঃ তিনি একটির পর একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমতঃ, নেপোলিয়নের স্পেন আক্রমণ ছিল নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া আক্রমণ ছিল তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রান্তি। তৃতীয়তঃ, লাইপজিগের যুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি তাঁহাকে যে সম্মানজনক সন্ধির শর্ত দিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন। লাইপজিগের যুদ্ধের পর মিত্রশক্তি তাঁহাকে ফ্রান্সের রাজপদ দিতে রাজী হয়। কেবলমাত্র তাঁহাকে বেলজিয়াম ছাড়িতে বলা হয়। নেপোলিয়ন তখনও পর্যন্ত তাঁহার শক্তিকে অজেয় মনে করিতেন। সুতরাং তিনি বেলজিয়াম ছাড়িতে রাজী হন নাই। তিনি এই সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ ভুল করেন। সর্বশেষে, ওয়াটার্লু যুদ্ধের সময় যাহাতে প্রাশিয় সেনাদল ইংরাজ সেনার সহিত যোগ না দেয় এজন্য তিনি কোন ব্যবস্থা না করিয়া চরম নির্বুদ্ধিতা দেখান।

মিত্রশক্তির জোট ও নেপোলিয়নের বিরোধিতা

নেপোলিয়ন প্রথমদিকে যে সামরিক সাফল্য লাভ করেন তাহার অন্যতম কারণ ছিল শত্রুপক্ষের দুর্বলতা। নেপোলিয়ন ভেদনীতি ও সামরিক চাপ দ্বারা এই জোটগুলি ভাঙিতে সক্ষম হন। কিন্তু চতুর্থ শক্তি জোট গঠিত হইলে নেপোলিয়নের পক্ষে তাহা ভাঙা সম্ভব হয় নাই। কারণ এই জোটের সদস্যারা নেপোলিয়নের পতন না ঘটা পর্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে সংকল্প নেয়। ইংলণ্ড এই জোটকে অর্থ ও নেতৃত্ব দেয়। ইওরোপের সম্মিলিত শক্তিগুলির বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের জনবল ও সম্পদ ছিল নগণ্য।

নেপোলিয়নের পতনের মূল কারণ ছিল তাঁহার বিরুদ্ধে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান। ডেভিড টমসনের মতে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের "অন্তর্নিহিত, আত্মঘাতী স্ববিরোধ, তাঁহার পতনের জন্য দায়ী ছিল।"[২] ফরাসী

১. David Thomson. P. 51.

২. "The Napoleonic Empire was doomed because of its inherent and self defeating contradictions."—David Thomson. P. 42.

বিপ্লবের যে আদর্শের প্রচার করিয়া নেপোলিয়ন ইওরোপ জয় করেন, তাঁহার সাম্রাজ্য ছিল সেই আদর্শের বিরাট ব্যতিক্রম। তিনি ইওরোপীয় রাজাদের স্বৈরশাসন ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিলেও, নিজে স্বৈরশাসন ও বংশানুক্রমিক অধিকার স্থাপন করেন। তিনি স্বাধীনতার কথা বলিলেও, অন্য জাতির উপর ফরাসী শাসন চাপাইয়া দেন। ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা শীঘ্র বুঝিতে পারে যে, নেপোলিয়নের শাসন পুরাতন রাজশক্তি অপেক্ষা কম স্বৈরাচারী নহে। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়ন তাঁহার অধিকৃত রাজ্য হইতে বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহ, যুদ্ধকর এবং সম্পদ আহরণ করার ফলে তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ প্রকট হইয়া উঠে। তদুপরি তিনি অধিকৃত দেশে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টম চালু করায় এই দেশগুলির দুর্দশার একশেষ হয়। নেপোলিয়নের শাসন-ব্যবস্থা ঘৃণিত হয়। এই কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ নেপোলিয়নের পতন ঘটায়।

সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ

স্পেন আক্রমণ ছিল নেপোলিয়নের একটি মারাত্মক ভুল। তিনি স্পেনের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র দেশকে পরাস্ত করিতে না পারায় তাঁহার সামরিক মর্যাদা বিনষ্ট হয়। স্পেনের যুদ্ধে ফ্রান্সের বিখ্যাত সেনাপতি মেসানা পর্যন্ত পরাস্ত হন। স্পেনে হস্তক্ষেপ করার ফলে তিনি ইংরাজ সেনার স্পেনে আসার পথ প্রস্তুত করেন। স্পেনের যুদ্ধ ছিল জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ। স্পেনেই নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম একটি সমগ্র জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। এই জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহের নজির অন্য দেশগুলিকে প্রেরণা যোগায়। এছাড়া স্পেনের যুদ্ধ শেষ না করিয়া নেপোলিয়ন রুশ যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইহা ছিল তাঁহার মারাত্মক ভুল।[১]

স্পেনের যুদ্ধ : মারাত্মক ফল

কেহ কেহ বলেন যে, রাশিয়া অভিযান ছিল নেপোলিয়নের Manifest destiny বা অবধারিত নিয়তি। পশ্চিম ইওরোপে ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য শক্তিগুলি তাঁহার পদানত হইলে, শক্তিসাম্যের জন্য নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারকেও এই অনিবার্য নিয়তির সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণীয় নহে। ইংলণ্ডকে অপরাজিত রাখিয়া পূর্বে রাশিয়া আক্রমণ ছিল প্রকাণ্ড ভুল। তাছাড়া নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল দুর্বল। তাঁহার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়। এই অবস্থায় রাশিয়া আক্রমণ ছিল প্রকাণ্ড ভুল। রাশিয়ার সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিলে নেপোলিয়ন অধিকতর লাভবান হইতেন। এমনকি রাশিয়া ও ফ্রান্স যুগ্মভাবে আফগানিস্থান হইয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করার পরিকল্পনায় হাত দিলে ইংরাজ নাস্তানাবুদ হইত। কিন্তু নেপোলিয়ন এই সকল দিক বিবেচনা না করিয়া মস্কো অভিযান করেন।

মস্কো অভিযানের যৌক্তিকতা বিচার

১. David Thomson. P. 45.

রাশিয়া একটি বৃহৎ দেশ। বিশাল জনবল ও সম্পদের অধিকারী রুশ জারকে পরাস্ত করা এত সহজ কাজ ছিল না। রুশ সেনাপতি কুটুজক ছিলেন এক অভিজ্ঞ রণপণ্ডিত। তিনি নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়া পিছু হঠিতে থাকেন। নেপোলিয়ন তাঁহার পিছু লইয়া রাশিয়ার গভীরে প্রবেশ করেন। কুটুজফ পাল্টা আঘাত হানিলে নেপোলিয়ন বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। রুশ ভল্লুকের মরণ আলিঙ্গনে নেপোলিয়নের ঈগলের মৃত্যু হয়। নেপোলিয়নের গ্র্যাণ্ড আর্মি বা বিখ্যাত সেনাদল রাশিয়ার বরফ, শীত ও কসাক আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের বিরাট পরাজয় ঘটিলে ইওরোপের সর্বত্র তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

মস্কো অভিযানের ফলাফল

নেপোলিয়নের প্রবর্তিত কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় প্রথা তাঁহার পতনের পথ তৈয়ারী করে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ কার্যকরী করার জন্য নেপোলিয়নকে ইওরোপের উপকূলবর্তী দেশগুলিকে একের পর এক অধিকার করিতে হয়। ইহার ফলে তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র প্রকট হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপের বৃহৎ অঞ্চল ব্যাপিয়া সৈন্য সংস্থান করিলে তাঁহার সৈন্যদল দুর্বল হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, পোপ কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম গ্রহণ করিতে অরাজী হইলে নেপোলিয়ন পোপকে বন্দী করিয়া ক্যাথলিক জগতের জনপ্রিয়তা হারান। স্পেন কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমে অরাজী হইলে নেপোলিয়ন স্পেনের যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। চতুর্থতঃ, এই অবরোধের ফলে জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলিতে লোকের দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয়। ইহার ফলে নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থা নষ্ট হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ তীব্র হইয়া উঠে। রুশ জার অবরোধ ত্যাগ করায় নেপোলিয়নের সহিত জারের বিরোধ দেখা দেয়।

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের ফলাফল

সর্বশেষে, ইংলণ্ডের নৌশক্তি নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমকে ভাঙিয়া ফেলে। ট্রাফালগারের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর ইংলণ্ড সমুদ্র পথে অপরাজেয় হইয়া পড়ে। ফ্রান্সে মালের আমদানি-রপ্তানী ইংলণ্ড একেবারে বন্ধ করে। ফ্রান্স কর্তৃক ইংলণ্ডকে অবরোধের বদলে, ইংলণ্ডই ফ্রান্সকে অবরোধ করে। ইংলণ্ড বুঝিতে পারে যে, নেপোলিয়নের অবরোধ সফল হইলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য ও বাজার ধ্বংস হইবে। সুতরাং নেপোলিয়নের ক্ষমতা ধ্বংসের জন্য ইংলণ্ড প্রভূত চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়া একের পর এক শক্তিজোট গড়িয়া তুলে। ইংলণ্ড চতুর্থ শক্তিজোট গড়িলে, এই জোট নেপোলিয়নকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে।

ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির প্রভাব

নেপোলিয়নের পতন বিভিন্ন কারণে ঘটিলেও তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে স্ববিরোধিতা, তাঁহার স্বৈরশাসন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ ছিল তাঁহার পতনের মূল কারণ। ইংলণ্ডের বিরোধিতাও অন্যতম মূল কারণ ছিল।

নেপোলিয়নের কৃতিত্ব বিচার (Assessment of Napoleonic Rule): "১৭৯৯ খ্রীঃ হইতে ১৮১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া

ইওরোপের ইতিহাস আবর্তিত হইতে থাকে। এই যুগে ফ্রান্সের ইতিহাস বলিতে নেপোলিয়নের কর্মধারা বুঝায়।"[১] নেপোলিয়নের স্থাপিত শাসনব্যবস্থা ছিল ফরাসী ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য যুগ। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে যে রাজতন্ত্র স্থাপন করেন তাহা ছিল অভিনব। চিরাচরিত বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ইহা ছিল না। নেপোলিয়ন ছিলেন সাধারণ বংশের সন্তান। তাঁহার রাজতন্ত্র ছিল একটি ভুঁইফোড় সামরিক স্বৈরতন্ত্র (An upstart military dictatorship)।[২] তিনি সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ফরাসী সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহাসনে বসিবার পর তিনি দুই প্রকারে ইহাকে মজবুত করার চেষ্টা করেন। প্রথম গণভোটের দ্বারা তাঁহার রাজতন্ত্রকে তিনি গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক ভিত্তি দানের চেষ্টা করেন। অপরদিকে বংশানুক্রমিক রাজাদের ন্যায় দরবার, সভাসদ ও অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি ইহাকে লোকচক্ষে শ্রদ্ধেয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মূলতঃ সামরিক শক্তিই ছিল তাঁহার ক্ষমতার উৎস। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের যুগে নেপোলিয়নের এই সামরিক রাজতন্ত্র এক অভিনব পরীক্ষা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্তী যুগে, ইহা বহু ডিক্টেটরকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি

নেপোলিয়ন নিজে তাঁহার স্থাপিত রাজতন্ত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এজন্য তিনি বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ "সাম্য নীতিকে" গ্রহণ করেন। সাম্য নীতি প্রয়োগ করিয়া তিনি তাঁহার শাসনকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন (আগে পৃঃ ৮৯ দেখ)। অপরদিকে বিপ্লবের স্বাধীনতার আদর্শকে তিনি বর্জন করেন। কারণ 'স্বাধীনতা অর্থাৎ গণতন্ত্রের' আদর্শ এবং তাঁহার স্বৈর শাসন ছিল পরস্পর-বিরোধী। রাজতন্ত্র স্থাপন করিয়া তিনি পুরাতনতন্ত্রকেই ফিরাইয়া আনেন। ডেভিড টমসনের মতে, বিপ্লবের সন্তান নেপোলিয়ন ছিলেন অভিষিক্ত, মুকুটধারী জ্যাকোবিন (A crowned and annointed jacobin)।

নেপোলিয়নের শাসন ব্যবস্থার সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব

ফ্রান্সের সম্রাট পদে বসিবার পর নেপোলিয়ন কোড নেপোলিয়ন, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি সংস্কার চালু রাখেন। গোড়ার দিকে তাঁহার শাসন ছিল জনপ্রিয় ও কল্যাণমুখী। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চাপে তাঁহার উদার শাসন এক দমন-মূলক স্বৈরাচারে পরিণত হয়। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়ন ফ্রান্সে পুলিশী রাষ্ট্র স্থাপন করেন।" যোসেফ ফুসের (Joseph Fouche) নেতৃত্বে পুলিসী মন্ত্রীর দপ্তর, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, জনমত নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা চালু করা হয়। ফ্রান্সের মাত্র ৪টি সংবাদপত্রকে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়। অবশ্য নেপোলিয়ন তাঁহার এই রাষ্ট্রে সংগঠনশক্তি, শৃঙ্খলা স্থাপন, ব্যয় সংকোচ, ফরাসী জাতির উপর নিম্নতম কর স্থাপনের দ্বারা শাসন ব্যবস্থার

দমন নীতি

১. "From 1799—1814 the history of Europe was the history of France and the hisotry of France was the biography of Napoleon Bonaparte." Philip Guedella.

২. David Thomson. P. 40.

উৎকর্ষতা দেখান। তিনি নিয়ম করিয়া দেন যে, সেনাদল ও যুদ্ধের জন্য ব্যয় ফরাসী জাতির উপর না চাপাইয়া অধিকৃত দেশগুলি হইতে আদায় করা হইবে। সুতরাং ফরাসী জাতির গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করিলেও তিনি তাহাদের সুশাসন দান করেন। তাঁহার কোড নেপোলিয়ন, আইনের চক্ষে সমান অধিকার দান ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্ম দান ফ্রান্সে জনপ্রিয় ছিল। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্র ছিল জনহিতকর, উপযোগিতাবাদী, সুদক্ষ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিপূর্ণ।"[১]

নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্র রোবসপিয়ারের একনায়কতন্ত্রের ন্যায় অন্ধ বা উন্মত্ত ছিল না অথবা হিটলারী একনায়কতন্ত্রের ন্যায় নিষ্ঠুর ও বর্বর ছিল না। ইহা পুরাতনপন্থী এবং উগ্রপন্থী জ্যাকোবিনদের নিকট অপ্রিয় হইলেও মধ্যবিত্ত, সাধারণ লোক ও কৃষকদের নিকট জনপ্রিয় ছিল। যতদিন ফরাসী জনসাধারণ বুরবোঁপন্থীদের পুনরায় ক্ষমতালাভ এবং জ্যাকোবিন পন্থীদের সন্ত্রাসের ভয়ে ভীত ছিল ততদিন বোনাপার্টবাদ লোকের নিকট গ্রহণীয় ছিল। কিন্তু ক্রমে লোকে লাল সন্ত্রাস ও শ্বেত সন্ত্রাসের কথা ভুলিয়া গেলে নেপোলিয়নের স্বৈর শাসনের সমালোচনা আরম্ভ করে। ১৮০৮ খ্রীঃ পর নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতিতে বিপর্যয় দেখা দিলে তাহার অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে তাঁহার শাসনের আকর্ষণ নষ্ট হয়। নেপোলিয়নের শাসনের গুণগত দিকগুলি তাহাদের নিকট ম্লান হইয়া যায়। তবুও একথা সত্য যে, নেপোলিয়ন ফরাসী জাতিকে পানপাত্র ভরিয়া যুদ্ধজয়ের গৌরবময় মদিরা পান করান। সাম্য নীতির স্বর্ণপাত্রে তিনি কোড নেপোলিয়ন, বিচারের সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি খাদ্য পরিবেশন করেন।

স্বৈরতন্ত্রী চরিত্র

ফ্রান্সের বাহিরে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ইওরোপে বিপ্লবের আদর্শ প্রচারের সহায়ক হয়। তিনি ছিলেন বিপ্লবের অগ্নিময় তরবারি। (১) তিনি ইওরোপের পুরাতন রাজবংশগুলিকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য নির্বাসনে পাঠাইয়া স্বর্গীয় অধিকারের আদর্শকে নস্যাৎ করিয়া দেন। (২) তিনি সামন্ততন্ত্র, সার্ফ প্রথা ধ্বংস করিয়া ইওরোপের মধ্যযুগীয় শোষণ-মূলক সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেন। (৩) কোড নেপোলিয়ন দ্বারা তিনি নূতন সমাজ ব্যবস্থাকে আইনগত রূপ দেন। নেপোলিয়নের পতনের পরেও তাঁহার সংস্কারগুলি অব্যাহত থাকে। (৪) তিনি ৩০০টি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানীর পুনর্গঠন করিয়া ইহাকে ৩৯টি ভাগে বিভক্ত করেন। ইহার পরোক্ষ ফল হিসাবে জার্মান জাতীয়তাবাদ ও ঐক্য চিন্তার উদয় হয়। ইতালীতেও নেপোলিয়ন তাঁহার অধীনে ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ইতালীয় ঐক্যের আদর্শ স্থাপন করেন। (৫) তিনি স্বয়ং জাতীয়তাবাদের বিরোধী হইলেও তাঁহার শাসনের কঠোরতা অধিকৃত দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফিশারের মতে, "তাঁহার সাম্রাজ্য স্বল্পায়ু হইলেও তাঁহার অসামরিক সংস্কারগুলির ভিত্তি

ফ্রান্সের বাহিরে সাম্রাজ্যের আদর্শগত প্রভাব

নেপোলিয়নের ত্রুটি

১. "The dictatorship of Napoleon in France was a utilitarian, efficient, industrious, hand-headed government"—David Thomson. P. 51.

গ্রানাইট প্রস্তরের উপর স্থাপিত ছিল।"[১] এছাড়া নেপোলিয়ন সমর বিশারদ হিসাবে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। উলম্ ও অস্টারলিজের যুদ্ধে তাঁহার যে বিজয় বৈজয়ন্তী উঠে তাহা মস্কো যুদ্ধ পর্যন্ত অম্লান ছিল। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া, প্রভৃতি ইওরোপের বৃহৎ শক্তিকে পরাস্ত করিয়া তিনি অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী হন। তাঁহার সংগঠনী প্রতিভাও ছিল অসামান্য। ফ্রান্স ও সর্বত্র তাঁহার সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান দুর্বলতা এই যে, তিনি ছিলেন অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং আপন শক্তিকে অজেয় ভাবিতেন। ইওরোপের জাতীয়তাবাদকে তিনি সম্মান দেখান নাই।

পাঠ্যসূচী

১। David Thomson—Europe since Napoleon.
২। Thomson—Napeleon Bonaparte—His Rise and Fall.
৩। Fisher—Bonapartism.
৪। V. Cronin—Napoleon.

দশম অধ্যায়

ভিয়েনা সম্মেলন ও ইওরোপের শক্তি সমবায়
(The Vienna Congress, 1815 : The Concert of Europe)

ভিয়েনা সম্মেলনঃ ইওরোপীয় সমস্যা (The Vienna Congress : The Problems) : নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপের পুনর্গঠনের জন্য বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে এক সম্মেলন আহ্বান করে। ইওরোপের সকল শক্তি (কেবলমাত্র পোপ ও তুরস্ক ব্যতীত) ইহাতে যোগ দেয়। বিভিন্ন দেশের রাজা, রাজনীতিজ্ঞ এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতির ফলে ভিয়েনা সম্মেলন এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের রূপ ধারণ করে। ইওরোপে ইহার আগে এইরূপ জাঁকজমকপূর্ণ কোন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় নাই।

এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ যোগ দিলেও আসল ক্ষমতা চার বিজয়ী শক্তির হাতেই ছিল। চার বিজয়ী একটি ক্ষমতাচক্র বা "Trade union of victorious kings" গঠন করিয়া ইওরোপের পুনর্গঠনের সময় তাহাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখে। নেপোলিয়ন যেহেতু ইওরোপের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, সেহেতু ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভিয়েনা কংগ্রেসে রক্ষণশীলতা বা পুরাতনতন্ত্রকে ফিরাইয়া আনার প্রবণতা প্রকট হইয়া

ভিয়েনা সম্মেলনের রক্ষণশীল দৃষ্টি

১. "Though the Empire of Napoleon was transitory, his civilian reforms were built on granite." Fisher—History of Europe.

উঠে। পুরাতনতন্ত্রের প্রবক্তাগণ ইহা বলিতে থাকেন যে, রাজবংশগুলির বৈধ বংশানুক্রমিক অধিকার, সামন্ত শক্তির বৈধ অধিকার নাশ করিয়া নেপোলিয়ন ইওরোপে একটি বেআইনী ব্যবস্থা কায়েম করেন। সুতরাং বিভিন্ন রাজবংশের আইনসঙ্গত অধিকারকে এই সম্মেলনের মাধ্যমে পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা হয়। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারাকে নস্যাৎ করিয়া বিপ্লব পূর্ববর্তী সামন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপনের প্রবণতা ভিয়েনা বৈঠকে প্রবল হইয়া উঠে।

বিজয়ী চতুঃশক্তি "ইওরোপের সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন; ইওরোপের রাজনৈতিক জীবনের পুনরুজ্জীবন" প্রভৃতি গালভরা বাক্য দ্বারা সম্মেলনের মহৎ উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন। কিন্তু এই সোচ্চার ঘোষণার অন্তরালে বিজয়ী শক্তিগুলির মধ্যে রাজ্য ভাগের জন্য গোপন রেষারেষি চলিতেছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে কয়েকটি প্রধান সমস্যার দিকে প্রতিনিধিরা নজর দেন।

ভিয়েনা সম্মেলনের সম্মুখে সমস্যা

(১) জার্মানী, ইতালী, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে নেপোলিয়ন যে সংগঠন করিয়াছিলেন তাহা ভাঙিয়া নূতনভাবে সংগঠন করা। (২) নেপোলিয়ন কর্তৃক বিতাড়িত পুরাতন রাজবংশগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৩) ফ্রান্স সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৪) ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা যাহাতে ইওরোপে পুনরায় বিপ্লবের বহ্নি না ছড়ায় তাহার প্রতিরোধ করা। (৫) ইওরোপে স্থিতাবস্থা, শক্তিসাম্য স্থাপন করিয়া শান্তি বজায় রাখা। এই লক্ষ্যগুলি লইয়া সম্মেলনের কাজ পরিচালিত হয়। এই সঙ্গে বিজয়ী শক্তির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করা হয়।

ভিয়েনা সম্মেলনের মধ্যমণি ছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিক। মাছ যেমন ঘূর্ণি জলে অবাধে চলাফেরা করে, তিনি তেমনই ভিয়েনা সম্মেলনের স্বচ্ছ রাজনৈতিক ঘূর্ণি জলে মাছের ন্যায় অবলীলাক্রমে সঞ্চরণ করিতেন। মেটারনিক ছিলেন কংগ্রেসে রক্ষণশীলতার ধারক ও বাহক। ইহার বিপরীত মেরুতে ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার।

ভিয়েনা সম্মেলনে নেতৃবর্গের বৈশিষ্ট্য

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ জয়ের সাফল্যের জন্য ইওরোপীয় জনসাধারণের নিকট তিনি "বিজেতার বিজেতা" (Conqueror of conqueror) রূপে প্রতিভাত হন। রাশিয়ার বিশাল সেনাদলের জন্য তিনি ইওরোপের সর্বশক্তিমান নৃপতির মর্যাদা পান। এছাড়া জার উদারতান্ত্রিক মতামত প্রকাশ করিয়া ভিয়েনা সম্মেলনে নিপীড়িত জাতিগুলির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। কেটেলবির মতে, "ইওরোপের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ভিয়েনা সম্মেলনেই রুশ জার ইওরোপের উপর নেতৃত্ব স্থাপন করেন।"[১] এছাড়া সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন ঢিলাঢালা নীল কোট পরিহিত অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস, শান্ত প্রকৃতির ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলরি, "পাঁকাল মাছের ন্যায় পিচ্ছিল" (slippery like an eel)[২] ফরাসী মন্ত্রী ট্যালির্যান্ড, প্রাশিয়ার মন্ত্রী হামবোল্ড প্রভৃতি।

---

১. "For the first time in history, Russia assumed leadership in Europe"—Ketelbey—History of Modern Times. P. 145.

২. Schevill—History of Europe.

ভিয়েনা সম্মেলনের গৃহীত নীতি এবং কার্যাবলী (The Principles and work of the Vienna Congress) : ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ ইওরোপের পুনর্গঠনের জন্য এবং ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে ইওরোপকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েকটি নীতি গ্রহণ করেন। ডেভিড টমসনের মতে, এই নীতিগুলি প্রয়োগের সময় বিজয়ী শক্তিগুলি পরস্পরের স্বার্থ বাঁচাইয়া প্রয়োগ করেন।[১] এই নীতিগুলি ছিল : (১) ন্যায্য অধিকার (Legitimacy), (২) ক্ষতিপূরণ (compensation) এবং শক্তিসাম্য (balance of power)। এছাড়া ইওরোপে পুরাতনতন্ত্র ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য বিপ্লবের প্রতি ঘৃণা (hatred of Revolution) এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (international co-operation) নীতিও গৃহীত হয়।

ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত নীতির প্রয়োগ

যেহেতু নেপোলিয়ন ইওরোপের পরিবর্তনগুলি বলপ্রয়োগে করেন তাহা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ন্যায্য অধিকার নীতি অনুসারে নেপোলিয়নের আগে ইওরোপের যে দেশগুলিতে যে সকল রাজবংশের শাসন ছিল তাহা পুনঃস্থাপন করা হয়। (১) ন্যায্য অধিকার নীতি অনুসারে ফ্রান্সের সহিত প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি (নভেম্বর, ১৮১৫ খ্রীঃ) (Second Treaty of Paris) স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির দ্বারা বুরবোঁ রাজবংশকে ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করা হয়। বুরবোঁ অষ্টাদশ লুই ফরাসী সিংহাসনে বসেন। ফ্রান্সকে ১৭৮৯ খ্রীঃ অর্থাৎ বিপ্লব পূর্ববর্তী বৈধ সীমানায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ফ্রান্স বিজয়ী মিত্রশক্তিকে যুদ্ধের দরুণ বিরাট অঙ্কের অর্থ ক্ষতিপূরণ দেয়। নেপোলিয়ন যে সকল মূল্যবান ঐতিহাসিক সামগ্রী বিভিন্ন দেশ হইতে আনেন তাহা ফিরাইয়া দিতে হয়। (২) নায্য অধিকার নীতি অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ রাজবংশকে হল্যাণ্ডের সিংহাসন ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (৩) স্পেনের বুরবোঁ রাজবংশকে স্পেনে পুনরায় স্থাপন করা হয়। (৪) ইতালীর স্যাভয় রাজবংশকে নিজ রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (৫) দক্ষিণ ইতালীর নেপলস ও সিসিলিতে বুরবোঁ বংশের শাসন পুনঃস্থাপন করা হয়। (৬) রোমের পোপকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (৭) জার্মানীতে পুনরায় অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য স্থাপন করা হয়।

ক্ষতিপূরণ নীতি অনুসারে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিজয়ী শক্তিগুলি ভৌমিক ক্ষতিপূরণ লাভ করে। (১) অষ্ট্রিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায় উত্তর ইতালীর লম্বার্ডি ও ভেনিসিয়া নামক দুইটি প্রদেশ। এছাড়া অষ্ট্রিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে টাইরল ও সালজবার্গ এবং ইলিরিয়া অঞ্চল পায়। ইহার ফলে উত্তর ইতালী হইতে এ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্র পর্যন্ত অষ্ট্রিয়ার রাজ্য বিস্তৃত হয়। (২) প্রাশিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায় স্যাক্সনীর ½ অংশ; পোল্যাণ্ডের ½ অংশ এবং সুইডিশ পোমেরানিয়া এবং ওয়েষ্ট ফ্যালিয়ার কিছু অংশ। এছাড়া শক্তিসাম্য নীতি অনুসারে রাইন জেলাগুলি প্রাশিয়াকে দেওয়া হয়। ফলে

ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগ

১. "Like any general settlement of the kind, the settlement of Vienna was a net work of bargains and negotiated compromises"—D. Thomson. P. 74.

প্রাশিয়া একটি শক্তিমান রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাশিয়ার আয়তন প্রায় দুইগুণ হইয়া যায়। (৩) রাশিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায় পোল্যাণ্ডের বৃহদংশ, ফিনল্যাণ্ড



ও বেসারাবিয়া প্রভৃতি স্থান। ইহার ফলে পশ্চিম ইওরোপে রাশিয়ার প্রভাব বাড়ে। (৪) ইংলণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাহার সাম্রাজ্যের স্বার্থে ইওরোপের বাহিরের স্থান নেয়। ইংলণ্ড পায় সিংহল বা শ্রীলঙ্কা, কেপ কলোনি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মাল্টা ও আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি। ইহার ফলে বিশ্বের নানা স্থানে ইংলণ্ডের

উপনিবেশ ও নৌঘাঁটি বিস্তৃত হয়। (৫) সুইডেন প্রাশিয়াকে পোমিরানিয়া ছাড়িয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে নরওয়ে দেশকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায়।

ভিয়েনা সম্মেলনে শক্তিসাম্য নীতিকেও বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়। ফ্রান্স যাহাতে ভবিষ্যতে ইওরোপ আক্রমণ না করিতে পারে এজন্য ফ্রান্সের প্রতিবেশী দেশগুলি শক্তিশালী করিয়া শক্তিসাম্য স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিজয়ী শক্তির মধ্যে যাহাতে কোন শক্তি ইওরোপে অত্যন্ত প্রবল হইয়া শক্তিসাম্য না ভাঙিয়া ফেলে সেদিকেও নজর রাখা হয়। (১) এজন্য ফ্রান্স বিপ্লবী যুদ্ধের সময় যে সীমারেখা বিস্তার করে তাহা নাকচ করা হয়। ফ্রান্সের সীমান্তকে বিপ্লবের পূর্ববর্তী রেখায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (২) ফ্রান্সে কিছুদিনের জন্য বিজয়ী শক্তির সেনাদল স্থাপন করা হয়। (৩) ফ্রান্সের প্রতিবেশী দেশগুলিকে শক্তিশালী করিয়া ফ্রান্সের চারিদিকে বেষ্টনী রচনা করা হয়। (৪) ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বে বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ভবিষ্যতে ফ্রান্স বেলজিয়াম অধিকারের চেষ্টা করিলে হল্যান্ডকে তাহা ঠেকাইবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। (৫) ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে জার্মানীর রাইন প্রদেশগুলিকে প্রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত করিয়া ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তকে চাপিয়া রাখা হয়। (৬) ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে সুইজারল্যান্ডকে ফ্রান্সের তিনটি ক্যান্টন বা জেলা দেওয়া হয়। (৭) ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্তে সার্ডিনিয়ার সহিত জেনোয়াকে সংযুক্ত করা হয়। এইভাবে শক্তিসাম্য নীতির প্রয়োগ করিয়া ফরাসী সীমান্তে বেষ্টনী রচনা করা হয়।

শক্তিসাম্য নীতির প্রয়োগ

ভিয়েনা সম্মেলনে জার্মানীর পুনর্গঠন লইয়া বিশেষ জটিলতা দেখা দেয়। মেটারনিক জার্মানীতে নেপোলিয়নের পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনার পক্ষপাতী হইলেও, জার প্রথম আলেকজান্ডার ইহার বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত জার্মানীকে ৩৮টি রাজ্যে বিভক্ত করিয়া ইহার উপর বুন্ড (Bund) বা একটি শিথিল যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করা হয়। অস্ট্রিয়াকে এই রাষ্ট্রমণ্ডলের সভাপতি পদ দান করা হয়। ইতালীর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের অবলম্বিত ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করিয়া ইতালীকে মোট ৫টি রাজনৈতিক ভাগে বিভক্ত করা হয়। পোপ, স্যাভয়, বুরবোঁ প্রভৃতি রাজবংশের অধিকার ইতালীতে পুনঃস্থাপন করা হয়। ইহার ফলে ঐক্যবদ্ধ ইতালীর আদর্শ লুপ্ত হয়। মেটারনিক বলেন যে, "অতঃপর ইতালী হইল একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা" মাত্র (Geographical expression)। ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা গণতন্ত্রবাদ, উদারতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদকে দমন করিয়া ইওরোপে পুরাতনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি নীতির সাহায্যে এই কাজ ভালভাবে করা হয়। ইওরোপের সর্বত্র পুরাতন রাজবংশগুলিকে ফিরাইয়া আনা হয়। তাহার সঙ্গে আসে পুরাতন স্বৈর শাসন, অভিজাতশ্রেণী ও যাজক সম্প্রদায়। এইভাবে ইওরোপের প্রগতিকে ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা পিছাইয়া দেওয়া হয়।

জার্মানী ও ইতালীর পুনর্গঠন

ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলীর সমালোচনা (Assessment of the Work of the Vienna Congress): ইওরোপের ইতিহাসে যে

কোন বৃহৎ যুদ্ধের অন্তে সন্ধি স্থাপিত হইতে দেখা যায়। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর এইরূপ ভাবেই ভিয়েনা সন্ধি স্থাপিত হয়। ভিয়েনা সন্ধি হইল ইতিহাসের একটি বিতর্কিত সন্ধি। এই সন্ধির সমালোচনা অধিকাংশ ঐতিহাসিক করেন। গ্রান্ট ও টেমপারলির মতে, ভিয়েনা সন্ধি প্রণেতাদের "প্রতিক্রিয়াশীল ও উদারতন্ত্র বিরোধী" বলা এখন একটি রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে।[১] ভিয়েনা সম্মেলনের প্রাক্কালে "ইওরোপের সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, ইওরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্জাগরণ" প্রভৃতি যে সকল গালভরা আদর্শ প্রচার করা হয়, বাস্তবে তাহা মোটেই পালন করা হয় নাই। আসলে বিজয়ী শক্তিগুলির উদ্দেশ্য ছিল আদর্শের আড়ালে পরাজিত দেশের রাজ্য গ্রাস করা মাত্র। ইওরোপের ইতিহাসের অন্যান্য সন্ধিগুলি হইতে ভিয়েনা সন্ধির কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। বিজয়ী যেমন চিরকাল বিজিতের রাজ্য গ্রাস করে এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে।

ভিয়েনা সম্মেলনে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

সন্ধি নির্মাতাদের অদূরদর্শিতার ফলে ভিয়েনা সন্ধি স্থায়ী হইতে পারে নাই। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভিয়েনা সন্ধির মূল কাঠামোগুলি ভাঙিয়া পড়ে। ইহার দ্বারা সন্ধি নির্মাতাদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব প্রমাণিত হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর বেলজিয়াম হল্যান্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৮৬১-৬৬ খ্রীঃ বিভক্ত ইতালী ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ বিভক্ত জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হয়। সুতরাং ভিয়েনা সন্ধির ভিত্তি মজবুত ছিল না ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[২]

ভিয়েনা চুক্তির স্থায়িত্বের অভাব

এই সন্ধির প্রধান দুর্বলতা ছিল পুরাতন রাজবংশগুলির প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং নূতন ভাবধারার প্রতি উগ্র বিরোধীতা। ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি ইতিহাসের বাতিল হওয়া নীতি প্রয়োগ করিয়া পুরাতন রাজবংশগুলিকে নিজ সিংহাসনে ফিরাইয়া আনা হয়। দুষ্ট ঘোড়া যেমন সওয়ারকে পিঠ হইতে ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ প্রজাপুঞ্জ নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় এই অত্যাচারী রাজবংশগুলিকে বরখাস্ত করিয়াছিল। কিন্তু ন্যায্য অধিকার নীতির জিন কষাইয়া ভিয়েনা সম্মেলন প্রজাদের ঘাড়ে এই রাজবংশগুলিকে পুনরায় চাপাইয়া দেয়। স্বৈর শাসন হইতে মুক্তিকামী লোকেদের পুনরায় স্বৈর শাসনের অধীনে আনা হয়। কিন্তু জনসাধারণের স্বাধীনতার ইচ্ছাকে এভাবে দমাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না। অল্পকালের মধ্যে ফ্রান্সে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজবংশের পতন ঘটে। ফরাসী বিপ্লবের উদ্ভুত আদর্শগুলি যথা জাতীয়তাবাদ, উদারতন্ত্র এবং গণতন্ত্র ইওরোপকে এক পরিবর্তনের স্রোতে ঠেলিয়া দিতেছিল। সম্মেলনের নেতৃবর্গ এই যুগধর্মকে অস্বীকার করিয়া মারাত্মক ভুল করেন। ইহার ফলে ভিয়েনা সম্মেলনের আদর্শগত ভিত্তি দুর্বল হইয়া যায়।

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা

১. "It is been customary to denounce the peace-makers of Vienna as reactionary and illiberal in the extreme". Grant and Temperly—Europe in the 19nth and 20nth centuries. P. 117.

২. Quoted by Lipson—Europe in the 19nth and 20nth Centuries.

জার্মানীর ক্ষেত্রে জার্মান জাতীয়তাবাদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া মেটারনিকের হস্তক্ষেপে জার্মানীকে ৩৮টি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। ন্যায্য অধিকার অনুসারে জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপন করা হয়। এই কারণে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ভিয়েনা চুক্তিকে "প্রকাণ্ড প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা" (A great deception and a betrayal) বলিয়া অভিহিত করে। ১৮৭০ খ্রীঃ জার্মানীর ঐক্য স্থাপিত হইলে জার্মানীতে ভিয়েনা চুক্তির অব্যবস্থা দূর করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বেলজিয়ামকে শক্তিসাম্যের খাতিরে হল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু কেল্টিক ও ক্যাথলিক বেলজিয়াম, ১৮৩০ খ্রীঃ হল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মোট কথা ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইওরোপের যে রাজনৈতিক মানচিত্র রচিত হয় তাহা অল্প দিনের মধ্যেই পরিবর্তিত হয়।

ইওরোপীয় জাতীয়তাবাদের অস্বীকৃতি

ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভূত গণতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রতি ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ চরম অবহেলা দেখান। সমগ্র ইওরোপে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকেই তাঁহারা একমাত্র বৈধ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে ছাড়পত্র দেন। নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রবর্তিত উদারতান্ত্রিক সংবিধানগুলিকে গুঁড়াইয়া ফেলা হয়। উদারতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার জন্য ন্যায্য অধিকার নীতিকেও কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করা হয়। জার্মান জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানীকে ৩৮ ভাগে ভাগ করা হয়। ইতালীকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়। পোল্যাণ্ডকে পুনরায় ব্যবচ্ছেদ করা হয়। বিপ্লবের পূর্বে ভিনিসে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান ছিল। ভিনিস ন্যায্য অধিকার সূত্র অনুসারে প্রজাতন্ত্র ফিরাইয়া দেওয়ার দাবী করিলে ভিনিসকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, "প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান ১৮১৫ খ্রীঃ অচল হইয়া গিয়াছে" (Republics are out of fashion these days)। ঐতিহাসিক ক্রাটওয়েলের মতে, "প্রজাতন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার নীতির প্রয়োগ রহিত করা ছিল সন্ধি রচয়িতাবাদের নীচ ও একটি কপট আচরণ।"[১] তাছাড়া বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া বেলজিয়মবাসীদের জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করা হয়। ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিনিধিরা ইওরোপের জনসাধারণের আশা পূরণের জন্য গণতন্ত্র বা উদারতন্ত্রের কথা ভাবে নাই। জনসাধারণের ইচ্ছার কথা না ভাবিয়া রাজ্যগুলিকে ভাঙা-গড়া এবং বিভিন্ন রাজবংশের অধীনে আনা হয়। এজন্য ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলীকে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও রক্ষণশীলতার স্তম্ভ বলা হয়।

গণতন্ত্রের প্রতি উদাসীনতা

ভিয়েনা চুক্তির বিপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণগুলি স্বীকার করিয়াও এই চুক্তির স্বপক্ষে কয়েকটি কথা বলা যায়। ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রত্যেক যুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তি যে সকল সন্ধি স্থাপন করে তাহাতে বিজয়ী শক্তিগুলির স্বার্থরক্ষার প্রশ্নই প্রধান স্থান পায়। ন্যায় বিচার প্রভৃতি নীতি গৌণ হইয়া যায়। ইউট্রেক্টের সন্ধি (১৭১৭ খ্রীঃ) দ্বারা যেভাবে হ্যাপসবার্গ শক্তিকে খণ্ডিত করা হয়, ভার্সাই সন্ধিতে (১৯১৯ খ্রীঃ) জার্মানীর যেভাবে রক্ত

ভিয়েনা চুক্তির স্বপক্ষে যুক্তি

১. Cruttwell and Laugned—"It was a mean and hypocritical policy of the treaty makers not to extend the doctrine of legitimacy to the republics".

মোক্ষণ করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীকে যেভাবে বিভক্ত করা হয় তাহা উপরের কথাই প্রমাণ করে। ভিয়েনা সন্ধি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। তথাপি ভিয়েনা সন্ধি ভার্সাই সন্ধি অপেক্ষা উদার ছিল একথা বলা যায়। যেক্ষেত্রে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে একটি তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়, ভিয়েনা সন্ধিতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেইরূপ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সকে ব্যবচ্ছেদ না করিয়া তাহার সীমান্ত অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। যেক্ষেত্রে ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় (dictated peace); সেক্ষেত্রে ভিয়েনা সন্ধির শর্ত আলোচনায় ফ্রান্সকে অংশীদার করা হয়।

ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইওরোপে শান্তি ও স্থিতি স্থাপন

ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করা হয় ইহা সত্য। কিন্তু পরিস্থিতি বিচার করিলে সন্ধি স্থাপয়িতাদের দোষ দেওয়া যায় না। এই নবজাত ভাবধারাগুলি তখনও গঠনমূলক রূপ ধরে নাই। বিপ্লব ও সন্ত্রাসের পথে ইহাদের উদয়ের ফলে রক্ষণশীল নেতৃবর্গ ইহাদের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ডেভিড টমসনের মতে, "১৮১৫ খ্রীঃ খুব কম লোকেই এই গণতন্ত্র ও উদারতন্ত্রবাদের তাৎপর্য বুঝিয়াছিল। সুতরাং সন্ধি নির্মাতাদের উপর দোষারোপ নিষ্ফল।"[১] গর্ডন ক্রেইগের মতে, "যদি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ইতালী ও জার্মানীকে ১৮১৫ খ্রীঃ গঠন করা হইত তবে ইওরোপে প্রচন্ড বিশৃংখলা দেখা দেত।"[২] তাছাড়া ভিয়েনা চুক্তি রচয়িতাদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার মত পরিস্থিতি ছিল না। ইওরোপের জটিল পরিস্থিতিতে কাহারও পক্ষে পরিষ্কার শ্লেটে লেখা সম্ভব ছিল না। বৃহৎ শক্তিগুলি ভিয়েনা সম্মেলনের আগেই এ্যাবো (Abo), কালিশস্ক (Kalisch), টেপলিৎস (Taplitz) প্রভৃতি গোপন সন্ধির দ্বারা তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন স্থান ভাগ করিয়াছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে এই গোপন সন্ধিগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হয়।

ভিয়েনা চুক্তি অস্থায়ী হইয়াছিল ইহা সত্য। তবে এসম্পর্কে বলা যায় যে, ইতিহাসে কোন সন্ধি চিরস্থায়ী হয় না। খুব কম কংগ্রেসই এক শতাব্দীর জন্য ইতিহাসের ছক নির্মাণ করিতে সক্ষম হয়। তবুও ৪০ বৎসরের জন্য এই ভিয়েনা কংগ্রেস ইওরোপে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ডেভিড টমসনের মতে, "মোটামুটিভাবে ভিয়েনা চুক্তি ছিল একটি ন্যায্য ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ মূলক চুক্তি।"[৩] ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা কতকগুলি বাস্তব ঘটনা স্বীকার করিয়া ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পথ প্রস্তুত করে।

১. "It would be wrong to blame the makers of the Settlement for failing to appreciate the power of nationalism and liberalism, which few understood in 1815" —David Thomson. P. 75.

২. "Chaos would follow any attempt to free the Italians or to unite the Germans in 1815"—Gordon Craig. P. 16.

৩. "On the whole it was a reasonable and statesman-like arrangement"—D. Thomson. P. 75.

(১) রাশিয়াকে এক বৃহৎ ইওরোপীয় শক্তি হিসাবে এই সম্মেলনে প্রথম স্বীকার করা হয়। (২) জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে প্রাশিয়াকে গণ্য করা হয়। (৩) জার্মানীতে বুন্ড বা শিথিল যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিয়া ভবিষ্যতে জার্মানীর ঐক্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। (৪) ব্রিটেন ছিল এক শক্তিশালী সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক শক্তি। ভিয়েনা সম্মেলনে ব্রিটেনের এই মর্যাদাকে স্বীকার করা হয়। এইজন্য ইওরোপের বাহিরে বড় নৌ ও সামরিক ঘাঁটিগুলি ব্রিটেনকেই দেওয়া হয়। (৫) সুইডেন প্রভৃতি দেশগুলির ইওরোপে আর গুরুত্ব ছিল না। এজন্য ভিয়েনা চুক্তিতে সুইডেনকে তেমন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভিয়েনা সন্ধির দুইটি প্রধান ত্রুটির জন্য এই সন্ধি শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। প্রথমতঃ, এই সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সের ন্যায় বৃহৎ শক্তিকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা ভুল হইয়াছিল। এজন্য ফ্রান্স এই সন্ধিকে স্বীকার করে নাই। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই সন্ধি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয়তাবাদকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করার ফলে ভবিষ্যতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ভিয়েনা চুক্তির ভিত্তিকে ধ্বসাইয়া দেয়। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালী ও জার্মানীর জাতীয়তাবাদকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া ভিয়েনা চুক্তি ভাঙ্গিয়া ফেলেন।[১]

ভিয়েনা সন্ধির প্রতি ফ্রান্সের বিরোধিতা

ইওরোপীয় শক্তি সমবায় (The Concert of Europe)

ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের উদ্ভব (The idea of the Concert of Europe): ভিয়েনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর ইওরোপীয় নেতৃবর্গের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল এই চুক্তিকে স্থায়ী করা এবং ইওরোপে শান্তি বজায় রাখা। ঐতিহাসিক ফিশারের মতে, "ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইওরোপীয় শক্তিগুলি বহু কষ্টভোগ করিয়াছিল। এজন্য ১৮১৫ খ্রীঃ তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আর কোন ভাবে ফরাসী বিপ্লব বা নেপোলিয়নের অভ্যুদয় ঘটিতে দেওয়া হইবে না।"[২] সুতরাং ইওরোপীয় নেতৃবর্গ, ভিয়েনা চুক্তি রক্ষা, ইওরোপে শান্তি রক্ষা এবং নেপোলিয়নের পুনরায় উত্থান রদ এই তিন প্রধান সমস্যার সমাধানের জন্য একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

ইওরোপের স্থিতাবস্থা রক্ষার সমস্যা

পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance): রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার সর্বপ্রথম পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) নামে এক পরিকল্পনা রচনা করেন। জার ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮১৫ খ্রীঃ পবিত্র চুক্তির ঘোষণা করিয়া ইওরোপের খ্রীষ্টীয় রাজাদের ইহাতে যোগদানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার

১. Ketelbey—History of Modern Times. P. 149.
A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe.

২. Fisher—History of Europe. P. 873.

ছিলেন ভাবপ্রবণ, আদর্শবাদী। তিনি মনে করিতেন যে, ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় প্রজা বিদ্রোহ ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র বিরোধী। ইওরোপীয় রাজাদের খ্রীষ্ট ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন না করার ফলেই এইরূপ ঘটনা সম্ভব হইয়াছিল। যদি তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র অনুসারে রাজ্য শাসন ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করেন তবে ইওরোপের সকল অশান্তি দূর হইবে ইহা তিনি মনে করিতেন। জনৈক জার্মান সন্ন্যাসিনী ফন ক্রুডেনার (Von Krudener)-এর প্রভাবে জার প্রথম আলেকজান্ডারের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়।

জার আলেকজাণ্ডারের ভাবধারা

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কীয় যে সকল আদর্শগুলির উল্লেখ আছে তাহা তিনি ইওরোপীয় রাজাদের পালন করিতে প্রতিশ্রুতি দানের জন্য আহ্বান জানান।

পবিত্র চুক্তিতে বলা হয় যে—(১) ইওরোপের রাজাগণ পরস্পরকে খ্রীষ্টীয় সমাজের অধীন ভ্রাতা বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ইহার অর্থ হইল যে, কেহ কাহারও স্বার্থ ক্ষুন্ন করিবে না এবং পরস্পরকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। (২) তাঁহারা নিজ নিজ প্রজাপুঞ্জকে নিজ সন্তানের ন্যায় দেখিবে। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আদর্শকে কার্যকরী করিবে। (৩) খ্রীষ্টীয় রাজারা "ন্যায়, মানবপ্রেম ও শান্তি" (Justice, Charity and Peace)-কে অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন করিবে। (৪) ইওরোপীয় রাজারা অঙ্গীকার করিবেন যে, শাসনকার্যে তাঁহারা "ধর্মের মহান তত্ত্বগুলিকে" (Sublime Truths of Religion) পালন করিবে। (৫) প্রাশিয়া, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট বিশেষভাবে পরস্পরকে ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া উপরোক্ত আদর্শগুলিকে নিজ নিজ রাজ্যে কার্যকরী করিবে।

পবিত্র চুক্তির আদর্শ

পবিত্র চুক্তির আদর্শ ঘোষিত হইবার পর প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া ইহাতে যোগ দিয়া পরস্পরের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ইহার ফলে এই তিন শক্তি একটি গোপন রক্ষণশীল জোটের অঙ্গীভূত হয়। ইহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র চুক্তির মাধ্যমে ইওরোপে পুরাতনতন্ত্রকে স্থায়ী করা এবং বৈপ্লবিক ভাবধারাকে নির্মূল করা। কারণ বৈপ্লবিক ভাবধারা ছিল "খ্রীষ্টধর্মের মহান আদর্শ বিরোধী"। পবিত্র চুক্তির মাধ্যমে জার "শান্তি, মানবপ্রেম ও ন্যায় নীতির" কথা বলিলেও ইহার আসল অর্থ ছিল ইওরোপীয় রাজাদের স্বৈরশাসন ব্যবস্থাকে ধর্মের আদর্শ দ্বারা মজবুত করা। ইহা ছিল নূতন বোতলে পুরাতন মদ্য বিশেষ। ইহাতে পরোক্ষভাবে ফরাসী বিপ্লবজাত ভাবধারাকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং রক্ষণশীলতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

পবিত্রচুক্তির আসল মর্ম

বাস্তবক্ষেত্রে পবিত্র চুক্তি ছিল অকার্যকরী। কারণ ইহা চুক্তির আকারে রচিত না হইয়া কয়েকটি বিমূর্ত (abstract), জটিল নীতির ঘোষণায় পর্যবসিত হয়। এইরূপ বিমূর্ত নীতির উপর নির্ভর করিয়া রাজ্য শাসন করা সম্ভবপর ছিল না। পবিত্র চুক্তিতে বাস্তব বুদ্ধির অভাব ছিল। কারণ ইহা চুক্তির আকারে রচিত না হইয়া একটি ঘোষণাপত্রের রূপ ধারণ করে। ইহার ফলে ইহা ছিল অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে। কয়েকটি নীতিবাক্যের সমন্বয় মাত্র।

এই চুক্তির দুর্বলতা

পবিত্র চুক্তিতে ইওরোপের তিন প্রধান এবং কতিপয় রাজ্য যোগদান করিলেও

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে এই চুক্তিতে যোগদানে অস্বীকৃতি জানান। তিনি ইহার অস্পষ্টতার জন্য অভিযোগ করেন। ইংলণ্ড এই চুক্তিতে যোগ দিলে কি দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য থাকিবে তাহা চুক্তিতে পরিষ্কার না থাকায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি পবিত্র চুক্তিকে "একটি মহান রহস্যপূর্ণ অর্থহীন পাগলামি" (A piece of subline mysticism and nonsense) বলিয়া নাকচ করিয়া দেন। মেটারনিক পবিত্র চুক্তির সমালোচনা করিয়া বলেন যে, পবিত্র চুক্তি হইল "একটি অর্থহীন উচ্চ ঘোষণা মাত্র" (A loud-sounding nothing) এবং ইহা হইল "ধর্মীয় ছদ্মবেশে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য" (A political aspiration clothed in religious garb)। মেটারনিক তাঁহার দিনলিপিতে এই মন্তব্য করেন যে, "রাশিয়ার জারকে খুশি করিবার জন্য অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ইহাতে স্বাক্ষর করে।" মোট কথা অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া পবিত্র চুক্তির প্রতি আন্তরিক ছিল না। ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের বিরোধিতার ফলে পবিত্র চুক্তি বিফলতায় পর্যবসিত হয়।

অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের বিরোধিতা

পবিত্র চুক্তির বিফলতার প্রধান কারণ ছিল ইহার অস্পষ্টতা ও বিমূর্ত নীতিগুলি। ইংলণ্ড আশঙ্কা করে যে, এই চুক্তিতে যোগ দিলে ইংলণ্ডকে "বিপজ্জনক ও অদৃষ্টপূর্ব দায়িত্বে" (Dangerous and unforeseen commitments) পড়িতে হইবে। ইংলণ্ডের বিরোধিতা এবং অষ্ট্রিয়ার আপত্তির ফলে পবিত্র চুক্তি বানচাল হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি শক্তিগুলি রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ছিল। পবিত্র চুক্তির দ্বারা জারের নৈতিক ক্ষমতা বাড়িবে এই আশঙ্কা তাঁহারা করিতেন। পবিত্র চুক্তিকে একমাত্র জার আলেকজাণ্ডার ছাড়া আর কোন শক্তি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নাই। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির যুগে ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী রাজ্য শাসন করা ছিল হাস্যকর প্রচেষ্টা। তবে শক্তি সমবায়ের বিভিন্ন কাজের সমর্থনে মাঝে মাঝে পবিত্র চুক্তির নাম ব্যবহার করা হয়। ইহার ফলে শক্তি সমবায়ের সহিত ইহার নাম জড়িত হয়। আসলে এই চুক্তি প্রথমাবধি বিফলতায় পর্যবসিত হয়।

ইংলণ্ডের বিরোধিতার কারণ

চতুঃশক্তি সন্ধি ও শক্তি সমবায়ের কার্যকলাপ (The Quadruple Alliance and the work of the Concert of Europe) : পবিত্র চুক্তির বিফলতার পর, ইওরোপীয় শক্তি সমবায় গঠনের জন্য বাস্তবপন্থী মেটারনিক চতুঃশক্তি সন্ধির খসড়া রচনা করেন। শোমোর চুক্তি (Treaty of Chaumont), অনুকরণে চতুঃশক্তি সন্ধি রচিত হয় ২০শে নভেম্বর, ১৮১৫ খ্রীঃ। অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া, ইংলণ্ড ইহাতে স্বাক্ষর করে। ইওরোপীয় শক্তি সমবায় প্রকৃতপক্ষে চতুঃশক্তি সন্ধির দ্বারা স্থাপিত হয়। এই সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী শক্তিগুলি অঙ্গীকার করে যে—(১) ভিয়েনা সন্ধিকে রক্ষা করা হইবে। (২) ইওরোপে যুদ্ধ-বিগ্রহ রদ করিয়া শান্তি অব্যাহত রাখা হইবে। বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তাহা আলাপ-আলোচনা দ্বারা মিটাইয়া ফেলা হইবে।

চতুঃশক্তি সন্ধির শর্ত ও লক্ষ্য

(৩) বিপ্লবী ভাবধারা ইওরোপের শান্তির বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে উহা দমন করা হইবে।
(৪) চতুঃশক্তি সন্ধির ৬নং ধারায় বলা হয় যে, ইওরোপের পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য চার শক্তি মাঝে মাঝে কংগ্রেস বা বৈঠকে সমবেত হইবে।

চতুঃশক্তির সন্ধির গুরুত্ব

চতুঃশক্তি সন্ধির গুরুত্ব আধুনিক যুগের ইতিহাসে অস্বীকার করা যায় না। গ্রান্ট ও টেম্পারলি'র মতে, "কংগ্রেস কূটনীতি" (Congress diplomacy) বলিতে যাহা বুঝায় তাহা চতুঃশক্তি সন্ধির ফলেই সৃষ্টি হয়। ইওরোপীয় শক্তিগুলি পরস্পরের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়গুলিকে বাহুবলে সমাধান না করিয়া কংগ্রেসের দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করিবে, "এই মনোভাবকেই কংগ্রেস কূটনীতি" বলা হয়। ইওরোপীয় শক্তি সমবায় প্রকৃতপক্ষে চতুঃশক্তি সন্ধির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হয়। সকল শক্তি ঐক্য মত হইয়া কাজ করে বলিয়া ইহাকে শক্তি সমবায় বলা হয়।

শক্তি সমবায়ের কার্যাবলী (The work of the Concert of Europe): ইওরোপীয় শক্তি সমবায় ১৮১৮ খ্রীঃ প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

এ-লা-শ্যাপেলের বৈঠক

ফ্রান্স ভিয়েনা সন্ধি অনুসারে তাহার প্রদেয় ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করায় ফ্রান্স হইতে বিজয়ী সেনাদল অপসারণের প্রশ্ন আলোচনার জন্য শক্তি সমবায়ের বৈঠকে এ-লা-শ্যাপেলে (Aix-la-Chapelle) আহূত হয়। ফ্রান্স সম্পর্কে চতুঃশক্তি বাস্তবতা সম্মত সিদ্ধান্ত নেয়। ফ্রান্সের ন্যায় বৃহৎ শক্তিকে বাদ দিয়া শক্তি সমবায় চলিতে পারে না ইহা তাহারা উপলব্ধি করে। ফ্রান্সের রাজা অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সকে বিপ্লবী মনোভাব হইতে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহা সদস্যগণ বিশ্বাস করে। সুতরাং সদস্যরা একমত হইয়া ফ্রান্স হইতে তাহাদের সৈন্য অপসারণ এবং ফ্রান্সকে শক্তি সমবায়ের প্রথম সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই কঠিন প্রশ্নের ব্যাপারে সদস্যরা একমত হইলে তাহাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দেয়। তাহারা ইওরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অভিভাবকের ভূমিকা লইয়া তাহাদের উপর নৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। (ক) সুইডেনের রাজার বিরুদ্ধে নরওয়ে কুশাসনের অভিযোগ জানাইলে সুইডেনরাজ বার্নাদোতকে শক্তি সমবায় ভর্ৎসনা করে এবং পবিত্র চুক্তির আদর্শ অনুসরণ করিতে পরামর্শ দেয়। (খ) মোনাকো নামে ক্ষুদ্র দেশের প্রজাগণ তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ করিলে তাঁহাকেও ভর্ৎসনা করা হয়। (গ) জার্মানীর ব্যাডেন রাজ্যের উত্তরাধিকারের সমস্যা এবং অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ইহুদী প্রজাদের সমস্যা সম্পর্কেও শক্তি সমবায় ঐক্যমতে উপস্থিত হয়।

সদস্যদের মধ্যে বিভেদ

ইহার পরেই চতুঃশক্তির মধ্যে স্বার্থগত কলহ প্রকটিত হইলে শক্তি সমবায়ের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। ঐতিহাসিক কেটেলবীর মতে, 'শক্তি সমবায়ের বাঁশীর গায়ে ফুটা দেখা দেয়' (The rift in the lute of the Concert)। ফলে শক্তি সমবায়ের সভায় বেসুরো আওয়াজ বাহির হয়। (১) স্পেনরাজ ফার্দিনান্দ শক্তি সমবায়ের নিকট আবেদন দ্বারা ন্যায্য অধিকার নীতি অনুসারে দক্ষিণ আমেরিকায়, স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশের

উপর তাঁহার কর্তৃত্ব ফিরাইয়া দেওয়ার দাবী জানান। এদিকে বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিতে স্পেনের ক্ষমতা লোপের সুযোগে ইংলণ্ড ইহাদের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল।[১] সুতরাং ইংলণ্ড দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশের উপর স্পেনের কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। ফলে এই প্রশ্ন আপাততঃ মুলতুবী রাখা হয়। তবে শক্তি সমবায়ের অন্তর্বিরোধের ইহা ছিল অশুভ ইঙ্গিত। (২) আরব জাতীয় বারবারী জলদস্যুদের উপদ্রব দমনের জন্য রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে নৌবহর পাঠাইবার প্রস্তাব দিলে ইংলণ্ড স্বীয় নৌ প্রতিপত্তি নষ্টের ভয়ে ইহার বিরোধিতা করে। ফলে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। (৩) আন্তর্জাতিক আইনে ক্রীতদাসের ব্যবসায় ছিল নিষিদ্ধ। ইংলণ্ড প্রস্তাব দেয় যে, জাহাজের খোলে করিয়া ক্রীতদাসের চোরা চালান বন্ধ করিবার জন্য, ইংরাজ নৌবহরকে সন্দেহজনক জাহাজ তল্লাসীর অধিকার দেওয়া হউক। কিন্তু ইংলণ্ডের এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করা হয়। জ্যাকড্রজ নামক ঐতিহাসিকের মতে, ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এজন্য রুশ প্রস্তাবকে ইংলণ্ড অগ্রাহ্য করে। এইভাবে এ-লা-শ্যাপেলের বৈঠক গভীর মনোমালিন্যের মধ্যে শেষ হয়।

ইতিমধ্যে ১৮২০ খ্রীঃ স্পেনে গণবিদ্রোহ ঘটে। স্পেনরাজ ফার্দিনান্দ এই বিদ্রোহের ফলে একটি উদারপন্থী সংবিধান দানে বাধ্য হন। স্পেনে প্রজা বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া জার প্রথম আলেকজাণ্ডার স্পেনে রুশ সৈন্য পাঠাইবার জন্য প্রস্তাব দেন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলরি একটি রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক চিঠি দ্বারা (State Paper) উহার প্রতিবাদ করেন। তিনি ইহা জানাইয়া দেন যে, নেপোলিয়নের পুনরাক্রমণের বিরুদ্ধে চতুঃশক্তি সন্ধি গঠিত হইয়াছে। স্পেনের বিদ্রোহের সহিত নেপোলিয়নের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং স্পেনের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার শক্তি সমবায়ের নাই। ইহার কিছু পরেই দক্ষিণ ইতালীর নেপলসে (Naples) এবং পর্তুগালে স্পেনের ন্যায় উদারপন্থী বিদ্রোহ ঘটে। জার্মানীতে রক্ষণশীল সাংবাদিক কোৎবু (Kotzebue) নিহত হন। মেটারনিক এই সকল সমস্যা বিবেচনার জন্য শক্তি সমবায়ের দ্বিতীয় বৈঠক (১৮২০ খ্রীঃ) ট্রপো শহরে ডাকেন।

স্পেন ও নেপলসে বিদ্রোহ : শক্তি সমবায়কে স্থিতাবস্থা রক্ষার যন্ত্রে পরিণত করার জন্য মেটারনিকের চেষ্টা

মেটারনিক ইতিমধ্যে তাঁহার পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলেন। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল নীতির প্রধান পুরোহিত। ইওরোপে উদারপন্থী ভাবধারার বিস্তার তাঁহার ঘোর বিরক্তির কারণ হয়। তিনি সুপরিকল্পিতভাবে ইওরোপে রক্ষণশীলতাকে কায়েম করিবার জন্য শক্তি সমবায়কে ব্যবহার করার সংকল্প নেন। তিনি শক্তি সমবায়কে ইওরোপে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ দমনের একচেটিয়া হাতিয়ারে পরিণত করার সংকল্প নেন। যাহাতে সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত হয় এজন্য মেটারনিক প্রোটোকোল অফ ট্রপো বা ট্রপোর ঘোষণাপত্র নামে এক দলিল রচনা করেন। তিনি সদস্যদের এই ঘোষণা পত্রে স্বীকৃতি দিতে আহ্বান জানান।

১. Gordon Craig.

ট্রপোর ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে—(১) রাজা স্বেচ্ছায় ও বিনা প্ররোচনায় যে সংবিধান দান করিবেন একমাত্র তাহাই বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। (২) যদি ইওরোপের কোন দেশে বিপ্লব ঘটে যাহার ফলে সেই দেশের রাজা তাঁহার ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হন, তবে সেই দেশকে ইওরোপীয় শক্তি সমবায় হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য করা হইবে। (৩) যদি এই বিপ্লবের ফলে প্রতিবেশী রাজ্যের শান্তি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে শক্তি সমবায় এই বিপ্লবকে বলপূর্বক দমন করিয়া সেই দেশে শান্তি ও স্থিতাবস্থা ফিরাইয়া আনিবে। ট্রপোর ঘোষণাপত্রের দ্বারা শক্তি সমবায় কার্যতঃ ইওরোপে সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ইওরোপে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রগুলিকে স্থায়ী করিবার সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া ইওরোপের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী সকল আন্দোলনকে দমাইবার আয়োজন করা হয়।

ট্রপোর ঘোষণাপত্র

ইংলণ্ড আগেই ষ্টেট পেপার বা রাষ্ট্রনীতির ঘোষণাপত্রের দ্বারা এইরূপ কাজের প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। ট্রপোর বৈঠকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলরি ট্রপোর ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আপত্তি জানাইয়া বলেন যে—(২) এই ঘোষণাপত্র চতুঃশক্তি সন্ধির আদর্শের বিরোধী। ইংলণ্ড ইহাতে যোগ দিবে না। (২) স্পেনের বিপ্লব স্পেনের আভ্যন্তরীণ ঘটনা। ইহাতে বহিঃশক্তি হস্তক্ষেপ করিলে সার্বভৌম দেশগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা বিনষ্ট হইবে। ইহা ভয়ানক খারাপ নজীরের সৃষ্টি করিবে। শক্তি সমবায় শেষ পর্যন্ত সকল দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে। (৩) এইরূপ কাজ চতুঃশক্তি সন্ধির বিরোধী হইবে। (৪) ইংলণ্ড মনে করে যে, অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহ করার আইনগত ও নীতিগত অধিকার আছে। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডের প্রজাবর্গ এইরূপ বিদ্রোহের দ্বারা গণতান্ত্রিক সংবিধান লাভ করে। ইংলণ্ড নিজে যাহা করিয়াছে, তাহা অপরকে করিতে নিষেধ করিবে না। কিন্তু কাসলারির প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া তিন রক্ষণশীল শক্তির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ট্রপোর ঘোষণাপত্র পাশ হইলে শক্তি সমবায় ইহাকে সফল করার চেষ্টা করে। ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে। ইংলণ্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করায় ইংলণ্ড শক্তি সমবায় হইতে দূরে সরিয়া যায়। শক্তি সমবায়ের পতন আরম্ভ হয়।

ইংলণ্ডের আপত্তি

ট্রপোর বৈঠকের পর ১৮২১ খ্রীঃ লাইব্যাকে তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ট্রপোর ঘোষণাপত্রের নীতি অনুসারে নেপলসের বিদ্রোহ দমনের জন্য অষ্ট্রিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অষ্ট্রিয়ার সেনাদল বুরবোঁ ফার্দিনান্দের নেপলসের সিংহাসনে পূর্বক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। তাহারা পিডমণ্টের উদারনৈতিক সংবিধান দমন করিয়া ইতালীতে পুরা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সক্রিয় করে। কিছুদিনের জন্য ইওরোপে মেটারনিকতন্ত্র জয়যুক্ত হয়।

লাইব্যাকের বৈঠক (১৮২১ খ্রীঃ)

অতঃপর ভেরোনা নগরে ১৮২২ খ্রীঃ শক্তি সমবায়ের চতুর্থ বৈঠক বসে। ইতিমধ্যে

ইংলণ্ডের বিদেশ মন্ত্রীর পদে নবনিযুক্ত ক্যানিং বসেন। ক্যানিং-এর আমলে শক্তি সমবায় সম্পর্কে ইংলণ্ডের নীতির পরিবর্তন ঘটে। ঐতিহাসিক টেমপারলি (Temperley) ক্যানিং-এর নীতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্যানিং মনে করিতেন যে, শক্তি সমবায় থাকিবার ফলে ইংলণ্ড স্বাধীনভাবে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করিতে সক্ষম হয় নাই। যুদ্ধের সময় শক্তি সমবায়-এর প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও শান্তির সময় ইহার অস্তিত্ব ছিল ইংলণ্ডের স্বার্থ বিরোধী।[১] সুতরাং ক্যানিং শক্তি সমবায়ের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কথা চিন্তা করেন।

ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী ক্যানিং-এর নূতন চিন্তা

ভেরোনা বৈঠকে তিনি ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান। ভেরোনায় মেটারনিক প্রথমেই ইংলণ্ডের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্পেনের বিদ্রোহ দমনের জন্য স্পেনে ফরাসী সেনা পাঠাইবার প্রস্তাব পাশ করাইয়া নেন। রক্ষণশীল শক্তিগুলির সমর্থন পাইয়া তিনি ইংলণ্ডকে কোণঠাসা করিয়া, শক্তি সমবায়কে নিজ ইচ্ছায় চালাইতে থাকেন। ফরাসী সেনা স্পেনে প্রবেশ করিয়া স্পেন ও পর্তুগালের বিদ্রোহ দমন করিয়া এইস্থানে স্বৈরশাসন পুনঃস্থাপন করে। আত্মতৃপ্ত মেটারনিক এইবার স্পেনের আমেরিকার উপনিবেশের প্রশ্ন ভেরোনা বৈঠকে পুনরায় উত্থাপন করেন। এই প্রশ্ন এ-লা-শ্যাপলের বৈঠকে ইংলণ্ডের আপত্তির ফলে মুলতুবী ছিল। এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত হইলে ইহার প্রতিবাদে ইংলণ্ড ভেরোনা বৈঠক বর্জন করে। ইহা দ্বারা শক্তি সমবায় হইতে ইংলণ্ড চিরবিদায় নেয়। ইংলণ্ডের পদত্যাগের ফলে চতুঃশক্তির সন্ধি ভাঙিয়া পড়ে।

ভেরোনার বৈঠক, ১৮২২ খ্রীঃ ইংলণ্ডের শক্তি সমবায় বর্জন

ক্যানিং আশংকা করেন যে, শক্তি সমবায়ের সেনাদল দক্ষিণ আমেরিকায় প্রেরিত হইবে। ইহার প্রতিরোধের জন্য তিনি স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির স্বাধীনতাকে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে স্বীকৃতি দেন। ইংরাজ নৌবহরকে আটলাণ্টিক মহাসাগরে শক্তি সমবায়ের জাহাজগুলিকে আটকাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জেমস মনরো তাঁহার বিখ্যাত মনরো নীতি (Monroe Doctrine) (১৮২৩ খ্রীঃ) ঘোষণা করিয়া শক্তি সমবায়কে সতর্ক করিয়া দেন। মনরো নীতির দ্বারা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট বলেন যে-(১) "আমেরিকা হইল আমেরিকাবাসীদের জন্য।" (২) আমেরিকায় ইওরোপীয় শক্তির হস্তক্ষেপ মার্কিন দেশ সহ্য করিবে না। (৩) আমেরিকায় ইওরোপের উপনিবেশ বিস্তারে মার্কিন দেশ বিরোধিতা করিবে। মনরো নীতি ঘোষণার ফলে ও ক্যানিংয়ের সক্রিয় বিরোধিতায় শক্তি সমবায় দক্ষিণ আমেরিকায় বিফল হয়। বক্তৃতাবাজ ক্যানিং হতমান মেটারনিকের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া বলেন যে, "আমি পুরাতন পৃথিবীর (অর্থাৎ ইওরোপের) ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি নূতন পৃথিবী (অর্থাৎ স্বাধীন আমেরিকা) সৃষ্টি

শক্তি সমবায়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের বিরোধিতা : মনরো নীতি (১৮২৩) ঘোষণা

১. Temperley—Cambridge History of British Foreign Policy.

করিলাম" (I have brought a new world into existence to redress the balance of the old)। ক্ষুব্ধ মেটারনিক প্রত্যুত্তরে ক্যানিংকে, "ইওরোপের ক্ষতিকারক উল্কাপিণ্ড" (Malevolent meteor) বলিয়া অভিহিত করেন।

সেন্ট পিটার্সবার্গের বৈঠক, (১৮২৫) গ্রীসের বিদ্রোহ : শক্তি সমবায়ের পতন

ভেরোনা বৈঠকের পর শক্তি সমবায় কার্যতঃ ধ্বংস হইয়া যায়। গ্রীসের বিদ্রোহের সমস্যা সমাধানের জন্য জার প্রথম আলেকজান্ডার সেন্ট পিটার্সবার্গে শক্তি সমবায়ের পঞ্চম সম্মেলন (১৮২৫ খ্রীঃ) আহ্বান করেন। ইংলণ্ড এই বৈঠক বর্জন করে। গ্রীস, তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্রোহ করিলে, জার গ্রীসের পক্ষ লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মেটারনিক প্রভৃতি ঝানু নেতারা মনে করেন যে, জার তুরস্ককে হঠাইয়া নিজ ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। সুতরাং তাঁহারা বলেন যে, ট্রপোর ঘোষণাপত্র অনুসারে বিদ্রোহী গ্রীসকে রাশিয়া সাহায্য করিতে পারে না। তাছাড়া গ্রীস হইল তুরস্কের রাজ্য। তুরস্ক হইল এশিয়ার দেশ। সুতরাং ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সহিত এশিয়ার কোন সম্পর্ক নাই (Greece lies outside Europe)। জারের সহিত শক্তি সমবায়ের অপর সদস্যদের এজন্য মনোমালিন্য দেখা দেয়। ফলে শক্তি সমবায়ের পতন ঘটে।

ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের বিফলতার কারণ (Causes of the collapse of the Concert of Europe) : নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপের শান্তি ও স্থিতি রক্ষার জন্য শক্তি সমবায় স্থাপিত হইলেও প্রায় দেড় দশকের মধ্যে ইহা ভাঙিয়া পড়ে। শক্তি সমবায়ের পতনের প্রধান কারণ এই ছিল যে, ইহা নেপোলিয়নের পুনরাক্রমণের ভয়ে গঠিত হইয়াছিল। যতদিন নেপোলিয়নের আক্রমণের আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল ততদিন সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকেন। যে মুহূর্তে নেপোলিয়নের আক্রমণের আশঙ্কা তিরোহিত হয়, সেই মুহূর্তে তাঁহাদের পরস্পরের স্বার্থগত বিরোধ প্রকট হইয়া উঠে। এছাড়া শক্তি সমবায়ের এমন কোন ইতিবাচক গঠনমূলক উদ্দেশ্য ছিল না, যাহার ভিত্তিতে সদস্য দেশগুলি ইহাকে প্রয়োজনীয় মনে করিতে পারে। ফলে নেপোলিয়নের পতনের পর শক্তি সমবায়ের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

নেপোলিয়নের আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হইলে শক্তি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা লোপ

জ্যাক ড্রজ (Jack Droz) নামক ঐতিহাসিকের মতে, শক্তি সমবায়ের পতনের প্রধান কারণ এই ছিল যে, পবিত্র চুক্তি ও চতুঃশক্তি সন্ধি ছিল পরস্পর-বিরোধী। পবিত্র চুক্তি গঠনের দ্বারা, জার প্রথম আলেকজান্ডার ইওরোপের স্থলশক্তিগুলিকে নিজ পক্ষে আনিয়া, নৌশক্তি ইংলণ্ডকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন। অপরদিকে ইংলণ্ড চতুঃশক্তি সন্ধির দ্বারা ইওরোপের স্থলশক্তিগুলির মিত্রতা লাভ করিয়া রাশিয়ার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। রাশিয়া ও ইংলণ্ডের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে অস্ট্রিয়ার মেটারনিক

নৌশক্তি ইংলণ্ডের সহিত স্থলশক্তি অস্ট্রিয়া-রাশিয়ার বিরোধ

শক্তি সমবায়কে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগান। ইংলণ্ড ও রাশিয়ার এই গুপ্তদ্বন্দ্বের ফলে শক্তি সমবায় অকার্যকরী হইয়া পড়ে। ইংলণ্ড শেষ পর্যন্ত ইহা ত্যাগ করে।

জাহাজ যেমন সমুদ্রের ভিতর ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া নিমজ্জিত হয়, শক্তি সমবায় সেইরূপ সদস্যদের পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নেপোলিয়ন ভীতি দূর হইবার পর সদস্যদের মধ্যে ঈর্ষা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব নগ্নভাবে প্রকট হয়। ইংলণ্ডের নৌ শক্তির প্রতাপ এবং তুরস্কের সহিত ইংলণ্ডের মিত্রতার জন্য রাশিয়ার জার ক্রুদ্ধ হন। এদিকে রাশিয়ার বিরাট স্থলবাহিনীর ভয়ে অস্ট্রিয়া আশঙ্কিত হয়। এই কারণে গ্রীসের বিদ্রোহ উপলক্ষে গ্রীসে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে অস্ট্রিয়া বিরোধিতা করে। এদিকে ইংলণ্ড ট্রপোর ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা করায়, ইংলণ্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া স্পেনের বিদ্রোহ দমনে ফরাসী সেনা পাঠায়। ইংলণ্ডের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্পেনের আমেরিকার উপনিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। এইভাবে দেখা যায় যে, শক্তি সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে সমস্বার্থ না থাকায় শক্তি সমবায়ের পতন ঘটে। কেটেলবির মতে, "সদস্যদের মধ্যে সাধারণ স্বার্থ না থাকিলে কোন রাষ্ট্রজোট স্থায়ী হয় না" (No federation can endure without a modicum of common interest)।[১]

শক্তি সমবায়ের সদস্যদের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব

শক্তি সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য থাকায় সদস্যদের মধ্যে একতা স্থাপিত হইতে পারে নাই। ব্রিটিশ সরকারের চরিত্র ছিল সাংবিধানিক, অপরদিকে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। ইহার ফলে উদারতন্ত্রী ইংলণ্ডের সহিত রক্ষণশীল শক্তিগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখা দেয়। উদারতন্ত্রী ইংলণ্ডকে তাহার সংবিধান, পার্লামেণ্ট ও জনমতের সমর্থন লইয়া বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করিতে হইত। অপরদিকে স্বৈরতন্ত্রী শক্তিগুলির এই দায়িত্ব ছিল না। তাহারা কেবলমাত্র রাজার ইচ্ছাতেই নীতি নির্ধারণ করিত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলার শক্তি সমবায়ের প্রতি ইংলণ্ডের দুর্বলতার জন্য পার্লামেণ্টে সমালোচিত হন। ট্রপোর ঘোষণাপত্রের দ্বারা স্বাধীন দেশের ব্যাপারে শক্তি সমবায় হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত লইলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ঘোর সমালোচনা হয়। ইংলণ্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ট্রপোর ঘোষণাপত্র গৃহীত হইলে এবং স্পেনে ফরাসী সৈন্য পাঠান হইলে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা পার্লামেণ্টে তিরস্কৃত হয়। পার্লামেণ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির সহিত হাত মিলাইয়া চলা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণে ইংলণ্ড শেষ পর্যন্ত শক্তি সমবায় ত্যাগ করে।[২]

সাংবিধানিক রাষ্ট্র ইংলণ্ডের সহিত স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিগুলির আদর্শগত বিরোধ

ইংলণ্ডের নূতন বিদেশমন্ত্রী ক্যানিং-এর নীতির ফলে শক্তি সমবায়ের দ্রুত পতন

১. Ketelbey—History of Modern Times. P. 185.

২. Jack Droz—Europe between Revolutions. P. 221.

ঘটে। ভূতপূর্ব মন্ত্রী কাসলরির ন্যায়, ক্যানিং শক্তি সমবায়কে অপরিহার্য মনে করিতেন না। তিনি মনে করিতেন যে, শক্তি সমবায়ে যোগ দিয়া ইংলণ্ড অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড স্বাধীনভাবে তাহার বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় বাধা পাইতেছে। সুতরাং স্পেনের আমেরিকার উপনিবেশে শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপ উপলক্ষে, তিনি শক্তি সমবায়ের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিলে ইহা ভাঙ্গিয়া পড়ে।

শক্তি সমবায়ের প্রতি ইংলণ্ডের বিদেশ মন্ত্রী ক্যানিং-এর আস্থা হ্রাস

ইংলণ্ডের ন্যায় শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করা শক্তি সমবায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৮৩০ খ্রী জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্সও শক্তি সমবায় ছাড়িয়া ইংলণ্ডের দিকে ঢলিয়া পড়ে। ফলে শক্তি সমবায় শেষ পর্যন্ত অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়া-রাশিয়া তিন রক্ষণশীল শক্তিজোটে পরিণত হয়।[১] উপরোক্ত তিন শক্তির রক্ষণশীল জোটও শেষ পর্যন্ত ভাঙিয়া যায়। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের পক্ষে রুশ হস্তক্ষেপে অস্ট্রিয়া বিরোধিতা করিলে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার হতাশ হইয়া পড়েন।

মেটারনিক শক্তি সমবায়কে ট্রপোর বৈঠকের পর রক্ষণশীলতার তল্পিবাহকে পরিণত করেন। শক্তি সমবায়ের মূল লক্ষ্য চতুঃশক্তি সন্ধিতে গৃহীত হইয়াছিল। মেটার্নিকের প্রভাবে শক্তি সমবায় তাহার মূল আদর্শ হইতে সরিয়া যায়। ইংলন্ড এজন্য হতাশ হইয়া পড়ে। ডেভিড টমসনের মতে, শক্তি সমবায়ের উচিত ছিল ভিয়েনা চুক্তিকে অবলম্বনীয় না ভাবিয়া, ন্যায্য ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলিকে স্বীকার করা। যেক্ষেত্রে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র দমিত হইয়াছিল তাহাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার অর্থ ছিল ইতিহাসের গতির বিরুদ্ধে যাওয়া। সম্মার্জনীর আঘাতে যেমন সমুদ্র তরঙ্গ ঠেকান যায় না, সেইরূপ ট্রপোর ঘোষণাপত্র দ্বারা ইতিহাসের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই। শক্তি সমবায়ের এই প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ইহার পতন ত্বরান্বিত করে।

শক্তি সমবায়কে সংস্কারবাদী সংস্থা না করিয়া রক্ষণশীলতার যন্ত্রে পরিণত করা

তাছাড়া মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মনরো তাঁহার নীতি ঘোষণা করিয়া আমেরিকা মহাদেশে শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপে বাধা দিলে শক্তি সমবায়ের মর্যাদা নষ্ট হয়। এই সুযোগে ইংলণ্ড দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহী স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। ইংলণ্ড ও মার্কিন দেশের এই যুগ্ম বিরোধিতার জন্য শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপ নীতি ব্যর্থ হয়।

শক্তি সমবায়ের গুরুত্ব (The significance of the Concert of Europe): সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইওরোপীয় রাজনীতি সামরিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পরিচালিত হয়। যে দেশ সামরিক শক্তির অধিকারী হয়, সেই দেশ আন্তর্জাতিক আইন অগ্রাহ্য করিয়া বাহুবলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে পদানত করিবার চেষ্টা করে। নগ্ন রাজ্য লোভ, গোপন কুটনীতিই ছিল এই যুগের বৈশিষ্ট্য। সপ্তদশ শতকে বুরবোঁ রাজা চতুর্দশ লুই নেদারল্যাণ্ড, জার্মানীর রাইন প্রদেশ ও স্পেন দেশ

অষ্টাদশ শতকের আন্তর্জাতিক অরাজকতা

১, Ibid.

অধিকারের জন্য দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালান। অষ্টাদশ শতকে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট বলপূর্বক সাইলেসিয়া অধিকার করেন। তিনি পোল্যান্ড ব্যবচ্ছেদে রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সহিত হাত মেলান। নেপোলিয়ন রাজ্যগ্রাস নীতিকে ব্যাপক প্রয়োগ করিয়া ইওরোপের পুরাতন রাজতন্ত্রগুলিকে পরাস্ত করেন। জার্মানী, ইতালী ও পোল্যাণ্ডে নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

নেপোলিয়নের পতনের পর বিজয়ী ইওরোপীয় শক্তিগুলি ইহা বুঝিতে পারে যে—প্রতি দেশ যদি নিজ স্বার্থকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ মনে করে তবে আন্তর্জাতিক অরাজকতা ও যুদ্ধ ঘটিবে। ইওরোপে শান্তি রক্ষা করিতে হইলে আন্তর্জাতিক বিরোধের বিষয়গুলিকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে "কংগ্রেস কূটনীতির" (Congress diplomacy) সূচনা করা হয়। এ-লা-শ্যাপেল, ট্রপো, লাইব্যাক, ভেরোনা ও সেণ্ট পিটার্সবার্গ কংগ্রেসের মাধ্যমে বৃহৎ শক্তিবর্গ ঐকামত প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইওরোপের সমস্যাবলী সমাধানের চেষ্টা করে। যদিও শক্তি সমবায় বিফল হয়, তবুও 'কংগ্রেস কূটনীতির' মূল্য ছিল সুদূর-প্রসারী। পরবর্তীকালে ইওরোপের বহু সমস্যা 'কংগ্রেস কূটনীতির' দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হয়। ইওরোপীয় শক্তি সমবায় যুদ্ধ না করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের নূতন পথ দেখায়। লণ্ডন কংগ্রেস দ্বারা ১৮৩২ খ্রীঃ বেলজিয়ামের স্বাধীনতার প্রশ্নের, প্যারিস কংগ্রেসের দ্বারা ১৮৫৪ খ্রীঃ পূর্বাঞ্চল সমস্যার, বার্লিন কংগ্রেসের দ্বারা ১৮৭৮ খ্রীঃ পুনরায় পূর্বাঞ্চল সমস্যার আপাততঃ সমাধান করা সম্ভব হয়। ল্যাংসামের মতে, কংগ্রেস প্রথা বিলোপের ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে।[১]

কংগ্রেস কূটনীতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা

শক্তি সমবায় কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখায়। নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে বিরোধে, মনাকোর রাজার সহিত প্রজাদের বিরোধে, ব্যাডেনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে, দাস ব্যবসায় নিষিদ্ধ করা এবং জলদস্যুতাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করিয়া ইহা সীমায়িতভাবে কৃতিত্ব দেখায়। তবে শক্তি সমবায় ছিল কেবলমাত্র বৃহৎশক্তির সংগঠন। ক্ষুদ্র শক্তিকেন্দ্রগুলিকে ইহাতে যথাযোগ্য সমতা ও অধিকার দান করা হয় নাই।

শক্তি সমবায়ের কৃতিত্ব

পাঠ্যসূচী

১। Jacques Droz—Europe between Revolutions.
২। Gordon Craig—Europe Since 1815.
৩। Hearnshaw—The Era of Congress.
৪। Nicholson—The Congress of Vienna.
৫। A. Philips—Modern Europe.
৬। D. Thomson—Europe Since Napoleon.

১. Laugsham—World Since 1919.

৭। C. D. Hazen—Europe Since 1815.
৮। Ketelby—History of Modern Times.
৯। Temperley—Cambridge History of British Foreign Policy.

একাদশ অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লবের পর ইওরোপ (১৮১৫—১৮৪৮ খ্রীঃ): জুলাই বিপ্লব: মেটারনিকতন্ত্র

(Europe after the French Revolution 1815—1848: The July Revolution: The Metternich System)

ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Social and Economic condition of France in 1815): নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। বুরবোঁ শাসন পুনঃস্থাপনের ফলে ১৮১৫ খ্রীঃ পরবর্তী যুগকে Restoration বা পুনঃস্থাপনের যুগ বলা হয়। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "১৮১৫ খ্রীঃ ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কিছুই পুনঃস্থাপন সম্ভব হয় নাই" (Very little was restored except the Bourbon dynasty)।[১] ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগে মোট ২৫ বৎসর ফ্রান্সে যে বিপুল পরিবর্তনের স্রোত দেখা দিয়াছিল, তাহাকে এক কথায় মুছিয়া দেওয়া সহজ ছিল না। ফলে নব প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজা অষ্টাদশ লুইকে বাধ্য হইয়া পুরাতনতন্ত্রের সহিত বিপ্লব-প্রসূত সমাজ-ব্যবস্থার সামঞ্জস্য সাধনের নীতি লইতে হয়।

Restoration বা ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বিপ্লবের যুগে সামন্ত প্রথার পূর্ণ সমাধি ঘটে। সামন্তদের জমিগুলি কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। গীর্জার সম্পত্তিগুলিও কৃষকদের হাতে পড়ে। এই জমি পুনরায় সামন্তশ্রেণী ও গীর্জার হাতে ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। বিপ্লবের যুগে বহু স্বাধীন কৃষক সামন্ত বা গীর্জার জমি পাইয়া স্বচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। গ্রামজীবনে ইহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব ছিল। এই শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

নবোদিত কৃষকশ্রেণী

যাহা হউক এই নবোদিত কৃষকশ্রেণী আশংকা করিত যে, বুরবোঁ রাজা এবং অভিজাতরা ফিরিয়া আসিলে তাহাদের জমিগুলি হাতছাড়া হইতে পারে। এই আশংকা তাহাদের মনে বেশ প্রবল থাকায় তাহারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ সরকারকে সন্দেহের

১. Gordon Craig. P. 46.

চক্ষে দেখিত। অষ্টাদশ লুই তাঁহার সনদ দ্বারা কৃষকদের ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করিলেও, ইহাদের জমি হারাইবার আশংকা দূর হয় নাই। যেহেতু কৃষকদের ভোটাধিকার ছিল না, তাহারা মনে করে যে আইনসভায় যাহাদের ভোট আছে তাহারা আইন রচনা করিয়া কৃষকদের স্বার্থ নষ্ট করিতে পারে।

বিপ্লবের ভূমি বন্দোবস্ত বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা

জ্যাক ড্রজের মতে, ১৮১৫-১৮৪৮ খ্রীঃ ছিল বুর্জোয়াদের যুগ।[১] ফ্রান্স ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। বিপ্লবের পূর্বে সামন্তশ্রেণী বংশকৌলিন্য ও জমির জোরে সমাজে মান্যগণ্য ছিল। বিপ্লবের পর তাহারা প্রাধান্য হারায়। সমাজে লোকের মর্যাদা টাকার দ্বারা নির্ণীত হয়।[২] শিল্প-বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে কলকারখানা ও ব্যবসায়ের দ্রুত প্রসার হয়। বুর্জোয়ারাই ছিল শিল্প-বিপ্লবের সন্তান। শিল্প-বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর চমকপ্রদ সমৃদ্ধি বাড়ে।[৩] বুর্জোয়া শ্রেণী তাহাদের সম্পদের তারতম্য অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা বৃহৎ বুর্জোয়া বা হুটে বুর্জোয়া (haute bourgeois) ; বনে বুর্জোয়া (bonne bourgeois) বা মাঝারি বুর্জোয়া ; পাতি বুর্জোয়া বা নিম্ন বুর্জোয়া (petite bourgeois)। হুটে বুর্জোয়া বা ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ছিল ব্যাংক মালিক, শিল্পপতি বা জাহাজ কোম্পানীগুলির মালিকেরা। ইহারা ছিল খুব দাম্ভিক ও নাক উঁচু লোক। ইহারা অভিজাতদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া কাঞ্চন কৌলিন্যের সহিত বংশ কৌলিন্যের যোগ স্থাপন করে। পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল সাধারণতঃ দোকানদার, চাকুরিয়া, শিক্ষক, আইনজীবি প্রভৃতি। ইহাদের সংখ্যা ছিল বেশী।

বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব

বুর্জোয়া শ্রেণীর নীচে ছিল শহরের শ্রমিক ও গ্রামের কৃষক শ্রেণী। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে বহু লোক শিল্প শ্রমিকের জীবিকা নেয়। ফরাসী বিপ্লবের যুগে যাহাদের সাঁকুলেৎ (Sans culottes) বলা হইত তাহাদের অনেকেই এখন প্রলিটারিয়ান বা শ্রমিক বা মজদুরে পরিণত হয়। ফ্রান্সে শ্রমিকদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়া আপনাদের ভাগ্য ফিরাইবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিত না। ফ্রান্সে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ছিল। বুর্জোয়াদের প্রভাবে ফরাসী সরকার শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন রচনায় বিরত থাকে। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ে। শিল্প শহরগুলির শ্রমিক জনতা বিপ্লবমুখী হইয়া পড়ে। গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের অবস্থাও বেশ খারাপ ছিল। তাহারা উচ্চ সুদে মহাজনের নিকট ঋণ লইত। গ্রামীণ ব্যাংক না থাকায় কৃষকেরা মহাজনের

শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষ

---

১. "The period 1815-48 was characterised in all countries of Europe, by steady rise of bourgeous". Jack Droz—Europe between Revolutions, P. 37.

২. Ibid.

৩. Ibid P. 38. "It was in France that the rise of the bourgeois was most spectacular".

কুক্ষিগত হইত। দরিদ্র চাষীকে রক্ষার জন্য কোন আইন না থাকায় তাহাদের শোষণ অব্যাহত থাকে।

শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি: বাসগৃহের সমস্যা

ফ্রান্সের জনসংখ্যার বেশীর ভাগ তখনও গ্রামে বসবাস করিত।[১] শহরগুলি তখন স্ফীতকায় হইয়া উঠে নাই। প্যারিসের জনসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪২ হাজার, ভার্সাইয়ের জনসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯৫ হাজার। তবে এই সময়ে শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছিল। ফলে শহরগুলিতে বাসগৃহ, স্বাস্থ্য, জল প্রভৃতির সংকট দেখা দেয়। শিল্প শহরগুলিতে জনসংখ্যা বাড়ার ফলে বস্তীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকে।

শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

ফ্রান্সে শিল্পের বিস্তার দ্রুত ঘটিতেছিল। ফ্রান্সে সুতী ও লিনেন শিল্পে দ্রুত উন্নতি ঘটে। লায়নস শহরে রেশম শিল্পের কারখানাগুলি খ্যাতিলাভ করে। ধাতু ও কয়লা শিল্পের অগ্রগতি ঘটে। ১৮৪৬ খ্রীঃ ফ্রান্সে প্রায় ৫ হাজার বাষ্প চালিত ইঞ্জিন নির্মিত হয়। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়াইয়া বিদেশ হইতে ভোগ্যপণ্যের আমদানি কমাইয়া ফেলা হয়। শিল্পের সহিত রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে। রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য পরিবহন দপ্তর বা Ministry of Public works স্থাপিত হয়। ফলে প্যারিস হইতে বোর্দো ৩৬ ঘণ্টায় যাতায়াত করা সম্ভব হয়। ফ্রান্সে বহু খাল খনন করিয়া বিভিন্ন নদনদীগুলিকে যুক্ত করা হয়। খাল পথে মাল চলাচল এবং খাল হইতে কৃষির জন্য জল সরবরাহ সহজ হয়। ফ্রান্সে রেলপথ নির্মাণের কাজও পিছাইয়া থাকে নাই। ১৮৪৮ খ্রীঃ প্রায় ১½ হাজার মাইল রেলপথ নির্মিত হয়। ফ্রান্সে নূতন বন্দরও স্থাপিত হয়। বাষ্পীয়পোতের দ্বারা বন্দরগুলি হইতে মাল ও যাত্রী চলাচল আরম্ভ হয়।

এইভাবে ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা যায়।

অষ্টাদশ লুইয়ের লক্ষ্য

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ সরকারের শাসন: অষ্টাদশ লুই ও দশম চার্লস (France under the Restored Bourbons: Louis XVIII and Charles X): নেপোলিয়নের পতনের পর বংশানুক্রমিক শাসননীতি অনুসারে ফরাসী সিংহাসনে বুরবোঁ বংশকে ফিরাইয়া আনা হয়। ভূতপূর্ব বুরবোঁ রাজা ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই (Louis XVIII) ফরাসী সিংহাসনে বসেন। অষ্টাদশ লুই যখন সিংহাসনে বসেন তখন তিনি পৌঢ় বয়স পার হইয়াছেন। বুরবোঁ বংশের স্বভাব-সুলভ স্বর্গীয় অধিকার নীতিতে তিনি আস্থাশীল ছিলেন। তবে দীর্ঘকাল নির্বাসনে কাটাইয়া তাঁহার বাস্তব বুদ্ধির স্ফুরণ হয়। প্রজাদের অগ্রাহ্য করিয়া শাসন চালাইবার দিন চলিয়া গিয়াছে ইহা তিনি বুঝিতে পারেন। তিনি স্পষ্টই বলেন যে, "আর আমি ভ্রমণ করিতে পারিব না। সিংহাসন হইল সকল আসন অপেক্ষা আরামদায়ক। ইহা আমি হারাইতে চাহি না" (Throne is the softest of all chairs)।

১. Gordon Craig. P. 46.

ফ্রান্সের সিংহাসনে বসিবার পর অষ্টাদশ লুই একটি আপোষমুখী নীতি লইয়া দেশ শাসন আরম্ভ করেন। বিপ্লবের ফলে সমাজে যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার সহিত পুরাতনতন্ত্রের সামঞ্জস্য বিধানের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ফ্রান্সের জনগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য অষ্টাদশ লুই ১৮১৪ খ্রীঃ একটি চার্টার বা সনদ দান করেন। (১) এই সনদের দ্বারা রাজা সনদ মানিয়া শাসন করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। জ্যাক ড্রজের মতে, ইহার ফলে ফ্রান্সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়।[১] (২) রাজা কার্যনির্বাহক বা শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব পান। বৈদেশিক নীতি পরিচালনা, সন্ধি স্থাপন ও যুদ্ধ ঘোষণার দায়িত্ব এবং কর্মচারী ও মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা তাঁহার হাতে থাকে। (৩) আইন সভা আইন রচনা করিলেও আইনকে চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষমতা রাজার হাতে থাকে। (৪) ফ্রান্সে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা স্থাপিত হয়। উচ্চ কক্ষের নাম হয় কাউন্সিল অফ পিয়ারস এবং নিম্নকক্ষের নাম হয় প্রতিনিধি সভা বা চেম্বারস অফ ডেপুটিজ। (৫) ভোটাধিকার আইন দ্বারা বলা হয় যে সকল নাগরিক সরকারকে বছরে ৩০০ ফ্রাঁ প্রত্যক্ষ কর দেয় তাহাদেরই একমাত্র ভোট দানের অধিকার থাকিবে। ইহাদের ভোটে প্রতিনিধি সভার সদস্যরা নির্বাচিত হইবে। এই সভা আইন রচনা ও পুরাতন আইনের সংশোধন করিতে পারিবে। তবে রাজার সম্মতি সাপেক্ষে এই কাজ করিতে হইবে। (৬) এই চার্টারে কোড নেপোলিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং আইনের চক্ষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। (৭) বিপ্লবের আমলের ভূমি ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। (৮) ফরাসী নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারকে এবং ধর্ম সহিষ্ণুতা নীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

মধ্যপন্থা নীতি

চার্টার বা সনদ দ্বারা অষ্টাদশ লুই যে শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত করেন তাহার ফলে বিপ্লবের পূর্বাবস্থা পুনঃস্থাপিত হয় ইহা বলা চলে না। জ্যাক ড্রজের মতে, চার্টার প্রবর্তনের ফলে Restoration বা বিপ্লব-পূর্ব অবস্থায় ফ্রান্স ফিরিয়া আসে নাই। বিপ্লবের পূর্বের বুরবোঁ রাজবংশ ফিরিলেও, অভিজাত ও পুরোহিতশ্রেণীর ক্ষমতা ফিরিয়া আসে নাই। তাছাড়া বুরবোঁ রাজারা ছিল স্বৈরাচারী। অষ্টাদশ লুই সনদ অনুসারে শাসন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁহার স্বৈরক্ষমতা সীমিত হয়।[২]

কিন্তু এই সনদের এমন কয়েকটি ত্রুটি ছিল যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ভবিষ্যতে ঘোর বিরোধ দেখা দেয়। প্রথমতঃ, সনদে স্বর্গীয় অধিকার নীতিকে অক্ষুন্ন রাখা হয়। রাজার হাতে শাসন পরিচালনার ক্ষমতা, আইন অনুমোদনের ক্ষমতা, মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা এবং সনদের ১৪ নং ধারা অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা বলে আইনসভা ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা থাকায়, রাজাই প্রধান ক্ষমতার আধার হইয়া দাঁড়ান। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রীসভা তাহাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ ছিল না। ফলে শাসন বিভাগের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ না থাকায়, শাসন বিভাগ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করার সুযোগ

১. Jack Droz—Europe between Revolutions. P. 98.

২. Jack Droz. P. 98.

পায়। তৃতীয়তঃ, ভোটাধিকার কেবলমাত্র ৩০০ ফ্রাঁ কর প্রদানকারীদের দেওয়ায় বেশীর ভাগ লোক ভোটদানের অধিকারে বঞ্চিত হয়। কেবলমাত্র উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণীই ভোটদানের ক্ষমতা পায়। সনদের এই ত্রুটিগুলি বুরবোঁ শাসনের সাফল্যকে ব্যাহত করে।

অষ্টাদশ লুইয়ের শাসনকালে ফ্রান্সে কয়েকটি রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠে। এই দলগুলির মধ্যে তীব্র বিরোধিতা থাকায় ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। গৃহযুদ্ধের পরিবেশে অষ্টাদশ লুইয়ের সাংবিধানিক শাসনকে সফল করা সম্ভবপর ছিল না। (১) আলট্রা-রয়্যালিস্ট বা উগ্র রাজপন্থী দল এমিগ্রি শ্রেণী ও ধর্মযাজকদের লইয়া গঠিত হয়। এই দলের লক্ষ্য ছিল ১৮১৪ খ্রীঃ সনদ অগ্রাহ্য করিয়া ফ্রান্সে পুরাতন অভিজাততন্ত্র, যাজকতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রকে পুনঃস্থাপিত করা। অষ্টাদশ লুইয়ের ভ্রাতা ডিউক অফ আর্টোইস ছিলেন এই দলের প্রধান। এই দল বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া বিপ্লব বিরোধী রক্ষণশীল ব্যক্তিদের সংগঠিত করে। ইহারা Throne and Altar অর্থাৎ রাজা ও যাজকদের সহযোগিতায় পুরাতনতন্ত্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সংকল্প নেয়।

ফ্রান্সে শ্রেণী সংঘাত : বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

(২) এছাড়া ছিল সংবিধানপন্থী দল (Constitutionalist)। ইহারা সনদ অনুসারে আপোষ-মূলক শাসন চালাইবার পক্ষপাতী ছিল। উদারপন্থী অভিজাত ও হুটে বুর্জোয়া (Haute bourgeois) বা উচ্চ বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল এই মতের সমর্থক।

(৩) এছাড়া ছিল লিবার‍্যাল (Liberal) বা উদারপন্থী দল। ইহারা মনে করিত যে, ১৮১৪ খ্রীঃ-এর সনদ যথেষ্ট উদারপন্থী ছিল না। তাহারা এই সনদের সংশোধন করিয়া আইনসভাকে বেশী ক্ষমতা দান, মন্ত্রীসভাকে আইনসভার নিকট দায়িত্ববন্ধ করার জন্য দাবী করে। আপাততঃ, ইহারা সনদকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করিতে রাজী ছিল। মধ্য বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল এই দলের সমর্থক।

(৪) সর্বশেষে, চরমপন্থী বা র‍্যাডিক্যাল নামে একটি দল গড়িয়া উঠে। এই দলের সদস্যারা ছিল বামপন্থী। ইহারা মনে করিত যে, ১৮১৪ খ্রীঃ-এর সনদের দ্বারা ফ্রান্সের জনসাধারণের কোন উপকার হইবে না। ইহারা দাবী করিত যে, গণভোট স্থাপন এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলে ফ্রান্সে স্থিতি আসিবে। ইহাদের একাংশ শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশা দূর করার জন্য শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রচলনের কথা ভাবিত। এই চরমপন্থী বা প্রজাতন্ত্রবাদীরা বুরবোঁ শাসনের পতন কামনা করিত। ইহাদের সহিত বোনাপার্টবাদী দল যোগ দেয়।

অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া প্রথমে ট্যালির‍্যাণ্ডের সাহায্যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। পরে তিনি ডিউক ডি রিশেল্যুর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এদিকে আলট্রা পন্থীরা নির্বাচনে আইনসভায় (১৮১৫ খ্রীঃ) সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়। উগ্রপন্থী আলট্রারা তাহাদের বিরোধী উদার-তন্ত্রীদের হত্যা আরম্ভ করে। তাহারা নেপোলিয়নের সমর্থক মার্শাল নে (Ney)-কে হত্যা করে। বিপ্লবের সমর্থক কয়েক শত ব্যক্তি তাহাদের হাতে

শ্বেত সন্ত্রাস : উগ্রপন্থী শাসন

নিহত হইবার ফলে ফ্রান্সে "শ্বেত সন্ত্রাস" (White Terror) দেখা দেয়। অষ্টাদশ লুই এই গৃহযুদ্ধে ভীত হইয়া আলট্রা বা উগ্র রাজপন্থী আইনসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন।

ফ্রান্সের ভোটদাতাগণ এইবার মধ্যপন্থীদের বেশী ভোট দিলে ইহাদের সহায়তায় আইনসভা গঠিত হয়। রিশেল্যু ইহাদের সাহায্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ চুকাইয়া দেন এবং ফ্রান্সের ভূমিকে বিদেশী সৈন্য হইতে মুক্ত করেন। ফ্রান্স ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সদস্য পদ পায়। রিশেল্যুর পর ডেকাজো মন্ত্রীসভা পরিচালনা করে। ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, ফৌজদারী আইন সংশোধন প্রভৃতির দ্বারা ডেকাজো উগ্র রাজপন্থীদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন।[১] এই সময় লোভেল নামে এক প্রজাতন্ত্রী ফরাসী সিংহাসনের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী ডিউক ডি বেরীকে হত্যা করিলে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। লোভেল স্বীকার করে যে, বুরবোঁ বংশের অধিকার লোপ করিবার জন্য সে এই হত্যাকাণ্ড করিয়াছে।

ডিউক ডি বেরীর হত্যা

ডিউক ডি বেরীর হত্যার ফলে ফ্রান্সে রাজপন্থী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইহার ফলে আলট্রা দলের আস্থাভাজন ভিলীল (Villele) মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ভিলীল ছিলেন ঘোর রাজতন্ত্রী। তাঁহার মন্ত্রীত্বকালে বর্ষীয়ান অষ্টাদশ লুই ২৭ বৎসরের এক বিধবা মহিলা, মাদাম দ্যু শায়লার (Madam du Cyla) সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হন। ভিলীল এই মহিলার মাধ্যমে অষ্টাদশ লুইকে হাত করিয়া ফেলেন।[২] ভিলীল ছিলেন অর্থনীতির যাদুকর। তিনি বহু মূল্যবান অর্থনৈতিক সংস্কার করেন। ইহার ফলে ফরাসীদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য বাড়ে। ভিলীল আশা করেন যে, ফরাসী জাতি আর্থিক স্বচ্ছলতার মদিরা পান করিয়া তাঁহার প্রতিক্রিয়াপন্থী শাসন নীতিকে বরণ করিবে।[৩] ভিলীল ধাপে ধাপে পুরাতনতন্ত্রকে ফিরাইয়া আনিবার কাজে হাত দেন। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া সেন্সার শিপ বা নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি ধর্মযাজকদের ক্ষমতা ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করেন। গীর্জার সাহায্যে জনমতকে প্রভাবিত করিয়া তিনি রাজতন্ত্রের ভিত্তি শক্ত করার কাজে হাত দেন। ফ্রান্সের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে রদ করিয়া, শিক্ষাকে গীর্জার নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি পদে বিশপদের নিয়োগ করা হয়। গীর্জার বিদ্যালয়গুলির হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। নির্বাচন আইনকে সংশোধন করিয়া অধিক সম্পদশালী ব্যক্তিদেরই একমাত্র ভোটাধিকার দানের ব্যবস্থা করা হয়।

ভিলীল মন্ত্রীসভা : পুরাতনতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন

ভিলীলের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থার নিবারণে অষ্টাদশ লুই কোন চেষ্টা করেন

১. Jack Droz. 105.

২. Cobban—History of France.

৩. Jack Droz. P. 106.

নাই। ফলে তাঁহার রাজত্বের শেষ দিকে উগ্রপন্থী রাজতান্ত্রিক দল প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৮১৪ খ্রীঃ সনদের ঘোষিত আদর্শ হইতে বুরবোঁ শাসন ব্যবস্থা ক্রমে দূরে সরিয়া যায়। এই অবস্থায় প্রজাতন্ত্রী দল বুরবোঁ রাজবংশকে উচ্ছেদ করিবার জন্য লা-রচেল, বেলফোর্ট প্রভৃতি স্থানে নিষ্ফল বিদ্রোহ করে। সরকারী সেনা এই বিদ্রোহ দমন করে। ১৮২৪ খ্রীঃ অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু হয়।

অষ্টাদশ লুইয়ের অযোগ্যতা

অষ্টাদশ লুইয়ের পর তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অফ আর্টোয়িস, দশম চার্লস উপাধি লইয়া সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসিবার আগে তিনি ছিলেন আলট্রা বা উগ্র রাজপন্থীদলের নেতা। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্যপন্থা ত্যাগ করিয়া অভিজাত ও যাজকদের সাহায্যে পুরাতনতন্ত্রকে ফিরাইয়া আনা। এজন্য ফরাসী জনমতের বিরোধিতা, বিরোধী দলগুলির প্রতিক্রিয়া, কোন কিছুকেই তিনি গ্রাহ্য করিতে রাজী ছিলেন না। ১৮২৪ খ্রীঃ যখন দশম চার্লস সিংহাসনে বসেন তখন আইনসভায় উগ্র রাজপন্থীদের সংখ্যাধিক্য ছিল। ইহার ফলে দশম চার্লসের উদ্দেশ্য পূরণের বিশেষ সুবিধা হয়। তিনি ভিলীলের সাহায্যে প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ গীর্জার হাতে ছাড়িয়া দেন। গীর্জার চুরি প্রভৃতির জন্য কঠোর দণ্ড দানের আইন করেন। ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রের পক্ষে আনিবার জন্য যাজক শ্রেণী প্রচার চালাইতে থাকে।

দশম চার্লসের প্রতিক্রিয়াশীলতা : পুরাতনতন্ত্র প্রবর্তনের চেষ্টা

দশম চার্লস ইতিহাস হইতে কোন শিক্ষা নেন নাই। তিনি সনদ মানিয়া রাজত্ব করিতে একেবারেই রাজী ছিলেন না। তিনি বলেন যে, "আমি বরং কাঠ চেরাই করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিব, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় সংবিধান মানিয়া চলিতে পারিব না" (I would rather saw wood, than be a king like the king of England)।"[১] তিনি ভিলীলের সহায়তায় এমিগ্রী বা দেশত্যাগী অভিজাতদের সন্তুষ্ট করার জন্য ক্ষতিপূরণ আইন পাশ করেন। এই আইনের দ্বারা যে সকল অভিজাতদের জমি বিপ্লবের সময় বাজেয়াপ্ত হয়, তাহাদের ১ বিলিয়ন ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে ক্ষতিপূরণের অর্থ যোগাড়ের জন্য সরকার জাতীয় ঋণের সুদের হার ৫% হইতে কমাইয়া ৩% করিয়া দেয়। ইহার ফলে haute bourgeois বা হুটে বুর্জোয়া শ্রেণী বা ব্যাংক মালিকদের আয় কমিয়া যায়। তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। রাজনৈতিক দলগুলি অভিযোগ করে যে, দেশদ্রোহী অভিজাতদের ক্ষতিপূরণ দানের নজির বিপজ্জনক। ইহা পুরাতনতন্ত্রকে ফিরাইয়া আনিবে।

অভিজাতদের ক্ষতিপূরণ আইন : জাতীয় ঋণের সুদের হ্রাস : বুর্জোয়া শ্রেণীর নৈরাশ্য

ভিলীলের ধাপে ধাপে পুরাতনতন্ত্র ফিরাইয়া আনিবার নীতি দশম চার্লসের পছন্দ ছিল না। তিনি ভিলীলকে পদচ্যুত করিয়া, ম্যার্টিগন্যাককে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। ম্যার্টিগন্যাকের কাজে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি উগ্র রাজপন্থী পলিগন্যাককে মন্ত্রীসভায়

১. Quoted by Lipson—Europe in the 19nth and 20eth Centuries.

দায়িত্ব দেন। পলিগন্যাক ছিলেন প্রতিক্রিয়াপন্থী। তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব কাহারও অজানা ছিল না। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "পলিগন্যাক তাঁহার প্রতিক্রিয়াপন্থী নীতিকে চাপা রাখিবার কৌশল জানিতেন না।" তিনি খোলাখুলি বলেন যে, "আমার লক্ষ্য হইল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া ধর্মযাজকদের তাহাদের লুপ্ত অধিকার দান এবং অভিজাতদের বিশেষ অধিকারের পুনঃস্থাপন।"[১]

পলিগন্যাক মন্ত্রীসভার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

পলিগন্যাকের এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি উদারপন্থী ও প্রজাতন্ত্রী দলগুলির মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে ১৮৩০ খ্রীঃ নির্বাচনে আইনসভার উদারপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তাহারা একটি প্রস্তাব দ্বারা পলিগন্যাক মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করার জন্য রাজার নিকট দাবী জানায়।[২] এদিকে প্রজাতন্ত্রী সংবাদপত্র ট্রিবিউন (Tribune), ন্যাশন্যাল (National) প্রভৃতি বুরবোঁ বংশের স্থলে অর্লিয়েন্স বংশের লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক রাজা হিসাবে ফ্রান্সের সিংহাসনে স্থাপনের প্রস্তাব দেয়।

জুলাই অর্ডিন্যান্স

আইনসভায় উদারপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্যারিসে প্রজাতন্ত্রীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া, দশম চার্লস পলিগন্যাকের পরামর্শে আইনসভা ভাঙিয়া দেন। সনদের ১৪নং ধারা অনুযায়ী রাজার বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করিয়া, দশম চার্লস জুলাই অর্ডিন্যান্স (July Ordinances) জারী করেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে—(১) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়; (২) আইনসভা ভঙ্গ করা হয়; (৩) নির্বাচন আইন পরিবর্তন করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীকে ভোটাধিকারে বঞ্চিত করা হয়। কেবলমাত্র সম্পত্তিবান অভিজাতদের ভোট থাকে।[৩] (৪) নূতন নির্বাচন আইন অনুসারে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়। (৫) অষ্টাদশ লুইয়ের ১৮১৪ খ্রীঃ-এর সনদ রদ করা হয়। এইভাবে জুলাই অর্ডিন্যান্স দ্বারা দশম চার্লস পুরাতনতন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ করেন।

জুলাই বিপ্লব

জুলাই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে উদারপন্থী ও প্রজাতন্ত্রী দলগুলি সক্রিয় প্রতিবাদ জানায়। তাহারা প্যারিসের রাস্তায় অবরোধ গড়িয়া রাজকীয় বাহিনীর সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করে। প্যারিসের মধ্যবিত্তশ্রেণী তাহাদের সহিত যোগ দেয়। প্যারিসের জনতার সংহার মূর্তি দেখিয়া দশম চার্লস জুলাই অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করিলেও বিদ্রোহীরা তাঁহার পদত্যাগ দাবী করে। শেষ পর্যন্ত ৩০শে জুলাই দশম চার্লস তাঁহার পৌত্র ডিউক অফ বোর্দোর অনুকূলে পদত্যাগ করেন। কিন্তু বিপ্লবীরা বুরবোঁ বংশের দাবী উপেক্ষা করিয়া অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপকে মনোনীত করে। আইনসভা লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক

---

১. Gordon Craig. P. 51. "My policy is to reorganise the society, to retore the clergy its former prepondorence in the state, land to create a powerful aristocracy and surround it with privileges".

২. Jack Droz. P. 110.

৩. Gordon Craig. P. 52.

রাজা ঘোষণা করে। দশম চার্লস পলাইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন। জুলাই বিপ্লব সম্পন্ন হয়।

জুলাই বিপ্লবের কারণ ও ইহার অনিবার্যতা (The causes and inevitability of the Rovolution of 1830): ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, "পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ বংশের পতন পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত ছিল একথা কোন ক্রমেই বলা চলে না।"[১] ডেভিড টমসন মনে করেন যে, যদি অষ্টাদশ লুই জীবিত থাকিতেন তবে বিপ্লব না ঘটিতেও পারিত। কারণ অষ্টাদশ লুই উদারতন্ত্রের সহিত বংশানুক্রমিক অধিকার নীতির সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। তিনি ১৮১৪ খ্রীঃ-এর চার্টার বা সনদ দ্বারা বিপ্লবের আদর্শের সহিত রাজার বিশেষ ক্ষমতার সমন্বয় করেন। ফরাসী জনগণ ক্রমে এই মধ্য পন্থায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮২৪ খ্রীঃ অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু ঘটিলে, এই সমন্বয় ও মীমাংসাপন্থী নীতি পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী রাজা দশম চার্লস, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেমসের ন্যায় ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা পিছনে ঘুরাইয়া পুরাতনতন্ত্র পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি যদি বাস্তব বুদ্ধি লইয়া চলিতেন তবে বিপ্লব অনিবার্য হইত না।

ডেভিড টমসন কর্তৃক জুলাই বিপ্লবের অনিবার্যতা তত্ত্বের বিরোধিতা

ডেভিড টমসন আরও বলেন যে, বুরবোঁ শাসন ব্যবস্থায় দুইটি বিরোধী দল ছিল; যথা উদারতন্ত্রী এবং প্রজাতন্ত্রী। কিন্তু ১৮৩০ খ্রীঃ এই দুইটি দলের কোন দলই তেমন শক্তিশালী ছিল না। উদারতন্ত্রী দলের সমর্থক ছিল হুটে বুর্জোয়া বা উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণী। তাহারা নিম্ন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় তৎপর ছিল। যদি দশম চার্লস জুলাই অর্ডিন্যান্সের দ্বারা ১৮১৪ খ্রীঃ তাহাদের ভোটাধিকার নাকচ না করিতেন এবং সনদ মানিয়া লইতেন তবে তাহারা সাধারণ লোকের সহিত যোগ দিত না। ডেভিড টমসন মনে করেন যে, প্রজাতন্ত্রী দল এবং বোনাপার্টবাদী দল এই সময় তেমন প্রবল ছিল না। ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সের পার্লামেন্টারী শাসনের অভিজ্ঞতা ছিল না। বুরবোঁদের আমলে তাহা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। দশম চার্লসের হঠকারিতা ফ্রান্সকে বিপ্লবের মুখে ঠেলিয়া দেয়। নতুবা এই বিপ্লব এড়ান যাইত। কারণ ফ্রান্সের ইতিহাসে এই বিপ্লবের প্রস্তুতি ছিল না।

বুরবোঁ শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির দুর্বলতা

ডেভিড টমসনের উপরোক্ত অভিমত উদারপন্থী ঐতিহাসিকেরা সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে এই বিপ্লব অনিবার্য ছিল। প্রথমতঃ, স্বর্গীয় অধিকার নীতির সহিত সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের আদর্শের মিলন সম্ভব ছিল না। এই কারণে ১৮১৫ খ্রীঃ পর বারবার রাজার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে। অষ্টাদশ লুই নিজের ইচ্ছামত আইনসভা ভাঙিয়া দিয়া সাংবিধানিক শাসনকে হাস্যাস্পদ করিয়া

১. "The failure of the Restored monarchy in France was by no means a foregon conclusion". D. Thomson—P. 125.

তুলেন।[১] দ্বিতীয়তঃ, ১৮১৪ খ্রীঃ-এর সনদের বহু ত্রুটি ছিল।[২] পরবর্তীকালে এই ত্রুটিগুলি বড় হইয়া দেখা দেয়। ফলে শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জ্যাক ড্রজের মতে, "সনদের ত্রুটিগুলি ১৮১৫ খ্রীঃ ফ্রান্সের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।" (ক) মন্ত্রীসভা আইনসভার নিকট দায়িত্ববন্ধ থাকিবে কিনা তাহা সনদে স্পষ্ট ছিল না। অষ্টাদশ লুই নিয়ম করেন যে, মন্ত্রীসভা তাঁহার নিকট দায়িত্ববন্ধ থাকিবে। ফলে আইনসভা সরকারের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করিতে পারে নাই।

উদারপন্থী ঐতিহাসিকের অভিমত : ডেভিড টমসনের যুক্তি খণ্ডন

(খ) সনদে ভোটাধিকার কেবলমাত্র ধনী বুর্জোয়াদের সম্পত্তির ভিত্তিতে দেওয়া হয়। ইহার ফলে নিম্ন বুর্জোয়ারা ভোটাধিকারে বঞ্চিত হয়। এই শ্রেণীর ভোটাধিকারে বঞ্চিত করিয়া বুরবোঁ রাজতন্ত্রের পক্ষে সরকার চালান সম্ভবপর ছিল না। (গ) সনদের ১৪ নং ধারায় রাজাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই ক্ষমতা রাজা যাহাতে অপব্যবহার না করেন তাহার কোন ব্যবস্থা সনদে ছিল না। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই অর্ডিন্যান্স ছিল ১৪নং শর্তের অপপ্রয়োগ মাত্র। সুতরাং ডেভিড টমসনের যুক্তি গ্রহণীয় নহে। তাছাড়া ঐতিহাসিক কোবানের মতে, চার্লস ১৮৩০-এর প্রজাতন্ত্রী দলের গণ সমর্থন কম ছিল ইহা ঠিক নহে।

দ্বিতীয়তঃ, অষ্টাদশ লুই জীবিত থাকিলে অথবা পরবর্তী রাজা তাঁহার নীতি অনুসরণ করিলে বিপ্লব ঘটিত না—ডেভিড টমসনের এই অভিমত প্রমাণসিদ্ধ নহে। অষ্টাদশ লুই-এর রাজত্বের শেষ দিকে উগ্রপন্থী দল প্রবল হইয়া উঠে। অষ্টাদশ লুই এই প্রতিক্রিয়াশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। ডিউক ডি বেরীর হত্যার পর, তিনি উগ্রপন্থীদের হাতের মুঠায় চলিয়া যান। সুতরাং অষ্টাদশ লুই জীবিত থাকিলেও বিপ্লব ঘটিত। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "অষ্টাদশ লুই আলট্রাদের দাবীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন নাই। বেরীর হত্যার পর তিনি আলট্রাদের মতাবলম্বী হন। তাঁহার নবতম উপপত্নী (মাদাম ডু শায়লা) ছিলেন কট্টর আলট্রাপন্থী।[৩] এমতাবস্থায় প্রজাতন্ত্রীরা হতাশ হইয়া কয়েকটি নিষ্ফল বিদ্রোহ করে। সুতরাং অষ্টাদশ লুইয়ের নীতি সফল হইয়াছিল একথা বলা চলে না।

অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্যপন্থা নীতির বিফলতা

আসলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ বংশের পতন অনিবার্য ছিল। ১৮৩০ খ্রীঃ তাহা যদি না ঘটিত তবে পরে যে কোন সময়ে তাহা ঘটিত। কারণ আলট্রা বা উগ্র রাজপন্থী দলের ১৮১৪ খ্রীঃ-এর সনদের প্রতি আনুগত্য ছিল না। তাহারা অষ্টাদশ লুইয়ের রাজত্বের শেষ দিকে এই সনদের বিরোধিতা করে। অপর দিকে প্রজাতন্ত্রী দল বুরবোঁ রাজতন্ত্রের পতন ঘটাইয়া, প্রজাতন্ত্র

ফ্রান্সে দুই বিপরীত আদর্শবাদের সংঘাত

---

১. Jack Droz. P. 98. "Gaps in the Charter left unanswered important questions which dominated public life after 1815".

২. Bury—History of France.

৩. Gordon Craig. P. 80.

প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। এই দুই বিপরীত আদর্শ ফ্রান্সকে এক সংঘাতের পথে ঠেলিয়া দিতেছিল। মধ্যপন্থীরা পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলে। ১৮১৪ খ্রীঃ সনদের দ্বারা নিম্ন মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিকেরা ভোটাধিকার লাভে বঞ্চিত হয়। এই বিরাট সংখ্যক লোককে বঞ্চিত করিয়া শাসন চালান সম্ভব ছিল না।

ভিলীল মন্ত্রিসভার আমল হইতে প্রতিক্রিয়াশীলতা তীব্রতর হইলে, প্রজাতন্ত্রী সংবাদপত্রগুলি বিকল্প সরকার গঠনের দাবী জানায়। অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর বুরবোঁ বংশের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়। দশম চার্লস ইতিহাসের শিক্ষা না লইয়া নিজের পতন নিজেই ডাকিয়া আনেন। তিনি পলিগন্যাকের ন্যায় প্রতিক্রিয়াপন্থীকে মন্ত্রীসভার দায়িত্ব দিলে, আইনসভা পলিগন্যাকের পদত্যাগ দাবী করে। দশম চার্লস দেয়ালের লিখন না পড়িয়া এই দাবী অগ্রাহ্য করেন। তদুপরি তিনি নির্বাচন আইন বদলাইয়া ধনী বুর্জোয়াদেরও ভোটাধিকার নষ্ট করেন। ইহার ফলে তিনি সমাজের ধনী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হন। শেষ পর্যন্ত দশম চার্লস জুলাই অর্ডিন্যান্স দ্বারা আইনসভা ভঙ্গ করিলে এবং ভোটের অধিকার সংকুচিত করিলে উদারপন্থী ও প্রজাতন্ত্রী দল সম্মিলিতভাবে দশম চার্লসের পতন ঘটায়।

দশম চার্লসের প্রতিক্রিয়াশীলতা

ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফল ও ইহার গুরুত্ব (Results and significance of the July Revolution in France): ১৮৩০ খ্রীঃ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলে বুরবোঁ বংশীয় দশম চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ বংশের পতন ঘটে। ফ্রান্সের সিংহাসনে বংশানুক্রমিক শাসনের অধিকার স্থায়ীভাবে লুপ্ত হয়। দশম চার্লসকে পদচ্যুত করিয়া ফ্রান্সের আইনসভা অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক শাসক হিসাবে নির্বাচন করে।

রবিনসন ও বিয়ার্ডের মতে, "জুলাই বিপ্লবকে সঠিকভাবে বিপ্লব বলা যায় না।" বিপ্লবের অর্থ হইল গভীর মূলে পরিবর্তন অতি দ্রুতভাবে ঘটা। কিন্তু জুলাই বিপ্লবে "সামান্য কয়েকটি অগভীর পরিবর্তন সাধিত হয়" (The Revolution of 1830 made few innovations)।[১] ঐতিহাসিক কোবানও মন্তব্য করিয়াছেন যে, জুলাই বিপ্লব ছিল মূলতঃ একটি রক্ষণশীল বিপ্লব" (The July Revolution was essentially a conservative one)[২]। জুলাই বিপ্লবের ফলে একটি রাজবংশের স্থলে মাত্র আর একটি রাজবংশ সিংহাসনে বসে। এই বিপ্লবের দ্বারা সংবিধান, ভোটাধিকার, সমাজ ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ১৮৩০ খ্রীঃ ঘটে নাই। দ্বিতীয়তঃ, জুলাই বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লব। ফ্রান্সের উচ্চ বুর্জোয়ারা বা হুটে বুর্জোয়া (Haute bourgeois) ১৮১৪ খ্রীঃ সনদে ভোটাধিকার পায়। জুলাই অর্ডিন্যান্স দ্বারা দশম চার্লস এই শ্রেণীকে ভোটাধিকারে বঞ্চিত করিলে

জুলাই বিপ্লবের অগভীর রক্ষণশীল চরিত্র : কোবানের অভিমত

---

১. Robinson and Beard. Vol. II. P. 10.

২. Cobban. P. 96.

বিপ্লব ঘটে। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণীর অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৪ খ্রীঃ সনদে ৩০০ ফ্রাঁ প্রত্যক্ষ কর দাতাদের ভোটাধিকার ছিল। ইহা সংশোধন করিয়া ২০০ ফ্রাঁ কর দাতাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ইহাতে ধনী বুর্জোয়ারাই উপকৃত হয়। নিম্ন বুর্জোয়া এবং সাধারণ লোকে ভোটাধিকার পায় নাই। জুলাই বিপ্লবের এই অসম্পূর্ণতার জন্য ফ্রান্সে আর একটি বিপ্লবের দরকার হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব এই কারণে ঘটে। সুতরাং অনেকে মনে করেন যে, জুলাই বিপ্লবকে একটি প্রকৃত বিপ্লব বলা যায় না। ইহার দ্বারা কোন মৌলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন হয় নাই।

সাংবিধানিক শাসনের প্রবর্তন

জুলাই বিপ্লবকে প্রকৃত বিপ্লব বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। কারণ এই বিপ্লবের দ্বারা ঠিক আগেকার অবস্থা ফিরাইয়া আনা হয় নাই। অবস্থার অনেক পরিবর্তনও করা হয়। (১) অষ্টাদশ লুইয়ের সনদকে সংশোধন করিয়া ভোটাধিকারের পরিবর্তন করা হয়। ৩০০ ফ্রাঁর স্থলে ২০০ ফ্রাঁ কর প্রদানকারীদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। (২) বুরবোঁ রাজাদের বংশানুক্রমিক অধিকার ও ন্যায্য অধিকার নাকচ হইয়া যায়। নূতন রাজা লুই ফিলিপ সংবিধান মানিয়া শাসন করার শপথ নেন। ফলে ফ্রান্সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। লুই ফিলিপ ছিলেন অর্লিয়েন্স বংশের লোক। তাঁহাকে পার্লামেণ্টই সিংহাসন দেয়। ফলে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার পরিবর্তে পার্লামেণ্টের হাতে চলিয়া আসে। অষ্টাদশ লুইয়ের সনদের ১৪নং ধারা নাকচ করা হয়। এই ধারায় রাজার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। বিশেষ ক্ষমতা না থাকায় রাজা সংবিধানের অধীন হন। (৩) জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে উগ্র রাজপন্থীদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পতন ঘটে। আর কোন দিন ফ্রান্সে উগ্র রাজপন্থী বা আলট্রারা প্রাধান্য পায় নাই। উগ্র রাজপন্থীরা ছিল অভিজাত ও সামন্তশ্রেণীর লোক। জুলাই বিপ্লব তাহাদের পতন ঘটায়। ফ্রান্সে সামন্ত প্রথা ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা দূর হয়। (৪) যাজক শ্রেণীর প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের যে চেষ্টা ১৮১৫ খ্রীঃ পর চলিতেছিল তাহারও অবসান ঘটে। মোট কথা, অভিজাতবাদ, যাজকবাদ (Aristocracy ; clericalism) এবং স্বৈরাচারবাদ (Absolutism)-এর চিরতরে অবসান হয়। ফ্রান্সে পুরাতনতন্ত্র পুনঃস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "দশম চার্লস যে ধরণের স্বৈরাচার স্থাপনের চেষ্টা চালাইতেছিলেন জুলাই বিপ্লব তাহা ধ্বংস করে" (The July Revolution destroyed the system of absolutism, that Charles X had been seeking to consolidate)।[১]

বুর্জোয়াতন্ত্রের উদ্ভব

জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সে বুর্জোয়াতন্ত্রকে স্থাপন করেন। ভোটাধিকার সম্পত্তিশালী লোকেদের হাতে থাকায় তাহারাই সরকার গঠন করে। সাধারণ লোক ভোটাধিকারে বঞ্চিত হয়। লুই ফিলিপ ছিলেন উচ্চ বুর্জোয়াদের শিরোমণি। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্স এমন একটি রাষ্ট্রে

১. Gordon Craig. P. 22.

পরিণত হয় যে যাহাতে ধনী বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়" (France became a state in which wealthier bourgeois exercised political power)।[১]

জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সের সাধারণ লোক, যাহাদের মেনু পিউপল (Mennue Peuple) বলা হয় তাহারা ক্ষমতা না পাইলেও তাহাদের রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে। রাজনৈতিক ক্লাব বা আড্ডাখানাগুলিতে নিম্ন বুর্জোয়া ও শ্রমিকেরা জড় হইয়া উত্তপ্ত রাজনীতির আলোচনা আরম্ভ করে। রাস্তায় শ্রমিক মিছিলগুলিকে জাতীয় রক্ষীদল অস্ত্র নামাইয়া সম্মান দেখায়।[২] জুলাই বিপ্লব নিশ্চিতভাবে নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণের সূচনা করে। সমাজতন্ত্রী সেন্ট সাইমনের মতবাদ এই সময় জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

সাধারণ লোকের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ

জুলাই বিপ্লব কেবলমাত্র ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকে নাই। ঐতিহাসিক ফিশারের মতে, "প্যারিসের বিপ্লবী চুল্লী হইতে উড়ন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ কংগ্রেস বা কনসার্ট শাসিত ইওরোপের অসার কাষ্ঠখণ্ডগুলির উপর পড়িলে এক দাবানল সৃষ্টি হয়" (Sparks from the Paris furnace flew fast and fell among unsound timbers of Congress Europe)।[৩] জুলাই বিপ্লব প্রধানতঃ ভিয়েনা চুক্তির বিরুদ্ধেই আঘাত হানে। ফ্রান্সে এই বিপ্লবের ফলে ন্যায্য অধিকারবাদের পতন হয়। তাহা আগেই বলা হইয়াছে। ফ্রান্সের বাহিরে এই বিপ্লব জাতীয়তাবাদী ও উদারতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার করে। বেলজিয়াম হল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই বিপ্লবের ফলে সুইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, স্পেন, হল্যাণ্ড, ইতালী ও ইংলণ্ডের সংবিধান অধিক উদারপন্থী হয়। ইংলণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলন তীব্রতর হয়। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের নির্বাচনে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়। সুইডেনের রাজা স্বৈরশাসন প্রত্যাহার করিয়া নরওয়েকে স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করেন। ইতালীতে ইয়ং ইতালী দল সংঘবদ্ধ হয়। মোট কথা ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা ব্যবস্থায় এক বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়। ডেভিড টমসনের মতে, ইওরোপ দুই আদর্শগত শিবিরে বিভক্ত হইয়া যায়। রাইন নদীর পশ্চিম দিকস্থ দেশগুলি রক্ষণশীলতা ত্যাগ করিয়া উদারপন্থীর প্রতি আনুগত্য জানায়। এই অঞ্চলে বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। রাইনের পূর্ব দিকস্থ দেশগুলি স্বৈরতন্ত্রের অধীনে থাকে। এই অঞ্চলে অভিজাতশ্রেণীর ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে।[৪]

ফ্রান্সের বাহিরে জুলাই বিপ্লবের অগ্রগতি

বেলজিয়ামের স্বাধীনতার বিদ্রোহ, ১৮৩০—৩২ খ্রীঃ (War of Belgian Independence, 1830—32): ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা চুক্তির

১. Gordon Craig. P. 22.
২. Jack Droz. P. 116.
৩. Fisher. P. 891.
৪. David Thomson.

দ্বারা বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ভিয়েনা চুক্তির রচয়িতারা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত লইবার সময় বেলজিয়ামের অধিবাসীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। এদিকে বেলজিয়ামের অধিবাসীরা এই সংযুক্তির ঘোর বিরোধী ছিল। বেলজিয়ানরা ছিল ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। ক্যালভিনপন্থী ডাচদের সহিত তাহাদের মিলন হওয়া সম্ভব ছিল না। ডাচরা ছিল শিল্প ও ব্যাণিজ্যজীবি। তাহারা অবাধ বাণিজ্য-নীতির ভক্ত ছিল। বেলজিয়ামের নূতন শিল্পগুলিকে রক্ষার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার দরকার ছিল। অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তনে বেলজিয়ামের অংকুরিত শিল্পগুলি ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়।[১] সরকারী চাকুরীগুলিতে বেলজিয়ানদের বদলে ডাচরা নিযুক্ত হইলে শিক্ষিত বেলজিয়ানদের মনে ক্ষোভ দেখা দেয়। ভাষাগত দিক হইতে বেলজিয়ানরা ছিল কেল্টিক বা লাতিন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত এবং ডাচরা ছিল টিউটনিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। এই কারণে ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বেলজিয়ানবাসীদের মনঃপূত ছিল না।

ভিয়েনা চুক্তি ও বেলজিয়ামের স্বাধীনতা লোপ

হল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্তিতে বেলজিয়ানদের অসন্তোষ

১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সে বুর্বোঁ বংশ সিংহাসন চ্যুত হইলে, বেলজিয়ানদের সাহস বাড়ে। ব্রাসেলস শহরে (২৫শে আগষ্ট, ১৮৩০ খ্রীঃ) এক অভ্যুত্থান ঘটে। হল্যাণ্ডের রাজা এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাদল পাঠাইলে জনসাধারণ তাহাদের বিতাড়িত করে। বিদ্রোহী বেলজিয়ানরা একটি বিকল্প সরকার গঠন করে। এই সরকার ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৩০ খ্রীঃ বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

বেলজিয়ামের বিদ্রোহ

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল ভিয়েনা চুক্তির প্রতি খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ। বেলজিয়ামের জাতীয়তাবাদকে ইওরোপের রক্ষণশীল শক্তিগুলির পক্ষে সহ্য করা সহজ ছিল না। সুতরাং জার এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ৬০ হাজার সৈন্য পাঠাইতে রাজী হন। প্রাশিয়া তাহার সেনাদলকে প্রস্তুত করে। বেলজিয়ামবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য ফ্রান্সের সাহায্য প্রার্থনা করে।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধীতা

এদিকে ইংলণ্ডের নিকট বেলজিয়ামে ফরাসী হস্তক্ষেপ অথবা রুশ-জার্মান হস্তক্ষেপ দুইই অনভিপ্রেত ছিল। ইংলণ্ড মনে করিত যে, এই দেশে বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ হইলে ইংলণ্ডের স্বার্থ বিপন্ন হইবে। ব্রিটিশ সরকার বেলজিয়ামের স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন জানান। তবে কোন বৃহৎ-শক্তি যাহাতে বেলজিয়ামে প্রবেশ না করে সেদিকে নজর দেয়। এদিকে পোল্যাণ্ড, জার্মানী ও ইতালীতে বিদ্রোহ দেখা দিলে রক্ষণশীল শক্তিগুলি নিজ নিজ দেশে বিপ্লব দমনে ব্যস্ত হয়। বেলজিয়ামে তাহাদের হস্তক্ষেপের কথা আপাততঃ চাপা পড়িয়া যায়।

ইংলণ্ডের ভূমিকা

১. Gordon Craig. P. 22.

ফরাসী রাজ লুই ফিলিপ তাঁহার নীতির প্রতি ইংলণ্ডের সমর্থন পাইবার আশায় লর্ড পামারস্টোনের বেলজিয়াম নীতি সমর্থন করেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এজন্য যুগ্মভাবে বেলজিয়াম সমস্যা সমাধানে আগাইয়া আসে। ১৮৩২ খ্রীঃ লণ্ডন সম্মেলনে বেলজিয়ামের স্বাধীনতাকে সকল শক্তি স্বীকৃতি জানায়। জার্মানীর স্যাক্সকোবার্গের বংশের লিওপোল্ড বেলজিয়ামের রাজা নির্বাচিত হন। বেলজিয়ামকে নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বৃহৎ শক্তিগুলি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। বেলজিয়ামের স্বাধীনতালাভ ছিল ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদের জয়। ইহা ভিয়েনা ব্যবস্থার ভাঙন সূচনা করে। জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে ন্যায্য অধিকারবাদ ও বেলজিয়ামে শক্তিসাম্য স্থাপিত হয়।

ইংলণ্ডের নীতির প্রতি ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের সমর্থন : বেলজিয়ামের স্বাধীনতা

ইওরোপের অন্যান্য দেশে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব (Impact of the July Revolution on other countries of Europe) : জুলাই বিপ্লবের তরঙ্গ ইওরোপের পূর্বপ্রান্তে পোল্যাণ্ডেও পৌঁছাইয়া যায়। ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা পোল্যাণ্ডের বৃহদংশ রাশিয়ার অধীনে, বাকী অংশ প্রাশিয়ার অধীনে রাখা হয়। রুশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার উদারতানীতি বশতঃ রুশ অধিকৃত পোল্যাণ্ডকে স্বায়ত্ব শাসন দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জার দ্বিতীয় নিকোলাস পোল জাতির স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার হরণ করেন। এজন্য পোলদের মনে ঘোর অশান্তি দেখা দেয়। ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবে ন্যায্য অধিকারী বুরবোঁ বংশ বিতাড়িত হইলে পোল জাতীয়তাবাদীরা ইহাতে উৎসাহ বোধ করে। পোলেরা একটি সংবিধান ঘোষণা করে। জার নিকোলাস পোল বিদ্রোহ দমন করিয়া পোলদের শাসনতন্ত্র নাকচ করেন।

জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানীতেও জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভ হইয়া যায়। হ্যানোভার, হেসে, স্যাক্সনী প্রভৃতি রাজ্যের শাসনকর্তারা প্রজাদের দাবীর ফলে উদারতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তন করেন। কিন্তু মেটারনিকের চাপে এই সকল সংবিধান বাতিল হইয়া যায়। জার্মানীতে স্বৈরতন্ত্র পুনরায় ফিরিয়া আসে।

জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইতালীতে আসিলে ইতালীর জাতীয়তাবাদীরা বৈদেশিক শাসন হইতে ইতালীকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেন। কার্বোনারী ও অন্যান্য গুপ্ত দলগুলি এজন্য সক্রিয় হইয়া উঠে। মধ্য ইতালীর পার্মা, মডেনা প্রভৃতি অঞ্চলে বৈদেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু মেটারনিকের নির্দেশে অষ্ট্রিয় বাহিনী এই বিদ্রোহগুলিকে দমন করিয়া ইতালীতে স্থিতাবস্থা ফিরাইয়া আনে।

স্পেন, পর্তুগাল, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডেও উদারতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়। গণ ভোটের দাবীতে ইংলণ্ডে চার্টিষ্ট (chartist) আন্দোলন আরম্ভ হয়।

মেটারনিকতন্ত্র: মেটারনিকের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার (Metternich system : His character and Estimate) : ১৮১৫—১৮৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ইওরোপের ইতিহাসের কেন্দ্রে ছিলেন অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী

প্রিন্স ক্লেমেন্ট মেটারনিক। কেহ কেহ এই যুগকে "মেটারনিকের যুগ" (Era of Metternich) বলিয়া অভিহিত করেন। যদি ব্যক্তির দ্বারা ইতিহাসের গতি প্রভাবিত হইয়া থাকে তবে নিঃসন্দেহে মেটারনিক ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করেন। প্রিন্স মেটারনিক[1] ছিলেন অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর। তাঁহার প্রভু ছিলেন অষ্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস এবং প্রথম ফার্দিনান্দ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। আইন ও ভাষাতত্ত্বে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি ভলতেয়ারের মতবাদ, নিউটনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বিঠোফেনের সঙ্গীত এবং শেক্সপিয়ারের নাটকের রসাস্বাদন করিতেন। পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাচনভঙ্গীতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মার্জিত। তাঁহার বাকধারা ছিল বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি জটিল রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে চমৎকারভাবে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভিয়েনা সম্মেলনে তিনি ছিলেন সভাপতি। "মাছ যেমন ঘূর্ণি জলে অবাধে চলাফেরা করে তিনি ভিয়েনা সম্মেলনের কূটনৈতিক ঘূর্ণি জলে মাছের ন্যায় অবাধে বিচরণ করিতেন।"

মেটারনিকের যুগ

মেটারনিক খুবই মার্জিত রুচির লোক হইলেও তাঁহার চরিত্রে একটি স্বভাব-সিদ্ধ চাতুর্য ছিল। তিনি প্রতিপক্ষকে জব্দ করিতে নীচ কাজ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মতে মেটারদিক ছিলেন "মিথ্যাবাদী।" ট্যালির্যাণ্ডের মতে, "মেটারনিক রেশমের মোজায় মণ্ডিত নোংরা।" মেটারনিক উন্নত নৈতিক চরিত্রের লোক ছিলেন ইহা বলা যায় না। তিনি ছিলেন আসলে ভয়ানক আত্মম্ভরী ও দাম্ভিক প্রকৃতির লোক। তিনি বলিতেন যে, "আমার এমনই বৈশিষ্ট্য যে আমি যেখানেই থাকি না কেন সকলের চক্ষু ও আশা-আকাঙ্কা সেই স্থানেই ছুটিয়া চলে।" ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে তিনি স্বদেশ হইতে পলাইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন। তবু তিনি নিজ ভুল স্বীকার না করিয়া বলেন যে, "এই পৃথিবীতে হয় আমি অনেক আগে অথবা, অনেক পরে আসিয়াছি" (I have come in this world either too early or too late)।

মেটারনিকের ধূর্ততা এবং দম্ভ

মেটারনিকতন্ত্র (Metternich system)ঃ অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিক তাঁহার প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীল মতবাদের জন্য বিখ্যাত। তিনি তাঁহার এই মতবাদকে এমনভাবে প্রয়োগ করেন যে, লোকে ইহাকে মেটারনিক প্রথা বা মেটারনিকতন্ত্র বলে। ন্যায্য অধিকার, সিংহাসনে রাজার স্বর্গীয় অধিকারতত্ত্বকে মেটারনিক অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি অভিজাততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রকেও অন্ধ সমর্থন জানান। এককথায় বিপ্লবের পূর্বের পুরাতনতন্ত্রকে স্থায়ী করার জন্যই তিনি সকল প্রকার চেষ্টা করেন। মেটারনিক বলেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বদা ভাল ও মন্দের সংঘাতের দ্বারা চালিত হয়। মন্দের হার বেশী হইলে সভ্যতা ভাঙিয়া পড়ে। ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভুত ভাবধারাগুলি ছিল সভ্যতা-বিরোধী ধ্বংসকারী শক্তি। ইহা ছিল "রাজনৈতিক

রক্ষণশীলতার সমর্থনে মেটারনিকের যুক্তি

১. অষ্ট্রিয়ার অভিজাত বংশীয়দের প্রিন্স বলিয়া সম্বোধন করা হইত।

মহামারী", "বহু মস্তকবিশিষ্ট দৈত্য"-এর ন্যায় সভ্যতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। তাঁহার মতে, রাজা ও অভিজাতরাই ছিলেন সমাজ ব্যবস্থার ধারক। নবোদিত ভাবধারা এই দুই শ্রেণীকে ধ্বংস করিয়া সভ্যতাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে।[১]

ফরাসী বিপ্লব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগরণ ঘটায়। মন্তেস্ক্যু ও রুশোর আদর্শে এই শ্রেণী প্রভাবিত হয়। তাহারা রাজতন্ত্র, স্বৈরশাসন, অভিজাততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের অবসান চায়। ইহার স্থলে নিয়মতান্ত্রিক শাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতা, যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরী, অবাধ বাণিজ্য, জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ তাহারা গ্রহণ করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ভাবধারাকে মেটারনিক ঘৃণা করিতেন। তিনি এই ভাবধারাগুলিকে সভ্যতা-বিরোধী, অশুভশক্তি বলিয়া ঘোষণা করেন। ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভূত এই ভাবধারাগুলিকে দমনের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ইওরোপের সর্বত্র পুরাতনতন্ত্রকে স্থায়ী করার জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা নেন।

ভিয়েনা সম্মেলনে ইওরোপের পুনর্গঠনের সময় তিনি ইওরোপ হইতে বিপ্লবজাত ভাবধারাকে দূর করার ব্যবস্থা করেন। ন্যায্য অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তিসাম্য নীতির দ্বারা তিনি ইওরোপে পুরাতন স্বৈরাচারী রাজবংশগুলির শাসন ফিরাইয়া আনেন। উদারতন্ত্র, জাতীয়তাবাদকে তিনি সমাধিদানের ব্যবস্থা করেন।

মেটারনিকের অপর নীতি ছিল ইওরোপে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ ও প্রভাবকে রক্ষা করা। ভিয়েনা সম্মেলনে তিনি এ বিষয়েও সাফল্য লাভ করেন। ভিয়েনা সম্মেলনের মধ্যমণি রূপে তিনি বিরাজ করেন। ইওরোপীয় রাজাদের অবৈতনিক পরামর্শদাতা রূপে তিনি আবির্ভূত হন। এই সম্মেলনের কূটনৈতিক ঘূর্ণিজলে তিনি মাছের ন্যায় অবলীলায় সাঁতার কাটিতে থাকেন। তিনি ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ

মেটারনিকের ইওরোপীয় নীতি

অধিকার ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা স্থাপন করেন। ইতালীর জাতীয়তাবাদকে দমাইয়া তিনি এই দেশটির রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদ করেন। তাঁহার মতে, ইহার পর ইতালীর নাম কেবলমাত্র ভুগোলের বইতে পাওয়া যাইবে (A geographical expression)। এই সঙ্গে জার্মানী যাহাতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী না হয় সেদিকে তিনি দৃষ্টি দেন। জার্মানী ৩৭টি রাজ্যে বিভক্ত হয়। জার্মানীর সঙ্ঘের সভাপতির পদ পায় অষ্ট্রিয়া। এইভাবে মেটারনিকের প্রভাবে ভিয়েনা সম্মেলনে বিপ্লবী আদর্শ—উদারতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে দমান হয়। অষ্ট্রিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ান হয়। ইওরোপের সর্বত্র পুরাতন তন্ত্র স্থাপিত হয়।

মেটারনিক ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী। তিনি আশংকা করেন যে, ভবিষ্যতে ইওরোপে উদারতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইওরোপের কোন দেশে উদারনৈতিক শাসন স্থাপিত হইলে তাহার ছোঁয়াচ অষ্ট্রিয়ায় আসিবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। কারণ বিপ্লবী ভাবধারা ছিল অন্তর্ঘাতমূলক। ইহা কোন দেশের রাজনৈতিক সীমানা না মানিয়া লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করিত। মহামারী যেমন একস্থান হইতে অন্যস্থানে ছড়াইয়া পড়ে, বিপ্লবী ভাবধারা ছিল

১. Jack Droz—Europe between Revolutions. 1815-48.

রাজনৈতিক মহামারীর ন্যায়। ইহার গতিরোধ না করিলে অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌সবার্গ সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতই ভাঙিয়া পড়িবে। কারণ অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ছিল বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটিলে এই সাম্রাজ্যের পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

এমতাবস্থায় মেটারনিক ইওরোপে বিপ্লবের সম্ভাবনা দূর করার জন্য ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সাহায্য নেন। শক্তি সমবায়ে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার দ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি রাশিয়ার পক্ষ লইয়া জার প্রথম আলেকজাণ্ডারকে নিজ মতের স্বপক্ষে আনেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, কোন দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লব ঘটিলে সেই ঘটনাকে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া গণ্য করা হইবে না। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়কে তিনি সেই দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ দ্বারা বিপ্লব দমন করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, যেহেতু বিপ্লব মহামারীর মত এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে সেজন্য আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঘটনার কোন তারতম্য স্বীকার করা সম্ভব নয়। মেটারনিক কর্তৃক রচিত প্রটোকোল অফ ট্রপো বা ট্রপোর ঘোষণাপত্রের দ্বারা, বিপ্লবের দ্বারা সরকার পরিবর্তন বা সংবিধান স্থাপন বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ট্রপোর ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে তিনি ইংলণ্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেন। অস্ট্রিয়ার সেনাদল দক্ষিণ ইতালীর নেপলস ও উত্তর ইতালীর পিডমণ্টের উদারতান্ত্রিক বিপ্লব দমন করে। তাঁহারই প্ররোচনায় শক্তি সমবায় স্পেনের উদারতন্ত্রী বিদ্রোহ দমনে ফরাসী সেনাদল পাঠায়। মেটারনিক ইওরোপে পুরাতনতন্ত্র স্থায়ী করার জন্য "যেমন আছে তেমন থাকিবে" (keep the thing as it is) নীতি নেন। তিনি ইওরোপীয় রাজাদের পরামর্শ দেন যে—"শাসন করুন - সংস্কার করিবেন না" (Govern and Change Nothing)। কারণ সংস্কার স্বীকার করিলে পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস হইবে।

মেটারনিক জার্মানীতে তাঁহার রক্ষণশীল মতবাদকে প্রয়োগের জন্য বিশেষ যত্ন নেন। জার্মানী ছিল অস্ট্রিয়ারই প্রতিবেশী ও অঙ্গরাজ্য। জার্মানীতে যাহাতে বিপ্লবী ভাবধারা অনুপ্রবেশ না করে এজন্য দমনমূলক কার্লসবাড ডিক্রী (Carlsbud Decree) তিনি জারী করার ব্যবস্থা করেন। এই ডিক্রীর বলে জার্মানীর উদারপন্থী ছাত্র, অধ্যাপকদের নিগ্রহ করা হয় ; সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয় ; রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মান ছাত্ররা যাহাতে জার্মান জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয় এজন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়। দমননীতি প্রয়োগের জন্য মেইনজ শহরে এক বিশেষ দপ্তর স্থাপিত হয়। ১৮১৫ খ্রীঃ জার্মানীর সংবিধানের ত্রয়োদশ ধারাকে অকার্যকরী রাখা হয়।

জার্মান নীতি

অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ছিল মেটারনিকের হাতের মুঠায়। সুতরাং তাঁহার রক্ষণশীল নীতির পূর্ণ প্রকাশ হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে দেখা যায়। অস্ট্রিয়ায় সকল প্রকার সংস্কার ও প্রগতিশীল ভাবধারা নিষিদ্ধ করা হয়। ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করা হয়। ছাত্রদের বিদেশে অধ্যয়ন বা বিদেশী অধ্যাপকদের অস্ট্রিয়ায় অধ্যাপনা করা নিষিদ্ধ হয়।

অস্ট্রিয় নীতি

অষ্ট্রিয়ার ভিতর 'স্থিতাবস্থা' (Status quo) বজাই রাখাই ছিল মেটারনিকের একমাত্র লক্ষ্য। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করা হয়। ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তার যাহাতে বিস্তার না হয় এজন্য চেষ্টা করা হয়। তাহাদের ক্যাথলিক গীর্জা ও যাজকদের অধীনে আনা হয়। বিদেশ হইতে পুস্তকের মাধ্যমে যাহাতে বিপ্লবীভাব ছাত্রদের মধ্যে না ছড়ায় এজন্য নিয়ন্ত্রণ পরিষদ স্থাপন করা হয়।

হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে প্রজা বিদ্রোহ দমনের জন্য মেটারনিক ভেদনীতি খাটান। চেক পুলিশ দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে, জার্মান পুলিশ দ্বারা চেকদের, হাঙ্গেরীয় পুলিশ দ্বারা ইতালীয়দের শাসন করা হয়। কার্ল মার্কস অষ্ট্রিয়ার অবস্থা সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, "সকল প্রকার কায়েমী স্বার্থকে মেটারনিক সমর্থন করিতেন।" কারণ তাহারা ছিল পুরাতনতন্ত্রের প্রধান খুঁটি।

কায়েমী স্বার্থের সমর্থন

মেটারনিকতন্ত্র ১৮১৫-১৮৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে চলে। অবশেষে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের আঘাতে ইহার পতন ঘটে। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে ১৮৪৮ খ্রীঃ যে ছাত্র ও শ্রমিক বিদ্রোহ ঘটে ক্রমে তাহা প্রদেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। মেটারনিক ইংলণ্ডে পলায়ন করেন। মেটারনিকতন্ত্রের পতন ঘটে।

মেটারনিকতন্ত্রের পতন

মেটারনিকের নীতির সমালোচনা ও ইহার পতনের কারণ (Criticisms of Metternich's Policy and the causes of its failure): ঐতিহাসিকেরা অষ্ট্রিয়ার রক্ষণশীল নীতির জন্য মেটারনিককে দায়ী করিলেও, এজন্য মেটারনিক তেমন দায়ী ছিলেন না। যে রক্ষণশীল নীতির জন্য মেটারনিক নিন্দিত তাহা ছিল আসলে তাঁহার প্রভু প্রথম ফ্রান্সিস ও প্রথম ফার্দিনান্দের অনুমোদিত পন্থা। অষ্ট্রিয়ার রাজতন্ত্রের ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য ইঁহারা এই নীতি নেন। সুতরাং ইহাকে মেটারনিক নীতি না "বলিয়া ফ্রান্সিস যোসেফ" নীতি বলাই সঙ্গত।[১] জ্যাক ড্রজের মতে, "মেটারনিককে জাতীয়তাবাদের অন্ধ বিরোধী ভাবা ভুল।"[২] অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত প্রদেশগুলিকে মেটারনিক স্বায়ত্বশাসন দানের প্রস্তাব দিলেও, প্রথম ফ্রান্সিস তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

মেটারনিকতন্ত্র দ্বারা অষ্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষা

কাউন্ট কোলোভার্ট (Count Colowrat) নামে এক ব্যক্তি অষ্ট্রিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে বসিয়া মেটারনিকের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ান। কাউন্ট কোলোভার্ট ছিলেন অষ্ট্রিয়ার দমননীতির প্রধান পুরোহিত।[৩] সুতরাং মেটারনিকতন্ত্রের জন্য মেটারনিক কতদূর দায়ী ছিলেন তাহা পুনরায় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

মেটারনিকের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি

যাহা হউক মেটারনিকতন্ত্রের পতনের প্রধান কারণ হইল ইহার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি।

---

১. Peter Viereck—Metternich Reconsidered.

২. Jack Droz. P. 171.

৩. Gordon Craig. P. 38.

পরিবর্তন হইল ইতিহাসের ধর্ম। মেটারনিক তাহা অস্বীকার করিয়া ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে চলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। মেটারনিকের নীতি ছিল যুগের অনুপযোগী। ঐতিহাসিক কার্লটন হেইজের (Carlton Hayes) মতে, "মেটারনিক যদিও শেক্সপীয়ারের নাটক, বিঠোফেনের সঙ্গীত ও গোটের কাব্যগ্রন্থ পড়িতেন তবুও তিনি তাঁহার সমকালীন যুগের ভাবধারাকে স্বীকার করেন নাই।" ইহাই ছিল মেটারনিকের বিফলতার প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ, মেটারনিকতন্ত্রে কোন গঠনমূলক দিক ছিল না। ইহা ছিল পুরাপুরি নেতিবাচক ও সংস্কার-বিমুখ নীতি। মেটারনিক বিপ্লবের ভাবধারার সহিত পুরাতনতন্ত্রের সমন্বয় সাধনের কোন চেষ্টা করেন নাই।[১] তৃতীয়তঃ, মেটারনিক ইওরোপের সকল রাজাদের সহযোগিতা পান নাই। ইংলণ্ড গোড়া হইতে তাঁহার বিরোধিতা করে। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্সও তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করে। জার্মানীতে তাঁহার বিরুদ্ধে ছাত্র ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলে। অষ্ট্রিয়ায় তাঁহার কর্তৃত্ব ক্রমে ক্ষয় পাইতে থাকে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কোলোভার্ট তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করেন। মেটারনিকতন্ত্র ছিল মেটারনিকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। ক্রমশঃ তাঁহার জনপ্রিয়তা ও দক্ষতা ক্ষয় পাইতে থাকে। তিনি যুগের প্রয়োজন উপলব্ধি না করিতে পারায় তাঁহার প্রভাব হ্রাস পায়। এ্যালিসন ফিলিপসের মতে, "তাঁহার প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেও তিনি বাঁচিয়া থাকেন। তিনি ভুলিয়া যান যে, যতই তাঁহার বয়স বাড়িতেছিল, পৃথিবীর যৌবন ততই নূতনভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল।"

সমকালীন যুগের ভাবধারার প্রতি বিরোধিতা

মেটারনিকের কৃতিত্ব (Achievements of Matternich): নেপোলিয়নের আক্রমণ হইতে অষ্ট্রিয়াকে রক্ষার জন্য মেটারনিক তাঁহার বিরুদ্ধে রাশিয়াকে ব্যবহার করেন। তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লাইপজিগের জাতীয় যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে নিয়োগ করেন। ফলে নেপোলিয়নের পতনের পর বিজয়ী শক্তি হিসাবে অষ্ট্রিয়া ভিয়েনা সম্মেলনে যোগ দেয়।

নেপোলিয়নের পতনে মেটারনিকের স্থান

নেপোলিয়নের পতনের পর মেটারনিকের প্রধান লক্ষ্য ছিল অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যকে ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাব হইতে রক্ষা করা। এজন্য তিনি ইওরোপে রক্ষণশীলতাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি জানিতেন যে, বহু জাতি সমন্বিত অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য জাতীয়তাবাদের প্রভাবে ভাঙ্গিয়া যাইবে। এজন্য তিনি কুটনীতির দ্বারা ইওরোপে নবোদিত ভাবধারাকে দমনের আয়োজন করেন।

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য রক্ষার মেটারনিকের রক্ষণশীল নীতি

মেটারনিক তাঁহার রক্ষণশীল নীতি দ্বারা ইওরোপকে শাসন করিতে গিয়া ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে যান। ঐতিহাসিকেরা এজন্য মেটারনিককে প্রতিক্রিয়াশীলতার অবতার বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারই প্রভাবে ভিয়েনা চুক্তি একটি রক্ষণশীল চুক্তিতে পরিণত হয়। তিনিই শক্তি সমবায়কে রক্ষণশীলতার প্রহরী কুকুরে পরিণত করেন। কিন্তু ইতিহাসের

যুগধর্মের বিরুদ্ধে মেটারনিকের নীতি

১. Fisher—History of Europe. P. 929.

গতির বিরুদ্ধে তিনি সফল হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের আঘাতে মেটারনিকতন্ত্রের পতন ঘটে।

মেটারনিকের পক্ষে একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে, "তিনি ছিলেন অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী; সুতরাং অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল" (Metternich was an Austrian minister ; it was Austrian interest that guided his policy)।[১] বহু জাতি অধ্যুষিত অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যকে ভাঙন হইতে রক্ষা করিতে হইলে রক্ষণশীলতা ছাড়া পথ ছিল না। যেহেতু নবোদিত ভাবধারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছড়াইত, সেইহেতু তিনি সমগ্র ইওরোপকে রক্ষণশীলতার আওতায় আনিবার চেষ্টা করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নবোদিত ভাবধারার মূল্য উপলব্ধি করিলেও, কার্যক্ষেত্রে তাহাকে প্রতিহত করেন। তিনি বলেন যে, "আমি এক ভঙ্গুর ব্যবস্থাকে রক্ষা করিতে আমার জীবন উৎসর্গ করিলাম।"

অষ্ট্রিয়ার স্বার্থে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ

মেটারনিকের সমর্থনে উপরোক্ত যুক্তি গ্রহণীয় নহে। মেটারনিক অষ্ট্রিয়ার স্বার্থে প্রতিক্রিয়াশীলতা অনুসরণ করেন, ইহা মনে করা ভুল। তিনি তাঁহার প্রভু প্রথম ফ্রান্সিস এবং প্রথম ফার্দিনান্দের স্বার্থেই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করেন। হ্যাপসবার্গ সম্রাটের স্বার্থ এবং অষ্ট্রিয়াবাসীর স্বার্থ অভিন্ন ছিল না। সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস ছিলেন অন্ধ প্রতিক্রিয়াপন্থী। ফ্রান্সিসের উত্তরাধিকারী ফার্দিনান্দও ছিলেন অন্ধ রক্ষণশীল। তিনি বলেন যে, "আমি হইলাম সম্রাট। আমি যো-হুজুর ও আজ্ঞাবাহী লোক পছন্দ করি" (I am the Emperor and I want noodles)। মেটারনিক তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধিকে এই দুই সম্রাটের ইচ্ছা পূরণের কাজে খাটান। তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রভৃতি উন্নতিমূলক প্রস্তাব প্রবর্তনের চেষ্টা করিলে সম্রাট তাহা নাকচ করেন।[২] সুতরাং মেটারনিক তাঁহার প্রভুদের চালাইতেন না। তাঁহার প্রভুরাই মেটারনিককে চালাইতেন বলা যায়। তাছাড়া মেটারনিক সংবিধান এবং মধ্যবিত্ত শাসনকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার রুচি ছিল পুরাতনপন্থী (obscurantist)। তিনি ভুলিয়া যান যে, "তিনি ধীরে ধীরে বার্ধক্য দশাগ্রস্থ হইলেও পৃথিবী ও সমাজে নব যৌবনের স্রোত দেখা দিয়াছিল" (While he grew old, the world was renewing its youth)।[৩] ব্যক্তিগতভাবে মেটারনিক ফরাসী বিপ্লবজাত নবোদিত ভাবধারার গুরুত্ব বুঝিতেন। তিনি ছিলেন অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের ন্যায় যুক্তিবাদী। কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে অনুসরণ না করিয়া তিনি অষ্ট্রিয়ার শাসকদের স্বার্থের জন্য রক্ষণশীলতাকে গ্রহণ করেন। ইহাই ছিল মেটারনিকের জীবনের বিয়োগান্ত দিক।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের আজ্ঞাবাহী হিসাবে মেটারনিকের নীতি

১. Ketelbey—History of Modern Times.

২. Jack Droz. P. 172.

৩. Alison Philips.

পাঠ্যসূচী

১। Alfred Cobban—History of France.
২। Bury—History of France,
৩। Gordon Craig—Europe Since 1815.
৪। D. W. Brogan—The French Nation 1814-1940.
৫। Gordon Wright—Modern France.
৬। J. Plamanetz—The Revolutionary Movement in France
৭। Peter Viereck—Conservatism Metternich Reconsidered.
৮। A. J. P. Taylor—The Hapsburg Monarchy.
৯। Wood Ward—Three Studies in Europian Conservation.
১০। Seton Watson—Metternich and Internal Austrian Policy.

দ্বাদশ অধ্যায়

শিল্প-বিপ্লব

(The Industrial Revolution)

শিল্প-বিপ্লব কাহাকে বলে (The Meaning of the Industrial Revolution) : শিল্প-বিপ্লব কথাটি সর্বপ্রথম ফরাসী সমাজতান্ত্রিক লেখক আগস্ট ব্ল্যাঙ্কি ব্যবহার করেন। পরে ইংরাজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি তাঁহার অক্সফোর্ড বক্তৃতামালায় এই নাম ব্যবহার করেন। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ইংলন্ড ও ক্রমে ইওরোপের অন্যান্য দেশে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে শিল্প-বিপ্লব বলা হয়। শিল্প-বিপ্লব বলিতে শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন বুঝায়। যে ক্ষেত্রে লোকে হাতে কাজ করিয়া শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন করিত, সে ক্ষেত্রে যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন ; কুটির শিল্পের স্থলে কল-কারখানার মাধ্যমে ব্যাপক শিল্প উৎপাদন আরম্ভ হইলে তাহাকে সাধারণভাবে শিল্প-বিপ্লব বলা হয়। কোন সমাজে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিবর্তন দেখা গেলে তবেই শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছে বলা যাইবে ; যথা :—(১) কুটির শিল্পের পরিবর্তে যন্ত্রচালিত পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশ। অর্থাৎ মূলধনী শ্রেণীর মূলধন দ্বারা কারখানা স্থাপন করিয়া তাহাতে যন্ত্রের দ্বারা মাল উৎপাদনের ব্যবস্থা। (২) এই উৎপাদিত মাল বাজারে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভের ব্যবস্থা। (৩) কলকারখানায় শ্রমিকের সাহায্যে মাল উৎপাদনের ব্যবস্থা। (৪) উৎপাদিত মাল বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বাজার গঠন। (৫) মাল উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ও শ্রমিকের সরবরাহের ব্যবস্থা। (৬) মূলধন সরবরাহের

শিল্প-বিপ্লবে কি পরিবর্তন ঘটে

জন্য ব্যাংক প্রভৃতি অর্থনৈতিক সংস্থার উদ্ভব। (৭) সর্বোপরি উৎপাদনের জন্য নূতন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন। (৮) যন্ত্র চালাইবার জন্য বাষ্পের প্রয়োগ; মাল পরিবহনের জন্য যন্ত্রের ব্যবহার। এই কয়েকটি ব্যবস্থার একত্র সমন্বয় ঘটিলে তবেই শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছে বলা যায়।[১]

গর্ডন ক্রেইগের অভিমত

গর্ডন ক্রেইগের মতে, "যখন কোন দেশের সমাজে চিরাচরিত কৃষি অর্থনীতির স্থলে শিল্প-নির্ভর অর্থনীতি গড়িয়া উঠে, তখন সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে[২], মাথা পিছু আয়ও বাড়িয়া যায়।"

সমাজের উপর শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব

শিল্প-বিপ্লব মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। কৃষিকেন্দ্রিক, অর্থনীতির স্থলে ইহা শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতির সৃষ্টি করিয়াছে। শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া নূতন শহর ও নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। বহুলোক তাহাদের গ্রামীণ জীবন ত্যাগ করিয়া শহরে বাস করিয়াছে। শহরগুলি শিল্প-বাণিজ্যকে আশ্রয় করিয়া সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে মূলধনী শ্রেণী শিল্প উৎপাদনের মালিকানা লাভ করিয়া সম্পদ বাড়াইয়াছে। অপরদিকে শ্রমিকেরা কম মজুরীর ফলে দরিদ্র দশাগ্রস্থ হইয়াছে। ইহার ফলে সমাজে ধনবণ্টনে বৈষম্য ঘটিয়াছে। একদল লোক ধনী হইতে আরও ধনী হইয়াছে, অপর লোকেরা দারিদ্রের পাঁকে ডুবিয়াছে। এছাড়া কারখানায় তৈয়ারী মালের অবাধ সরবরাহের ফলে লোকের জীবনযাত্রা আরামদায়ক হইয়াছে। এইভাবে শিল্প-বিপ্লব সমাজ ও সভ্যতার চরিত্রকে পাল্টাইয়া দিয়াছে। ব্র্যাংক এজন্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, "...... শিল্প-বিপ্লব ঊনবিংশ শতকের সভ্যতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।"

শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে আরম্ভ হয়। পরে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে শিল্প-বিপ্লব ছড়াইয়া পড়ে। ইতালী ও পূর্ব ইওরোপ এবং রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব বহু পরে দেখা দেয়।

ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটিবার কারণ (The causes of the beginning of Industrial Revolution, first in England): শিল্প-বিপ্লবের আগে ইংলণ্ডে কুটির শিল্প বিদ্যমান ছিল। ক্রমে ইংলণ্ডে কুটির শিল্প ধ্বংস হইয়া কারখানাভিত্তিক যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠে। কুটির শিল্প ধ্বংস হইয়া যখন কারখানাকেন্দ্রিক শিল্প গড়িয়া উঠে উহাকে Take off বা সূচনাকাল বলা হয়। ঐতিহাসিক রোস্টো (Rostow) শিল্পের এই অবস্থাকে Take off নাম দিয়াছেন। ইংলণ্ডের শিল্পের ক্ষেত্রে এই Take off কবে ঘটিয়াছিল তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সূচনাকাল

---

১. Phyllis Deane—Fantana Economic History of Europe. Vol. I. P. 161.

২. "When a society succeeds in abandoning its traditional static agricultural economy and commits itself to a future of Industrialism, economic growth becomes largely automatic".—Gordon Craig. P. 291.

ঐতিহাসিক নেফ (Nef) ১৫৪০—১৬৪০ খ্রীঃ অর্থাৎ ইংলণ্ডে টিউডার ও স্টুয়ার্ট বংশের শাসনকালকে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের Take off বা সূচনাকাল বলিয়া মনে করেন। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক নেফের (Nef) অভিমত সমর্থন করেন না। রোস্টো, ফিলিস ডীন প্রভৃতি প্রখ্যাত ঐতিহাসিকেরা ১৭৬০—১৭৮০ খ্রীঃ-কেই ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের Take off বা গতিশীল হইবার যুগ বলিয়া মনে করেন।

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম কেন দেখা দেয় ঐতিহাসিকেরা তাহার কারণ আলোচনা করিয়াছেন। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে—(১) ইংলণ্ডের সহিত স্কটল্যাণ্ডের সংযুক্তির পর উভয় দেশের ভিতর অন্তর্দেশীয় শুল্ক লোপ পায়। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়ে; ইহাতে শিল্পেরও উন্নতি ঘটে। (২) ইংলণ্ডের পিউরিটান সম্প্রদায় ছিল কঠোর পরিশ্রমী। ক্রমওয়েলের পতনের পর এই সম্প্রদায় রাজনীতি হইতে মুখ ফিরাইয়া শিল্প সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে। পিউরিটান সম্প্রদায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া শিল্প সংগঠনের কাজে লাগিয়া যায়। (৩) ইংলণ্ডের অভিমত সম্প্রদায় ফরাসী অভিজাতদের ন্যায় ব্যবসায়-বাণিজ্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত না। এই অভিজাত শ্রেণী ব্যবসায় ও শিল্পে উৎপাদনের কাজে নেতৃত্ব দেয়। এই সকল কারণে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটে বলিয়া মনে করা হয়।

প্রাচীনপন্থীদের অভিমত

অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা উপরোক্ত অভিমত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ইংলণ্ডের সহিত স্কটল্যাণ্ড সপ্তদশ শতকে যুক্ত হয়। তবে শিল্প-বিপ্লব সপ্তদশ শতকে ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু ১৭৬০—৮০ খ্রীঃ কেন শিল্প-বিপ্লব ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, অভিজাতদের প্রভাবে শিল্প-বিপ্লব ১৭৬০ খ্রীঃ-এর আগে ঘটিতে পারিত। কিন্তু বাস্তবে তাহা হয় নাই। আসলে শিল্প-বিপ্লব ঘটিবার আলাদা কারণ ছিল।

কেহ কেহ মনে করেন যে, ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধাগুলি শিল্প-বিপ্লবের বিকাশে সহায়ক হয়। ইংলণ্ডের স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া বস্ত্রশিল্পের সহায়ক ছিল। ইহার ফলে কাপড়ের সুতাগুলি বুনিবার সময় ইহা সহসা ছিঁড়িত না। উত্তর ইংলণ্ডের নদী ও জলপ্রপাতগুলির জলশক্তিকে ইঞ্জিন চালাইবার কাজে লাগাইতে সুবিধা হয়। ইংলণ্ডে কয়লা ও লোহার অফুরন্ত সঞ্চয় থাকায় শিল্প গঠনে দারুন সাহায্য হয়। ইংলণ্ডের খালগুলি দেশের বিভিন্ন নদীকে যুক্ত করিয়াছিল। এই খালের দ্বারা কয়লা, লোহা ও মাল পরিবহণের সাহায্য হয়। এই কারণগুলির জন্য ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়।

ইংলণ্ডের শিল্প বিকাশে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব

হবসবম (Hobsbawm) নামক ঐতিহাসিক উপরের মতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। যদি কয়লা ও লোহার প্রাচুর্য শিল্প-বিপ্লবের কারণ হয়, তবে সাইলেসিয়ার কয়লা ও লোহা থাকিতেও কেন জার্মানীতে শিল্পের বিকাশ হয় নাই? যদি জলশক্তির সাহায্য শিল্পবিকাশে কার্যকরী হয় তবে স্কটল্যাণ্ডে ও হল্যাণ্ডে কেন তাহা কার্যকরী হয় নাই? ইংলণ্ডে এই সকল প্রাকৃতিক সুযোগ থাকিলেও কেন আগে শিল্পের

বিকাশ ঘটে নাই? হবসবম মনে করেন যে, প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধার ফলে ইংলণ্ডে শিল্পের বিকাশ ঘটে, ১৭৬০-এর এই ব্যাখ্যা ইহা বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা নহে।

অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের জন্য কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন। (১) শিল্প স্থাপন করিতে হইলে মূলধনের প্রয়োজন হয়। যদি মূলধনের যোগান না থাকে তবে শিল্প গঠিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডের বণিকেরা ইওরোপে পশম বিক্রয় করিয়া এবং উপনিবেশ হইতে মাল আনিয়া ইওরোপের বাজারে বিক্রয় দ্বারা প্রভুত অর্থলাভ করে। এই উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংক প্রভৃতিতে লগ্নী করা হয়। ইংলণ্ডের ব্যাংকগুলি নূতন শিল্প গঠনের জন্য কম সুদে মূলধনের যোগান দেয়। লণ্ডনের ব্যাংকগুলি এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখায়। মূলধনের সরবরাহের ফলে শিল্পের উদ্ভব ও প্রসার ঘটে।

অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের অভিমত: ইংলণ্ডে মূলধনের উদ্ভব

(২) অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। লোকসংখ্যার সহিত সমতা রাখিয়া ইংলণ্ডের মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদনও বাড়িতে থাকে। কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ইংলণ্ডে স্বচ্ছলতা সৃষ্টি করে। ১৭৪১-৫১ খ্রীঃ ইংলণ্ডে ৩½% লোকসংখ্যা বাড়ে। ১৭৩০-৭০ খ্রীঃ লোকসংখ্যা ৭% বাড়ে। ঐ সঙ্গে খাদ্য ও কৃষিজ দ্রব্যের ১০% উৎপাদন বাড়ে।[১] কৃষির এই অভুতপূর্ব উন্নতি ইংলণ্ডে স্বয়ংনির্ভর কৃষকশ্রেণী গঠনে সহায়তা করে। ইহারা শিল্পের জন্য কাঁচামাল, শ্রমিকের জন্য সস্তা দরে খাদ্য যোগান দেয়। স্বচ্ছল কৃষকেরা হাতে পয়সা থাকায় শিল্পদ্রব্য কিনিতে সক্ষম হয়। ফলে দেশের ভিতরে ভাল বাজার সৃষ্টি হয়। যদি কৃষির ক্ষেত্রে এই বিপ্লব না ঘটিত তবে শিল্প-বিপ্লবের ভিত্তি গঠিত হইতে পারিত না।

কৃষি-বিপ্লবের প্রভাব

(৩) অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের অসাধারণ অগ্রগতি দেখা যায়। নেভিগেশন আইন প্রভৃতি আইন দ্বারা ইংলণ্ড ঔপনিবেশের বাণিজ্যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ইংলণ্ডের উৎপাদিত মালগুলি উপনিবেশের বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ ইংলণ্ড পুরা ব্যবহার করে। ইহার ফলে ইংলণ্ড বিরাট বাজার ও মুনাফা পায়। ইহা শিল্প উৎপাদনে বিশেষ সাহায্য করে।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্য

(৪) ইংলণ্ডে লোকসংখ্যা বাড়িলে গ্রামে কাজের অভাব হয়। বাড়তি লোক কাজের সন্ধানে গ্রাম হইতে শহরে আসে। ইহারা কল-কারখানায় শ্রমিক হিসাবে যোগ দেয়। কারখানায় এইভাবে সস্তাদরে শ্রমিক সরবরাহের ফলে শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে।

সর্বশেষে, অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে কয়েকটি নূতন আবিষ্কার ঘটিলে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়। ১৭৬৭ খ্রীঃ হারগ্রীভস সুতা বুনিবার যন্ত্র স্পিনিং জেনি আবিষ্কার করেন। ইহাতে হাতের পরিবর্তে যন্ত্রে সুতা তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়। ১৭৩৯ খ্রীঃ আর্করাইট "Waterframe" ওয়াটার ফ্রেম নামে এক প্রকার জলশক্তি চালিত বয়ন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। জেমস ওয়াট স্টীম ইঞ্জিন

যন্ত্রের আবিষ্কার

১. Fantana Economic History, Vol. I. P. 167.

আবিষ্কার করিলে বাষ্প চালিত ইঞ্জিন দ্বারা যন্ত্র চালাইবার ব্যবস্থা হয়। বাষ্পের ব্যবহারের ফলে ইচ্ছামত ইঞ্জিন চালান সম্ভব হয়। ডেভি সেফটি ল্যাম্প বা নিরাপদ বাতি দ্বারা খনিতে নিরাপদে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করিলে কয়লা উৎপাদন বাড়ে। বেসামার প্রথায় লোহা গালাই করিয়া উৎকৃষ্ট লোহার ও ইস্পাতের উৎপাদন আরম্ভ হয়। জর্জ ষ্টিফেনসন রেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করিলে রেলে মাল চলাচল আরম্ভ হয়।

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতি (The Progress of the Industrial Revolution in England): আগেই বলা হইয়াছে যে, ১৭৩০ খ্রীঃ নাগাদ ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের Take off বা গতিশীলতা আরম্ভ হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মূলধন প্রভৃতির সমন্বয়বশতঃ ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্র (infra structure) তৈয়ারী হইয়াছিল। বয়ন শিল্পে ইংলণ্ডের লোক দক্ষ ছিল। সুতরাং বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রথমে নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন আরম্ভ হয়।

বয়ন যন্ত্রের আবিষ্কার

অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে সুতা তৈয়ারী করিবার লোকের অভাব দেখা দেয়। আগে নারীরাই অবসর সময়ে সুতা কাটিত। এই সুতায় বস্ত্র বোনা হইত। কিন্তু পরিবারে লোকসংখ্যা বাড়ায় নারীদের গৃহকর্মের চাপ বাড়ে। ফলে সুতা কাটিবার অবসর কমিয়া যায়। সুতার অভাবে বস্ত্র শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। ১৭৬৭ খ্রী জেমস হারগ্রীভস স্পিনিং জেনি নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিলে এই অসুবিধা দূর হয়। এই যন্ত্রে অল্প সময়ে বেশী পরিমাণ সুতা কাটিবার ব্যবস্থা ছিল। ১৭৬৯ খ্রীঃ রিচার্ড আর্করাইট ওয়াটারফ্রেম নামক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। স্পিনিং জেনিকে জলশক্তির দ্বারা চালাইয়া আর্করাইট দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রটি জলশক্তির দ্বারা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর এডমাণ্ড কার্টরাইট মিউল (Mule) নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ইহাতে এক সঙ্গে সুতা কাটা ও কাপড় বোনা যাইত এবং ইহা জলশক্তির দ্বারা চালিত হইত। এইভাবে দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

বাষ্পের আবিষ্কার ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন

জলশক্তি বা বায়ুশক্তি চালিত যন্ত্রের নানা অসুবিধা ছিল। কারণ সকল স্থানে জল বা বায়ুশক্তি সহজলভ্য ছিল না। জল বা বায়ু প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে সব সময় জল বা বায়ুর সাহায্য পাওয়া যাইত না। এই সময় জেমস ওয়াট নামক এক ব্যক্তি একটি পিষ্টন চালিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। এই ইঞ্জিন এমন শক্তিশালী ছিল যে, ইহার সাহায্যে ভারী ভারী যন্ত্র চালান যাইত। ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রকৃত পক্ষে শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করে। ডেভিড টমসনের মতে, "শিল্প-বিপ্লবের ভিত্তিই ছিল বাষ্পের দ্বারা যন্ত্রের চালনা।"[১] বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে তাহা সম্ভব হয়। বোটারী প্রথায় এই মেশিন গঠিত হইলে খুবই কার্যকরী হয়। খনির

১. "The basis of Industrial Revolution was the application of steam power to machinery."—David Thomson. P. 95.

ভিতর হইতে কয়লা তোলা, ভারী যন্ত্র চালনা প্রভৃতি কাজে এই ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। দেশের যে কোন স্থানে এই ইঞ্জিন বসাইয়া কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হয়।

বৈজ্ঞানিক প্রথায় লোহার উৎপাদন

এদিকে শিল্পের জন্য লোহা ও কয়লার প্রচুর দরকার পড়ে। ইংলণ্ডে খনিজ লোহা প্রচুর ছিল। কিন্তু তাহার মান ছিল নীচু। ফলে সুইডেন হইতে ইংলণ্ড বহু বৎসর ভাল লোহা আমদানী করিত। ইতিমধ্যে লোহা গালাইবার এক উন্নত প্রণালী যথা বেসামার প্রথা (Bessamer process) আবিষ্কৃত হইলে ইংলণ্ডের খনিজ লোহা গালাই করিয়া উৎকৃষ্ট লোহা তৈয়ারী হয়। এই উন্নত লোহার দ্বারা চুল্লী, রেলের পাত, ইঞ্জিন, যন্ত্র প্রভৃতি তৈয়ারী করা সম্ভব হয়। শেফিল্ড, বার্মিংহাম, ল্যাঙ্কাশায়ার প্রভৃতি অঞ্চলে বড় বড় লোহার কারখানা গড়িয়া উঠে।

খনিজ কয়লার উৎপাদন ও ব্যবহার

আগে কাঠ কয়লা দ্বারা লোহা গালান হইত। কাঠ-কয়লার সরবরাহ বেশী না থাকায় লোহার পিণ্ড বা খণ্ড বেশী উৎপাদন করা যাইত না। লোহার অভাবে সব কাজে বাধা পড়িত। ইতিমধ্যে খনিজ কয়লার সাহায্যে লোহা গালাইবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইলে এবং খনিজ কয়লার দ্বারা ইঞ্জিনে বাষ্প তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইলে শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। কারখানার ইঞ্জিনের জ্বালানী হিসাবে কয়লা ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রের দ্বারা মাটির নীচ হইতে কয়লা উপরে টানিয়া, রেলের দ্বারা পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। ডেভির "নিরাপদ বাতি" (Safety Lamp) আবিষ্কৃত হইলে খনি মজুরেরা নিরাপদে এই বাতির সাহায্যে খনির ভিতর কাজ করিবার সুযোগ পায়।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি

শিল্পের পর পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হয়। টেলফোর্ড ও ম্যাকাড্যাম পিচের দ্বারা রাস্তা তৈয়ারীর প্রথা আবিষ্কার করিলে পিচের তৈয়ারী সড়ক নির্মাণ আরম্ভ হয়। এই রাস্তাগুলিতে শীত, বর্ষা সকল সময় গাড়ী চলিত। ১৮১৩ খ্রীঃ উইলিয়াম হেডলী পাফিং বিলী (Puffing Billy) নামে একটি গাড়ীর ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ জর্জ স্টিফেনসন একটি কার্যকরী ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। ইহা লোহার পাতের উপর ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ছুটিতে পারিত। ইহার ফলে রেলপথের নির্মাণ আরম্ভ হয়। রেলপথের আবিষ্কার শিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটায়। প্রথমতঃ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কাঁচামাল যোগাড় করা সম্ভব হয়। কারখানায় তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের জন্য রেলযোগে পাঠান সম্ভব হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ফুলটন বাষ্প চালিত নৌকা আবিষ্কার করেন। ইহা ঘণ্টায় ৪ মাইল বেগে চলিত। ক্রমে বাষ্পীয় পোত নির্মিত হয়। বাষ্প চালিত জাহাজ আবিষ্কারের ফলে এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে পণ্য চলাচল দ্রুত ও নিরাপদ হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম মৌলিক উপাদান ছিল মূলধনের বা পুঁজির সরবরাহ।

হোপ, লাফিট, রথচাইল্ড, পিয়ের ব্রাদার্স, ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড প্রভৃতি ব্যাঙ্ক কোম্পানীগুলি শিল্পে মূলধনের যোগান দেয়। ম্যাথু বোল্টন নামক ধনকুবের ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈয়ারীর জন্য সোহোর (Soho) কারখানা স্থাপন করেন। এই সকল মূলধনী শ্রেণীর আনুকুল্যে ব্যাপক আকারে কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হয়। রেলপথগুলিও ইহাদের আনুকুল্যে নির্মিত হয়। এইভাবে শিল্প-বিপ্লব ঘটে।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার

ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লব ঃ ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের পিছাইয়া থাকিবার কারণ (Industrial Revolution in France : Why France started late than England in the race for industrialisation ?) ঃ সপ্তদশ শতকে ফরাসী মন্ত্রী কলবেয়ার (Colbert) ফ্রান্সে কৃষি-বিপ্লব ও শিল্প প্রসারের চেষ্টা করেন। কিন্তু কলবেয়ারের এই চেষ্টা সফল হয় নাই। কারণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও স্বৈর শাসনে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয় নাই। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজারা ফ্রান্সে শিল্প গঠনের কিছু চেষ্টা করেন। ষোড়শ লুইয়ের মন্ত্রী ক্যালোন ফ্রান্সে শিল্প গঠনের জন্য বিশেষ যত্ন নেন। তিনি শিল্পপতিদের সহায়তা দেন। ক্যালোনের প্রচেষ্টায় ফ্রান্সের বিখ্যাত লোহা ঢালাইয়ের কারখানা (Creousot foundry) ক্রুশোর ফাউণ্ড্রি স্থাপিত হয়। ফরাসী শিল্পপতিরা ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মডেল ইঞ্জিন নির্মাণ করান। ইংলণ্ড হইতে মিলনে, হোল্কার, উইলকিনসন প্রভৃতি বিখ্যাত যন্ত্রবিদ্‌দের আনাইয়া ফ্রান্সে যন্ত্রশিল্প গঠনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইহার ফলে ফ্রান্সে ব্যাপক অর্থে শিল্প বিস্তার হয় নাই। নেপোলিয়নের আমলে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ আরম্ভ হইলে কিছুদিনের জন্য ইওরোপের বাজার ফ্রান্সের একচেটিয়া অধিকারে আসে। তথাপি এই সুযোগ লইয়া ফ্রান্স তাহার শিল্প বিস্তার করিতে পারে নাই। ফ্রান্সে ১৮৪৮ খ্রীঃ আগে প্রকৃতপক্ষে শিল্প-বিপ্লব হয় নাই। ১৮৫০ খ্রীঃ নাগাদ তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালে ফরাসী শিল্পে Take off বা উড্ডয়ন আরম্ভ হয়।[১]

শিল্পে ফ্রান্সের অনগ্রসরতা

ফ্রান্সে দেরীতে শিল্প-বিপ্লব ঘটিবার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায় যে, (১) ইংলণ্ডের ন্যায় শিল্প গঠনের পরিবেশ ফ্রান্সে ছিল না।[২] খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মূলধন সংস্থান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয় যাহার উপর নির্ভর করিয়া শিল্প বিপ্লব ঘটে, সেই উপাদানগুলি অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে ছিল না। ফ্রান্সের অভিজাতরা ছিল রক্ষণশীল, কায়িক পরিশ্রম-বিমুখ। তাহারা শিল্প-বাণিজ্যের কাজকে ঘৃণা করিত। সামন্ত প্রথার দরুণ লোকে জমিদারীর অধিকারকেই সম্মানজনক মনে করিত। (২) ফ্রান্সের বুর্জোয়া ও ধনী ব্যবসায়ীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল না। বুর্জোয়ারা

ফ্রান্সের পুরাতনপন্থী সমাজ ও অর্থনীতির প্রভাব

১. Claude Fohlen—Industrial Revolution in France.

২. Ibid.

কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর বা Third Estate-এর সমতুল্য ছিল। এজন্য ফ্রান্সের সামাজিক পরিবেশ শিল্প গঠনের অনুকূল ছিল না। (৩) ফ্রান্সের অন্তর্শুল্ক ব্যবস্থা এবং শিল্পের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিল্পের বিস্তারের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। মোট কথা ফ্রান্সের মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা শিল্প বিস্তারের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

(৪) ফরাসী বিপ্লবের সময় যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুণ শিল্প উপেক্ষিত থাকে। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হইবার ফলে কাঁচামালের সরবরাহ ও উৎপাদিত মালের বাজার না থাকায় ফ্রান্সে শিল্প বিস্তারে বাধা পড়ে।[১] (৫) ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে ফ্রান্সের জাহাজগুলি ব্রিটিশ নৌবহর দ্বারা ধ্বংস হইলে মাল পরিবহনে বাধা দেখা দেয়। ইহার ফলে ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। (৬) কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় প্রথা চলিবার সময় জার্মানী ও ইতালীর বাজার ফ্রান্সের হাতে ছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর এই বাজার ফ্রান্সের হাতছাড়া হইলে শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। (৭) তাছাড়া ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয় নাই। (৮) সর্বোপরি ফ্রান্সে মূলধনের সরবরাহে ঘাটতি ছিল। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সে শিল্প ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া পেরিয়ার কোম্পানী প্রভৃতির সাহায্যে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করিলে তবেই ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হয়। ফরাসী বুর্জোয়া বা শিল্পপতিশ্রেণী লুই ফিলিপ ও তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে নানা সুযোগ-সুবিধা পায়। ইহাদের ব্যাঙ্ক হইতে দীর্ঘ মেয়াদে কম সুদে শিল্প ঋণ দেওয়া হয়। সংরক্ষণ নীতি দ্বারা বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর শুল্ক চাপাইয়া স্বদেশী শিল্পকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ পর ফ্রান্সে রেলপথের প্রসার ঘটিলে ও রাজনৈতিক স্থিতি আসিলে তবেই শিল্পে Take off বা গতিশীলতা দেখা দেয়। ১৮৫০ খ্রীঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালে ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের 'স্বর্ণযুগ' আরম্ভ হয়।[২]

ফরাসী বিপ্লবের ফল শিল্প উৎপাদনে মন্দা: মূলধনের অভাব

জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution in Germany): জার্মানীতে কয়লা ও লোহা ছিল প্রচুর। কিন্তু জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব ঘটিতে দেরী হইবার প্রধান কারণ ছিল জার্মানীর রাজনৈতিক অনৈক্য। ৩৯টি দেশে বিভক্ত জার্মানীতে কোন শিল্প গঠন করা ছিল দুস্কর কাজ। কারণ প্রতি রাজ্যের ভিতর মাল চলাচলের সময় আলাদা শুল্ক ধার্য হইত। তাছাড়া শিল্প সংরক্ষণ, কেন্দ্রীয় মুদ্রা, রেলপথ ছিল না।

বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইলে জার্মানীতে প্রকৃতভাবে শিল্প-বিপ্লবের উড্ডয়ন আরম্ভ হয়। রেলপথ জার্মানীর সকল অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। বিসমার্ক কেন্দ্রীয় মুদ্রা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলপথ ও আমদানী ও রপ্তানি নীতির দ্বারা শিল্প বিকাশের পথ প্রস্তুত করেন। তিনি সংরক্ষণ নীতির দ্বারা জার্মানীর শিল্পকে বিদেশী

১. Fantana—Economic History. P. 20.

২. Ibid.

মালের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করেন। তিনি ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার ঘটাইয়া শিল্পের মূলধন যোগাইবারও চেষ্টা করেন। বিসমার্কের চেষ্টায় এবং পরে কাইজারের চেষ্টায় জার্মানী দ্রুত শিল্পে উন্নতি লাভ করে এবং ইওরোপের অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়।

রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব (The Industrialization in Russia) : পশ্চিম ইওরোপের শিল্প-বিপ্লবের অনেক পরে রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব ঘটে। জারের শাসনকালে রাশিয়া একটি কৃষি-প্রধান দেশ ছিল। এই যুগে কৃষি ও কৃষকের অবস্থা খুবই অনুন্নত ছিল। কোন কোন মার্ক্সবাদী লেখক মনে করেন যে, জার যুগে রাশিয়ায় শিল্প সংগঠন হয় নাই। বলশেভিক বিপ্লবের পর রুশ সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ করিলে তবেই রাশিয়ায় প্রকৃত শিল্পায়ন আরম্ভ হয়। গ্রেগরী গ্রসম্যান (Gregory Grossman), গারশেনক্রন (Gerschenkron) প্রভৃতি অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। ইহাদের মতে, জার শাসনের শেষ দিকে রাশিয়ায় শিল্পের ভিত্তি গড়িয়া উঠে।[১] যদি রাশিয়াতে জারতন্ত্রের যুগে শিল্প-বিপ্লব না ঘটিত, তবে কিভাবে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী পেট্রোগ্রাড শহরে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পতাকার তলায় সমবেত হয়? তথ্য ও প্রমাণ হইতে ইহা জানা যায় যে, জার সরকার বহুদিন ধরিয়া রুশ দেশে শিল্প বিস্তারের চেষ্টা চালাইতেছিল।

জারের আমলে শিল্পের অবস্থা গারশেনক্রনের অভিমত

ইংলণ্ডের সহিত রাশিয়ার শিল্প বিকাশের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেক্ষেত্রে ইংলণ্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্পের বিকাশ ঘটে; সেক্ষেত্রে রাশিয়ায় রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টায় শিল্পের প্রসার ঘটে। গারশেনক্রন ইহাকে বিকল্প প্রক্রিয়া বা Substitution Process বলিয়াছেন। অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে জার শাসনের যুগে রাশিয়ায় ব্যাপক শিল্প স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৬১ খ্রীঃ জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সার্ফ বা ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের আইন করেন। ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের দ্বারা রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ করা হয়। ভূমিদাসপ্রথা মুক্ত হইয়া বহু কৃষক শিল্প শ্রমিকের কাজে লাগিয়া পড়ে। এই সময় হইতে রাশিয়ায় রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ হয়। মস্কো হইতে সেণ্ট পিটারসবার্গ পর্যন্ত রাশিয়ায় প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। ১৮৬০ খ্রীঃ রাশিয়ার রেলপথ ছিল মাত্র ১.৬ হাজার কিলোমিটার লম্বা। ১৮৭০ খ্রীঃ তাহা ১০.৭ হাজার কিলোমিটারে দাঁড়ায়। রেলপথের মাধ্যমে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও শিল্প দ্রব্য রুশ দেশের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। গ্রেগরী গ্রসম্যানের মতে, ১৮৬১ খ্রীঃ উনবিংশ শতকের ইতিহাসে একটি যুগ সন্ধিক্ষণের সূচনা করে।[২]

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা

১. Gregory Grossman.

২. "1861 was at the history of 19nth century Russia a turning point—" G. Grossman.

১৮৮০-৯০ খ্রীঃ নাগাদ রাশিয়ায় শিল্পের প্রধান বিস্তৃতি ঘটে।[১] ১৮৮০-৯০ খ্রীঃ-কেই রাশিয়ায় শিল্প বিস্তারের Take off বা গতিশীলতার যুগ বলা সঙ্গত।

রাশিয়ায় কেন এত দেরীতে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয় তাহার কারণ হিসাবে জার সরকারের রক্ষণশীল নীতি, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, সার্ফ প্রথা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ভারী শিল্প গঠনে এই যুগে জার সরকার উপেক্ষা দেখায়। ভারী শিল্প যথা, লোহা, কয়লা প্রভৃতি মূল শিল্পের বিকাশ ছাড়া শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হয় না। জার সরকার গোড়ার দিকে এই কথা না বুঝিয়া ভোগ্যপণ্যের যথা, চিনি, কাপড় প্রভৃতি শিল্প গঠনে আগ্রহ দেখায়। তৃতীয়তঃ, শিল্প বিস্তারের জন্য যে আভ্যন্তরীণ সংগঠন দরকার তাহা জারতন্ত্রের যুগে বিদ্যমান ছিল না। রুশ দেশে নিরক্ষরতার হার ছিল বেশী। শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষিকেই জীবিকার প্রধান উপায় মনে করিত। লোকের হাতে সরকারী ও সামন্তকর মিটাইয়া এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত না, যাহা দ্বারা তাহারা শিল্প-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ইহার ফলে রাশিয়ায় শিল্পদ্রব্যের বাজার তেমন ছিল না। চতুর্থতঃ, দক্ষ মজুর বলিতে যাহা বুঝায় রাশিয়ায় তাহার অভাব ছিল। ভূমিদাসদের শিল্পে মজুর হিসাবে খাটাইবার চেষ্টা করিয়া দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে দক্ষতা ও উদ্যমের অভাব ছিল। একমাত্র ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের পর রাশিয়ায় শিল্পজীবি দক্ষ শ্রমিকের উদ্ভব হয়। পঞ্চমতঃ, রাশিয়ার পরিবহন ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়। ঘোড়ার গাড়ীতে বা মাথায় মাল বহিয়া শিল্প গঠন করা সম্ভব ছিল না। দেশে সর্বদা ভূমিদাস বিদ্রোহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত। ফলে সরকার আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা ও বৈদেশিক যুদ্ধ লইয়া ব্যাপৃত থাকিত। শিল্প প্রসারের দ্বারা বৈষয়িক উন্নতির দিকে লক্ষ্য দিত না। ষষ্ঠতঃ, রাশিয়ার অন্তঃশুল্ক ব্যবস্থাও শিল্প প্রসারে বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

রাশিয়ায় দেরীতে শিল্প-বিপ্লব ঘটিবার কারণ : ভারী শিল্পের অভাব : মূলধনের অভাব : ভূমিদাস প্রথা ইত্যাদি

যাহা হউক ১৮৬০ খ্রীঃ পর রাশিয়ার উপরোক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৮৬০ খ্রীঃ পর জার সরকার শিল্প প্রসারের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। ১৮৬১ খ্রীঃ ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের ফলে জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইহার পর স্টোলিপিন সংস্কার দ্বারা কুলাক বা জোতদার শ্রেণী জমির মালিক হইয়া জমিতে উৎপাদন আরও বাড়ায়। গ্রেগরী গ্রসম্যানের মতে, কৃষির উন্নতির ফলে দেশে কাঁচামাল, সম্পদ ও মূলধন জমা হয়। এইভাবে শিল্প-বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি গঠিত হয়।

১৮৬০ খ্রীঃ পর রাশিয়ার কৃষির ক্ষেত্রে অগ্রগতি

কৃষির সহিত পাল্লা দিয়া, এই সময় রাশিয়ায় জনসংখ্যাও বাড়িতে থাকে। উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া নগরমুখী হয়। এই জনসংখ্যার একাংশ শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

অধ্যাপক গারশেনক্রনের (Gerschen Kron) মতে, এই সময়ে জার সরকারও শিল্প প্রসার নীতি গ্রহণ করে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিল্পের বিকাশ ঘটে।

১. Ibid.

কিন্তু রাশিয়ার ক্ষেত্রে সরকার শিল্প প্রসারে প্রধান ভূমিকা নেয়। রুশ মন্ত্রী কাউণ্ট উইটি (Witte) এই বিষয়ে উল্লেখ্য ভূমিকা নেন। সরকার শিল্পগুলিকে ঋণ দান করিয়া অথবা বৈদেশিক ঋণ যোগাড় করিয়া শিল্পে মূলধন সরবরাহ করে। ফ্রান্সের ব্যাংকগুলি রাশিয়ার রেলপথ নির্মাণে, জার্মান মূলধন অন্যান্য শিল্প নির্মাণে নিযুক্ত হয়। তাছাড়া এই সময় সরকার ভারী শিল্পগুলি যথা, লোহা, কয়লা, ইস্পাত, রেলপথ প্রভৃতি গঠনে বিশেষ নজর দেয়। এইভাবে ১৮৮০-৯০ খ্রীঃ নাগাদ রাশিয়ায় পুরাদমে শিল্প সংগঠন আরম্ভ হইয়া যায়। এই অন্তর্ভিত্তির (infrastructure) উপর নির্ভর করিয়া বলশেভিক যুগে রাশিয়ায় শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটিতে পারে।

সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্প গঠন : ভারী শিল্প : উইটির শিল্প নীতি

শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল (The results of the Industrial Revolution) : শিল্প-বিপ্লব হইল আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান ঘটনা। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর (Bergson) মতে, ইহা মানবিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। (১) শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুরাতন কৃষি-নির্ভর, কুটীর-শিল্পমুখী সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তে নগর-কেন্দ্রিক, যন্ত্র-নির্ভর সভ্যতা সৃষ্টি হয়। মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে জীবনযাত্রার উপকরণগুলিকে প্রচুরভাবে উৎপাদন করিয়া জীবনযাত্রাকে আরামপ্রদ করে। পরিধেয় হইতে যাতায়াত সর্বক্ষেত্রে মানুষের আরাম ও বিলাসের অজস্র উপকরণ যন্ত্রের সাহায্যে নির্মিত হয়। লোকে অর্থ দ্বারা সেই সকল সামগ্রী কিনিয়া আরামে দিন কাটাইতে পারে। (২) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়া আপন বশে আনিবার কাজে লিপ্ত হয়। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিদ্যুৎ, জল-শক্তিকে মানুষ যন্ত্র চালাইবার কাজে ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়। (৩) শিল্প-বিপ্লবের ফলে লোকে নিম্নতম কায়িক শ্রমের স্থলে যন্ত্র দ্বারা কাজ করে। লাঙলের বদলে ট্রাক্টর দ্বারা চাষ-আবাদ, তাঁতের বদলে যন্ত্র দ্বারা কাপড় বুনন, রসায়নিক সারের দ্বারা খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মোটর, রেল, বায়ুযান, জাহাজ দ্বারা যাতায়াত প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে শিল্প-বিপ্লব মানুষের জীবন-যাত্রাকে আরামপ্রদ করে। (৪) কল-কারখানায় লোকে কাজ পাইবার ফলে জীবিকার নূতন নূতন ক্ষেত্রের উন্মেষ ঘটিয়াছে। এইভাবে শিল্প-বিপ্লব এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করে।

শিল্প-বিপ্লবের সুফল : জীবনযাত্রার উন্নতি ; দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার

অপরদিকে শিল্প-বিপ্লব, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে বহু জটিলতা ও সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। শহরের সংখ্যা বাড়িলে গ্রামীন জীবনের প্রতি আকর্ষণ হারাইয়া বহুলোক গ্রাম হইতে আসিয়া শিল্প শহরগুলিতে ভিড় করে। ইহারা কলে-কারখানায় শ্রমিকের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এইভাবে ভূমিহীন, গৃহহীন, চাকুরী-সম্বল শ্রমজীবি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ইহারা কারখানায় উদয়াস্ত খাটিয়া কম মজুরীতে জীবিকা নির্বাহ করিত। এই শ্রমিক-শ্রেণীকে মালিকের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইত। একার মজুরীতে

শিল্প-বিপ্লবের কুফল : শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব

সংসার চলিত না বলিয়া বাড়ীর নারী ও শিশুরা কারখানায় কাজ করিত। পুরুষ শ্রমিকদের ১৬—১৭ ঘণ্টা প্রত্যহ পরিশ্রম করিতে হইত। কল-কারখানায় ছাটাই হইলে, ইহাদের অর্ধাশন বা অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইত। শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার দিকে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য আইনগুলি না থাকায়, শ্রমিকের অবস্থা ছিল খুবই করুণ।

গ্রামে জনসংখ্যা হ্রাস

শহরে চাকুরীর ও আরামদায়ক জীবনের লোভে লোকে চলিয়া আসিবার ফলে গ্রামগুলি জনহীন ও শ্রীহীন হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে কল-কারখানা বাড়িলে দক্ষিণাঞ্চল হইতে লোক এই অঞ্চলে চলিয়া যায়। দক্ষিণ ইংলণ্ড তাহার গুরুত্ব হারায়।

শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি : গৃহ ও অন্যান্য সমস্যার উদ্ভব

শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের অবনতি : শ্রমিকের দুর্দশা

এদিকে শহরগুলিতে হঠাৎ লোকসংখ্যা বাড়িলে বাসস্থান, জল সরবরাহ ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। শিল্প শহরগুলির স্বাস্থ্য ও নগর রক্ষার ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। শ্রমিকেরা বাসগৃহের অভাবে বস্তিতে বাস করিতে বাধ্য হয়। ফলে নগর জীবনের অবনতি ঘটে। বস্তিবাসী শ্রমিকেরা নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করিতে বাধ্য হয়। বস্তীর নৈতিক জীবন ছিল পঙ্কিল ও ক্লেদাক্ত। শ্রমিক পরিবারের শিশুরা এই পরিবেশে বাড়িয়া উঠে। শ্রমিকের জীবন ছিল নিরানন্দময়। বৈচিত্র্যের লোভে শ্রমিক তাহার সাপ্তাহিক উপার্জনের একাংশ ভাঁটিখানায় ব্যয় করিত। শিশুদের শিক্ষাদান, পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা না থাকায়, শ্রমিক বস্তীগুলি ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয়ের পথে চলে। দারিদ্র্য, হতাশাবোধ ও অশিক্ষা শ্রমিকের জীবনকে চুরমার করিয়া দেয়। মার্ক্সের মতে, "সূর্যালোকিত দিনের মাঝেও শ্রমিকের জীবনে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে।" হ্যালেভি (Halevy) নামক অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এই যুগে শ্রমিকের জীবনের এক করুণ ও বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন। ভ্যান গগের (Van Gaugh) লাষ্ট ফর লাইফ (Lust for Life) উপন্যাসে ইংলণ্ডের ওয়েলস প্রদেশের কয়লাখনি অঞ্চলের খনি শ্রমিকদের দুর্দশাগ্রস্থ জীবন-যাত্রার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

কুটির শিল্পের ধ্বংস ; কারিগর শ্রেণীর দুর্দশা

শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকের অর্থনৈতিক জীবনে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। যন্ত্রের দ্বারা শিল্প উৎপাদন আরম্ভ হইলে যে সকল কারিগর নিজ হাতে শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী করিত তাহারা বেকার হইয়া পড়ে। কুটীর-শিল্প ধ্বংস হইলে তাঁতী, কামার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে এই শ্রেণীর লোকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া মেশিন ও কারখানা ভাঙিবার চেষ্টা করে। ১৮১১—১৬ খ্রীঃ ইংলণ্ডে মেশিন ভাঙার দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ইহাকে লাডাইট রায়ট (Luddite Riots) বলা হয়। ক্রমে এই সকল লোকেরা বাধ্য হইয়া দিনমজুরের কাজে লাগে, নতুবা নিস্ফল আক্রোশে ফুলিতে থাকে।

অদক্ষ শ্রমিকের দুর্দশা

শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকেরা দক্ষ ও অদক্ষ দুই শ্রেণীতে ভাগ হইয়া যায়। দক্ষ শ্রমিকেরা বিশেষ বিভাগে দক্ষ বা (specialisation) অর্জন করিয়া বেশী হারে মজুরী পায়। বাকী শ্রমিকেরা সাধারণ কাজ করে এবং কম মজুরী পায়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অভিজাত শ্রেণী এতকাল যে সকল ক্ষমতা ভোগ করিত তাহা লোপ পায়। বুর্জোয়া শ্রেণী কাঞ্চন কৌলিন্যের জোরে সমাজে মর্যাদা ও ক্ষমতা অধিকার করে। ইতিহাসে বুর্জোয়া যুগের আরম্ভ হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী লক্ষ্য করে যে, রাজনৈতিক অধিকার হাতে না পাইলে, রাষ্ট্রকে তাহাদের শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাইবে না। এজন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের কাজে বুর্জোয়ারা আগাইয়া আসে। তাহারা এমন সংবিধান রচনা করে যে, তাহার ফলে ভোটাধিকার বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই থাকে। এইভাবে ইওরোপের বহু দেশে বুর্জোয়াতন্ত্র স্থাপিত হয়।

পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব : শোষণ

শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সমগ্র অংশ শিল্প মালিক বা পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হয়। কুটির শিল্পের যুগে উৎপাদন ছিল ক্ষুদ্র উৎপাদকের হাতে। ইহারা স্থানীয় চাহিদা মিটাইত। পুঁজিপতি শিল্প মালিকেরা বিশ্বের বাজারে মাল বিক্রয়ের জন্য দেশের চাহিদা অপেক্ষা অনেক বেশী উৎপাদন করে। এই মালের দাম তাহারা ইচ্ছামত বাঁধিয়া দেয়। এই মাল স্বদেশে ও বিদেশে বিক্রয় করিয়া শিল্প মালিকেরা মুনাফার পাহাড় জমাইয়া ফেলে। জমা মূলধন দ্বারা তাহারা আরও নূতন নূতন শিল্প গড়ে। এইভাবে একচেটিয়া পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ চলিয়া যায়। ইহারা এমনই ক্ষমতাশালী শ্রেণীতে পরিণত হয় যে কোন সরকার সহসা ইহাদের চটাইতে সাহস করে না।

পুঁজিবাদী শোষণ

মূলধনী পুঁজিপতি শ্রেণীর লক্ষ্য হয় শ্রমিকদের কম মজুরী দিয়া বেশী মুনাফা করা। এই মূলধনী পুঁজিপতি শ্রেণী এইভাবে নিরন্তর মুনাফা বাড়াইয়া ধনী হইতে থাকে। অপরদিকে শ্রমিক ও ক্রেতা সকলেই তাহাদের হাতে শোষিত হয়। মার্ক্সের পরিভাষায় ধনী "আরও ধনী হয়, গরীব আরও গরীব হয়" (The rich became richer and the poor poorer)। এইভাবে সমাজের সাম্য বিনষ্ট হয়।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজতন্ত্রবাদ নামক মতবাদের উদ্ভব হয় (বিশদ বিবরণের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় দেখ)। চিন্তাবিদ দার্শনিকেরা শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজে ধন বণ্টনের ঘোর বৈষম্য, শ্রমিকের দারিদ্র্যের কথা ভাবিয়া ইহার প্রতিকারের চিন্তা করেন। সমাজতন্ত্রবিদরা ইহা প্রচার করেন যে, শ্রমই হইল সম্পদের উৎস। কাঁচামাল হইল প্রাকৃতিক সম্পদ। ইহাতে সকলের সমান অধিকার আছে। শ্রমিক কাঁচামাল লইয়া তাহার শ্রমের দ্বারা যাহা উৎপাদন করে তাহার মুনাফা

শ্রমিকেরই প্রাপ্য। কারখানার মালিক প্রকৃতপক্ষে মুনাফার হক্‌দার নহে। কারখানার পরিচালক কেবলমাত্র ম্যানেজারের কাজ করে। সুতরাং শিল্পের মুনাফা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। রাষ্ট্রের উচিত শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্বকরণ করিয়া শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্তি ব্যবস্থা করা। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হইলেন দার্শনিক কার্ল মার্কস। মার্কসীয় মতবাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া ধর্মঘট প্রভৃতির দ্বারা মালিকের নিকট তাহাদের দাবী আদায়ের চেষ্টা করে। ধর্মঘটের চাপে মালিকশ্রেণী শ্রমিকের ন্যায্য দাবী অনেক ক্ষেত্রে মানিতে বাধ্য হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের ভোটাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন চালায়। ভোটাধিকার লাভ করিয়া শ্রমিকেরা সরকারকে আইন দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কাজ করিতে বাধ্য করে। শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী, কম সময় কাজ, বাসস্থান, বীমা প্রভৃতি আইন পাশ হয়। রুশ দেশে বলশেভিক দল শ্রমিকের রাষ্ট্র স্থাপন করে।

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে, বেশী মুনাফার লোভে মালিকশ্রেণী দেশের প্রয়োজন অপেক্ষা বাড়তি মাল উৎপাদন করে। এই বাড়তি মাল বিক্রয়ের জন্য উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি বাজারের একচেটিয়া অধিকারের আশায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয়। লেনিনের মতে, "পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যমজ ভ্রাতার ন্যায় হাত ধরাধরি করিয়া চলে।" প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হইল সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির উপনিবেশ দখলের লড়াই। লেনিন এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার Imperialism the Highest Stage of Capitalism গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পাঠ্যসূচী

১। Hobsbawm—Industry and Empire.
২। Phyllis Deane—The First Industrial Revolution.
৩। Halevy—Economic History of Europe.
৪। Fantana—Economic History of Europe.
৫। Hobson—The Evolution of Modern Capitalism.
৬। C. Beard—The Industrial Revolution.
৭। V. I. Lenin—Imperialism—The Highest form of Capitalism.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফ্রান্সে ও ইওরোপে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব

(The February Revolution of 1848 in France and in Europe)

ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব: জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ১৮৩০-৪৮ খ্রীঃ (The February Revolution in France : the Fall of the Jully Monarchy, 1848) : ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের ফলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজবংশের পতন ঘটে। জুলাই বিপ্লবের নেতারা অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক রাজা হিসাবে নির্বাচন করিলে, তিনি সংশোধিত চার্টার বা সংবিধান মানিয়া শাসন চালাইতে শপথ গ্রহণ করেন। যেহেতু লুই ফিলিপ জুলাই বিপ্লবের ফলে সিংহাসন পান এজন্য তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে জুলাই রাজতন্ত্র বলা হয়। লুই ফিলিপ ১৮৩০-৪৮ খ্রীঃ এই ১৮ বৎসর শাসন করিবার পর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কি কারণে ফ্রান্সে মাত্র ১৮ বৎসর পরে অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপের পতন ঘটে তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকেরা দেন।

জুলাই রাজতন্ত্র

পুরাতন মতবাদের ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, ১৮৪৬-৪৭ খ্রীঃ-এর খাদ্য সংকট জুলাই রাজতন্ত্রের পতনের প্রধান কারণ ছিল। ১৮৪৬ খ্রীঃ আলুতে পোকা লাগিলে আলুর ফসল বিনষ্ট হয়। ইহার পর বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে গমের ফসল বিনষ্ট হয়। এজন্য ফ্রান্সে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। খাদ্যের দাম বাড়িলে লোকের শিল্প-দ্রব্য কিনিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। এজন্য শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। জিনিষপত্রের দাম বাড়িলে শহরের লোকের দুর্দশার একশেষ হয়। এই কারণে ১৮৪৮ খ্রীঃ-এর বিদ্রোহে লুই ফিলিপের পতন ঘটে।

কৃষি ব্যবস্থার সঙ্কটের ফলে জুলাই রাজতন্ত্রের পতন

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের উপরোক্ত ব্যাখ্যা জ্যাক ড্রজ (Jack Droz) নামক ঐতিহাসিক অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যদি কৃষি ও শিল্পে সংকটের জন্য বিপ্লব ঘটে তবে তাহা ১৮৪৭ খ্রীঃ ঘটা উচিত ছিল। ১৮৪৮ খ্রীঃ এই মন্দা কাটিয়া যায়। বিপ্লব ঘটিবার জন্য সমাজের একশ্রেণীর লোকের অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ থাকা দরকার। খাদ্য সংকটের ফলে হঠাৎ এইরূপ শ্রেণী বিদ্বেষ জাগে না। জ্যাক ড্রজ মনে করেন যে, ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল ফ্রান্সের বুর্জোয়া (haute bourgeois) শ্রেণীর বিরুদ্ধে ছোট বা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিদ্রোহ।

জ্যাক ড্রজের অভিমত

"১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সের ধনী বুর্জোয়ারা পাতি বুর্জোয়াদের চোখে সন্দেহভাজন শ্রেণীতে পরিণত হয়।" তাহাদের মতে, ধনী বুর্জোয়ারা ছিল একচেটিয়া মুনাফাভোগী শ্রেণী।[১] ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্সে ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যের সূচনা হয়। এই শ্রেণীই একমাত্র ভোটাধিকার লাভ করে। লুই ফিলিপ এই শ্রেণীর স্বার্থই একমাত্র দেখিতেন।

লুই ফিলিপের সহায়তায় ধনী বুর্জোয়া শ্রেণী ফ্রান্সে একটি অর্থনৈতিক অভিজাত শ্রেণীতে (financial aristocracy) পরিণত হয়। লুই ফিলিপ শুল্ক সংরক্ষণ নীতি লইয়া ইহাদের মুনাফা লাভের সুযোগ করিয়া দেন। তিনি এমন সব আইন করেন যাহার ফলে মিল মালিক ও মূলধনীদেরই সুবিধা হয়। তাহারা কল-কারখানায় কম মজুরীতে শ্রমিকদের বেশী সময় খাটাইবার সুযোগ পায়। শ্রমিকেরা শহরের বস্তী এলাকায় এক অস্বাস্থ্যকর পঙ্কিল জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হয়। শ্রমিকদের মজুরী বাড়ান ও কাজের সময় কমাবার দাবীতে লুই ফিলিপ কর্ণপাত করেন নাই। সমাজতান্ত্রিক দল তাঁহার নিকট শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন প্রবর্তনের দাবী জানাইলে, লুই ফিলিপ Laissez faire বা শিল্পে হস্তক্ষেপ না করার নীতি ঘোষণা করেন। নন্টস, লায়সন ও বোর্দো শহরে শিল্প শ্রমিকেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইলে লুই ফিলিপ তাহা দমন করিয়া ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করেন। এজন্য পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিকেরা লুই ফিলিপের শাসন ব্যবস্থাকে, "বুর্জোয়া রাজতন্ত্র" নাম দেয় এবং তাঁহাকে "গ্রাণ্ড বুর্জোয়া" আখ্যা দেয়।

ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি লুই ফিলিপের সমর্থন

এই পরিস্থিতিতে পাতি বুর্জোয়া বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী লুই ফিলিপের শাসন ব্যবস্থাকে বুর্জোয়া কবলমুক্ত করিবার জন্য পণ করে। সাধারণ মধ্যবিত্তরা ছিল শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী শ্রেণী। ইহারা অধ্যাপনা, আইন ব্যবসায় ও সরকারী চাকুরী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। এই শ্রেণীর মুখপাত্র ছিলেন লা-মার্টিন, থিয়ার্স প্রভৃতি নেতা। ইঁহারা ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্য নাশের জন্য ভোটাধিকার সম্প্রসারণ দাবী করেন। সমাজতান্ত্রিক নেতা লুই ব্যাঙ্কের গ্রন্থ Organisation of Labour এই সময় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। লুই ব্ল্যাঙ্ক পুঁজিবাদের এবং অবাধ প্রতিযোগিতার অবসান দাবী করেন। জীবিকার সংস্থান এবং বেকারের কাজের ব্যবস্থা করার দাবীও তিনি করেন। লুই ব্ল্যাঙ্কের ভাবধারা চিন্তাশীল লোকদের নাড়া দেয়। ভোটাধিকার বাড়াইয়া পার্লামেণ্টে শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়াইলে পার্লামেণ্টে নূতন আইন দ্বারা ইহা করা যাইবে মনে করা হয়। ফলে ভোটাধিকার বাড়াইবার দাবী প্রবল হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে সর্বত্র সভা-সমিতি করা হয়। এই সভাগুলির নাম ছিল—"সংস্কারের ভোজসভা"

সাধারণ মধ্যবিত্ত বা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক ভোটাধিকার বাড়াইবার দাবী

১. "In 1848 this grande bourgeois found itself an object suspicion to the petite bourgeois, which considered the former as monopolist class"—Jack Droz. P, 251.

(Reform bauquet)। ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৮ খ্রীঃ প্যারিসের ময়দানে (Boulevard) ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবীতে এক কেন্দ্রীয় জমায়েত আহূত হয়। লুই ফিলিপের মুখ্যমন্ত্রী গুইজো (Guizot) এই সভা নিষিদ্ধ করেন। এই নিষেধের ফলে ক্ষিপ্ত জনতা গুইজোর বাসভবন আক্রমণ করিলে রক্ষীদল গুলি চালায় এবং কিছু লোক নিহত হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে প্যারিসের উদারতন্ত্রী দল, প্রজাতন্ত্রী দল এবং সমাজতন্ত্রী দল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে লুই ফিলিপ ২৪শে ফেব্রুয়ারী পদত্যাগ করেন। লুই ফিলিপের পতনের ফলে ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য ধ্বংস হয়। সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। জ্যাক ড্রুক ও ম্যারিয়ট প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা এই কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষকেই ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রধান কারণ বলিয়া মনে করেন।

লুই ফিলিপের পতনের জন্য পাতি বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর বিক্ষোভ প্রধানতঃ দায়ী হইলেও, অন্যান্য কয়েকটি কারণ ছিল।

লুই ফিলিপের জনপ্রিয়তার অভাব

লুই ফিলিপের কোন ব্যক্তিগত প্রতিভা ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃতই নাগরিক রাজা (Citizen king)। পাণ্ডিত্য অথবা বক্তব্যের চটক তাঁহার ছিল না। জনসাধারণকে আকর্ষণ করিবার মত কোন গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন না। ফ্রান্সের ন্যায় দেশ শাসন করিতে যে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন তাহার অভাব তাঁহাকে জনপ্রিয়তা লাভে বঞ্চিত করে।

লুই ফিলিপের স্বৈরশাসন নীতি : মধ্যবিত্তের হতাশা

লুই ফিলিপ ছিলেন "ভণ্ডামির অবতার" (Master in the art of dissimulation)।[১] তিনি মুখে সাংবিধানিক রাজা হিসাবে শপথ লইলেও, অন্তরে স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের জন্য আগ্রহী ছিলেন। জ্যাক ড্রুজের মতে, "জেদী, বাস্তববাদী, নীতিজ্ঞানহীন লুই ফিলিপ তাঁহার বাহ্যিক ভালোমানুষীর তলায় ক্ষমতা লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন।" ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ আশা করিত যে, লুই ফিলিপ ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করিয়া নিম্নমধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন। ভিক্টর হিউগোর লে মিজারেবলস নামক উপন্যাসে, জর্জ স্যান্ডের উপন্যাসে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু লুই ফিলিপ সংবিধানী শাসনের আড়ালে স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৩০-১৮৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত লুই ফিলিপ মোটামুটি সাংবিধানিক রাজা হিসাবে কাজ করেন। ১৮৪০ খ্রীঃ পর লুই ফিলিপ তাঁহার মন্ত্রী গুইজোর সাহায্যে সরকারী অর্থ দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করিয়া নিজ সমর্থক দ্বারা পার্লামেন্টের সদস্য পদগুলি পূর্ণ করেন। ইহার ফলে ফরাসী পার্লামেণ্ট তাহার স্বাধীন চরিত্র হারাইয়া লুই ফিলিপের দরবারী সভায় (Courtiers) পরিণত হয়। থিয়ার্স এজন্য পার্লামেন্টের সদস্যদের ধিক্কার জানাইয়া বলেন যে, "ফরাসী পার্লামেণ্ট হইল একটি বাজার, যেখানে সদস্যরা তাঁহাদের বিবেক

১. C. D. Hazen—Europe Since Napeleon.

বিক্রয় করেন।" এইরূপ বংশবদ পার্লামেণ্ট লইয়া ফিলিপ নিজ ইচ্ছামত শাসন চালাইতে থাকেন।[১]

লুই ফিলিপের এই স্বৈরশাসন রাজনৈতিক দলগুলি আদপেই পছন্দ করিত না। Legitimist বা ন্যায্য অধিকার পন্থীরা লুই ফিলিপকে অবৈধ রাজা বলিয়া গণ্য করিত। বুরবোঁ বংশকে সিংহাসনে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহারা দুইবার বিদ্রোহ করে। ফরাসী প্রজাতন্ত্রবাদী দল ছিল খুবই শক্তিশালী। লুই ফিলিপের বন্ধ্যা স্বৈরশাসনে বিরক্ত হইয়া এই দল প্যারিসে বিদ্রোহ করে। লুই ফিলিপ তাঁর অনুগত সেনাদল ও সমর্থক ধনী বুর্জোয়াদের দ্বারা এই সকল বিদ্রোহ দমন করেন। প্রজাতন্ত্রী Tribune পত্রিকাকে তিনি দমন করার জন্য এই পত্রিকার বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা করেন এবং ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ফ্রাঁ জরিমানা আদায় করেন। লুই ফিলিপের দুর্বল বৈদেশিক নীতির ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা কমিয়া যায়। এই সুযোগে বোনাপার্টবাদী দলের নেতা লুই নেপোলিয়ন এক বিদ্রোহের দ্বারা তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করেন। লুই ফিলিপ এই বিদ্রোহগুলিকে দমন করিলেও তিনি জাতি এবং রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন হারাইয়া ফেলেন।

লুই ফিলিপের এই স্বৈর শাসনকে, personal Government বা ব্যক্তি শাসন বলা হইত। গুইজো এই ব্যবস্থার সমর্থনে যুক্তি দেখান যে, "সিংহাসন খালি চেয়ার নহে" (Throne is not an empty chair) অর্থাৎ রাজার হাতে ক্ষমতা থাকাই নিয়ম। লুই ফিলিপের এই স্বৈরনীতির ফলে সংবিধান ও পার্লামেণ্ট একটি হাস্যকর বস্তুতে পরিণত হয়। এজন্য তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন হারাইয়া ফেলেন।

লুই ফিলিপের নির্দেশে মন্ত্রী সভার পদচ্যুতি

এদিকে লুই ফিলিপের বৈদেশিক নীতিও জাতির পক্ষে দুর্বিসহ হইয়া পড়ে। ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, গৌরবপিয়াসী ফরাসী জাতি ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পরাজয় ও ভিয়েনা চুক্তির অপমান মোচনের জন্য একটি শক্তিশালী বৈদেশিক নীতি পছন্দ করিত। লুই ফিলিপ জাতির এই ইচ্ছাকে সম্মান দেন নাই। তিনি শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নীতির (Peace at any price policy) ভক্ত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ইওরোপের বংশানুক্রমিক রাজারা তাঁহার ন্যায় হঠাৎ রাজাকে (king by accident) পছন্দ করিত না। যুদ্ধ বাধিলে তাহারা তাঁহার পতন ঘটাইত। এমতাবস্থায় তিনি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করেন। তাছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিলে বুর্জোয়া শ্রেণীর বাণিজ্যের ক্ষতি হইবার আশঙ্কায়, গুইজোর পরামর্শে তিনি অখণ্ড শান্তির নীতি অনুসরণ করেন। লুই ফিলিপ একমাত্র ব্রিটিশ সরকারের নিকট কিছুটা সমর্থন পান। এজন্য যে কোন মূল্যে ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া তিনি তাঁহার সিংহাসনকে সুরক্ষিত করার নীতি নেন।

লুই ফিলিপের বন্ধ্যা বৈদেশিক নীতি

---

১. Quoted by C. D. Hazen.

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ফ্রান্সের ক্ষমতা বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ হইলেও লুই ফিলিপ যুদ্ধ বাধিবার ভয়ে নিষ্ক্রিয় নীতি নেন। তিনি থিয়ার্সের সমালোচনার উত্তরে জানাইয়া দেন যে, "প্রয়োজন হইলে তিনি ১০০টি পার্লামেণ্ট ভঙ্গ করিবেন কিন্তু যুদ্ধ করিবেন না।" (১) জুলাই বিপ্লবের পর বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ফ্রান্সের সাহায্যপ্রার্থী হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের অসন্তুষ্টির ভয়ে লুই ফিলিপ বেলজিয়াম হইতে হাত গুটাইয়া নেন। (২) অষ্ট্রিয়ার বিরূপতার ভয়ে তিনি ইতালী ও পোল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহে সহায়তা দিতে বিরত থাকেন। (৩) মিশরের পাশা ও শাসনকর্তা মহম্মদ আলি তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে ফ্রান্স মিশরের পক্ষ নেয়। ফরাসী মন্ত্রী থিয়ার্স মহম্মদ আলিকে সাহায্যের জন্য চেষ্টা করিলে লুই ফিলিপ তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। ইংলণ্ড তুরস্কের পক্ষ লইলে, লুই ফিলিপ মহম্মদ আলির পক্ষ ত্যাগ করেন। ফলে মিশরে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়। লুই ফিলিপের এই নিষ্ক্রিয় ও ক্লীব বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে বোনাপার্ট দল তীব্র প্রতিবাদ জানায়। জনমত লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে যায়।

ফরাসী জাতির হতাশা : কোবানের অভিমত : রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতা

এ্যালফ্রেড কোবানের মতে, স্বদেশে ও বিদেশে সর্বক্ষেত্রে লুই ফিলিপের এই নিষ্ফলা নীতিতে হতাশ হইয়া কবি লা-মার্টিন মন্তব্য করেন যে, "ফ্রান্স বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে" (La France cest ennui)। এমতাবস্থায় উদারপন্থী দল ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবীতে আন্দোলন গড়িয়া তুলে। ফ্রান্সের কোন রাজনৈতিক দল লুই ফিলিপের সমর্থনে আগাইয়া না আসিলে তাঁহার পতন ত্বরান্বিত হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ ২২শে, ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে দাঙ্গা ও বিক্ষোভের পর লুই ফিলিপ ২৪শে ফেব্রুয়ারী পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটে।

ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলাফল (Results of the February Revolution in France) : ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৮৪৮ খ্রীঃ) কয়েকটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৮৪৮ খ্রীঃ) উদারপন্থী দল ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবীতে বিক্ষোভ দেখায় এবং মন্ত্রী গুইজোর পদচ্যুতি দাবী করে। লুই ফিলিপ গুইজোকে পদচ্যুত করেন। ফলে বিপ্লবের প্রথম ধাপে উদারপন্থী দলই জয়লাভ করে। উদারপন্থীরা লুই ফিলিপের পৌত্রকে ফ্রান্সের পরবর্তী রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রজাতন্ত্রীরা পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়া সদস্যদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে বাধ্য করে। ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় এবং সর্বসাধারণের ভোটাধিকার আইন গৃহীত হয়। বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রজাতন্ত্রবাদ জয়যুক্ত হয়। পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল প্রজাতন্ত্রী দলের প্রধান সমর্থক। সুতরাং ২৪শে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে এই শ্রেণী জয়লাভ করে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ একই দিনে ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী দলও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তবে তাহারা পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই।

ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দলের যুক্ত সমর্থনে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা

শ্রমিক শ্রেণী ছিল এই দলের সমর্থক। ফলে বিপ্লবের তৃতীয় পর্যায়ে সমাজতন্ত্রীরা অংশ নেয়। শেষ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দল একত্রে এক অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে। এইভাবে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের তিন পর্যায় যথা উদারতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী পর্যায়গুলি লক্ষ্য করা যায়।

সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্থাপন : জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন

প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইলে ফ্রান্সে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হয়। এই সঙ্গে ক্রীতদাস প্রথা লোপের আইন করা হয়। ফ্রান্সের উপনিবেশে যে সকল ক্রীতদাস ছিল তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয়। ফ্রান্সের জাতীয় রক্ষী বাহিনীর গণতন্ত্রীকরণ সম্পন্ন হয়। ন্যাশন্যাল গার্ড বা জাতীয় রক্ষী বাহিনী আগে কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের দ্বারা গঠিত ছিল। এখন সকল নাগরিক ইহাতে যোগদানের অধিকার পায়।

বেকারদের কর্মসংস্থান : জাতীয় কর্মশালা

সমাজতন্ত্রবাদীদের দাবী অনুযায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার Right to work বা সকলের জীবিকা অর্জনের অধিকার স্বীকার করে। বেকার লোকেদের কর্মসংস্থানের জন্য জাতীয় কর্মশালা বা ন্যাশন্যাল ওয়ার্কশপ (National workshop) স্থাপিত হয়। প্যারিসে ১০ ঘণ্টা ও প্রদেশে ১১ ঘণ্টা শ্রমিকদের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক নেতা লুই ব্ল্যাংক (Louis Blanc) শ্রমের মূল্য ও শ্রমের মর্যাদা স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন।

প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিকদের গৃহযুদ্ধ

অতঃপর ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হয়। সর্বসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং আইন সভার সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। নির্বাচনে পাতি বুর্জোয়া ও কৃষকের সমর্থন পাইয়া প্রজাতন্ত্রী দল বিপুল জয়লাভ করে। সমাজতন্ত্রী দল পরাজিত হয়। নির্বাচনে জয়লাভের ফলে প্রজাতন্ত্রীরা আর সমাজতন্ত্রীদের আদর্শ মানিতে প্রস্তুত ছিল না। এজন্য তাহারা লুই ব্ল্যাংক প্রভৃতিকে মন্ত্রীসভা হইতে বাদ দেয়। তাহারা বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য স্থাপিত সরকারী কর্মশালাগুলি বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে সমাজতন্ত্রীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শ্রমিক শ্রেণী ইহাদের ডাকে রাস্তায় অবরোধ রচনা করে। প্যারিসের রাস্তায় ১৮৪৮ খ্রীঃ জুন মাসে ভয়ংকর দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। প্রজাতান্ত্রিক সেনাপতি ক্যাভিগন্যাক সেনাদলের দ্বারা প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে হত্যা করিয়া এই বিদ্রোহ দমাইয়া ফেলেন। ইহার ফলে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ধনী বুর্জোয়া এবং শ্রমিক উভয়কে হঠাইয়া ক্ষমতা অধিকার করে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতালাভ

ঐতিহাসিক গ্রেণভিল এজন্য ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবকে "অর্ধ বিপ্লব" বা Half Revolution বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লিপসনের মতে, "১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবে অভিজাততন্ত্রের পতন ঘটে ; ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে মূলধনী উচ্চ বুর্জোয়া (Haute bourgeois) শ্রেণীর হাত হইতে ক্ষমতা চলিয়া যায়। বুদ্ধিজীবি নিম্ন বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা করায়ত্ব করে।"[১]

১. Lipson—Europe in the 19nth and 20eth centuries. P. 25.

ফ্রান্সের বাহিরে ইওরোপের অন্যান্য দেশে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব (The February Revolution in Europe outside France) : ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্স ছিল ইওরোপীয় বিপ্লবী ভাবধারার স্নায়ুকেন্দ্র। ফ্রান্সে বিপ্লব হইলে ইওরোপের অন্যান্য দেশে এই বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া পড়িয়া অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করে। সমগ্র মধ্য ইওরোপে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর বিপ্লবী অগ্নি ছড়াইয়া পড়ে। ঐতিহাসিক লজ (Lodge)-এর মতে, "ফ্রান্সের বিপ্লবী চুল্লী হইতে উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গ ইওরোপের ফাঁপা কাঠের গুদামে উড়িয়া অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি হয়।"[১] মেটারনিকের মতে, "ফ্রান্সের সর্দি হইলে ইওরোপ হাঁচিতে আরম্ভ করে" (Europe sneezes when France catches cold)।

জার্মানীতে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব

প্রথমে জার্মানীর প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, স্যাক্সনী, হ্যানোভার, হেসে প্রভৃতি রাজ্যে বিপ্লব ছড়াইয়া পড়ে। এই সকল দেশের প্রজাবর্গ তাহাদের স্বৈরাচারী শাসকদের মেটারনিকের স্থিতাবস্থা নীতি ত্যাগ করিয়া পার্লামেণ্টারী শাসন গ্রহণে বাধ্য করে। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম প্রাশিয়ায় সাংবিধানিক শাসন স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ফ্রাংকফুর্ট নগরে গণভোটের ভিত্তিতে একটি স্ব-আহূত জাতীয় সভা আহ্বান করে। ১৮১৫ খ্রীঃ স্থাপিত জার্মানীর ভিয়েনা সংবিধান বাতিল করিয়া, ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র গঠনের জন্য এই জাতীয় সভায় কাজ আরম্ভ করে। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়া, জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি জাতীয় রাজতন্ত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। জার্মানীর এই জাতীয় রাজতন্ত্রকে একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র হিসাবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে জার্মানীর সাংবিধানিক রাজপদ গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়। কিন্তু প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে জার্মানীর ঐক্য প্রচেষ্টা বিফল হয় (ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরে সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ভিয়েনায় বিপ্লব

অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব দাবানল সৃষ্টি করে। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে ছাত্র ও শ্রমিকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইহার ফলে মেটারনিক পলায়ন করেন। মেটারনিকতন্ত্রের পতন ঘটে। অস্ট্রিয়ার নূতন সংবিধান রচনার জন্য একটি জাতীয় সভা আহূত হয়। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার গৃহীত হয়। সাধারণ লোকে এজন্য বিরক্ত হইয়া পুনরায় বিদ্রোহ করিলে অস্ট্রিয়ায় সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হয়। এইভাবে ভিয়েনাতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে।

ইহার পর অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হাঙ্গেরীতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। হাঙ্গেরীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীরা ছিল মডিয়ার গোষ্ঠীর। হাঙ্গেরীর মডিয়ার

১. "The spark that flew from the French furnace fell on unsound timbers of Europe and caused a great conflagration."

(Magyar)[১] জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ লুই কসাথের (Louis Kossuth) নেতৃত্বে মডিয়াররা মার্চ সংবিধান (March Laws) দ্বারা হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। হ্যাপসবার্গ সম্রাট হাঙ্গেরীর সাংবিধানিক শাসক হিসাবে স্বীকৃত হন। প্রকৃত ক্ষমতা হাঙ্গেরীর পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত হয়। সম্পত্তির ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয়।

হাঙ্গেরীতে বিপ্লব

দক্ষিণ হাঙ্গেরীতে ক্রোট ও সার্ব জাতি বাস করিত। হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষিত হইলে তাহারা আশঙ্কা করে যে, অষ্ট্রিয়ানদের স্থলে উত্তর হাঙ্গেরীর মডিয়াররা তাহাদের উপর আধিপত্য করিবে। সুতরাং তাহারা যোসেফ জেলাকিকের (Joseph Jellacic) নেতৃত্বে দক্ষিণ হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইহা ছিল ক্রোশিয় জাতীয়তাবাদের প্রকাশ। পরে এই অঞ্চলের নাম হয় যুগোশ্লাভিয়া।

দক্ষিণ হাঙ্গেরী

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ বোহেমিয়াতে চেক্ ও শ্লাভজাতিই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বোহেমিয়াতে জার্মানরা ছিল সংখ্যালঘু শাসক জাতি। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাবে বোহেমিয়ার চেকগণ এই প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। হ্যাপসবার্গ সম্রাটকে সাংবিধানিক শাসক হিসাবে স্বীকার করিয়া বোহেমিয়ায় একটি শ্লাভ জাতীয় রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়।

বোহেমিয়ায় চেক বিপ্লব

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত উত্তর ইতালীর লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়া প্রদেশেও জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। লম্বার্ডি হইতে অষ্ট্রিয় সেনাপতি রাডেটস্কি (Radetezky) পশ্চাদপসরণ করিয়া ভিনিসিয়া প্রদেশের একটি দুর্গে আশ্রয় নেন। ইতালীতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ প্রবলবেগে ছড়াইয়া পড়ে।

অষ্ট্রিয়া অধিকৃত উত্তর ইতালী

ইতালীর পিডমন্টের রাজা চার্লস এলবার্ট প্রজাদের দাবী মানিয়া লইয়া স্ট্যাটুটো (Statuto) নামে এক সংবিধান গ্রহণ করেন। তিনি সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার ও পার্লামেন্ট প্রবর্তন করেন। অষ্ট্রিয়ার হাত হইতে ইতালীকে মুক্ত করিবার মানসে তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এদিকে ইতালীয় বিপ্লব ম্যাৎসিনী রোমে এক প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়া ইয়ং ইতালীয় দলের নেতৃত্বে ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প নেন। ইতালীতে পিডমন্ট রাজ চার্লস এলবার্টের নেতৃত্বে রাজতান্ত্রিক ও ম্যাৎসিনীর নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

অবশিষ্ট ইতালীতে রাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী বিপ্লব

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের বিফলতার কারণ (The causes of the collapse of the February Revolution) : ফেব্রুয়ারী বিপ্লব প্রায় সমগ্র ইওরোপকে প্লাবিত করিলেও শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ স্থানে ইহা বিফলতায় পর্যবসিত হয়। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে বিরোধের ফলে, ফ্রান্সে বিপ্লবের গতি স্তব্ধ হয়। এই সুযোগে বোনাপার্টিষ্ট নেতা লুই নেপোলিয়ন ক্ষমতা অধিকার করেন। ইওরোপের অন্যান্য দেশের

ফ্রান্স ও জার্মানীতে বিপ্লবের বিফলতা

১. এই শব্দটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ মডিয়ার হইবে।

বিপ্লবের প্রতি ফ্রান্স যথাযোগ্য নেতৃত্ব ও সহায়তা দিতে বিরত থাকে। বিপ্লবের পিতৃভূমি হিসাবে ফ্রান্সেরই কর্তব্য ছিল অন্যান্য দেশের বিপ্লবে সাহায্য করা। কিন্তু ফ্রান্সের ঔদাসীন্য বিপ্লবের সফলতাকে ব্যাহত করে। জার্মানীতে বিপ্লবের বিফলতার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম জার্মানীর জাতীয়তাবাদের পক্ষে মৌখিক সমর্থন জানাইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দানে বিরত থাকেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট তাঁহাকে জার্মানীর সাংবিধানিক রাজপদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। অস্ট্রিয়ার সেনাদল ফ্রাঙ্কফুর্ট ভাঙ্গিয়া দিলে তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা নেন। ফলে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী বিপ্লব দমিত হয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট ছিল বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ। ইহার পশ্চাতে শ্রমিক ও সাধারণ লোকদের সমর্থন না থাকায় ইহাকে দমন করা সহজ হয়।

ইতালীর বিপ্লব দমন

ইতালীতে বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ ছিল অস্ট্রিয়ার সামরিক প্রাধান্য। অস্ট্রিয়ার সেনাপতি রুডেটস্কি পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া পিডমণ্ড রাজ চার্লস এলবার্টকে কাস্টোজা ও নোভারার যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন। তিনি চার্লস এলবার্টকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। ভিক্টর ইম্যানুয়েল পিডমণ্টের রাজা হইয়া অস্ট্রিয়ার সহিত স্থিতাবস্থা রক্ষা করায় বাধ্য করেন। মধ্য ও উত্তর ইতালীতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হয়। এদিকে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী সেনাদল পাঠাইয়া রোমে ম্যাৎসিনীর প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে দমন করিলে ইতালীর বিপ্লবের পতন ঘটে। তাছাড়া ইতালীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মতের মিল ছিল না। এক শ্রেণীর নেতা পিডমণ্ডের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ঐক্য চান। অপর দিকে ম্যাৎসিনী ও তাঁহার সমর্থকরা ইয়ং ইতালী দলের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক ঐক্য চান।

অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমন

ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার সেনাপতি ভিন্দিসগ্রাৎস (Windischgratz) ভিয়েনার বিদ্রোহ দমন করিয়া হ্যাপসবার্গ সম্রাটের স্বৈরশাসন ফিরাইয়া আনেন। অস্ট্রিয়ার নূতন সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফ বিপ্লবী সংবিধান নাকচ করিয়া অস্ট্রিয়ার পুনরায় স্বৈরশাসন স্থাপন করেন। বোহেমিয়ার বিদ্রোহ এই সঙ্গে দমিত হয়। একমাত্র হাঙ্গেরী তখনও স্বাধীনতা বজায় রাখে। কিন্তু রাশিয়ার জার নিকোলাস পুরাতনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অস্ট্রিয়ার সাহায্যে আগাইয়া আসেন। ফলে অস্ট্রিয় ও রুশীয় বাহিনী একযোগে হাঙ্গেরী আক্রমণ করিলে হাঙ্গেরীর বিপ্লবী সরকারের পতন ঘটে। হতাশার গভীর গহ্বরে ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবীরা দিনযাপন করেন।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের বিফলতার কারণ

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের বিফলতার অন্যতম কারণ ছিল ইওরোপের বিপ্লবী শক্তিগুলির মধ্যে সংগঠনের অভাব। ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ও যৌথ পরিকল্পনা ছিল না। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ইহার সুযোগ নেয়। দ্বিতীয়তঃ, এক দেশে যখন বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তখন প্রতিবেশী দেশের বিপ্লবীরা নিস্ক্রিয় থাকে। ফলে ইতালীয় বিপ্লবীদের সাহায্যে হাঙ্গেরী

আগাইয়া আসে নাই, অথবা বোহেমিয়ার সাহায্যে হাঙ্গেরী আগায় নাই। তৃতীয়তঃ, এই বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত। Namier-এর মতে, ইহা ছিল "বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব" (Revolution of intellectuals)। ফলে শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি ইহাতে বহুল পরিমাণে নিরপেক্ষ থাকে। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার এই শ্রেণীকে উদ্দীপিত করিতে ব্যর্থ হয়। সর্বশেষে, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের নিয়মিত, সুশিক্ষিত সেনাদলের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করার ক্ষমতা বিপ্লবীদের ছিল না। তাছাড়া ডেভিড টমসনের মতে, এই সময় ইওরোপে এক মড়ক দেখা দেয়। ফলে লোকে মৃত্যুভয়ে বিপ্লব সম্পর্কে উদাসীন হইয়া পড়ে। তবুও বলা যায় যে, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের আঘাতে ভিয়েনা চুক্তির ভিত্তি একেবারে দুর্বল হইয়া যায়। ইওরোপে জাতীয়তাবাদ তীব্রতর হয়।

বিভিন্ন দেশে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ধারা ও বৈশিষ্ট্য (Common elements of the February Revolution of 1848-49):

১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে, ইতালী প্রভৃতি দেশে বিপ্লব আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক লজের মতে, ফ্রান্সের বিপ্লবী চুল্লী হইতে উত্থিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইওরোপের দাহ্য পদার্থে পড়িয়া দাবানল সৃষ্টি করে। বিভিন্ন দেশে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ধারার মধ্যে কোন ঐক্য ও সমতা ছিল কিনা ঐতিহাসিকেরা তাহা বিচার করিয়া থাকেন।

কেম্ব্রিজ অধ্যাপক ডাঃ চার্লস পাউথাসের মতে, প্রতি দেশে ১৮৪৮ খ্রীঃ-এর বিপ্লব স্থানীয় কারণে স্বতন্ত্রভাবে ঘটিয়াছিল। "যদিও এই বিপ্লবগুলি ছিল সমকালীন এবং সম-আদর্শে উদ্দীপিত তবুও ইহারা ছিল স্বতন্ত্র ঘটনা।"[১] ডাঃ পাউথাসের মতে, বিভিন্ন বিপ্লবগুলির মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না।

এই বিপ্লবগুলিকে পরিচালনার জন্য কোন কেন্দ্রীয় বিপ্লবী পরিষদ ছিল না। এক দেশের বিপ্লবীরা অন্য দেশের বিপ্লবীদের সহিত কোন সংযোগ রাখিত না। ইওরোপের বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য ফ্রান্স আগাইয়া আসে নাই। বোহেমিয়ার বিপ্লবের দমন আরম্ভ হইলে হাঙ্গেরীর বিপ্লবীরা নিষ্ক্রিয় থাকে। আসলে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবগুলি ছিল শিল্প-বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের ফল। এই কারণে ইহাদের মধ্যে আপাততঃ কিছু সাদৃশ্য দেখা দেয়। যদি প্রতি দেশে বিপ্লবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকিত তবে ১৮৪৮ খ্রীঃ অকস্মাৎ তাহা ঘটিতে পারিত না।

ডাঃ চার্লস পাউথাসের অভিমত: ফেব্রুয়ারী বিপ্লবগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা

ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, "এই বিপ্লবগুলি ছিল একাত্ম এবং একই বিপ্লবের প্রকাশ। এই বিপ্লবগুলির মূল ও গতির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।"[২]

১. "Although the Revolutions of 1848 were simultaneous and inspired by a common ideology, yet they were isolated phenomena."

২. "Althogh the Revolutions of 1848 are so diversified, they are one piece. their origin, course have certain common features".

ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এই বিপ্লবের প্রধান আদর্শ হিসাবে কাজ করে। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র ও সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্থাপন ছিল এই বিপ্লবের লক্ষ্য। গ্রেনভিলের মতে, ফ্রান্সে জনগণের সার্বভৌমত্ব নীতি (Sovereignty of the people) গ্রহণ করার ফলে বংশানুক্রমিক রাজবংশের শাসনের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়।[১]

ডেভিড টমসনের যুক্তি : ফেব্রুয়ারী বিপ্লবগুলির আদর্শ

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবগুলি ছিল মুখ্যতঃ ভিয়েনা চুক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রতিক্রিয়া।[২] ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইওরোপে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করা হয়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রের ধাক্কায় ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল ইমারত ভাঙিয়া পড়ে। জার্মানীকে ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা জার্মান জাতীয়তাবাদের জয় ঘোষণা করে। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদী প্রভাবে মাডিয়ার, ক্রোট ও চেক প্রভৃতি জাতিগুলি স্বাধীন রাজ্য গঠনের চেষ্টা করে। ইতালীতেও জাতীয় ঐক্যকে স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এইভাবে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ভিয়েনা চুক্তিতে দারুণ ফাটল সৃষ্টি করে। তাছাড়া ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে মেটারনিকতন্ত্রেরও পতন ঘটে। মেটারনিক অস্ট্রিয়া হইতে পলাইতে বাধ্য হন।

ভিয়েনা চুক্তির বিরুদ্ধতা

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ নিম্ন বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত। Namier এজন্য এই বিপ্লবকে "Revolution of Intellectuals" বা বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর বিপ্লব বলিয়াছেন। কবি, অধ্যাপক, সাংবাদিক, আইনজীবিরাই এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়। ধনী বুর্জোয়া বা (haute bourgeois) শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিম্ন বুর্জোয়া বা (Petit bourgeois) শ্রেণীর বিপ্লব ছিল এই বিপ্লবের শ্রেণী চরিত্র। শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবের সামিল হইলেও নিম্ন বুর্জোয়ারা তাহাদের ক্ষমতায় বঞ্চিত করে।

পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থান

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব প্রধানতঃ নাগরিক বিপ্লব ছিল। প্যারিস, বার্লিন, ফ্রাংকফুর্ট, ভিয়েনা, রোম প্রভৃতি শহরই ছিল এই বিপ্লবের স্নায়ুকেন্দ্র। নাগরিক মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষই ছিল এই বিপ্লবের কারণ। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। কৃষক, জমিদার শ্রেণী এই বিপ্লব হইতে দূরে ছিল।

নাগরিক বিপ্লব

ভৌগোলিক দিক হইতে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ মধ্য ইওরোপে সীমাবদ্ধ। মধ্য ইওরোপের শিল্পপ্রধান শহরগুলিতেই এই বিপ্লব দেখা দেয়। ইওরোপের প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি যথা রাশিয়া, পোল্যান্ড, স্পেন, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও ইংলণ্ডে ইহা ঘটে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল যে, কৃষি-প্রধান পূর্ব ইওরোপ ও স্পেনে শিল্প-বিপ্লবের সমস্যা ছিল না। শিল্পপ্রধান ইলংণ্ড ও

মধ্য ইওরোপীয় বিপ্লব

১. Grenville—Europe Reshaped. P. 26.

২. D. Thomson.

হল্যাণ্ডে সরকার আইন দ্বারা শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে। ফলে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডে এই বিপ্লব হয় নাই। তাছাড়া এই বিপ্লবের দুইটি স্নায়ু কেন্দ্র ছিল। বিপ্লবের প্রাথমিক প্রেরণা ফ্রান্স হইতে আসিলেও, পরবর্তী প্রেরণা ইতালী হইতে আসে।

শ্রমিক ও কৃষকের অসম্মতি

সর্বশেষে এই বিপ্লব ব্যর্থ হইবার প্রধান কারণ এই ছিল যে, কৃষক ও শ্রমিক এই বিপ্লবে সামিল হয় নাই। বুদ্ধিজীবিরা মস্তিষ্ক দিলেও, পেশী ব্যতীত বিপ্লবকে ধরিয়া রাখা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ইওরোপে এক ব্যাপক মহামারী দেখা দিলে লোক বিপ্লবী উদ্যম হারাইয়া ফেলে।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সহিত জুলাই বিপ্লবের তুলনা

(Comparison of the February Revolution of 1848 with the July Revolution of 1830): ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লব এবং ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, উভয় বিপ্লবের উপরেই ফরাসী বিপ্লবের মূল প্রভাব দেখা যায়। জুলাই বিপ্লবের ক্ষেত্রে উদারনৈতিক ভাবধারাই প্রবলতা পায়। ফরাসী বিপ্লবের গোড়ার দিকে ১৭৯০ খ্রীঃ যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কথা ভাবা হয়; সেইরূপ ১৮৩০ খ্রীঃ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কথাই ভাবা হয়। লুই ফিলিপ নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে শপথ নেন। ফ্রান্সের বাহিরে হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেনেও নিয়মতান্ত্রিক আদর্শ প্রাধান্য পায়। জুলাই বিপ্লবে প্রজাতন্ত্র বা গণভোটের দাবী সফল হয় নাই। জুলাই বিপ্লব ছিল মোটামুটিভাবে একটি উদারনৈতিক বিপ্লব।

উদারনৈতিক বিপ্লব

প্রজাতন্ত্রবাদ ও সর্বসাধারণের ভোট

এই তুলনায় ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল অনেক চরমপন্থী। কারণ এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ও গণভোট স্থাপিত হয়। ফ্রান্সের বাহিরে এই বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী চরিত্র লক্ষণীয়। সুতরাং ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের ১৭৯২ খ্রীঃ জ্যাকোবিন পর্যায়ের অনেকটা মিল দেখা যায়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল নিঃসন্দেহে জুলাই বিপ্লবের তুলনায় চরমপন্থী।

দুই বিপ্লবের শ্রেণী চরিত্র

শ্রেণীগত দিক হইতে বিচার করিলে, জুলাই বিপ্লবকে ধনী বুর্জোয়াদের বিপ্লব বলা যায়। একমাত্র বেলজিয়াম ছিল ইহার ব্যতিক্রম। অপরদিকে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল পাতি বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ লোকের বিপ্লব। এই বিপ্লবে এই সকল শ্রেণীই ছিল কর্ণধার। তাছাড়া ফ্রান্সে এই বিপ্লবের একটি সমাজতান্ত্রিক দিক ছিল। ফরাসী শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রবাদীরা ফ্রান্সে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। বেকারের কর্ম সংস্থানের জন্য জাতীয় কর্মশালা স্থাপিত হয়।

ফলাফলের দিক হইতে জুলাই বিপ্লবের দ্বারা বেলজিয়ামের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়। ফ্রান্সে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। সাংবিধানিক রাজতন্ত্র স্থাপিত

২য়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের দ্বারা ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ও গণভোট স্থাপিত হয়। জার্মানীর ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, প্রাশিয়া ও ইতালীর পিডমণ্টে নিয়মতান্ত্রিক শাসন স্থাপিত হয়। তবে শেষের বিপ্লবের ফলে ভিয়েনা চুক্তির প্রতিক্রিয়াশীল ভিত্তি ধ্বসিয়া যায়।

ফলাফল

পাঠ্যসূচী

১। Jack Droz—Europe Between Revolutions.
২। Gordon Craig—Europe Since 1815.
৩। David Thomson—Europe Since Napoleon.
৪। Priscilla Robertson—The Revolutions of 1848.
৫। Namier—The Revolution of Intellectuals.
৬। Georges Duvean—The Making of a Revolution.
৭। New Cambridge Modern History. Vol. X.

চতুর্দশ অধ্যায়

দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উত্থান ও পতন, ১৮৪৮-৫২ খ্রীঃ

(The Rise and Fall of the Second French Republic, 1848-52)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে অর্লিয়েন্স রাজতন্ত্রের পতন এবং দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে পৃঃ ১৮০ দেখ)। লুই ফিলিপের পতনের পর প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দলের যৌথ সহযোগিতায় ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ প্যারিসের নাগরিক বিপ্লব। প্যারিসের নাগরিকরাই ছিল এই প্রজাতন্ত্রের সমর্থক। ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কোন প্রভাব ছিল না। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে প্যারিসে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলে প্রজাতন্ত্রের সহিত গ্রামের কৃষকদের কোন আত্মিক যোগ ছিল না। এই কারণে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান অনুসারে ফ্রান্সে সর্ব-সাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হয়। ফলে ভোটাধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের হাতে চলিয়া যায়। কৃষকদের সমর্থন ছাড়া এই প্রজাতন্ত্রের স্থায়িত্ব রক্ষা করা কণ্টকর ছিল। প্রজাতন্ত্রী দল কৃষকদের সমর্থন পাইবার

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পশ্চাতে কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থনের অভাব

জন্য গ্রামে প্রচার করে নাই। কিন্তু ফরাসী কৃষক সমাজের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়ায় এই প্রজাতন্ত্র স্থায়িত্ব হারায়।[১]

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপনের পর প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। প্রজাতান্ত্রিক দল ছিল নিম্ন বুর্জোয়াদের দ্বারা সমর্থিত। এই দলের নেতা লা-মার্টিন সর্বসাধারণের ভোট দ্বারা প্রজাতন্ত্র স্থাপনকেই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা লুই ব্লংক (Louis Blanc) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকেই লক্ষ্য হিসাবে নেন। কর্মহীনের কর্মসংস্থান, জীবিকার অধিকার; শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের মিলিত সমবায় স্থাপন, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী প্রভৃতি দাবী সমাজতান্ত্রিক দল সমর্থন করে। বুদ্ধিজীবি ও নিম্ন বুর্জোয়া সমর্থিত প্রজাতান্ত্রিক দল এই দাবীগুলিকে সমর্থন করিত না। প্রজাতান্ত্রিক দলের মুখপাত্র কবি ও সাহিত্যিক লা মার্টিন ঘোষণা করেন যে, "আমি প্রজাতন্ত্রকেই একমাত্র বিপ্লবের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি ইহার বেশী কিছু নয়।"[২] ইহার ফলে জন্মলগ্ন হইতে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র এক সংকটে পতিত হয়।

প্রজাতান্ত্রিক দলের সহিত সমাজতান্ত্রিকদের বিরোধ

প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইবার পর উপরোক্ত দুই দলের বিরোধ হইয়া প্রকট উঠে। লুই ব্লংক ও আলবার্ট নামে দুই সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রী দাবী করেন যে, সরকারে শ্রম বিভাগের জন্য একটি স্বতন্ত্র দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু প্রজাতন্ত্রীরা এই দাবী অগ্রাহ্য করে। তাহারা লুই ব্লংককে শ্রম কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত করে, কিন্তু শ্রমমন্ত্রীর পদে তাহাকে নিয়োগ করিতে বিরত থাকে। সমাজতন্ত্রী দল রক্ত পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণের দাবী জানাইলে তাহাও প্রত্যাখ্যাত হয়। শ্রমিক অসন্তোষকে আপাততঃ চাপা দেওয়ার জন্য জাতীয় শ্রমিক শিবির স্থাপন করা হয়। এই শিবিরে যে সকল শ্রমিক নাম লেখায় তাহাদের প্রত্যহ ২ ফ্রাঁ হারে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সমাজতন্ত্রীরা আপত্তি জানায় যে, শ্রমিকদের জীবিকার অধিকার দানের পরিবর্তে কর্মসংস্থান শিবিরে মাত্র ২ ফ্রাঁ ভাতা দিয়া এই শিবিরকে ত্রাণ শিবিরে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার ফলে কর্মহীন শ্রমিকরা বেকার ভাতা ভোগ করিয়া বৃত্তিভোগী ভিক্ষুকে পরিণত হইবে।

প্রজাতন্ত্রের শ্রমিক বিরোধী নীতি

ইতিমধ্যে জাতীয় সভা বা ফরাসী পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে সমাজতান্ত্রিক দল শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। গ্রামের কৃষকরা সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ভোটে জিতিয়া সংখ্যাগুরু প্রজাতান্ত্রিক দল জাতীয় শ্রমিক শিবির বন্ধ করিয়া দেয়। এই শিবিরগুলি বন্ধ হইলে বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে। বেকার, ক্রুদ্ধ শ্রমিকেরা সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে প্যারিসের রাস্তায় অবরোধ রচনা করে। তাহারা সরকারী সেনাদের সহিত রক্তাক্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। প্রজাতন্ত্রের সেনাপতি ক্যাভিগন্যাকের সেনাদল প্রায়

জুন মাসের রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ

১. D. Thomson.

২. "I regard the Republican Government as the sole aim of Civilization".

১০ হাজার শ্রমিককে গুলি করিয়া হত্যা করে এবং ৪ হাজার শ্রমিককে আলজেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠায়। এই গৃহযুদ্ধের নাম ছিল জুন মাসের গৃহযুদ্ধ। ডেভিড টমসনের মতে, "জুনের গৃহযুদ্ধের ফল ছিল শোচনীয় ও সুদূরপ্রসারী।" (১) ইহার ফলে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র সাঁকুলেৎ ও দরিদ্র শ্রেণীর সমর্থন হারায়। (২) দরিদ্র জনগণের নিষ্ঠুর রক্তপাত সাধারণ নাগরিকদের মনে প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে ঘৃণা সঞ্চার করে। ভিক্টর হিউগো মন্তব্য করেন যে, "জুনের রক্তঝরা দিনে বর্বরতার দ্বারা সভ্যতাকে রক্ষা করা হয়; ইহা ছিল পরিতাপের বিষয়।" (৩) গৃহযুদ্ধের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, বুর্জোয়া শ্রেণী হতাশ হইয়া পড়ে। তাহারা একটি শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা কামনা করে। (৪) গ্রামীন কৃষকশ্রেণী এই ধারণা নেয় যে, প্রজাতান্ত্রিক সরকার দেশে শান্তি-শৃংখলা স্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছে। তাহারা লুই নেপোলিয়নের স্বৈর শাসনের দিকে তাকাইতে থাকে।

ইতিমধ্যে দলের দুইটি ভ্রান্ত নীতি দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পতন অনিবার্য করে। সরকারী অর্থসংকট মোচনের জন্য সরকার কৃষকদের প্রদেয় করের উপর প্রতি ফ্রাঁ পিছু ৪৫ সেন্টিম পরিমাণ কর বাড়াইয়া দেন। কর বাড়িলে কৃষক সমাজ অসন্তুষ্ট হয়। এছাড়া প্রজাতন্ত্রের নূতন রাষ্ট্রপতিকে শাসন বিভাগের সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর করা হয়। মার্কিন দেশের ন্যায় তাঁহাকে সরাসরি গণভোটে ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচনের নিয়ম করা হয়। সংবিধানে তাঁহার উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ রাখা হয় নাই। রাষ্ট্রপতিকে এইরূপ নিরংকুশ, নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতাদানের কুফল অচিরেই ফলে।

নূতন কর নীতি : কৃষকদের অসন্তোষ : ভ্রান্ত সংবিধান

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে বোনাপার্ট দলের প্রার্থী লুই নেপোলিয়ন, প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রার্থী ক্যাভিগন্যাককে বহু ভোটে পরাস্ত করিয়া রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করেন। নূতন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির যে নিরংকুশ ক্ষমতা ছিল, লুই নেপোলিয়ন তাহার পূর্ণ সুযোগ লইয়া ১৮৫১ খ্রীঃ ২রা ডিসেম্বর আইন সভা ভাঙিয়া দেন। তিনি পুনর্বার রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হইয়া ২রা ডিসেম্বর ১৮৫২ খ্রী দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করেন। তিনি নিজেকে ফ্রান্সের দ্বিতীয় সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। গৌরবলিপ্সু ফরাসী জনসাধারণ মনে করে যে, লুই নেপোলিয়নই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইওরোপে ফ্রান্সের হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন। কৃষকেরা মনে করে যে, লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সে আইন-শৃংখলা স্থাপন করিতে পারিবেন। তাঁহার একনায়কতন্ত্রকে তাহারা গণভোটের দ্বারা স্বীকৃতি দেয়। এইভাবে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে।

লুই নেপোলিয়নের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন

পাঠ্যসূচী

১। Cobban—History of France.

২। Hazen—Europe Since Napoleon.

৩। G. A. S. Grenville—Europe Reshaped.
৪। Gordon Craig—Europe Since 1815.

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য : সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন (১৮৫২-১৮৭০ খ্রীঃ)

(Second French Empire : Reign of Napoleon III, 1852—1870)

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য (Significance of the Second French Empire of Napoleon III) : ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে লুই নেপোলিয়ন নির্বাচিত হন। লুই নেপোলিয়ন ছিলেন মহাবীর নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ১৮৪৮ খ্রীঃ প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অনুগত ছিলেন না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল তাঁহার পিতৃব্যের ন্যায় একনায়কতন্ত্র স্থাপন করা। তিনি তাঁহার জনপ্রিয়তার সুযোগে সংবিধান সংশোধন করিয়া দশ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসাবে গণভোটে অনুমোদন পান। পরে তিনি প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করিয়া নিজেকে দ্বিতীয় সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। বিরোধী দলগুলিকে দমননীতির দ্বারা তিনি দমাইয়া দেন। সম্রাট হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি নিজেকে তৃতীয় নেপোলিয়ন বলিয়া ঘোষণা করেন। গ্রেনভিল (Grenville) নামক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইওরোপের বংশানুক্রমিক রাজারা নেপোলিয়নের বংশকে সহ্য করিতে পারিত না। তাহাদের উত্যক্ত করিয়া নিজ বংশের গৌরব প্রচারের জন্য লুই নেপোলিয়ন—"তৃতীয় নেপোলিয়ন" উপাধি নেন। তাছাড়া চতুঃশক্তি সন্ধির (Quadruple Alliance) একটি শর্ত ছিল যে, নেপোলিয়নের বংশের কাহাকেও ফ্রান্সের শাসনভার লইতে দেওয়া হইবে না। লুই নেপোলিয়ন তৃতীয় নেপোলিয়ন উপাধি লইয়া এই নীতিকে অগ্রাহ্য করেন। গ্রেনভিলের মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্রাট খেতাব গ্রহণ ছিল আসলে একটি বিষয়ের প্রতীক। ইওরোপকে ইহা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, ভিয়েনা চুক্তির ন্যায্য অধিকারকে ইহা দ্বারা অগ্রাহ্য করা হইল।"[১]

তৃতীয় নেপোলিয়নের সিংহাসনারোহণের তাৎপর্য

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকাল ছিল উনবিংশ শতকের ইওরোপের ইতিহাসের

১. Grenville—Europe Reshaped.

একটি ঘটনাবহুল যুগ। তাঁহার শাসনকালে ফ্রান্স তাহার ৪০ বৎসরের পিছাইয়া-পড়া নীতি ত্যাগ করিয়া হঠাৎ প্রবল বিক্রমে ইওরোপীয় শক্তিগুলির প্রথম সারিতে আসন গ্রহণ করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন বুঝিতেন যে, তাঁহার যুগে জাতীয়তাবাদ হইল ঐতিহাসিক শক্তি। তিনি ইহার সমর্থন করিয়া ইতালী, জার্মানীতে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা নেন। ইহার ফলে ইওরোপের মানচিত্র পরিবর্তিত হয়। তাঁহার শাসনকালে ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা স্থাপিত ইওরোপীয় শান্তি ও স্থিতাবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার প্রগতিবাদী শাসন ও অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা ইওরোপে জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থার অভূতপূর্ব নজীর স্থাপন করেন। এই কারণে বলা হয় যে; "যদিও তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজে বিপ্লবী ছিলেন না, তবুও তিনি ইওরোপে বহু বিপ্লব সৃষ্টি করেন।"[১]

তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক জাতীয়তাবাদের সমর্থন

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা

Domestic Policy of Napoleon) : তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ শাসন নীতি ফরাসী ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য যুগ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। (১) হ্যাজেন (Hazen) প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে; তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থা ছিল তাঁহার পিতৃব্য প্রথম নেপোলিয়নের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। তৃতীয় নেপোলিয়ন Ideas of Napoleon নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রচার করেন যে, তাঁহার পিতৃব্য মহাবীর নেপোলিয়ন ছিলেন আসলে ফরাসী বিপ্লবের সন্তান। তিনি ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার আলোকেই শাসন পরিচালনার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি দৃঢ় হাতে শাসন চালাইয়া বিপ্লবের আদর্শগুলিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার অকস্মাৎ পতনের ফলে তাঁহার কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন বলেন যে, নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনিও এই আদর্শ পালন করিবেন। সি. ডি. হ্যাজেনের মতে, ১৭৫২—১৭৬০ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়ন একনায়কতন্ত্র ও সংস্কার নীতি নেন এবং ১৭৬০—৭০ পর্যন্ত সংস্কার সফল হইলে তিনি উদারতন্ত্রী শাসন প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে, সংস্কারকে সফল করিতে হইলে গোড়ায় একনায়কতন্ত্রের দরকার। সংস্কার স্থায়ী হইলে উদারতন্ত্র প্রবর্তিত হইতে পারে।

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতির লক্ষ্য

গ্রেনভিল (Grenville) প্রভৃতি ঐতিহাসিক বলেন, "দ্বিতীয় সাম্রাজ্য, প্রথম সাম্রাজ্যের অন্ধ-অনুকরণ ছিল না।"[২] তিনি জানিতেন যে, যুগের পরিবর্তনের ফলে গঠনমূলক পরিবর্তনগুলি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে। তৃতীয় নেপোলিয়ন শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। মরিস সিপোলা প্রভৃতি

১. "Though Napoleon III himself was not a revolutionary, he caused many revolutions in Europe."

২. "The Secord Empire was no slavish imitation of the First."

অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলেই ফ্রান্সে প্রকৃত শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়। (২) তৃতীয় নেপোলিয়ন শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য ও অসন্তোষের খবর রাখিতেন। তিনি সিংহাসনে বসিবার আগেই How to Destroy Poverty বা দারিদ্র্যকে কিভাবে ধ্বংস করা যায়, এ সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেন। সি. ডি. হ্যাজেনের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন মানবতাবাদী। তিনি সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থের কথা ভাবিতেন। লুই ফিলিপের ন্যায় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। (৩) তিনি লক্ষ্য করেন যে, ফ্রান্সে বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়াশীলতার আবর্তন চলিতেছে। সমাজে স্থিতি আসিতেছে না। এজন্য তিনি মঙ্গলজনক নীতিগুলিকে আইনের দ্বারা চালু করিয়া স্থিতি আনিবার কথা ভাবেন।[১]

তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে, শাসনব্যবস্থা মজবুত ও দৃঢ় না হইলে সংস্কারগুলিকে ধরিয়া রাখা যাইবে না। "তৃতীয় নেপোলিয়ন বিশ্বাস করিতেন যে, ফ্রান্স হইল এক বিরাট গণতন্ত্র যাহাতে শৃঙ্খলা নাই।"[২] এজন্য তিনি যে সংবিধান প্রবর্তন করেন তাহার মুখ্য নীতি ছিল "শৃঙ্খলাবোধের সহিত গণতান্ত্রিক অধিকারের সমন্বয় সাধন (Reconciliation of order with Liberty)। কার্যতঃ ইহা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। কিন্তু জনসাধারণের নিকট প্রিয় থাকিবার জন্য তিনি একটি পার্লামেণ্ট বা নির্বাচিত আইন সভা রাখেন। আসল ক্ষমতা তিনি নিজ হাতেই রাখেন।

শৃঙ্খলার সহিত স্বাধীনতার সমন্বয়

তৃতীয় নেপোলিয়ন আইনসভাকে সিনেট, কাউন্সিল অফ ষ্টেট এবং লেজিসলেটিভ বডি এই তিন কক্ষে ভাগ করেন। প্রথম দুইটি কক্ষের সদস্যরা সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইত। লেজিসলেটিভ বডির ২৬০ জন সদস্য সর্বসাধারণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইত। এইভাবে নেপোলিয়ন আইনসভার গঠনে মনোনয়ন প্রথা ও নির্বাচন প্রথার সমন্বয় করেন। তিনি একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিলেও সর্বসাধারণের ভোটাধিকারকে বহাল রাখেন। তিনি আইন রচনার অধিকারকে আইনসভার তিনটি কক্ষের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। কিন্তু নির্বাচিত সভা বা লেজিসলেটিভ বডির আইন রচনার বিষয়ে পূর্ণ অধিকার ছিল না। মনোনীত পরিষদ বা সিনেট যে কোন আইনকে নাকচ করিতে পারিত। বলা বাহুল্য সিনেট তৃতীয় নেপোলিয়নের নির্দেশেই চলিত। প্রয়োজন হইলে সম্রাট অর্ডিন্যান্স দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা বলে আইন রচনা করিতে পারিতেন। তাছাড়া সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলগুলির তিনি মতামত প্রকাশের অধিকার হরণ করেন। প্রচণ্ড দমন নীতির দ্বারা তিনি বিরোধীদের দমাইয়া ফেলেন।

আইন সভার সংগঠন: সম্রাটের অধিকার

---

১. Grenville—Ibid. P. 179.

২. "France is a vast democracy which needed discipline." Lipson—Europe in the 19th & 20th Centuries, P. 81.

সুতরাং তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রবর্তিত সংবিধান খাঁটি গণতন্ত্র ছিল না। লিপসন ইহাকে "উল্টা গণতন্ত্র" (Inverted Democracy) আখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে নির্বাচিত সভা অপেক্ষা মনোনীত সদস্যের সভার ক্ষমতা বেশী ছিল। ঐতিহাসিক লিপসন ইহাকে "জনপ্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত সিজারতন্ত্র" (Caesarism on a popular basis) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রবর্তিত সংবিধানের সমালোচনা

যাহা হউক ১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই সংবিধান নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় ছিল। ১৮৬০ খ্রীঃ পর বৈদেশিক যুদ্ধে বিফলতার দরুণ জনপ্রিয়তা কমিলে তিনি বাধ্য হইয়া উদারনীতি নেন। তিনি সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে সমালোচনার অধিকার দেন। মন্ত্রীসভাকে আইন সভার নিকট কাজের জন্য দায়িত্ববদ্ধ করেন। তবে প্রদেশের শাসন প্রিফেক্ট নামক কর্মচারীদের হাতে থাকে। প্রিফেক্টরা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইত এবং তাঁহার নির্দেশে চলিত। তৃতীয় নেপোলিয়ন একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) স্থাপন করিলেও ইহা ছিল উদারনৈতিক একনায়কতন্ত্র। গ্রেনভিলের মতে, আধুনিক যুগের ডিক্টেটর বা একনায়করা যেরূপ একটি দলের মাধ্যমে এবং সন্ত্রাসের দ্বারা শাসনকার্য চালান, তৃতীয় নেপোলিয়ন তাহা হইতে বিরত ছিলেন। আধুনিক ডিক্টেটররা যেরূপ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে, নেপোলিয়ন আদপেই তাহা করেন নাই।[১]

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির যে স্বাধীনতা হরণ করেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার দ্বারা তিনি তাহা পূরণের চেষ্টা করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন মানবতাবাদী। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মঙ্গল সাধন তাঁহার কাম্য ছিল। তিনি দাবী করিতেন যে, সমাজের সকল শ্রেণীর তিনি প্রতিনিধি এবং তিনি জাতীয় রাজা। মরিস সিপোলার মতে, তাঁহার আমলেই ফ্রান্সের প্রকৃত শিল্প-বিপ্লব ঘটে।[২] ফ্রান্স তখনও গ্রামীন সমাজ ও কৃষি অর্থনীতিতে নির্ভরশীল ছিল। জনসংখ্যার $\frac{৩}{৪}$ অংশ গ্রামে বাস করিত। নেপোলিয়নের শাসন শেষ দিকে $\frac{২}{৩}$ অংশ লোক গ্রামে বাস করিত। ইহার অর্থ হইল যে, কলকারখানা বাড়িলে শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং লোকের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

শিল্প স্থাপনের জন্য নেপোলিয়ন শিল্প উদ্যোগীদের বিশেষ উৎসাহ দেন। ফ্রান্সে নূতন শিল্প স্থাপনের প্রধান বাধা ছিল মূলধনের অভাব। ফ্রান্সের পুরাতন ব্যাংকগুলি শিল্পে টাকা লগ্নী করিতে ইচ্ছুক ছিল না। নেপোলিয়ন এজন্য পেরিয়ার ব্রাদার্স (Pereire Brothers) নামে এক মূলধনীর সহায়তায় (ক্রেডিট মোবিলিয়ার) নামে এক শিল্প ব্যাংক স্থাপন করেন। এই ব্যাংকের শাখা বিভিন্ন শহরে স্থাপিত হয়। এই ব্যাংক নূতন শিল্পে অর্থলগ্নী করিতে এবং কারখানা বাড়াইবার জন্য এই ব্যাংক হইতে

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার: শিল্প সংগঠন, শিল্প বিপ্লব

১. Grenville—Europe Reshaped. P. 171,
২. Maurice Cipolla—Economic History of Europe.

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হইত। এছাড়া ক্রেডিট ফাঁসিয়ার নামে এক ব্যাংক স্থাপন করিয়া সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া শিল্পের জন্য ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাংকের শাখা দেশের সর্বত্র স্থাপন করা হয়। তাছাড়া তিনি ব্যাংক অফ ফ্রান্সকে পুনর্গঠন করিয়া মুদ্রা ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। নূতন ব্যাংকগুলির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া পুরাতন ব্যাংকগুলিও শিল্পে অর্থলগ্নী আরম্ভ করেন। এইভাবে শিল্প বিস্তারের জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রচেষ্টা চালান।

তৃতীয় নেপোলিয়নের শিল্প নীতির ক্ষেত্রে রেলপথের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য। জুলাই রাজতন্ত্রের শাসনকালে রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ হইলেও তাহার প্রসার ঘটে নাই। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়া শিল্পের বিকাশ সম্ভব নয় ইহা তিনি জানিতেন। এজন্য ৭৫০০ কিঃ মিঃ রেলপথ নির্মিত হয়। ফ্রান্সে জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং অস্ত্র শিল্পেরও বিকাশ ঘটে। তাছাড়া ভারী শিল্প, যথা, লোহা ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিখ্যাত লোহার কারখানা লা ক্রুসোয় পুনর্গঠন করা হয়। ফ্রান্সে নূতন নূতন শিল্প শহর গড়িয়া উঠে। ফ্রান্সে সুগন্ধি বিলাসদ্রব্যের শিল্পেরও বিশেষ প্রসার ঘটে। শিল্প বিস্তারের ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে। বহুলোক কলকারখানায় চাকুরী পায়।

রেলপথ, লৌহ ও কয়লা শিল্পের অগ্রগতি

তৃতীয় নেপোলিয়ন শ্রমিক সমাজের দুর্দশার কথা ভাবিতেন। এ্যালফ্রেড কোবানের মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন ঘোড়ায় চড়া সেণ্ট সাইমন" (St. Simon on horseback); তিনি সমাজতন্ত্রবাদের পিতামহ সেণ্ট সাইমনের আদর্শে প্রভাবিত হন। শ্রমিক কল্যাণের জন্য তিনি বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন। তিনি শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়ন গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেন। এছাড়া মজুরী বৃদ্ধি ও কাজের সময় কমাইবার জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারকেও তিনি বৈধতা দান করেন (১৮৬৪ খ্রীঃ)। তাছাড়া বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত, রুগ্ন এবং দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের ত্রাণের জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকার বাধ্যতামূলক বীমা চালু করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন কৃষির উন্নতির কথাও ভাবেন। ফ্রান্সে এই সময় ছোট ছোট জমির কৃষক মালিকেরা জমি চাষ করিত। তাহারা যাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় আবাদ করিতে পারে এজন্য নেপোলিয়ন দৃষ্টি দেন। ক্রেডিট এগ্রিকোল নামে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করিয়া কম সুদে জমি বন্ধক রাখিয়া কৃষির জন্য ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। দরিদ্রশ্রেণীর জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন সাহায্য সংস্থা গঠন করেন। তিনি মাংসের দাম বাঁধিয়া দেন এবং খাদ্যের দাম যাহাতে সস্তা হয় তাহার চেষ্টা করেন। তিনি জাতীয় কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বেকার সমস্যা দূর করার চেষ্টা করেন।

শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

১৮৬০ খ্রীঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্রিটেনের সহিত কবডেন চুক্তি (Cobden Treaty) নামে এক অবাধ বাণিজ্যমূলক চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেন হইতে সস্তা দরের শিল্পদ্রব্য আনিয়া ফরাসী জনসাধারণের সুবিধা করা। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে সংরক্ষণ নীতি ত্যাগ করা হয়।

অবাধ বাণিজ্য চুক্তি

ফ্রান্সের নবীন শিল্পগুলি সস্তা ব্রিটিশ মালের সহিত প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হইতে থাকে। শিল্পপতিরা এ বিষয়ে সম্রাটের নিকট দরবার করিলেও তিনি ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিস নগরীকে ভাঙিয়া পুনর্গঠন আরম্ভ করেন। ব্যারন হজম্যান (Baron Hausman) নামক স্থপতির পরিকল্পনা অনুসারে নূতন রাস্তা-ঘাট ও ঘরবাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। উদ্যান ও জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া শহরের জীবনযাত্রার উন্নতি করা হয়। প্যারিস নগরীতে এক আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া, ইওরোপে ফ্রান্সের মর্যাদা বাড়ান হয়। নেপোলিয়ন কবডেন সন্ধি (Cobden Treaty) দ্বারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য স্থাপন করা হয়।

প্যারিস নগরীর পুনর্গঠন

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীন শাসন নীতি সম্পর্কে ফরাসী ঐতিহাসিক গর্স (M Le Gorce) মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ইহা ছিল একাধারে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল।"[১] তিনি প্রজাতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিয়া প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেন। তিনি নির্বাচিত পার্লামেণ্ট রাখিলেও সেই পার্লামেণ্টের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেন নাই। তাঁহার দমন নীতির চাপে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। রাজনৈতিক দলগুলি তাঁহার পতন কামনা করে। বিশেষতঃ প্রজাতান্ত্রিক দল তাঁহার তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে ১৮৭০ খ্রীঃ তাঁহার বৈদেশিক নীতির বিপর্যয়ের সুযোগে ফরাসী পার্লামেণ্টে তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনের অবসান ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীন নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না। তিনি এক দিকে শিল্প বিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁহার উচিত ছিল শিল্প সংরক্ষণ নীতি নেওয়া। কিন্তু তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করিলে শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়তঃ, তাঁহার শাসনের ফলে দেশে স্থিতি ও সমৃদ্ধি স্থাপিত হয় ইহা সত্য। কিন্তু সমাজে ধন বণ্টনের ব্যবস্থা না করার ফলে ধনীরা আরও ধনী হয়, গরীবেরা আরও গরীব হয়। ঐতিহাসিক বেরী (Bury) মনে করেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীন শাসনের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা হারাইতে থাকেন। জনপ্রিয়তা বজায় রাখিবার জন্য তিনি বৈদেশিক যুদ্ধে যোগ দেন। ইহার ফলে দেশে করভার বাড়ে। শেষ পর্যন্ত তাঁহার ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি তাঁহার পতনকে ত্বরান্বিত করে।

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন নীতির সমালোচনা

তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy of Napoleon III): তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কি ছিল এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায়। জাতীয়তাবাদী ফরাসী ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, গৌরব-পিয়াসী ফরাসী জাতিকে যুদ্ধ জয়ের গৌরবের মদিরা পান করাইয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজ জনপ্রিয়তা বাড়াইবার কথা ভাবেন।

১ "It was progressive and retrograde at the same time."



তৃতীয় নেপোলিয়ন



যোসেফ ম্যাৎসিনী



কাউন্ট কাভুর



অটো ফন বিসমার্ক

লুই ফিলিপের নিষ্ক্রিয় বৈদেশিক নীতির স্থলে কার্যকরী নীতি গ্রহণ করিয়া তিনি জনপ্রিয়তা পাইবার আশা করেন। তাছাড়া তিনি ভাবেন যে, বৈদেশিক ক্ষেত্রে জয়লাভের ফলে ফরাসী জাতি স্বদেশে তাঁহার স্বৈর শাসনের বিফলতা ভুলিয়া যাইবে। গ্রেনভিল প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা উপরোক্ত অভিমতকে অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে করেন।[১] তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার পিতৃব্যের ন্যায় যুদ্ধ-বিশারদ লোক ছিলেন না। যুদ্ধ এবং তাহার প্রতিক্রিয়াকে তিনি ভয় করিতেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, "আমার সাম্রাজ্যের অর্থই হইল শান্তি" (My Empire means peace)। ফলে তিনি স্বেচ্ছায় যুদ্ধ নীতি নেন ইহা বলা যায় না।

বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য : জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা : গ্রেনভিলের মন্তব্য

অপর একটি মত এই যে, তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জাতীয়তাবাদের বিজয় স্থাপন। ঐতিহাসিক কার্লটন হেইজের মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন প্রকৃষ্ট জাতীয়তাবাদী" (A Nationalist par-excellence)।[২] ইতালী, জার্মানী, পোল্যান্ড, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনকে তিনি দৃঢ় সমর্থন জানান। এ. জে. পি. টেইলার নামক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন মূলতঃ ভিয়েনা সন্ধিকে (১৮১৫ খ্রীঃ) ভাঙিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। যেহেতু ভিয়েনা সন্ধি ছিল জাতীয়তাবাদ বিরোধী সেহেতু তিনি জাতীয়তাবাদকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া ভিয়েনা সন্ধিকে ভাঙিবার আয়োজন করেন।[৩] ভিয়েনা সন্ধিকে ভাঙিয়া ফ্রান্সের লুপ্ত মর্যাদা স্থাপন করার লক্ষ্য তৃতীয় নেপোলিয়ন নেন এই অভিমত অধিকাংশ ঐতিহাসিক সমর্থন করেন।

জাতীয়তাবাদ তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ছিল কিনা

তৃতীয় নেপোলিয়ন সিংহাসনে বসিবার পরেই রোমে ফরাসী সেনা পাঠাইয়া দেন। ইতালীয় দেশপ্রেমিক ম্যাৎসিনী রোমে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়া পোপকে বহিষ্কার করেন। এজন্য ফ্রান্সের ক্যাথলিক সম্প্রদায় দুঃখিত ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন পোপকে পুনঃ স্থাপন করিয়া তাহাদের নিকট জনপ্রিয়তা পান। তাছাড়া তিনি নিজে ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করিয়া সম্রাট হন। সুতরাং ইতালীতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তিনি কাম্য মনে করিতেন না।

ইতিমধ্যে তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জেরুজালেমে গ্রোটোর গীর্জার পবিত্র চাবির অধিকার লইয়া গ্রীক খ্রীষ্টান ও ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। রুশ জার নিকোলাস প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের দাবী সমর্থন করেন। এই চাবি গ্রীক সম্প্রদায়কে দেওয়ার জন্য সুলতানের উপর তিনি সামরিক চাপ সৃষ্টি করেন (বিস্তারিত বিবরণ পূর্বাঞ্চল সমস্যা একবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নিকট জনপ্রিয়তা লাভের জন্য চাবির উপর ক্যাথলিকদের দাবী সমর্থন করেন। রাশিয়ার

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ : তৃতীয় নেপোলিয়নের নীতি

১. Grenville—Europe Reshaped. P. 178.

২. Carlton Haye—Modern Europe. P. 71.

৩. A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe. P. 90.

সহিত তুরস্কের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি ইংলণ্ডের সহিত জোট বাঁধিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল জারের ক্ষমতা চূর্ণ করা। জার নিকোলাস তাঁহাকে "ভুঁইফোড় রাজা" বলিয়া অপদস্থ করেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত প্যারিসের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিসের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ফ্রান্স প্রথম সারির রাষ্ট্র হিসাবে ইওরোপে স্বীকৃত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজনৈতিক প্রভাব বিশেষভাবে বাড়ে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে নিষ্ফলা গৌরব বৃদ্ধি ছাড়া ফ্রান্সের বাস্তবে লাভ বিশেষ কিছু হয় নাই। বরং তিনি এই যুদ্ধের ফলে রুশ জারের শত্রুতা অর্জন করেন। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা তিনি মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ দুইটিকে লইয়া রুমানিয়া রাজ্য গঠনে সাহায্য করেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর দিকে দৃষ্টি দেন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকে আন্তরিক সমর্থন করিতেন। তিনি যদিও ফরাসী ছিলেন তবুও ইতালীকে তাঁহার দ্বিতীয় জন্মভূমি মনে করিতেন। কিন্তু এ. জে. পি. টেইলারের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে ভিয়েনা চুক্তি ভাঙিতে হইলে ইতালীই ছিল সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থান। কারণ অষ্ট্রিয়া ছাড়া অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলি ইতালীর ব্যাপারে উদাসীন ছিল। তাছাড়া নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্তিদাতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার আশা করেন।

ইতালীর নীতি

পিডমণ্টের সহিত প্লম্বিয়ারের (Plombiers) সন্ধি অনুযায়ী তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্তিযুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অঙ্গীকার করেন। ইহার বিনিময়ে ফ্রান্স ইতালীর দুইটি স্থান স্যাভয় ও নিস (Savoy and Nice) পাইবে ইহা স্থির হয়। ১৮৫৯ খ্রীঃ ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অংশ নেয়। ফরাসী সেনা অষ্ট্রিয় বাহিনীকে লম্বার্ডি প্রদেশ হইতে বহিস্কার করে। অষ্ট্রিয় বাহিনী পিছু হটিয়া ভিনিসিয়া প্রদেশে দাঁড়ায়। যুদ্ধের গতি যখন এইরূপ দ্রুত সাফল্যের পথে চলিতেছিল সেই সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন, পিডমণ্টের সহিত কোন আলোচনা না করিয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত ভিল্লাফ্রাঙ্কার (Villafranca) যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইহার ফলে লম্বার্ডি প্রদেশ পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত হয়, ভিনিসিয়া অষ্ট্রিয়ার অধীনে থাকে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রাশিয় আক্রমণের আশঙ্কায় তৃতীয় নেপোলিয়ন ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির দ্বারা যুদ্ধ বিরতি করেন। তাছাড়া ফ্রান্সে নেপোলিয়নের নীতির সমালোচনা হয়। ক্যাথলিকরা আশঙ্কা করে যে, ইতালী ঐক্যবদ্ধ হইলে পোপ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবেন। ফরাসী জাতীয়তাবাদীরা বলে যে, ঐক্যবদ্ধ ইতালী ফ্রান্সের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক।

প্লম্বিয়ারের চুক্তি : ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

তবে ইতালীর ঐক্যের প্রশ্নকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা তৃতীয় নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিছুকাল পরে স্যাভয় ও নিসের বিনিময়ে পিডমণ্টের সহিত মধ্য

ইতালীর সংযুক্তিতে তিনি সম্মতি দেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় তাঁহার চাপে ভিনিসিয়া পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন রোম হইতে ফরাসী সেনা উঠাইয়া লইলে রোম ইতালীর অধিকারে আসে। ইতালীর মুক্তি আন্দোলন সম্পূর্ণ হয়।

ইতালীর ঐক্যে তৃতীয় নেপোলিয়নের ভূমিকা

সুতরাং দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে প্রধান সহায়কের ভূমিকা নেন। নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতি পরিণামে তাঁহার পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। জাতীয়তাবাদী ইতালীয়রা ভিল্লা-ফ্রাংকার সন্ধিকে ইতালীর প্রতি ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া চিহ্নিত করে। স্যাভয় ও নিস অধিকারের জন্য তাঁহাকে দায়ী করে। অতৃপ্ত ইতালীয় জাতীয়তাবাদ এই দুইটি স্থান ফেরৎ পাইবার দাবী জানায়। এদিকে ফরাসী ক্যাথলিকরা নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতির ফলে পোপের অবস্থা বিপন্ন হওয়ায় তাঁহাকে দায়ী করে। জাতীয়তাবাদী ফরাসীরা সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ ইতালীকে স্বদেশের নিরাপত্তার বিঘ্ন বলিয়া মনে করে। তাছাড়া ইংলণ্ড নেপোলিয়নের স্যাভয় ও নিস গ্রহণকে সমালোচনা করে। ইহার ফলে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রতা ভাঙিয়া যায়। জাতীয়তাবাদী ইতালীয়দের হাত হইতে পোপের রাজ্য রক্ষার জন্য নেপোলিয়ন রোমে ফরাসী সেনা রাখিতে বাধ্য হন। এজন্য ইতালীয়রা তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়।

ইতালীয় নীতির কুফল

তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮৬৩ খ্রীঃ পোলগণকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতামূলক বিদ্রোহে উৎসাহ দেন। তবে জারের হুমকির ফলে সক্রিয় সহায়তা দানে বিরত থাকেন। নেপোলিয়নের নীতির ফলে রুশ-ফরাসী সম্পর্কের দারুন অবনতি ঘটে।

পোলিশ নীতি

তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপে জাতীয়তাবাদের সমর্থক হইলেও ইওরোপের বাহিরে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারে উদাসীন ছিলেন না। তিনি আলজেরিয়াকে পুরা ফরাসী উপনিবেশে পরিণত করেন। পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল তাঁহার অধিকারে আসে। তিনি দূর প্রাচ্যে দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে যোগ দিয়া চীনের উপর ১৮৬০ খ্রীঃ পিকিং-এর সন্ধি স্থাপন করেন। ফরাসী মিশনারীদের উপর অত্যাচারের অজুহাতে ইন্দোচীন বা ভিয়েতনাম অধিকার করেন। তিনি মিশরের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপ্সের সাহায্যে সুয়েজ খাল খনন আরম্ভ করেন। ফরাসী মূলধনীরা এই খালে বিরাট অর্থ লগ্নী করে।

সাম্রাজ্যবাদী নীতি

তৃতীয় নেপোলিয়ন মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা নেন। মেক্সিকোর প্রজাতন্ত্রী সরকার ফরাসী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, ঋণ আদায়ের অজুহাতে তিনি ফরাসী সেনা মেক্সিকোয় পাঠান। হ্যাপসবার্গ বংশীয় ম্যাক্সিমিলিয়ানকে তিনি মেক্সিকোর রাজা হিসাবে মনোনীত করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবাদে তিনি পিছু হটিতে বাধ্য হন। হতভাগ্য ম্যাক্সিমিলিয়ান মেক্সিক্যানদের হস্তে (১৮৬৭ খ্রীঃ) নিহত হন।

মেক্সিকো নীতি : কুফল

ঐতিহাসিক সি. ডি. হ্যাজেনের মতে, "মেক্সিকো অভিযান ছিল নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়, প্রচণ্ড মূর্খতা এবং সম্পূর্ণভাবে বিপজ্জনক।"[১] ইহা ছিল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রথম সামরিক পরাজয়।

জার্মান নীতি

তৃতীয় নেপোলিয়নের জার্মান নীতি তাঁহার পতনকে ত্বরান্বিত করে। ফ্রান্সের স্থায়ী নীতি ছিল ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে জার্মানীকে বিভক্ত করিয়া দুর্বল রাখা। ইহাকে ওয়েষ্টফেলীয় নীতি বলা হয়। ১৬৪৮ খ্রীঃ হইতে ১৮৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত ফ্রান্স এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলে। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন এই সনাতন নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানীর ঐক্য প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। তিনি মনে করিতেন যে, ইহার ফলে ভিয়েনা চুক্তি একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে। জার্মানী হইতে বহিস্কৃত হইয়া অষ্ট্রিয়া একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। ঐক্যবদ্ধ ইতালীর ন্যায় ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ফ্রান্সের অনুগত মিত্রে পরিণত হইবে।

ডেনিশ ও অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে নিরপেক্ষতা রক্ষা

এই কারণে ১৮৬৪ খ্রীঃ ডেনমার্কের যুদ্ধের সময় তিনি নিরপেক্ষতা রক্ষা করেন (বিস্তারিত বিবরণ জার্মানীর ঐক্য অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের (১৮৬৬ খ্রীঃ) প্রাক্কালে বিসমার্ক তৃতীয় নেপোলিয়নের নিরপেক্ষতা প্রার্থনা করেন। ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার অর্থই ছিল প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানীর ঐক্যের প্রতি ফ্রান্সের সম্মতি। তৃতীয় নেপোলিয়ন ও বিসমার্কের মধ্যে বিয়ারিৎসের মৌখিক চুক্তির ফলে তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্টো-প্রাশিয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। ইহার বিনিময়ে ভিনিসিয়া প্রদেশ যাহাতে অষ্ট্রিয়া ইতালীকে ছাড়িয়া দেয় তাহার দায়িত্ব প্রাশিয়াকে লইতে হয়।[২] তাছাড়া জার্মানীর সীমান্তে কিছু স্থান ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য বিসমার্ক প্রতিশ্রুতি দেন। বিয়ারিৎসের চুক্তি সম্পাদন করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন মহা ভুল করেন। প্রাশিয়া ছয় সপ্তাহের মধ্যে অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মেইন নদীর উত্তর পর্যন্ত জার্মানীর সকল স্থান প্রাশিয়ার সহিত ঐক্যবদ্ধ করে। ইহার ফলে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গঠিত হয়।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ : তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন

অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের দ্বারা জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইলে ফ্রান্সে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী জনমত নেপোলিয়নের নীতির তীব্র সমালোচনা করে। ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর দ্বারা ফ্রান্সের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার জন্য নেপোলিয়নকে দায়ী করা হয়। নেপোলিয়ন এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য জার্মানীর নিকট একে একে রাইন প্রদেশ, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। কিন্তু বিসমার্ক প্রতিটি দাবী নাকচ করিয়া দেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। ইতিমধ্যে বিসমার্ক স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ন বংশের

১. The Mexican adventure was most unnecessary, extremely unwise and untimely."—C. D. Hazen.

২. A. J. P. Taylor. P. 159.

এক রাজপুত্রকে বসাইয়া ফ্রান্সকে বেষ্টন করিবার চেষ্টা করেন। ইহার ফলে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেডানের যুদ্ধে ১৮৭০ খ্রীঃ মিত্রহীন ফ্রান্সকে জার্মানী পরাস্ত করিলে তৃতীয় নেপোলিয়ন জার্মান সেনার হাতে বন্দী হন। ফরাসী পার্লামেণ্ট তৃতীয় নেপোলিয়নকে পদচ্যুত করিয়া ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন।

১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতির বিফলতার কারণ (Causes of the collapse of the French Foregin policy in 1878 : Isolation of France) : ১৮৭০ খ্রীঃ ফরাসী বৈদেশিক নীতি এক প্রকাণ্ড বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়া ফ্রান্স ইওরোপে মিত্রশক্তি লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ফ্রান্স মিত্রহীন হইয়া পড়ে। ডেভিড টমসনের মতে, "ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ছিল একটি দ্বৈত যুদ্ধ; ইহাতে কোন তৃতীয় শক্তি জড়িত ছিল না।"[১] যে ফ্রান্স তৃতীয় নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইতালীর ঐক্যে মুখ্য সহায়ক ছিল; যে ফ্রান্স, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইওরোপে এক প্রবল শক্তিতে পরিণত হয়; তাহার মিত্রহীনতা বিস্ময়জনক মনে হইতে পারে।

১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রান্সের মিত্রহীনতা

বিসমার্কের গুণমুগ্ধ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রান্সের এই মিত্রহীনতা ছিল বিসমার্কের কূটনীতির ফল। কেটেলবির (Ketelbey) মতে, "বিসমার্ক ছিলেন কূটনীতির শিল্পী। তিনি রাজনীতিকে অঙ্কের ন্যায় নির্ভুলভাবে গণনা করিতে পারিতেন।"[২] বিসমার্কের জীবনীকারদের মতে, তিনি ১৮৬২ খ্রীঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলীর সহিত এক ভোজসভায় তিনটি যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীর ঐক্য স্থাপন এবং ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। সুতরাং এই যুদ্ধের ৮ বৎসর আগেই বিসমার্ক তাঁহার পরিকল্পনা রচনা করেন। বিসমার্ক তাঁহার আত্মজীবনীতে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার জন্য নিজের কৃতিত্ব জাহির করিয়াছেন।

বিসমার্কপন্থীদের অভিমত

ডেভিড টমসন প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপরোক্ত অভিমতকে সমর্থন করেন না। গবেষকরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা বিসমার্ক ১৮৬৭ খ্রীঃ আগে আদপেই ভাবিতে পারেন নাই।[৩] ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার জন্য মূল দায়িত্ব বিসমার্কের ছিল না। ডেভিড টমসনের মতে, "ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ছিল নেপোলিয়নের অশান্ত, হস্তক্ষেপমূলক বৈদেশিক নীতির পরিণতি মাত্র।"[৪] নেপোলিয়নের ভ্রান্তনীতির জন্যই ফ্রান্স ১৮৭০

ডেভিড টমসনের অভিমত

১. "The Franco-German war was a duel. It involved no third power"—D. Thomson P. 290.

২. Ketelbey—History of Modern Times.

৩. Eyck Bismarck. P. 155-57.

৪. "It was the nemesis of Napoleon's restless foreign policy that France found herself friendless in Europe".—D. Thomson.

খ্রীঃ মিত্রহীন হইয়া পড়ে। ১৮৭০ খ্রীঃ জার্মানীর সহিত যুদ্ধের প্রাক্কালে নেপোলিয়ন ফ্রান্স-ইতালী-অস্ট্রিয়ার মধ্যে এক জোট গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রচেষ্টা বিফল হয়।

অস্ট্রিয়া নীতির বিফলতা

অস্ট্রিয়া ইতালী হইতে নেপোলিয়নের দ্বারা বহিস্কৃত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া ইতালীর যুদ্ধে নেপোলিয়নের ভূমিকাকে ভুলে নাই। ইতালী যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সহিত সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করেন নাই। তিনি অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকেন। ইহার ফলে অস্ট্রিয়া, জার্মানী হইতে বহিস্কৃত হয়। অস্ট্রিয়া এই সংকট সময়ে নেপোলিয়নের সাহায্য চাহিয়াও পায় নাই। অধিকন্তু নেপোলিয়ন চাপ সৃষ্টি করিয়া ভিনিসিয়া প্রদেশ ইতালীকে ছাড়িয়া দিতে অস্ট্রিয়াকে বাধ্য করেন। এ সত্ত্বেও অস্ট্রিয়ার সরকার ১৮৭০ খ্রীঃ নেপোলিয়নের নিকট প্রস্তাব দেন যে, যদি তিনি আসন্ন যুদ্ধে রাশিয়াকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ রাখিতে পারেন; তবে অস্ট্রিয়া তাঁহার পক্ষ লইবে। কিন্তু নেপোলিয়নের কুটনৈতিক বিফলতার ফলে তাঁহার এই প্রচেষ্টা বিফল হয়। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষতা গ্রহণ করে।

ইতালীর নীতির ফল

এদিকে ইতালী ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি ও নেপোলিয়ন কর্তৃক স্যাভয় ও নিস অধিকারকে বিস্মৃত হয় নাই। তদুপরি ফরাসী সেনাদল তখনও রোম অধিকার করিয়াছিল। এক্ষেত্রে ইতালীয় সরকার নেপোলিয়নের মিত্রতা প্রস্তাব হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়।

রুশ নীতির বিফলতা

অতঃপর নেপোলিয়ন রুশ মৈত্রীলাভের চেষ্টা করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর তিনি রাশিয়ার সহিত মিঠা-কড়া সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন। প্যারিসের বৈঠকে তিনি রাশিয়ার মিত্রতা কামনা করিলেও পোল্যান্ডের বিদ্রোহে উস্কানী দিয়া তিনি রাশিয়ার বিরাগভাজন হন। আসলে তিনি ছিলেন দোলাচল চিত্তবৃত্তির মানুষ। ১৮৭০ খ্রীঃ রাশিয়া প্রস্তাব দেয় যে, যদি নেপোলিয়ন প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত ভাঙিতে রাশিয়াকে অনুমতি দেন, তবে রুশ মৈত্রী লাভ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু নেপোলিয়ন ইংলন্ডের অসন্তুষ্টির ভয়ে ইহাতে রাজী হন নাই। এদিকে বিসমার্ক সুযোগ বুঝিয়া রাশিয়ার এই শর্ত পূরণে আগাইয়া আসিলে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে। নেপোলিয়ন নিজ নীতির কুফল ভোগ করেন।

ইংলণ্ড নীতির ব্যর্থতা

তৃতীয় নেপোলিয়নের আশা ছিল যে, এই সংকটের সময় তিনি অন্ততঃ ইংলন্ডের সাহায্য পাইবেন। কারণ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের আমল হইতে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্র জোট ইওরোপে নূতন শক্তিসাম্য স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু ইতালীতে নেপোলিয়নের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ নীতি এবং বেলজিয়ামে ক্ষতিপূরণ দাবীর ফলে ইংলন্ড বিরক্ত হইয়া ১৮৭০ খ্রীঃ নিরপেক্ষতা নীতি নেয়।

নেপোলিয়নের ভুলগুলিকে বিসমার্ক নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন। তিনি তৎপরতার সহিত ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর বিরোধে যাহাতে অন্য শক্তিগুলি নিরপেক্ষ থাকে তাহার ব্যবস্থা করেন। তিনি রাশিয়াকে প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত ভঙ্গের জন্য

সমর্থন জানান। তিনি অস্ট্রিয়ার প্রতি মিত্র ব্যবহার দ্বারা অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতা পান। এইভাবে তৃতীয় নেপোলিয়নের কূটনৈতিক ভুলগুলিকে বিসমার্ক নিজ দেশের স্বার্থে ব্যবহার করেন। ফলে ফ্রান্স মিত্রহীন হইয়া পড়ে।

বিসমার্কের কটনীতি

তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Achivement of Napoleon III): ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। সমকালীন যুগের লেখক ভিক্টর হুগো প্রভৃতির নিকট তিনি নিন্দা-ভাজন হইয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার আমলে কোন সহানুভূতিশীল ঐতিহাসিক তাঁহার জন্য লেখনী ধরেন নাই। তিনি যে যুগে রাজত্ব করেন সেই সময়ে বিসমার্ক ও কাভুরের ন্যায় নৈতিকতাহীন রাজনীতিজ্ঞের আবির্ভাব হয়। তিনি তাঁহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। ফলে তিনি বিফলতা বরণ করেন। ডেভিড টমসনের মতে, "বিসমার্ক ও কাভুরের যুগে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার সমতুল্য রাজনীতিজ্ঞদের প্রতিযোগিতায় বঞ্চিত হন।"[১] ইতিহাসের দেবী তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি বিরূপ ছিলেন বলা যায়। ঐতিহাসিক রাইকারের মতে, "ইতিহাস ও ঐতিহাসিকেরা তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি যৎসামান্য ন্যায় বিচার করিয়াছেন।"[২] সুতরাং পরবর্তী যুগের নিকট তৃতীয় নেপোলিয়ন সুবিচার দাবী করিতে পারেন।

সমকালীন যুগের লেখকদের তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি বিরূপতা

তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব বিচার করিতে হইলে, তাঁহার সম্পর্কে সমকালীন লেখকদের কি অভিযোগ ছিল তাহা জানা দরকার। কার্ল মার্ক্সের মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন এক মহামূর্খ।" ভিক্টর হিউগো তাঁহাকে, "আধ পাইট নেপোলিয়ন" এবং "ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন এক সাধারণ বুদ্ধিধর মানুষ। তাঁহার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের রাজা হওয়া। রাজা হইবার পর তাঁহার আর কোন আইডিয়া বা আদর্শ ছিল না।[৩] তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী স্বৈরাচারী। ইংরাজ লেখক কিংলেকের মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন ইওরোপের জ্বলন্ত মশাল।"[৪] তিনি ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করেন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্পর্কে সমকালীন লেখকদের সমালোচনা

গভীরভাবে বিচার করিলে ইহা বুঝা যায় যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন ডন কুইকজোটের ন্যায় হাস্যকর ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি চিন্তাশীল লোক ছিলেন। ফ্রান্সের জনগণের দারিদ্র্য কিভাবে দূর করা যায়, এজন্য তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া Ideas of Napoleon নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁহার পিতৃব্য প্রথম নেপোলিয়নের

১. "In the Age of Cavour and Bismarck, Napoleon III was out of his class".

২. "History and Historians have done scant justice to Napoleon III"—Riker.

৩. C. D. Hazen—Europe since 1815.

৪. "Napoleon III was the fire brand of Europe".

ন্যায় তাঁহার প্রতিভা না থাকিলেও, তাঁহার সমকালীন বহু রাজনীতিজ্ঞ অপেক্ষা তিনি প্রতিভাবান ছিলেন। প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় মানুষ ইতিহাসে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তৃতীয় নেপোলিয়নকে প্রথম নেপোলিয়নের সহিত তুলনা করা অনুচিত। তৃতীয় নেপোলিয়নের মস্তিষ্ক খুবই উর্বর ছিল। "খরগোসের গর্তগুলি যেমন খরগোসের বাচ্চা দ্বারা পূর্ণ থাকে তৃতীয় নেপোলিয়নের মস্তিষ্ক নানা উদ্ভাবনী পরিকল্পনায় পূর্ণ ছিল।"

তৃতীয় নেপোলিয়নের গুণাবলী

তিনি উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন ইহা সত্য। তবে তিনি ফ্রান্সের জনগণের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করিতেন। তিনি উদার মনের লোক ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতার তুলনায় তিনি অনেক বড় পরিকল্পনায় হাত দেন। তাছাড়া তিনি কোন নীতিতে দৃঢ় থাকিতে পারিতেন না। তিনি ছিলেন পরস্পর-বিরোধী ভাবের অনুরাগী।[১] তাছাড়া তাঁহার দুর্ভাগ্য যে, বিসমার্ক বা কাভুরের ন্যায় কোন যোগ্য লোককে তিনি তাঁহার মন্ত্রী হিসাবে পান নাই। তাঁহার মন্ত্রীরা ছিল খুবই সাধারণ শ্রেণীর। ফলে তাঁহার পক্ষে সফলতা লাভ করা সম্ভব হয় নাই।

চরিত্রের ত্রুটি

থিয়োডোর জেল্ডিন নামক ঐতিহাসিকের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন যে সংবিধান প্রবর্তন করেন তাহা আধুনিক ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা অনেক উদার ও প্রগতিশীল ছিল। তিনি গণভোটের অধিকার রক্ষা করেন ও শৃঙ্খলার সহিত স্বাধীনতার সমন্বয়ের চেষ্টা করেন।[২] তিনি জনকল্যাণমূলক বহু সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম মুকুটধারী শাসক যিনি শ্রমিককে ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আইনসঙ্গত অধিকার দেন। তিনি শ্রমিক কল্যাণমূলক বীমা চালু করেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে "অশ্বারোহী সেণ্ট সাইমন" (St. Simon on horse back) বলিত।[৩]

শৃঙ্খলার সহিত স্বাধীনতার সমন্বয় : শ্রমিক কল্যাণ

তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়। ফ্রান্সে রেলপথের নির্মাণ ব্যাপকহারে আরম্ভ হয়; বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প ও গন্ধদ্রব্যের শিল্পের প্রভৃত উন্নতি ঘটে।

শিল্প-বিপ্লবের সূচনা

কেটেলবির (Ketelbey) মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিয়া ফ্রান্সে শিল্প বিস্তার করেন। ইহার ফলে নূতন শিল্পগুলি ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হয়।[৪] তবে গর্ডন ক্রেইগের মতে, অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণের পক্ষে তৃতীয় নেপোলিয়নের একটি বিশেষ যুক্তি ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে, ইওরোপের প্রতি রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকা উচিত। এজন্য তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতিকে

অবাধ বাণিজ্য নীতির স্বপক্ষে যুক্তি

১. Ketelbey—History of Modern Times.

২. History Today—January, 1958.

৩. Cobban—History of France.

৪. Greaville—Europe Reshaped.

গ্রহণ করেন। তাছাড়া ফরাসী জনসাধারণ যাহাতে সস্তা ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য ভোগ করিতে পারে এজন্য তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করেন। জার্মানীর জোলভেরাইনের ন্যায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এক অর্থনৈতিক সংগঠন গঠন ছিল তাঁহার লক্ষ্য।[১] তাছাড়া তিনি কৃষির উন্নতির জন্যও বিশেষ চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে সংস্কৃতি

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালে প্যারিস ইওরোপের সংস্কৃতি ও ফ্যাশনের পীঠস্থানে পরিণত হয়। তাঁহার আমলে ফ্লবেয়ার মাদাম বোভারি নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বোদালিয়ার তাঁহার অমর সাহিত্য কীর্তি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে রচনা করেন। এমিল জোলার সাহিত্য কীর্তির সূচনা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে দেখা যায়। ভিক্টর হিউগো তৃতীয় নেপোলিয়নকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার কবিতাবলী রচনা করেন।

বৈদেশিক নীতির বিফলতা

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে বহু সফলতা দেখা গেলেও তাঁহার পররাষ্ট্র নীতি ছিল ভ্রান্ত। তিনি জাতীয়তাবাদকে সমর্থন জানাইয়া ভিয়েনা সন্ধিকে ভাঙিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার হস্তক্ষেপমূলক নীতির ফলে ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির সহানুভূতি তিনি হারাইয়া ফেলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ ইতালীর যুদ্ধের পর হইতে তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির বিফলতা প্রকট হইয়া উঠে। বিসমার্কের কুটনৈতিক চালে তিনি অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকেন। তাঁহার ভুল নীতির সুযোগে বিসমার্ক ১৮৭০ খ্রীঃ তাঁহাকে মিত্রহীন করিয়া সেডানের যুদ্ধে পরাজিত করেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির বিপর্যয় তাঁহার পতনকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু ফ্রান্স ও ইওরোপের ইতিহাসে তাঁহার দান সামান্য ছিল না। তিনি ইওরোপের নিপীড়িত জাতীয়তাবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি ফ্রান্সকে প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করেন। তবে তাঁহার আভ্যন্তরীণ নীতির ফলে ব্যাংকার ও ধনী বুর্জোয়ারা প্রাধান্য পায়।[২]

বৈদেশিক শক্তির প্রভাব

তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ (The causes of the downfall of Napoleon III): দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিপতি তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন এক অসাধারণ সম্রাট যিনি গণভোটের সমর্থনপুষ্ট হইয়া সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বের গোড়ার দিকে তাঁহার জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। তথাপি ১৮ বৎসর পরে ১৮৭০ খ্রীঃ তাঁহার পতন ঘটে। কোন কোন ঐতিহাসিক তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতিকে তাঁহার পতনের প্রধান কারণ বলিয়া মনে করেন। ফিলিপ গডেলার মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের প্রধান কারণ ছিল তাঁহার হস্তক্ষেপমূলক বৈদেশিক নীতি" (Meddlesome foriegn policy)।

বেরী (Bury) প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেন। বেরীর

১. Gordon Craig—Europe since 1815. P. 125.

২. Grenville—Europe Reshaped.

মতে, "১৮৬০ খ্রীঃ হইতে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়।"[1] তাঁহার আভ্যন্তরীণ নীতির দুর্বলতাই তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত করে। তিনি সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দিয়া গণতন্ত্রের যে ক্ষুধাকে জাগ্রত করেন, তাহা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদিকে তাঁহার একনায়কতন্ত্র ছিল দুর্বল ও মৃদু। ইহা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমাইবার মতো যথেষ্ট কঠোর ছিল না। তাঁহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি স্থাপিত হইবার পর জনসাধারণকে মোহিত করিবার মত তাঁহার আর কোন পরিকল্পনা ছিল না। ফলে তাঁহার শাসনে লোক হতাশ হইয়া পড়ে।

স্বৈরতন্ত্রের ব্যর্থতা বেরীর অভিমত

তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮৬০ খ্রীঃ পর তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় চমৎকারিত্বের অভাব উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণের প্রশংসা কুড়াইবার জন্য বৈদেশিক যুদ্ধে লিপ্ত হন। গর্ডন ক্রেইগের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়নের ইওরোপীয় নীতির মধ্যে একটি স্ববিরোধ ছিল। তিনি জানিতেন যে, প্রথম নেপোলিয়ন ইওরোপে মিত্রহীন হইয়া পড়ায় তাঁহায় পতন ঘটে। এই কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮৫৩-১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত ইংলণ্ডের মিত্রতা, ১৮৫৬ খ্রীঃ হইতে রাশিয়ার মিত্রতা লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইতালীতে তিনি ক্ষতিপূরণ লইলে এবং বেলজিয়ামে ক্ষতিপূরণ দাবী করিলে ব্রিটেনের সহিত মিত্রতা বিনষ্ট হয়। তিনি পোল্যাণ্ডবাসীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন জানাইলে রাশিয়ার সহিত বিরোধ দেখা দেয়। ইতালী হইতে অষ্ট্রিয়ার বহিষ্কারের তিনি প্রধান ভূমিকা লইলে অষ্ট্রিয়ার সহিতও সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এইভাবে তিনি নিজ ভুলে ১৮৭০ খ্রীঃ মিত্রহীন হইয়া পড়েন। ডেভিড টমসনের মতে, "১৮৭০ খ্রীঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের মিত্রহীনতা ছিল তাঁহারই অনসৃত নীতির পরিণতি মাত্র" (Nemesis of his policy)।

তৃতীয় নেপোলিয়নের মিত্রহীনতা : বৈদেশিক নীতির ভুল

তৃতীয় নেপোলিয়ন জাতীয়তাবাদের স্বার্থে ইতালী ও জার্মানীকে পুনর্গঠন করিয়া ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তিনি ভুলিয়া যান যে, ফরাসী জনমত ফ্রান্সের দুই পার্শ্বে বৃহৎ রাষ্ট্রের গঠন ফ্রান্সের নিরাপত্তার ক্ষতিকারক মনে করিবে।[2] এই কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন জনপ্রিয়তা হারান। তিনি ইতালীতে অত্যন্ত বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেন। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইতালীর মুক্তিদাতা। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির পর তিনি ইতালীর জাতীয়তাবাদের নিকট বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হন। স্যাভয় ও নিস অধিকার করিয়া এবং রোমে ফরাসী সৈন্য রাখিয়া তিনি ইতালীবাসীর কৃতজ্ঞতা হারান। মেক্সিকো অভিযানে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রথম সামরিক পরাজয় ঘটে। সি. ডি. হ্যাজেনের মতে, "মেক্সিকো অভিযান ছিল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং সম্পূর্ণ

ইতালী, মেক্সিকো ও জার্মান নীতির পরিণাম

১. "The year 1860 marked the beginning of the end of the Second Empire". Bury—History of France.

২. Gordon Craig. P. 132-33.

বিপজ্জনক।"[১] ইহার পর তৃতীয় নেপোলিয়ন বিসমার্কের কূটনীতির প্যাঁচে পড়িয়া অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকেন। এজন্য তিনি ফরাসী দেশপ্রেমিকদের নিকট ধিক্কৃত হন। ১৮৭০ খ্রীঃ সেডানের যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাজিত ও বন্দী হইলে তাঁহার শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে।

আভ্যন্তরীণ নীতির বিফলতাই প্রধান কারণ

এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হইল এই যে, তাঁহার আভ্যন্তরীণ নীতির ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধনীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু কাভুর ও বিসমার্কের যুগে তাঁহার পক্ষে বৈদেশিক নীতির সফলতা লাভ সম্ভব হয় নাই। বৈদেশিক যুদ্ধ চালাইবার দক্ষতা তাঁহার ছিল না।

রাজনৈতিক দলের ও বুদ্ধিজীবিদের সমর্থন লাভে ব্যর্থতা

এছাড়া তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সমর্থন পান নাই। তাঁহার মন্ত্রীসভায় কোন উপযুক্ত লোক ছিল না। ফরাসী-বুদ্ধিজীবি মহল তাঁহার একনায়কতন্ত্রকে সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সমাজে ধনবণ্টন না করায় তাঁহার আমলে ব্যাংকার ও শিল্পপতিগোষ্ঠী ধনকুবেরে পরিণত হয়। তিনি বোনাপার্টবাদকে আশ্রয় করিয়া জনপ্রিয়তা পাইলেও, বোনাপার্টের ন্যায় কৃতিত্ব অর্জন করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। বোনাপার্টবাদ বলিতে ফরাসী জাতি যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় বুঝিত। ইহা পূরণ করার সাধ্য তাঁহার ছিল না। এদিকে ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি ১৮৭০ খ্রীঃ মিত্রহীন হইয়া পড়িলে জার্মানী সহজে তাঁহাকে পরাজিত করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন ইতিহাসের ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্যক্তি। তাঁহার বহু মহৎ গুণ ও কর্ম থাকিলেও, যুগের নিকট তিনি উপযুক্ত স্বীকৃতি পান নাই।

ষোড়শ অধ্যায়

ইতালীর ঐক্য আন্দোলন

(Italian Unification Movement)

পূর্বকথা (Background of Italian Problems): ইওরোপের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত ইতালী হইল এক প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। প্রাচীন যুগে রোমান সভ্যতা এবং পঞ্চদশ খ্রীঃ রেনেসাঁস আন্দোলনের উদ্ভবক্ষেত্র ছিল ইতালী। কিন্তু রাজনৈতিক দিক হইতে ইতালী ছিল দুর্ভাগ্যের শিকার। প্রতিবেশী অস্ট্রিয়া ইতালীর উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আধিপত্য স্থাপন করে। ইতালীয়রা তাহাদের বিরাট ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা ভুলিয়া পর-পদানত জাতিতে পরিণত হয়।

---

১. "Thr Mexican adventure was entirely unnecessary and totally disastrous." C. D Hazen.

নেপোলিয়নের আমলে ইতালীতে নবজীবনের সৃষ্টি হয়। নেপোলিয়নের শাসনের পরোক্ষ ফল ছিল ইতালীর পক্ষে মঙ্গলজনক। নেপোলিয়ন ইতালীর মূল ভূখণ্ডকে তাঁহার অধীনে ঐক্যবন্ধ করেন। ঐক্যবন্ধ ইতালীর আদর্শ ইতালীবাসীর মনে তিনিই প্রথম জাগাইয়া দেন। তাছাড়া নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ অনুসারে ইতালীতে সামাজিক সাম্য, আইনের সাম্য প্রভৃতি সংস্কার প্রবর্তন করিলে ইতালীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগে।

নেপোলিয়নের শাসনে ইতালীর পরিবর্তন

নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনের রক্ষণশীল শক্তিবর্গ ইতালীর জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রজাতন্ত্র ফিরাইয়া আনেন। ন্যায্য অধিকার ও ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগের ফলে ইতালী রাজনৈতিক দিক হইতে পুনরায় খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। ইতালী মোট ৫টি ভাগে বিভক্ত হয়। ঐতিহাসিক লিপসনের মতে, "ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইতালীর উপর তিন প্রকার অন্যায় ব্যবস্থা কায়েম করা হয়।" প্রথমতঃ, ইতালীকে রাজনৈতিক দিক হইতে বিভক্ত করিয়া ফেলা হয়। ইতালীর ঐক্য ধ্বংস হয়। মেটারনিক গর্বের সহিত বলেন যে, ইতালী একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে।[১] দ্বিতীয়তঃ, ইতালীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য স্থাপন করা হয়। অস্ট্রিয়া উত্তর ইতালীর লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া প্রদেশ অধিকার করে। এছাড়া মধ্য ইতালীর টাস্কানী, মডেনা প্রভৃতি স্থান অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশীয় রাজকুমার ও রাজকুমারীদের দেওয়া হয়। দক্ষিণ ইতালীর বুরবোঁ রাজাদের বৈদেশিক নীতি অস্ট্রিয়ার নির্দেশে পরিচালিত হয়।[২] তৃতীয়তঃ, ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইতালীতে বৈদেশিক শাসন স্থাপন করা হয়। একমাত্র পিডমন্টের স্যাভয় রাজবংশ ব্যতীত ইতালীর সকল রাজারা ছিল বিদেশী। এমনকি পোপও ছিলেন বহিরাগত। এইভাবে ভিয়েনা বৈঠকে ইতালীর অংকুরিত জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা হয়।

ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইতালীর জাতীয়তা-বাদের অবদমন

ইতালীর ঐক্য আন্দোলন ঃ রিসর্গিমেন্টো (The Movement for Italian Unification : The Risorgimento) ঃ ভিয়েনা সম্মেলনে ইতালীর রাজনৈতিক ঐক্য ও জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার চেষ্টা হইলেও পৌরাণিক ফিনিক্স (Phoenix) পক্ষীর ন্যায় ইতালীর জাতীয়তা-বাদ ভস্মশয্যা হইতে নব-শক্তিতে জাগিয়া উঠে। ইতালীর মুক্তি আন্দোলনের প্রথম ঝড়ের পাখী ছিল কার্বোনারী সম্প্রদায়। ইহা ছিল একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি। খ্রীষ্টীয় গুপ্ত সমিতি ফ্রীম্যাসন সমিতির সহিত কার্বোনারী সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।[৩] ইহারা কার্বন বা অঙ্গার বহন

কর্বোনারীদের আন্দোলন

১. "Italy is a geographical expression".

২. Hazen. P. 42.

৩. Bolton King. P. 19.

করিয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মত আচরণ করিত। কিন্তু আসলে ইহারা ছিল রাজনৈতিক দল। ঐতিহাসিক বোল্টন কিং-এর মতে, "ইতালীর মুক্তিকে কার্বোনারীরা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে।" ইহাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল দক্ষিণ ইতালীর নেপলস (Naples)।



১৮২০ খ্রীঃ কার্বোনারী সংঘ বুরবোঁ বংশীয় রাজা চতুর্দশ ফার্দিনান্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গাছ যেমন ঝড়ের সময় নুইয়া পড়ে এবং ঝড় থামিলে সোজা

হইয়া দাঁড়ায়, ফার্দিনান্দ সেইরূপে বেতসী-বৃত্তি লইয়া কার্বোনারীদের চাপে একটি উদারতান্ত্রিক সংবিধান দেন। এদিকে তিনি গোপনে ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের সহায়তা প্রার্থনা করেন। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের নির্দেশে অষ্ট্রিয় সেনাদল নেপলসের কার্বোনারী বিদ্রোহকে দমন করে। ফার্দিনান্দের স্বেচ্ছাচারী শাসন পুনঃস্থাপিত হয়। নেপলসের পর, পিডমণ্টের কার্বোনারী বিদ্রোহীরা রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে একটি সংবিধান দানে বাধ্য করে। কিন্তু অষ্ট্রিয় বাহিনী পিডমণ্টের বিদ্রোহ দমন করিয়া স্থিতাবস্থা ফিরাইয়া আনে।

নেপলসের বিদ্রোহ

১৮৩০ খ্রীঃ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব ঘটিবার পর ইতালীর জাতীয়তাবাদীরা পুনরায় বিদ্রোহমুখী হইয়া উঠে। ১৮৩১ খ্রীঃ পোপ শাসিত মধ্য ইতালীতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু পোপের আহ্বানে অষ্ট্রিয় বাহিনী পোপের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করে। ইতালীর বিদ্রোহীরা ফ্রান্সের সাহায্য ভিক্ষা করিলে, লুই ফিলিপ অষ্ট্রিয়ার সহিত সংঘর্ষের ভয়ে হাত গুটাইয়া নেন। তিনি বলেন যে, "ফ্রান্সের জনগণের রক্ত ফ্রান্সের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে।"

১৮৩০ খ্রীঃ উদারনৈতিক বিদ্রোহ

১৮৩১ খ্রীঃ পর ইতালীর মুক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসাবে জোসেফ ম্যাৎসিনী আবির্ভূত হন। তাঁহার নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তি আন্দোলন গণ-আন্দোলনের চরিত্র ধারণ করে। ম্যাৎসিনী ইতালীর যুবশক্তিকে স্বদেশের মুক্তি যুদ্ধে যোগদানে অনুপ্রাণিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইতালীবাসীর নিকট স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালীর আদর্শ তুলিয়া ধরেন। গুপ্ত হত্যা বা আঞ্চলিক বিদ্রোহের পথ ত্যাগ করিয়া মুক্তি আন্দোলনকে গণ-যুদ্ধে পরিণত করেন।

ম্যাৎসিনীর নেতৃত্ব

ম্যাৎসিনীর প্রভাবে ইয়ং ইতালী বা যুব ইতালী দল গঠিত হয়। ইয়ং ইতালীদলের সদস্যদের শপথবদ্ধ হইতে হইত যে, "ইতালীতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও প্রজাতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা জীবন পণ করিবে। ম্যাৎসিনী জাতিকে বুঝান যে, ইতালীয়দের চেষ্টায় ইতালীর মুক্তি লাভ সম্ভব হইবে। এজন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। তিনি বলেন যে, "ইতালীকে মুক্ত করিতে হইলে অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধের দ্বারা ইতালী হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে।"

ইয়ং ইতালী আন্দোলন

ম্যাৎসিনীর সন্ন্যাসী-সুলভ জীবন, তীব্র আদর্শবাদ ইতালীর যুব শক্তিকে মাতাইয়া দেয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব আরম্ভ হইলে ইতালীতে ব্যাপক বিপ্লব আরম্ভ হয়। ভিয়েনা চুক্তি ভাঙিয়া ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। পিডমণ্টের রাজা চার্লস এলবার্ট অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। টাস্কানীর ডিউক লিওপোল্ডও তাঁহার পক্ষ নেন। ইহার ফলে পিডমণ্টের রাজবংশের নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তি যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু অষ্ট্রিয় বাহিনী কাস্টোজা ও নোভারার যুদ্ধে চার্লস এলবার্টকে পরাস্ত করিলে রাজতান্ত্রিক মুক্তি যুদ্ধের অবসান ঘটে।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব রাজতন্ত্রী যুদ্ধ

পিডমণ্টের রাজা যুদ্ধ ত্যাগ করিলেও ইতালীর মুক্তি যুদ্ধ থামিয়া যায় নাই। ইহার পর ম্যাৎসিনী ও তাঁহার সহযোগীরা মুক্তি যুদ্ধ চালাইবার দায়িত্ব নেন। ম্যাৎসিনী বলেন যে, "রাজাদের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এইবার জনগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।" রোম নগরীতে ম্যাৎসিনী ও তাঁহার সমর্থকেরা একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। পোপ নবম পায়াস (Pius IX) রোম হইতে পলায়ন করেন। ম্যাৎসিনীর শিষ্য, ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক, রূপকথার নায়ক গ্যারিবল্ডী তাঁহার বিপ্লবী পত্নী এ্যানিটাকে লইয়া ম্যাৎসিনীর পক্ষে যোগ দেন।

ইয়ং ইতালী বিদ্রোহ : রোম প্রজাতন্ত্র

ম্যাৎসিনীর দ্বারা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলে রাজতন্ত্রী ইওরোপ ইহাতে প্রমাদ গণে। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন পোপের ক্ষমতা রক্ষায় রোমের প্রজাতন্ত্র দমনের জন্য ফরাসী সেনাদল পাঠাইয়া দেন। গ্যারিবল্ডীর প্রবল বাধাদান সত্ত্বেও ফরাসী বাহিনীর হাতে এই প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে। বিষণ্ণ ম্যাৎসিনী ইতালী ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে নির্বাসনে চলিয়া যান।

রোম প্রজাতন্ত্রের পতন

কাভুরের নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তি যুদ্ধ (War of Italian Liberation under Cavour) : ইতিমধ্যে ইতালীর জাতীয় রাজনীতিতে কাউন্ট-ক্যামিলো দ্য কাভুরের নাম ছড়াইয়া পড়ে। কাভুর Risorgimento নামে এক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে ইতালীর মুক্তির জন্য কয়েকটি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রচার করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি এবং রেলপথ নির্মাণের উপর বিশেষ জোর দেন। কাভুরের বক্তব্য এই ছিল যে, ইতালীতে রেলপথ বিস্তৃত হইলে প্রাদেশিকতা লোপ পাইবে। জাতীয় ঐক্য স্বভাবতই বাড়িবে।[১] কাভুরের প্রধান লক্ষ্য ছিল পিডমণ্টের রাজবংশের অধীনে ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করা। ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদ ইতালীতে কার্যকরী হইবে না বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। পিডমণ্টে উদারতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তন এবং উদারপন্থী সংস্কারের ফলে পিডমণ্টের রাজবংশের খ্যাতি বাড়ে। ইতালীর রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র পিডমণ্টই ইতালীর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম বলিয়া কাভুর ঘোষণা করেন। পিডমণ্টের রাজবংশই ছিল একমাত্র ইতালীয় রাজবংশ। ইতালীর অন্যান্য রাজবংশ ছিল বহিরাগত। কাভুর মনে করিতেন যে, বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া পিডমণ্টের পক্ষে একক চেষ্টায় অস্ট্রিয়াকে ইতালী হইতে বিতাড়ন করা সম্ভব নয়। কার্বোনারী ও ইয়ং ইতালী আন্দোলনের বিফলতা ইহা প্রমাণ করে যে, ইতালীর সামরিক শক্তি অস্ট্রিয়ার অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সুতরাং বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ছাড়া ভিয়েনা চুক্তি ভাঙিয়া ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করা যাইবে না, ইহা কাভুর বলেন। তাছাড়া ইতালীর সমস্যার দিকে ইওরোপীয় জনমতকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝান।

কাভুরের আবির্ভাব : রাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী নীতি

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ছিল তখন ইওরোপে দুই উদারনৈতিক শক্তি। কাভুর এই দুই শক্তির সহায়তা লইয়া ইতালীকে বৈদেশিক শাসন মুক্ত করার সংকল্প নেন। তিনি

১. C. D. Hazen—Europe Since Napoleon.

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পিডমণ্টের বাহিনীকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে নিয়োজিত করেন। তিনি এই সেনাদের উৎসাহ দিয়া বলেন যে, "হে যুবকেরা প্রাণ দিয়া যুদ্ধ কর। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই ক্রিমিয়ার মাটি হইতে নব ইতালীর জন্ম হইবে।"[১] ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ১৮৫৫ খ্রীঃ প্যারিসের শান্তি বৈঠকে পিডমণ্ট যোগ দেয়। প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ইতালীর সমস্যা আলোচিত হয়। ইতালীর জাতীয়তাবাদের পক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়। ঐতিহাসিক গ্রেনভিলের মতে, "কাভুর প্যারিসের বৈঠকে একথা বুঝাইয়া দেন যে, পূর্বাঞ্চল সমস্যার (Eastern Question) ন্যায় ইওরোপে ইতালীর সমস্যা (Italian Question) রহিয়াছে।[২] ইহার ন্যায্য সমাধান না হইলে ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট হইবে।"

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও কাভুরের ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের সহিত যোগাযোগ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইতালীর মুক্তি যুদ্ধে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহযোগিতা লাভের জন্য কাভুর চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে ইতালীয় নাগরিক ওর্সিনি (Orsini) বোমা ছুঁড়িয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন ও তাঁহার রানীর প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ওর্সিনি ঘটনা তৃতীয় নেপোলিয়নকে বিশেষ প্রভাবিত করে। ইহার অল্পকাল পরে কাভুর ও তৃতীয় নেপোলিয়ন গোপনে প্লোমবিয়ারের চুক্তি (Pact of Plombiers) ১৮৫৮ খ্রীঃ স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির দ্বারা নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পিডমণ্টকে সামরিক সাহায্য দিতে অঙ্গীকার করেন। কাভুর অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য একটি বৈধ কারণ (Honourable casus belli) সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব নেন। উত্তর ইতালীর লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়াকে পিডমণ্টের সহিত যুক্ত করিতে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রতিশ্রুতি দেন। ইহার পরিবর্তে ফ্রান্সকে স্যাভয় ও নিস দিতে কাভুর প্রতিশ্রুতি দেন।

প্লোমবিয়ারের সন্ধি ১৮৫৮ খ্রীঃ

প্লোমবিয়ারের চুক্তির পর, অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের বৈধ কারণ সৃষ্টির জন্য অষ্ট্রিয়ার অধিকৃত লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া অঞ্চলে গোলযোগ সৃষ্টি করেন। ইহাতে অষ্ট্রিয়া বিরক্ত হইয়া পিডমণ্টের নিকট এক চরমপত্র দেয়। পিডমণ্ট এই চরম পত্র অগ্রাহ্য করিলে অষ্ট্রিয়া পিডমণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে অষ্ট্রিয়া আক্রমণকারী রূপে সূচিত হয়। নেপোলিয়নের নির্দেশে ফরাসী বাহিনী, পিডমণ্টের পক্ষ লইয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। ম্যাজেণ্টা ও সলফেরিনোর যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী অষ্ট্রিয়াকে পরাস্ত করিয়া লম্বার্ডি অধিকার করে। সমগ্র ইতালীতে প্রবল আলোড়ন দেখা দেয়।

ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের আরম্ভ : অষ্ট্রিয়ার পরাজয়

তৃতীয় নেপোলিয়ন পিডমণ্টের সকল আশা নির্মূল করিয়া হঠাৎ অষ্ট্রিয়ার সহিত ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি (Truce of Villafranca) স্বাক্ষর করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করেন (বিশদ বিবরণ পৃঃ ২০২ দেখ)। এই সন্ধি দ্বারা লম্বার্ডি প্রদেশ পিডমণ্টের সহিত

১. Quoted by C. D. Hazen.

২. Grenvill—Europe Reshaped. P. 239.

যুক্ত হয়। ভেনেসিয়া অস্ট্রিয়ার অধীনে থাকে। ইতালীয় জাতীয়তাবাদীরা ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধিকে ইতালীর প্রতি তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করে। কাভুর তাঁহার প্রভু ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে এই সন্ধি অগ্রাহ্য করার পরামর্শ দেন। কিন্তু বাস্তববাদী ভিক্টর ইম্যানুয়েল এই সন্ধি স্বীকার করিয়া লম্বার্ডি অধিকার করেন। ইতালীর মুক্তি যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের অবসান ঘটে।

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

ইতিমধ্যে মধ্য ইতালীর টাস্কানী, পার্মা, মোডেনা প্রভৃতি অঞ্চলে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। এই সকল স্থানের অধিবাসীরা গণভোটের মাধ্যমে পিডমণ্টের সহিত সংযুক্তির পক্ষে মত প্রকাশ করে। কাভুর এই সুযোগকে কাজে লাগান। তিনি উপলব্ধি করেন যে, সরাসরি মধ্য ইতালীর রাজ্যগুলিকে পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত করিবার অর্থ হইল ভিয়েনা চুক্তি ও ভিল্লাফ্রাঙ্কার চুক্তিকে নস্যাৎ করা। এজন্য অস্ট্রিয়া বাধা দিতে পারে। সুতরাং তিনি ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নিস ছাড়িয়া দিয়া, পিডমণ্টের সহিত মধ্য ইতালীর সংযুক্তিতে তাঁহার সমর্থন আদায় করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই শর্ত দেন যে; এই রাজ্যগুলির পিডমণ্টের সহিত সংযুক্তির পক্ষে অভিমত গণভোট দ্বারা লইতে হইবে। গণভোট সংযুক্তির অনুকূলে যাওয়ায় মধ্য ইতালীর রাজ্যগুলির পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত হয়। ইতালীর ঐক্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের অবসান ঘটে।

মধ্য ইতালীর পিডমণ্টের সহিত সংযুক্তি

ইহার পর দক্ষিণ ইতালীর সিসিলিতে ১৮৬০ খ্রীঃ বুরবোঁ রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন দেখা দেয়। ইতালীর জাতীয়তাবাদী নেতা গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালীর কৃষকদের অত্যাচারী বুরবোঁ সরকারের অধীনতা হইতে মুক্ত করার জন্য অভিযান করার পরিকল্পনা করেন। ১০৭০ জন লাল পোষাকে সজ্জিত গেরিলা স্বেচ্ছাসেবক লইয়া গ্যারিবল্ডী সিসিলির মার্শেলা বন্দরে অবতরণ করেন। সিসিলির কৃষকেরা গ্যারিবল্ডীকে মুক্তিদাতা মনে করিয়া তাঁহার পতাকার তলে সমবেত হয়। ২৫ হাজার বুরবোঁ সেনাদের প্রায় বিনা যুদ্ধে তিনি বিতাড়িত করিয়া সিসিলি দ্বীপকে বুরবোঁ শাসন হইতে মুক্ত করেন। অতঃপর তিনি নেপলসে অবতরণ করেন। সিসিলির বিদ্রোহী কৃষক সেনা তাঁহার অনুগমন করে। নেপলসে বুরবোঁ রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের সেনাদল তাঁহাকে নামমাত্র বাধা দিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করে। গ্যারিবল্ডী নেপলস নগরী অধিকার করিয়া নিজেকে দক্ষিণ ইতালীর ডিক্টেটর ঘোষণা করেন। তিনি রোম নগরী আক্রমণ করিবার সংকল্পের কথাও ঘোষণা করেন।

গ্যারিবল্ডীর নেপলস বিজয়

দক্ষিণ ইতালীতে গ্যারিবল্ডীর বিস্ময়কর সাফল্য কাভুরের সম্মুখে এক দারুণ সংকট সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ, গ্যারিবল্ডী ছিলেন ম্যাৎসিনী পন্থী। তিনি অধিকৃত দক্ষিণ ইতালীতে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিতে পারেন এমন সম্ভাবনা দেখা দেয়। পিডমণ্টের রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র ইতালী ঐক্যবদ্ধ না হইয়া যদি গ্যারিবল্ডীর দ্বারা প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইত তবে, আংশিক রাজতন্ত্রী ও আংশিক প্রজাতন্ত্রী হইত। রাজতন্ত্রী ও

প্রজাতন্ত্রীদের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিত। দ্বিতীয়তঃ, গ্যারিবল্ডী পোপের রাজ্য আক্রমণ করিলে পোপের রাজ্য রক্ষার জন্য রোমে স্থাপিত ফরাসী সেনার সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ছিল। তৃতীয়তঃ, কাভুর গ্যারিবল্ডীকে পছন্দ করিতেন না। তাঁহার সাফল্য কাভুরকে ঈর্ষান্বিত করে।[১]

কাভুরের সমস্যা

এমতাবস্থায় কাভুর তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্মতিক্রমে, রোম নগরী বাদ দিয়া পোপের অবশিষ্ট রাজ্যাংশ এবং দক্ষিণ ইতালীকে, পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য প্রয়োজনে গ্যারিবল্ডীর সহিত যুদ্ধের জন্য তিনি পিডমণ্টের ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে পরামর্শ দেন। ভিক্টর ইম্যানুয়েল রোম ব্যতীত পোপের রাজ্যাংশ অধিকার করিয়া নেপলসে উপনীত হন। দেশপ্রেমিক গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইম্যানুয়েলের সহিত গৃহযুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া, নেপলস ও সিসিলির অধিকার ছাড়িয়া দেন। এই দুইটি প্রদেশ পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত হয়।

দক্ষিণ ইতালীর পিডমণ্টের সহিত সংযুক্তি

কাভুর ১৮৬১ খ্রীঃ ১৭ই মার্চ একটি ইতালীয় জাতীয় পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশন আহ্বান করেন। ইহাতে পিডমণ্টের সংবিধান ঐক্যবদ্ধ ইতালীর সংবিধানে পরিণত হয়।

কাভুরের আরব্ধকার্য তখনও অসমাপ্ত ছিল। ইতিমধ্যে কাভুরের মৃত্যু ঘটে। ভেনেসিয়া তখন ছিল অষ্ট্রিয়ার অধীনে এবং রোম ছিল ফরাসী সেনার নিয়ন্ত্রণে। ১৮৬৬ খ্রীঃ অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে ইতালী প্রাশিয়ার পক্ষ নেয়। যুদ্ধ শেষে তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রভাবে ভেনেসিয়া ইতালীর সহিত সংযুক্ত হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় ফরাসী সেনাদল রোম হইতে অপসারিত হয়। এই সুযোগে ভিক্টর ইম্যানুয়েল রোম অধিকার করিয়া, রোমকে ইতালীর রাজধানী ঘোষণা করিলে ইতালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। তবে স্যাভয় ও নিস নামক দুইটি স্থান ফ্রান্সের অধিকারে রহিয়া যায়। ইওরোপের ইতিহাসে নবীন ইতালী জন্ম লাভ করে।

অবশিষ্ট ইতালীর পিডমণ্টের সহিত সংযুক্তি

ম্যাৎসিনীর কৃতিত্ব (The achievements of Mazzini): ইতিহাসের কোন ঘটনা পরিস্থিতির চাপে ঘটিলেও ঘটনার পশ্চাতে ব্যক্তি বা নেতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে ম্যাৎসিনীর অবদান স্মরণ করা দরকার। গ্রেনভিলের মতে ম্যাৎসিনী ছিলেন, "ইতালীর প্রজাতান্ত্রিক ঐক্যের মস্তিষ্ক এবং বিধিপ্রেরিত নায়ক।"[২] সি ডি. হ্যাজেনের মতে, "ম্যাৎসিনী ছিলেন ইতালীর পুনর্জাগরণের আধ্যাত্মিক শক্তি, নব ইতালীর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ।"[৩]

ম্যাৎসিনীর দ্বারা ইতালীর ভাবগত ঐক্য স্থাপন

---

১. Grenville. Ibid.

২. "The intellectual apostle of republican unity". Grenville—Europe Reshaped; P. 23.

৩. "Spritual force of resurrection, the prophet of a state".—C. D. Hazen.

ইতালীর জেনোয়া নগরীতে এক চিকিৎসকের গৃহে ১৮০৫ খ্রীঃ ম্যাৎসিনীর জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে ম্যাৎসিনী ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ।

ম্যাৎসিনীর বাল্য ও কৈশোর জীবন

তিনি ছিলেন স্বভাব সাহিত্যিক। বাইবেল, দান্তে, শেকসপীয়ার, গ্যেটে ও শিলার প্রভৃতি সাহিত্যিকের তিনি ছিলেন অনুরাগী পাঠক। তাঁহার লেখনী ছিল যুক্তিতে ক্ষুরধার, আবেগে সিঞ্চিত। ইয়ং ইতালীয় পত্রিকায় তাঁহার প্রকাশিত রচনাবলী ইতালীর যুব শক্তিকে অনুপ্রাণিত করে।

ম্যাৎসিনী কার্বোনারী সঙ্গে যোগ দিয়া ইতালীর মুক্তি যুদ্ধে প্রাথমিক দীক্ষা নেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি কার্বোনারী কর্মপন্থায় আস্থা হারান। তিনি ১৮৩০ খ্রীঃ ইতালী হইতে নির্বাসিত হন। দীর্ঘকাল পিতৃভূমি হইতে দূরে থাকিয়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইতালীর মুক্তির জন্য জনগণের মানসিক প্রস্তুতি করেন। ইয়ং ইতালী দল গঠন এবং আন্দোলন ছিল ম্যাৎসিনীর শ্রেষ্ঠ অবদান।

ইয়ং ইতালী দল গঠন

ম্যাৎসিনী ইতালীয়দের নিকট যে কর্মপন্থা ও আদর্শ স্থাপন করেন তাহার দ্বারাই তাঁহার কৃতিত্ব বুঝা যায়। ম্যাৎসিনী মনে করিতেন ইতালীর জনসাধারণের মধ্যে ইতালীর মুক্তি ও ঐক্যের চেতনা না জাগিলে প্রকৃত ঐক্য আসিবে না। এজন্য তাঁহার দল, সাধারণ লোকের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ইতালীর আদর্শ ছড়াইয়া দেয়। প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতায় খণ্ডিত ইতালী নূতন ঐক্যবোধে জাগিয়া উঠে। ইতালীর মানসিক ও ভাবগত ঐক্যের বনিয়াদ রচিত হয়। ম্যাৎসিনী জানিতেন যে, ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার পথে প্রধান বাধা হইল ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য। এজন্য তিনি বল প্রয়োগ দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে বহিস্কার করার কথা বলেন। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধে ইতালীবাসীরা নিজ শক্তিতে জয়লাভ করিতে সক্ষম বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। ইতালীর যুব শক্তির উপর ম্যাৎসিনীর গভীর আস্থা ছিল। তিনি বৈদেশিক শক্তির সহায়তা লইবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার নীতিই ছিল "ইতালীকে নিজ শক্তিতে মুক্ত হইতে হইবে" (Italia fara de se)। তিনি গণবিদ্রোহ ও গেরিলা যুদ্ধের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁহার মতে, "Education and insurrection" অর্থাৎ জনগণের সঠিক রাজনৈতিক শিক্ষা এবং বিদ্রোহের মাধ্যমেই ইতালীর মুক্তি আসিবে। ম্যাৎসিনী মনে করিতেন যে, বৈদেশিক শাসন হইতে ইতালীর মুক্তিই শেষ কথা নয়। ইতালীর ঐক্য হইল এই আন্দোলনের আসল লক্ষ্য। তিনি ইয়ং ইতালী স্বেচ্ছাসেবকদের বলেন যে, "কেবলমাত্র ইতালী, এক ইতালীই তোমাদের মন্ত্র হইবে।" ঐক্যবদ্ধ ইতালীতে প্রজাতন্ত্র ও গণভোট ব্যবস্থা স্থাপন দ্বারা ইতালীয় রিসর্জিমেন্টো (Risorgimento) বা মুক্তি আন্দোলন সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।

ম্যাৎসিনীর ভাবধারা ও ইতালীর ঐক্যের আদর্শ

ম্যাৎসিনী কেবলমাত্র অলস আদর্শবাদের পূজারী ছিলেন না। তিনি আদর্শের সহিত কর্মের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারই প্রেরণায় ইয়ং ইতালী দল গঠিত

হয়। ইতালীর যুব সমাজের মধ্যে ইয়ং ইতালী দল বিশেষ অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। তিনি ইতালীয় মুক্তি আন্দোলনকে রাজা ও অভিজাত শ্রেণীর কবল মুক্ত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেন। বোল্টন কিং নামক ঐতিহাসিকের মতে, জাতীয় মুক্তির সহিত জনসাধারণের যোগ-সূত্র স্থাপন ছিল ম্যাৎসিনীর মুখ্য কৃতিত্ব।[১] ইতালীর জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের এবং স্বদেশের ঐক্য চিন্তার জাগরণ দ্বারা তিনি ইতালীর ভাবগত ঐক্য সম্পন্ন করেন।

ম্যাৎসিনীর কর্মপন্থা

১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব আরম্ভ হইলে ম্যাৎসিনীর আন্দোলন সাফল্যের দরজায় আসিয়া পড়ে। পিডমণ্ট রাজ চার্লস এলবার্ট অষ্ট্রিয় বাহিনীর নিকট পরাস্ত হইলে রাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ভাটা পড়ে। এই সুযোগে ম্যাৎসিনী গণ আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি বলেন যে, "রাজাদের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এইবার প্রজাদের বা জাতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।" তাঁহার অনুগামীরা রোমের পোপকে বিতাড়িত করিয়া রোম নগরী অধিকার করে। ম্যাৎসিনী রোমে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। এই প্রজাতন্ত্রের স্বল্পকালীন শাসনকালে ম্যাৎসিনী দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন, নিম্নতম মজুরী আইন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক আইনগুলি পাশ করেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করেন।

রোমে ইতালীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপন

ঐতিহাসিক গ্রেনভিলের মতে, ইওরোপের রক্ষণশীল শক্তিগুলি আশংকা করে যে, ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদ তাহাদের দেশে ছড়াইয়া পড়িলে, রাজতন্ত্র ও অভিজাতদের ক্ষমতা বিনষ্ট হইবে। ফলে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন পোপকে রোমে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ছলে ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করেন। ম্যাৎসিনীর শিষ্য গ্যারিবল্ডী বীরত্বের সহিত লড়াই করিয়া রোম নগরী রক্ষা করিতে বিফল হন। ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রের পতনের সহিত তাঁহার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে। ভাগ্যের পরিহাসে এই বিপ্লবী নায়কের স্বদেশের বাহিরে ইংলণ্ডে নির্বাসনে জীবন কাটে।

ইওরোপীয় রাজতন্ত্রের বিরোধিতা : ফরাসী সামরিক হস্তক্ষেপ : ম্যাৎসিনীর পতন

ম্যাৎসিনীর ব্যর্থতা সত্বেও তাঁহার অবদান অস্বীকার করা যায় না। ম্যাৎসিনী ছিলেন ইতালীর রিসর্জিমেণ্টোর আত্মা। গ্রেনভিলের মতে, যদি ম্যাৎসিনীর বিপ্লবী ভাবধারা কার্যকরী না থাকিত তবে মধ্য ইতালী ও দক্ষিণ ইতালী পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত হইত না।

ম্যাৎসিনীর কৃতিত্ব

ম্যাৎসিনীর প্রজাতান্ত্রিক আদর্শকে কাভুর পরিত্যাগ করেন। ইতালীর বিপ্লবীদের স্বপ্নের ইতালী কাভুর গঠন করেন নাই। তিনি সম্পত্তির ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি বুর্জোয়া রাজতন্ত্র স্থাপন করেন। ইতালীর জনগণের আশা-আকাংকা তাহা দ্বারা পূরিত হয় নাই ইহা বলা যায়।

কাভুরের সহিত পার্থক্য

---

১. Bolton King. P. 128. Edgar Halt—P. 83.

ম্যাৎসিনীর ত্রুটি প্রধান এই ছিল যে, তিনি আদপেই বাস্তবপন্থী ছিলেন না। কাভুরের ন্যায় চতুর ও সুবিধাবাদী রাজনীতি জ্ঞানের তিনি অধিকারী ছিলেন না। তিনি প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসবাদীও ছিলেন না। তাঁহার সমাজতন্ত্র ছিল ফরাসী বিপ্লবের জ্যাকোবিন পন্থী সমাজতন্ত্র।[১] ডেনিস ম্যাকস্মিথের মতে, ম্যাৎসিনী ইতালীর সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাব সঞ্চার করেন এই ধারণার কোন ভিত্তি নাই।[২] তবুও বলা যায় যে, ম্যাৎসিনী ছিলেন ইতালীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ।

ম্যাৎসিনীর ত্রুটি

কাউণ্ট কাভুরের কৃতিত্ব (The achievements of Cavour) : ইতালীর মুক্তি আন্দোলনের প্রধান স্থপতি ছিলেন কাউণ্ট ক্যামিলো ডি কাভুর। ইয়ং ইতালী আন্দোলনের বিফলতার পর যখন ইতালীর মুক্তি আন্দোলন পথ হারাইয়া ফেলে তখন কাভুর তাহাকে নূতন পথে পরিচালিত করিয়া সফলতা লাভ করেন। কাভুর ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী এবং ঠাণ্ডা মাথার লোক। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, নীচু তলার দিক হইতে জনতার মাধ্যমে ঐক্য সাধন অপেক্ষা, উপর হইতে রাজশক্তির সাহায্যে ইতালীর মুক্তি সাধন সফল হইবে। ইতালীতে ম্যাৎসিনীর উগ্রপন্থী আন্দোলন সফল হইবে না বলিয়া তিনি বুঝিতে পারেন। এজন্য তিনি বলেন যে, "মধ্যপন্থা নীতি (Moderate) একমাত্র ইতালীতে সাফল্য আনিতে পারিবে।"[৩]

কাভুরের মধ্যপন্থা নীতি

কাভুর ছিলেন Juste-milien অর্থাৎ মধ্যপন্থী শাসন ব্যবস্থার অনুরাগী। প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র উভয় ব্যবস্থাকে তিনি ঘৃণা করিতেন।[৪] তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের ন্যায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের ভক্ত। তিনি পিডমণ্টের রাজবংশকে ইতালীর শাসনের দায়িত্ব দেন। কিন্তু তিনি এই রাজবংশকে সাংবিধানিক শাসন নীতি গ্রহণে বাধ্য করেন। ইতালীর অভিজাত সম্প্রদায়ের আশা ছিল ইতালীতে একটি অভিজাততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা। অভিজাতদের সেই চেষ্টাও কাভুর দমন করেন। কাভুর ইতালীতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র স্থাপন করেন। রাজার ক্ষমতাকে তিনি পার্লামেণ্টের দ্বারা খর্ব করিয়া দেন। ১৮৬০ খ্রীঃ দক্ষিণ ইতালীর সংযুক্তি সম্পন্ন হইলে সর্ব ইতালীয় পার্লামেণ্টের আহ্বান করিয়া তিনি ইতালীতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকে কায়েম করেন।

সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও অভিজাত শাসন

কাভুর পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করিতেন ইহা সত্য ; কিন্তু তিনি দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করিতেন না। তিনি সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটদানের আইন প্রবর্তন করেন। ইহার ফলে কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই পার্লামেণ্টের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার পায়। এই দিক হইতে তাঁহার

১. Edgar Halt. P. 85.

২. Denis Mack Smith—Victor Emmanuel, Cavour & Risorgimento.

৩. Quoted by H. Hearder—Cavour. P. 12.

৪. Quoted by H. Hearder—Cavour, Journal Historical Association. P. 12.

চিন্তাধারা বুর্জোয়া মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল বলা যায়। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, জনসাধারণের কল্যাণ কেবলমাত্র আলোকপ্রাপ্ত শাসকের (Enlightened leader) দ্বারাই হইতে পারে।[১] যে ক্ষেত্রে ম্যাৎসিনী মনে করিতেন যে, জনগণই হইল শক্তির উৎস, সে ক্ষেত্রে কাভুর জনগণকে উপর তলা হইতে পরিচালনার কথা ভাবেন। এজন্য অনেকে কাভুরকে রক্ষণশীল নেতা বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি ইতালীতে যে গণতন্ত্র স্থাপন করেন তাহা ছিল আসলে বুর্জোয়া শাসন। কাভুরের আদর্শ নেতা ছিলেন অলিভার ক্রমওয়েল। কাভুর গ্ল্যাডষ্টোনীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন না।

ম্যাৎসিনীর সহিত কাভুরের পার্থক্য : উদারতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

ম্যাৎসিনীর চিন্তাধারাকে অবাস্তব বলিয়া কাভুর অগ্রাহ্য করেন। তিনি Il Risorgimento পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, ইতালীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলে অরাজকতার অন্ধকার নামিয়া আসিবে। ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি এই প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিবে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলেন যে, বৈদেশিক শক্তির সহায়তা ব্যতীত ইতালীর মুক্তি সাধন সম্পন্ন হইবে না। কারণ কার্বোনারী ও ইয়ং ইতালীর বিপ্লবের ব্যর্থতা ইহা প্রমাণ করিয়াছিল যে, অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ইতালীর শক্তি ছিল দুর্বল। তৃতীয়তঃ, পিডমণ্টের রাজবংশকেই তিনি ঐক্যবদ্ধ ইতালীর জাতীয় রাজবংশ হিসাবে গণ্য করেন। এ বিষয়ে তিনি পিডমণ্টের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ডি. এ্যাজিগালিওর মত অনুসরণ করেন। চতুর্থতঃ, তিনি ইতালীর সমস্যাকে একটি ইওরোপীয় সমস্যায় পরিণত করার কথা বলেন। যেরূপ পূর্বাঞ্চল সমস্যা (Eastern Question) ইওরোপের সকল শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইরূপ ইতালীর সমস্যাকে ইওরোপের সকল শক্তির সমস্যায় পরিণত করিবার কথা কাভুর বলেন।[২]

প্রজাতন্ত্র বিরোধীতা : পিডমণ্টের রাজতন্ত্রকে জাতীয় রাজতন্ত্রের মর্যাদা দান

কাভুর কেবলমাত্র অলস পরিকল্পনা করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি পিডমণ্টের কৃষিমন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া তাঁহার আদর্শকে বাস্তবায়িত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইতালীর স্বাধীনতার স্বপক্ষে ইওরোপীয় জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের মাধ্যমে তীব্র প্রচার চালান। পিডমণ্টে বিভিন্ন উদারপন্থী সংস্কার, পার্লামেণ্ট, নির্বাচন, উন্নত কৃষিব্যবস্থা, রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি প্রগতিমূলক কাজের দ্বারা ইতালীর উপর পিডমণ্টের প্রভাব বৃদ্ধি করেন। তিনি রেলপথ নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। কারণ তিনি মনে করিতেন যে, ইহার ফলে ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য বাড়িবে।

উদারপন্থী ক্ষমতার প্রবর্তন

১৮৫৩ খ্রীঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই আন্তর্জাতিক ঘটনার সুযোগে কাভুর

১. I. D. S. Grenville. P. 244.

২. Grenville.

ইতালীর সমস্যাকে ইওরোপীয় রূপদানের চেষ্টা করেন। তিনি প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে ইতালীর সমস্যা উত্থাপন করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি লাভ করেন। ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী লর্ড ক্ল্যারেণ্ডন অস্ট্রিয়ার ইতালীয় নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। মোট কথা প্যারিসের বৈঠকের পর ইতালীর সমস্যাকে আর চাপা দেওয়া অস্ট্রিয়ার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দান

ইহার পর কাভুর ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত প্লোম্বিয়ারের (Plombiers) চুক্তি (১৮৫৮ খ্রীঃ) সম্পাদন করেন। এই চুক্তির দ্বারা তিনি ইতালীর মুক্তিযুদ্ধে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফরাসী সামরিক সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পান। প্লোম্বিয়ারের চুক্তির পর কাভুর পিডমণ্টের সৈন্য সজ্জা আরম্ভ করিলে অস্ট্রিয়া ইহা রদ করিবার জন্য চরম পত্র দেয়। এই চরম পত্র অগ্রাহ্য করায় অস্ট্রিয়া, পিডমণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ফ্রান্স পিডমণ্টের পক্ষে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। এই যুদ্ধের ফলে ইতালীর ভেনেসিয়া প্রদেশ পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত হয়। অস্ট্রিয়া ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির দ্বারা এই ব্যবস্থা মানিয়া নেয়।

প্লামবিয়ারের সন্ধি এবং ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা : ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির পর নেপোলিয়ন যুদ্ধ ত্যাগ করায় অবশিষ্ট ইতালীতে স্থিতাবস্থা চলিতে থাকে। কাভুরের স্বপ্ন অপূর্ণ থাকে। ইতিমধ্যে মধ্য ইতালীর রাজ্যগুলিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পিডমণ্টের সহিত সংযুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হইলে কাভুর পথ দেখিতে পান। তিনি ফ্রান্সকে স্যাভয় ও নিস ছাড়িয়া দিয়া, ফরাসী সহযোগিতায় মধ্য ইতালীকে পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত করেন।

মধ্য ইতালীর সংযুক্তি

কিন্তু দক্ষিণ ইতালী তখনও বুরবোঁ শাসনে ছিল। কাভুরের পক্ষে দক্ষিণ ইতালীর সংযুক্তি সাধন অপরিকল্পিত থাকে। এই সময় গ্যারিবল্ডী তাঁহার দক্ষিণ ইতালী অভিযান দ্বারা ইতালীর মুক্তি আন্দোলনের নূতন পথ দেখান। গ্যারিবল্ডীর অভিযানের প্রতি কাভুরের কোন সমর্থন ছিল না। ম্যাৎসিনীর শিষ্য, প্রজাতন্ত্রবাদী গ্যারিবল্ডী ছিলেন প্রকৃতপক্ষে কাভুরের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজতন্ত্রী ঐক্য আন্দোলনের প্রতিপক্ষ। গ্রেনভিল নামক ঐতিহাসিকের মতে, গ্যারিবল্ডী যাহাতে সিসিলি জয়ের পরে নেপলস অবতরণ না করিতে পারেন এজন্য কাভুর পিডমণ্টের নৌবহরকে নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে গ্যারিবল্ডীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধের পরামর্শ দেন। ডেভিড ম্যাক স্মিথ নামক ঐতিহাসিকের মতে, গ্যারিবল্ডীকে সংযত করিয়া পিডমণ্টের আনুগত্যে আনিবার কৃতিত্ব কাভুর অপেক্ষা ভিক্টর ইম্যানুয়েলের প্রাপ্য। তিনি গোপনে দূত পাঠাইয়া গ্যারিবল্ডীকে প্রভাবিত করেন। গ্যারিবল্ডীও গৃহযুদ্ধ এড়াইবার জন্য ভিক্টর

গ্যারিবল্ডীর দক্ষিণ ইতালী অভিযানে কাভুরের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন মত

ইম্যানুয়েলের বশ্যতা স্বীকার করেন। এবিষয়ে কাভুরকে অনেক সময় তাঁহার প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক প্রশংসা করা হয়।[১]

গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইম্যানুয়েলের নিকট নেপলস ও সিসিলি হস্তান্তর করিলে, কাভুর গণভোটের সমর্থন সাপেক্ষে এই দুই স্থান পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত করেন।

দক্ষিণ ইতালীর সংযুক্তি

তিনি সর্বইতালীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করিয়া ইতালীর সংযুক্তিকে চূড়ান্ত রূপ দেন। ইতালীর সকল স্থানে পিডমণ্টের statutto বা সংবিধান গৃহীত হয়। ইতালীর রাজতান্ত্রিক ঐক্য সম্পন্ন হয়। ইহার স্বল্পকাল পরে কাভুরের দেহাবসান ঘটে।

কাভুর নিঃসন্দেহে নব ইতালীর স্রষ্টা ছিলেন। তাঁহার বাস্তবতা ও প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধির বলে তিনি ইতালীর মুক্তি আন্দোলনকে সফলতায় পর্যবসিত করেন।

কাভুরের ত্রুটিসমূহ: ইতালীর ঐক্যের অসম্পূর্ণতা

ইতালীকে প্রজাতান্ত্রিক ঐক্যের পথ হইতে ফিরাইয়া তিনি পিডমণ্টের রাজতন্ত্রের অধীনে সংযুক্ত করেন। তিনি সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোট দান প্রথার প্রচলন করেন। তিনি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকে ইতালীর লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ইতালীর মুক্তিকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুকালে ভেনেসিয়া অষ্ট্রিয়ার অধীনে এবং রোম ফরাসী সেনার অধীনে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্য গ্রহণ করার জন্য তাঁহাকে হতাশা ভোগ করিতে হয়। এ. জে. পি. টেইলার নামক ঐতিহাসিকের মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন একটি পিচ্ছিল যষ্টি। তাঁহার উপর নির্ভর করায় কাভুরকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।"[২] তৃতীয় নেপোলিয়ন কাভুরকে উপেক্ষা করিয়া ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি স্থাপন করেন। ইতালীর অন্তর্গত স্যাভয় ও নিস নামক স্থান তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তৃতীয়তঃ, যদি মধ্য ইতালীতে স্বতঃস্ফূর্ত সংযুক্তি আন্দোলন না দেখা দিত, যদি গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালী অভিযান না করিতেন, তবে ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি অনুযায়ী কেবলমাত্র লোম্বার্ডি প্রদেশ লইয়া কাভুরকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। চতুর্থতঃ, তিনি ইতালীতে এক বুর্জোয়া শাসন স্থাপন করেন। সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন না করায় তিনি একটি "এলিটিস্ট" (Elitist) বা উচ্চশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর শাসন স্থাপন করেন মাত্র। এই দিক হইতে তিনি ম্যাৎসিনীপন্থীদের হতাশা সৃষ্টি করেন। তবুও বলা দরকার যে, কাভুরই ছিলেন নব ইতালীর প্রধান বাস্তুকার।

গ্যারিবল্ডীর কৃতিত্ব (Achievement of Garibaldi): ইতালীর মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম প্রবাদ-পুরুষ ছিলেন গ্যারিবল্ডী। ১৮০৭ খ্রীঃ উত্তর ইতালীর নিস প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কাভুর অপেক্ষা তিন বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। গ্যারিবল্ডী ছিলেন আবেগপ্রবণ, স্বাধীনতাপ্রিয়, কবিপ্রাণ মানুষ। তাঁহার চরিত্রে কাব্য ও স্বদেশপ্রীতির সহিত দুঃসাহসিকতার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। সাধারণ

১. Grenville—Europe Reshaped.

২. A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe.

রাজনীতিকের ন্যায় দল গঠন অথবা কুটনীতি পরিচালনায় তাঁহার আগ্রহ ছিল না। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা ছিল সাধারণ স্তরের। তিনি তীক্ষ্ম মনীষার অধিকারী ছিলেন না। তাঁহার মধ্যে চিন্তাশীলতা অপেক্ষা আবেশপ্রবণতা ও দুঃসাহসিকতার ঝোঁক বেশী ছিল। হিসাব করিয়া কাজ করা তাঁহার স্বভাব ছিল না; কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রেম ছিল অত্যন্ত খাঁটি। "সন্ন্যাসীরা যেরূপ ঈশ্বরকে ধ্রুব সত্য বলিয়া জ্ঞান করেন, গ্যারিবল্ডী স্বদেশকে সেইরূপ ধ্রুব জ্ঞান করিতেন।"

গ্যারিবল্ডীর চরিত্র: আবেগপ্রবণতা ও স্বদেশপ্রেম

গ্যারিবল্ডীর জীবন ছিল দুঃসাহসিকতায় পূর্ণ। তিনি কিছুকাল ভূমধ্যসাগরে নৌ পরিচালনা শিক্ষা করেন। ইহার পর পিডমণ্টের নৌ সেনাদলে একটি বিদ্রোহ ঘটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় পলায়ন করেন। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের এক দুঃসাহসিকা রমণী, এ্যানিটার প্রেমে পড়িয়া, তিনি তাঁহাকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করেন। উভয়ে নানা দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেন।

দুঃসাহসিক অভিযানের প্রতি আগ্রহ

দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া তিনি ইতালীর মুক্তিযুদ্ধের সহিত নিজ জীবনকে সম্পূর্ণ জড়াইয়া ফেলেন। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময় তিনি কিছুকাল পিডমণ্টের রাজা চার্লস এলবার্টের পক্ষ লইয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেন। এই সময় তিনি গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁহার দক্ষতার পরিচয় দেন। চার্লস এলবার্ট এই যুদ্ধে পরাস্ত হন। অতঃপর গ্যারিবল্ডী রোমে আসিয়া ম্যাৎসিনীর রোম প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের নির্দেশে ফরাসী সেনা রোম আক্রমণ করিলে, গ্যারিবল্ডী অসীম বীরত্ব সহকারে রোম রক্ষার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি ফরাসী বাহিনীর বেড়া জাল ছিন্ন করিয়া, প্রায় ৫ হাজার প্রজাতান্ত্রিক সৈন্যকে নিরাপদে রোমের বাহিরে আনিতে সক্ষম হন। গ্যারিবল্ডীর দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী ইতালীয়দের নিকট তাঁহাকে এক প্রবাদ পুরুষে পরিণত করে। ইতালীর যুবশক্তি গ্যারিবল্ডীর নামে অনুপ্রাণিত হয়। তিনি ইতালীয় যৌবনের প্রতীকে পরিণত হন।

ম্যাৎসিনীর শিষ্যত্ব গ্রহণ: রোম প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য

১৮৫৯ খ্রীঃ কাভুরের নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, গ্যারিবল্ডী ইতালীর মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁহার প্রভাবে মধ্য ইতালীতে পিডমণ্টের সহিত সংযুক্তিবাদী আন্দোলন গড়িয়া উঠে। কিন্তু কাভুর ফ্রান্সকে সাহায্যের বিনিময়ে স্যাভয় ও নিস ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য যে চুক্তি করেন, গ্যারিবল্ডী তাঁহার তীব্র বিরোধিতা করেন। গ্যারিবল্ডীর জন্মস্থান ছিল নিস। তিনি নিসে গণভোট গ্রহণের সময় ব্যালট বাক্সগুলিকে ধ্বংস করার হুমকি দেন।[১] তিনি কাভুরের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, "কাভুর আমাকে নিজ দেশে পরবাসী করিতেছেন।"

মধ্য ইতালীর সংযুক্তিতে গ্যারিবল্ডীর ভূমিকা

১. I, A. S. Grenville. P. 255.

গ্যারিবল্ডীকে নিস হইতে অন্যত্র সরাইবার জন্য, দক্ষিণ ইতালীর সিসিলি অভিযানে তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়া হয়।[১] কাভুর মনে করিতেন যে, এই দুঃসাহসিক অভিযানে গ্যারিবল্ডী বিফল হইবেন। ফলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে তিনি মুক্ত হইবেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর অভিযানে "অসম্ভব" শব্দটি অজ্ঞাত ছিল। তিনি মাত্র ১০৭০ জন লালকুর্তায় সজ্জিত গেরিলা স্বেচ্ছাসেবক লইয়া সিসিলির মার্শাল বন্দরে অবতরণ করে। সিসিলিতে ২৫ হাজার বুরবোঁ সৈন্য তাঁহাকে বাধা দিতে তৈয়ারী ছিল।

দক্ষিণ ইতালী অভিযান

গ্যারিবল্ডীর অবতরণের পর সিসিলির নির্যাতিত কৃষকেরা তাহার পক্ষ নেয়। গেরিলা ও কৃষক বাহিনী লইয়া, গ্যারিবল্ডী এক মাসের মধ্যে বুরবোঁ বাহিনীকে সিসিলি হইতে হঠাইয়া দেন। সিসিলির কৃষকদের অভ্যুত্থানের ফলে বুরবোঁ বাহিনী প্রাণভয়ে নেপলসে পলাইয়া যায়। গ্যারিবল্ডী নিজেকে সিসিলির ডিক্টেটর হিসাবে ঘোষণা করেন।

সিসিলি জয়

সিসিলি অভিযানে গ্যারিবল্ডীর সাফল্য এবং নেপলসে অবতরণের জন্য তাঁহার সংকল্প ঘোষণা কাভুরকে বিভ্রান্ত করে। কাভুর আশংকা করেন যে, গ্যারিবল্ডী নেপলস জয় করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিবেন। তাহা হইলে ইতালীর রাজতান্ত্রিক ঐক্য বিনষ্ট হইবে। গ্যারিবল্ডী যাহাতে নেপলসে অবতরণ না করিতে পারেন এজন্য কাভুর নেপলসের নৌবহর যাহাতে গ্যারিবল্ডীকে বাধা দেয় এজন্য তিনি উৎসাহ দেন।[২] কিন্তু গ্যারিবল্ডী Torino এবং Franklin নামক দুইটি জাহাজে তাঁহার সেনাদল লইয়া নেপলসে অবতরণ করেন। তিনি সিসিলি হইতে গেরিলা কৃষক সেনা আনাইয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন। একটি সম্মুখ যুদ্ধে তিনি নেপলসের বুরবোঁ বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া নেপলসের রাজধানী অধিকার করেন। গ্যারিবল্ডী অতঃপর নিজেকে নেপলসের ডিক্টেটর রূপে ঘোষণা করেন। তিনি পোপ শাসিত রাজ্যকে পোপের কবল হইতে মুক্ত করিবার সংকল্প ঘোষণা করেন।

নেপলস বিজয়

গ্যারিবল্ডীর এই সিদ্ধান্তের ফলে ইতালীর ঐক্য আন্দোলন এক সংকটের সম্মুখীন হয়। অবশ্য ইহা সত্য যে, গ্যারিবল্ডী যাহাই বলুন না কেন বুরবোঁ বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করিয়া নেপলস হইতে পোপের সাম্রাজ্য অধিকার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং ভিক্টর ইম্যানুয়েল কাভুরের পরামর্শ ক্রমে গ্যারিবল্ডীর বশ্যতা দাবী করিলে গ্যারিবল্ডী বিনা দ্বিধায়, নেপলস ও সিসিলির অধিকার তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। গ্যারিবল্ডীর এই সিদ্ধান্ত ইতালীর মুক্তি যুদ্ধকে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা হইতে মুক্ত করে।

ভিক্টর ইম্যানুয়েলের নিকট বিজিত রাজ্য হস্তান্তর

এডগার হোল্ট প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইম্যানুয়েলের

---

১. Ibid.

২. Grenville—Europe Reshaped. 257.

অধীনে ইতালীর ঐক্যের বিরোধী ছিলেন ইহা মনে করা ভুল। ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদের প্রতি গ্যারিবল্ডী প্রথমে আস্থাশীল হইলেও, পরে তিনি মত পাল্টাইয়া ফেলেন। তিনি ইতালীর ঐক্যকেই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রজাতন্ত্রবাদকে অগ্রাধিকার দিয়া ইতালীর ঐক্যকে বিনষ্ট করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই।[১] এইজন্য তিনি ভিক্টর ইম্যানুয়েলের প্রতি বশ্যতা জ্ঞাপন করেন।

গ্যারিবল্ডীর নিকট প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ অপেক্ষা জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব

গ্যারিবল্ডীর নিকট ইতালীর স্বাধীনতা ও ঐক্য, অন্ধ আদর্শবাদ অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা নিজ স্বার্থকে গৌণ বলিয়া মনে করিতেন। এই স্বার্থত্যাগী, নিরভিমান দেশপ্রেমিক তাঁহার কর্মের ও ত্যাগের জন্য কোন ব্যক্তিগত পুরস্কার লাভের আশা করিতেন না। তিনি ভিক্টর ইম্যানুয়েলের হাতে নেপলস ও সিসিলির দায়িত্ব অর্পণ করিয়া, ক্যাপ্রেরা দ্বীপে, তাঁহার খামারে বাকী জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত করেন।

গ্যারিবল্ডীর কৃতিত্ব

ইতালীর ঐক্য আন্দোলনে বৈদেশিক শক্তির ভূমিকা

(Role of external powers in the making of Italy): ইতালীর ঐক্য আন্দোলন কেবলমাত্র ইতালীর জাতীয়তাবাদীদের চেষ্টায় সফল হয় ইহা বলা যায় না। ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে কয়েকটি বৈদেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। নেপোলিয়ন ইতালীতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাহার ফলে ইতালীবাসীদের মনে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী ভাব জাগে। নেপোলিয়ন ইতালীতে কোড নেপোলিয়ন ও অন্যান্য আধুনিক সংস্কার প্রচলন করেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ইতালীর জাতীয়তাবাদীদের মনে ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে ইতালীর জাগরণের পথ তৈয়ারী হয়।

নেপোলিয়নের পতনের পর ইতালীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা স্থাপিত হয়। অষ্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শাসনে আসিয়া ইতালীবাসীদের মনে জাতীয়তাবাদী প্রভাব বিশেষভাবে জাগে। অষ্ট্রিয়া দমন নীতির দ্বারা ইতালীর জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিক বিদ্রোহকে দমন করিলে, অষ্ট্রিয়ার শাসনের প্রতি ঘৃণা দেখা দেয়।

ম্যাৎসিনীর ইয়ং ইতালী আন্দোলন বিফল হইলে ক্যভুর ইতালীর মুক্তির জন্য নূতন পথের প্রস্তুতি করেন। ম্যাৎসিনী কোন প্রকার বৈদেশিক সাহায্য নেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার বিফলতা ইহা প্রমাণ করে যে, ইতালী নিজ শক্তিতে অষ্ট্রিয়াকে পরাস্ত করিতে অপারক। সুতরাং কাভুর বৈদেশিক সাহায্য লইয়া ইতালীকে অষ্ট্রিয়া হইতে বহিস্কারের পরিকল্পনা করেন।

তৎকালীন ইওরোপীয় পরিস্থিতিতে রক্ষণশীল শক্তিগুলি যথা রাশিয়া ও প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীকে সাহায্য করিবে না নিশ্চিত ছিল। সুতরাং ইওরোপে

১. Granville. P. 237.

একমাত্র উদারপন্থী শক্তি ছিল ইংলণ্ড ও তৃতীয় নেপোলিয়ন শাসিত ফ্রান্স। এই দুইটি দেশ হইতে সাহায্য পাওয়া সম্পর্কে কাভুর আশা করেন। ইতিমধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধিলে পিডমণ্ট উপরোক্ত দুই শক্তির মিত্রতা লাভের সুযোগ পায়। এইভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইতালীয় মুক্তি আন্দোলনের পথ তৈয়ারী করে। পিডমণ্ট এই যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির পক্ষে যোগ দিয়া এই শক্তিগুলির নৈতিক সমর্থন পায়।

ইতিমধ্যে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ভিয়েনা চুক্তিকে ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য তৎপর হন। যেহেতু এই চুক্তি ছিল ইতালীতে বিশদভাবে প্রকট, সুতরাং তিনি ইতালীকে তাঁহার কর্মক্ষেত্র হিসাবে বাছিয়া নেন। এ. জে. পি, টেইলারের মতে, ইতালী ছিল ইওরোপীয় রাজনীতির খিড়কি দরজা। এই স্থানে সন্ধি ভাঙিলে রাশিয়া প্রভৃতি দেশের বাধা আসিবে না ইহা তৃতীয় নেপোলিয়ন বুঝিতে পারেন। এই কারণে তিনি ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা ভাবেন।

প্লোমবিয়ারের গোপন চুক্তি দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পিডমণ্টকে সশস্ত্র সাহায্য করিতে সম্মত হন। কিন্তু শর্ত থাকে যে, কাভুরকে যুদ্ধের একটি বৈধ কারণ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার ফলে ফ্রান্স বৈধভাবে এই যুদ্ধের সামিল হইতে পারে। সাহায্যের বিনিময়ে ফ্রান্সকে স্যাভয় ও নিস ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইভাবে প্লোমবিয়ারের সন্ধি দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্তি যুদ্ধের দায়িত্ব নিজ হাতে নেন। তবে শর্ত থাকে যে, পিডমণ্টের সহিত কেবলমাত্র লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়া যুক্ত হইবে। অবশিষ্ট ইতালীতে স্থিতাবস্থা বজায় থাকিবে। সুতরাং তৃতীয় নেপোলিয়ন সমগ্র ইতালীকে সংযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুতি দেন একথা বলা যায় না।[১] তিনি সম্ভবতঃ শক্তিশালী স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ইতালী গঠন অপেক্ষা পিডমণ্টকে ফরাসী তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করিতে চান। তিনি ইতালী হইতে অস্ট্রিয়ার প্রভাব দূর করার কথা ভাবেন। অবশিষ্ট ইতালীতে হস্তক্ষেপ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তাছাড়া ফ্রান্সের ক্যাথলিকদের জনমতের কথা তিনি ভাবেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ ক্যাথলিক জনমতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তিনি পোপকে রক্ষার অজুহাতে রোমে সেনাদল পাঠাইয়া ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করেন। তদবধি রোমে ফরাসী সেনাদল মজুদ ছিল। এই সকল কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্লোমবিয়ারের সন্ধিতে সাবধানতার সহিত শর্ত আরোপ করেন।

প্লোমবিয়ারের সন্ধির পর আরসিনির ঘটনা এবং অস্ট্রিয়া দ্বারা পিডমণ্টকে চরমপত্র প্রদান ইতালীর মুক্তি যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের পথ প্রস্তুত করে। ফরাসী সেনা ম্যাণ্টুয়া, সলফেরিনোর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে লম্বার্ডি হইতে বিতাড়িত করে। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন ভিনিসিয়াকে অস্ট্রিয়ার অধিকারমুক্ত না করিয়া অকস্মাৎ অস্ট্রিয়ার সহিত ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি স্বাক্ষর করেন। ইহার ফলে লম্বার্ডি পিডমণ্টের সহিত যুক্ত হয়। বাকী ইতালীতে স্থিতাবস্থা বহাল থাকে।

ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি প্রমাণ করে যে, বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ইতালীর স্বার্থের পুরা অনুকূলে ছিল না। কাভুরকে এজন্য দারুণ মনঃস্তাপ ভোগ করিতে হয়। অবশেষে

১. Ketelbey—History of Modern Times.

মধ্য ইতালী পিডমণ্টের সহিত স্বেচ্ছায় সংযুক্ত হইতে চাহিলে কাভুর দেখেন যে, তাহার দ্বারা ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি নষ্ট হইবে। এজন্য তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নিস ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সম্মতি আদায় করেন। ফলে সাহায্যের বিনিময়ে ইতালীর কিছু স্থান ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিতে হয়।

তৃতীয় নেপোলিয়নের স্বার্থপর নীতি ব্রিটিশ সরকারের বিরক্তির কারণ হয়। ফলে গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালী আক্রমণ করিলে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাহাতে কোন সহায়তা না দিলেও, ব্রিটিশ সরকার নৈতিক সাহায্য ও নৌ সাহায্য দেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় তৃতীয় নেপোলিয়নের চেষ্টায় প্রাশিয়ার সহিত ইতালীর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার ফলে ভিনিসিয়া পিডমণ্টের সহিত যুক্ত হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সময় ফরাসী সেনা রোম হইতে তুলিয়া লইলে রোম অবশিষ্ট ইতালীর সহিত যুক্ত হয়। এইভাবে ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেষ্টায় এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঘটনার চাপে ইতালীর মুক্তি ও ঐক্য সফল হয়। তবে ইতালীর নিজস্ব প্রস্তুতি না থাকিলে ইহা কিছুতেই সফল হইত না একথাও সত্য।

পাঠ্যসূচী

১। Denis Mack Smith—Cavour and Garibaldi.

২। Edgar Holt—Risorgimento.

৩। Bolton King—History of Italian Unity.

৪। Omodeo—Risorgimento.

৫। Salveminni—Mazzini.

৬। Jasper—Ridley—Garibaldi.

৭। Derek Beales—The Risorgimento and the unification of Italy.

৮। H. Hearder—Pamphlet on Cavour in the Journal of Historical Association.

৯। J. A. S. Grenville—Europe Reshaped.

সপ্তম অধ্যায়

বিসমার্কের পূর্বে জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন

(Movement for Unification of Germany before Bismarck)

জার্মান ঐক্যের সমস্যা। (Problem of German unity): ইওরোপীয় সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হইল জার্মান সভ্যতা। জার্মান জাতি বাহুবলে, শৌর্যে এবং প্রতিভায় সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করিয়াছে। জার্মান জাতি

প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত থাকিবার পর উনবিংশ শতকে ঐক্যবদ্ধ হয়।

১৬৪৮ খ্রীঃ ওয়েষ্টফ্যালিয়ার সন্ধি দ্বারা জার্মানীকে প্রায় দুই শতের অধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। নেপোলিয়ন জার্মানী জয় করিবার পর এই রাজ্যগুলিকে ভাঙ্গিয়া ৩৯টি রাজ্য গঠন করেন। এই ৩৯টি রাজ্য লইয়া তিনি রাইন প্রজাতন্ত্র (Confederation of the Rhine) নামে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেন। নেপোলিয়নের আসল উদ্দেশ্য ছিল সংগঠিত জার্মানীকে ফ্রান্সের একটি বশ্যতামূলক তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করা। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও জার্মানীর উপর একটি বুন্ড (Bund) বা রাষ্ট্রমণ্ডল স্থাপন করা হয়, তাহা ছিল অত্যন্ত শিথিল। এই রাষ্ট্রমণ্ডল ছিল ৩৯টি রাজ্যের শাসকদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। জার্মানীর প্রতি রাজ্যের স্বতন্ত্রতা অব্যাহত থাকায় এই যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা জার্মানীর প্রকৃত ঐক্যকে অগ্রাহ্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই রাষ্ট্রমণ্ডলের সভাপতি পদে অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সরকার অধিষ্ঠিত থাকায়, ইহাতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য প্রতিফলিত হয়। অঙ্গরাজ্যগুলির আভ্যন্তরীন শাসনে রাষ্ট্রমণ্ডলের কোন হাত না থাকায়, অঙ্গরাজ্যগুলিতে স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা বহাল থাকে। এই কারণে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ভিয়েনা চুক্তিকে জার্মানীর প্রতি "প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা" বলিয়া অভিহিত করে।

নেপোলিয়নের দ্বারা জার্মানীর সংগঠন : ভিয়েনা সন্ধি

জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ এক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রধান বাধা ছিল ভিয়েনা চুক্তি। ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জার্মান বুন্ড বা রাষ্ট্রমণ্ডল ধ্বংস না করিলে জার্মানীকে প্রকৃতভাবে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। যেহেতু অস্ট্রিয়া ছিল এই চুক্তির প্রধান সমর্থক সেহেতু অস্ট্রিয়ার সম্মতি ছাড়া জার্মানীর ঐক্য স্থাপন করা ছিল দুস্কর।

ভিয়েনা চুক্তির প্রভাবে জার্মানীর ঐক্যের বাধা

জার্মানীর ঐক্যের পথে অপর প্রধান বাধা ছিল, জার্মানীর ৩৯টি রাজ্যের বিচ্ছিন্নতা-প্রবণতা। প্রাশিয়ার রাজ পরিবার প্রাশিয়ার স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়া জার্মানীতে মিশিয়া যাইতে রাজী ছিল না। অনুরূপভাবে ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী প্রভৃতি রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্রবাদ জার্মান ঐক্যের আশাকে ব্যাহত করে। জার্মান জনসাধারণের মধ্যে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা ও স্বাতন্ত্রতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। যদিও জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে ভাষাগত, ভাবগত, জাতিগত কোন ব্যবধান ছিল না, তবুও তাহারা বিচ্ছিন্নতাবাদে ভুগিত।

জার্মানীর প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ

এছাড়া জার্মানদের মধ্যে ধর্মীয় ব্যবধান একটি প্রধান বাধা ছিল। ওয়ার্মসের সন্ধির দ্বারা জার্মানীর উত্তরাঞ্চল প্রধানতঃ প্রটেস্টাণ্ট এবং দক্ষিণাঞ্চল প্রধানতঃ ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি আস্থা জানায়। উত্তরের প্রটেস্টাণ্টদের সহিত দক্ষিণের ক্যাথলিকদের ভাবগত বিরোধ ছিল। স্বয়ং বিসমার্ক এই ব্যবধান দূর করিতে বিফল হন। হিটলারের শাসনকালেও এই বিরোধ দেখা দেয়।

ধর্মীয় ব্যবধান

জার্মানীর ঐক্যের অপর প্রধান বাধা ছিল জার্মানীর উদারনৈতিক (Liberal) দলের সহিত চরমপন্থীদের (Radical) আদর্শের তফাৎ। উদারনৈতিকেরা সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের পরিবর্তে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার পছন্দ করিত। অপর দিকে চরমপন্থী জার্মান জাতীয়তাবাদীরা সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তন, প্রজাতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারা জার্মানীর ঐক্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের চিন্তা করিত।

উদারপন্থী গোষ্ঠীর সহিত চরমপন্থী গোষ্ঠীর মত পার্থক্য

সর্বোপরি, অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের সংগঠন জার্মানীর ঐক্যের একটি প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে জার্মান ও অ-জার্মানরাও বসবাস করিত। অষ্ট্রিয়ায় জার্মান জাতিই বসবাস করিত, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বোহেমিয়ায় চেক ও স্লাভ জাতি, হাঙ্গেরীতে মডিয়ার ও ক্রোট জাতি বসবাস করিত। অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়া জার্মানীর ঐক্যের কথা তখনও অকল্পিত ছিল। অপরদিকে, অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সহিত সংযুক্ত রাখিলে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত চেক, স্লাভ, মডিয়ার ও ক্রোটদের ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রিয়া শুধুমাত্র জার্মানদের লইয়া যুক্ত হইতে রাজী ছিল না। যদি এই অ-জার্মানদের সংযুক্ত করা হইত তবে জার্মানীর ভাষাগত ও জাতিগত ঐক্য খণ্ডিত হইত। এই সকল সমস্যাগুলি জার্মানীর ঐক্যকে ব্যাহত করে।

অষ্ট্রিয়ার সমস্যা ও হ্যাপসবার্গ বংশের বিরোধিতা

জার্মান জাতীয়তাবাদের জাগরণ ও জার্মানীর ঐক্যের জন্য উদারপন্থী আন্দোলন (The emergence of German Nationalism and the Liberal Movement in Germany): অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি জার্মানীতে একটি রোমান্টিক বা ভাববাদী জাগরণ ঘটে। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সঙ্গীত সাধকেরা এমন এক সংস্কৃতির সৃষ্টি করেন, যাহার স্তন্য পান করিয়া সমগ্র জার্মানী অনুপ্রাণিত হয়। জার্মানীর হাল (Halle), গটিংজেন, লাইপজিগ্ ও জেনা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় এই নবসংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়। জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ছাত্ররা এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া, এই সংস্কৃতির বাণীকে নিজ নিজ রাজ্যে বহন করিয়া লইয়া যায়। ইহার ফলে জার্মান জাতির ঐক্যবোধ দৃঢ় হয়।

জার্মান সাংস্কৃতিক ঐক্য জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রভাব

এই নব জার্মান সংস্কৃতির প্রবক্তাদের মধ্যে সেবাষ্টিয়ান বাখের নাম উল্লেখ্য। এই সঙ্গীতকারের রচনাগুলি সমগ্র জার্মানীকে আলোড়িত করে। ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব মুক্ত হইয়া, জার্মান জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির কাজে লেসিং (Lessing) ছিলেন অগ্রণী। হার্ডার (Herder) নামক সাহিত্যিক জার্মানীর লোকসাহিত্য ও ব্যালাড বা বীরগাথাকে সাহিত্যের দরবারে হাজির করেন। সকল যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম, মহাকবি গ্যেটে (Goethe) জার্মান সাহিত্যকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা দেন। গ্যেটের

বাখ, হার্ডার, গ্যেটে প্রভৃতি সাহিত্যিকদের প্রভাব

শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ফাউস্ট (Faust) ছিল জার্মান জাতির অতি আদরের জিনিষ। এছাড়া সাহিত্যিক শিলার (Schiller) এবং ফিশ্‌টে (Fichte), কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকরাও জার্মান জাতীয়তাবাদের জাগরণে তাঁহাদের মনীষাকে নিয়োগ করেন। কাণ্ট ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর কথা বলেন। ফিশটে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব প্রচার করেন। জার্মান সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের রচনা এইভাবে জার্মানীর জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে। জার্মান জাতির মানসিক ঐক্য স্থাপিত হয়।

নেপোলিয়নের শাসনে জাতীয় জাগরণ

নেপোলিয়ন জার্মানী জয় করিয়া রাইন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার ফলে জার্মান জাতির মধ্যে পরোক্ষভাবে ঐক্যবোধ জাগে। নেপোলিয়নের শাসন ছিল বিদেশী শাসন। প্রাশিয়ার রাষ্ট্র নেতাগণ, যথা, ষ্টাইন, ডাহ্‌লম্যান (Dahlman), কেহমার প্রভৃতি ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে জার্মানীতে এক তীব্র প্রতিবাদী মনোভাব সৃষ্টি করেন। ইহার ফলে লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান জাতীয়তাবাদের অভুতপূর্ব স্ফুরণ ঘটে।[1] তাছাড়া অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক নুাট বোরকণ্ট্যাডের মতে, নেপোলিয়নের শাসনের ফলে জার্মানীতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙন ঘটে। ভূমিদাস প্রথা বিলুপ্ত হইতে থাকে। জার্মানীতে এক বৃদ্ধিমান বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইহারাই ছিল জার্মানীর নবজাগরণের অগ্রদূত। ইহারা পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী প্রথা ভাঙিয়া নূতন ভাবে জার্মান শক্তির ঐক্যবোধ প্রচার করে। ইহারাই ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত।

বারখেনশাফট আন্দোলন : ওয়াটবার্গ উৎসব

১৮১৫ খ্রীঃ পর, জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী বারখেনশাফট (Burschenschaft) নামে এক জাতীয়তাবাদী সংগঠন স্থাপন করে। জার্মানীর ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ও অধ্যাপক এই সংগঠনে যোগ দেয়। এই সংস্থার কর্মসূচী ছিল জার্মান যুবশক্তির মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচার করা। ১৮১৭ খ্রীঃ, মার্টিন লুথারের ৩০০ শততম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁহার জন্মস্থান ওয়ার্টবার্গে, এক মহতী উৎসবের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্টবার্গ উৎসবে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা জার্মানীর ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের সমর্থনে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দেন। ওয়ার্টবার্গে মেটারনিকের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। ইহার দুই বৎসর পর প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান সাংবাদিক কটজেবু (Kotzebue)-কে কার্ল স্যাণ্ড (Karl Sand) নামে এক ছাত্র হত্যা করে।

মেটারনিকের দমন নীতি

মেটারনিক প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ভীত হইয়া পড়েন। মেটারনিকের প্রভাবে জার্মানীতে দমনমূলক কার্লসবাড ডিক্রী (বিশদ বিবরণ আগে পৃঃ ১৬২ দেখ) জারি করা হয়। জার্মানীর ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমন করা হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে হ্যানোভার, হেসি প্রভৃতি রাজ্যে উদারনৈতিক আন্দোলন দেখা দেয়। কিন্তু মেটারনিকতন্ত্রের চাপে এই আন্দোলন অঙ্কুরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

১. Ralph Flenley—Modern German History.

জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য ব্যাহত হইলেও জার্মানীতে অর্থনৈতিক ঐক্যের কাজ অনেক দূর আগাইয়া যায়। জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব ধীরে ধীরে ঘটিতেছিল। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক ন্যুট বরকণ্ট্যাডের মতে, ১৮১৫—১৮৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায় চলে। ইংলণ্ডের অনুকরণে যন্ত্রপাতির দ্বারা শিল্প উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। এজন্য মাল চলাচল ও কাঁচামাল প্রভৃতির সরবরাহের জন্য জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার দরকার হয়। জার্মানী ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত হওয়ায় এবং প্রতি রাজ্যে আলাদা শুল্ক থাকায় মাল চলাচলে বিঘ্ন দেখা দেয়। একমাত্র প্রাশিয়াতেই ৬৭টি শুল্ক ছিল। এমতাবস্থায় সমগ্র জার্মানীতে একটি শুল্ক নীতি গ্রহণের দরকার দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জোলভেরাইন (Zollverein) (১৮১৯ খ্রীঃ) নামে এক শুল্ক সংঘ গঠিত হয়। ১৮৩৪ খ্রীঃ নাগাদ জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যগুলি প্রাশিয়ার নেতৃত্বে এই শুল্ক সংঘে যোগ দেয়। একমাত্র অস্ট্রিয়াকে এই শুল্ক সংঘের বাহিরে রাখা হয়। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর এই অর্থনৈতিক ঐক্য জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রস্তুত করে। এইজন্য বলা হয় যে, "জার্মানী রক্ত ও লৌহের পরিবর্তে কয়লা ও লৌহের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।" (Germany was made by coal and iron.)

জার্মানীর অর্থনৈতিক ঐক্য : জোলভেরাইন

এইভাবে জার্মান জাতীয়তাবাদ মেটারনিকের দমননীতির অন্তরালে আপন বেগ সঞ্চয় করিতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব আরম্ভ হইলে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া নূতন সংবিধান রচনার জন্য ফ্রাংকফুর্ট নগরে এক জাতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন আহূত হয়। ঐতিহাসিক কেটেলবির মতে, ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্ট ছিল, "বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের প্রস্ফুটিত পুষ্প" (Flower of revolutionary patriotism)। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের সদস্যরা গণভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া জার্মানীর নূতন সংবিধান রচনার চেষ্টা করে। এই পার্লামেন্ট অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়া, সমগ্র জার্মানীকে লইয়া এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গঠনের প্রস্তাব নেয়। ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সম্রাট পদে প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নাম প্রস্তাব করা হয়। তিনি জার্মানীর সাংবিধানিক সম্রাট হিসাবে স্বীকৃত হন। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম, ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের উপরোক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তিনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্রবাদী। জার্মানীর সাংবিধানিক শাসকের পদ তাঁহার পছন্দ ছিল না। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপে ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের পতন ঘটে। ইহার ফলে সাংবিধানিক ও গণ-আন্দোলনের পথে জার্মানীর ঐক্যের প্রচেষ্টা চিরতরে বিনষ্ট হয়। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম আরফুর্টে অপর এক পার্লামেন্ট ডাকিয়া জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিলে অস্ট্রিয়ার প্রতিবাদে তিনি পিছু হটেন। শেষ পর্যন্ত ওলমুৎসের (Convention of Olmutz) চুক্তির দ্বারা জার্মানীর উপর ভিয়েনা চুক্তির স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে ফ্রেডারিক উইলিয়াম

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট আহ্বান ও ইহার বিফলতা

অস্ট্রিয়াকে প্রতিশ্রুতি দেন। জার্মানীর উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট, ১৮৪৮ খ্রীঃ (The Frankfurt Parliament, 1848) : জার্মানীকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য উদারপন্থী জার্মান জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রাণপণ চেষ্টা করেন। জার্মানীর সংযুক্তির পথে প্রধান বাধা ছিল ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা জার্মানীর ব্যবচ্ছেদ। জার্মান জাতীয়তাবাদীরা জার্মানীতে এক ঐক্যবদ্ধ সংবিধান চালু করিয়া ভিয়েনা চুক্তি বাতিল করার কথা ভাবেন। এজন্য এক জাতীয় পার্লামেণ্ট আহ্বানের কথা চিন্তা করা হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ঘটিবার পর জার্মানীর ৫১ জন জাতীয়তাবাদী নেতা এক জাতীয় পার্লামেণ্ট আহ্বান করিয়া, জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে রূপদানের প্রস্তাব দেন। এই পার্লামেণ্ট কিভাবে আহ্বান করা হইবে তাহা আলোচনার জন্য একটি প্রস্তুতি সভা (Vorparliament) বসে।[১] প্রস্তুতি সভার পরামর্শে জার্মানীর প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ নাগরিকদের ভোটে জাতীয় পার্লামেণ্টের সদস্যরা নির্বাচিত হয়। এই পার্লামেণ্টের অধিবেশন ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে বসে বলিয়া ইহাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট বলা হইয়া থাকে। এই জাতীয় পার্লামেণ্টের লক্ষ্য ছিল শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে জার্মানীকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট আহ্বান

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় শত। ইহার অধিকাংশ সদস্যরা ছিল বুদ্ধিজীবি, আইনজীবি, শিক্ষক বা সাংবাদিক। পাতি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিরাই ছিল এই পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু শ্রমিক বা কৃষক প্রতিনিধি এই পার্লামেণ্টে ছিল না। অভিজাত, জমিদার ও বণিক শ্রেণীও এই পার্লামেণ্টে অনুপস্থিত ছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট ছিল প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা সমর্থিত। যাহা হউক ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসিবার পর উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদীদের সহিত চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের গভীর মত পার্থক্য দেখা দেয়। হেকার (Hecker) ও স্ট্রুভে (Struve) প্রভৃতি চরমপন্থী নেতাদের দাবী ছিল যে, জার্মানীকে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে। জার্মানীর বর্তমান রাজ্যগুলির সীমানা ভাঙিয়া নূতন প্রদেশ গঠন করিতে হইবে। জার্মানীর সকল প্রদেশ হইতে রাজতন্ত্রকে লোপ করিতে হইবে। শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমাজতান্ত্রিক সংস্কার চালু করিতে হইবে। কিন্তু উদারনৈতিক নেতারা এই দাবীগুলির বিরোধিতা করিলে চরমপন্থীদের একাংশ এই পার্লামেণ্ট ত্যাগ করে। জার্মানীর ব্যাডেন প্রদেশে চরমপন্থী নেতা হেকার একটি প্রতিবাদী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। কিন্তু উদারপন্থীরা এই প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের সমস্যা

অতঃপর ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সংবিধান রচনা সম্পর্কে (১৮ই

১. J. A. S. Grenville. P. 59.

মে, ১৮৪৮ খ্রীঃ) বিতর্ক আরম্ভ হয়। ঐক্যবদ্ধ জার্মানীতে জার্মান অঙ্গরাজ্যগুলির বর্তমান অস্তিত্ব থাকিবে কিনা এই প্রশ্নে সদস্যদের মধ্যে গভীর বিভেদ দেখা দেয়। প্রজাতন্ত্রবাদীরা জার্মানীর অঙ্গরাজ্যগুলিকে ভাঙিয়া এককেন্দ্রীক প্রজাতন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করে। দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি তাহাদের নিজ নিজ রাজ্যের স্বাতন্ত্র রক্ষার চেষ্টা করে। ফলে কেন্দ্রীয়তা ও প্রাদেশিকতার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। (২) জার্মানীতে রাজতন্ত্র অথবা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইবে ইহা লইয়া তীব্র বিতর্ক আরম্ভ হয়। অবশেষে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পক্ষে অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করায়, প্রজাতন্ত্র গঠনের প্রস্তাব বর্জিত হয়। (৩) জার্মানীর সাংবিধানিক রাজপদ প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে দান করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। (৪) কিন্তু গ্রেট জার্মান গোষ্ঠী দাবী করিতে থাকে যে, অষ্ট্রিয়া ও তাহার সাম্রাজ্যের অ-জার্মান প্রদেশগুলি লইয়া জার্মানীর সীমা স্থির করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত এই মত পরিত্যক্ত হয়। জার্মান ভাষাভাষী জার্মানীর অঞ্চল লইয়া জার্মান রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইহার অর্থ এই ছিল যে, অষ্ট্রিয়া জার্মানীর যে অংশের উপর আধিপত্য রাখিয়াছিল তাহা অষ্ট্রিয়ার হস্তচ্যুত হইয়া প্রস্তাবিত জার্মান রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইবে। (৫) জার্মানীর আঞ্চলিক রাজ্যগুলির বিলুপ্তি ঘোষণা না করিলেও ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, জাতীয় পার্লামেণ্টের গঠিত সংবিধান জার্মানীর সার্বভৌম সংবিধান রূপে বিবেচিত হইবে। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের আইন জার্মানীর সর্বত্র সার্বভৌম আইন হিসাবে স্বীকৃত হইবে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের কার্যকলাপ

আপাততঃ কাজ চালাইবার জন্য ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট এক অস্থায়ী সরকার গঠন করে। অষ্ট্রিয়ার আর্কডিউক জন অস্থায়ী সরকারের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন। প্রিন্স লেনিংজেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু এই অস্থায়ী সরকারের আদেশ নির্বাহ করিবার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করা হয় নাই। ইহার অধীনে কোন সেনাদলও গঠন করা হয় নাই। জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যসরকারগুলি এই অস্থায়ী সরকারের আদেশ মান্য করিবে এমন কোন সম্ভাবনা ছিল না।

ফ্রাঙ্কফুর্টে অস্থায়ী সরকার গঠন

ইতিমধ্যে স্লেজভিগ ও হলষ্টিন সমস্যা লইয়া ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট ব্যস্ত হইয়া পড়ে। স্লেজভিগ ও হলষ্টিন ছিল জার্মানী ও ডেনমার্কের মধ্যে অবস্থিত দুইটি ডাচি বা প্রদেশ। এই দুইটি স্থানে জার্মান ও ডেন জাতির লোকেরা বসবাস করিত। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের অধীনে জার্মানীর ঐক্যের সম্ভাবনা দেখা দিলে, এই দুইটি প্রদেশের অধীনে জার্মানরা জার্মানীর সহিত এই দুই প্রদেশের সংযুক্তি দাবী করে। কিন্তু ডেনমার্ক এবং ইওরোপীয় শক্তিগুলির বিরোধিতার জন্য প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম আপাততঃ ডেনমার্কের অধীনে এই দুই প্রদেশ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ডেনমার্কের সহিত এই মর্মে ম্যালমো চুক্তি (Treaty of Malmo) সম্পাদন করেন। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট

স্লেজভিগ ও হলষ্টিন সমস্যা

১. Grenville—Europe Reshaped. P. 63.

ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য ম্যালমো চুক্তি অনুমোদন করে। ইহাতে ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে জার্মানীর জনমত চলিয়া যায়।

ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের সদস্যরা প্রায় এক বৎসর কাল তর্ক-বিতর্কে অতিবাহিত করিবার পর, ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সিংহাসন গ্রহণের জন্য প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। (১) তিনি স্বর্গীয় অধিকার নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন। তিনি ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের নিকট হইতে জার্মানীর সাংবিধানিক রাজপদ গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলেন যে, এইরূপে সিংহাসনকে তিনি "কুকুরের গলাবন্ধনী" (dog collar) বলিয়া মনে করেন। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের সদস্যদের তিনি নিম্ন শ্রেণীর লোক মনে করিতেন। ইহাদের হাত হইতে রাজমুকুট লইতে তিনি রাজী ছিলেন না। তিনি বলেন যে, "ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাব গ্রহণ করিলে তিনি ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের নায়কদের ভূমিদাসে পরিণত হইবেন।"[১] (২) ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি বংশানুক্রমিক অধিকারে বিশ্বাস করিত। তাহাদের মতের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রাংকফুর্ট প্রস্তাব গ্রহণে সাহস করেন নাই। (৩) জার্মানীর ৪টি বৃহৎ রাজ্যের রাজারা যথা হ্যানোভার, স্যাক্সনী, ওয়ার্টেমবার্গ ও ব্যাভেরিয়া ফ্রাংকফুর্ট প্রস্তাবে সম্মতি দেয় নাই। (৪) অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি জানান। এমতাবস্থায় যদি চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম ফ্রাংকফুর্ট প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন তবে তাঁহাকে অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের ঝুঁকি লইতে হইত।

ফ্রাংকফুর্ট প্রস্তাব প্রাশিয়া রাজ কর্তৃক নাকচ

প্রাশিয়ার রাজা ফ্রাংকফুর্ট প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে প্রাশিয়ার প্রতিনিধিরা ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্ট ত্যাগ করে। ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি ৪টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা আগেই এই সভা ত্যাগ করিয়াছিল। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের অবশিষ্ট ১৩০ জন সদস্য ইহাতে না দমিয়া সংবিধান অনুসারে জার্মানীর জাতীয় পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠানের নোটিশ দেয়। কিন্তু প্রাশিয়া ও ওয়ার্টেমবার্গের প্রেরিত সেনাদল ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দেয়।[২] ফলে ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের পতন ঘটে।

ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের পতন

ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের মাধ্যমে জার্মানীর গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক উপায়ে ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টা বিফল হইবার কারণ হিসাবে বলা যায় যে :— (১) ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের কোন আইনসম্মত বৈধ অধিকার ছিল না। ইহা ছিল একটি বিপ্লবী পার্লামেন্ট। শান্তিপূর্ণভাবে, আইনগত পথে ইহা স্থাপিত হয় নাই। এজন্য জার্মানীর রাজ্য সরকারগুলি ইহার প্রস্তাবকে মানিতে বাধ্য ছিল না। (২) জার্মানীর রাজ্য সরকারগুলির সহিত প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক কি হইবে এ সম্পর্কে ফ্রাংকফুর্ট সংবিধান পরিষ্কার

ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের পতনের কারণ

১. Golo Manu—History of Germany since 1789.

২. J. A, S. Grenville. P. 144,

ছিল না। ফলে বৃহৎ রাজ্য সরকারগুলি যথা ব্যাভেরিয়া প্রভৃতির সহযোগিতা পাওয়া যায় নাই। জার্মানীর ৪টি বৃহৎ রাজ্য যথা ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী, ওয়াটেমবার্গ ও হ্যানোভার ফ্রাংকফুর্ট সংবিধান স্বীকার করে নাই। (৩) প্রস্তাবিত জার্মান রাষ্ট্রের সীমা লইয়া সদস্যদের মধ্যে মত বিরোধ ছিল। গ্রেট জার্মান গোষ্ঠী অস্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করিত। (৪) র‍্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী গোষ্ঠী মনে করিত যে, জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা পেঁছাইয়া না দিলে এবং সম্পত্তির অধিকার হরণ না করিলে শুধুমাত্র জার্মানীর ঐক্যের দ্বারা কোন কাজ হইবে না। (৫) ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত মানিতে বাধ্য করিবার মত কোন ক্ষমতা এই সভার ছিল না। ইহার অধীনে কোন সৈন্য বা পুলিশ ছিল না। ইহার ছিল একমাত্র নৈতিক ক্ষমতা। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালহরণের ফলে ইহার সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ বিনষ্ট হয়। এই পার্লামেণ্টের সদস্যরা ছিল মধ্যবিত্ত। ইহাতে শ্রমিকদের কোন প্রতিনিধি ছিল না। শ্রমিক শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য এই পার্লামেণ্ট কোন আইন করে নাই। (৬) কোম্বরজ ঐতিহাসিকের মতে, শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগিতা না লইবার ফলে এই সভার মস্তিষ্ক থাকিলেও পেশী ছিল না। (৭) তবে জার্মানীর রাজাদের পেশাদারী বেতনভোগী সৈন্যকে দমাইয়া ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এই সকল কারণে গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জার্মানীর ঐক্যলাভের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় এবং বিসমার্কের "রক্ত ও লৌহ নীতি"র (Blood and Iron Policy) প্রয়োজন হয়। তবে ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট বিফল হইলেও, এই পার্লামেণ্ট এই কথা প্রমাণ করে যে, জার্মানীর ঐক্য স্থাপন করা সম্ভবপর এবং প্রাশিয়ার অধীনেই তাহা সম্ভব হইবে। জার্মানীর ভাবগত ঐক্যবোধ এই পার্লামেণ্টের কাজের দ্বারা আগাইয়া যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

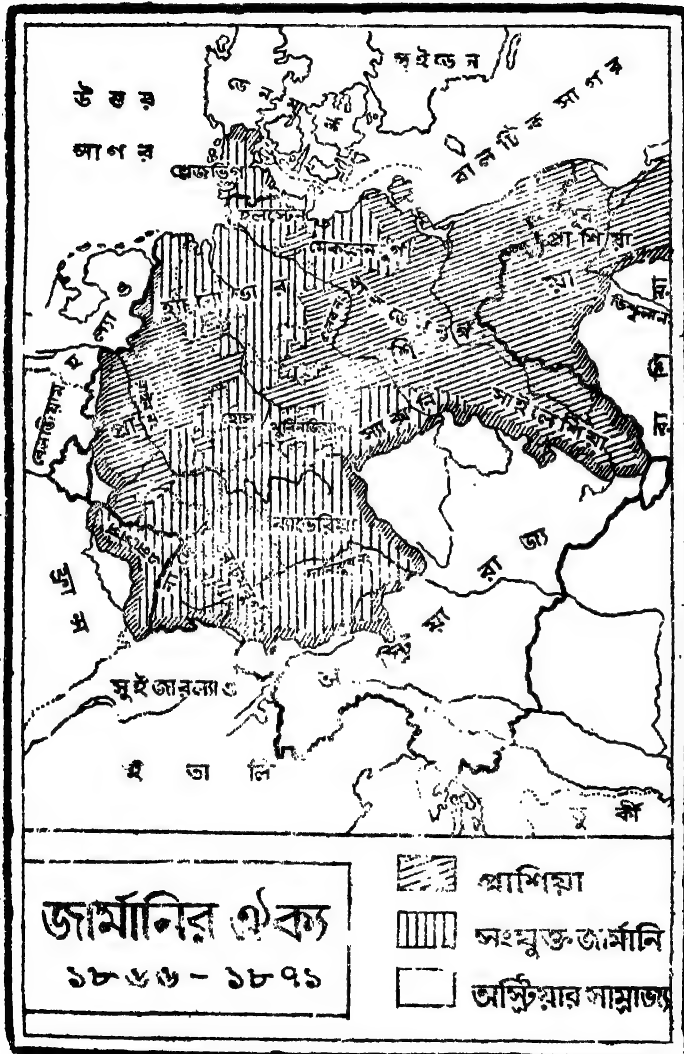
বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য এবং বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি (১৮৬২-৭০ খ্রীঃ)

(Unification of Germany under Bismarck and the Foreign Policy of Bismarck, 1862-70)

জার্মানীর ঐক্য স্থাপনে বিসমার্কের প্রস্তুতি (Preparation for German Unification by Bismarck) : ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের বিফলতার ফলে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা বিফল হয়। ইতিহাসের দেবীর নির্দেশে বিসমার্ক তাঁহার "রক্ত ও লৌহ" (Blood and iron) নীতির দ্বারা জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের সহিত তাঁহার পার্লামেণ্টের উদারপন্থী সদস্যদের ১৮৬২ খ্রীঃ প্রাশিয়ার

উদারতন্ত্রীদের সহিত সংঘাত : রক্ত ও লৌহ নীতি ঘোষণা

সেনাদল সংগঠন সম্পর্কে ঘোর মতভেদ হয়। পার্লামেণ্ট প্রাশিয়ার রাজাকে সামরিক সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিতে অস্বীকার করে। এই পরিস্থিতিতে প্রথম উইলিয়াম বিসমার্ককে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। বিসমার্ক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের সময় বলেন যে, তিনি কিছুতেই প্রাশিয়ার রাজশক্তির ক্ষমতা হ্রাস করিতে দিবেন না। বিসমার্ক এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় ছিলেন যে, প্রাশিয়ার রাজবংশের



নেতৃত্বে এবং প্রাশিয়ার সামরিক ক্ষমতার দ্বারা জার্মানীর রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধ নীতি গ্রহণের

সম্পর্কে যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। প্রাশীয় পার্লামেণ্টে এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, "জার্মানী প্রাশিয়ার উদারতন্ত্রের দিকে তাকাইয়া থাকে নাই। প্রাশিয়ার শক্তির দিকেই তাকাইয়া আছে। বিতর্ক বা ভোটের দ্বারা জাতীয় সমস্যার (অর্থাৎ জার্মানীর ঐক্য) সমাধান হইবে না, রক্ত ও লৌহের দ্বারা একমাত্র সমাধান হইবে।" বিসমার্ক আরও বলেন যে, "জার্মানী একটি ছোট দেশ। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া দুই শক্তির স্থান এই দেশে সংকুলান হইবে না। সুতরাং প্রাশিয়ার স্বার্থে অস্ট্রিয়াকে জার্মানী ত্যাগ করিতে হইবে।" এজন্য দরকার হইলে যুদ্ধ করার নীতি গ্রহণে তিনি অনিচ্ছুক নন, একথা বিসমার্ক স্পষ্টভাবে বলিয়া দেন। বিসমার্ক পার্লামেণ্টের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রাশিয়ার সেনাদলকে বিখ্যাত সমর বিজ্ঞানী ফন মোল্টকির (Von Moltke) সাহায্যে এক শক্তিশালী সমরযন্ত্রে পরিণত করেন।

১৮৬২ খ্রীঃ বিসমার্কের কূটনীতি—অস্ট্রিয়ার মিত্রতাহীনতা

ঐতিহাসিক এরিখ আইকের (Erich Eyek) মতে, তিনি জানিতেন যে, যতদিন জার্মান রাজ্যগুলি ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা স্থাপিত বুণ্ড বা কেন্দ্রীয় সভা ও অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল থাকিবে, ততদিন প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য স্থাপন সম্ভব হইবে না।[1] এজন্য তিনি বুণ্ডের সভায় অস্ট্রিয়ার মর্যাদা নষ্ট করিয়া অস্ট্রিয়ার আধিপত্য নষ্ট করার নীতি নেন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তিনি জার্মানীর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে সংগঠনের চেষ্টা করেন। তিনি বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তির সহিত প্রাশিয়ার মিত্রতা স্থাপন করিয়া কূটনৈতিক দিক হইতে অস্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করার চেষ্টা করেন। বিসমার্ক এইরূপ সতর্কতার সহিত (১৮৬২-১৮৭৪ খ্রীঃ) তাঁহার কূটনীতি পরিচালনা করেন যে, অস্ট্রিয়া তাঁহার আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে ব্যর্থ হয়।[2] জার্মান কেন্দ্রীয় সভায় অস্ট্রিয়ার জনপ্রিয়তা হ্রাসের উদ্দেশ্যে তিনি গণভোটের ভিত্তিতে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সংশোধনের কথা বলেন। ইহাতে জার্মানীর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির উৎসাহ বাড়ে। ১৮৬২ খ্রীঃ তিনি ফ্রাংকো-প্রাশিয় বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়া, ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার মিত্রতার সোপান রচনা করেন। ১৮৬২ খ্রীঃ পোলজাতি স্বাধীনতা লাভের জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে, বিসমার্ক রাশিয়াকে এই বিদ্রোহ দমনে বিশেষ সাহায্য করেন। এইভাবে রাশিয়া ও ফ্রান্স এই দুই বৃহৎ শক্তির মিত্রতা তিনি প্রাশিয়ার অনুকূলে পান।

স্লেজভিগ ও হলষ্টিন সমস্যা

ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ (The Danish War): ১৮৬৩ খ্রীঃ স্লেজভিগ ও হলষ্টিনের প্রশ্ন লইয়া সংকট দেখা দিলে, বিসমার্ক এই সমস্যাকে জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের কাজে ব্যবহার করেন। স্লেজভিগ প্রদেশে কিছু সংখ্যক ডেন বসবাস করিত। হলষ্টিনের অধিবাসীরা ছিল জার্মান। একটি পুরাতন চুক্তি অনুসারে ডেনমার্কের রাজবংশ, এই দুইটি ডাচির উপর স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব করিতেন। এই চুক্তি অনুসারে তাঁহারা এই

১. Eyek—Bismarck. Granville—P. 284.

২. Granville—P. 285.

দুই ডাচিকে ডেনমার্কের সহিত সংযুক্ত করিতে পারিতেন না। ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিকের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে, তাঁহার বংশ লোপ হয়। নবম ক্রিশ্চিয়ান তাঁহার পর ডেনমার্কের সিংহাসনে বসেন। লণ্ডনের প্রোটোকল অনুসারে তিনিও এই দুইটি ডাচিকে স্বতন্ত্রভাবে শাসন করিতে অঙ্গীকার দেন। কিন্তু ড্যানিশ জাতীয়তাবাদীরা এই দুইটি ডাচিকে ডেনমার্কের সহিত সংযুক্ত করিবার দাবী জানাইতে থাকে। ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিশ্চিয়ান লণ্ডন প্রটোকল ভাঙিয়া এই দুইটি ডাচিকে ১৮৬৩ খ্রীঃ ডেনমার্কের সহিত সংযুক্ত করেন।

ডেন সরকারের উপরোক্ত কাজের ফলে জার্মানীতে তীব্র জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জার্মান বুণ্ড বা রাষ্ট্রমণ্ডলের সভায় স্লেজভিগ্ ও হলষ্টিনকে ডেনমার্কের কবল হইতে মুক্ত করিয়া জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার সংকল্প নেওয়া হয়। বিসমার্ক জার্মান জাতীয়তাবাদের এই বিস্ফোরণকে সুকৌশলে প্রাশিয়ার অনুকূলে ব্যবহার করেন। তিনি ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিশ্চিয়ানকে লণ্ডন চুক্তি মানিয়া চলিতে আহ্বান জানান। ক্রিশ্চিয়ান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ডাচি দুইটি ডেনমার্কের সহিত যুক্ত করিলে ডেনমার্ক লণ্ডনের সন্ধি ভাঙ্গিল বলিয়া বিসমার্ক ঘোষণা করেন। বিসমার্ক জার্মান বুণ্ডের মনোভাব অনুসারে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি অষ্ট্রিয়াকেও সহযোগী হিসাবে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত করেন। এজন্য তিনি অষ্ট্রিয়ার সহিত এক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে, বুণ্ড বা জার্মান জাতীয় সভার বাহিরে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিতে ডাচি দুইটির সমস্যার সমাধান করিবে।

অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি

অতঃপর প্রাশিয় ও অষ্ট্রিয় যুগ্মবাহিনী ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধে, ডেনমার্ককে পরাজিত করিয়া ডাচি দুইটি অধিকার করে। পোল বিদ্রোহে ব্যস্ত থাকায় রাশিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ হয়। বিসমার্ক কূটনৈতিক চাল দ্বারা ফ্রান্সকে নিরপেক্ষ রাখেন।[১] ফলে বিসমার্ক সহজে ডেনমার্ককে পরাস্ত করিয়া ডেনরাজ নবম ক্রিশ্চিয়ানের নিকট হইতে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার যুগ্ম অধিকারে ডাচি দুইটিকে আনেন। গ্যাষ্টিনের সন্ধি, ১৮৬৫ খ্রীঃ দ্বারা (Convention of Gastein) আপাততঃ স্লেজভিগ্ প্রাশিয়ার অধিকারে এবং হলষ্টিন অষ্ট্রিয়ার অধিকারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। গ্যাষ্টিনের সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া স্থির করে যে, ভবিষ্যতে দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিতে ডাচি দুইটি সম্পর্কে পাকা ব্যবস্থা করা হইবে, অষ্ট্রিয়া এই ডাচি দুইটির প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সভা বা বুণ্ডে উত্থাপন করিবে না।

ডেনমার্কের পরাজয় ও গ্যাষ্টিনের সন্ধি

গ্যাষ্টিনের চুক্তির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। জার্মানীর কেন্দ্রীয় সভা বা বুণ্ডের অভিমতের বিরুদ্ধে ডাচি দুইটিকে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করায় অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ উঠে। কারণ অষ্ট্রিয়া ছিল জার্মান বুণ্ড বা রাষ্ট্রমণ্ডলের সভাপতি। তাহার এই স্বার্থপর আচরণ তাহার মর্যাদা নষ্ট করে। ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির তীব্র প্রতিবাদের ফলে অষ্ট্রিয়া

গ্যাষ্টিনের সন্ধির গুরুত্ব

১. Eyck—Bismarck. P. 93.

উত্যক্ত হইয়া পড়ে এবং গ্যাষ্টিনের সন্ধির এক তরফা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। অষ্ট্রিয়া জাতীয় সভার নিকট প্রস্তাব দেয় যে, ডাচি দুইটি ডিউক অফ অগাষ্টেনবার্গকে দেওয়া হউক। অষ্ট্রিয়া এই প্রস্তাব দিলে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়াকে গ্যাষ্টিনের সন্ধিভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইভাবে বিসমার্ক শ্লেজভিগ্ ও হলষ্টিন সমস্যাকে অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধের উপলক্ষ হিসাবে ব্যবহার করেন। এই কারণে গ্যাষ্টিনের সন্ধির পর বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, "আমি মাত্র কাগজ দ্বারা ফাটল বন্ধ করিয়াছি; আমি আগামী বড় ফাটল সৃষ্টির জন্য চেষ্টায় আছি।"[১]

ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে গ্যাষ্টিনের সন্ধির অব্যবহিত পরেই বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের জন্য কুটনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি আরম্ভ করেন।[২]

অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের প্রস্তুতি

তিনি অষ্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। তিনি বিয়ারিৎসের গোপন চুক্তি (Pact of Biarritz) দ্বারা আসন্ন অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের নিরপেক্ষতা লাভ করেন। (বিশদ বিবরণ পৃঃ ২০৪) দেখ। ঐতিহাসিক গ্রেনভিলের মতে বিসমার্ক, তৃতীয় নেপোলিয়নকে ইহা বুঝান যে জার্মান জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হইলে বেলজিয়াম ও রাইন প্রদেশের কিছু অংশ ফ্রান্সের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে।[৩] তৃতীয় নেপোলিয়নও মনে করেন যে, অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইবে। তিনি এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন। বিসমার্ক ইতালীর সহিত এক চুক্তি (৮-৯ই এপ্রিল, ১৮৬৬ খ্রীঃ) দ্বারা ইতালীকে ভিনিসিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার শর্তে প্রাশিয়ার পক্ষে ইতালীর মিত্রতা লাভ করেন। এদিকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় অষ্ট্রিয়ার শত্রুতাপূর্ণ আচরণের জন্য রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার উপর বিরক্ত ছিল। পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের সময় প্রাশিয়ার উদার সাহায্যের কথা রাশিয়া মনে রাখিয়াছিল। সুতরাং রাশিয়ার নিরপেক্ষতাও বিসমার্ক লাভ করেন। ফলে ইওরোপ মহাদেশে অষ্ট্রিয়া মিত্রহীন হইয়া পড়ে।

জার্মানীর জাতীয় সভায় অষ্ট্রিয়াকে কোণঠাসা করিবার জন্য বিসমার্ক জার্মানীতে গণভোট প্রবর্তন করার প্রস্তাব দেন। জার্মানীতে গণভোট প্রবর্তিত হইলে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিত। স্বভাবতঃ অষ্ট্রিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ফলে বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, অতঃপর প্রাশিয়া জার্মানীর বুণ্ড বা জাতীয় সভার সহিত সম্পর্ক রাখিবে না। কারণ ইহাতে প্রকৃত গণতন্ত্র নাই। জার্মানীর সকল রাষ্ট্রকে এই সভা ত্যাগ করিয়া, প্রাশিয়ার সহিত যোগ দিয়া জার্মানীর নূতন সংবিধান চালু করার জন্য বিসমার্ক আহ্বান জানান। যে সকল রাষ্ট্র এই আহ্বান উপেক্ষা করিবে তাহাদের শত্রু

অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের কারণ

১. "I have prepared over the cracks; I am preparing for the coming fissure."

২. A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe. P. 157-158. See foot notes on. P. 157.

৩. Grenville. P. 290.

দেশ হিসাবে গণ্য করার হুমকি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া শ্লেজভিগ্ ও হলস্টিনের প্রশ্ন জার্মান জাতীয় সভায় উত্থাপন করিলে, গ্যাস্টিনের সন্ধিভঙ্গের জন্য প্রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে দায়ী করে। প্রাশিয় সেনাদল হলস্টিন হইতে অস্ট্রিয় সেনাদলকে বিতাড়িত করিয়া হলস্টিন অধিকার করে। ক্রুদ্ধ অস্ট্রিয়া জার্মান জাতীয় সভায় প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তাব আনিলে, তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। ইহার পর বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, প্রাশিয়া জার্মান জাতীয় সভার অস্তিত্ব স্বীকার করিবে না।

ইহার ফলে অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ (১৮৬৬ খ্রীঃ) আরম্ভ হয়। মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে প্রাশিয়ার সমরনায়ক ফন মোল্টকি এবং সেনাপতি ফন রুণ অস্ট্রিয়া এবং তাহার সহযোগী জার্মান রাজ্যগুলিকে পরাস্ত করেন। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীর পথ বিজয়ী প্রাশিয় সেনাদলের জন্য উন্মুক্ত হয়। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম ও তাঁহার সেনাপতিমণ্ডলী ভিয়েনা অধিকারের জন্য উদগ্র হইলেও বিসমার্ক তাঁহাদের নিরস্ত করেন। তিনি অস্ট্রিয়াকে সম্মানজনক ব্যবহার দ্বারা মিত্রভাবাপন্ন রাখিতে ব্যস্ত হন। তিনি জানিতেন যে, এক জার্মান রাষ্ট্র দ্বারা অপর এক জার্মান রাষ্ট্রের অপমান জার্মান জাতীয়তাবাদকে আহত করিবে। অস্ট্রিয়া এই অপমান সহজে ভুলিবে না। তিনি প্রাগের সন্ধি দ্বারা (১৮৬৬ খ্রীঃ) অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তি স্থাপন করেন। এই সন্ধির আলোচনার সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিলেও তাহা বিশেষ কার্যকরী হয় না। প্রাগের সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যেঃ—

অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ এবং প্রাগের সন্ধি

(১) অস্ট্রিয়া, জার্মানী হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে এবং জার্মানীর বুণ্ড বা জাতীয় সংগঠনের অবলুপ্তিতে স্বীকৃতি দিবে। (২) মেইন নদীর উত্তরে অবস্থিত জার্মান রাজ্যগুলিকে লইয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের গঠনকে অস্ট্রিয়া স্বীকৃতি দিবে। (৩) মেইন নদীর দক্ষিণে অবস্থিত জার্মান রাজ্যগুলিকে লইয়া দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রসংঘ উত্তর জার্মানী হইতে পৃথক থাকিবে। (৪) অস্ট্রিয়া যুদ্ধের জন্য প্রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিবে। (৫) উত্তর জার্মানীর হ্যানোভার, হেসি, ফ্রাঙ্কফুর্ট ও ন্যাসো (Nassau) রাজ্যগুলি প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ায়, প্রাশিয়া এই রাজ্যগুলিকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিবে। (৬) অস্ট্রিয়া ইতালীকে ভেনিসিয়া প্রদেশ ছাড়িয়া দিবে। (৭) প্রাশিয়া শ্লেজভিগ ও হলস্টিন নিজ রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিবে।

প্রাগের সন্ধির গুরুত্ব এই ছিল যে, এই সন্ধির দ্বারা প্রকারান্তরে উত্তর জার্মানীর সকল রাজ্য প্রাশিয়ার অধীনে চলিয়া যায়। অস্ট্রিয়া জার্মানী হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে উত্তর জার্মানীর রাজ্যগুলির পক্ষে প্রাশিয়ার আধিপত্য স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না। দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলি তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের ফলে বিচ্ছিন্ন থাকে। বিসমার্ক দক্ষিণ জার্মানীর ক্যাথলিক রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলেন যে, "আমি আমার গৃহে এতগুলি ক্যাথলিক আনিতে চাহি না" (I do not want so many Catholics)

প্রাগের সন্ধির গুরুত্ব

in my house)।[১] প্রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত উত্তর জার্মানী ছিল সমগ্র জার্মানীর মোট ⅔ অংশ। বিসমার্ক আপাততঃ ইহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন।[২]

ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়া এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের ক্ষতিপূরণ নীতি

স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর ফ্রান্সে জার্মানীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফ্রান্স জার্মানীকে বিভক্ত রাখিয়া তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করিত। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া জার্মানীকে খণ্ডিত রাখার নীতি ফ্রান্স অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। এখন স্যাডোয়ার যুদ্ধের দ্বারা উত্তর জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইলে ফ্রান্স মনে করে যে, তাহার নিরাপত্তা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। ফ্রান্সের রাজনীতিবিদ্ থিয়ার্স ঘোষণা করেন যে, "স্যাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া পরাজিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সই এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। ফ্রান্সকে ইহার প্রতিরোধ করিতে হইবে।" ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ থাকার জন্য স্বদেশবাসীর নিকট ধিক্কৃত হন। তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার ক্ষীয়মান জনপ্রিয়তা বাঁচাইবার জন্য অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় তাঁহার নিরপেক্ষতার মূল্য-স্বরূপে জার্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। তিনি মেইনজ (Mainz) প্রস্তাব দ্বারা ১৮১৪ খ্রীঃ ফ্রান্সের সীমান্ত রাইন নদের নিকট যে স্থানে ছিল তাহা ফিরাইয়া দেওয়ার দাবী জানান। বিসমার্ক জানাইয়া দেন যে, জার্মানীর একটিও গ্রাম ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না।[৩] অতঃপর তৃতীয় নেপোলিয়ন বেলজিয়ামে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। বিসমার্ক ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন যে, যদি তৃতীয় নেপোলিয়ন দক্ষিণ জার্মানীতে প্রাশিয়ার অবাধ হস্তক্ষেপে সম্মতি দেন তবে তিনি ফরাসী প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইহাতে অসম্মত হন। কারণ দক্ষিণ জার্মানীর ক্যাথলিক রাজ্যগুলিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে চান। অতঃপর তৃতীয় নেপোলিয়ন জার্মানীর সীমান্তে লাক্সেমবার্গ প্রদেশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে (১৮৬৬ খ্রীঃ) দাবী করেন। জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করায় বিসমার্ক এই দাবী নাকচ করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের ক্ষতিপূরণ দাবী নাকচ করায় ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের দায়িত্ব

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বিসমার্ক অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের (১৮৬৬ খ্রীঃ) সময় হইতে ফ্রান্সের সহিত পরবর্তী যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন। আধুনিক গবেষকদের মতে, এই ধারণা হইল ভ্রান্ত। আসলে ১৮৬৭ খ্রীঃ পর্যন্ত তৃতীয় নেপোলিয়ন অথবা বিসমার্ক কেহই যুদ্ধের কথা ভাবেন নাই। ১৮৬৭ খ্রীঃ পরেও বিসমার্ক ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করেন। লাক্সেমবার্গের ঘটনার আগে পর্যন্ত তৃতীয় নেপোলিয়নও জার্মানীর সহিত যুদ্ধের কথা ভাবিতেন না। হয়তঃ এই যুদ্ধ এড়ান যাইত। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের উগ্র মেজাজী মন্ত্রী গ্রামো এমনভাবে জার্মানীর সহিত ব্যবহার

১. Grenville. P. 304.
২. Ibid. P. 310.
৩. Eyck—Bismarck. P. 137.

করেন যে, যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। পরিস্থিতির চাপে যুদ্ধ অনিবার্য দেখিয়া, বিসমার্ক ফ্রাংকো-প্রাশিয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি যুদ্ধ অনিবার্য দেখিয়া কূটনীতির দ্বারা ফ্রান্সকে মিত্রহীন করেন।

বিসমার্ক ফ্রান্সকে বিপদগ্রস্থ করিবার উপায় শীঘ্রই আবিষ্কার করেন। বিসমার্কের অর্থ এবং প্ররোচনায় স্পেনের পার্লামেন্টের সদস্যরা তাহাদের রাণী ইসাবেলাকে ১৮৬৮ খ্রীঃ সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করে। এই সিংহাসনে প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ন বংশের যুবরাজ লিওপোল্ডকে বসাইবার প্রস্তাব স্পেনের পার্লামেন্ট নেয়। যদি এই প্রস্তাব কার্যকরী হইত তবে ফ্রান্স পূর্বে হোহেনজোলার্ন রাজবংশ শাসিত জার্মানী এবং পশ্চিমে একই বংশের শাসনে স্পেন দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়িত। ঐতিহাসিক আইখের মতে, "ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ ঘটাইবার ইচ্ছায় বিসমার্ক স্পেনের সমস্যা সৃষ্টি করেন।"[১]

স্পেনের সিংহাসনের সমস্যা

বিসমার্কের আকাঙ্ক্ষিত পথে ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হয়। ফ্রান্সের সংবাদপত্রে ও পার্লামেন্টে হোহেনজোলার্ন উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জাগিয়া উঠে। ফরাসী মন্ত্রী গ্রামোঁ জার্মানীর রাজা প্রথম উইলিয়ামের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইলে, তাঁহার আদেশে লিওপোল্ড স্পেনের সিংহাসন গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু ফ্রান্সের উগ্রপন্থী মন্ত্রী গ্রামোঁ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া জার্মানীর রাজা প্রথম উইলিয়ামের নিকট হইতে এই মর্মে এক গ্যারান্টি পত্র দাবী করেন যে, প্রাশিয়ার রাজবংশের কেহ কোনদিন স্পেনের সিংহাসনে বসিবে না। ফরাসী রাষ্ট্রদূত বেনেদিতিকে অবিলম্বে এই গ্যারান্টিপত্রে জার্মান রাজ প্রথম উইলিয়ামের স্বাক্ষর আদায় করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। বেনেদিতি এমস নামক স্থানে হাজির হইয়া গ্যারান্টিপত্র স্বাক্ষরের জন্য প্রথম উইলিয়ামকে অনুরোধ করেন। জার্মান সম্রাট ভদ্র অথচ দৃঢ়ভাবে এই দাবী নাকচ করেন। তিনি বলেন যে, "স্পেনের সিংহাসন গ্রহণে তাঁহার অসম্মতিই যথেষ্ট। ইহার পর তাঁহার পক্ষে মুচলেখা দেওয়া সম্ভব নয়।" প্রথম উইলিয়াম এমসের আলোচনা টেলিগ্রাম যোগে রাজধানীতে বিসমার্ককে জানাইয়া দেন। ধুরন্ধর বিসমার্ক এই টেলিগ্রামের কিছু অংশ বাদ দিয়া সম্পাদনা করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। ইহার ফলে ফ্রান্সে ধারণা জন্মায় যে, ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে প্রাশিয়ার রাজা অপদস্থ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবী তীব্র হইয়া উঠে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী রাষ্ট্রদূত বেনেদিতির নিকট এই খবরের সত্যতা যাচাই না করিয়া, মহা ভুল করেন। জনমতের চাপে ফ্রান্স ১৮৭০ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এমস টেলিগ্রাম

ইহার আগেই বিসমার্ক কূটনীতির দ্বারা ফ্রান্সকে ইওরোপে মিত্রহীন করেন। বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গের উপর তৃতীয় নেপোলিয়নের পুরাতন বাতিল হওয়া দাবীকে বিসমার্ক তারিখ না দিয়া ইংলণ্ডের টাইমস পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ইহার ফলে

১. **"Bismarck raised the affair with the intention and expectation of it leading to war."—Eyck. P. 170.**

ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা মনে করে যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন নূতনভাবে ক্ষতিপূরণ নীতি লইয়াছেন। ইহার ফলে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ বন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ডাকার চেষ্টা ত্যাগ করে। এদিকে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। ইহার বিনিময়ে প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত রাশিয়াকে ভাঙিতে বিসমার্ক সাহায্য করেন। অস্ট্রিয়া ও ইতালী নেপোলিয়নের অতীত শত্রুতা ভুলে নাই। তাহারা নিরপেক্ষ থাকে। জার্মান বাহিনী ফরাসী বাহিনীকে সেডানের যুদ্ধক্ষেত্রে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খ্রীঃ) ভয়ংকরভাবে পরাজিত করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে বন্দী হন। ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরী জার্মান সেনা অধিকার করে। এদিকে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সময় দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলি জার্মানীর সহিত ঐক্যবদ্ধ হয়। ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধির দ্বারা ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের অবসান ঘটে। জার্মানী ফ্রান্সের নিকট হইতে আলসাস ও লোরেন প্রদেশের একাংশ পায়। ফ্রান্স জার্মানীকে ৫০০ কোটি ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দেয়। ক্ষতিপূরণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত জার্মান সেনা ফ্রান্সের একাংশ অধিকার করে। এইভাবে তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে বিসমার্কের "রক্ত ও লৌহ" নীতির দ্বারা জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয়।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ : সেডানের পরাজয় : ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি

অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের (১৮৬৬ খ্রীঃ) গুরুত্ব (Significance of the Austro-Prussian War of 1866) : ১৮৬৬ খ্রীঃ স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার নিকট অস্ট্রিয়ার পরাজয় ছিল ইওরোপের সামরিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলে ইওরোপের শক্তিসাম্যের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। বিভক্ত জার্মানীর পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর উদ্ভব হইলে ইওরোপের পুরাতন শক্তিসাম্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই যুদ্ধের আগে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে শক্তিসাম্য রাখার চেষ্টা করা হইত। ইহাদের মধ্যস্থলে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর উত্থানের ফলে অস্ট্রিয়া দূরে সরিয়া যায়। অতঃপর ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইওরোপের রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকা নেয়।

ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা

কিন্তু নবোদিত জার্মানীকে মানিয়া লইতে ফ্রান্স অস্বীকৃতি জানায়। ফরাসী জাতীয়তাবাদীরা মনে করে যে, প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য ফ্রান্সের নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করিবে। এজন্য ফরাসী জাতীয়তাবাদী নেতা যথা থিয়ার্স প্রভৃতি "স্যাডোয়ার বিজয়ের জন্য" জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ দাবী করেন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বদেশের জঙ্গী জনমতের চাপে বিসমার্কের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। ইহার ফলে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সূচনা হয়।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ

অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া জার্মানী হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। অস্ট্রিয়া পূর্ব ইওরোপের দিকে মনোযোগ দেয়। অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত হাঙ্গেরীতে এক জাতীয় ভাবের জাগরণ ঘটে। ফলে হ্যাপসবার্গ সম্রাট আউসগ্লেইক (Ausgleich) নামে এক সংবিধান দ্বারা অস্ট্রিয়ার সহিত হাঙ্গেরীকে সম-মর্যাদা দানে বাধ্য হন।

অস্ট্রিয়ার নূতন সংবিধান

অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে বিসমার্কের "রক্ত ও লৌহ নীতির" সফলতার জন্য প্রাশিয়ায় তাঁহার জনপ্রিয়তা দারুণ বাড়ে। উদারপন্থী দল তাঁহার প্রতি বিরোধিতা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানায়। প্রাশিয়ার প্রতি অন্য জার্মান রাজ্যগুলির আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। এই যুদ্ধের ফলে ইতালীর ঐক্যের কাজ আরও আগাইয়া যায়। প্রাগের সন্ধির দ্বারা ইতালী ভেনেসিয়া প্রদেশ অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে পায়। এই সকল কারণে অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধকে ঐতিহাসিক সি. ডি হ্যাজেন 'প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইওরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১]

বিসমার্কের জনপ্রিয়তা ও ইতালীর ঐক্যের অগ্রগতি

১৮৭০ খ্রীঃ ইওরোপের অবস্থা : ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের (১৮৭০ খ্রীঃ) ফলাফল (The Condition of Europe in 1870 : Results of the Franco-German War of 1870) : ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধের ফলাফল ইহার ৪ বৎসর আগের অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক গভীর ও সুদূর-প্রসারী ছিল। ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধের ফলে ইওরোপের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থায়ীভাবে পাল্টাইয়া যায়। জার্মানীর উপর এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ছিল ব্যাপক। ঐতিহাসিক কেটেলবির মতে, "ফ্রাংকো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে বিসমার্ক জার্মানীর প্রভুত্ব এবং জার্মানী, ইওরোপের প্রভুত্ব পায়।"[২] বিসমার্কের "রক্ত ও লৌহ নীতি"র চূড়ান্ত সাফল্য সূচিত হয়। দক্ষিণ জার্মানীর বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি শেষ পর্যন্ত জার্মানীর সহিত ঐক্যবদ্ধ হয়। ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ইওরোপে একটি প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যেক্ষেত্রে ফ্রান্সের লোকসংখ্যা ছিল ৩৬ মিলিয়ান, জার্মানীর লোকসংখ্যা ৪১ মিলিয়ানে দাঁড়ায়। জার্মানীর সামরিক শক্তি ইওরোপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই সামরিক রাষ্ট্রের ভয়ে অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তিগুলি ভীতিগ্রস্থ হইয়া পড়ে। জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব দ্রুত বিস্তৃত হয়। শিল্পোন্নত ও সমৃদ্ধ জার্মানী ক্রমে উপনিবেশ বিস্তারের পথে পা বাড়ায়। নবোদিত জার্মানী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশ এবং বাণিজ্যের বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দেয়।

জার্মানীর উত্থান

ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধ ফ্রান্সের ইতিহাসে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। সেডানের যুদ্ধে জার্মানীর নিকট পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন ঘটে। ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। তৃতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র ফ্রাংকফুর্টের সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ দুইটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ফ্রান্স এই অবমাননার প্রতিশোধের জন্য ১৮৭০ খ্রীঃ হইতে নিরন্তর চেষ্টা চালায়। ফলে ফ্রাংকো-জার্মান সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। শেষ পর্যন্ত ইহা প্রথম মহাযুদ্ধে পরিণত হয়। ফ্রাংকো-

ফ্রান্সের প্রতিশোধ নীতি ও জার্মান বিরোধিতা : প্যারিস কমিউন

১. "The year 1866 was a turning point in the history of Prusia. Austria, France and Europe." C. D. Hazen—Europe Since 1815.

২. "The Franco-Prussian war made Bismarck the master of Germany and Germany the mistress of Europe." Ketelbey—History of Modern Times. P. 282.

প্রাশিয়া যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এই সময় কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ (১৮৭১ খ্রীঃ) আরম্ভ হয় (বিশদ বিবরণের জন্য দ্বাবিংশ অধ্যায় পৃঃ ৩০৮ দেখ)। ইহাকে প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ বলা হয়। প্রজাতন্ত্রী সরকারের সহিত কমিউনিষ্টদের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত কমিউনের পতন ঘটে।

ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের ফলে ইতালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। রোম হইতে ফরাসী সেনা অপসারিত হইলে রোম ইতালীর সহিত যুক্ত হয়। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সুযোগে রাশিয়া প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্তগুলি ভাঙিয়া ফেলে। রাশিয়া ইওরোপের রাজনীতিতে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। এছাড়া জার্মানী ও ইতালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হইলে ইওরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রের জটিলতা দূর হয়। ফ্রাঙ্কো জার্মান যুদ্ধের ফলে ইওরোপে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের কাজের অগ্রগতি হয়। বিসমার্ক সামরিক শক্তির দ্বারা সন্ধিগুলি ভাঙিয়া জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার ফলে ইওরোপের রাজনীতিতে ঘোর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। 'আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে' আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের যে প্রথা ভিয়েনা কংগ্রেসের আমল হইতে চালু হইয়াছিল তাহা লোপ পায়। ইওরোপের রাজনীতিতে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি প্রবল হইয়া উঠে। ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা সন্ধির ভিত্তি ইহার ফলে একেবারে ভাঙিয়া যায়। অষ্ট্রিয়া জার্মানী হইতে মুখ ফিরাইয়া বলকানে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। পূর্বাঞ্চল সমস্যা ইহার ফলে তীব্রতর হয়।

ইতালী ও প্রাশিয়ার প্রভাব

প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যের মুল্যায়ন

(Significance of unification of Germany under Prussia): বিসমার্ক তাঁহার রক্ত ও লৌহ নীতির দ্বারা ২৯টি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানীকে প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করেন। ইতিহাসে ইহাকে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী ঐক্য বলা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে এই ধারণা সঠিক নয়। বিসমার্ক জার্মান জাতিকে প্রকৃতপক্ষে ঐক্যবদ্ধ করেন নাই। তাহা হইলে তিনি অপর জার্মান জাতি অর্থাৎ অষ্ট্রিয়গণকে জার্মানী হইতে কেন বহিষ্কার করেন? অষ্ট্রিয়ার জার্মানরাও অবশ্য খাটি জার্মান ছিল। সুতরাং তিনি বস্তুত যাহা করেন তাহা হইল জার্মান জাতির স্থায়ী বিচ্ছেদকরণ। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর জার্মানদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া তিনি অষ্ট্রিয়ার জার্মানদের স্বতন্ত্র রাজ্যে থাকিতে বাধ্য করেন। এইরূপ ধারণা যে অলীক নয় তাহার প্রমাণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলার জার্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়ার মিলন ঘটান।

তাছাড়া বিসমার্ক জার্মান রাজ্যগুলির সংযুক্তি গণতান্ত্রিক পথে আনেন নাই। ১৮৪৮ খ্রীঃ পর ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট গণভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে বিসমার্ক প্রাশিয় সামরিক শক্তির সাহায্যে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। অনেকে ইহাকে প্রাশিয়ার সামরিকবাদ বলেন। নবগঠিত জার্মানীর সংবিধানে সকল রাজ্যকে সমান অধিকার না দিয়া বিসমার্ক প্রাশিয়ার বিশেষ

আধিপত্য রক্ষা করেন। প্রাশিয়ার রাজাই হন জার্মান কাইজার; প্রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী হন জার্মানীর চ্যান্সেলার। আইন সভায় প্রাশিয়ার কৃত্রিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা স্থাপন করা হয়। এজন্য ম্যাকস ওয়েবার (Max Weber) বিসমার্ক কর্তৃক রচিত সংবিধানকে "ভণ্ড সংবিধান" (Sham Constitution) বলিয়াছেন।

তবে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যবদ্ধ হইবার পথ ইতিহাস সৃষ্টি করে। বিসমার্ক ছিলেন নিমিত্তমাত্র। তবুও বিসমার্ক বার বার বলেন যে, "জার্মানীর প্রাশিয়করণ হইবে; প্রাশিয়ার জার্মানীকরণ হইবে না।"

ইতালী ও জার্মানীর ঐক্যের তুলনা (Comparison between the German and Italian unifications): ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইতালী ও জার্মানী এই দুই দেশের জাতীয়তাবাদী ঐক্য ইওরোপের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। দুইটি দেশে নেপোলিয়নের শাসন স্থাপিত হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী প্রভাব উভয় দেশের উপরেই গভীরভাবে কাজ করিয়াছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর দুইটি দেশেই ভিয়েনা চুক্তির প্রতিক্রিয়াশীল নীতি প্রযুক্ত হয়। ইহার ফলে জার্মানী ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং ইতালী ৫টির অধিক রাজ্যে বিভক্ত হয়। তবে জার্মানীতে বৈদেশিক শাসন স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু ইতালীতে অস্ট্রিয়ার এবং বুরবোঁ রাজবংশের শাসন স্থাপিত হয়। এই কারণে ভিয়েনা সন্ধির বিরুদ্ধে সর্বাধিক প্রতিবাদ ইতালী ও জার্মানীতে দেখা যায়।

১৮১৫ খ্রীঃ পর ইতালী ও জার্মানী দুইটি দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ইতালী ও জার্মানীর মত ও পথ পৃথক ছিল। জার্মানীতে বিদেশী শক্তির শাসন ছিল না। জার্মানীর সমস্যা ছিল বিভক্ত জার্মান রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। অপর দিকে ইতালীর সমস্যা ছিল বিদেশী শক্তির শাসন হইতে মুক্তি এবং মুক্তি লাভের পর ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চলের ঐক্য স্থাপন। যেক্ষেত্রে জার্মান বুদ্ধিজীবিরা জার্মানীর জাতীয় সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির দ্বারা জার্মান জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির কথা বলেন, ইতালী দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনে থাকায় তাহার এইরূপ কোন ঐতিহ্য ছিল না।

জার্মানীতে যেরূপ প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া জার্মানীর ঐক্য স্থাপিত হয়, ইতালীতে সেইরূপ পিডমণ্টকে কেন্দ্র করিয়া ইতালীর ঐক্য স্থাপিত হয়। দুইটি রাজ্যের দুই মন্ত্রী যথা বিসমার্ক ও কাভুর এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তবে ইতালীকে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে অস্ট্রিয়ার হাত হইতে দেশকে মুক্ত করিতে হয়। জার্মানীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বৈদেশিক শক্তিগুলির নিরপেক্ষতাই যথেষ্ট ছিল। প্রাশিয়া তাহার নিজ শক্তির দ্বারা জার্মানীর ঐক্যযুদ্ধগুলিতে জয়লাভ করে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, জার্মানী ও ইতালী উভয় দেশের ক্ষেত্রে উভয় দেশের ঐক্যের বাধা ছিল অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলেই ইতালীর ঐক্য ও জার্মানীর ঐক্য সম্পন্ন হয়।

কাভুর ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাহাকে পিডমণ্টের রাজবংশের অধীনে এক উদারতান্ত্রিক সংবিধানে আবদ্ধ করেন। যদিও তিনি গণভোট স্বীকার করেন নাই তথাপি পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার আগ্রহ ছিল সুবিদিত। অপর

দিকে বিসমার্ক জার্মানীকে প্রাশিয়ার রাজবংশের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি স্বৈরতন্ত্রের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। যদিও তিনি এক সংবিধান প্রবর্তন করেন, তাহাতে আসল ক্ষমতা ছিল জার্মান সম্রাটের হাতে। মন্ত্রীসভা তাঁহার নিকট দায়িত্ববদ্ধ ছিল। তবে কাভুর ইতালীর সকল অঞ্চলের সমান উন্নতির চেষ্টা করেন নাই। দক্ষিণ ইতালী একটি অনগ্রসর অঞ্চল থাকে। বিসমার্কও জার্মানীতে প্রাশিয়াকে সকল বিষয়ে অগ্রাধিকার দেন।

পরিশেষে বিসমার্ক ও কাভুর উভয়েই ছিলেন Real Politik-এর অনুরাগী। তবে বিসমার্ক ইতিহাসে কাভুর অপেক্ষা অনেক বেশী খ্যাতি পাইয়াছেন। কাভুর তাঁহার জীবনকালে সমগ্র ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারেন নাই। ঐক্যবদ্ধ ইতালীর সংগঠন ও উন্নতি করিতে কাভুর জীবিত থাকেন নাই। বিসমার্ক ছিলেন দীর্ঘজীবি। তিনি জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার পর আরও ২০ বৎসর সংগঠন ও উন্নতির জন্য কাজ করেন। বিসমার্ক ছিলেন কূটনীতিতে কাভুর অপেক্ষা ধুরন্ধর। তবে বিসমার্ক ছিলেন অপেক্ষাকৃত নীতিজ্ঞান-হীন ও প্রভাবশালী। কাভুর তুলনামূলকভাবে ছিলেন অনেকটা ম্লান ও আত্মপ্রচার-বিমুখ।

পাঠ্যসূচী

১। Eyck—Bismarck and His System of Alliances.
২। A. J P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe.
৩। Agatha Ramm—Germany.
৪। New Cambridge Modern History. Vol. X.
৫। Langer—Bismarck and His System of Alliances.
৬। Chapman—The Third Republic of France.
৭। Brogan—The Development of Modern France.
৮। T. Zeldyn—France.

উনবিংশ অধ্যায়

বিসমার্কের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী (১৮৭১-১৮৯০ খ্রীঃ)

(Unified Germany under Bismarck, 1871-1890)

বিসমার্কের আভ্যন্তরীণ শাসন নীতি, ১৮৭১—১৮৯০ খ্রীঃ (The Internal Administration of Germany by Bismarck, 1871—1890) : জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইবার পর বিসমার্ক জার্মানীর জন্য একটি নূতন সংবিধান রচনা করেন। এই সংবিধানে জার্মানীকে একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ২৫টি অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। জার্মানী যদিও একটি যুক্তরাষ্ট্র ছিল কিন্তু কাগজ-কলমে জার্মানীকে

জার্মান যুক্তরাষ্ট্র

জার্মান সাম্রাজ্য (German Empire) বলিয়া বলা হয়। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়। অঙ্গরাজ্যগুলিতে পুরাতন রাজতান্ত্রিক শাসন বজায় থাকে। প্রতি অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়। তবে কয়েকটি সাধারণ বিষয়ে কেন্দ্রের এক্তিয়ার স্থাপিত হয়। দেশরক্ষা, সেনা বাহিনী, রেলপথ, বৈদেশিক নীতি, ব্যাংক ব্যবস্থা, রাজস্ব ও শুল্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান হিসাবে জার্মান সম্রাট কাইজার থাকেন। সংবিধানে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা স্বীকৃত হয়। শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে তিনি থাকেন। তিনি বংশানুক্রমিকভাবে রাজত্ব করার অধিকার পান। তিনি তাঁহার প্রধানমন্ত্রী বা রাইখ চ্যান্সেলর এবং মন্ত্রীসভাকে নিয়োগ ও বরখাস্তের অধিকার পান। জার্মান প্রধানমন্ত্রীকে তাঁহার কাজের জন্য সম্রাটের নিকট দায়ী থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়।

কাইজারের ক্ষমতা

কেন্দ্রে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। উর্ধ্ব কক্ষের নাম ছিল বুণ্ডসরাট (Bundesrat)। জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তাঁহাদের মনোনীত প্রতিনিধিকে এই সভার সদস্য হিসাবে পাঠাইত। প্রাশিয়া তাহার প্রাধান্য রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য মনোনয়ন করিত। কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষের নাম ছিল রাইখ্‌স্ট্যাগ (Reichstag)। জার্মানীর জনসাধারণের ভোটে এই সভার সদস্যরা নির্বাচিত হইত। এই সভার ৩৯৭ জন সদস্যের মধ্যে প্রাশিয়া হইতে ২৩৫ জন সদস্য নির্বাচিত হইত। এইভাবে বিসমার্ক জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করেন। বিসমার্ক এই সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইনসভার উর্ধ্ব কক্ষে জার্মানীর রাজাদের স্বার্থ এবং নিম্ন কক্ষে জনসাধারণের স্বার্থের সমন্বয় করেন। কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট রচনা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি উর্ধ্বকক্ষ বুণ্ডসর‍্যাট করিতে পারিত। এই সকল আইনের সমালোচনা নিম্ন কক্ষ করিতে পারিত।

আইনসভা গঠন : প্রাশিয়ার প্রাধান্য রক্ষা

নূতন সংবিধানে আইনসভাকে সার্বভৌম ক্ষমতা দান করা হয় নাই। জার্মানীর মন্ত্রীসভা তাহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী ছিল না। মন্ত্রীসভা সম্রাটের নির্দেশে চলিত। সম্রাট ও প্রধানমন্ত্রীর হাতে সরকারের কার্য নির্বাহক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। আইনসভা ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না। আইনসভা কেবলমাত্র আইন রচনা ও বাজেট পাশ করিত। কিন্তু সেই আইনগুলিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগের জন্য তাহাদের মন্ত্রীসভার মর্জির উপর নির্ভর করিতে হইত। আইন সভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলেও চ্যান্সেলার পদত্যাগ করিতে বাধ্য ছিলেন না। কারণ তিনি তাঁহার কাজের জন্য সম্রাটের নিকট একমাত্র দায়ী ছিলেন। ম্যাক্স ওয়েবার নামক ঐতিহাসিক এজন্য বিসমার্কের সংবিধানকে "ভণ্ড সংবিধান" (Sham Constitution) আখ্যা দিয়াছেন।[১] বিসমার্ক যে সংবিধান প্রবর্তন করেন তাহার দ্বারা জার্মানীকে যুক্তরাষ্ট্র রূপে গঠন করা

জার্মান সংবিধানের ত্রুটি : স্বৈরতন্ত্রী শাসন

১. Codd—Modern Constitution I. P. 325—51.

হইলেও কার্যতঃ অঙ্গরাজ্য প্রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হয়। অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলি সমান অধিকার পায় নাই। প্রাশিয়ার রাজাই হন জার্মান সম্রাট এবং প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীই হন জার্মান রাইখ চ্যান্সেলার। যুক্তরাষ্ট্রের সকল কার্যনির্বাহক ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে দেওয়া হয়। চ্যান্সেলার তাঁহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী না হইয়া সম্রাটের নিকট দায়ী থাকিত। ফলে এই সংবিধানে একনায়কতন্ত্র প্রবল হইয়া উঠে। বিসমার্ক তাঁহার ২০ বৎসরের শাসনকালে অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকার খর্ব করিয়া কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়াইতে থাকেন।

জার্মানীতে শিল্প বিস্তার : শিল্প সংরক্ষণ আইন

ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর বৈষয়িক উন্নতির জন্য বিসমার্ক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যদিও বিসমার্ক নিজে ছিলেন সামন্তশ্রেণীর লোক তবুও তিনি শিল্প গঠনের উপযোগিতা বুঝিতেন। ডেভিড ল্যান্ডস[১] নামক অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এই অভিমত দিয়াছেন যে, এই সময় ইওরোপের সমাজ-ব্যবস্থা এমন ছিল যে, লোকে শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকে অসম্মানজনক মনে করিত। বিসমার্কের আমলে জার্মানীর এই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান ঘটে। জার্মানীতে শিল্পের বিকাশ দ্রুত ঘটিতে থাকে। বিসমার্ক মুদ্রা সংস্কার করিয়া সমগ্র জার্মানীতে কেন্দ্রীয় মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি রাইখ ব্যাংক (১৮৭৬ খ্রীঃ) স্থাপন করিয়া জার্মানীর ব্যাংক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করেন। জার্মানীতে বৃহদায়তন শিল্প ব্যাংক স্থাপিত হয়। এই ব্যাংকগুলি শিল্পে মূলধন জোগান দেয়। তাছাড়া শিল্প বিস্তারের জন্য বিসমার্ক জার্মানীতে একচেটিয়া শিল্প বা কার্টেল প্রথা গঠনের অনুমতি দেন। রেলপথ নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়া তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান। জার্মানীতে কেন্দ্রীয় ডাক ও তার ব্যবস্থা চালু করেন। সর্বোপরি জার্মানীর নবগঠিত শিল্পগুলিকে রক্ষার জন্য তিনি শিল্পে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন। বিদেশ হইতে মাল আমদানী কমাইবার ফলে, জার্মানীর স্বদেশী জিনিষের বিক্রয় বাড়ে। বিদেশী জিনিষের উপর চড়া হারে শুল্ক ধার্য করায় লোকে সস্তায় স্বদেশী মাল কিনিতে আগ্রহ বোধ করে। বিসমার্কের এই শিল্প সংরক্ষণ নীতির ফলে জার্মানীর শিল্পগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটে। সমগ্র দেশে একই প্রকার ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন এবং বিচার ব্যবস্থা গঠন করায় জার্মানীর ঐক্য দৃঢ় হয়।

ঔপনিবেশিক নীতি

১৮৭০-১৮৮০ খ্রীঃ বিসমার্ক উপনিবেশ স্থাপনের প্রতি ঔদাসীন্য দেখান। কিন্তু ১৮৮০ খ্রীঃ পর বিসমার্ক তাঁহার নীতির পরিবর্তন ঘটাইতে বাধ্য হন। কারণ জার্মানীতে শিল্প বিস্তারের ফলে উদ্বৃত্ত মাল বিক্রয়ের জন্য বাজারের প্রয়োজন দেখা দেয়। জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী এজন্য উপনিবেশ স্থাপনের প্রতি আগ্রহ দেখায়। এই কারণে বিসমার্ক আফ্রিকায় জার্মান উপনিবেশ স্থাপনের দিকে নজর দেন। স্যামোয়া, টোগোল্যান্ড, ক্যামেরুণ, নিউগিনি প্রভৃতি স্থানে জার্মান উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

১. David Lander.

জার্মানীতে যে সকল অ-জার্মান জাতি ছিল যথা পোল, ডেন, ফরাসী প্রভৃতি তাহাদের জার্মানীকরণের জন্য বিসমার্ক বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি তাহাদের জার্মান ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করেন এবং জার্মান উত্তরাধিকার আইন মানিতে বাধ্য করেন। এজন্য বিসমার্ক পোল ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ঘোর বিরোধের সম্মুখীন হন। তথাপি তিনি দৃঢ়ভাবে এই সকল সংখ্যালঘু জাতির জার্মানীকরণের চেষ্টা চালাইয়া যান।

জার্মানীকরণ নীতি

জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের পর বিসমার্ককে সর্বাপেক্ষা যে সমস্যা বিব্রত করে তাহা ছিল ক্যাথলিক গীর্জার সহিত জার্মান রাষ্ট্রের সম্পর্ক। মধ্যযুগ হইতে জার্মান রাষ্ট্রের সহিত ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিতে ছিল। প্রটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইলে, দক্ষিণ জার্মানীর ক্যাথলিকরা আশংকা করে যে, তাহাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইবে। এজন্য জার্মান ক্যাথলিকরা সেণ্টার পার্টি (Centre party) নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া আইনসভায় ক্যাথলিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেন।

ক্যাথলিক বিচ্ছিন্নতা-বাদ

এই সময়ে পোপ নবম পায়াস বা পাই সিলেবাস অফ এররস (Syllabus of Errors) এবং ইনফ্যালিবিলিটি ডিক্রী (Infallibility Decree) নামে দুইটি ঘোষণা জারী করেন। এই ঘোষণা দুইটিতে পোপ আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বগুলিকে খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন যে, পোপ হইলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সুতরাং তাঁহার মতামত হইল অভ্রান্ত। রাষ্ট্রের আইন অপেক্ষা পোপের আইন শ্রেষ্ঠ এবং অলঙ্ঘনীয় বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। সুতরাং খাঁটি ক্যাথলিকরা রাষ্ট্রের আইন ত্যাগ করিয়া গীর্জার আইন মান্য করিতে বাধ্য বলিয়া পোপ ঘোষণা দেন। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের জন্য বিসমার্ক শঙ্কিত হন।

পোপের অভ্রান্ততা ঘোষণা

জার্মানীর মিউনিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ডলিঙ্গার (Dr. Dollinger) পোপের ঘোষণার প্রতিবাদ জানাইলে, তিনি ক্যাথলিক গীর্জা হইতে বহিস্কৃত হন। ডাঃ ডলিঙ্গারের সমর্থনে জার্মান জাতীয়তাবাদী ক্যাথলিক গোষ্ঠী আগাইয়া আসে। তাহারা পোপের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিরোধ প্রার্থনা করে। এদিকে সেণ্টার পার্টি দাবী জানায় যে, ক্যাথলিক ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চলিবে না। রাষ্ট্রের সহিত গীর্জার এই সংঘাতকে অধ্যাপক রুডলফ ভিরচাও (Rudolph Virchow) কুলটুর ক্যাম্ফ (Kultur Kampf) বা সংস্কৃতির সংগ্রাম আখ্যা দেন। জার্মান ভাষায় Culture বা সংস্কৃতিকে Kultur বা কুলটুর বলা হয়। এই অবস্থায় বিসমার্ক উপলব্ধি করেন যে, জার্মান গীর্জার উপর পোপের আধিপত্য স্বীকার করিলে জার্মান রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুন্ন হইবে। এজন্য তিনি আইন দ্বারা জেসুইটদের জার্মানী হইতে বহিস্কার করেন। তিনি সেণ্টার দলকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি May Laws বা "মে আইন"

কুলটুর ক্যাম্ফ

দ্বারা জার্মান ক্যাথলিকদের জার্মানীর নাগরিক আইন পালন করিতে বাধ্য করেন। ক্যাথলিক বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লইতে বাধ্য করা হয়। সিভিল ম্যারেজ (Civil marriage) বা রেজেষ্ট্রী প্রথায় বিবাহ করার নিয়ম চালু করা হয়। প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ বিবাহ রেজেষ্ট্রী দ্বারা বৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, "কানোসার আত্মসমর্পনের দিন আর আসিবে না" (The Days of Canossa are over)।[১]

এদিক পোপের নির্দেশে ধর্ম-বিশ্বাসী ক্যাথলিকরা সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ চালায়। তাহারা স্বেচ্ছায় সরকারের নিকট হইতে কারাদণ্ড ও জরিমানা বরণ করে। ক্যাথলিকদের এই নৈতিক প্রতিরোধ জনমতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ইতিমধ্যে সোসালিষ্ট বা সমাজ-তন্ত্রীদের সহিত জার্মান সরকারের বিরোধ বাধে। এই বিরোধে ক্যাথলিক সেন্টার দলের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া, বিসমার্ক ক্যাথলিকদের সম্পর্কে নমনীয় নীতি নেন। পোপ নবম পায়াসের মৃত্যুর পর, পোপ ত্রয়োদশ লিওর সহিত বিসমার্কের আপোষ হয়। বিসমার্ক ক্যাথলিক বিরোধী আইনগুলির প্রয়োগ মুলতুবী রাখেন। এইভাবে কুলটুর ক্যাম্ফের অবসান ঘটে।

ক্যাথলিকদের প্রতিরোধ

জার্মানীতে সোসিয়েল ডেমোক্র্যাট বা সমাজতন্ত্রবাদী গণতান্ত্রিক দল ছিল খুবই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী। এই দলের নেতা লাইবনেক্ট ও বেবেল, কাইজারের স্বৈরতন্ত্র ও যুদ্ধনীতির ঘোর বিরোধী ছিল। ইঁহারা বিসমার্কের রক্ত ও লৌহ নীতির, আলসাস অধিকার ও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের ঘোর বিরোধিতা করেন। কাইজার প্রথম উইলিয়াম সমাজতন্ত্রীদের উপর এমন ক্ষিপ্ত ছিলেন যে, ইহাদের দমন করা তিনি তাঁহার জীবনের অন্যতম কর্তব্য মনে করিতেন। জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইবার পর সমাজতন্ত্রী দল দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। জার্মানপন্থীরা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের আদর্শে বিশ্বাস করিত। লাসেলপন্থীরা (Lassel) কেবলমাত্র জার্মানীতেই সমাজতন্ত্রবাদের বিকাশের কথা ভাবিত। মার্কসবাদী ও লাসেলপন্থীরা ১৮৭৫ খ্রীঃ সমবেত হইয়া জার্মান সোসিয়েল ডেমোক্রেটিক দল গঠন করে। এই দল গঠিত হইলে বিসমার্ক খুবই আতঙ্কিত হন। সোসিয়েল ডেমোক্রেটিক দল আইনসভায় ১২টি পদ অধিকার করে এবং তাহারা পার্লামেন্টারী প্রথার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তাহাদের ক্ষুরধার সমালোচনায় বিসমার্কের স্বৈরনীতি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। বিসমার্ক এজন্য দমন নীতির দ্বারা এই

সমাজতন্ত্রবাদীদের সহিত সংঘাত

১. প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, একাদশ শতকে জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরীর সহিত রোমের পোপ সপ্তম গ্রেগরীর বিরোধ বাধিলে পোপ সম্রাট চতুর্থ হেনরীকে excommunicate বা একঘরে করেন। প্রজারা নরকে যাইবার ভয়ে তাঁহাকে আনুগত্য দিতে অস্বীকার করে। হেনরী আল্পস অতিক্রম করিয়া কানেসা গ্রামে যাইয়া পোপের পদতলে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। কানেসার ঘটনা ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদের পরাজয়। বিসমার্ক এজন্য কানেসার নাম উল্লেখ করেন।

জনপ্রিয় দলকে ধ্বংসের চেষ্টা করেন। এদিকে সম্রাট প্রথম কাইজারকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইলে, বিসমার্ক এজন্য সমাজতান্ত্রিক দলকে দায়ী করেন। যদিও সমাজতান্ত্রিক দল এই ঘটনার নিন্দা করে, তবুও বিসমার্ক সমাজতান্ত্রিক দলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দমন নীতি চালান। গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও নির্বাসন দ্বারা তিনি সমাজতন্ত্রীদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দেন। তাহাদের সভাসমিতি, পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার চালান নিষিদ্ধ হয়। ৯০০ ব্যক্তিকে নির্বাসিত করা হয়। ১৪০০টি সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়।

বিসমার্কের শ্রমিক কল্যাণ আইনগুলি

সমাজতান্ত্রিক দল জার্মানীতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন দাবী জানাইত। বিসমার্ক দেখেন যে, শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য সংস্কার না করিলে জনমতকে সরকারের পক্ষে আনা যাইবে না। এজন্য বিসমার্ক শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রবর্তন করেন। তিনি শ্রমিকদের ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, সরকার সমাজতন্ত্রীদের অপেক্ষা শ্রমিকদের কম ভালবাসে না। তিনি এই উদ্দেশ্যে State Socialism বা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তন করেন। শ্রমিক শ্রেণীকে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত রাখিবার জন্য বিসমার্ক শ্রমিকদের দুর্ঘটনা, বার্ধক্য ও রোগের জন্য বীমা ব্যবস্থা চালু করেন। এই বীমার জন্য প্রদেয় প্রিমিয়াম বা কিস্তির বৃহদংশ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত হয়। শ্রমিকদের কাজের সময় কমাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বিসমার্কের আইনগুলি যথেষ্ট নয় বলিয়া সমাজতন্ত্রীরা সমালোচনা করে। শ্রমিকশ্রেণী বিসমার্কের আইনগুলি অপর্যাপ্ত মনে করে। তাহারা সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের প্রতি অবিচল থাকে। গোপনে এই দল সভা ও সংগঠনের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করে। আইন সভার নির্বাচনে সমাজতন্ত্রবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বিসমার্কের নীতির ত্রুটি

জার্মান রাইখের চ্যান্সেলার (১৮৭০-৯০ খ্রীঃ) হিসাবে বিসমার্কের আভ্যন্তরীণ শাসন নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বিসমার্ক জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিলেও তিনি জার্মানীতে স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করার ফলে জার্মানীর প্রগতি ব্যাহত হয়। তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শকে অগ্রাহ্য করায় জার্মান জাতির আশা-আকাঙ্খা অপূর্ণ থাকে। ঐতিহাসিক সিম্যান (Seaman) এর মতে, বিসমার্ক জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ না করিয়া জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। জার্মানীর ঐক্য অপেক্ষা প্রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপন ছিল বিসমার্কের প্রধান লক্ষ্য, একথা বলা অধিক সঙ্গত।[১] কারণ ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সংবিধানে বিসমার্ক সমগ্র জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার আধিপত্য বজায় রাখার সুব্যবস্থা করেন। তাছাড়া সীম্যান (Seaman) এর মতে, জার্মান ভাষা-ভাষী অস্ট্রিয়াকে জার্মানী হইতে বহিষ্কার করিয়া বিসমার্ক জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার স্থলে বিভক্ত করেন। কারণ অস্ট্রিয়ার জার্মানদের বাদ দিয়া কিভাবে জার্মানীর ঐক্য স্থাপিত হয় তাহা বুঝা কঠিন। জার্মানীর ক্যাথলিক ও সোস্যালিষ্টদের দমন করিয়া বিসমার্ক তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পরিচয় দেন। ১৮৯০ খ্রীঃ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম অকস্মাৎ তাঁহার শিক্ষক

১. Seaman—Vienna to Versailles. P. 115.

বিসমার্ককে পদচ্যুত করিলে বিসমার্কের রাজনৈতিক জীবনে যবনিকা পড়ে। বিসমার্কের পদচ্যুতিকে Dropping of the Pilot 'জাহাজের ক্যাপ্টেনকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

বিসমার্কের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর বৈদেশিক নীতিঃ ত্রিশক্তি চুক্তি, ১৮৭০-১৮৯০ খ্রীঃ (Foreign policy of unified Germany under Bismarck : Triple Alliance, 1870-1890) : ১৮৭০ খ্রীঃ পর বিসমার্ক কুড়ি বৎসর জার্মানীর চ্যান্সেলার হিসাবে শাসন চালান। ইওরোপের ইতিহাসে এই সময়কে "বিসমার্কের যুগ" (The Age of Bismarck) বলা হয়। বিসমার্ক ছিলেন অত্যন্ত বাস্তব বুদ্ধির লোক। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ইওরোপের দুই বৃহৎ শক্তি অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে পরাস্ত করিয়া জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের ফলে ইওরোপের পুরাতন শক্তিসাম্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে। অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের প্রভাব ধ্বংস করিয়া, জার্মানীর যে নেতৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে তাহাকে স্থায়ী করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সেডানের যুদ্ধে পরাজিত ফ্রান্স, জার্মানীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং আলসাস ও লোরেন পুনরুদ্ধারের জন্য আহত সর্পের ন্যায় ফুঁসিতেছিল। ফ্রান্সের প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ হইতে নবগঠিত জার্মানীকে রক্ষা করা ছিল বিসমার্কের প্রধান লক্ষ্য। তৃতীয়তঃ, সাত বৎসরের মধ্যে (১৮৬৪-১৮৭০ খ্রীঃ) তিনটি যুদ্ধে জার্মানী ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলিকে পরাস্ত করার ফলে ইওরোপে জার্মান-বিরোধী জোট গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিসমার্কের লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জার্মান-বিরোধী জোট গঠন বন্ধ করা এবং ইওরোপে শান্তি বজায় রাখা।

ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সমস্যা

১৮৭০ খ্রীঃ পর জার্মানীর সমস্যা : ফ্রান্সের প্রতিরোধ নীতি

বিসমার্ক তাঁহার কূটনৈতিক দক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া উপরোক্ত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করেন। তিনি জার্মানীর আগ্রাসী মনোভাব সম্পর্কে ইওরোপের আশঙ্কা নিরসনের জন্য ঘোষণা করেন যে, "জার্মানী হইল পরিতৃপ্ত দেশ" (Germany is a satiated country)। জার্মানীর আর রাজ্য বিস্তার এবং যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। জার্মানী শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসাবে থাকিতে চায়। বিসমার্কের এই দৃঢ় ঘোষণা রাশিয়া, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের আশঙ্কা দূর করে। ইহার ফলে জার্মান-বিরোধী জোট গঠনের চেষ্টা বন্ধ হয়।

জার্মানীর শান্তিকামী নীতি

অতঃপর জার্মানীকে কেন্দ্র করিয়া ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলির সাহায্যে মৈত্রী জোট গঠনের জন্য বিসমার্ক চেষ্টা করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে মিত্রহীন করিয়া দুর্বল করা। জার্মানীকে কেন্দ্র করিয়া এই জোট স্থাপিত হইলে, ফ্রান্স, জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ করিতে সাহস পাইবে না বলিয়া বিসমার্ক মনে করেন। বিসমার্ক রাশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি রক্ষণশীল শক্তিগুলিকে লইয়া জার্মানীর সহিত এই জোট গঠনের পরিকল্পনা করেন। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের প্রতি অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ এবং রাশিয়ার

ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার বিরোধ

।ংশের ঘৃণাকে তিনি জাগাইয়া তুলেন। রেনে কেরি (Rene Carrie)[১] [illegible]সকের মতে, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ার সাম্যবাদকে যেরূপ সন্দেহের চোখে দেখা হইত, উনবিংশ শতকে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের বিপ্লবী ভাবধারাকে সেরূপ সন্দেহের চোখে দেখা হইত। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, ইওরোপের রাজাদের এই সন্দেহকে বিসমার্ক জার্মানীর স্বার্থে ব্যবহার করেন। তিনি জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এবং হ্যাপসবার্গ সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রবাদ এবং প্যারিস কমিউনের সাম্যবাদ, রাশিয়ার নিহিলিস্টবাদ ও জার্মান সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি বৈপ্লবিক ভাবধারা ইওরোপের রাজতন্ত্রগুলির পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক তাহা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

বিসমার্কের প্রভাবে জার্মান সম্রাট কাইজার প্রথম উইলিয়াম, অস্ট্রিয়ার কাইজার ফ্রান্সিস যোসেফ এবং রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এক মৈত্রী জোট গঠন করেন। ইহার নাম ড্রে-কাইজার বুন্ড (Drei-Kaiser Bund) অর্থাৎ তিন কাইজারের চুক্তি, ১৮৭৩ খ্রীঃ। তিন কাইজারের চুক্তি গঠিত হইলে ফ্রান্স মিত্রহীন হইয়া পড়ে। ১৮১৫ খ্রীঃ-এর পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance)-এর ন্যায় তিন কাইজারের চুক্তি ১৮৭১ খ্রীঃ এর স্থিতাবস্থাকে রক্ষা করে। ইংলন্ড যাহাতে ফ্রান্সের পক্ষ না নেয় এজন্য বিসমার্ক সাবধানতা নেন। তিনি জার্মানীর নৌবাহিনী গঠন এবং উপনিবেশ বিস্তারের নীতি গ্রহণ না করায় ইংলন্ড সন্তুষ্ট থাকে। বিসমার্ক বলেন যে, ইংলন্ড হইল "সমুদ্রের ইঁদুর এবং জার্মানী হইল স্থলের ইঁদুর। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।" মোট কথা তিন কাইজারের চুক্তির ফলে ফ্রান্স মিত্রহীন থাকে। জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মিত্রতা স্থাপিত হয়। জার্মানীর শক্তি অব্যাহত থাকে।

তিন সম্রাটের জোট

বিসমার্ক কর্তৃক গঠিত তিন কাইজারের চুক্তির মধ্যে শীঘ্রই ফাটল দেখা দেয়। রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ (Gorchakoff) তিন কাইজারের চুক্তির বিরোধী ছিলেন। তিন কাইজারের চুক্তির ফলে ইওরোপে জার্মানীর একাধিপত্যের পথ প্রস্তুত হইবে বলিয়া গোরচাকফ্ আশঙ্কা করেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ম্যাকমেহন ফ্রান্সের সামরিক শক্তি বাড়াইবার জন্য ফরাসী পার্লামেন্টে একটি বিল আনেন। বিসমার্ক সর্বদা তাঁহার একটি চক্ষু ফ্রান্সের দিকে নিবদ্ধ রাখিতেন। ফ্রান্সের সামরিক ক্ষমতা বাড়িলে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধে লিপ্ত হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করেন। সুতরাং বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, জার্মানীকে আক্রমণের জন্য ফ্রান্স তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছে। এই অজুহাতে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক আক্রমণ চালাইবার সংকল্প করেন। ইহাকে War Scare বা "যুদ্ধের আতঙ্ক" বলা হয়। বিসমার্কের আশা ছিল যে, তিন কাইজারের চুক্তির সাহায্যে তিনি ফ্রান্সকে কোণঠাসা করিতে পারিবেন। কিন্তু রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ মনে করিতেন যে, ফ্রান্সের পতন ঘটিলে জার্মানীর একাধিপত্য স্থাপিত হইবে। গোরচাকফ্ বিসমার্ককে সতর্ক করিয়া বলেন যে, যদি

War-scare বা যুদ্ধাতঙ্ক ও ফলাফল

১. Rene Carrie—Diplomatic History of Europe. P. 212.

জার্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে তবে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে না। ইংলণ্ডও নিকট এই বিষয়ে একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠায়। বিসমার্ক বুঝিতে পারেন যে, ই শক্তিগুলি ফ্রান্সকে হীনবল করিয়া জার্মানীর আধিপত্য স্থাপনে রাজী নয়। ফলে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হয়।

"যুদ্ধের আতঙ্ক" বা war scare সম্পর্কে রুশ প্রতিবাদ তিন কাইজারের সন্ধিতে প্রথম ফাটল রচনা করে। এদিকে পূর্বাঞ্চল সমস্যা লইয়া রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার ঘোর বিরোধ দেখা দেয়। ঐতিহাসিক ল্যাঙ্গারের (Langer) মতে[১], অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে তিন সম্রাটের চুক্তি ধ্বংস হইবে। ইহার ফলে ফ্রান্সের মিত্রহীনতা দূর হইবে ভাবিয়া বিসমার্ক অস্থির হইয়া পড়েন। যুদ্ধ এড়াইবার জন্য বিসমার্ক বার্লিনে পূর্বাঞ্চল সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক কংগ্রেস বা অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি রাশিয়ার পক্ষ সমর্থন না করিয়া আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যা সমাধানের দাবী জানাইলে রুশ জার বিরক্ত হন। যাহা হউক ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন চুক্তির দ্বারা আপাততঃ যুদ্ধ বন্ধ হয়।

পূর্বাঞ্চল সমস্যা ও বার্লিনের সন্ধি

তিন সম্রাটের জোটের ভাঙন

বার্লিন চুক্তির দ্বারা বিসমার্ক, রাশিয়ার স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ অধিকভাবে দেখিয়াছেন বলিয়া জার ও রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ মনে করেন। বিসমার্ক ছিলেন বার্লিন বৈঠকের সভাপতি। তিনি যদি রাশিয়ার পক্ষ সমর্থন করিতেন তবে বার্লিনের সন্ধি দ্বারা রাশিয়ার এত ক্ষতি হইত না বলিয়া জার অভিযোগ করেন। রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ বলেন যে, "জার্মানী রাশিয়ার কাঁধে চড়িয়া এত বড় হইয়াছে। অথচ জার্মানী রাশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ নহে।"[২] এজন্য রাশিয়া তিন কাইজারের চুক্তি বর্জন করে।

ইহার পর বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সহিত দ্বিশক্তি মৈত্রী চুক্তি (Dual Alliance) ১৮৭৯ খ্রীঃ সম্পাদন করেন। অষ্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী কাউন্ট এ্যানড্রাসীর প্রভাবে অষ্ট্রিয়া এই চুক্তিতে যোগ দেয়। বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল এই চুক্তির দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে ফ্রান্সের নিকট হইতে দূরে রাখা। এই চুক্তির দ্বারা স্থির হয় যে, (১) জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া এই দুই স্বাক্ষরকারীর মধ্যে কেহ (অর্থাৎ অষ্ট্রিয়া) যদি রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে অপর পক্ষ আক্রান্ত মিত্রের সাহায্য করিবে। (২) যদি দুই স্বাক্ষরকারীর মধ্যে কেহ (অর্থাৎ জার্মানী) রাশিয়া ব্যতীত অন্য তৃতীয় শক্তির সহিত (অর্থাৎ ফ্রান্সের সহিত) যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে অপর পক্ষ (অর্থাৎ অষ্ট্রিয়া) নিরপেক্ষ থাকিবে। (৩) যদি আক্রমণকারীর সহিত রাশিয়া যোগ দেয় তবে অপর পক্ষ (অর্থাৎ অষ্ট্রিয়া) নিরপেক্ষ না থাকিয়া মিত্র রাষ্ট্রের পক্ষ লইবে। (৪) এই সন্ধির শর্তাবলী দুই পক্ষ অত্যন্ত গোপনে রাখিবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত দ্বিশক্তি চুক্তি জার্মানীর বৈদেশিক নীতির প্রধান স্তম্ভে পরিণত হয়।

দ্বিশক্তি চুক্তি, ১৮৭৯ খ্রীঃ

১. Langer—Bismarck and His system of Alliances.

২. Langer—Ibid.

বিসমার্ক বুঝিতে পারেন যে, রাশিয়াকে স্বপক্ষে না রাখিলে রাশিয়া ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিবে। এজন্য তিনি পুনরায় জার্মানী-অস্ট্রিয়া-রাশিয়ার মধ্যে তিন সম্রাটের মিত্রতা গড়িবার চেষ্টা চালাইতে থাকেন। ইহার ফলে ১৮৮১ খ্রীঃ দ্বিতীয় তিন সম্রাটের চুক্তি (League of three Emperors) অস্ট্রিয়া, জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বিসমার্ক স্থাপন করেন। এই সন্ধিতে বলা হয় যে, এই তিন শক্তির মধ্যে যে কোন শক্তিকে কোন চতুর্থ শক্তি আক্রমণ করিলে অপর দুই মিত্র নিরপেক্ষ থাকিবে। তুরস্ককে বসফোরাস ও দার্দানালিস প্রণালীতে তাহার নিজ আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য চাপ দেওয়া হইবে। অর্থাৎ এই অঞ্চল হইতে ব্রিটিশ নৌবহর সরাইয়া দিতে তুরস্ককে বাধ্য করা হইবে। এই শর্তের ফলে রাশিয়া কিছুটা সন্তুষ্ট হয়। দার্দানালিস অঞ্চল হইতে ব্রিটিশ প্রভাব দূর করিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় তিন সম্রাটের চুক্তি প্রথম চুক্তির (১৮৭৮ খ্রীঃ) ন্যায় মজবুত ছিল না। পরস্পরের স্বার্থগত বিরোধ এই চুক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলে। বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিরোধ থাকায় এই চুক্তির গুরুত্ব কমিয়া যায়।

দ্বিতীয় তিন সম্রাটের লীগ

দ্বিশক্তি চুক্তি (১৮৭৯ খ্রীঃ) স্বাক্ষরের পর, বিসমার্ক ইতালীকে দ্বিশক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহাকে ত্রিশক্তি চুক্তিতে পরিণত করার সংকল্প নেন। তাঁহার আশংকা ছিল যে, ইতালী, ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে। এজন্য তিনি ইতালীকে ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য নেন। ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে আফ্রিকার টিউনিস উপনিবেশ লইয়া বিবাদ ছিল। বিসমার্ক ফ্রান্সকে এই স্থান অধিকার করিতে গোপনে উৎসাহ দেন। ফ্রান্স টিউনিস অধিকার করিলে, ইতালী বিসমার্কের প্রস্তাবে সাড়া দিয়া ত্রিশক্তি চুক্তিতে (১৮৮২ খ্রীঃ) যোগ দেয়। জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত ইতালী ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পাদন করে। ইহাতে স্থির হয় যে (১) যদি ফ্রান্স ইতালীকে আক্রমণ করে তবে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া একযোগে ইতালীর পক্ষ লইবে। (২) যদি ফ্রান্স, জার্মানীকে আক্রমণ করে তবে ইতালী, জার্মানীর পক্ষ লইবে। (৩) যদি একাধিক শক্তি কোন মিত্রকে আক্রমণ করে তবে তিন মিত্র একত্রে যুদ্ধ করিতে অঙ্গীকার করে। ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে বিসমার্ক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

ত্রিশক্তি চুক্তি

ইতিমধ্যে বিসমার্ক লক্ষ্য করেন যে, বুলগেরিয়ার ঘটনা উপলক্ষে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে দ্বিতীয় তিন সম্রাটের সন্ধি (১৮৮১ খ্রীঃ) ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় রাশিয়া যাহাতে ফ্রান্সের পক্ষে না যায় এজন্য বিসমার্ক রাশিয়ার সহিত ১৮৮৪ খ্রীঃ রি-ইনসিওরেন্স সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, রাশিয়া ও জার্মানী এই দুই স্বাক্ষরকারীর মধ্যে কেহ যদি কোন তৃতীয় বৃহৎ শক্তির সহিত (অর্থাৎ ফ্রান্স) যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে, তবে অপর পক্ষ নিরপেক্ষ থাকিবে। বিসমার্ক বলেন যে, "যদিও বার্লিন ও সেণ্টপিটার্সবার্গের মধ্যে সরকারী সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে, আমি একটি গোপন তারে কথাবার্তা বলিতেছি।"[১]

রি-ইনসিওরেন্স সন্ধি

১. "Though the public telegraph line between Berlin and St. Petersburg is broken, I have kept open a private wire."

এইভাবে বিসমার্ক প্রায় ৭টি চুক্তির মাধ্যমে জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষা এবং ফ্রান্সকে মিত্রহীন করেন। "বিসমার্ক সর্বদা পাঁচটি বল লইয়া খেলিতেন এবং তিনটি বলকে হাতে রাখিয়া, দুটি বলকে শূন্যে রাখিতেন।"[১] ফ্রান্সে যাহাতে প্রজাতন্ত্র কায়েম থাকে সেজন্য বিসমার্ক চেষ্টা চালান। কারণ তিনি জানিতেন যে, ইওরোপের রাজারা প্রজাতন্ত্রের সহিত মিত্রতা করিবে না। ফলে ফ্রান্স মিত্রহীন হইবে। বিসমার্ক ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা রাখিবার জন্য, আফ্রিকার উপনিবেশের ব্যাপারে ইংলণ্ডের সহিত আপোষে বিরোধ ১৮৮৪ খ্রীঃ মিটাইয়া নেন। তাঁহার শাসনকালের শেষ দিকে জার্মানীতে শিল্প উৎপাদন বাড়িলে বিসমার্ক উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন। কিন্তু জার্মানী খুবই দেরীতে উপনিবেশ দখলের নীতি নেওয়ায় এই বিষয়ে তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই।

ইংলণ্ডের সম্প্রতি নিরপেক্ষতা

বিসমার্কের অনুরাগী লেখকরা, বীরপূজার অনুসরণ করিয়া, বিসমার্ককে "কুটনীতির যাদুকর", "রাজনীতির শিল্পী" প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এ. জে. পি টেইলার প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির বহু ত্রুটি দেখাইয়া থাকেন। প্রথমতঃ, বিসমার্কের সম্পাদিত দ্বিশক্তি চুক্তি এবং তিন সম্রাটের চুক্তি (১৮৮১ খ্রীঃ) ছিল পরস্পর-বিরোধী। প্রথম চুক্তিতে জার্মানী, রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পক্ষ লইতে অঙ্গীকার করে। দ্বিতীয় সন্ধিতে এইরূপ ক্ষেত্রে জার্মানী নিরপেক্ষ থাকিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। একটি সন্ধিতে অষ্ট্রো-রুশ যুদ্ধের কথা ভাবা হয়, অপরটিতে অষ্ট্রো-রুশ মিত্রতার কথা ভাবা হয়। তাছাড়া বলকানে আধিপত্য লইয়া অস্ট্রিয়ার সহিত রাশিয়ার তীব্র বিরোধ দেখা দিয়াছিল। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ত্রি-সম্রাট চুক্তি দ্বারা অস্ট্রিয়ার ও রাশিয়ার মিত্রতা, জার্মানী রক্ষা করিতে পারে নাই। অধিকন্তু দ্বিশক্তি চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রিয়ার পক্ষ জার্মানী লইতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিশক্তি চুক্তির দ্বারা বিসমার্ক জার্মানীর স্বার্থ বিসর্জন দিয়া অস্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব বহন করেন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে অস্ট্রিয়াকে রাশিয়া আক্রমণ করিলে, জার্মানী অস্ট্রিয়ার পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য থাকে। অপরদিকে জার্মানীকে ফ্রান্স আক্রমণ করিলে, অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকিতে রাজী হয় মাত্র। এই চুক্তির মধ্যে Quid Pro Quo অর্থাৎ পারস্পরিক সমদায়িত্ব ও সম-স্বার্থ রক্ষা নীতি ছিল না। দ্বিশক্তি চুক্তির দ্বারা অস্ট্রিয়ার দিকেই পাল্লা ভারী হয়। অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী কাউন্ট এ্যান্ডাসী এই দিক হইতে বিসমার্কের উপর টেক্কা দেন। তাছাড়া দ্বিশক্তি চুক্তি দ্বারা অস্ট্রিয়ার পক্ষ লইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব লইয়া জার্মানী মারাত্মক ভুল করে। এ. জে পি. টেইলারের মতে, "দ্বিশক্তি চুক্তির দ্বারা বিসমার্ক প্রাশিয়ার দ্রুতগামী ফ্রিগেটকে পোকা খাওয়া অস্ট্রিয়ার পুরাতন জাহাজের সহিত জুড়িয়া দেন।"[২] অস্ট্রিয়া একটি সমস্যা-সংকুল ক্ষয়িষ্ণু দেশ। ইহার সহিত জার্মানীর

সমালোচনা

১. Ketelbey—History of Modern Times. P. 351.

২. "Bismarck tied the Prussian frigate to the worm-eated Austrian galleon".

ভাগ্য জুড়িয়া বিসমার্ক ভুল করেন। অস্ট্রিয়া বলকানে আগ্রাসী নীতি লইয়া রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধায়। পরিণামে জার্মানীকেও এই যুদ্ধে টানিয়া নামায়।[১] তৃতীয়তঃ, বিসমার্কের সন্ধিগুলি ছিল অত্যন্ত জটিলতা-পূর্ণ। বিসমার্কের ন্যায় মস্তিষ্কবান লোকই ইহার পরিচালনায় সক্ষম ছিলেন। তাঁহার পতনের পর ফ্রেডারিক, হলস্টিন প্রভৃতি মোটামাথা মন্ত্রীরা ইহা ঠিকমত পরিচালিত করিতে বিফল হয়। চতুর্থতঃ, ত্রিশক্তি চুক্তিতে ইতালীর আন্তরিকতা ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইতালী এই চুক্তি ত্যাগ করে। পঞ্চমতঃ, বিসমার্ক ফ্রান্সকে আলসাস প্রদেশ ফিরাইয়া না দেওয়ায় ফ্রান্সের প্রতিহিংসা জাগ্রত থাকে। যদি বিসমার্ক ফ্রান্সের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করিতেন তবে তিনি ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। ফলে ইওরোপের পরিস্থিতি এত ঘোরালো হইত না। ষষ্ঠতঃ, বিসমার্ক যে চুক্তিগুলি করেন তাহা ছিল সাময়িক ধরণের চুক্তি। ইহা দ্বারা ইওরোপে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিল না। যদি বিসমার্ক ইওরোপের সকল শক্তি লইয়া একটি কংগ্রেস স্থাপন করিতেন তবে যে কোন বিরোধ এই কংগ্রেস দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে মিটান যাইত। তাহার পরিবর্তে তিনি জার্মানীকে কেন্দ্র করিয়া একটি শক্তি জোট গড়েন। কিছুদিন বাদে ইহার বিকল্প শক্তি জোট ত্রিশক্তি আতাঁত নাম লইয়া স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়া উঠে। কারণ জোটের রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গড়িয়া উঠিতে বাধ্য হয়। সর্বশেষে, বিসমার্ক ইওরোপ মহাদেশের ভিতরেই তাঁহার দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখেন। ইওরোপের বাহিরে যে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল তাহাতে তিনি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেন নাই। ফলে তাঁহার পতনের পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। কাইজারের স্থূল হস্তক্ষেপে জার্মানীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের সহিত জার্মানীর ঔপনিবেশিক বিরোধ দেখা দেয়। বিসমার্ক এই সমস্যাকে ইচ্ছাপূর্বক অমীমাংসিত রাখেন। বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির উপরোক্ত ত্রুটিগুলি স্বীকার করিয়াও, ইহা বলা যায় যে, তিনি তাঁহার শাসনকালে ফ্রান্সকে মিত্রহীন রাখিয়া ইওরোপে শান্তি রক্ষা করিতে ও জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষা রাখিতে সমর্থ হন।[২]

বিসমার্কের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and achivements of Bismarck): ঊনবিংশ শতকের ইওরোপীয় রাজনীতির প্রবাদ-পুরুষ অটো ফন বিসমার্ক, বহু ঐতিহাসিকের নিকট তাঁহার অসাধারণ কুটনৈতিক প্রতিভার জন্য বন্দিত হইয়াছেন। বিসমার্ক তাঁহার সমকালীন যুগের রাজনীতির উপর এমনই ছাপ রাখেন যে, ১৮৭০-১৮৯০ খ্রীঃ, যে সময়ে বিসমার্ক ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই সময়টিকে Age of Bismarck বা বিসমার্কের যুগ বলা হয়।

বিসমার্কের যুগ

"রক্ত ও লৌহ নীতির" (Blood and Iron Policy) মাধ্যমে ইওরোপের তিনটি

১. Fay—Origin of World War I. P. 85.

২. Gordon Craig.—Europe since 1815-1818.

শক্তিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল, বিসমার্কের রাজনৈতিক প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল কৃতিত্ব। এজন্য বিসমার্ক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছেন। বিসমার্কের কোন কোন জীবনীকারের মতে, বিসমার্ক তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য ১৮৬১ খ্রীঃ হইতে পূর্বপরিকল্পনা করেন। লণ্ডনে এক ভোজসভায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলীর নিকট ১৮৬২ খ্রীঃ তিনি নাকি তাঁহার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এই তথ্যের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ কোন মানুষের পক্ষে অন্ততঃ ৮ বৎসর আগে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের কথা ভাবা সম্ভবপর ছিল না। অপরদিকে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ১৮৬৭ খ্রীঃ আগে বিসমার্ক ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের কথা আদপেই চিন্তা করেন নাই।[1]

বিসমার্কের দূরদৃষ্টি সম্পর্কে বিতর্ক

যাহা হউক বিসমার্কের কূটনৈতিক দক্ষতা সম্পর্কে বীরপূজা ও অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও জার্মান ইতিহাসের গতি জার্মান ঐক্যের দিকেই চলিতেছিল, তবুও বিসমার্কের হস্তক্ষেপ ব্যতীত জার্মানীর ঐক্য নিঃসন্দেহে অপূর্ণ থাকিত। নবীন জার্মানীর রূপকার হিসাবে বিসমার্ক নিঃসন্দেহে কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। যদিও তিনি তাঁহার আত্মজীবনী Reflections and Recollections-এ কিছু পরিমাণ আত্মপ্রচার করিয়াছেন, তবুও গবেষকরা বিসমার্কের অবদানকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

জার্মানীর ঐক্য স্থাপন

বিসমার্ক জার্মানীর ঐক্যের যে রূপ দেন ঐতিহাসিক সীম্যান (Seaman) প্রভৃতি তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। সীম্যানের মতে, বিসমার্ক জার্মানীর গণতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপন না করিয়া, প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে এক স্বৈরশাসন স্থাপন করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের সমান অধিকার স্থাপন না করিয়া নূতন সংবিধানে প্রাশিয়ার আধিপত্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রাশিয়ার রাজবংশই জার্মানীর শাসনকর্তার পদ পায়। প্রাশিয়ার চ্যান্সেলার বিসমার্ক জার্মানীর লৌহ চ্যান্সেলারে (Iron Chancellor) পরিণত হন। সীম্যানের মতে, ইহাকে জার্মানীর ঐক্য না বলিয়া প্রাশিয়ার বিজয় (Prussian Conquest) বলা উচিত। তাছাড়া জার্মান ভাষাভাষী অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী হইতে বহিষ্কার করিয়া, বিসমার্ক জার্মানীর প্রকৃত জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করেন বলিয়া সীম্যান মনে করেন।[2]

বিসমার্ক দ্বারা জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপন

ঐতিহাসিক সীম্যানের উপরোক্ত অভিমত একটি নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উদ্ভূত। তথ্যগত দিক হইতে ইহা সত্য মনে হইলেও, ভাবগত দিক হইতে এই অভিমত সমর্থনীয় নহে। জার্মান ঐতিহাসিক বোহমার (Bohmer)-এর অভিমত এ প্রসঙ্গে

১. Eyck—Bismarck.

২. Seaman—Vienna to Versailles. P. 96.

স্মর্তব্য। তাঁহার মতে, জার্মানীর আসল সমস্যা অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার দ্বন্দ্ব ছিল না। জার্মানীর ঐক্যের আসল সমস্যা ছিল জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্রবাদ। ভিয়েনা চুক্তি জার্মানীকে ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত করিয়া এই স্বাতন্ত্রবাদকে রক্ষা করিতেছিল। বিসমার্কের কৃতিত্ব হইল এই স্বাতন্ত্রবাদকে দমাইয়া তিনি প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য সংস্থাপন করেন।[১] সুতরাং জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে বিসমার্কের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাছাড়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য স্থাপন জার্মান ইতিহাসের গতির বিরোধী ছিল না। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট ১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকেই জার্মানীর সিংহাসন দান করিয়াছিল। জোলভেরাইন নামক সর্ব-জার্মান অর্থনৈতিক সংগঠন প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং জার্মান জাতির ভবিষ্যৎ প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিবে, ইতিহাসের এই ইঙ্গিত বিসমার্ক ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন। বিসমার্কের একমাত্র ত্রুটি হইল যে, ঐক্যবদ্ধ জার্মানীতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়া, তিনি গণতন্ত্রের আড়ালে এক স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করেন। এমনকি ১৮৮৮-৯০ খ্রীঃ তিনি আইনসভায় জার্মান উদারপন্থী এবং সমাজতন্ত্রীদের দমন করিতে না পারিয়া, সামরিক শক্তি প্রয়োগে তাহাদের দমনের কথা ভাবেন।[২] তাছাড়া তিনি জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার প্রাধান্যও স্থাপন করেন।

প্রাশিয়ার আধিপত্য-তত্ত্বের খণ্ডন: বোহমারের অভিমত

জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিলেও তিনি দমন নীতির দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে পদানত রাখেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড রক্ষণশীল ও স্বৈরতান্ত্রিক লোক। জার্মানীর প্রগতিশীল বিকাশ তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। তিনি ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক জাংকার শ্রেণীর লোক। ইহার বাহিরে জার্মান বুদ্ধিজীবি, নিম্নবুর্জোরা, শ্রমিক ও কৃষকের মৌলিক অধিকারের কথা তিনি ভাবিতেন না। সংখ্যালঘু অ-জার্মানদেরও তিনি জার্মান করণের চেষ্টা করেন। তাঁহার আমলে জার্মানীর সামরিক ও অসামরিক বিভাগের চাকুরীতে রক্ষণশীল উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়োগ করা হয়। তিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী, প্রতিভাবান কর্মচারীদের বহিষ্কার করিয়া, নিজ স্বৈরশাসন বজায় রাখেন। উচ্চশ্রেণীর দ্বারা সরকারী পদগুলি একচেটিয়াভাবে অধিকৃত হইবার ফলে এই শ্রেণীর রক্ষণশীল চিন্তাধারা সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করে। অপরদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী যোগ্যতা থাকিলেও উচ্চ চাকুরী লাভে বঞ্চিত হয়। একদিকে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী ও অপরদিকে সুবিধাভোগী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাঝে পড়িয়া, নিম্ন মধ্যবিত্ত

নবীন জার্মানীর পুনর্গঠন; নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর হতাশা

১. "The real struggle is not between Prussia and Austria, but between unity and particularism. What Bismarck set out to overcome in the wars of 1866 and 1870 was the particularism enshrined in 1815". Bohmer—Quoted by Barraclough—Origins of Modern Germany. P. 412.

২. Gordon Craig—Europe Since 1815. P. 254.

শ্রেণী বঞ্চিত ও হতাশ হইয়া পড়ে।[১] ইহার ফলে নিম্ন মধ্যবিত্তরা হয় কমিউনিষ্ট নতুবা সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলে যোগ দিয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার লাভের চেষ্টা করে। বিসমার্ক বলপ্রয়োগে তাহাদের দমাইয়া ফেলেন। শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য বিসমার্ক যে সকল সংস্কার চালু করেন তাহা তেমন মৌলিক ছিল না। যাহাতে শ্রমিকরা সমাজতান্ত্রিকদের সহিত যোগ না দেয় এজন্য তিনি এই সকল সংস্কার চালু করেন। নতুবা আদর্শের দিক হইতে তিনি সমাজের মেহনতী শ্রেণীর কথা মোটেই ভাবিতেন না। এজন্য বিসমার্কের শাসন শেষের দিকে জনপ্রিয়তা হারায়।

বিসমার্ক সামরিক শক্তিকেই রাষ্ট্রের শক্তির উৎস মনে করিতেন। জনসাধারণের সমর্থন সরকারকে যে প্রকৃত শক্তিশালী করে এ তত্ত্ব তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। তৎকালীন ইওরোপে প্রজাতন্ত্রবাদ, গণভোট ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি ভাবধারা নূতন যুগের বাণী বহন করে। বিসমার্ক তাহার মর্ম অনুধাবন করিতে অক্ষম ছিলেন। এজন্য ঐতিহাসিক ফয়েটার (Fueter) বিসমার্কের মধ্যে সৃজনশীল প্রতিভার অভাব ছিল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

বিসমার্কের বৈদেশিক নীতি : ফ্রান্সের মিত্রহীনতা

বিসমার্কের বৈদেশিক নীতি (১৮৭০—৯০ খ্রীঃ) ইওরোপে মোটামুটি শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় এবং ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে। তবে তাহার মৈত্রী চুক্তিগুলি ছিল জটিল ও পরস্পর-বিরোধী। বিসমার্ক ছাড়া আর কাহারও পক্ষে তাহা সফলভাবে চালান সম্ভব ছিল না। তাঁহার পরবর্তী মন্ত্রী ফ্রেডারিক হোলষ্টিন, ঐতিহাসিক গুচ (Gooch), যাহাকে "জার্মানীর দুষ্টগ্রহ" (Evil star) বলিয়াছেন, তিনি এই সন্ধির ভিত্তি ভাঙিয়া ফেলেন।

বিসমার্কের ব্যক্তিগত গুণাবলী

বিসমার্কের বহু ব্যক্তিগত গুণ ছিল। যদিও তিনি ছিলেন ক্ষমতাপ্রিয় ও কুট-কৌশলী এবং রাজনীতির স্বার্থে মিথ্যাচার করিতে দ্বিধা করিতেন না, তবুও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন পরিবারের সদস্যদের প্রতি স্নেহপরায়ণ, সদালাপী। তাঁহার পাঠস্পৃহা ছিল অসীম। তাঁহার পাঠাগার ছিল বিশাল। প্রতি পুস্তক তিনি যত্ন সহকারে পড়িতেন ও নোট করিতেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী এবং উপযুক্ত বাক্য ব্যবহারে পারদর্শী। তাঁহার আত্মজীবনী একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। নিজ পদের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর বাস্তববাদী। আদর্শবাদ ও ভাবালুতা তাঁহার চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে নাই। মেটারনিকের ন্যায় আত্মগরিমায় তিনি আবদ্ধ ছিলেন না।

পাঠ্যসূচী

১। Eyck—Bismarck and the German Empire.

২। Langer—Bismarck and His system of Alliances.

---

১. Ibid.

৩। Ralph Flenley—Modern German History.

৪। J. Hemerow—The Social Foundations of German Unification

৫। Seaman—Vienna to Versailles.

৬। Simon—Germany in the Age of Bismarck.

বিংশ অধ্যায়

জারতন্ত্রের শাসনে রাশিয়া (১৮১৫--১৯১৭ খ্রীঃ)

(Russia under the Czars, 1815—1917)

উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে রাশিয়া (Russia on the eve of the 19th Century) : রাশিয়ার আধুনিক যুগের ইতিহাস রোমানভ বংশের শাসনকালে আরম্ভ হয়। জার পিটার দি গ্রেট বা মহান পিটার (১৬৮২-- ১৭২৫ খ্রীঃ) রাশিয়ার আধুনিকীকরণ আরম্ভ করেন। এই কারণে তাঁহাকে আধুনিক রাশিয়ার পিতা বলা হয়। ইহার পর অষ্টাদশ শতকে জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন (১৭৬২—১৭৯৬ খ্রীঃ) আভ্যন্তরীণ সংস্কার এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করিয়া রাশিয়াকে একটি ইওরোপীয় শক্তিতে পরিণত করেন। নেপোলিয়নের আমলে রুশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার (১৮০১--১৮২৫ খ্রীঃ) নেপোলিয়নকে মস্কোর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইওরোপে বিরাট খ্যাতি লাভ করেন। রুশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার বিরাট জনপ্রিয়তা এবং ক্ষমতা লইয়া ভিয়েনা সম্মেলনে যোগ দেন। রাশিয়ার জনবল, বিরাট ভৌগোলিক সীমানা এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ইওরোপীয় শক্তিগুলির ঈর্ষার উদ্রেক করে। ভিয়েনা সম্মেলনের পর ইওরোপের রক্ষণশীল শক্তিগুলির প্রধান খুঁটি হিসাবে, রাশিয়া পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) ঘোষণা করে। এইভাবে রাশিয়া ইওরোপের শক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়।

জার পিটার ও জারিনা ক্যাথারিনের আমলে রাশিয়া

উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়। রাশিয়ার জনসংখ্যার মধ্যে ইওরোপীয় ও এশিয় জাতিগোষ্ঠীর লোক ছিল। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ছিল স্লাভ (Slav) গোষ্ঠীর লোক। তাতার বা তুর্কী, মোঙ্গোল, পোল প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর লোকও রাশিয়াতে বসবাস করিত। রাশিয়ার জনগণের প্রধান ধর্মমত ছিল অর্থোডক্স গ্রীক খ্রীষ্টান ধর্ম। পূর্ব ইওরোপের কয়েকটি দেশ একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক ছিলেন এই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। তুর্কী ও মোঙ্গোল প্রভৃতিরা ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

রাশিয়ার জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মমত

উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে রাশিয়ার সমাজ ছিল প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা অভিজাত ও কৃষক সম্প্রদায়। রাশিয়াতে ১,৪০,০০০ অভিজাত পরিবার ছিল। অভিজাতদের অধীনে বিরাট জমিদারী, ম্যানর এবং বহু সার্ফ বা ভূমিদাস ছিল। অভিজাত শ্রেণী বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারীর স্বত্ব ভোগ করিত। তাহারা তাহাদের বংশ মর্যাদার জন্য বিশেষ গর্বিত ছিল। অভিজাত বংশীয়দের অধিকাংশ লোক সরকারের সামরিক ও অসামরিক পদে কাজ করিত।

অভিজাত শ্রেণী

উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে রাশিয়ায় বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নাই। রাশিয়ার অধিকাংশ লোক ছিল কৃষিজীবি। সেটন ওয়াটসন[১] নামক ঐতিহাসিকের মতে রাশিয়ায় ভূমিদাস ছাড়া স্বাধীন কৃষকশ্রেণী ছিল। কিন্তু ইহাদের জমিগুলি ছিল খুবই ছোট। এই জমির উৎপাদন এত কম হইত যে, ক্ষুদ্র কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রে নিজ জমি বড় মালিককে লিজ দিয়া নিজের খামারে দিন মজুর হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করিত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপস্থিতি

রাশিয়ার বেশীর ভাগ কৃষক ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা জমিদারদের ম্যানর বা খামারের সংলগ্ন গ্রামে বসবাস করিত। ভূমিদাসদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। ম্যানের প্রথা অনুসারে ইহারা জমিদারদের জমির একখণ্ড চাষ করিত। ইহার বিনিময়ে সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন ইহাদের জমিদারের জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে চাষ-আবাদের কাজ করিতে হইত। এছাড়া ইহারা কার্ভি বা বেগারের কাজ করিতে বাধ্য ছিল। বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন বা পুল নির্মাণের জন্য ইহাদের বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক হিসাবে শ্রমদান করিতে হইত। ইহারা জমিদারকে নানাপ্রকার কর ও শ্রম দিত। ইহারা ধর্ম কর বা টাইদ (Tithe) আদায় দিত। রাশিয়ার আইনে সার্ফ বা ভূমিদাসরা ছিল জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ইহাদের পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিক্রয় করা যাইত। ইহাদের দৈহিক নির্যাতন করিলেও রাষ্ট্র তাহাদের রক্ষায় আগাইয়া আসিত না।[২] তাহাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলিতে কিছুই ছিল না। এমন কি ম্যানর কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে তাহারা ম্যানর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিত না। রুশ সার্ফ বা ভূমিদাসদের জীবন ছিল মার্কিন দেশের তুলা খামারের ক্রীতদাসদের ন্যায়। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাহারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিত। ১৮২৬—১৮৫৪ খ্রীঃ মধ্যে ৭১২টি ভূমিদাস ও কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। ভূমিদাসদের মুক্তির জন্য ১৮৬১ খ্রীঃ আগে জার সরকার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয় নাই।

সার্ফ বা ভূমিদাস শ্রেণী

রাশিয়ার অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। ডেভিড ল্যান্ডস ও গারশেনক্রন[৩] নামক

১. Seton Watson—Decline of Imperial Russia.

২. Lipson—Europe in 19th and 20th Centuries.

৩. David Landes & Gerschen Kron.

প্রখ্যাত রুশ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের মতে, রাশিয়ায় সামন্ত প্রথার প্রভাবে লোকে কায়িক পরিশ্রমের কাজকে নীচু চোখে দেখিত। ফ্রান্সের ন্যায় রাশিয়ার লোকে শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যকে হীন কাজ মনে করিত। ফলে রাশিয়া বাণিজ্য ও শিল্পে, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা অনেক পিছাইয়াছিল। সমাজে ধনবণ্টন না হওয়ায় সমাজে মুষ্টিমেয় ধনী অভিজাত এবং বাকী দরিদ্র চাষী লইয়া রাশিয়ার সমাজ গঠিত ছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে যেরূপ ধনী বুর্জোয়া ও নিম্ন মধ্যবিত্ত বা পাতি বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল রাশিয়ায় তাহা হয় নাই। রাশিয়ায় এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা উনবিংশ শতকের গোড়ায় ছিল নগণ্য।

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রুশ জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন জার্মান সহযোগিতায় রাশিয়ায় কিছু কিছু শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করেন। ফলে উরাল (Ural) ও রোণ্টোভ অঞ্চলে দু একটি লৌহ শিল্পের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতকে রাশিয়ায় কয়লা ও তেল উৎপাদনের চেষ্টাও আরম্ভ হয়। শিল্পকে কিন্তু কৃষির বিকল্প হিসাবে স্থাপন করিবার কোন প্রচেষ্টা এই সময় দেখা যায় নাই।

শিল্প ব্যবস্থা

আগেই বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ায় জারের অধীনে এক স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। জার ও তাহার সৈন্যবাহিনী এবং অনুগামী অভিজাতরাই ছিলেন শাসন ব্যবস্থার প্রধান কাঠামো। ডুমা (Duma) বা জাতীয় পার্লামেণ্ট নামক একটি সংসদ থাকিলেও তাহার অধিবেশন জারের ইচ্ছামত আহূত হইত। ডুমা বা জাতীয় পরিষদের সদস্যারা ছিল অভিজাত শ্রেণীর লোক। সর্বসাধারণের ভোটে গণতান্ত্রিক প্রথায় ডুমার সদস্যারা নির্বাচিত হইত না। শাসন ব্যবস্থা ছিল প্রধানতঃ অভিজাত কর্মচারীদের কুক্ষিগত। ব্যক্তিগত যোগ্যতার কোন সমাদর ছিল না। বংশমর্যাদাই ছিল স্বীকৃতির মাপকাঠি সরকারী কর্মচারীরা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ। এই যুগের রুশ ঐতিহাসিক ওয়ালেসের মতে, "সকল ব্যবস্থাই ছিল দুর্নীতিপূর্ণ; সকল কিছুই ছিল অবিচারমূলক এবং অসৎ।"[১] বিচারকেরা উৎকোচ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিত না; রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করিত। ফলে সমাজের নীচু তলার লোকেদের ভাগ্য ছিল অন্ধকারময়।

জারের স্বৈরতন্ত্র

উনবিংশ শতকের রাশিয়ায় এই হতাশাময় চিত্রের মধ্যেও পরিবর্তনের স্রোত দেখা দিয়াছিল। রুশ জনগণ ছিল স্বভাবতই স্বদেশপ্রেমী। অভিজাত, কৃষক সকলেই স্বদেশকে ভালবাসিত।[২] রুশ অভিজাতদের মধ্যে একাংশ যাহারা সামরিক বিভাগে যোগ দিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয় তাহারা পশ্চিম ইওরোপে আসিয়া উদারনৈতিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়। পশ্চিম ইওরোপের শাসন ব্যবস্থার সহিত জারের স্বৈরতন্ত্রের তুলনা করিয়া তাহারা সাংবিধানিক

উদারতন্ত্রবাদের প্রসার

১. "Eveything was corrupt, everything unjust and everything dishonest".—Wallace.

২. বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক সোলঝিনিৎসিনের বিখ্যাত রচনা ১৯১৪ খ্রীঃ দ্রষ্টব্য।

পরিবর্তনের জন্য কামনা করে। টলস্টয়ের ভুবন বিখ্যাত রচনা ওয়ার এ্যাণ্ড পিস (War and Peace) নামক উপন্যাসে দেখা যায় যে, রুশ অভিজাতদের একাংশ ফরাসী বিপ্লব উদ্ভূত উদারতন্ত্রবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাহাদের এই ধারণা ছিল যে, রাশিয়ায় স্বৈরশাসনের পরিবর্তন না ঘটিলে রাশিয়ার আধুনিকীকরণ সম্ভব হইবে না। ১৮২৫ খ্রীঃ ডেকাব্রিষ্ট বা ডিসেম্বিস্ট বিদ্রোহের মাধ্যমে বিপ্লবী ভাবধারার প্রথম স্ফুরণ ঘটে।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের আভ্যন্তরীণ শাসন নীতি, ১৮০১-১৮২৮ খ্রীঃ (Home Policy of Czar Alexander I, 1801—1828) : জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম পল কিছুকাল জার হিসাবে রাজত্ব করেন। জার প্রথম পল জনৈক রুশ সেনাপতির হস্তে নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র প্রথম আলেকজাণ্ডার ১৮০১ খ্রীঃ রোমানভ বংশের উত্তরাধিকারী হিসাবে জারের সিংহাসনে বসেন। জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের গৃহ শিক্ষক ছিলেন উদারতান্ত্রিক চিন্তাবিদ লা হার্প (La Harpe)। তাঁহার প্রভাবে আলেকজাণ্ডারের মনে উদারতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। তবে রুশ জারেরা ছিলেন স্বভাবতই স্বৈরশাসক। সুতরাং প্রথম আলেকজাণ্ডার উদারতন্ত্রবাদে শিক্ষিত হইলেও তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় ইহার প্রভাব গভীর ছিল না। ১৮১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি শাসননীতিতে কিছু কিছু উদারনীতির পরিচয় দেন। ১৮১৮ খ্রীঃ পর তিনি উদারনীতির পথ ত্যাগ করিয়া পুরাপুরি স্বৈরতন্ত্রকে অনুসরণ করেন।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের উদারতন্ত্রবাদের প্রতি অনুরাগ

জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের চরিত্রে ছিল একটি স্ববিরোধীতা। তিনি উদারতন্ত্রে বিশ্বাস করিলেও সাহস করিয়া শাসননীতিতে ইহাকে প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। তাছাড়া লা হার্পের প্রভাবে তিনি উদারতন্ত্রের অনুরাগী হইলেও, কিছুকাল পরে ফন ক্রুডেনার নামে এক খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসিনীর প্রভাবে গীর্জার অধিকার নীতিকে আঁকড়াইয়া ধরেন। জারের চরিত্রে এই পরস্পর-বিরোধিতার দরুণ তিনি কার্যকরীভাবে কোন একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করিতে ব্যর্থ হন।

ধর্মীয় প্রভাব : প্রতিক্রিয়াশীলতা

১৮০১ খ্রীঃ পর জার কিছুকাল শাসনব্যবস্থায় উদারনৈতিক হাওয়া বহাইয়া দেন। এজন্য তিনি "উদারনৈতিক জার" (Liberal Czar) হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (১) তিনি রাশিয়াতে গুপ্ত ও নিরাপত্তামূলক পুলিশ বাহিনীকে লোপ করেন। (২) বৈদেশিক ভ্রমণ এবং বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য তিনি রুশ ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের অনুমতি দেন। (৩) শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। (৪) মস্কো, ভিলনা এবং ডোরনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করা হয়। (৫) সেণ্ট পিটার্সবার্গ, কাজান ও খার্কভে তিনি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। (৬) তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত রুশ কৃষকদের সাহায্যের জন্য দুর্ভিক্ষ ত্রাণ নীতি গ্রহণ করেন।

উদারতান্ত্রিক সংস্কার

(৭) রুশ কারাগার, হাসপাতালগুলির উন্নতির জন্য তিনি বাড়তি অর্থ বহাল করেন।

রাশিয়ার সর্ব প্রধান সামাজিক সমস্যা ছিল সার্ফ বা ভূমিদাসদের সমস্যা। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ভূমিদাসদের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন রচনার উপযোগিতা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি ইহার জন্য মৌলিক আইন প্রণয়ন করিতে বিরত থাকেন। তিনি আশঙ্কা করিতেন যে, ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটাইলে রাশিয়ার জারতন্ত্র ভাঙিয়া পড়িবে। জারতন্ত্র ছিল অভিজাতদের উপর নির্ভরশীল। ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটিলে অভিজাতরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং জারতন্ত্র ভাঙিয়া যাইবে। তবে ভূমিদাসদের দৈহিক নির্যাতন এবং তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় করার প্রথা, তিনি আইন করিয়া বন্ধ করেন।

ভূমিদাস প্রথা সংস্কারে অনাগ্রহ

জার প্রথম আলেকজাণ্ডার সংবিধান সংশোধনের জন্য সুপারিশ রচনার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি সরকারের ক্ষমতার বিভাজন, ব্যক্তি স্বাধীনতা স্থাপন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করিয়া একটি খসড়া রচনা করে। কিন্তু জার সংবিধান সংশোধনে প্রকৃত আগ্রহী ছিলেন না। ফলে তিনি এই খসড়াকে অকার্যকরী করেন। তিনি পোল্যাণ্ডে একটি সংবিধান প্রবর্তন করিয়া পোলদের স্বায়ত্ত শাসন দান করেন। পোলদের জাতীয় পরিষদ বা ডায়েটকে বাজেট পাশ ও আইন রচনার অধিকার দেন। পোলদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় ভাষাকে স্বীকৃতি দেন।

সংবিধান সংস্কার

জার প্রথম আলেকজাণ্ডার তাঁহার শাসননীতিতে কিছুকাল উদারতন্ত্র অবলম্বন করিলেও, ক্রমে তিনি স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। ভিয়েনা কংগ্রেস এবং ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ে মেটারনিকের সহিত তিনি মিলিত হন। মেটারনিকের প্রভাবে তাঁহার মধ্যে রক্ষণশীল চিন্তা জাগ্রত হয়। পোলরা স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাইলেও তাহাতে শান্ত না হইয়া স্বাধীনতা দাবী করিলে জার উদারনীতির পথ পরিত্যাগ করেন। তিনি পোলদের প্রদত্ত সংবিধানের বহু অধিকার নাকচ করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ পর জার উদারতন্ত্রের পথ ত্যাগ করিয়া পুরোপুরি রক্ষণশীলতা নীতি গ্রহণ করেন।

রক্ষণশীল নীতিতে প্রত্যাবর্তন

জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের বৈদেশিক নীতি (The Foreign Policy of Czar Alexander I): জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের আভ্যন্তরীণ নীতির ন্যায় তাঁহার বৈদেশিক নীতি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের আমলে রাশিয়া ইওরোপীয় রাজনীতিতে কেন্দ্রস্থান অধিকার করে। সিংহাসনে বসিবার পর জারের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল নেপোলিয়নের সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ। তিনি ১৮০১-০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত নেপোলিয়নের সম্পর্কে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন জার্মানী জয় করার পর আলেকজাণ্ডার নিরপেক্ষতা নীতি ত্যাগ করেন। তিনি তৃতীয়

নেপোলিয়ন বিরোধী গোষ্ঠীতে যোগদান ও পরাজয়

শক্তিজোটে যোগ দিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন।

১৮০৭ খ্রীঃ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়নের সহিত বিখ্যাত টিলজিটের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি দ্বারা পোল্যাণ্ডে নেপোলিয়নের আশ্রিত রাজ্য, কিংডম অফ ওয়ারসকে, জার মানিয়া নেন। তিনি নেপোলিয়নের প্রচারিত মহাদেশীয় প্রথা (Continental System) গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক অবরোধে যোগ দেন। নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মানী ও ইতালীর পুনর্গঠন ব্যবস্থাকে জার মানিয়া নেন। ইহার বিনিময়ে পূর্ব ইওরোপে আধিপত্য স্থাপনের রুশ দাবীকে নেপোলিয়ন মানিয়া নেন। ফিনল্যাণ্ড, বেসারাবিয়া এবং ককেশাসের তৈল সমৃদ্ধ অঞ্চলে রুশ অধিকার স্থাপিত হয়।

টিলজিটের সন্ধি, ১৮০৭ খ্রীঃ

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে জারের সহিত নেপোলিয়নের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। রুশ মন্ত্রীরা জারকে ইহা বুঝাইতে সক্ষম হন যে, জারের মিত্রতার সাহায্যে নেপোলিয়ন ইওরোপে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। মহাদেশীয় প্রথা অবলম্বনের ফলে রুশ বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে। পোল্যাণ্ডে ফরাসী প্রভাব স্থাপনের ফলে রুশ নিরাপত্তা বিপন্ন হইতেছে। ইহার ফলে জার মহাদেশীয় প্রথা অগ্রাহ্য করেন। নেপোলিয়নের সহিত রাশিয়ার যুদ্ধাবস্থা দেখা দেয়।

নেপোলিয়নের সহিত বিরোধ

১৮১২ খ্রীঃ নেপোলিয়ন তাঁহার গ্র্যাণ্ড আর্মি (Grand Army) লইয়া রাশিয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু নেপোলিয়নের ইওরোপ বিজয়ী সেনাদল মস্কো অভিযানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নেপোলিয়ন হতমান ও হতবল হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পিছু লইয়া রুশ বাহিনী জার্মানীতে উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতন ঘটে।

মস্কো অভিযান: জারের প্রতিরোধ

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, পশ্চিম ইওরোপে বিরাট সংখ্যক বিজয়ী রুশ বাহিনীর অবস্থান রাশিয়াকে এক বিরল সামরিক মর্যাদাদান করে। 'নেপোলিয়ন বিজেতা' হিসাবে জার আলেকজাণ্ডার ইওরোপের জনসাধারণের নিকট অসাধারণ জনপ্রিয়তা পান। এই সময় ইওরোপে রুশ প্রভাব অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পায়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেও জার তাঁহার মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। তিনি উদারতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে মনে করিতেন। ফলে মেটারনিক প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিজ্ঞদের বিরুদ্ধে তিনি উদারতন্ত্রের সমর্থক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। সামরিক শক্তি ও আদর্শবাদ উভয়ের দ্বারা তিনি রাশিয়ার মর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি করেন। তিনি পোল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসনমূলক সংবিধান দিয়া ইওরোপের নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তির দূত হিসাবে বন্দিত হন।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জয়: জারের উদারতান্ত্রিক নীতি

ভিয়েনা সম্মেলনে জার উদারতন্ত্রের সমর্থকের ভূমিকা লইলেও, রাশিয়ার স্বার্থের কথা ভুলেন নাই। তাঁহার প্রভাবে সন্ধিকর্তারা ফ্রান্সকে উদার শর্ত দান করিতে বাধ্য হয় এবং জার্মানীর ৩৯টি রাজ্য লইয়া একটি Bund বা রাষ্ট্রমণ্ডল গঠিত হয়। অপরদিকে জার, অষ্ট্রিয়া ও ব্রিটেনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পোল্যাণ্ডের ⅘ অংশ এবং ফিনল্যাণ্ড ও বেসারাবিয়া অধিকার করিতে সমর্থ হন। তিন লক্ষ রুশ সৈন্য জার্মানীতে উপস্থিত থাকার ফলে মিত্রশক্তির পক্ষে রাশিয়ার দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নাই।

ভিয়েনা সম্মেলনে জারের নীতি

কিন্তু মেটারনিকের কৌশলে জার আলেকজাণ্ডার ক্রমে ক্রমে তাঁহার ইওরোপীয় প্রভাব, প্রতিপত্তি হারাইয়া ফেলেন। ধূর্ত মেটারনিক বুঝিতে পারেন যে, জারকে রক্ষণশীল মতে দীক্ষিত না করিতে পারিলে, ইওরোপে তাঁহার পরিকল্পিত রক্ষণশীলতাকে স্থাপন করা যাইবে না। তিনি জারকে ইহা বুঝাইতে সমর্থ হন যে, উদারতন্ত্র হইল একটি বৈপ্লবিক শক্তি। ইহা প্রভাবে জারের স্বর্গীয় অধিকার নীতি বিনষ্ট হইবে। তিনি ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রভাব, জার্মানীর ছাত্র সমাজের বিদ্রোহী মনোভাব, রাশিয়ায় বুদ্ধিজীবিদের সংবিধান পরিবর্তনের দাবী উল্লেখ করিয়া বলেন যে—এই আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য হইল ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলিকে ধ্বংস করা। জার আলেকজাণ্ডার পবিত্র চুক্তি ঘোষণা করিয়া ইওরোপে রক্ষণশীলতা স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন। অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া এই তিন রক্ষণশীল শক্তি ইহার ফলে জোটবদ্ধ হয়।

জারের প্রতিক্রিয়াশীলতা নীতি গ্রহণ

ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সদস্য হিসাবে জার আলেকজাণ্ডার, মেটারনিকের রক্ষণশীল নীতির ঘোর সমর্থকে পরিণত হন। ফলে জারের উদারতন্ত্রী ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। কিন্তু জার শীঘ্রই উপলব্ধি করেন যে, শক্তি সমবায়ে যোগ দিয়া স্বাধীনভাবে তিনি রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি পরিচালনার অধিকার হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি যাহাই করুণ না কেন, তাঁহাকে শক্তি সমবায়ের অনুমোদন লইয়া করিতে হইবে। জার ১৮২০ খ্রীঃ মেটারনিক কর্তৃক রচিত প্রতিক্রিয়াশীল দলিল প্রোটোকল অফ ট্রপোতে স্বাক্ষর দেন। স্পেনে উদারতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তাহা দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া স্পেনে রুশ সেনার অনুপ্রবেশ সমর্থন না করায় তিনি হতাশ হন। এদিকে গ্রীসে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। গ্রীসে রুশ প্রভাব বিস্তারের জন্য জার গ্রীক বিদ্রোহীদের সহায়তা করিতে অভিপ্রায় জানান। কিন্তু অষ্ট্রিয়া বা ইংলণ্ড, কেহই রাশিয়ার এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। ফলে জার আলেকজাণ্ডারকে নিরস্ত হইতে হয়। জারের আহত অভিমানকে শান্ত করিবার জন্য, মেটারনিক তাঁহাকে বলেন যে, "মনে করুন গ্রীস ইওরোপের অন্তর্গত নহে।"

শক্তি সমবায়

জারের ব্যর্থতা

ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহ, ১৮২৫ খ্রীঃ (Decabrist Revolt, 1825): জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া

গোলোযোগ ঘটে। প্রথম আলেকজাণ্ডারের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে, তাহার দুই ভ্রাতা কনস্টাণ্টাইন ও নিকোলাস সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী হন। মধ্যম কনস্টাণ্টাইন ছিলেন উদার প্রকৃতির ও জনপ্রিয়। সুতরাং দেশপ্রেমিকরা তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতে সংকল্প নেয়। তাহাদের দাবী ছিল "কনস্টাণ্টাইন এবং কনষ্টিটিউশন" বা সংবিধান (Constantine and Constitution)। কিন্তু কনস্টাণ্টাইন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাসের অনুকুলে পদত্যাগ করায়, নিকোলাস রুশ সিংহাসনে (১৮২৫ খ্রীঃ) বসেন।

সিংহাসনে উত্তরাধিকারের সমস্যা

নিকোলাসের সিংহাসনে বসার ফলে রুশ সেনাদলের একাংশ এবং বহু দেশপ্রেমিক হতাশ হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮২৫ খ্রীঃ এই বিদ্রোহ ঘটে। এজন্য ইহাকে ডিসেম্বিস্ট বা ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহ বলা হয়। নিকোলাস কর্তৃক জারের পদ গ্রহণের বিরোধিতা, এই বিদ্রোহের আপাত কারণ হইলেও এই বিদ্রোহের মূল কারণ গভীরে ছিল। বহু রুশ দেশপ্রেমিক, জারের স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সাংবিধানিক শাসন প্রবর্তনের দাবী করেন। ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহের মূলে তাঁহাদের অবদান ছিল। কোন কোন রুশ সেনাপতি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপলক্ষে পশ্চিম ইওরোপে গিয়া পশ্চিমের সাংবিধানিক প্রথা ও উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা দেখিয়া প্রভাবিত হন। তাঁহারা স্বদেশে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানান। বহু উদারপন্থী দেশপ্রেমিক অভিজাতও এই আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮১৬ খ্রীঃ রাজধানী সেণ্টপিটার্সবার্গে ইউনিয়ন অফ স্যালভেশন (Union of Salvation) নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। ক্রমে উত্তর রাশিয়ার জন্য একটি সমিতি (Northern Society) এবং দক্ষিণ রাশিয়ার একটি স্বতন্ত্র সমিতি স্থাপিত হয়। কর্ণেল পেষ্টেল (Col. Pestel) নামে এক অভিজাত সেনাপতি দক্ষিণের সমিতি সংগঠন করেন। দক্ষিণের সমিতি জারের স্বৈরতন্ত্রের বিলোপ, প্রজাতন্ত্র স্থাপন, ভূমিদাস প্রথার বিলোপ, সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তন প্রভৃতি মৌলিক সংস্কার দাবী করে।[১] এই সমিতি আশা করিত যে, উদারপন্থী কনস্টাণ্টাইন সিংহাসনে বসিলে এই সকল সংস্কার প্রবর্তিত হইবে। নিকোলাস সিংহাসনের বসার ফলে তাহাদের আশা ব্যর্থ হয়।

ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহের কারণ

উপরোক্ত কারণে ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহ ঘটে। জার প্রথম নিকোলাস তাঁহার অনুগত গোয়েন্দা ও কসাক বাহিনীর সাহায্যে নিষ্ঠুরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন। হত্যা, নির্বাসন ও কারাদণ্ডের দ্বারা দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের শাস্তি দেওয়া হয়। ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহ ছিল উনবিংশ শতকের রাশিয়ার জাগরণের প্রভাতী তারা। পরবর্তীকালের পপুলিষ্ট, এ্যানার্কিষ্ট এমন কি মার্ক্সিষ্ট বিপ্লবগুলি এই বিপ্লব হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করে। জারের স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে মোহমুক্ত হইয়া একশ্রেণীর দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবির আত্মত্যাগ একেবারে ব্যর্থ হয় ইহা বলা যায় না।

বিদ্রোহ দমন

১. Lionel Kochan—The Making of Modern Russia.

জার প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকাল, ১৮২৫-১৮৫৫ খ্রীঃ (Czar Nicholas I, 1825-1855) : রুশ জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন লৌহ মানব। জারতন্ত্রের স্বৈরশাসন তাঁহার মধ্যে প্রকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়। কিশোর বয়স হইতে সেনা বিভাগে কাজ করিবার ফলে তাঁহার মধ্যে সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। তিনি ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল, সংস্কার বিরোধী এবং শৃংখলাপরায়ণ ব্যক্তি। তবে তাঁহার মধ্যে প্রখর বাস্তব জ্ঞান ছিল। জার তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে শিক্ষা লইতে সমর্থ ছিলেন। তাছাড়া তাঁহার স্বদেশপ্রীতিও কম ছিল না। তবে স্বদেশ বলিতে নিকোলাস তাঁহার সরকারকেই বুঝিতেন।

জার নিকোলাসের রক্ষণশীলতা

ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহীদের কঠোর হাতে দমন করিয়া, নিহত ডেকাব্রিষ্টদের পায়ে মাড়াইয়া, জার প্রথম নিকোলাস রুশ সিংহাসনে বসেন। তিনি রাশিয়ার শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য নিশ্ছিদ্র দমন নীতি প্রয়োগ করেন। তাঁহার নীতি ছিল, "গোঁড়ামি, স্বৈরতন্ত্র এবং রুশী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব" প্রচার (Orthodoxy, Autocracy and Nationality)। তিনি স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনাকে বন্ধ করিবার জন্য বোর্ড অফ সেন্সরসিপ (Board of Censorship) বা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ স্থাপন করেন। শিক্ষামন্ত্রী কাউন্ট উভারভ (Count Uvarov) ছিলেন এই পরিষদের সর্বেসর্বা। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয়গুলিকে দৃঢ় হাতে এই পরিষদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ছাত্রদের বিদেশে পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করা হয়। বিদেশী অধ্যাপকদের রুশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ দান নিষিদ্ধ করা হয়। উদারনৈতিক পাঠ্যবস্তুগুলির চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। মোট কথা মেটারনিক যেরূপে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্বারা স্বাধীন মতামত গঠন ও প্রকাশের পথ বন্ধ করেন, জার নিকোলাসও রাশিয়াতে তাহা করেন।

স্বৈরতন্ত্র

জার নিকোলাস থার্ড সেকসন (Third Section) নামে এক গুপ্ত পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী গঠন করেন। জেনারেল বেঙ্কেনডর্ফের অধীনে এই গুপ্ত বাহিনী সমগ্র দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। বিনা বিচারে কারাদণ্ড, হত্যা, নির্বাসন চালাইয়া এই বাহিনী বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দেয়।

দমন নীতি

প্রথম নিকোলাসের দমন নীতির ফলে রুশ বুদ্ধিজীবিরা রাজনীতির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইহার ফলে নিকোলাসের রাজত্বকালে রুশী সাহিত্যের বিরাট অগ্রগতি ঘটে। এই কারণে নিকোলাসের শাসনকালকে রুশী সাহিত্যের "অগাষ্টিয়ান যুগ" (Augustian Age of Russia) বলা হয়। রুশী সাহিত্যের একটি গোষ্ঠী ফরাসী সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য রচনার চেষ্টা করে। টুর্গোনভ, বাকুনিন, হার্জেন প্রভৃতি ছিলেন এই গোষ্ঠীর লেখক। অপর গোষ্ঠী ছিল স্লাভবাদী। রাশিয়ার জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই গোষ্ঠী সাহিত্য

রুশ সাহিত্যের অগ্রগতি

রচনা করেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডস্টয়েভস্কি, পুশকিন, গোগোল প্রভৃতি ছিলেন এই গোষ্ঠীর লোক। রোমান দেবতা জানুসের (Janus) যেমন দুইটি মস্তক ছিল, নিকোলাসের যুগের রুশী সাহিত্য তেমনই পাশ্চাত্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী এই দুই শাখায় পল্লবিত হয়।

জার নিকোলাস স্বৈরাচারী হইলেও ঘোর জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদী সাহিত্য রচনার দৃঢ় সমর্থন করেন। এমনকি রাশিয়ায় বসবাসকারী অন্য জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের তিনি রুশীকরণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি ঘোর রক্ষণশীল হইলেও রাশিয়ায় শিল্প বিস্তারের কাজে মনোযোগ দেন। ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন তাঁহার রাজত্বকালে ৭ গুণ বৃদ্ধি পায়। সুতী বস্ত্র এবং চিনি শিল্পের উৎপাদন বিশেষ বাড়ে।

নিকোলাসের জাতীয়তাবাদ

যাহা হউক, জার প্রথম নিকোলাসের স্বৈর শাসনে রুশ জনগণ বিশেষভাবে দমিত হয়। ১৮৫৫ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে লোকে হাঁফ ছাড়িতে পারে।[১]

জার প্রথম নিকোলাসের বৈদেশিক নীতি (The foreign policy of Czar Nicholas I) : জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল ও সাম্রাজ্যবাদী। তাঁহার বৈদেশিক নীতিতে উপরোক্ত ভাবধারার ছাপ দেখা যায়। তিনি মেটারনিকের ন্যায় ইওরোপীয় রক্ষণশীলতার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা গঠিত ইওরোপের স্থিতাবস্থাকে রক্ষা করার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে পোল্যাণ্ডে জাতীয় বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তাহা কঠোর হাতে দমন করেন। তিনি পোলদের স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার নাকচ করিয়া দেন। পোল্যাণ্ডে রুশীকরণ নীতিকে বলবৎ করেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের তরঙ্গ ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িলে রক্ষণশীল নিকোলাস বিশেষ চিন্তিত হন। অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে এই বিপ্লব দমনের জন্য জার নিকোলাস হ্যাপসবার্গ সম্রাটকে তাঁহার সামরিক সহায়তা দেন। রুশ বাহিনী হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করিয়া এই দেশে হ্যাপসবার্গ শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম যাহাতে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন না করেন এজন্য নিকোলাস তাঁহার উপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেন। মোট কথা, মেটারনিকের পতনের পর ইওরোপে রক্ষণশীল ব্যবস্থার প্রধান পুরোহিত হিসাবে জার নিকোলাস আবির্ভূত হন।

ইওরোপে রক্ষণশীলতার প্রতি সমর্থন

সাম্রাজ্যবাদী নিকোলাস তুরস্কের রাজ্য গ্রাস করিয়া রুশ সাম্রাজ্য ও প্রতিপত্তি বাড়াইবার চেষ্টা করেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীস দেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে জার প্রথম নিকোলাস হস্তক্ষেপের জন্য উদ্যত হন। নাভারিনোর যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হইলে, জার প্রথম নিকোলাস তুরস্কের উপর এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি (১৮২৩ খ্রীঃ) চাপাইয়া দেন। এই সন্ধি দ্বারা গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় এবং গ্রীস পরোক্ষভাবে রাশিয়ার আশ্রিত রাজ্যে

গ্রীসের বিদ্রোহ জারের ভূমিকা

১. L. Kochan, P. 162.

পরিণত হয়। ইংলণ্ড এই সন্ধির বিরোধিতা করিয়া লণ্ডনের সন্ধি দ্বারা গ্রীসের উপর রুশ প্রভাব নাশ করা হয়।

বিদ্রোহী গ্রীসকে দমন করিবার জন্য তুর্কী সুলতান তাঁহার সামন্ত মিশরের শাসনকর্তা মহম্মদ আলির সহায়তা নেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে মহম্মদ আলি সিরিয়া অধিকার করেন এবং তাঁহার প্রভু তুরস্কের সুলতানের রাজ্যের অপর অঞ্চলও অধিকার করিতে উদ্যত হন। মহম্মদ আলিকে দমন করিবার জন্য তুর্কী সুলতান রাশিয়ার সাহায্য নেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে জার নিকোলাস উনকিয়ার স্কেলেসির (Unkair Skelessi) সন্ধি (১৮৩২ খ্রীঃ) দ্বারা দার্দানালিস প্রণালীতে অবাধে রুশ জাহাজ চলাচলের অধিকার লাভ করেন। এই প্রণালী দিয়া অন্য দেশের জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হইলে কৃষ্ণসমুদ্র রুশ হ্রদে পরিণত হয়।

উনকিয়ার স্কেলেসির সন্ধি

তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসন নীতির, ইংলণ্ড ঘোর বিরোধিতা করে। কারণ ইংলণ্ড মনে করিত যে, বলকানে রুশ আধিপত্য স্থাপিত হইলে ইংলণ্ডের স্বার্থ বিপন্ন হইবে। ফলে ইংলণ্ডের সহিত রাশিয়ার সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় জার নিকোলাস তুরস্কের সাম্রাজ্য ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে ব্যবচ্ছেদের জন্য প্রস্তাব দিলেও, ইংলণ্ড তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। এদিকে যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থানে অবস্থিত পবিত্র গোটোর গীর্জার চাবির অধিকার লইয়া ক্যাথলিক গীর্জার সহিত অর্থোডক্স গ্রীক গীর্জার বিরোধ ঘটে। নিকোলাস শেষোক্ত গীর্জার পক্ষ নেন এবং ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্যাথলিক গীর্জার পক্ষ নেন। এই উপলক্ষে তুরস্কের সহিত জার নিকোলাসের যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ লইয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেয়।

ইংলণ্ডের বিরোধিতা ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় হয়। প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬ খ্রীঃ) দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। বিজয়ী শক্তিবর্গ এই সন্ধিতে তুরস্কের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে রুশ আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন শর্ত যোগ করে। (পরবর্তী অধ্যায়ে 'পূর্বাঞ্চল সমস্যা' এই সন্ধির বিশদ বিবরণ দেখ)। রাশিয়া বেসারাবিয়া প্রদেশ তুরস্ককে ফিরাইয়া দেয়। দার্দানালিস প্রণালীর পথে রুশ যুদ্ধ জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে রাশিয়ার নৌ-ঘাটি নির্মাণ নিষিদ্ধ হয়। মোট কথা, প্যারিসের সন্ধির দ্বারা তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে রুশ পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়। রাশিয়ার সামরিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়। জার নিকোলাসের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক রুশরা সোচ্চার হইয়া উঠেন। জার স্বয়ং এই পরাজয়ের ফলে দারুণ হতাশ হইয়া পড়েন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, রাশিয়ার মধ্যযুগীয় সমাজ এবং ভূমিদাস সেনা লইয়া আধুনিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় সম্ভব হইবে না। তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভূমিদাস প্রথা সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝাইয়া বলেন।[১] ইতিমধ্যে ১৮৫৫ খ্রীঃ জার নিকোলাসের মৃত্যু হয়।

প্যারিসের সন্ধি নিকোলাসের হতাশা

১. Lipson—Europe in the 19th and 20th centuries.

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আভ্যন্তরীণ শাসন নীতি এবং কৃতিত্ব বিচার, ১৮৫৫-৮১ খ্রীঃ (The internal policy of Czar Alexander II and his achievements 1855-81) : আধুনিক রাশিয়ার ইতিহাসে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকাল নানা কারণে স্মরণীয়। ঐতিহাসিক সেটন ওয়াটসনের (Seton Watson)[১] মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে জার সরকারের পরাজয়ের ফলে রুশ রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে পচনশীল অবস্থা প্রকাশিত হয়, জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার শাসন সংস্কারের প্রলেপ দ্বারা সেই ক্ষত নিরাময়ের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন মানবতাবাদী এবং দেশপ্রেমিক শাসক। তাঁহার পিতা নিকোলাসের শাসনকালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের গ্লানি তিনি ভুলিতে পারেন নাই। স্বৈরাচারী ও হৃদয়হীন শাসন ব্যবস্থা এবং ভূমিদাস প্রথা রাশিয়ার জাতীয় জীবনে অবক্ষয় সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা তিনি বুঝিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, সমকালীন যুগে ইওরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিস্তার ঘটিতেছিল। মরুভূমিতে বালুর ঝড়ের সময় উটপাখী যেরূপ বালুর স্তূপে মুখ লুকাইয়া আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করে, সেইরূপ এই পরিবর্তনশীল যুগে রাশিয়া রক্ষণশীলতা ও স্বৈরতন্ত্রের কবচ পরিয়া রক্ষা পাইবে না ইহা তিনি বুঝিতে পারেন। জারের স্বৈরতন্ত্রকে সহনীয় করিতে হইলে কিঞ্চিৎ উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করিতে হইবে এই বাস্তব বুদ্ধির তিনি পরিচয় দেন। তিনি একদা মন্তব্য করেন যে, "আমরা যে যুগে বাস করিতেছি, সেই যুগের মর্মকথা বুঝিয়া যদি আমরা উপর হইতে সংস্কারের চেষ্টা না করি, তবে নীচ তলার লোকেরা সবকিছু ভাঙিয়া ফেলিবে।"[২]

জার আলেকজাণ্ডারের উদারতন্ত্রীবাদ

নিকোলাসের আমলের দমন নীতিকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রদ করেন। তিনি ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহীদের নির্বাসন দণ্ড মকুব করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ রহিত করেন। থার্ড সেকসন নামক গুপ্ত অত্যাচারী পুলিশবাহিনীকে লোপ করা হয়। বোর্ড অফ সেন্সর বা সেন্সর দপ্তরের ক্ষমতা কমাইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে উদারনৈতিক নীতি অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার জনসাধারণের শ্রদ্ধা পান।

দমন নীতি প্রত্যাহার

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গভীর মূল সংস্কার ছিল ভূমিদাস প্রথার বিলোপ। ভূমিদাস প্রথার ত্রুটি সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদরা সরকারকে ইহার আগে সচেতন করেন। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, রাশিয়ার উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ও ক্ষেত মালিকরা বুঝিতে পারে যে ভূমিদাস মজুর অপেক্ষা নগদ বেতনের স্বাধীন মজুরদের দ্বারা ক্ষেতে ও কারখানায় উৎপাদন অনেক বেশী বাড়ে। ঘন ঘন ভূমিদাস ও কৃষক বিদ্রোহের ফলে জার সরকার ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ভূমিদাস প্রথা বিলোপ ১৮৬১ খ্রীঃ

১. Seton Watson—The decline of Imperial Russia. P. 41.

২. Quoted by Seton Watson.

সুতরাং ভূমিদাস প্রথা বিলোপের জন্য জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন।

১৮৫৭ খ্রীঃ ৩রা ডিসেম্বর দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার একটি আদেশনামার দ্বারা লিথুয়ানিয়া প্রদেশের সকল সার্ফ বা ভূমিদাসদের মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে তিনি সেনাপতি রোস্টোভস্টেভের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া ইহাকে ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব দেন।[১] এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে জার ইহার সম্পর্কে বুদ্ধিজীবি শ্রেণীদের মন্তব্য আহ্বান করেন। অবশেষে ১৮৭১ খ্রীঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভূমিদাসদের মুক্তির ঘোষণাপত্র (Edict of Emancipation) জারী করেন।

মুক্তির ঘোষণাপত্র

ভূমিদাস মুক্তির ঘোষণাপত্র তিনটি নীতির উপর রচিত হয়, যথা, (১) ভূমিদাসদের স্বাধীন ও মুক্ত নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হইবে; (২) মুক্ত ভূমিদাসদের জীবিকার জন্য জমি দিতে হইবে; (৩) সমগ্র ব্যবস্থাটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিচালিত হইবে। ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ আইনে (১৮৬১ খ্রীঃ) বলা হয় যে ঃ—(১) রাজকীয় জমি ও সামন্ত জমিতে যে সকল ভূমিদাস আছে তাহারা সকলে স্বাধীন প্রজার মর্যাদা পাইবে। (২) মুক্ত কৃষকদের উপর জমিদারদের আর কোন অধিকার থাকিবে না। তাহারা রাশিয়ার স্বাধীন নাগরিকের ন্যায় সকল রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। (৩) জমিদারদের জমির একাংশ ভূমিদাসদের দেওয়া হইবে। এই জমি আবাদ করিয়া কৃষকেরা জীবিকা নির্বাহ করিবে। (৪) এই জমির জন্য জমিদারেরা ক্ষতিপূরণ পাইবে। এই ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদেয় অর্থ আপাততঃ সরকার হইতে জমিদারদের দেওয়া হইবে। (৫) কৃষকেরা ৪৯ বৎসরের কিস্তিতে এই অর্থ সরকারকে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে। (৬) এজন্য প্রদেয় অর্থের উপর কৃষকেরা সরকারকে ৬$\frac{১}{২}$% হারে সুদ দিবে। (৭) কৃষকদের যে জমি দেওয়া হইবে তাহার পরিচালনা এবং মালিকানা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বা কমিউনগুলির উপর বর্তাইবে। কৃষকেরা এই জমি কেবলমাত্র চাষ-আবাদ করিবে। তাহারা ইহা দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। (৮) প্রতি গ্রামের গৃহস্থরা মিলিয়া গ্রাম প্রধান বা স্টারকোস্টাকে নির্বাচন করিবে। (৯) কয়েকটি কমিউন মিলিয়া ক্যান্টন বা ভোলোস্ট গঠিত হইবে। (১০) ক্যান্টন আদালতে জমি সংক্রান্ত বিবাদের বিচার হইবে।

ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ আইনের ত্রুটি

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ আইনের জন্য রুশ জনগণের নিকট "মুক্তি দাতা জার" (Czar Liberator) হিসাবে পরিচিত হন। রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার একটি গভীর কলঙ্ক ও অন্যায় দূর করিয়া তিনি নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। রাশিয়ার আধুনিকীকরণে তাঁহার দান অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ আইনের কয়েকটি ত্রুটির জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। (১) জমিদারেরা

১. Seton Watson. P. 42.

কৃষকদের যে জমি হস্তান্তর করে তাহার জন্য যে অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে বরাদ্দ করা হয়, তাহা কৃষকদের প্রদত্ত জমির ন্যায্য দাম অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। সেটন ওয়াটসনের (Seton Watson) মতে রাশিয়ার কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে যে জমি কৃষকদের দেওয়া হয় তাহার মোট ন্যায্য দাম ছিল ২৮৪ মিলিয়ন রুবল। কিন্তু কৃষকেরা এই জমির বাবদ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয় ৩৪১ মিলিয়ন রুবল। এজন্য কৃষকেরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়। (২) অপরদিকে রাশিয়ার অ-কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে ভূমিদাসরা জমিদারদের জমিতে বেগার চাষ না করিয়া মালিকদের শিল্প কারখানায় কাজ করিত। ভূমিদাস মুক্তি আইন দ্বারা ভূমিদাসরা মুক্ত হইলে, এই সকল মালিক দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাহাদের শিল্পগুলিতে বিনা মজুরীতে কাজ করিবার লোক ছিল না। অপরদিকে তাহারা জমির দরুণ যে ক্ষতিপূরণের অর্থ পায় তাহা দ্বারা তাহাদের প্রকৃত ক্ষতিপূরণ হয় নাই। (৩) দক্ষিণ রাশিয়ার উর্বরা কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে জমিদাররা ভূমিদাসদের জমি না ছাড়িয়া বেশী জমি ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। এজন্য এই কারণে ১৮৬১ খ্রীঃ পর বারংবার কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। (৪) জমির স্বত্ব কৃষকদের হাতে না দিয়া গ্রামীণ কমিউন বা মীরগুলির হাতে দেওয়ার ফলে কৃষকেরা কমিউনগুলির দ্বারা নির্যাতিত হয়। জনৈক রুশ ঐতিহাসিকের মতে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কারের ফলে রাশিয়ার জেন্ট্রী বা জোতদার প্রথা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ কৃষকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। সর্বোপরি ক্ষতিপূরণের বোঝা তাহাদের নিকট ভয়ানক কষ্টদায়ক মনে হয়। তাছাড়া জমি বন্দোবস্ত করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট ও গ্রাম সভাগুলি দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। গ্রাম সভাগুলি ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য কৃষকের উপর ভীষণ চাপ দেয়। ভূমিদাস উচ্ছেদ আইনের প্রথম ৪ মাসের মধ্যে ৪৬৯টি কৃষক বিদ্রোহ ঘটে।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। (১) স্বায়ত্ত শাসন সংস্কার দ্বারা জার রুশ জনগণের গণতান্ত্রিক ক্ষুধাকে মিটাইবার চেষ্টা করেন।

স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন

তিনি অভিজাত ও কৃষকদের জন্য স্বতন্ত্র সভা লোপ করিয়া একই সভায় সকল শ্রেণীর সদস্য গ্রহণের নিয়ম চালু করেন।[১] (২) সর্বসাধারণের ভোটে জেলা পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের নিয়ম করা হয়। (৩) জেলা পরিষদে সদস্যদের ভোটে প্রাদেশিক সভা বা জেমেস্টভোর (Zemestvo) সদস্য নির্বাচনের নিয়ম প্রচলন করা হয়। (৪) জেমেস্টভো বা প্রাদেশিক সভার সদস্যদের রাস্তা নির্মাণ, পুল নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জারের প্রবর্তিত স্বায়ত্ত শাসন আইন জনপ্রিয়তা পায় নাই। রাশিয়ায় দায়িত্বশীল

স্বায়ত্ত শাসন আইনের দুর্বলতা

গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন না করিয়া, কেবলমাত্র স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় উদারপন্থী ও সংস্কারবাদীরা হতাশ হয়। (৫) প্রাদেশিক সভাগুলির হাতে জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব থাকিলেও তাহাদের হাতে প্রয়োজন মাফিক অর্থ ও ক্ষমতা ছিল না। জনকল্যাণ

১. Lipson—Europe in the 19th & 20th centuries.

কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য তাহাদের সরকারের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। প্রাদেশিক সভাগুলির কাজে সরকারী কর্মচারীরা হস্তক্ষেপ করায় এই সভাগুলির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইত।

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ায় আধুনিক বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জুরী প্রথা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেন। তিনি বিচার ব্যবস্থাকে শাসন ব্যবস্থা হইতে পৃথক করার ব্যবস্থা করেন। তবে উপযুক্ত সংখ্যক আইনজ্ঞ বিচারকের অভাবে তাঁহার উদ্যম ব্যাহত হয়।

বিচার বিভাগের সংস্কার ও অন্যান্য সংস্কার

জার আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য বিশেষ উদ্যম দেখান। শিক্ষা মন্ত্রী গোলাভনিন (Golovnin) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য একটি কোড বা বিধান প্রণয়ন করেন। অধ্যাপকদের ভোটে রেক্টর নির্বাচন করার ব্যবস্থা হয়। জারের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাচিত ব্যক্তি রেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হইত। অধ্যাপকের পদে, অধ্যাপক সমিতি প্রার্থী মনোনয়ন করিত এবং শিক্ষা মন্ত্রী তাহাদের নিয়োগ করিতেন। অধ্যাপকদের পাঠদানের ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়। নূতন শিক্ষামন্ত্রী দিমিদ্রি তলস্তয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সংশোধন করেন। তিনি গ্রীক ভাষা ও অঙ্কশাস্ত্র পাঠের উপর জোর দেন। বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস করা হয়। আধুনিক বিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞান লাভকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক পরিষদ বা জেমেষ্টভার উপর বর্তায়। শিক্ষামন্ত্রী তলস্তয় স্ত্রী শিক্ষার সমর্থন করেন। ছাত্রীদের মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে শিল্প ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটে। সেটন ওয়াটসনের মতে, ভূমিদাসদের মুক্তির ফলে রুশ শিল্প ব্যবস্থায় বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যে শিল্পগুলি ভূমিদাস মজুরের পরিবর্তে নগদ মজুরের উপর নির্ভরশীল ছিল তাহাদের বিশেষ সুবিধা হয়। গ্রাম হইতে বহু কৃষক শিল্প শ্রমিকের কাজ লইয়া শহরে চলিয়া আসে।[১] রাশিয়ার বস্ত্রশিল্প, রাশিয়ার রেল ব্যবস্থার বিশেষ অগ্রগতি হয়। রেলের বিস্তারের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে।

শিল্প নীতি

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসন নীতি উদারপন্থা দিয়া আরম্ভ হইলেও শেষ পর্যন্ত তিনি উদারপন্থা ত্যাগ করেন। ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহের ফলে তাঁহার ভূমিদাস ব্যবস্থার বিলোপ নীতি বিফল হয়। এদিকে পোল বিদ্রোহের ফলে আলেকজাণ্ডারের উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে। জারের ধারণা জন্মায় যে তাঁহার উদারনীতিকে দুর্বলতা মনে করিয়া লোকে আরও অধিকার পাইবার জন্য দাবী জানাইতেছে। এদিকে নিহিলিষ্ট বিদ্রোহীরা তাঁহার প্রাণ নাশের চেষ্টা করিলে জার

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের বিফলতা

১. Seton Watson—The decline of Imperial Russia. P. 125.

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার উদারতন্ত্র ত্যাগ করিয়া দমন নীতির আশ্রয় নেন। তিনি পোল্যাণ্ডের সংবিধান নাকচ করিয়া দেন। এইভাবে মুক্তিদাতা জারের সংস্কার নীতি ব্যর্থ হইয়া যায়।

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের বৈদেশিক নীতি, ১৮৫৫—১৮৮১ খ্রীঃ (The Foreign Policy of Czar Alexander II) : জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শেষ দিকে সিংহাসনে বসেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে যে হতাশাপূর্ণ পরিস্থিতি দেখা দেয় তাহা সামলাইবার দায়িত্ব তাঁহার উপর বর্তায়। জার আলেকজাণ্ডার প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান করেন। জারের বৈদেশিক মন্ত্রী প্রিন্স গোরচাকফ্ (Gortchakff) ইওরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিয়া, এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির উপর জোর দেন। গোরচাকফ্ এই আশা করেন যে, রাশিয়া ইওরোপ হইতে আপাততঃ হাত উঠাইলে, ইওরোপীয় শক্তিগুলির অন্তর্বিরোধ দেখা দিবে। এই সুযোগে রাশিয়া পুনরায় ইওরোপীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা লইবে।

এশিয়ায় বিস্তার নীতি

এদিকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর চ্যান্সেলার বিসমার্ক রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত এক শক্তিজোট গঠনের সঙ্কল্প করেন। বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সহিত জোট গড়িয়া জার্মানীর শত্রু ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন রাখা। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ খ্রীঃ দ্রে-কাইজার বুণ্ড বা তিন কাইজারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু রুশমন্ত্রী গোরচাকফ্ অনুভব করেন যে বিসমার্ক রাশিয়ার মিত্রতার সুযোগে ইওরোপীয় শক্তিসাম্য জার্মানীর অনুকূলে আনিয়াছেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ War Scare বা ফ্রান্সের জার্মানী আক্রমণের সম্ভাবনার অজুহাতে জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণের উদ্যোগ করিলে, গোরচাকফ্ বিসমার্ককে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, জার্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করিলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে না। গোরচাকফ্-এর এই সতর্কবাণীর ফলে বিসমার্কের পরিকল্পনা বানচাল হয়। রুশ-জার্মান সম্পর্কে ফাটল দেখা দেয়।

তিন সম্রাটের চুক্তিতে যোগদান

ইতিমধ্যে ১৮৭৭ খ্রীঃ রাশিয়া তুরস্ককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তুরস্কের উপর স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি চাপাইয়া দেয়। এই সন্ধি পরিবর্তন করিতে রাশিয়া রাজী না হওয়ায়, রাশিয়ার সহিত অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম ঘটে। বিসমার্কের প্রভাবে বার্লিন কংগ্রেসে বার্লিন চুক্তি দ্বারা স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির শর্তগুলির পরিবর্তন ঘটান হয়। কিন্তু বার্লিন কংগ্রেসের পর রাশিয়ার সহিত জার্মানীর মিত্রতা ভাঙিয়া যায়। গোরচাকফ্ মনে করেন যে, বিসমার্ক বার্লিন কংগ্রেসে রাশিয়া অপেক্ষা অষ্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। রুশ নেতারা বলেন যে, "রাশিয়ার কাঁধে চড়িয়া জার্মানী বড় হইয়াছে।"[১] ইহার ফলে তিন কাইজারের সন্ধি ভাঙ্গিয়া যায়।

বার্লিনের সন্ধি : জার্মানীর সহিত মিত্র-জোট ভঙ্গ

১. Germany is so big bocause she has climbed Russsa's shoulder."

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার দূর প্রাচ্যে শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ (১৮৭৫ খ্রীঃ অধিকার) করেন। আইগুনের সন্ধি (১৮৫০ খ্রীঃ) দ্বারা জার চীনের মাঞ্চু সম্রাটের নিকট হইতে মঙ্গোলিয়ার আমুর উপত্যকার বিশাল অংশ অধিকার করেন। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে রাশিয়ার ভ্লাডিভোস্টক বন্দর স্থাপিত হয়। ট্রান্স সাইবেরীয় রেলপথের দ্বারা এই বন্দর রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবার্গের সহিত সংযুক্ত হয়। (২) মধ্য এশিয়ার তুর্কী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি যথা খিভা, বোখারা, খোকন্দ রুশ সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইলে রুশ সীমান্ত আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার ফলে ইংরাজ অধিকৃত ভারতে রুশ অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে ইঙ্গ-রুশ বিরোধ বাড়ে।

দূর প্রাচ্যে ও মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার

১৮৭০ খ্রীঃ হইতে জার আলেকজাণ্ডার পুনরায় পূর্ব ইওরোপের দিকে দৃষ্টি ফেরান। ১৮৬৩ খ্রীঃ পোল বিদ্রোহ দমনে তিনি প্রাশিয়ার সহায়তা পাইয়া প্রাশিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অস্ট্রো-প্রাশিয়া এবং ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় তিনি প্রাশিয়ার স্বার্থে নিরপেক্ষ থাকেন। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় তিনি প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্তগুলি ভাঙিয়া ফেলেন। ফলে কৃষ্ণ সমুদ্র হইতে দার্দানালিস প্রণালীর পথে রুশ যুদ্ধ জাহাজ ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। এজন্য ইংলণ্ড অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেও এককভাবে রাশিয়াকে নিরস্ত করিতে অসমর্থ হয়। জার তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নীতিকে ত্যাগ করেন নাই। তিনি তুরস্কের সাম্রাজ্য হইতে স্লাভ জাতিগুলির মুক্তি আন্দোলনকে (Pan Slav Movement) সমর্থন করিয়া তুরস্ককে দুর্বল করিবার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে বুলগেরিয়ার খ্রীষ্টানদের উপর তুরস্কের অমানুষিক অত্যাচারের উপলক্ষে জারের সেনাদল তুরস্ক আক্রমণ করে। তুরস্ক পরাজিত হইয়া স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি (১৮৭৭ খ্রীঃ) দ্বারা রাশিয়াকে বাটুম, বেসারাবিয়া ও দোবরুজা ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের এই সাফল্য স্বল্পস্থায়ী ছিল। ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি শক্তিগুলির যুদ্ধং দেহি মনোভাবের ফলে জার বাধ্য হইয়া ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিনের সন্ধির দ্বারা স্যানষ্টিফেনোর সন্ধিকে পরিবর্তন করেন। বার্লিনের সন্ধির ফলে বল্কান উপদ্বীপে রুশ প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অষ্ট্রিয়া আবির্ভূত হয়।

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ : স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি

সুতরাং দেখা যায় যে, দীর্ঘ ২৬ বৎসর ব্যাপী তাঁহার বৈদেশিক নীতির দ্বারা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার, ইওরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরবর্তী রুশ বিরোধী স্থিতাবস্থা পরিবর্তনে অক্ষম হন। তবে ইওরোপের বাহিরে তাঁহার সাফল্য উল্লেখযোগ্য ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই।

নিহিলিষ্ট আন্দোলন (The Nihilist Movement): জার প্রথম নিকোলাসের সিংহাসনে আরোহণের সময় ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল (আগে পৃঃ ২৭০ দেখ)। ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহ দমিত হইলেও রুশ বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে রাশিয়ায় জারের

স্বৈরতন্ত্রের ও অভিজাতদের সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা চলে। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে বিপ্লবী ভাবধারা প্রকট হইয়া উঠে। কের্নিসেভস্কি (Chernyshevski) নামক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ্ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে রাশিয়ায় কৃষকদের কমিউন বা সমাজতান্ত্রিক সংগঠন স্থাপনের কথা বলেন। পিজারেভ (Pisarev) নামক অপর এক বিপ্লবী প্রচার করেন যে, রাশিয়ায় বুদ্ধিজীবিদের উচিত আপাততঃ গণবিপ্লবের কথা না ভাবিয়া নিজেদের সংগঠিত করা। ঔপন্যাসিক তুর্গেনিয়েভের, ফাদারস এ্যাণ্ড সন্স (Fathers and Sons) নাটকের বাজারেভের চরিত্রই ছিল বিপ্লবী পিজারেভের আদর্শ তুর্গেনিয়েভের এই নাটকের নিহিলিস্ট নামটিও পিজারেভ তাঁহার ভাবধারার উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন।[১]

নিহিলিষ্ট মতবাদের উদ্ভব

নিহিলিস্ট হইল সেই ব্যক্তি যে কর্তৃপক্ষের চাপের নিকট আদর্শ ও ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেয় না। নিহিলিস্টবাদীরা মনে করিত যে রাশিয়ায় যাহা কিছু চলিতেছিল তাহার ধ্বংস না হইলে নূতন কিছু গড়া সম্ভব হইবে না। জারতন্ত্র অর্থোডক্স গীর্জা, সামন্ততন্ত্র সকল কিছুই ধ্বংস করার জন্য নিহিলিস্টরা আগ্রহী ছিল। নিহিলিস্টদের মতে বুদ্ধি এবং চিন্তার মুক্তিই ছিল স্বাধীনতার প্রথম সোপান। তাহারা ছিল ঘোর বস্তুবাদী। যাহা দ্বারা কোন বস্তুবাদী উপকার হইবে না, এরকম কিছুকে নিহিলিস্টরা স্বীকার করিত না। তাহারা মনে করিত যে, জারতন্ত্রের সংস্কারের জন্য অপেক্ষা করা গেলেও, আপাততঃ ক্ষুধিত জনসাধারণের জন্য রুটির ব্যবস্থা আগে করিতে হইবে। সর্বাগ্রে চাই অর্থনৈতিক সংস্কার। তারপর অন্যান্য সংস্কারের কথা ভাবা যাইবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বস্তুবাদী করার জন্য নিহিলিস্টরা প্রচার করে। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যাকেই তাহারা আসল শিক্ষা মনে করিত। মানবিক বিদ্যাকে তাহারা অপ্রয়োজনীয় বোঝা বলিয়া মনে করিত।[২] সঙ্গীত, কলা, সাহিত্য, নন্দন তত্ত্বকে তাহারা আমল দিত না। তাহাদের মতে এই সকল বিদ্যা চর্চার "সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা" ছিল না। তাহাদের মতে যে কোন পাদুকা প্রস্তুতকারী শেক্সপিয়ার অথবা রাফায়েল অপেক্ষা দরকারী কাজ করিত। কারণ মানুষের জৈবিক প্রয়োজনের জন্য শেক্সপিয়ার অপরিহার্য ছিল না। ঐতিহাসিক সেটন ওয়াটসনের মতে জার্মান অধ্যাপক ফিউয়ারবাখের (Feurbach)-এর প্রভাবে রুশী বিপ্লবীদের মধ্যে এই ধরনের অদ্ভূত ভাবধারার প্রচার হয়। ফলে নিহিলিস্টদের মধ্যে রাশিয়ার প্রাচীন সব কিছুতেই নস্যাৎ করার প্রবণতা দেখা দেয়।

নিহিলিষ্টদের মতবাদ : বস্তুবাদ

নিহিলিস্টদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী ছিল সমাজতন্ত্রের সমর্থক। লাভরোভ ও কার্নিসেভস্কি প্রভৃতি ছিলেন এই মতের সমর্থক। ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে গ্রামে কৃষকেরা কমিউনের এবং শহরে শ্রমিকেরা আরতেল (Artel)-এর মাধ্যমে সঙ্ঘবন্ধ না হইলে শোষণের অবসান ঘটিবে না। ইহাদের

সংঘ গঠন : নৈরাজ্যবাদ

১. Seton Watson—P. 62. L. Cochan. Suepulak—Underground Russia.

২. Seton Watson—P. 62

মধ্যে সর্বাপেক্ষা উগ্রপন্থী মতের প্রবক্তা ছিলেন মাইকেল বাকুনিন। তিনি ছিলেন নৈরাজ্যবাদী বা এ্যানার্কিস্ট (Anarchist) মতের উদ্গাতা। (ইঁহার মতবাদ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, জার সরকার নিহিলিস্ট বিপ্লবীদের দমনের জন্য বিশেষ চেষ্টা চালায়। পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করিয়া বিশেষ আদালতের সাহায্যে তাহাদের দণ্ড দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮১৮ খ্রীঃ ১৩ই মার্চ সেণ্টপিটারসবার্গের রাস্তায় বিপ্লবীদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিহত হন। ইহার ফলে সরকারী দমন নীতির চাপে নিহিলিস্ট আন্দোলন ধ্বংস হইয়া যায়।

জারের দমন নীতি

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকাল, ১৮৮১-১৮৯৪ খ্রীঃ (The Reign of Czar Alexander III 1881-94): দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হইলে, ১৮৮১ খ্রীঃ তাঁহার পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার জারের সিংহাসনে বসেন। তাঁহার রাজত্বে নিহিলিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবীদের নিষ্ঠুর দমন নীতির দ্বারা দমাইয়া ফেলা হয়। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন দারুণ প্রতিক্রিয়াশীল স্বভাবের লোক। তিনি "এক জার, এক গীর্জা ও এক রাশিয়া"র (One Czar, One Church, One Russia) আদর্শ ঘোষণা করেন। সংবিধানবাদ, উদারতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে তিনি বিজাতীয় ও রুশবিরোধী ভাবধারা বলিয়া বাতিল করিয়া দেন। সংবাদপত্র, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দলগুলির উপর তিনি কঠোর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। স্থানীয় পরিষদগুলির সদস্যদের নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়ন করার নিয়ম চালু করা হয়।

জার আলেকজাণ্ডারের প্রতিক্রিয়াশীলতা

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার মনে করিতেন যে, অভিজাত ও সামন্তশ্রেণীই হইল জারতন্ত্রের আসল শক্তি। এজন্য তিনি ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের আইনকে তিনি পছন্দ করিতে পারেন নাই। তিনি "বষ্টার্ড ফিউডালিজম" (Bastard Feudalism) বা অবৈধ সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালান। (Land captain) বা ল্যাণ্ড ক্যাপটেন এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করিয়া তিনি পুনরায় সামন্তপ্রথা ফিরাইবার চেষ্টা করেন। রাশিয়ায় যে সকল অ-রুশ জাতিগোষ্ঠী বাস করিত তিনি তাহাদের বাধ্যতামূলকভাবে রুশ ভাষা শিখাইয়া রুশীকরণের চেষ্টা করেন।

সামন্ততন্ত্র ও রুশীকরণ

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার শিল্প গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেন। তাঁহার অর্থমন্ত্রী কাউণ্ট উইটি ব্যাপক শিল্প স্থাপনের কাজে হাত দেন। ফরাসী মূলধনের সহযোগিতায় ব্যাপক রেল নির্মাণ এবং শিল্প স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। সূতীবস্ত্র, লৌহ ও তৈল শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। রাশিয়ায় কাপড়ের কলগুলির এত উন্নতি ঘটে, যেক্ষেত্রে ১৮৮১ খ্রীঃ তাহারা ৯.৭ মিলিয়ন টন তুলা আমদানী করিত সে ক্ষেত্রে ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৫.৪ মিলিয়ন টন তুলা আমদানী করা হয়।

শিল্প নীতি

জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালে বৈদেশিক নীতি এক নূতন মোড় নেয়। ফ্রান্সের সহিত রাশিয়া নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিয়া ১৮৯৪ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। ইহার ফলে ত্রিশক্তি আঁতাতের প্রথম ধাপ রচিত হয়।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনকাল, ১৮৯৪-১৯১৭ খ্রীঃ (The reign of Czar Nicholas II): জার দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন রোমানভ বংশের শেষ সম্রাট। তিনি সিংহাসনে বসিবার পর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, আমার পরলোকগত পিতার ন্যায় আমি দৃঢ় ও অবিচলিতভাবে স্বৈরতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করিব।" জার স্বৈরতন্ত্রী হইলেও এই শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব তাঁহার ছিল না।

স্বৈরতন্ত্রবাদ

১৯০৫ খ্রীঃ ভূমি ও স্বাধীনতা (Land and Liberty) বিপ্লবের পর জার নিকোলাস তাঁহার সুযোগ্য ও উদারপন্থী মন্ত্রী কাউন্ট উইটির পরামর্শে অক্টোবর ঘোষণাপত্র (October Monifesto) জারী করেন। এই ঘোষণাপত্র অনুসারে জার ডুমা (Duma) বা জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকিতে রাজী হন। কিন্তু ১৯০১ খ্রীঃ বিপ্লবীদের প্রতি উইটি উদার নীতি দেখাইতে চেষ্টা করিলে, ক্রুদ্ধ জার তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। উইটির পতনের ফলে রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থায় উদারপন্থীদের প্রভাব লোপ পায়। অতঃপর জার নিকোলাস স্টোলিপিন (Stolypin) নামে এক ব্যক্তিকে মন্ত্রীসভার ভার দেন। স্টোলিপিন মৌলিক আইন প্রয়োগ করিয়া কৃষক বিদ্রোহীদের হাতে হাতে বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থা চালু করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর হইতে ৮ মাসের মধ্যে ৬৮৩ জন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। স্টেলোপিনের দমন নীতি দেশকে শিহরিত করে। বিখ্যাত সাহিত্যিক টলস্টয়ের মতে, "জার দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন টেলিগ্রাফ থাকিলেও চেঙ্গিজ খাঁর ন্যায় স্বৈরাচারী" (A Changiz Khan with a telegraph)।

অক্টোবর ঘোষণা নীতি

জার নিকোলাসের শাসনব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্র বহাল থাকিলেও, ইহাতে জারের একাধিপত্য ছিল না।[১] অভিজাত ভূস্বামী, বুর্জোয়া বণিকশ্রেণী এবং কুলাক বা জোতদার শ্রেণীর সহিত জারকে ক্ষমতা ভাগ করিতে হয়। জাতীয়-সভায় এই তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সমর্থন লইয়া স্টোলিপিন শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। স্টোলিপিন কৃষকদের সমর্থন লাভের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি যে ভূমি আইন পাশ করেন (Stolypin's Reforms) তাহাতে গ্রাম্য কমিউনগুলির ক্ষমতা খর্ব করা হয়। কৃষকদের জমি বিক্রয়ের ও খরিদের অধিকার দেওয়া হয়। কৃষকেরা জমি ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার পাইলে গরীব কৃষকদের জমি কুলাক বা সম্পন্ন কৃষকেরা কিনিয়া নেয়। তাহারা এই জমি দ্বারা খামার গঠন করে। এজন্য স্টোলিপিন বণিক ও জোতদার শ্রেণীর প্রিয়পাত্র হন।

স্টোলিপিন আইনে ভূমি ব্যবস্থা সংস্কার

স্টোলিপিনের জনপ্রিয়তায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস ঈর্ষা বোধ করেন। তিনি

১. Seton Watson.—P. 26,

এই আশংকা করেন যে, স্টোলিপিন ডুমা বা জাতীয় সভার সাহায্যে জারের ক্ষমতা হরণ করিবেন এবং জারকে সাংবিধানিক রাজায় পরিণত করিবেন। এই আশংকা বশতঃ জার নিকোলাস স্টোলিপিনকে মন্ত্রীপদ হইতে সরাইতে মনস্থ করেন। ১৯১১ খ্রীঃ এই বিখ্যাত মন্ত্রী বোগরভ (Bogrov) নামে এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। স্টোলিপিনের মৃত্যুর ফলে জারের মন্ত্রীসভা হইতে শেষ যোগ্য ব্যক্তির তিরোধান ঘটে।

স্টোলিপিনের হত্যা

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনকালে রাশিয়ায় শিল্পের বিস্তার ঘটে। গ্রেগরী গ্রসম্যানের[১] মতে জারের আমলে শিল্প বিস্তার ও শ্রমিক অসন্তোষ এই দুই বিষয়কে উপেক্ষা করা যায় না। কাউন্ট উইটির অর্থনীতির ফলে রুশ শিল্প, রুশ-জাপান যুদ্ধের মন্দা কাটাইয়া তেজী হইয়া উঠে। রাশিয়ার ডোনেৎস উপত্যকায় কয়লা শিল্পের এত উন্নতি ঘটে যে, ১৯১৩ খ্রীঃ সমগ্র দেশের প্রয়োজনীয় কয়লার ৫৫% এই স্থানে উৎপাদিত হইত।[২] উরাল, সাইবেরিয়া, তুর্কীস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লার উৎপাদনের হার দাঁড়ায় ১৯০৫ খ্রীঃ ১০৩ মিলিয়ান পুড এবং ১৯১৩ খ্রীঃ ১৮৯৭ মিলিয়ন পুড। রাশিয়ার বস্ত্র শিল্পে যেক্ষেত্রে ১৯০৫ খ্রীঃ ২৪৬ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র উৎপাদিত হইত ; ১৯১০ খ্রীঃ ৪০৫ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র উৎপাদিত হয়। তবে রাশিয়ায় শিল্প বিস্তারের জন্য বৈদেশিক মূলধন নিয়োজিত হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ রাশিয়ার বৈদেশিক লগ্নী ছিল ১২০০ মিলিয়ন রুবল। ইহার শতকরা ৩২ ভাগ ফ্রান্স এবং ২২.৫% ভাগ ইংলণ্ড এবং ১৬% জার্মানী হইতে আসে।

রুশ শিল্প ব্যবস্থার অগ্রগতি

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনকালে দারুণ শ্রামক অসন্তোষ ও ধর্মঘট চলিতে থাকে। এই সুযোগে বলশেভিক দল শ্রমিকদের মধ্যে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে। ১৯১২ খ্রীঃ লেনা স্বর্ণখনিতে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর সেনারা গুলি চালাইলে প্রায় ২০০ শ্রমিক নিহত হয়। জার সরকারের দমন নীতির চাপে সোস্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট কর্মীরা দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। বলশেভিক নেতা লেনিনও এই সময় দেশ ত্যাগ করেন।

শ্রমিক অসন্তোষ : দমননীতি

এদিকে জারের উপর রাসপুটিন নামক এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর অশুভ প্রভাব পড়িলে ব্যক্তিত্বহীন জার তাঁহার কথায় চলিতে আরম্ভ করেন। গ্রেগরী রাসপুটিনক ছিল জনৈক খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী। রাসপুটিন একটি কৃষক পরিবারের লোক ছিল এবং সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল বলিয়া দাবী করিত। এই ভণ্ড সাধু তাহার তন্ত্র-মন্ত্রের জোরে জারিনা আলেকজান্দ্রার একমাত্র বালক পুত্রের দুরারোগ্য রক্তপাত রোগ নিরাময় করে। ইহার ফলে রাসপুটিন রানী আলেকজান্দ্রার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।[৩] রোমানভ রাজবংশের সম্মান বিনষ্ট

রাসপুটিনের ঘটনা

১. Fontana—Economic History of Europe.

২. Seton Watson.—P. 281.

৩. Seton Watson.—P. 271.

হয়। জনসাধারণ নিকোলাসের প্রতি বিরক্ত হয়। রাসপুটিন রানীকে হাত করিয়া মন্ত্রী ও সেনাপতিদের তাঁহার কথামত চলিতে বাধ্য করেন। এজন্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দারুন ক্ষোভ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন সেনাপতি রাসপুটিনকে হত্যা করেন।

ডুমার অধিবেশন আহ্বান ; কুলাক শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি

দূর প্রাচ্যে মাঞ্চুরিয়ার উপর অধিকার লইয়া ১৯০৪-০৫ খ্রীঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের নিকট দৈত্যাকৃতি রাশিয়ার পরাজয় ঘটিলে জার সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার উঠে। জার সরকারের এই দুরবস্থার সুযোগে রুশ সোস্যাল-নারোদনিক এবং বলশেভিকরা ১৯০৫ খ্রীঃ "ভূমি ও স্বাধীনতার" ডেমোক্র্যাট, দাবীতে বিপ্লব ঘোষণা করে। কিন্তু জার দৃঢ় হাতে তাহা দমন করেন। যাহা হউক এই বিপ্লবের ফলে জার দ্বিতীয় নিকোলাস বাধ্য হইয়া ১৯০৬ খ্রীঃ প্রথম ডুমা বা জাতীয় পরিষদ আহবান করেন। কিন্তু ডুমার সভায় রাশিয়ার সংবিধান প্রবর্তনের দাবী উঠিলে জার প্রথম ডুমা ভাঙিয়া দেন। পর বৎসর (১৯০৭ খ্রীঃ) তিনি দ্বিতীয় ডুমা আহবান করেন। কিন্তু মন্ত্রীসভার সহিত ডুমার সদস্যদের বিরোধ দেখা দিলে, ৪ মাসের মধ্যে জার এই ডুমাও বাতিল করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ জার তৃতীয় ডুমার অধিবেশন ডাকেন। এই ডুমার মডারেটরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়। অনেকের মতে ডুমার নির্বাচনে জার সরকার দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া বামপন্থী ও বিরোধীদের পরাস্ত করেন। তৃতীয় ডুমার পাশ করা আইন দ্বারা রুশ কুলাক বা জোতদার শ্রেণী, দরিদ্র কৃষকদের জমি ক্রয় করার অধিকার পায়। ১৯১২ খ্রীঃ তৃতীয় ডুমার কার্যকাল শেষ হয়।

রাশিয়ার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দান : রাশিয়ার পরাজয়

১৯১২ খ্রীঃ চতুর্থ ডুমা বা জাতীয় পরিষদ আহূত হয়। এই ডুমার অধিবেশন কালে ১৯১৪ খ্রীঃ জার সরকার প্রথম মহাযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে। রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষ, বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর হতাশা, বামপন্থী দলগুলির বিদ্রোহী মনোভাব উপেক্ষা করিয়া জার সরকার যুদ্ধে যোগ দিয়া মহা ভুল করে। এই যুদ্ধে যোগদানের পশ্চাতে রুশ জনগণের সমর্থন ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাইজারের সেনা বাহিনী রুশ সেনাদলকে বিতাড়িত করিয়া রাশিয়ায় প্রবেশ করে। ইউক্রেন ও দক্ষিণ রাশিয়ার বিরাট অঞ্চল জার্মানরা অধিকার করে। এমতাবস্থায় রুশ জনমত শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যগ্রতা জানায়। কিন্তু জার সরকার জনমতের দাবী উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যান। এদিকে খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারীর দরুন রুশ জনসাধারণ হতাশ হইয়া পড়ে।

পেট্রোগ্রাড ধর্মঘট, ১৯১৭ খ্রীঃ

এমতাবস্থায় জার সরকারের পতন ঘটাইবার জন্য বামপন্থী বলশেভিক দল সংকল্প নেয়। বলশেভিকদের আহবানে পেট্রোগ্রাড শহরে ১৯১৭ খ্রীঃ এক ঐতিহাসিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রামী শ্রমিক ও নাগরিকদের সহিত পেট্রোগ্রাড শহরের সেনাদল যোগ দিয়া সরকারী অফিসগুলি অধিকার করে। বলশেভিক নেতা লেনিন রুশ দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত

সোভিয়েতগুলিকে সর্বত্র সরকারী ক্ষমতা অধিকার করিবার নির্দেশ দেন। সেনা ও নৌ বাহিনীকে বলশেভিক সরকারের প্রতি আনুগত্য জানাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

চতুর্থ ডুমা : রাজতন্ত্রের পতন

এদিকে দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া চতুর্থ ডুমা জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানায়। ক্রুদ্ধ নিকোলাস এজন্য ডুমার অধিবেশন রদ করিলেও, ডুমা জারতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘোষণা করে। জার ও তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করা হয়। ডুমার ১০ জন সদস্য লইয়া অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। ইহার ফলে জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করেন। এইভাবে ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবে জারতন্ত্রের অবসান ঘটে। ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ খ্রীঃ হইতে অক্টোবর ১৯১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ডুমা কর্তৃক ঘোষিত অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইতিমধ্যে বলশেভিক দল লেনিনের নেতৃত্বে এই প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রী সরকার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১৭ খ্রীঃ অক্টোবর বিপ্লবে বলশেভিক দল ক্ষমতা অধিকার করে। এইভাবে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়। (বলশেভিক বিপ্লবের বিস্তারিত বিবরণ অষ্টবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

পাঠ্যসূচী

১। Seton Watson—Decline of Imperial Russia.
২। L. Kochan—Making of Modern Russia.
৩। Pares Fall of Russian Monarchy.
৪। E. H. Carr—Bolshevik Revolution.
৫। Rothensiten—History of USSR
৬। Lipson—Europe in the 19nth and 20eth Centuries.
৭। Vingoradoff—Lectures on the Nineteenth century.

———

একবিংশ অধ্যায়

পূর্বাঞ্চল সমস্যা

(The Eastern Question)

পূর্বাঞ্চল সমস্যা (The Eastern Question): পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে তুরস্ক ইওরোপের পূর্ব ভাগের দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করে। গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি আধুনিক ইওরোপীয় দেশগুলি এই সময় হইতে কয়েক শতকের জন্য তুর্কী সুলতানের অধীনে চলিয়া যায়। কিন্তু তুরস্কের ইওরোপীয় প্রজারা শ্বেতকায় শ্লাভ জাতি ও খ্রীষ্টধর্মাবলী হইবার ফলে কৃষ্ণকায়, ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের সহিত তাহাদের সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া উঠে নাই। তুরস্ক কেবলমাত্র তাহার সামরিক শক্তির জোরে এই বিজাতীয় প্রজাদের নিজ অধিকারে রাখিত।

খ্রীষ্টীয় প্রজাদের সহিত মুসলিম তুর্কীদের বিরোধ

এদিকে উনবিংশ শতকে তুরস্কের শক্তি ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে। মোল্লাতন্ত্র এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে তুরস্কে আধুনিক যুগের উপযোগী শাসন, সামরিক এবং সামাজিক সংস্কার প্রচলিত হয় নাই। তুরস্ক তাহার মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থা এবং সেনাদল লইয়া, আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত শক্তিগুলি যথা রাশিয়া প্রভৃতির সহিত আঁটিয়া উঠিতে অপারগ হয়। তুরস্কের সামরিক দুর্বলতার জন্য তাহাকে "ইওরোপের রুগ্ন মানুষ" (Sick man of Europe) বলা হইত।

তুরস্কের সামরিক দুর্বলতা

এদিকে সপ্তদশ শতক হইতে রুশ জার পিটার দি গ্রেট তুরস্কের রাজ্য গ্রাস করিয়া কৃষ্ণ সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। ইহার নাম ছিল "উষ্ণ জল নীতি" (Warm Water Policy)। পিটার দি গ্রেটের প্রদর্শিত পথ ধরিয়া জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন অষ্টাদশ শতকে তুরস্ককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তুরস্কের উপর কুচুক কাইনার্ডজির সন্ধি (১৭৭৪ খ্রীঃ) এবং জাসির সন্ধি (১৭৯২ খ্রীঃ) চাপাইয়া দেন। ইহার ফলে ইউক্রেন, ক্রিমিয়া প্রভৃতি অঞ্চল রুশ রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হয়। রাশিয়া কৃষ্ণ সাগরীয় শক্তিতে পরিণত হয়। তুরস্কের পূর্ব ইওরোপীয় বা বল্কান রাজ্য গ্রাস করার নীতি উনবিংশ শতকেও রাশিয়া অব্যাহত রাখে। ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা রাশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে বেসারাবিয়া অধিকার করে। তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাম্রাজ্য লোলুপতা, রুশ-তুর্কী দ্বন্দ্বের সূচনা করে। ইহার ফলে পূর্বাঞ্চল সমস্যার উদ্ভব হয়।

রুশ জারদের উষ্ণ জল নীতি: তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন

পূর্বাঞ্চল সমস্যার অপরদিক ছিল বল্কান জাতিগুলির তুরস্কের শাসনমুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা। ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রভাব[১] বল্কান

১ J. A. R Marriot—Eastern Question.

জাতীয়তাবাদ প্রখর হইয়া উঠে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের সহিত খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী, ইওরোপীয় স্লাভ জাতিগুলির পার্থক্য ছিল। প্যান স্লাভ আন্দোলনের মাধ্যমে বলকান জাতীয়তাবাদ তীব্র হইয়া উঠে। তুরস্কের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিবার জন্য রাশিয়া বলকান জাতীয়তাবাদকে সমর্থন জানায়।

বলকান জাতীয়তাবাদ



বলকান অঞ্চল

ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি পূর্বাঞ্চল সমস্যার সহিত জড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের নীতি এই ছিল যে, পূর্ব ইওরোপে রুশ প্রাধান্য বাড়িলে ইংলণ্ডের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ

হইবে। ইংলন্ড মনে করিত যে, যদি রুশ যুদ্ধ জাহাজ কৃষ্ণ সাগর হইতে দার্দানালিশ প্রণালী দিয়া ভূমধ্যসাগরে ঢুকিতে পারে, তবে এই অঞ্চলে ব্রিটিশ নৌ প্রাধান্য বিপন্ন হইবে। মিশরে ইংরাজ প্রাধান্যের ক্ষতি হইবে। ফ্রান্সও মনে করিত যে, রুশ বিস্তারের ফলে উত্তর আফ্রিকার ফরাসী আধিপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এজন্য ইংলন্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র তুরস্কের সাম্রাজ্যের স্থিতাবস্থা রক্ষা করিয়া চলিতে সংকল্প নেয়। রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন করিলে এই শক্তিগুলি বাধা দানে আগাইয়া আসে। এইভাবে পূর্বাঞ্চল সমস্যা জটিলতা সৃষ্টি করে। লর্ড মর্লি পূর্বাঞ্চল সমস্যাকে বুঝাইবার জন্য একটি ব্যাখ্যা (definition) দিয়াছেন।[১] তাহা হইল এই যে, "পূর্বাঞ্চল সমস্যা হইল একটি পরিবর্তনশীল, সমাধান বিহীন, পাকানো গ্রন্থি, যাহাতে পরস্পর সংঘাতশীল ধর্মমত, পরস্পর বিরোধী জাতি-গোষ্ঠী এবং পরস্পর বিরোধী স্বার্থ জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে।"

ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির রুশ বিরোধিতা : তুরস্কের সাম্রাজ্যের স্থিতাবস্থা রক্ষার নীতি

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ (The War of Greek Independence) : প্রাচীন যুগে গ্রীস ছিল ইওরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি। ইওরোপীয়রা গ্রীসকে ইওরোপের সংস্কৃতির পীঠস্থান বলিয়া মনে করে। কালক্রমে গ্রীস তাহার পূর্ব গৌরব হারাইয়া ফেলে এবং তুরস্কের পদানত হয়। গ্রীকরা তাহাদের অতীত গৌরবের কথা ভুলিয়া পরাধীন জীবনে অভ্যস্ত হয়। (১) অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কোয়ারেস (Koares) নামে এক গ্রীক পণ্ডিতের চেষ্টায় প্রাচীন গ্রীসের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চা আরম্ভ হয়। গ্রীক জাতির মধ্যে এই রেনেসাঁস বা জাগৃতি আন্দোলন গ্রীক জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সৃষ্টি করে। প্রাচীন গৌরবে উদ্দীপিত গ্রীক জাতি তুরস্কের অধীনতা ছিন্ন করার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। (২) গ্রীক জাতির মধ্যে ছিল এক দুর্দম শক্তি। ইহারা ছিল নৌবিদ্যা, বাণিজ্য এবং গেরিলা যুদ্ধে পরদর্শী। পাহাড় অঞ্চলের গ্রীকরা ছিল সাহসী ও যুদ্ধবাজ। সুতরাং তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ইহারা সাগ্রহে যোগ দেন। (৩) গ্রীকরা তুর্কী সরকারের কাছ হইতে বিভিন্ন সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিত। তুর্কী নৌ সেনাদলে গ্রীকরা বেশীর ভাগ কাজ করিত। তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার ভোগ করিত। তুরস্কের নিকট এই সকল সুবিধা পাইবার ফলে গ্রীক জাতির মনে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের বাসনা উদগ্র হইয়া উঠে। (৪) ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বলকানে ছড়াইয়া পড়িলে গ্রীসে স্বাধীনতার আদর্শ বলবতী হয়।[২] গ্রীসের আর্থোডক্স গীর্জা গ্রীক জাতির স্বাতন্ত্র্যবাদকে তীব্রতর করে।

গ্রীকদের জাতীয় জাগরণ : সাহিত্য, বাণিজ্য

১. "It is a shifting, intractable, interwoven tangle of conflicting faiths, rival people and antagonisitic interests."—Lord Morley.

২. J. A. R. Marriot—Eastern Question.

জাতীয়তাবাদী গ্রীকরা ফিলকি হেটাইরিয়া (Philke Hetaria) বা গ্রীক জাতীয় ভ্রাতৃসংঘ নামে এক প্রতিষ্ঠান (১৮১৪ খ্রীঃ) স্থাপন করে। এই সংঘের লক্ষ্য ছিল তুরস্কের হাত হইতে গ্রীসের স্বাধীনতা অর্জন করা। গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সংঘের শাখা স্থাপিত হয়। ফলে সমগ্র গ্রীসে মুক্তি আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। এই সংঘের নেতারা তুরস্কের বিরুদ্ধে জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের সহায়তা প্রার্থনা করে। জার আলেকজাণ্ডার গ্রীক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তাঁহার সমর্থন দিতে রাজী হন।

ফিলকি হেটাইরিয়া প্রতিষ্ঠা

গ্রীসের মোল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশে আলেকজাণ্ডার ইপসিল্যাণ্টি নামক দেশপ্রেমিকের নেতৃত্বে ১৮২১ খ্রীঃ গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রকাশ ঘটে। জার আলেকজাণ্ডার মোলদাভিয়ার বিদ্রোহীদের সাহায্য করিতে চাহিলে অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক শক্তি সমবায়ের সাহায্যে জারকে নিরস্ত করেন। তিনি জারকে বুঝাইয়া দেন যে, ভিয়েনা সম্মেলন ও শক্তি সমবায় ন্যায্য অধিকার নীতিকে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং গ্রীসে তুরস্কের ন্যায্য অধিকারের বিরোধিতা রাশিয়ার পক্ষে করা চলিবে না। ইহার ফলে তুর্কী সেনাদল মোলদাভিয়ার বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। ইতিমধ্যে গ্রীসের মোরিয়া দ্বীপে স্বাধীনতার যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ে। মোরিয়া হইতে গ্রীসের প্রধান ভূখণ্ডে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দাবানলের ন্যায় বিস্তৃত হয়। গ্রীক বিদ্রোহীরা বহু সংখ্যক তুর্কীকে হত্যা করে।

মোলদাভিয়ার বিদ্রোহ : গ্রীসের স্বাধীনতার যুদ্ধ

তুর্কী সুলতান গ্রীক বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য তাঁহার সামন্ত মিশরের পাশা মহম্মদ আলির সহায়তা চান। ইহার বিনিময়ে তিনি মহম্মদ আলিকে সিরিয়া ও দামাস্কাস দানের প্রতিশ্রুতি দেন। মহম্মদ আলির পাশ্চাত্য কায়দায় শিক্ষিত নৌ ও স্থল বাহিনী তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম আলির নেতৃত্বে গ্রীসে ঢুকিয়া পড়ে। তুর্কী বাহিনী নিষ্ঠুরভাবে গ্রীক বিদ্রোহীদের দমন করিতে থাকে। হাজার হাজার নিরপরাধ গ্রীক ধর্মোন্মাদ তুর্কী সেনাদলের হাতে নিহত হয়। অর্থোডক্স গীর্জার ধর্মগুরু, কনস্টাণ্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ককে হত্যা করিয়া তুর্কী সেনারা তাঁহার দেহ, বস্ফোরাস সাগরের জলে নিক্ষেপ করে।

তুরস্কের বর্বর দমন নীতি

খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী গ্রীকদের উপর ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের অত্যাচারের ফলে ইওরোপীয় জনমত গ্রীসের অনুকূলে চলিয়া যায়। এই সুযোগে নূতন রুশ জার প্রথম নিকোলাস ঘোষণা করেন যে, তিনি গ্রীকদের অধিকার রক্ষার জন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা লইবেন। বলা বাহুল্য, রাশিয়ার এই ঘোষণার মধ্যে গ্রীসকে সাহায্য করা অপেক্ষা তুরস্কের বিরুদ্ধে রুশ প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্য বেশী কার্যকরী ছিল।

তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

ইংলণ্ডের বিদেশ মন্ত্রী ক্যানিং বলকানে রুশ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনায় বিচলিত হন। ঐতিহাসিক টেমপারলির (Temperley) মতে ক্যানিং আশঙ্কা করেন যে, রাশিয়াকে

যুদ্ধকালে একক হস্তক্ষেপের সুযোগ দিলে তুরস্কের সাম্রাজ্য ভাগ হইবে। ইহার ফলে ইংলণ্ড ফাঁকে পড়িবে।[১] এছাড়া ইংলণ্ডের জনমত তুরস্কের অত্যাচার নিবারণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ চায়। ক্যানিং-এর উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ককে ধ্বংস না করিয়া নিরস্ত করা এবং রাশিয়ার বিস্তৃতি প্রতিহত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাশিয়ার সহিত লণ্ডনের সন্ধি দ্বারা (১৮২৭ খ্রীঃ) এক বোঝাপড়ায় আসেন। ইহাতে স্থির হয়, রুশ-ব্রিটেন-ফ্রান্সের সম্মিলিত নৌ বাহিনী গ্রীসের নাভারিনো উপসাগরে গিয়া ইব্রাহিম আলির তুর্কী বাহিনীকে গ্রীস ত্যাগে বাধ্য করিবে। তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করাইয়া লওয়া হইবে।

ইংলণ্ডের ভূমিকা

মিত্রশক্তির সম্মিলিত নৌবহর নাভারিনো উপসাগরে গিয়া ইব্রাহিম আলিকে গ্রীস ত্যাগের জন্য চরমপত্র দিলে, ইব্রাহিম আলি তাহা অগ্রাহ্য করেন। ইহার ফলে গরম মাথা ইংরাজ নৌ সেনাপতি এ্যাডমিরাল কর্ডিংটন নাভারিনোর নৌ যুদ্ধে তুর্কী নৌবহর ধ্বংস করিয়া ফেলেন। নাভারিনোর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনী গ্রীস হইতে চলিয়া যায়। রুশ সেনাদল যুদ্ধ চালাইয়া তুরস্কের সুলতানকে এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি (১৮২৯ খ্রীঃ) (Treaty of Adrianople) স্বাক্ষরে বাধ্য করে। এই সন্ধি দ্বারা (১) রুশ আশ্রয়াধীনে গ্রীস স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। (২) বসফোরাস ও দার্দানালিস প্রণালীর উপর রাশিয়ার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়। (৩) মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশের উপর রুশ প্রোটেকটোরেট বা রক্ষণাধিকার স্থাপিত হয়। এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি দ্বারা রুশ ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুণ, ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি এই সন্ধির তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে রুশ জার বাধ্য হইয়া এই সন্ধির শর্ত পরিবর্তন করেন। এই পরিবর্তনের ফলে :—(১) গ্রীস একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়। ব্যাভেরিয়ার রাজপুত্র অটো গ্রীসের রাজা হিসাবে নির্বাচিত হন। (২) ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। (৩) মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার উপর রুশ রক্ষণাধিকার নাকচ হইয়া যায়।

এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে, তুরস্কের দুর্বলতা বিশেষভাবে একটিত হয়। রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবও এই যুদ্ধে প্রকাশিত হইয়া যায়। তবে ইহাও বুঝা যায় যে, ইওরোপীয় শক্তিগুলি সহজে রাশিয়াকে আগাইতে দিবে না। এইভাবে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে পূর্বাঞ্চল সমস্যার সকল দিকগুলিই প্রকট হইয়া উঠে। তুরস্কের সাম্রাজ্যের ভাঙন এই যুদ্ধ হইতে সূচিত হয়।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্ব

তুরস্কের সমস্যা ও লণ্ডনের সন্ধি, ১৮৪০ খ্রীঃ : (The Problem of Turkey and the Treaty of London) : গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মিশরের পাশা মহম্মদ আলির সহিত তুর্কী সুলতানের বিরোধ দেখা দেয়।

১. Tomperley—Cambridge History of British Foreign Policy.

গ্রীসের যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য তুর্কী সুলতান, তাঁহার সামন্ত মহম্মদ আলিকে ক্রীট দ্বীপ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু মহম্মদ আলি সুলতানের রাজ্য সিরিয়া অধিকার করেন। সুলতানী সেনাদল, মহম্মদ আলির আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত সেনার নিকট পরাজিত হইবার উপক্রম হয়।

মহম্মদ আলির সিরিয়া আক্রমণ

এমতাবস্থায় তুর্কী সুলতান ইওরোপীয় শক্তিগুলির সামরিক সাহায্য চান। মিশরে ও উত্তর আফ্রিকায় তাহার প্রভাব স্থাপনের জন্য, ফ্রান্স মহম্মদ আলির পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন দেয়। ব্রিটেন এই বিবাদে নিরপেক্ষ থাকে। রুশ জার প্রথম নিকোলাস মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে তুরস্কের সুলতানের পক্ষ নেন। উনকিয়ার স্কেলেসি (Unkair Skelessi) সন্ধি (১৮৩৩ খ্রীঃ) দ্বারা (১) রাশিয়া তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। (২) দার্দানালিস প্রণালীতে রুশ যুদ্ধ জাহাজের অবাধ চলাচলের অধিকার সুলতান স্বীকার করেন। (৩) যুদ্ধের সময় এই প্রণালীতে অন্য জাতির যুদ্ধ জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হয়।

রুশ হস্তক্ষেপ : উনকিয়ার স্কেলেসির সন্ধি, ১৮৩৩ খ্রীঃ

উপরোক্ত সন্ধির দ্বারা তুরস্কের উপর রুশ আধিপত্য বিস্তার হইবে বলিয়া ইংলণ্ড আশংকা করে। ঐতিহাসিক টেমপারলির[1] মতে "উনকিয়ার স্কেলেসির সন্ধি ব্রিটিশ রাজনীতিকদের রাশিয়া সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তনের সূচনা করে।" ইতিমধ্যে মহম্মদ আলি ফরাসী সহায়তা লইয়া পুনরায় তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মিশর ও আফ্রিকায় ইহার ফলে ফরাসী প্রভাব বাড়ে। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও রাশিয়ার চাপে ফ্রান্সকে নিরস্ত হইতে হয়। লণ্ডনের কনভেনশন (১৮৪০ খ্রীঃ) দ্বারা উনকিয়ার স্কেলেসি সন্ধির আপত্তিজনক শর্তগুলির পরিবর্তন করা হয়। (১) মহম্মদ আলি মিশরের স্বাধীন শাসক হিসাবে স্বীকৃত হন। (২) মহম্মদ আলি সিরিয়া, ক্রীটের উপর তাঁহার দাবী ত্যাগ করেন। (৩) দার্দানালিস প্রণালী যুদ্ধের সময় সকল দেশের যুদ্ধ জাহাজের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা বলিয়া ঘোষিত হয়।

লণ্ডনের সন্ধি, ১৮৪০ খ্রীঃ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ১৮৫৪-১৮৫৬ খ্রীঃ (The Crimean war): ভিয়েনা সন্ধির পর ইওরোপে প্রায় ৪০ বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকিবার পর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ১৮৫৪ খ্রীঃ ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়াইয়া পড়ে। এই যুদ্ধের আপাততঃ কারণ ছিল খুবই তুচ্ছ। ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ থিয়ার্স মন্তব্য করেন যে, "কয়েকজন হতভাগ্য সন্ন্যাসীকে গ্রোটোর গীর্জার চাবি পাওয়াইয়া দেওয়ার জন্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধান হয়।" যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান জেরুজালেমের গ্রোটোর গীর্জা ও অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং চাবির অধিকার তুর্কী সুলতান ১৭৪০ খ্রীঃ এক চুক্তি দ্বারা ক্যাথলিক গীর্জাকে দেন। ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ এই দায়িত্ব বহন করেন।

গ্রোটোর গীর্জার চাবির প্রশ্ন

১. Temperley—England and the Near East. P. 72-73.

ক্যাথলিক দেশ ফ্রান্স এই দায়িত্বের রক্ষাকারী ছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্স দুর্বল হইয়া পড়িলে, অর্থোডক্স গীর্জার তরফে; রাশিয়া এই অধিকার সুলতানের নিকট হইতে হস্তগত করে। এজন্য ক্যাথলিক সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ ছিল। ফরাসী সম্রাট ক্যাথলিকদের নিকট জনপ্রিয়তার লোভে সুলতানকে গ্রোটোর চাবি ক্যাথলিক গীর্জার হাতে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করেন।

রুশ চরমপত্র : মোলদাভিয়া অধিকার

রাশিয়ার জার নিকোলাস ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রতিনিধি মেনশিকভকে তুর্কী সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দাবী করেন যে ; (১) যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থানের পবিত্র তীর্থগুলির রক্ষণের অধিকার অর্থোডক্স গীর্জাকে ফিরাইয়া দিবে ; (২) সুলতানের খ্রীষ্টান প্রজাদের উপর রাশিয়াকে রক্ষণাধিকার দিতে হইবে। সুলতান উক্ত দাবী অগ্রাহ্য করেন। জার ইহার উত্তরে তুরস্কের রাজ্যের অন্তর্গত মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ অধিকার করেন।

ভিয়েনা প্রস্তাবে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ

এদিকে যুদ্ধের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য ইওরোপীয় শক্তিগুলি ভিয়েনা নগরীতে সমবেত হইয়া ভিয়েনা নোট বা ভিয়েনা প্রস্তাব রচনা করে। কিন্তু তুর্কী সুলতান এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ, রুশ সেনা অধিকার করায়, তুর্কী সুলতান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ তুরস্কের পক্ষ লইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

উপরোক্ত কারণগুলি ছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধের উপলক্ষ মাত্র। এই যুদ্ধের আসল কারণগুলি আরও গভীরে নিহিত ছিল।

রুশ জার কর্তৃক তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব

রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস বিশ্বাস করিতেন যে, তুরস্কের সাম্রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ গ্রাস করিবার জন্য ফরাসী সরকার চেষ্টায় আছে। তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্স বিদ্রোহের জন্য প্ররোচনা দিতেছে। এমতাবস্থায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ করিবার পরিকল্পনা করেন। তিনি ১৮৪৫ খ্রীঃ এবং পুনরায় ১৮৫৩ খ্রীঃ, ইংলণ্ডের নিকট তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব দেন। গ্রোটোর গীর্জার চাবি ও জেরুজালেমের পবিত্র স্থানগুলি লইয়া ১৮৫৩ খ্রীঃ ফ্রান্সের সহিত বিরোধ বাধিলে, জার মনে করেন যে, তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য তিনি ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হ্যামিলটন সেমুরকে (Hamilton Seymour) (৯ই জানুয়ারী, ১৮৫৩ খ্রীঃ) প্রস্তাব দেন যে, "আমাদের হাতে একটি অত্যন্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রহিয়াছে। আমাদের উচিত তাহার মৃত্যুর আগেই তাহার বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থা করা।" জার এইভাবে তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব দিলে, ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্রী লর্ড জন রাসেল প্রত্যুত্তরে বলেন যে "এই রুগ্ন ব্যক্তির মৃত্যু এখন হইবে না। ১০০ বৎসর এই ব্যক্তি এখনও জীবিত থাকিবে।"[১]

---

১. Quoted by Temperley.

সুতরাং দেখা যায় যে, জার নিকোলাসের উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ করা। তুরস্কের রাজ্য বল প্রয়োগে গ্রাস করা জারের উদ্দেশ্য ছিল না।[১] জার নিকোলাসের প্রধান ভুল এই ছিল যে, তাঁহার প্রস্তাবে ইংলণ্ড অরাজী নহে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। ব্রিটিশ সরকার স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায় জারকে তাঁহাদের অসম্মতি জানাইতে বিরত থাকেন। ইহার ফলে জার প্রথম নিকোলাসের ভুল ধারণা দৃঢ়মূল হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ মন্ত্রী পামারষ্টোন রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ না এড়াইয়া যুদ্ধ বাধাইবার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি মনে করিতেন যে, রাশিয়ার উপর একটি সামরিক পরাজয় চাপাইয়া না দিলে, জার সরকার তুরস্কের বিরুদ্ধে রাজ্যগ্রাস নীতি ত্যাগ করিবেন না। ইংলণ্ডের টাইমস (The Times) প্রভৃতি প্রভাবশালী পত্রিকাগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে "যুদ্ধং দেহি" মনোভাব জাগাইয়া তুলে। টাইমস পত্রিকা এই তত্ত্ব প্রচার করে যে, রাশিয়া পূর্ব ইওরোপ গ্রাস করিয়া ভূমধ্যসাগরের পথে ভারতের সহিত যোগাযোগের রাস্তা বন্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইংলণ্ডের উদারপন্থী রাজনীতিবিদরা রাশিয়ার জার সরকারকে ইওরোপে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান স্তম্ভ মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহারা রাশিয়ার পরাজয় কামনা করেন। এইভাবে ইংলণ্ডে রুশ বিরোধী জনমত জাগিয়া উঠে। ব্রিটিশ সরকার তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

ইংলণ্ডের ভূমিকা

ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্যক্তিগত কারণে জার নিকোলাসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নীতি গ্রহণ করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন বংশানুক্রমিক অধিকারের বলে সিংহাসন লাভ না করায়, জার নিকোলাস তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করেন। এই কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন জার নিকোলাসকে শিক্ষা দিতে চান। (২) ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে, জার নিকোলাস ছিলেন ইওরোপে ভিয়েনা সন্ধির খুঁটি। তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া এই সন্ধির ভিত্তি ভাঙিতে চেষ্টা করেন। (৩) ফরাসী জাতিকে যুদ্ধ জয়ের গৌরবের তীব্র মদিরা পান করাইয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার স্বৈরশাসনকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন। এই সকল কারণে ফ্রান্স ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেয়।

তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য

অষ্ট্রিয়া এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ যোগ না দিলেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে "শত্রুতাপূর্ণ নিরপেক্ষতা" (Hostile Neutrality) নীতি অনুসরণ করে। অষ্ট্রিয়া মনে করিত যে, পূর্ব ইওরোপে রুশ শক্তি বৃদ্ধি হইলে অষ্ট্রিয়ার নিরাপত্তা ও স্বার্থ বিপন্ন হইবে। এজন্য রাশিয়ার বিপক্ষে অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে সমর্থন দেয়। সার্ডিনিয়ারের প্রধানমন্ত্রী কাভুর ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমর্থন লাভের আশায়, এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে সৈন্যদল পাঠাইয়া দেন। এই সকল জটিল স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

অষ্ট্রিয়ার উদ্দেশ্য

১. Ibid. P. 279.

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য ছিল না। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলার মনে করেন যে. এই যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। কারণ জার নিকোলাস তুরস্কের বশ্যতা চাহিতেন; অপরদিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়াকে পরাস্ত করিয়া স্বদেশে জনপ্রিয়তা চাহিতেন; ব্রিটেন চাহিত তুরস্কের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা। এই পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘাতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। ঐতিহাসিক টেমপারলি মনে করেন যে যদি ব্রিটিশ সরকার স্পষ্টভাবে জারকে বুঝাইয়া দিতেন যে, জারের তুরস্ক ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব ইংলণ্ড আদপেই সমর্থন করিবে না তবে হয়ত জার নিকোলাস মোল-দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া অধিকার করিতেন না। ইহা ফলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এড়ান যাইত।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অপরিহার্য

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিবরণ (The events of the Crimean war): তুরস্কের সুলতান জারের চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলে জার মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া অধিকার করেন। ইহার প্রতিবাদে সুলতান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সিলিষ্ট্রিয়া অঞ্চলে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে তীব্র যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-ফরাসী সেনাদল রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলে রাশিয়া এই দুইটি স্থান হইতে সেনা সরাইয়া নেয়। মিত্রশক্তির সেনাদল দক্ষিণ রাশিয়ার ক্রিমিয়াতে প্রবেশ করে এবং বিখ্যাত রুশ দুর্গ সেবাস্তোপোল অবরোধ করে। ইতিমধ্যে বালাক্লাভা ও ইনকারমেইনের যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী জয়লাভ করে। ফরাসী সেনাদল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখায়। শেষ পর্যন্ত মিত্র শক্তির আক্রমণে রুশ দুর্গ সেবাস্তোপোলের পতন ঘটে। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার নিকট চরমপত্র পাঠাইয়া শর্ত সাপেক্ষে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। নূতন জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সন্ধি স্থাপনে রাজী হইলে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটে।

বালাক্লাভা ও ইনকার মেইনের যুদ্ধ

প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬ খ্রীঃ) ও ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলাফল (The Treaty of Paris and results of the Crimean War): প্যারিসের সন্ধির (১৮১৬ খ্রীঃ) দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার দুইটি প্রধান সমস্যা, যথা, তুরস্কের দুর্বলতা এবং রাশিয়ার আগ্রাসন নীতিকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা: (১) তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা এবং তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার নীতি গৃহীত হয়। ভবিষ্যতে রাশিয়া প্রভৃতি কোন দেশ তুরস্ককে আক্রমণ করিলে প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরকারী শক্তিগুলি তাহা প্রতিরোধের দায়িত্ব নেয়। (২) তুরস্ককে ইওরোপের আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আনিতে ইওরোপীয় শক্তিগুলি সম্মত হয়। ইহার অর্থ হইল এই যে, ইওরোপীয় দেশগুলি নিজেদের মধ্যে যেরূপ আন্তর্জাতিক আইন মাফিক সম্পর্ক রাখে, তুরস্কের ক্ষেত্রেও তাহা করা হইবে। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সদস্য হিসাবে তুরস্ককে গ্রহণ করা হইবে। তুরস্কের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে বহিঃশক্তি হস্তক্ষেপ করিবে না। (৩) তুর্কী সুলতান দ্বিতীয়

প্যারিসের সন্ধির শর্ত

মহম্মদ, তুরস্কের শাসনব্যবস্থা ও সামরিক বাহিনীর অধুনিকীকরণ দ্বারা তুরস্কের দুর্বলতা দূর করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। তুরস্কের ইওরোপীয় প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে উদারনৈতিক শাসননীতি গ্রহণ, তুর্কী সেনাদলের আধুনিকীকরণের জন্য তিনি অঙ্গীকার দেন। (৪) রাশিয়া তাহার আগ্রাসন নীতি পরিত্যাগের প্রমাণস্বরূপ তুরস্ককে বেসারাবিয়া ফিরাইয়া দেয়। (৫) রাশিয়া সুলতানের খ্রীষ্টীয় প্রজাদের উপর রক্ষণাধিকারের দাবী ত্যাগ করে। (৬) কৃষ্ণসাগরের উপকূলে রুশ নৌঘাঁটি নির্মাণ নিষিদ্ধ হয়। (৭) দার্দানালিস প্রণালীতে, শান্তির সময় সকল দেশের যুদ্ধ জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হয়। তবে এই প্রণালীতে সকল দেশের বাণিজ্য জাহাজ অবাধে চলাচল করিবে ইহা স্থির হয়। (৮) তুরস্কের সুলতান সার্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। (১০) মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়াকে সুলতান স্বায়ত্বশাসন দান করেন।

প্যারিসের সন্ধি দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পূর্বাঞ্চল সমস্যার দুইটি প্রধান দিক ছিল, যথা, তুরস্কের দুর্বলতা এবং রাশিয়ার আগ্রাসন নীতি। প্যারিসের সন্ধি দ্বারা এই দুইটি সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে দেখা যায় যে, এই সকল ব্যবস্থা অকার্যকরী হইয়াছে। পূর্বাঞ্চল সমস্যা পুনরায় ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট করিয়াছে। তুরস্ক প্যারিসের সন্ধিতে তাহার প্রতিশ্রুতি আলোকপ্রাপ্ত সংস্কার প্রবর্তন করিতে ব্যর্থ হয়। সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ তাঞ্জিমৎ সংস্কার বা আলোকিত সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করিলেও, গোঁড়া মোল্লাদের বিরোধিতায় বিফল হন। ফলে তুরস্ক দুর্বল থাকিয়া যায়। এদিকে রাশিয়া কিছুকাল তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন ত্যাগ করিলেও, ১৮৭০ খ্রীঃ প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত পুনরায় ভাঙিয়া ফেলে। ১৮৭৭ খ্রীঃ রুশ তুরস্ক যুদ্ধে রাশিয়া তুরস্কের উপর স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি চাপাইয়া দেয়। সুতরাং পূর্বাঞ্চল সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্যারিসের সন্ধির দ্বারা করা সম্ভব হয় নাই। এই কারণে অনেকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে অপ্রয়োজনীয় ও অকিঞ্চিৎকর যুদ্ধ বলেন। ইহার একমাত্র প্রত্যক্ষ ফল এই ছিল যে, তুরস্কের সাম্রাজ্য ১৮৫৩ খ্রীঃ ধ্বংস না হইয়া আরও কিছুকাল টিকিয়া থাকে। প্যারিসের সন্ধি দ্বারা নৌ যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি আন্তর্জাতিক আইন গৃহীত হয়, যথা জলদস্যুতা হইল একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ; নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ হইতে শত্রু দেশের মালপত্র বাজেয়াপ্ত না করা প্রভৃতি আইনগুলি গৃহীত হয়।

প্যারিসের সন্ধির বিফলতা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই কারণে কেহ কেহ ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে "ইওরোপের জলবিভাজিকা" (Water shed of European history) বলেন। প্রথমতঃ, এই যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার ইতিহাসে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হিসাবে, জার সরকার রাশিয়ার পিছাইয়া পড়া সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। এজন্য জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ১৮৬১ খ্রীঃ রূপ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল: রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া



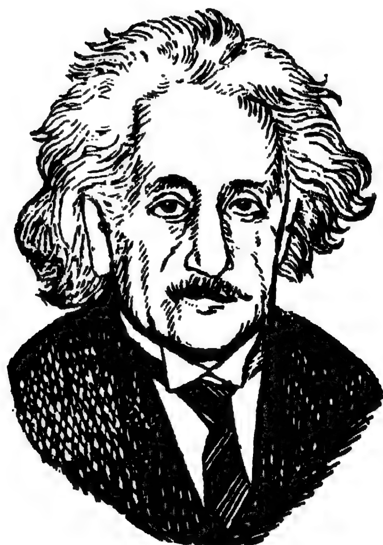
কার্ল মার্কস



ভ্লাডিমির লেনিন



উড্রো উইলসন



অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

ভূমিদাস প্রথা লোপ করিয়া, রাশিয়ায় নবজাগরণের সূচনা করেন। বৈদেশিক ক্ষেত্রে রাশিয়া কিছুকাল ইওরোপ হইতে মুখ ফিরাইয়া, এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অনুসরণ করে। চীনের নিকট হইতে মঙ্গোলিয়ার একাংশ, মধ্য এশিয়ার ককেশাস অঞ্চল ও তুর্কী খানদের রাজ্য যথা সমরখন্দ, বোখারো, খোকন্দ রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা ফলে রুশ সীমান্ত আফগানিস্থান স্পর্শ করে। রুশ সীমান্ত আফগানিস্থান স্পর্শ করিলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি রুশ আক্রমণের ভয়ে কম্পিত হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের ভাগ্যরবিকে উজ্জ্বল করে। এই যুদ্ধে ফরাসী সেনাদল তাহাদের সমরকুশলতার পরিচয় দিলে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের কলঙ্ক মুছিয়া যায়। ফ্রান্স ইওরোপে প্রথম শ্রেণীর শক্তির মর্যাদা পায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার সামরিক মর্যাদা ব্যবহার করিয়া ইওরোপের নিয়ন্তা হইয়া দাঁড়ান। ফ্রান্সের অভ্যন্তরে তাঁহার জনপ্রিয়তা বাড়ে। ইওরোপের সকল আন্তর্জাতিক বিরোধে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া ভিয়েনা সন্ধিকে ভাঙিবার ব্যবস্থা করেন।

ফ্রান্সের প্রভাব বৃদ্ধি

ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফল সুখকর হয় নাই। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাদল তেমন যোগ্যতা দেখাইতে পারে নাই। ইংলণ্ড এই যুদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ইংলণ্ড যে মর্যাদা পায়, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তাহা রক্ষিত হয় নাই। এই যুদ্ধের পর ইংলণ্ড, ইওরোপে মিত্রহীন হইয়া পড়ে। ২বার নীতি

ইংলণ্ডে মর্যাদা হানি

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অন্যতম পরোক্ষ ফল ছিল ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিনরন্দ্র বুলগার মিত্রতা। ইহার ফলে ফরাসী সম্রাট তৃতীরিখার হইয়া যায়। ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে পিডমণ্টের পক্ষ নে ফলে ইওরোপীয় মন্ত্রী কাভ্যুরের উক্তি "ক্রিমিয়ার মাটি হইতে নবীন ইতালীর জন্মখণ্ডের ভূতপূর্ব সফল হয়। জানান যে,

ইতালীর ঐক্য

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করায় জারের মনে অষ্ট্রির।"[১] বিরূপতা দেখা দেয়। এদিকে প্রাশিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা রাখায়, জার া পুনরায় প্রতি প্রীত হন। ১৮৬৬ খ্রীঃ বিসমার্ক যখন জার্মান ঐক্যেরতা না অষ্ট্রো-প্রাশিয়া যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন তখন ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে প্রাশিয়ার নিরপেক্ষতার প্রতিদানে, রাশিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকেন। ফলে জার্মানীর ঐক্য সহজ হয়।

জার্মানীর ঐক্য

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিরাট পরোক্ষ ফল এবং গুরুত্বহীন কারণ বিবেচনা করিয়া ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ইহা ছিল একটি বানানো যুদ্ধ, সম্ভবতঃ অপ্রয়োজনীয় অনেকাংশে মূল্যহীন কিন্তু ইহার অপরিকল্পিত ও অভাবনীয় ফলগুলি ছিল গভীর ও মূল্যবান।"[১]

১. "It was a tumbling war, probably unnecessary, largely futile, yeat, rich with unintended consequence"—David Thomson.

পূর্বাঞ্চল সমস্যার সঙ্কট ঃ রুশ-তুর্কী যুদ্ধ ঃ স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি (The crisis of Estern Question : Russo-Turkish war : The Treaty of Sanstefano) ঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও প্যারিসের সন্ধি দ্বারা কিছুদিনের জন্য পূর্বাঞ্চল সমস্যা চাপা থাকে। স্বল্পকালের মধ্যে পূর্বাঞ্চল সমস্যা লইয়া আন্তর্জাতিক সঙ্কট দেখা দেয়। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা তুর্কী সুলতান, তুরস্কে আলোকিত শাসন ব্যবস্থা ও ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন। তুর্কী সাম্রাজ্যের খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী প্রজারা যাহাতে সমান মর্যাদা লইয়া ইসলামীয় প্রজাদের সহিত বসবাস করিতে পারে, সেজন্য এই সংস্কার নীতির প্রয়োজনীয়তা ছিল। সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ তাঞ্জিমৎ সংস্কার বা আধুনিক আলোকিত সংস্কার প্রবর্তনের আয়োজন করেন। তিনি আধুনিক শিক্ষা, ফরাসী ভাষা শিক্ষা, সামরিক সংস্কার প্রভৃতি কাজ আরম্ভ করেন। পরবর্তী সুলতান আবদুল আজিজ আইনের চক্ষে সমান অধিকার, ধর্ম-সহিষ্ণুতা, প্রাদেশিক সভায় সকল ধর্মের প্রজাদের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি আইন প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে অ-তুর্কী প্রজাদের সহিত সরকারের সংযুক্তি গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেখা দেয়। কিন্তু মোল্লা সমাজ প্রচার করে যে, এই সকল সংস্কার প্রবর্তিত হইলে তুরস্কে ইসলামীয় ভাবধারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পুরাতনপন্থীদের বিদ্রোহের ফলে আবদুল আজিজ পদচ্যুত হন। ইহার পর কিছুদিন প্রথম মুরাদ ...নের সিংহাসনে বসেন। মুরাদের পর দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সুলতানী ...সন।

তুরস্কের গোঁড়ামি প্রজা অসন্তোষ

...দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত ও কূটকৌশলী লোক। ...বরতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক। ইওরোপীয় শক্তিগুলির চাপে তিনি কেবলমাত্র মুখে[১] সংস্কার প্রবর্তনের কথা বলেন। তিনি খ্রীষ্টান প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার নাশ করিয়া তাহাদের উপর বলপূর্বক তুর্কীকরণ নীতি চাপাইয়া দেন। তাঁহার ...ুর্কী কর্মচারীরা বলকানের খ্রীষ্টীয় প্রজাদের উপর বাড়তি কর, অর্থনৈতিক ও ইসলামীকরণ চালাইতে থাকে। ইহার ফলে বলকানে দারুণ অসন্তোষ ...রিত হয়।

...নীতি

এদিকে বলকান জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা তীব্র হইয়া উঠে। বলকানের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা ছিল অর্থোডক্স গীর্জার অনুরাগী খ্রীষ্টান। ইহাদের মধ্যে প্যান স্লাভ আন্দোলন (Pan-Slav movement) নামে এক আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে। যেহেতু রাশিয়ার অধিবাসীরাও ছিল স্লাভ গোষ্ঠী, সুতরাং রাশিয়ার প্রভাবে প্যান-স্লাভ আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠে।

প্যান স্লাভ আন্দোলন

ইতালীর জাতীয়তাবাদী ঐক্য লাভ ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন বলকান জাতি-

১. Sherif Marden.

গুলিকে তুর্কী অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রেরণা দেয়। মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দুই প্রদেশের অধিবাসীরা সংযুক্ত হইয়া রুমানিয়া রাজ্যে পরিণত হয়। রুমানিয়ার স্বাধীনতা লাভ বলকান জাতিগুলিকে জাতীয়তাবাদী প্রেরণা দেয়। মাইলোস ওব্রানোভিচ নামক জনৈক সার্বিয় নেতা বলকানের তুর্কী রাজ্য বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে সার্বিয়ার সহিত যুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। কারণ এই দুই রাজ্যের অধিবাসীরাও ছিল সার্ব জাতিগোষ্ঠীর লোক। এইভাবে সুলতান আবদুল হামিদের ধর্মান্ধতার দরুণ বলকানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতর হয়।

বলকান জাতীয়তাবাদ

হামিদীয় স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে বলকানের বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাছাড়া হার্জেগোভিনার জমিদার শ্রেণী তুর্কী সরকারের সাহায্যপুষ্ট হইয়া স্থানীয় কৃষকদের নির্মমভাবে শোষণ করিলে কৃষকেরা কর প্রদান ও বেগার খাটা বন্ধ করে। হার্জেগোভিনার কৃষক বিদ্রোহ দমনের জন্য একটি তুর্কী সেনাদল পাঠান হইলে ক্রুদ্ধ কৃষকেরা ইহাকে পরাস্ত করে। বোসনিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি স্থানেও তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। সার্বিয়া ও মণ্টিনেগ্রো প্রভৃতি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বলকান রাষ্ট্রগুলি স্লাভ জাতীয়তার সমর্থনে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

হার্জেগোভিনার কৃষক বিদ্রোহ

সুলতান আবদুল হামিদ নিষ্ঠুর অত্যাচার দ্বারা বলকান বিদ্রোহ দমাইবার নীতি নেন। তুর্কী সেনাদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের ফলে প্রায় ১২ হাজার নিরস্ত্র বুলগার নরনারী নিহত হয়। বুলগেরিয়ার গ্রামগুলি ছারখার হইয়া যায়। বুলগার খ্রীষ্টানদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে ইওরোপীয় জনমত তুরস্কের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। ইংলণ্ডের ভুতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের ন্যায় শান্তিবাদী লোকও চটিয়া গিয়া, দাবী জানান যে, "তুরস্ককে পেঁটলা-পাটিলসহ ইওরোপ হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করা দরকার।"[১]

বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ড ও প্রতিক্রিয়া

ইওরোপের জনমত তুর্কী বিরোধী হইয়া উঠিলে এই সুযোগে রাশিয়া পুনরায় তুরস্ককে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। অস্ট্রিয়া যাহাতে রাশিয়ার বিরোধিতা না করে এজন্য রাইখষ্টাডের (Reichstadt) সন্ধি দ্বারা অস্ট্রিয়াকে বোসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি রাশিয়া দেয়। ইহার বিনিময়ে অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ঘোষণা করেন যে, "বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর, রাশিয়ার পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভব নহে। যদি ইওরোপ এ বিষয়ে উদাসীন থাকে তবে রাশিয়া একাই ইহার প্রতিবিধান করিবে।" রুশ সেনাদল তুর্কী বাহিনীকে সহজে পরাস্ত করিয়া প্লেভনা অধিকার করে এবং তুরস্কের রাজধানী কনস্টান-টিনোপলের দিকে আগাইতে থাকে। তুর্কী সুলতান বাধ্য হইয়া ১৮৭৭ খ্রীঃ রাশিয়ার

রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা, ১৮৭৭ খ্রীঃ

১. "Let the Turks leave Europe bag and baggage."

সহিত স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি (Treaty of Sanstefano) দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটান।

স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি (১৮৭৭ খ্রীঃ) দ্বারা স্থির হয় যে ঃ—(১) রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর স্বাধীনতাকে তুরস্ক স্বীকৃতি দিবে। (২) পশ্চিমে দানিয়ুব নদী হইতে পূর্বে ঈজিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভুভাগ লইয়া "বৃহৎ বুলগেরিয়া" (Big Bulgaria) রাজ্য গঠন করা হইবে। এই পরিকল্পিত রাজ্য তুরস্কের করদ রাজ্য হইলেও, আভ্যন্তরীন ব্যাপারে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার পাইবে। রাশিয়া এই রাজ্যের রক্ষাকর্তা হইবে। (৩) তুরস্কের কয়েকটি স্থান যথা, কারস, বাটুম, বেসারাবিয়া এবং দোব্রুজা রাশিয়া লাভ করিবে। এই স্থানগুলি ছিল সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ। (৪) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ রাশিয়া তুরস্কের নিকট অর্থ পাইবে।

স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি : ১৮৭৭ খ্রীঃ

বার্লিন কংগ্রেস ও বার্লিনের সন্ধি, ১৮৭৮ খ্রীঃ (The Congress of Berlin and the Treaty of Berlin, 1878) : পূর্বাঞ্চল সমস্যার অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল পূর্ব ইওরোপে তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসন নীতি। ইওরোপে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য ইওরোপীয় শক্তিগুলি পূর্ব ইওরোপে রুশ সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের ঘোর বিরোধী ছিল। ইওরোপীয় শক্তিগুলি এই আগ্রাসনকে প্রতিহত করার জন্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ১৮৫৬ খ্রীঃ এই অঞ্চলে রুশ রাজ্য বিস্তারকে প্রতিহত করা হয়।

বৃহৎ শক্তির শক্তিসাম্য নীতি

১৮৭৭ খ্রীঃ রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের ফলে তুরস্কের পরাজয় ঘটিলে, পূর্ব ইওরোপে পুনরায় রুশ আগ্রাসনের সূচনা হয়। বিজয়ী রাশিয়া স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি দ্বারা বলকানে একতরফাভাবে সন্ধি স্থাপন করিলে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা যে শক্তিসাম্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ভাঙিয়া পড়ে। রাশিয়ার এই সাম্রাজ্যবাদী আচরণের প্রতিবাদে বৃহৎ শক্তিগুলি যুদ্ধং দেহি মনোভাব নেয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি ইহা বলে যে, পূর্বাঞ্চল সমস্যা হইল একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। রাশিয়া একতরফাভাবে প্যারিসের সন্ধি নাকচ করিয়া স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি স্থাপন করিলে তাহা সহ্য করা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের অখণ্ডতা নীতিকে স্বীকার করিয়া চলিত। স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি দ্বারা রাশিয়া তুরস্কের সাম্রাজ্যের আংশিক ব্যবচ্ছেদ করায় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে। তৃতীয়তঃ, রাশিয়া তুরস্কের অন্তর্গত কারস, বাটুম ও বেসারাবিয়া অধিকার করায় এবং নব-প্রতিষ্ঠিত বুলগেরিয়ার অভি-ভাবকত্ব নেওয়ায়, পূর্ব ইওরোপে রুশ শক্তির প্রসার হয়। ইহাতে ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে ঈর্ষা দেখা দেয়।

স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়ার বিরোধিতা

দানিয়ুব-উপত্যকায় রুশ-আশ্রিত বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হইলে অষ্ট্রিয়া তাহার

নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়। ঐতিহাসিক ল্যাঙ্গারের[১] মতে, অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের ভিতর স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর লোক ছিল। বৃহৎ বুলগেরিয়া গঠিত হইলে অষ্ট্রিয়া আশঙ্কা করে যে, এই সকল স্লাভ জনগোষ্ঠী অষ্ট্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বুলগেরিয়ার ন্যায় স্বাধীন রাজ্য গঠনের চেষ্টা করিবে। তাছাড়া রাইখণ্টাডের সন্ধি দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাশিয়া দিয়াছিল (আগে পৃঃ ২৯৯ দেখ)। কিন্তু স্যানষ্টিফেনোর সন্ধিতে রাশিয়া এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় অষ্ট্রিয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়। এদিকে ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ নবগঠিত বুলগেরিয়া রাজ্যে যুক্ত হইলে গ্রীস ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বেসারাবিয়া ও দোবরুজা নামক দুইটি স্থান রাশিয়া অধিকার করায় রুমানিয়া অসন্তুষ্ট হয়।[২]

অষ্ট্রিয়ার বিরোধিতা : গ্রীস ও রুমানিয়া

স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড এই সকল প্রতিবাদী রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, রাশিয়াকে স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি পরিবর্তনের জন্য দাবী জানায়। ১৭ হাজার গুর্খা সৈন্য ভারত হইতে আনাইয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলী মাল্টা দ্বীপে নামাইয়া দেন। ব্রিটিশ রণতরীগুলি দার্দানালিস প্রণালী দিয়া কৃষ্ণসাগরে ঢুকিয়া রাশিয়াকে আক্রমণের ভয় দেখাইতে থাকে। ইহার ফলে ইওরোপে একটি বড় ধরণের যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ইংলণ্ডের যুদ্ধং দেহি মনোভাব

পূর্বাঞ্চল সমস্যা লইয়া ইওরোপে একটি যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা দেখা দিলে, জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী অটো ফন বিসমার্ক ভয়ানক চিন্তিত হন। ফ্রান্সকে মিত্রহীন করিবার জন্য বিসমার্ক তিন কাইজারের চুক্তি গঠন করিয়াছিলেন। (আগে পৃঃ ২৫৬ দেখ)। এই তিন শক্তির দুই শক্তি ছিল অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া। পূর্বাঞ্চল সমস্যা লইয়া অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলে তিন কাইজারের সন্ধি ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। এজন্য বিসমার্ক ভয়ানক চিন্তিত হন। এমতাবস্থায় যে কোন উপায়ে যুদ্ধ বন্ধ না করিলে জার্মানী গণ্ডগোলে জড়াইয়া পড়িবে এমন আশঙ্কা দেখা দেয়। পূর্বাঞ্চল সংকটকে শান্তিপূর্ণভাবে মিটাইয়া লইবার জন্য তিনি ইংলণ্ড ও রাশিয়ার নিকট এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাব দেন। বিসমার্ক আশা করেন যে, ইহার ফলে যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হইবে এবং তিন কাইজারের চুক্তি রক্ষা পাইবে। তিনি নিরপেক্ষভাবে বিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা করার আশ্বাস দেন এবং বার্লিন নগরে এক সম্মেলন ডাকার পরামর্শ দেন।

বিসমার্কের সমস্যা

রাশিয়া প্রথম দিকে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতে রাজী ছিল না। কিন্তু রুশ মন্ত্রীসভায় মতভেদ দেখা দেয়। রুশ বিদেশমন্ত্রী কাউণ্ট ইগনাটিয়েভ (Ignatieff) প্রধানমন্ত্রী গোর্চাকফের (Gortchakoff) সহিত পরামর্শ না করিয়া স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি স্বাক্ষর করায় গোর্চাকফ বিরক্ত হন। স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক

রাশিয়ার মীমাংসা নীতি

---

১. Langer—Bismarck and His system of Alliances.

২. A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe.

সংকট দেখা দিলে, গোরচাকফ এই সন্ধি পরিবর্তন করিয়া যুদ্ধ এড়াইবার নীতি নেন।[১] এজন্য তিনি বিসমার্কের প্রস্তাবে সাড়া দেন। রুশ দূত সাবুরভ (Saburov) লণ্ডনে গিয়া প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলীর সহিত সন্ধির প্রধান শর্তগুলি মোটামুটি স্থির করিয়া ফেলেন। ইহার পর ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন কংগ্রেসে স্যানস্টিফেনোর সন্ধি নাকচ করিয়া বার্লিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। বিসমার্ক বার্লিন বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। তিনি নিজেকে "সাধু দালাল" (Honest broker) বলিয়া অভিহিত করেন।

বার্লিনের সন্ধির শর্তাবলী

বার্লিনের সন্ধি (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা :—(১) সার্বিয়া, মন্টিনেগ্রো ও রুমানিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা তুর্কী সুলতান স্বীকার করেন। (২) রুমানিয়াকে দোবরুজার একাংশ দেওয়া হয়। (৩) কারস, বাটুম ও বেসারাবিয়া ও আর্মেনিয়ার একাংশ রাশিয়া পায়। (৪) বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশে অস্ট্রিয়ার শাসন স্থাপিত হয়। (৫) বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য যাহা স্যানস্টিফেনোর সন্ধির দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয় :—(ক) ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চল বুলগেরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুর্কী সুলতানের প্রত্যক্ষ শাসনে রাখা হয়। (খ) বৃহৎ বুলগেরিয়ার অপর কিছু অংশ লইয়া পূর্ব রুমেলিয়া রাজ্য গঠন করা হয়। পূর্ব রুমেলিয়াকে নামেমাত্র তুরস্কের অধীনে রাখিয়া স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। পূর্ব রুমেলিয়ার শাসনকর্তা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হইবে ইহা স্থির করা হয়। (গ) অবশিষ্ট বুলগেরিয়া লইয়া বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হয়। বুলগেরিয়ার শাসনকর্তা বুলগারদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। তুরস্কের সুলতান বুলগারদের নির্বাচিত প্রার্থীকে অনুমোদন দিতে বাধ্য থাকিবেন ইহা স্থির হয়। ইহার ফলে বুলগেরিয়া কার্যতঃ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। (৬) ইংলণ্ড তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করে। (৭) ইংলণ্ড তুরস্কের অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার সংকল্প ঘোষণা করে। (৮) বার্লিন সন্ধিতে ফ্রান্স ও গ্রীসকে কোন ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা ছিল না। তবে তুরস্কের আফ্রিকার সাম্রাজ্য টিউনিস ভবিষ্যতে ফ্রান্সকে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। গ্রীসকেও ভবিষ্যতে থেসালী প্রদেশ দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

বার্লিন চুক্তির সমালোচনা (Criticism of the Treaty of Berlin) : (১) বার্লিন সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার অন্যতম প্রধান বিষয় বলকান জাতিগুলির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে পুরা উপেক্ষা করা হয়। বৃহৎ শক্তিগুলি নিজ নিজ স্বার্থ ও ক্ষতিপূরণ লইয়া এমন ব্যস্ত থাকে যে, বলকানের নিপীড়িত জাতীয়তাবাদ তাহাদের মনোযোগ পায় নাই। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলী বার্লিন বৈঠকে বলকান জাতিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করেন। বলকান জাতিগুলির মনে এজন্য ঘোর অসন্তোষ দেখা দেয়। এই কারণে বার্লিন সন্ধির স্বল্পকাল পরেই পূর্বাঞ্চল সমস্যা সংকটজনক হইয়া উঠে। (২) বুলগার জাতি বার্লিনের সন্ধির দ্বারা

বলকান জাতীয়তাবাদী অসন্তোষ

১. Langer. Seton Watson.

বুলগেরিয়ার ব্যবচ্ছেদ তাহাদের প্রতি ঘোর অবিচার বলিয়া মনে করে। (ক) বুলগার জাতীয়তাবাদীরা পূর্ব রুমেলিয়ার বিচ্ছিন্নতাকে মানিয়া নেয় নাই। কিছুকাল বাদে বুলগেরিয়া পূর্বে রুমেলিয়াকে বুলগেরিয়ার সহিত সংযুক্ত করিয়া বার্লিন সন্ধির ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া ফেলে। (খ) ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চলকে তুরস্কের অধীনে রাখার ফলে ম্যাসিডোনীয়দের প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়। যদি বুলগেরিয়ার সহিত ম্যাসিডোনিয়া যুক্ত থাকিত তবে উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী শাসনে ম্যাসিডোনিয়ার উন্নতি ঘটিতে পারিত। বুলগেরিয়া ও ম্যাসিডোনিয়ার প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধেই ১৯১২ খ্রীঃ ও ১৯১৩ খ্রীঃ দুইটি বলকান যুদ্ধ ঘটে। (গ) বুলগেরিয়াকে ঈজিয়ান সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য বুলগেরিয়ায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। বুলগার জাতি বুঝিতে পারে যে, বৃহৎ শক্তিগুলি বলকান জাতিগুলির সমস্যার প্রতি ন্যায় বিচার করিবে না। (৩) বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশ দুইটির অধিবাসীরা ছিল জাতিতে সার্বীয়। এই দুইটি স্থান অস্ট্রিয়াকে দেওয়ার জন্য সার্বিয়া ক্রুদ্ধ হয়। সার্বিয়া যে কোন উপায়ে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা লাভের চেষ্টা করে। ইহার ফলে অস্ট্রো-সার্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। (৪) বার্লিন সন্ধির দ্বারা রুমানিয়ার বেসারাবিয়া অঞ্চল রাশিয়াকে দেওয়ার জন্য রুমানিয়া ক্ষুব্ধ হয়। ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ও টেমপারলির মতে, বৃহৎ শক্তিগুলি তুরস্কের রাজ্য ভাগ না করিয়া, যদি বলকান জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দান করিত, তবে বলকান জাতিগুলির প্রতিরোধে রাশিয়া পূর্ব ইওরোপে আগাইতে পারিত না। এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইত।

আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি

ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে, বার্লিন চুক্তির দ্বারা বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইওরোপের শান্তি ভাঙিয়া পড়ে। (ক) অস্ট্রিয়া বলকানে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করায় অস্ট্রো-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হইয়া উঠে। অস্ট্রো-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করিয়া শেষ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। (খ) অস্ট্রিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা অধিকার করায় অস্ট্রিয়ার সহিত সার্বিয়ার বিরোধ দেখা দেয়। এই দুই স্থানের অধিবাসীরা ছিল সার্ব। অতৃপ্ত সার্ব জাতীয়তাবাদ অস্ট্রিয়ার বিরোধী হইয়া উঠিলে অস্ট্রো-সার্ব দ্বন্দ্ব বাধে। ১৯১৪ খ্রীঃ জনৈক বসনিয়া ছাত্র অস্ট্রিয় যুবরাজ ফার্দিনান্দকে গুলিতে নিহত করিলে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে দায়ী করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। অপর দিকে রাশিয়া, সার্বিয়ার পক্ষ লইয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া পড়ে। (গ) বুলগেরিয়াকে ব্যবচ্ছেদ করার ফলে অস্ট্রিয়ার সহিত বুলগেরিয়ার বিরোধ দেখা দেয়।

বিসমার্কের পক্ষপাত আচরণ : রাশিয়ার তিন সম্রাটের চুক্তি ত্যাগ

জার্মানীর চ্যান্সেলার বিসমার্ক বার্লিন বৈঠকে নিজেকে "সাধু দালাল" বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু সন্ধির শর্তগুলি রচনার সময় তিনি অস্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান বলিয়া রাশিয়া অভিযোগ করে। এজন্য রাশিয়া বিরক্ত হইয়া তিন কাইজারের চুক্তি (Drei-Kaiser Bund) ত্যাগ করে। বিসমার্ক বার্লিন বৈঠকে অস্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাত দেখাইবার

পশ্চাতে বিসমার্কের একটি গভীর পরিকল্পনা ছিল। অষ্ট্রিয়া ছিল একটি জার্মান রাজ্য। অষ্ট্রিয়াকে বলকানে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ দিয়া বিসমার্ক ভবিষ্যতে অষ্ট্রিয়ার মাধ্যমে বলকান অঞ্চলে জার্মানীর আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রস্তুত করেন। তিনি দ্বিশক্তি চুক্তি দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। (আগে পৃঃ ২৫৭ দেখ)।

ইংলণ্ডের ভূমিকা

বার্লিন কংগ্রেসে ইংলণ্ডের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। বার্লিন কংগ্রেসে যোগদানের আগেই ডিসরেইলি রুশ দূত সাবুরভের সহিত বার্লিন সন্ধির প্রধান শর্তগুলি স্থির করেন। বার্লিন কংগ্রেসে যাহাতে বিসমার্ক ইংলণ্ডের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ডিসরেইলি আগেই সন্ধির মূল শর্তগুলি স্থির করেন।[১] এজন্য বিসমার্ক বার্লিন বৈঠকে ডিসরেইলিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে "আমাদের পরিচিত ইহুদিই হইল আসল লোক" (The old Jew is the man)। ডিসরেইলি বার্লিন কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে, "বার্লিন বৈঠক হইতে আমি ইংলণ্ডের জন্য শান্তি ও সম্মান আনিয়াছি"।[২] তিনি আরও বলেন যে, "ইওরোপে তুর্কী সাম্রাজ্য রক্ষা করা হইয়াছে।" কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, ডিসরেইলির এই আত্মপ্রসাদ ছিল ভিত্তিহীন। যদিও রাশিয়ার এককভাবে স্বাক্ষরিত স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি পরিবর্তনে রাশিয়াকে বাধ্য করাইয়া, ডিসরেইলি অসাধারণ মর্যাদা পান ; তবুও বার্লিন সন্ধি দ্বারা ইওরোপে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয় নাই। ডিসরেইলি যদি বলকানে বৃহৎ শক্তিগুলির অধিকার স্থাপনের দ্বারা রাশিয়ার বিস্তার রোধ করার পরিবর্তে বলকান জাতিগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন তবে তাহার দ্বারা রাশিয়ার বিস্তার রোধ করা যাইত এবং প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইত। কিন্তু অতৃপ্ত বলকান জাতীয়তাবাদ হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বলকান জাতীয়তাবাদকে বার্লিন কংগ্রেস উপেক্ষা করিয়া ডিসরেইলি অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। ডিসরেইলি অষ্ট্রিয়াকে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খাড়া করার ফলে অষ্ট্রো-রুশ দ্বন্দ্ব[৩] শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। বার্লিনের সন্ধির দ্বারা কয়েক দশকের জন্য ডিসরেইলি তুরস্কের চূড়ান্ত পতন বিলম্বিত করেন। কিন্তু তুরস্কের পতন ছিল অনিবার্য।

বলকান যুদ্ধ

বার্লিন সন্ধির দ্বারা ইহা রোধ করা সম্ভব হয় নাই। শেষ পর্যন্ত ১৯১২-১৩ খ্রীঃ তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। ইতিহাসের এই অনিবার্য পরিণতিকে ডিসরেইলি উপলব্ধি না করায়, বার্লিন চুক্তি একটি অস্থায়ী চুক্তিতে পরিণত হয়।

তৃতীয়তঃ, ডিসরেইলি বার্লিন সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া "সম্মান" (Honour) দাবী করিলে, তিনি কার্যতঃ ইহা হারাইয়া ফেলেন। ইংলণ্ড বরাবর "তুরস্কের সাম্রাজ্যের

১. Langer—Bismarck and His System of Alliances.
২. "I have brought peace with honour".
৩. A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe.

অখণ্ডতার" নীতিকে অনুসরণ করিত। প্যারিসের সন্ধিতে ইংলণ্ড তুরস্ককে তাহার সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বার্লিনের সন্ধিতে ইংলণ্ড সাইপ্রাস অধিকার করিয়া এবং রাশিয়াকে কারস, বাটুম, বেসারাবিয়া দিয়া এবং বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া কার্যতঃ তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ করে। তুরস্ক ইংলণ্ডের এই কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করিত। এজন্য বার্লিনের সন্ধির পর তুরস্ক, ইংলণ্ডের মিত্রতা ত্যাগ করে। এ. জে. পি. টেইলারের মতে, বার্লিনের বৈঠকে কুটনৈতিক জয়ের ফলে ইংলণ্ডের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া যায়। ইংলণ্ড নিজেকে মহা শক্তিধর বলিয়া মনে করে। কিছুদিনের মধ্যে কাইজারের জার্মানীর সামরিক আস্ফালন আরম্ভ হইলে ইংলণ্ডের গর্ব খর্ব হয়। মোট কথা বার্লিনের সন্ধির দ্বারা ইওরোপে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সন্ধির দ্বারা বলকান একটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়। বলকানের অশান্তি হইতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বার্লিন সন্ধির দ্বারা যে অষ্ট্রো-রুশ ও অষ্ট্রো-সার্বো প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়, জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষ লইলে তাহা তীব্র হইয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত সেরাজভো হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে অষ্ট্রিয়ার সহিত সার্বিয়ার যুদ্ধ বাধিলে রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ নেয় এবং জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষ নেয়। ইংলণ্ডও রাশিয়ার সহিত ত্রিশক্তি আতাঁতের ফলে এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে। সুতরাং এই সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার সমাধান আদৌ হয় নাই। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ইংলণ্ডের জন্য সম্মান এবং শান্তি আনার দাবী ছিল অযৌক্তিক।

ব্রিটেন কর্তৃক তুরস্কের অখণ্ডতা নীতি ত্যাগ: তুরস্কের হতাশ।

প্রথম বলকান যুদ্ধ, ১৯১২ খ্রীঃ (The First Balkan war): বার্লিনের সন্ধি (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার সমাধান না হইলে ক্রমে ক্রমে সংকট বাড়িতে থাকে। বুলগেরিয়া বার্লিনের সন্ধি দ্বারা তাহার ব্যবচ্ছেদকে অস্বীকার করিয়া পূর্ব রুমেলিয়াকে বুলগেরিয়ার সহিত ১৮৮৫ খ্রীঃ সংযুক্ত করে। বুলগেরিয়ার শক্তি বৃদ্ধির ফলে, বলকানের অপর বিকাশশীল রাজ্য সার্বিয়া ঈর্ষা বোধ করে। সার্বিয়া বুলগেরিয়াকে আক্রমণ করিলেও বুলগেরিয়ার হাতে সার্বিয়া পরাস্ত হইয়া বুখারেষ্টের সন্ধি স্বাক্ষর করে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড প্রভৃতি শক্তি উপলব্ধি করে যে, বুলগেরিয়ার সহিত পূর্ব রুমেলিয়ার সংযুক্তি সমর্থন না করিলে মহা গোলযোগ হইবে। সুতরাং ইংলণ্ড প্রভৃতি শক্তির প্রভাবে বুলগেরিয়ার সহিত পূর্ব রুমেলিয়ার সংযুক্তি তুর্কী সুলতান মানিয়া নেন। কিন্তু বুলগেরিয়ার শক্তি বৃদ্ধির ফলে বলকানের অপর জাতিগুলি আশংকা বোধ করে।

বুলগেরিয়ার শক্তি বৃদ্ধি: বলকানে আশঙ্কা

ইতিমধ্যে ক্রীট দ্বীপ লইয়া গ্রীস ও তুরস্কের সংঘর্ষ বাধে। বার্লিনের সন্ধির দ্বারা ক্রীট দ্বীপকে তুরস্কের অধীনে রাখা হয়। কিন্তু এই দ্বীপের গ্রীক অধিবাসীরা গ্রীসের সহিত সংযুক্তির দাবী জানায়। শেষ পর্যন্ত ক্রীট দ্বীপের উপর অধিকার উপলক্ষে গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তিগুলির হস্তক্ষেপে তুর্কী সুলতান ক্রীটের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার স্বীকার করেন। ইহাতে গ্রীস দারুণ অসন্তুষ্ট হয়।

ক্রীট দ্বীপের সমস্যা

এইভাবে বার্লিন সন্ধির পর বলকানের জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহে তুরস্কের সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। তুর্কী সুলতান বলকানের এই বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন। সুলতান আবদুল হামিদের এই ব্যর্থতার জন্য জাতীয়তাবাদী তুর্কী কর্মচারী ও সেনাদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইহারা অনেকেই ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। ইহারা তুরস্কে নির্বাচিত সরকার প্রবর্তন এবং তুর্কী সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দাবী জানায়। এই নব ভাবে উদ্দীপিত তুর্কী যুবকদের নাম ছিল "তরুণ তুর্কী" (Young Turks)। ১৯০৮ খ্রীঃ তরুণ তুর্কীদের বিদ্রোহের ফলে সুলতান আবদুল হামিদ পদচ্যুত হন। তরুণ তুর্কী গোষ্ঠী সরকারী ক্ষমতা অধিকার করিয়া দৃঢ় হাতে বলকান বিদ্রোহীদের মোকাবিলার চেষ্টা করে। তরুণ তুর্কীরা খ্রীষ্টীয় প্রজাদের বলপূর্বক তুর্কীকরণ আরম্ভ করে এবং তাহাদের উপর দারুণ অত্যাচার চালায়।

তরুণ তুর্কীদের উদ্ভব : সাম্রাজ্যে দমন নীতি

এদিকে তুরস্কের শাসন ক্ষমতা লইয়া তরুণ তুর্কীদের সহিত সুলতানের বিরোধের সুযোগে অষ্ট্রিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশ দুইটিকে পুরা অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া নেয়। বলকানের জাতিগুলিও এই সুযোগে সংঘবদ্ধভাবে তাহাদের স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প নেয়। বলকান জাতিগুলি ইহা উপলব্ধি করে যে, বৃহৎ শক্তিগুলি তাহাদের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করিবে না। বলকানের জাতিগুলিকে নিজ চেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। ভেনিজোলেস (Venizoles) নামে এক গ্রীক রাজনীতিবিদ বলকান জাতিগুলিকে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে সমর্থ হন। ইহার ফলে ১৯১২ খ্রীঃ বলকান লীগ গঠিত হয়। এই সংঘের লক্ষ্য ছিল তুরস্কের হাত হইতে বলকান জাতিগুলির মুক্তি অর্জন করে।

বলকান লীগ গঠন

রুশ মন্ত্রী আইভোলস্কি (Izvolski) দার্দানালিস প্রণালীতে রুশ জাহাজ চলাচলের সুবিধা আদায়ের জন্য বলকানে গোলযোগ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং তিনি বলকান লীগকে গোপনে সমর্থন দেন।

রুশ নীতি

ইতিমধ্যে তরুণ তুর্কীদের দ্বারা ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসীরা নির্যাতিত হয়। বলকান লীগ দাবী জানায় যে, সুলতানকে ম্যাসিডোনিয়ায় উদারনৈতিক শাসন ও অন্যান্য প্রতিশ্রুত সংস্কার চালু করিতে হইবে। কিন্তু তুর্কী সরকার এই দাবী অগ্রাহ্য করিলে বলকান লীগ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। গ্রীস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ও মণ্টিনেগ্রো বলকান লীগের এই চার সদস্য তুরস্ককে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলে, তুরস্কের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধের নাম ছিল প্রথম বলকান যুদ্ধ (১৯১২ খ্রীঃ)।

প্রথম বলকান যুদ্ধ

তুর্কী সরকার লণ্ডনের সন্ধি (Theaty of London), ১৯১৩ খ্রীঃ দ্বারা প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটায়। কনস্টান্টিনোপল ও থ্রেস বাদে বলকানের অপর সকল অঞ্চল তুর্কী অধিকার মুক্ত হয়। তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্যের

পতন ঘটে। ঈজিয়ান সমুদ্র হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত সকল স্থান তুরস্ক বলকান লীগের হাতে ছাড়িয়া দেয়। আলবানিয়াকে একটি স্বয়ংশাসিত রাজ্য হিসাবে স্বীকার করা হয়। ক্রীট দ্বীপ গ্রীসকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বলকান যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। বলকানে তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংসের ফলে ইওরোপের শক্তিসাম্যের ক্ষেত্রে অস্থিরতা দেখা দেয়।

লণ্ডনের সন্ধি : ১৯১৩ খ্রী:

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ, ১৯১৩ খ্রীঃ (The Second Balkan war): তুরস্কের হাত হইতে বলকানকে মুক্ত করিবার পর (১৯১৩ খ্রীঃ) বলকান লীগের সদস্যদের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষা দেখা দেয়। তুরস্ক যে সকল স্থান বলকান লীগের হাতে ছাড়িয়া দেয়, তাহার অধিকার লইয়া সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হয়। সার্বিয়া ছিল সমুদ্র সংযোগহীন রাজ্য। সুতরাং সার্বিয়া দাবী করে যে, ম্যাসিডোনিয়ার বৃহৎ অংশ তাহাকে দিয়া ঈজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত তাহার যোগাযোগ স্থাপন করিতে দিতে হইবে। কিন্তু বুলগেরিয়া, সার্বিয়ার দাবী অগ্রাহ্য করে। এদিকে ম্যাসিডোনিয়ায় সার্ব, বুলগার ও গ্রীক জাতির লোক বাস করিত। এই কারণে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ও গ্রীস, ম্যাসিডোনিয়ার ব্যবচ্ছেদ দাবী করে। বুলগেরিয়া ইহাতে সম্মত হয় নাই।

সার্বো-বুলগেরিয়া দ্বন্দ্ব : ম্যাসিডোনিয়ার সমস্যা

১৯১৩ খ্রীঃ বুলগেরিয়ার সেনাদল গ্রীস ও সার্বিয়াকে আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে গ্রীস ও সার্বিয়ার সহিত রুমানিয়া ও মণ্টিনেগ্রো যোগ দেয়। সম্মিলিত আক্রমণের ফলে বুলগেরিয়া পরাস্ত হইয়া বুখারেস্টের সন্ধি (১৯১৩ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করে।

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ

বুখারেস্টের সন্ধির দ্বারা ম্যাসিডোনিয়ার বৃহৎ ভাগ সার্বিয়া, গ্রীস ও মণ্টিনেগ্রো পায়। বুলগেরিয়া, রুমানিয়াকে দোবরুজা ও সিলিষ্টিয়া ছাড়িয়া দেয়। তুরস্ক এ্যাড্রিয়ানোপল পায়। দুই বলকান যুদ্ধের ফলে তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্য চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়। তুরস্ক অতঃপর একটি এশীয় শক্তিতে পরিণত হয়। বলকান যুদ্ধের ফলে সার্বিয়া প্রবল হইয়া উঠে। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা উদ্ধারের জন্য সার্বিয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। বলকান যুদ্ধ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তাবনা বিশেষ। এই যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত অষ্ট্রো-সার্বিয় দ্বন্দ্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

বুখারেস্টের সন্ধি

পাঠ্যসূচী

১। Seton Watson—The Rise of Nationalities in the Balkan.
২। A. J. P. Taylor—Struggle of Mastery of Europe.
৩। Devies—History of the Near East.
৪। Temperley—Cambridge History of British Foreign Policy.
৫। Temperley—England and the Near East.

৬। J. A. R. Marriot—Eastern Question.
৭। Langer—Bismarck and His system of Alliances.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

তৃতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র

(The Third French Republic)

তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ও থিয়ার্সের নীতি (The Third Republic and the Policy of Thiers): ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাজিত ও বন্দী হইলে, ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের (Second Empire) অবসান ঘটে। ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক দল ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান রচিত হওয়া সাপেক্ষে এক অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হয়। থিয়ার্স নামক প্রখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ এই অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। থিয়ার্স সর্বপ্রথম বিজয়ী জার্মান সরকারের সহিত ফ্রাংকফুর্টের সন্ধি চুক্তি (Treaty of Frankfurt) স্বাক্ষর করেন। সন্ধি প্রস্তাব আলোচনার সময় থিয়ার্স বারবার বিসমার্ককে সতর্ক করেন যে, ফ্রান্সের ন্যায় আত্মবর্গী দেশকে অপমানজনক সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করিলে, ফ্রান্স জার্মানীকে কখনও ক্ষমা করিবে না। কিন্তু বিসমার্ক থিয়ার্সের এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেন নাই। ফলে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত ফ্রান্স ফ্রাংকফুর্ট সন্ধি দ্বারা জার্মানীকে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে এবং বিরাট অঙ্কের অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। আলসাসের ফরাসী অধিবাসীরা জার্মানীর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়। এই সন্ধি ভবিষ্যতে ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্ককে বিষময় করিয়া তুলে এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স এই দুই প্রদেশ জার্মানীর নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করে।

তৃতীয় প্রজাতন্ত্র: ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি

থিয়ার্স লক্ষ্য করেন যে, জার্মানীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ না করিলে জার্মান সেনা ফরাসী ভূমি ত্যাগ করিবে না। এজন্য থিয়ার্স বহু চেষ্টায় ১৮৭৩ খ্রীঃ মধ্যে জার্মান ক্ষতিপূরণ মিটাইয়া, ফ্রান্সকে শত্রু সেনা মুক্ত করেন। ফরাসীরা ইহার ফলে হাঁফ ছাড়িতে পারে এবং প্রজাতন্ত্রী সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়ে।

প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ (Revolt of the Paris Commune): অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রী সরকারের সম্মুখে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা ছিল প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ (Revolt of the Paris Commune)। প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে রক্ষণশীল ঐতিহাসিকরা যে ব্যাখ্যা দেন তাহা প্রথমে উল্লেখ্য। (১) প্যারিস নগরী ছিল বিপ্লবের তীর্থভূমি। এই শহরে প্রজাতান্ত্রিক দলের শক্তি সর্বাধিক বেশী ছিল। ফলে প্যারিস নগরীর লোকেরা মনে করিত যে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের যোগ্য

প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহের কারণ

রাজধানী হইল প্যারিস নগরী। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী সরকার প্যারিসকে রাজধানী হিসাবে নির্বাচন না করিয়া ভার্সাই নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিলে প্যারিসের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। (২) অস্থায়ী সরকারের জাতীয় সভার (National Assembly) নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নাই। জাতীয় সভায় বহু রাজতন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছিল। ভার্সাই নগরী ছিল রাজতন্ত্রী ফ্রান্সের ঐতিহাসিক রাজধানী। ভার্সাই শহরের লোকেরাও ছিল রাজতন্ত্রবাদী। সুতরাং প্যারিসের প্রজাতন্ত্রীরা আশংকা করে যে, ভার্সাইয়ের রাজধানী স্থাপিত হইলে প্রজাতন্ত্র ধ্বংস হইয়া রাজতন্ত্র ফিরিয়া আসিবে। (৩) জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্যারিসের নাগরিকরা তাহাদের জীবন পণ করিয়া বাধা দেয়। প্যারিসের প্রতি গৃহে দুর্গের ন্যায় জার্মানদের প্রতিরোধ করে। শেষ পর্যন্ত খাদ্যাভাবে প্যারিস জার্মানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই ঐতিহাসিক প্রতিরোধের ও ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে প্যারিসকে রাজধানী হিসাবে নির্বাচন না করায় এই নগরের ঘোর হতাশা দেখা দেয়।

অর্থ নৈতিক কারণ

(৪) ভার্সাই শহরে রাজধানী স্থাপিত হইবার ফলে প্যারিসের বণিক ও দোকানদারেরা আশংকা করে যে তাহাদের ব্যবসায় মন্দা দেখা দিবে। ভার্সাই সরকারী আনুকুল্যে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিবে। বিপ্লবী, দেশপ্রেমী প্যারিসের নাগরিকরা হতাশায় ও দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হইবে। প্যারিসের বেকার ও দরিদ্র নাগরিকদের লইয়া জাতীয় রক্ষীবাহিনী বা ন্যাশানাল গার্ড গঠিত হইয়াছিল। ইহারা দৈনিক ১½ ফাঁ ভাতা পাইত। প্রজাতন্ত্রী সরকার প্যারিসের এই রক্ষীবাহিনী ভাঙিয়া দিলে বহু লোক এই সামান্যতম জীবিকা হইতে বঞ্চিত হয়। (৫) এদিকে অস্থায়ী সরকার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া প্যারিসের নাগরিকদের বকেয়া কর, বাড়ীর খাজনা প্রভৃতি অবিলম্বে শোধ দিতে বলিলে, প্যারিসের লোক ভয়ংকর চটিয়া যায়। এই সকল কারণে প্যারিস তাহার নির্বাচিত কমিউনকে স্বাধীন সরকার হিসাবে ঘোষণা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনতা অগ্রাহ্য করে।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব

(৬) ঐতিহাসিক থিওডোর জেল্ডিন উপরোক্ত কারণগুলিকে স্বীকার করিলেও, প্যারিসের বিদ্রোহের পশ্চাতে আরও গভীর মূল কারণ ছিল বলিয়া মনে করেন। প্যারিস ছিল বামপন্থী ও বিপ্লবী চিন্তাধারার পীঠস্থান। ভার্সাইয়ের রাজতন্ত্রী জাতীয় সভার নেতৃত্বে প্যারিসের জ্যাকোবিন ও নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীর আস্থা ছিল না। ইহারা এই কারণে প্যারিসে একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের চেষ্টা করে। (৭) প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ ছিল একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ইহাদের নিকট কেবলমাত্র প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই শেষ কথা ছিল না। ধনবণ্টন, উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, জীবিকার অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকার অর্জনও ছিল এই বিপ্লবের লক্ষ্য। এক কথায় ফ্রান্সের নিপীড়িত ও অধিকারহীন শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ছিল এই বিপ্লবের মূল। ফরাসী সমাজতান্ত্রিক লুই ব্ল্যাংক মন্তব্য করেন যে, "ফ্রান্সে একটি শ্রেণী যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।" (৮) প্যারিসের বিপ্লবীদের দাবী ছিল সরকারের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকর। রাজতন্ত্রী

যুগে ফ্রান্সের গ্রাম ও শহরগুলির স্বায়ত্বশাসনের অধিকার লোপ করিয়া শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ করা হয়। প্যারিসের বিপ্লবীদের মতে, কেন্দ্রীয় সরকার ছিল স্বৈরাচারী ও স্থানীয় স্বার্থের প্রতি উদাসীন। তাহারা দাবী করে যে, প্রতি অঞ্চলে নির্ধারিত প্রতিনিধি লইয়া কমিউন গঠন করিয়া ইহাদের স্থানীয় শাসনের দায়িত্ব দিতে হইবে। কমিউনগুলির প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিতে হইবে। ৯০ জন সদস্যের এক কমিউন স্থাপন করিয়া প্যারিসে কমিউন গঠন করা হয়। প্যারিসের কমিউনিস্ট সোস্যালিস্ট ও প্রজাতন্ত্রীরা ইহার সমর্থনে দাঁড়ায়। বিক্ষুব্ধ ও বিতাড়িত জাতীয় রক্ষী বাহিনী অস্ত্র হাতে লইয়া ইহার পাশে দাঁড়ায়।

অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি থিয়ার্স সর্বপ্রথম জাতিকে বুঝাইয়া দেন যে, তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হইয়াছে। ফ্রান্সে রাজতন্ত্র স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আদপেই নাই। প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ দমন না করা হইলে ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য ভাঙিয়া পড়িবে। অতঃপর তিনি সেনাপতি ম্যাকমেহনকে প্যারিসের বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করেন। তিন সপ্তাহব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের পর প্যারিস নগরী ম্যাকমেহনের নিকট আত্মসমর্পন করে। এই গৃহযুদ্ধে প্রায় ১৭ হাজার ফরাসী নাগরিক নিহত হয়। লাল সমাজতন্ত্রীদের মৃতদেহের উপর দিয়া হাঁটিয়া বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী সেনা প্যারিসে তাহাদের বিজয় পতাকা উড়াইয়া দেয়।

প্যারিসের বিদ্রোহ দমন

রাষ্ট্রপতি থিয়ার্স ফরাসী জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্তন করেন। (১) তিনি শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া ছোট ছোট শহরগুলির মেয়র ও নগরসভার সদস্যদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের প্রথা চালু করেন। বড় শহরগুলির মেয়র বা নগরপ্রধানকে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। (২) স্থানীয় নির্বাচিত সভাগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। (৩) তিনি নির্বাচিত জাতীয় সভাকে ফ্রান্সের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। (৪) প্রাপ্তবয়স্ক ফরাসী পুরুষদের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণের নিয়ম চালু করা হয়। (৫) ফরাসী বাহিনীকে সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়।

থিয়ার্সের সংস্কার নীতি

১৮৭৩ খ্রীঃ তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত হয়। ফ্রান্সে দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট আইন সভা এবং গণভোট প্রথা চালু হয়। এই সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে শাসন বিভাগের প্রধান করা হয়। তাহার কার্যকাল ৭ বৎসর স্থির করা হয়। মন্ত্রীসভাকে তাহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ করা হয়। নূতন সংবিধান অনুসারে জেনারেল ম্যাকমেহন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। প্রয়োজন বোধ করিলে রাষ্ট্রপতি, সিনেটের অনুমোদনক্রমে নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধি সভা ভাঙিয়া দিতে পারিবেন বলা হয়।

নূতন সংবিধান গ্রহণ

প্রেসিডেণ্ট ম্যাকমেহনের শাসনকালে, রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিল আনা হয়, তিনি তাহার বিরোধিতা করায় ফ্রান্সে শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দেয়।

প্রজাতান্ত্রিকরা অভিযোগ করে যে, প্রেসিডেন্ট ম্যাকমেহন ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় আছেন। এদিকে বিসমার্ক আশংকা করেন যে, ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ফিরিলে ইওরোপের অন্যান্য দেশের রাজশক্তিগুলি ফ্রান্সের প্রতি সহানুভূতি জানাইবে। ফলে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স ইওরোপে যে মিত্রহীনতায় ভুগিতেছে তাহার অবসান ঘটিবে। ফ্রান্স মিত্রলাভ করিলে শক্তিশালী হইয়া জার্মানীকে ১৮৭০ খ্রীঃ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য আক্রমণ করিবে। সুতরাং ফ্রান্সে যাহাতে প্রজাতন্ত্র বহাল থাকে এজন্য বিসমার্ক প্রভাব খাটান। এই সঙ্গে তিনি ফ্রান্সের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া "যুদ্ধাতঙ্ক" (War scare) সৃষ্টি করেন। (আগে পৃঃ ২৫৬ দেখ)। যাহা হউক রাশিয়া ও ইংলন্ডের চাপে বিসমার্ক ফ্রান্সে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত থাকেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ ম্যাকমেহন রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন।

রাষ্ট্রপতি ম্যাকমেহনের শাসনকাল : যুদ্ধাতঙ্ক

পরবর্তী রাষ্ট্রপতি ছিলেন জুলেস গ্রেভী (Jules Grevy)। গ্রেভী, ফ্রান্সের রাজধানী রাজতন্ত্রী ভার্সাই শহর হইতে প্রজাতন্ত্রী প্যারিসে স্থানান্তর করেন। তিনি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার এবং মিউনিসিপ্যালিটি-গুলির অবাধ নির্বাচনের অধিকার দিলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি শক্ত হয়। জুলেস গ্রেভীর পর জুলেস ফেরী রাষ্ট্রপতির পদে বসেন। জুলেস ফেরীর শাসনকালে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি-প্রবণতা বাড়িলে[1] এবং পানামা খাল সম্বন্ধে অর্থনৈতিক কেলেংকারী ঘটিলে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রীরা সোচ্চার হইয়া উঠে।

জুলেসের শাসন

বুলাঞ্জিষ্ট আন্দোলন (The Boulangist Movement) : জুলেস ফেরী রাষ্ট্রপতি পদ হইতে পদত্যাগ করার পর, তৃতীয় প্রজাতন্ত্র এক অভূতপূর্ব বিপদের সম্মুখীন হয়। জুলেস ফেরীর শাসনকালে মন্ত্রীসভা ও উচ্চ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি-প্রবণতা বাড়ায় প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দারুণ সমালোচনা দেখা দেয়। পানামা খাল সম্পর্কিত কেলেংকারীর দরুণ সরকারের খুব বদনাম হয়। জুলেস ফেরীর পর কার্ণোত (Carnot) তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদে বসেন। বিখ্যাত প্রজাতান্ত্রিক নেতা গ্যামবেটার (Gambetter) মৃত্যু ঘটার ফলে প্রজাতান্ত্রিক দলের শৃংখলায় ভাঙন ধরে। এদিকে সরকারের বাড়তি ব্যয় নির্বাহের জন্য করের হার বাড়িলে লোকে প্রজাতন্ত্রী সরকারের উপর খাপ্পা হইয়া উঠে।

দুর্নীতির পবণতা

এই সময়ে ফ্রান্সের অন্যতম জনপ্রিয় ও বক্তৃতাবাজ সেনাপতি বুলাঞ্জার সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হন। বুলাঞ্জার ছিলেন ছদ্ম স্বৈরতন্ত্রী। তিনি মুখে প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য জানাইলেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল সামরিক একনায়কতন্ত্র স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিনি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তুমুল সমালোচনা এবং ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা বাড়াইবার চেষ্টা করেন। সামরিক বিভাগের সমর্থন পাইবার জন্য তিনি সামরিক সংস্কার

বুলাঞ্জারের স্বৈরতন্ত্রবাদ

১. Theodore Zeldin—France, 1848—1945, Vol I.

প্রবর্তন করেন। সাধারণ সেনাদের বেতন বাড়াইয়া দেন। ক্রমে তিনি সংবিধান সংশোধনের কথা বলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাপক প্রচার চালান। তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল সংবিধান সংশোধনের ছলে নিজ একনায়কতন্ত্র স্থাপন করা।

প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর উদ্ভব

বুলাঞ্জার আইন সভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়া সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা চালাইয়া জনপ্রিয়তা লাভ করেন। প্রজাতন্ত্র বিরোধী সকল গোষ্ঠী জেনারেল বুলাঞ্জারের পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়। রাজতন্ত্রী ক্যাথলিক দলও বুলাঞ্জারের পক্ষ নেয়।

প্রজাতন্ত্রের জয়লাভ

প্রজাতন্ত্রবাদীরা উপলব্ধি করেন যে, সেনাপতি বুলাঞ্জার প্রজাতন্ত্রের বাক্ স্বাধীনতা প্রভৃতির সুযোগ লইয়া প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করিবার আয়োজন করিতেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রদ্রোহী চক্রান্তের অভিযোগে সেনেটের নিকট তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। বুলাঞ্জার বিপদ বুঝিয়া ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিলে বুলাঞ্জিষ্ট আন্দোলন ঝিমাইয়া পড়ে।

বুলাঞ্জারের আন্দোলনের গুরুত্ব

ঐতিহাসিক থিওডোর জেল্ডিনের (Theodore Zeldin) মতে, "বুলাঞ্জিষ্ট আন্দোলন ছিল ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা।" এই পরীক্ষায় প্রজাতন্ত্র অগ্নিস্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা, ত্রুটি, এমন কি দুর্নীতি থাকিলেও, সাধারণভাবে প্রজাতন্ত্র ফরাসীদের নিকট গ্রহণীয় হইয়াছে ইহা বুঝা যায়। ফ্রান্সে আর রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র ফিরিবে না ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। বুলাঞ্জারের পতন ইহা প্রমাণিত করে যে, কোন ব্যক্তি যতই কৃতিত্ববান হোন না কেন, তিনি রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে নহেন। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সের ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরাও বুঝেন যে, প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হইয়াছে। ইহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তৃতীয়তঃ, ফেলিক্স-ফ্যুর (Felix-Faure) নামক ব্যক্তি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি পদে বসিলে রাশিয়া ও ইংলণ্ড প্রভৃতি রাজতন্ত্রী দেশগুলি, তাহাদের ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের প্রতি মিত্রতার হাত বাড়াইয়া দেয়।

ড্রেইফুসের পদচ্যুতি ও লাঞ্ছনা

ড্রেইফুস ঘটনা (The Dreyfus Case): ক্যাপ্টেন ড্রেইফুস ছিলেন জনৈক ফরাসী ইহুদি এবং ফরাসী সেনাদলের সুযোগ্য অফিসার। কিন্তু তিনি ইহুদি বলিয়া বহু সহকর্মীর অশ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে ইষ্টারহেইজি (Ester Hazy) নামক সামরিক অফিসার ড্রেইফুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে, ড্রেইফুস জার্মানীকে সামরিক গুপ্ত তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। সামরিক আদালত ড্রেইফুস ইহুদি বলিয়া, ভালভাবে তদন্ত না করিয়া তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং সেনাদলের সমক্ষে ড্রেইফুসের পোষাকের সামরিক চিহ্ন ছিঁড়িয়া তাঁহাকে অপদস্থ করা হয়। সামরিক আদালতের রায় অনুসারে ড্রেইফুস পদচ্যুত হইয়া, আফ্রিকায় (১৮৯৪ খ্রীঃ) নির্বাসিত হন। ড্রেইফুস এই অপমানজনক ঘটনার সময়, ফরাসী রাষ্ট্রের প্রতি তাঁহার আনুগত্য জানাইয়া ধ্বনি দেন, "ফরাসী প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক।"

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে কর্ণেল পিকার্ট (Cornel Picquart) নামে

সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মচারী কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, ড্রেইফুস নির্দোষ। তিনি ড্রেইফুসের পুনর্বিচার দাবী করিয়া উপরওয়ালাদের নিকট জানাইলে, তিনি পদচ্যুত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কর্ণেল পিকার্টের পদে কর্ণেল হেনরী নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ড্রেইফুসের ঘটনার কথা প্রকাশ হইয়া যায়। ফ্রান্সের উপরাষ্ট্রপতি স্বয়ং ড্রেইফুসের নির্দোষিতার কথা বলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক এমিল জোলা (Emile Zola) সংবাদপত্রে ড্রেইফুস ঘটনা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ ও ঝাঁঝালো প্রবন্ধ রচনা করিয়া এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ জানান। ক্রুদ্ধ কর্তৃপক্ষ জোলার বিরুদ্ধে আদালতে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনিলে, জোলা ফ্রান্স হইতে লণ্ডনে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ইতিমধ্যে উচ্চ আদালত জোলাকে নির্দোষ ঘোষণা করে। এদিকে কর্ণেল পিকার্ট কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া ড্রেইফুসের নির্দোষিতার স্বপক্ষে সংবাদপত্রে পুনরায় প্রবন্ধ লেখেন।

ড্রেইফুসের নির্দোষিতা প্রচার ও মুক্তি দাবী

এই সময় ফরাসী জনমত স্পষ্টতঃ দুই ভাগ হইয়া যায়। একদল ড্রেইফুসের দণ্ড বহাল রাখার স্বপক্ষে যায়; অপর দল ন্যায়বিচার দাবী করে। সমগ্র ফ্রান্স ড্রেইফুস ঘটনার জন্য উত্তাল হইয়া উঠে।

জনমত

ইতিমধ্যে কর্ণেল হেনরী হঠাৎ সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি দেন যে, তিনি ও কর্ণেল ইণ্টারহেইজী ড্রেসফুসের বিরুদ্ধে কাগজপত্র জাল করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ড্রেইফুসের পুনর্বিচার ও সসম্মানে মুক্তির দাবী প্রবল হইয়া উঠে। অবস্থার সামাল দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি লুবেৎ (Loubet) ড্রেইফুসকে মুক্তি দেন। কিন্তু জনমত দাবী জানায় যে, ড্রেইফুসের পুনর্বিচার করিয়া দোষী অথবা নির্দোষী তাহা সাব্যস্ত করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত বিচারে ড্রেইফুস নির্দোষ প্রমাণিত হন। ড্রেইফুস সসম্মানে তাঁহার পদে বহাল হন।

ড্রেইফুসের মুক্তি

ড্রেইফুস ঘটনার গুরুত্ব হিসাবে থিওডোর জেল্ডিন মনে করেন যে, ফ্রান্সের রক্ষণশীল নেতারা মনে করিতেন যে ড্রেইফুসের প্রতি ন্যায় বিচার অপেক্ষা সেনাদলের শৃংখলার প্রশ্ন অনেক বড়।[১] সেই কারণে তাঁহারা ড্রেইফুস ঘটনার পুনর্বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাদের আশংকা ছিল যে, ড্রেইফুস ঘটনার কেলেংকারী প্রকাশিত হইলে সামরিক বিভাগের শৃংখলা নষ্ট হইবে। (১) যাহা হউক ড্রেইফুস ঘটনা এই সত্য উদ্ঘাটন করে যে ফ্রান্সের একশ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহুদি বিদ্বেষ কত তীব্র ছিল। সুতরাং গণতান্ত্রিক ফ্রান্সে সকল নাগরিক সমান অধিকার পাইলেও ইহুদিদের সেই অধিকার ছিল না। (২) এই সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের বহু নাগরিক যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্দীপিত ছিল ; তবে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর প্রভাব কম ছিল না। শেষোক্ত শ্রেণীই ছিল ড্রেইফুস কলংকের জন্য দায়ী।

ড্রেইফুস ঘটনার গুরুত্ব

১. Theodore Zeldin—France (1848—1945). Vol. I.

পাঠ্যসূচী

১। Theodore Zeldin—France 1848-1945. Vol. I.
২। Cobban—History of France. Vol. III. (Penguire)
৩। Bury—History of France.
৪। Cambridge Modern History. Vei. XI.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ

(Capitalism and Socialism)

ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তি (The growth of Capitalism): ইওরোপে শিল্প-বিপ্লবের ফলে সর্বপ্রথম আধুনিক ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হয়। ইংলণ্ডে ১৭৬০-৮০ খ্রীঃ নাগাদ শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হইলেও, ১৮১৫ খ্রীঃ পর ইহার দ্রুত বিকশ ঘটে। ফ্রান্স ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে শিল্প-বিপ্লবের দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে যে নূতন সম্পদের মূলধনের সৃষ্টি হয় তাহা মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণীর হাতে থাকার ফলে ধনতন্ত্রের উৎপত্তি হয়। শিল্প-বিপ্লবের আগে আধুনিক কল-কারখানা না থাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা কুটির শিল্পের মাধ্যমে ছড়াইয়া ছিল। শিল্প-বিপ্লবের ফলে কল-কারখানা স্থাপিত হইলে কুটির শিল্প ধ্বংস হয়। শিল্প উৎপাদন কারখানায় কেন্দ্রীভূত হয়। এই মূলধনী শ্রেণী যাহাদের হাতে মূলধন ছিল তাহারা কারখানা গঠন করিয়া শিল্পের মুনাফা পাইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে। এইভাবে এক পুঁজিবাদী শ্রেণী উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী তাহাদের মূলধন এবং উদ্যোগ খাটাইয়া শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে এবং তাহার বিপনন দ্বারা মুনাফা কুক্ষিগত করে।

শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব

ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তির পশ্চাতে ঊনবিংশ শতকের ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা কিছু ছিল। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়া শিল্পের প্রকৃত বিকাশ হইতে পারে না। কাঁচামালের পরিবহন ও তৈয়ারী মাল দেশের ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইলে, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন। ইহা না করিলে শিল্প অকালে ঝরিয়া যাইতে বাধ্য। ইওরোপীয় সরকারগুলি রেলপথ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন করিয়া পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাইলে ধনতন্ত্র ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। ফ্রান্সে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন যে বিরাট রেলপথ নির্মাণ পরিকল্পনা রূপায়িত করেন তাহার ফলে ফ্রান্সে পুঁজিবাদী শিল্পগুলির প্রসার ঘটে। রাশিয়ার জার সরকারও রেলপথ নির্মাণ দ্বারা এবং জার্মানীর বিসমার্ক সরকারও অনুরূপ ব্যবস্থার দ্বারা পুঁজিবাদের বিকাশে সহায়তা করেন।

ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা

এছাড়া ফ্রান্স, জার্মানী ও রাশিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুঁজিবাদী শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধনের সরবরাহ যথেষ্ট ছিল না। এজন্য এই রাষ্ট্রগুলি ব্যাংক ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিয়া শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে। এমন কি জার সরকার বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিয়া শিল্পে লগ্নী করে। কিন্তু এই শিল্পগুলির মুনাফা শিল্প মালিকদের হাতে যায়।

রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্পে পুঁজি সরবরাহ: ব্যাঙ্ক স্থাপন

ইওরোপীয় সরকারগুলি পুঁজিবাদের বিকাশে আরও এক প্রকারে সহায়তা করে। তাহা হইল সংরক্ষণ শুল্ক নীতির প্রবর্তন। কোন দেশের বিকাশশীল শিল্প যাহাতে পরিণত দেশের শিল্পের দ্বারা উৎপাদিত সস্তা মালের সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, এজন্য বাহির হইতে আমদানী সস্তা মালের উপর বাড়তি শুল্ক চাপাইয়া তাহার চাহিদা কমাইয়া দেওয়া হইত। ফলে দেশের শিল্পের উৎপাদিত মাল বাজারে একচেটিয়া বিক্রয় হইয়া তাহার মুনাফা মালিকের হাতে পেঁছিত। বিসমার্ক তাঁহার বিখ্যাত সংরক্ষণ নীতির দ্বারা জার্মানীর পুঁজিবাদী শিল্পগুলিকে এই অসাধারণ সুযোগ করিয়া দেন।[১]

সরকার কর্তৃক শুল্ক নীতির দ্বারা পুঁজিবাদীদের শিল্প রক্ষা

মালিক শ্রেণী যদি শ্রমিককে ন্যায্য হারে মজুরী দিতে এবং কম সময় খাটাইতে বাধ্য হইত, তবে তাহাদের মুনাফার পরিমাণ বাড়িতে পারিত না। শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার দিকে পুঁজিবাদী শ্রেণী শ্রমিককে শোষণ করিয়া তাহাদের নিজ মুনাফা অবাধে বাড়াইবার সুযোগ পায়। কারণ এই সময় সরকারগুলি শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন আইন রচনা করিতে রাজী ছিল না। ইহারা Laissez faire বা হস্তক্ষেপ না করা নীতি গ্রহণ করায় পুঁজিবাদী শোষণ তীব্র হইয়া উঠে। ফ্রান্সে লুই ফিলিপের সরকার হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি লইয় ফরাসী মূলধনী ও শিল্পপতিদের মুনাফার পাহাড় জমাইবার সুযোগ করিয়া দেয়। লুই ফিলিপের নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক বিদ্রোহ ঘটিলে তিনি তাহা কঠোর হাতে দমন করেন। এইভাবে সরকারের সহযোগিতায় পুঁজিবাদ উৎপাদন ব্যবস্থাকে কব্জিগত করে।

সরকার কর্তৃক শিল্পে হস্তক্ষেপ না করা নীতি গ্রহণ

পুঁজিবাদের বিকাশের অপর একটি দিক সম্পর্কে আলোচনা দরকার। শিল্প-বিপ্লবের যথেষ্ট অগ্রগতি হইলে বিভিন্ন শিল্প মালিকদের মধ্যে মাল বিক্রয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। ব্যাংকগুলিও জনসাধারণের টাকা আমানত পাইবার আশায় পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। এই সময় একই শিল্পের বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে সংযুক্ত করিয়া ট্রাস্ট বা কমবাইন নামক বিরাট একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান গঠনের রেওয়াজ দেখা দেয়। কয়েকটি বৃহৎ কোম্পানী একত্রিত হইয়া শিল্প গঠন করিলে তাহাদের সহিত নূতন কোন কোম্পানীর প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা অসম্ভব হয়। ফলে একচেটিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা বা মনোপলি ব্যবসার উদ্ভব হয়। ছোট শিল্পগুলি ইহার

একচেটিয়া বাণিজ্য ও যৌথ কারখানা প্রথার প্রসার

১. Gordon Craig. P. 93.

ফলে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিককে ইচ্ছামত কম দরে মজুরী দিয়া এবং মালের ইচ্ছামত দাম ধার্য করিয়া বিরাট মুনাফা লাভের সুযোগ পায়। ইহাকে একচেটিয়া পুঁজি প্রথা বলা হয়। কোন যোদ্ধা যেরূপ বাহুবলে একের পর এক দেশ দখল করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করে, সেইরূপ এই সকল একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা একের পর এক শিল্পগুলিকে কুক্ষিগত করিয়া শিল্প সাম্রাজ্য (Industrial Empire) স্থাপন করে। ইংলণ্ড, মার্কিন দেশ, জার্মানীতে এইরূপ বহু একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। বটগাছ যেরূপ তাহার ঝুরি নামাইয়া চতুর্দিক ছাইয়া ফেলে সেইরূপ এই সকল পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথমে নিজ দেশ পরে অন্য দেশে অনুপ্রবেশ করিয়া বিরাট পুঁজি আহরণ করে। ইংলণ্ডের বিভিন্ন কোম্পানীগুলি এইরূপ জোটবন্ধ হয়। জার্মানীতে এইরূপ জোটবন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল কার্টেল (Cartel)।

ব্যাংক শিল্পে এইরূপ একচেটিয়া পুঁজিবাদের উদ্ভব বিশেষভাবে দেখা যায়। ১৮২৪ খ্রীঃ ইংলণ্ডে প্রায় ৬০০ ব্যাংক কোম্পানী ছিল। ১৯১৪ খ্রীঃ এইগুলি সংযুক্ত হইয়া ৫৫টি কোম্পানীতে পরিণত হয়। ১৯৩৭ খ্রী তাহাকে জোটবন্ধ করিয়া ১১টি কোম্পানী গড়িয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি যৌথ ব্যাংক ইংলণ্ডের সমগ্র মূলধনের ⅘ অংশ হাত করিয়া নেয়। এই পাঁচটি পুঁজিবাদী ব্যাংক ছিল, (ক) মিডল্যাণ্ড ব্যাংক ; (খ) ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্যাংক ; (গ) বার্কলেইজ ব্যাংক ; (ঘ) লয়েডস ব্যাংক ; (ঙ) ন্যাশন্যাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাংক। জার্মানীতেও অনুরূপভাবে ডয়েশ ব্যাংক ; ড্রেসডেনার ব্যাংক প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাংক সকল মূলধন একচেটিয়া করে।

মূলধনের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন

শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে একচেটিয়া পুঁজিবাদী প্রথা প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে দেখা যায় যে, একচেটিয়া পুঁজিবাদী শিল্পগুলি এত অধিক উৎপাদন আরম্ভ করিয়াছে যে তাহা দেশের চাহিদা অপেক্ষা অনেক বেশী। পুঁজিবাদী শিল্পের লক্ষ্য হইল অধিক উৎপাদন ও অধিক লাভ স্বদেশের চাহিদা মিটাইয়া বাড়তি মাল বিক্রয় করিবার জন্য ইহারা বিদেশের বাজারের দিকে নজর দেয়। নিজ দেশের সরকারকে এজন্য ইহারা উপনিবেশ দখলের জন্য চাপ দেয়। উপনিবেশের বাজারে মাল বিক্রয় করিয়া এবং উপনিবেশের কাঁচামাল লইয়া পুঁজিবাদী সংস্থাগুলি স্ফীতকায় হইয়া উঠে। লেনিনের মতে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ এইভাবে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় নামিলে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় তাহা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

পুঁজিবাদী শিল্পে বাড়তি মাল বিক্রয়ের জন্য উপনিবেশ দখলের চেষ্টা

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বপক্ষে কেহ কেহ যুক্তি দেখান যে, এই ব্যবস্থা প্রতিযোগিতা থাকায় শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের ব্যয় অনেক কম পড়ে। কারণ শিল্প মালিকরা অত্যন্ত কম খরচে বেশী উৎপাদনের চেষ্টা করে। ফলে দেশের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে ইহাতে লাভ হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলেন যে, শিল্পে উদ্যোগ ও শিল্প গঠন করার জন্য দরকার হইল বিশেষ প্রতিভা। ইহা সকলের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নহে।

পুঁজিবাদী শিল্প ব্যবস্থার স্বপক্ষে যুক্তি

রথচাইল্ডস, বা ফোর্ড বা ডেইমলার বা বোল্টন প্রভৃতির ন্যায় শিল্প প্রতিভা ব্যক্তিগত উদ্যোগের সুযোগ থাকিলে তবেই এই প্রতিভার বিকাশ সম্ভব। ইহার ফলে রাষ্ট্রের লাভ হইতে বাধ্য। তৃতীয়তঃ, শিল্প মালিকমাত্রেই শ্রমিক শোষণ করিয়া মুনাফা বৃদ্ধি করেন এই তত্ত্ব আদপেই ঠিক নহে। আধুনিক যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্র শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য বহু আইন প্রবর্তন করিয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিগত শিল্পগুলিতে মালিকদের পক্ষে শ্রমিক শোষণ করা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া সার্থক ও প্রতিভাবান শিল্প উদ্যোগীরা শ্রমিকের সহযোগিতা লাভ করিলে তবেই সফল হইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত শিল্প সংগঠনকারীরা শ্রমিকের স্বার্থ অবহেলা করেন। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্র বিভিন্ন আইন যথা আয়কর প্রভৃতি দ্বারা মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করায় এবং কোম্পানী আইন দ্বারা একচেটিয়া প্রথা নিয়ন্ত্রণ করায় পুঁজিবাদী শিল্পগুলির খারাপ দিক এখন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

পুঁজিবাদী প্রথার কুফলগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের দ্বারা ধন বৈষম্য রক্ষা করা হইত। আধুনিক যুগে ধনতন্ত্র দ্বারা এক শ্রেণীর হাতে সম্পদ ও অর্থ জমা হয়। বাকী সকলে বঞ্চিত হয়। সুতরাং সামন্ততন্ত্রের ন্যায় ধনতন্ত্র হইল একটি বৈষম্যমূলক, অন্যায় সমাজ ব্যবস্থা। (১) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সীমাবদ্ধ হয়, বাকি লোকের পুঁজিবাদীদের দ্বারা নানাভাবে শোষিত হয়। ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। (২) পুঁজিবাদী শ্রেণী তাহাদের মুনাফা বাড়াইবার জন্য শ্রমিককে শোষণ করে এবং ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করে। ইহারা শ্রমিক অসন্তোষের সম্মুখীন হইলে শ্রমিক ছাঁটাই, লক-আউট প্রভৃতি দমনমূলক নীতি লইয়া শ্রমিকদের পদানত করে। মালিকশ্রেণী জোটবদ্ধ হইয়া সরকারকে চাপ দিয়া মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন করিতে বাধ্য করে। (৩) মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের মতে শিল্পের মুনাফা আদপেই মালিকের প্রাপ্য নয়। শিল্প গঠন ও পরিচালনায় মালিক বা পুঁজিপতিদের কোন ভূমিকা থাকাই আদপে বাঞ্ছনীয় নয়। ম্যার্ক্সীয় মূল্যতত্ত্ব (Marxian Theory of Value) অনুসারে শিল্পের উৎপাদন খরচ বাদ দিয়া যাহা মুনাফা থাকে তাহা একমাত্র শ্রমিকেরই প্রাপ্য। কারণ শ্রমিকের শ্রমের ফলেই শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হয়।[১] ইহাতে মালিকের মুনাফার দাবী অযৌক্তিক। (৪) ধনতান্ত্রিক প্রথায় একচেটিয়া পুঁজি ও শিল্পের উদ্ভব হয়। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শিল্পে উৎপাদিত মালের দাম মুনাফার লোভে ইচ্ছামত বাড়াইয়া দেয়। ইহার ফলে সাধারণ ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট কথা পুঁজিবাদী প্রথার ফলে ধনীরা ধনী হইতে থাকে আর গরীবেরা আরও গরীব হয়। সমাজে ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। (৫) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রয়োজন অপেক্ষা মুনাফার লোভে বেশী মাল উৎপাদন করা হয়। এই বাড়তি মাল বিক্রয়ের জন্য পুঁজিপতিরা বাইরের বাজার দখলের চেষ্টা করে। এজন্য উপনিবেশ দখলের লড়াই আরম্ভ হয়। পুঁজিবাদী-শ্রেণী বাজার দখল এবং কাঁচামালের জন্য রাষ্ট্রকে উপনিবেশ অধিকারে বাধ্য করে।

পুঁজিবাদ ব্যবস্থার কুফল

১. Karl Marx—P. N. Fedoseyev & others. P. 129.

লেনিনের মতে সাম্রাজ্যবাদ হইল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণাম মাত্র। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বিরোধ ও যুদ্ধ বাধে। জাপানী পুঁজিপতিদের তাড়নায় জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। জার্মান পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম উপনিবেশ দখল ও নৌশক্তি বাড়াইবার সংকল্প নেন: ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। (৬) পুঁজিবাদ শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। ভারত, চীন ও আফ্রিকায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উপনিবেশ স্থাপন করে।

সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি (The Growth of Socialism): শিল্প-বিপ্লবের ফলে কারখানাভিত্তিক শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটিলে কারখানা মালিকরা শিল্পের মুনাফা ভোগ করিয়া স্ফীত হইয়া উঠে। ইহারা শ্রমিককে কম মজুরীতে বেশী সময় খাটাইয়া তাহাদের মুনাফা বাড়াইতে থাকে। এদিকে শ্রমিকেরা নামমাত্র মজুরীতে তাহাদের শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শ্রমিক পরিবারগুলি অনাহারে, অর্ধাহারে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে। শ্রমিক বস্তীগুলির অন্ধকারময় পরিবেশে, শ্রমিক পরিবারগুলি রোগে, বিনা চিকিৎসায়, অশিক্ষায় ও নৈতিক অধঃপতনে ধ্বংস হইতে থাকে।

শ্রমিকদের দুরবস্থা

এই সময় একশ্রেণীর চিন্তাবিদ সম্পদের উৎপাদন এবং তাহাতে সমাজের অধিকার সম্পর্কে গভীর চিন্তা করেন। ইহার ফলে সমাজতন্ত্রবাদ নামক ভাবধারার উদ্ভব হয়। অষ্টাদশ শতকে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো যেরূপ রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া জনগণের সার্বভৌমত্বের রূপ দেন, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরা সম্পদের উৎপত্তি এবং তাহাতে সমাজের অধিকার সম্পর্কে গবেষণা করিয়া সমাজতন্ত্রবাদের সৃষ্টি করেন।

সমাজতন্ত্রবাদের দুইটি পর্যায় আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যথা, আদি সমাজতন্ত্রবাদ বা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ এবং মার্কসবাদ। সকল সমাজতন্ত্রীরা কয়েকটি মূলনীতিতে বিশ্বাস করেন। এই মূল নীতিগুলিকে আমরা সমাজতন্ত্রবাদের মূল সূত্র বলিতে পারি। এই মূল সূত্রগুলি হইল, (১) ভূমি, জল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে সকল ব্যক্তির সমান অধিকার রহিয়াছে। ইহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ ইহা কাহারও পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। প্রকৃতিই ইহা সৃষ্টি করিয়াছে। যদি কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণী ইহার একচেটিয়া অধিকার করে তাহা হইল সামাজিক অপরাধ ও অন্যায়। (২) প্রতি নাগরিকের জীবিকার অধিকার আছে (Right to work)। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল বেকারের জন্য কর্মসংস্থান করা। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল নাগরিকদের জীবিকার ব্যবস্থা করা। (৩) ধনতন্ত্রী সমাজে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ জমা হয় এবং বাকি লোকেরা থাকে বঞ্চিত, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এই সঞ্চিত সম্পদের পুনর্বণ্টন করা। কারণ সমাজতন্ত্রের অর্থই হইল সমান অধিকার স্থাপন। (৪) সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করিয়া ব্যক্তিগত শিল্প উদ্যোগ ও সম্পত্তির অধিকার লোপ করা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগের

সমাজতন্ত্রবাদের মূল সূত্রগুলি

অর্থই হইল মুনাফাভিত্তিক শিল্প স্থাপন। ইহা শোষণ ব্যবস্থার উপর স্থাপিত। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় private enterprize বা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে লোপ করা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়। ইহার ফলে পুঁজিবাদ লোপ পায়। (৫) সর্বশেষে মার্কসবাদীদের মতে, সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য হইল শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন। নাগরিকদের শ্রম দ্বারা যে সম্পদ উৎপন্ন হইবে তাহা রাষ্ট্রের অধিকারে আসিবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইল শ্রমিকের রাষ্ট্র। শ্রমিকের স্বার্থরক্ষাই হইল এই রাষ্ট্রের মৌলিক লক্ষ্য।

আদি সমাজতন্ত্রবাদ : ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ

(Early Socialism : Utopian Socialism) : সমাজতন্ত্রবাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়। কার্ল মার্কসের পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিকদের আদি সমাজতন্ত্রবাদী বলা হইয়া থাকে। মার্কস ইহাদের ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদী বা অবাস্তব সমাজতন্ত্রবাদী আখ্যা দিয়াছেন।

সেণ্ট সাইমনের সমাজতন্ত্রবাদ

ফরাসী সমাজতন্ত্রবিদ সেণ্ট সাইমনকে (১৭৬০—১৮২৫ খ্রীঃ) সমাজতন্ত্রবাদের আদি প্রবক্তা বলা যাইতে পারে। তাঁহার জন্ম হয় এক অভিজাত পরিবারে। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃতই মানব-প্রেমিক। শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকদের দুর্দশার কথা তিনি বুঝেন। সেণ্ট সাইমন সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে—(১) শিল্প যুগের সমাজের সমস্যা বুঝিতে হইলে সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার দ্বারা ইহা বিচার করিতে হইবে। (২) সেণ্ট সাইমন ঘোষণা করেন যে, সমাজে ধন বণ্টনের অসাম্য হেতু, লোকে ধনী ও দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। ধন বণ্টন দ্বারা ধনী-দরিদ্রের ফারাক না কমাইলে সমাজে শান্তি ও স্থিতি আসিবে না। (৩) সমাজে নীতিবোধ ও শিক্ষার প্রসার হইলে মানুষ আপন শুভবুদ্ধির দ্বারা দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণীর উন্নয়নে ব্রতী হইবে।[১] ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব বাড়িবে। (৪) সমাজে এই নৈতিক বিপ্লব ঘটাইবার জন্য আদর্শবাদী, আবেগপ্রবণ লোকের প্রয়োজন। মার্টিন লুথারের ন্যায় আবেগপ্রবণ প্রতিভার সমাজে প্রয়োজন রহিয়াছে। এজন্য তিনি মহৎ ও মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবিদের হাতে সমাজের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলেন। (৫ তিনি শ্রমিক ও মালিকের সহযোগিতা এবং সমবায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। ইহার ফলে পরস্পর পরস্পরের অসুবিধা বুঝিতে পারিবে এবং তাহা দূর করা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। (৬) সেণ্ট সাইমন, মার্কসের ন্যায় শ্রেণী সংগ্রামের কথা ভাবেন নাই। তিনি মালিক ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থের সমতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে আগাইয়া আসিতে বলেন। এই রাষ্ট্র মানবতাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হইবে বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন।

সেণ্ট সাইমনের সমসাময়িক ইংরাজ সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন রবার্ট আওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮ খ্রীঃ)। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়ন

১. Gordon Craig. P. 55.

আন্দোলন জোরদার হয়। সমাজ সংস্কারক রবার্ট আওয়েনের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলি গ্র্যান্ড ন্যাশন্যাল কনসলিডেটেড ট্রেড ইউনিয়ন (Grand National Consolidated Trade Union) নামে এক কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে।[১] ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকার ফলে রবার্ট আওয়েন শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন।

রবার্ট আওয়েন

ইতিমধ্যে রবার্ট আওয়েন, ম্যানচেস্টার শহরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কাপড়ের কল, নিউ ল্যানার্ক (New Lanark) কারখানায় ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই পদে বসিয়া তিনি তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন। শ্রমিকদের ভাল মজুরী, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অবসর বিনোদনের সুযোগ, শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, তিনি নিউ ল্যানার্কে এক আদর্শ উদ্যোগের আয়োজন করেন। শ্রমিকেরা যাহাতে তাহাদের মজুরীর পয়সায় ন্যায্য মূল্যে খাদ্য, বস্ত্র পায় এজন্য তিনি স্বয়ংশাসিত সমবায় বিপনি গঠন করেন। এই সমবায়গুলি বিনা-লাভ, বিনা-ক্ষতি নীতিতে পরিকল্পনা করা হইত। ইহা হইতে শ্রমিকেরা সস্তা দরে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইত। শ্রমিক ইউনিয়নগুলিই ইহা পরিচালনা করিত। ১৮৩০ খ্রীঃ এইরূপ ৩০০ সমবায় স্থাপিত হয়। মোট কথা রবার্ট আওয়েন ইহা দেখাইবার চেষ্টা করেন যে, মালিকের স্বার্থের ক্ষতি না করিয়াও শ্রমিকের উন্নতি করা সম্ভব। শ্রমিকের উন্নতি ঘটিলে কাজের উন্নতি হইবে এবং তাহাতে মালিকেরই শেষ পর্যন্ত লাভ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি শ্রমিকদের স্বশাসিত সমবায় গঠনের উপর জোর দেন। এই সমবায়গুলি শ্রমিকের জীবন-যাত্রা আরামপ্রদ করিতে পারে বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রবাদ

রবার্ট আওয়েনের সমাজতান্ত্রিক মত খুব সুসংগঠিত ছিল না, ইহা বলা যায়। তাঁহাকে সমাজতান্ত্রিক না বলিয়া সমাজ সংস্কারক বলা যাইতে পারে। তিনি সেন্ট সাইমনের ন্যায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা শোষণ ব্যবস্থা লোপ করার কথা ভাবেন নাই। এই কারণে আওয়েনের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা জোরালো হয় নাই। ইংলন্ডের শ্রমিকেরা বুঝিতে পারে যে, মালিকের দয়ার উপর নির্ভর করিলে তাহাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না। এজন্য তাহারা চার্টিস্ট আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ভোটাধিকার লাভ করিয়া সরকারী আইনের সাহায্যে শ্রমিক কল্যাণ আইন পাশ করা তাহারা বাঞ্ছনীয় মনে করে।

রবার্ট আওয়েনের সমালোচনা

আদি সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে ফরাসী চিন্তাবিদ চার্লস ফুরিয়ের-এর (Charles Fourier) (১৭৭২—১৮৩৭ খ্রীঃ) নাম উল্লেখ্য। চার্লস ফুরিয়ের সেন্ট সাইমনের শিষ্য হইলেও কিছু নিজস্ব ভাবধারা প্রচার করেন। তাঁহার মতে সমাজে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ না করা হইলে পুঁজিবাদ সকল কিছুই গ্রাস করিয়া লইবে। অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করিতে হইলে প্রয়োজন, নিজের

চার্লস ফুরিয়ের

১. Gordon Craig. P. 75.

শ্রমে প্রস্তুত দ্রব্য নিজে ভোগ করা এবং স্বয়ংকমিউন বা ফ্যালানষ্টারি (Phalanstery) স্থাপন করা। এজন্য তিনি ১৫০০ শত লোক লইয়া এক একটি ফ্যালানষ্টারি বা কমিউন গঠনের কথা বলেন। এই কমিউনের জনগণ নিজ পরিশ্রমে খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি উৎপাদন ও ভোগ করিবে বলিয়া তিনি বলেন।

এছাড়া ফিলিপ বুওনারোটি (১৭৬৭—১৮৩৭ খ্রীঃ) এবং আগষ্ট ব্ল্যাংক (১৮০৫-১৮৮১ খ্রীঃ) প্রভৃতি লেখকও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার করেন। আগষ্ট ব্ল্যাংকই সর্বপ্রথম বলেন যে, ধনী বুর্জোয়া শ্রেণী তাহাদের মুনাফা ও শোষণমূলক মনোবৃত্তি ত্যাগ করিবে না। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে স্বার্থের সমন্বয় সাধন সম্ভব নহে। সুতরাং শ্রমিকের Wage বা "পারিশ্রমিক" এবং মালিকের dividend বা "মুনাফার" মধ্যে কোন কোন আপোষ সম্ভব নয়। এই কারণে ব্ল্যাংককে কেহ কেহ এ্যানার্কিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদী বলেন।[১]

আগষ্ট বিপ্লব

আদি সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন লুই ব্ল্যাংক (Louis Blanc) (১৮১১-১৮৮২ খ্রীঃ)। লুই ব্ল্যাংক ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পুঁজিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া আশাংকিত হন। তিনি Organisation of Labour নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হন। (১) লুই ব্ল্যাংক সর্বপ্রথম বলেন যে, গণভোটের দ্বারা শ্রমিক ভোটাধিকার পাইলে রাষ্ট্র বাধ্য হইয়া শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন রচনা করিবে। সুতরাং কেবল কল-কারখানায় ধর্মঘট করিয়া ফল হইবে না। গণভোটের অধিকার শ্রমিককে লাভ করিতে হইবে। রাষ্ট্র শ্রমিকের পক্ষ সমর্থন করিয়া আইন রচনা না করিলে মালিকশ্রেণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রমিক শোষণ বন্ধ করিবে না। (২) লুই ব্ল্যাংক বলেন যে শ্রমিক যদি ভোটাধিকার পায় তবে তাহার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন রচনা করিবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ছিল তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য। (৩) লুই ব্ল্যাংক ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগের অর্থই হইল মুনাফালাভের প্রতিযোগিতা। ইহাতে শ্রমিক শোষণ ঘটিতে বাধ্য। তাছাড়া এই প্রতিযোগিতার ফলে শিল্পে সংকট দেখা দেয় এবং শ্রমিক ছাঁটাই ঘটে। (৪) এজন্য লুই ব্ল্যাংক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে শিল্প স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত কারখানা দ্বারা উৎপাদন হইলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং তজ্জনিত শোষণ বন্ধ হইবে। রাষ্ট্রীয় কারখানায় যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রম করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইলে শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি ঘটিবে। (Each according to his ability, each according to his need)। জাতীয় কারখানা স্থাপন (National Workshop) ছিল লুই ব্ল্যাংকের উল্লেখযোগ্য চিন্তা। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে কিছুকাল এই পরীক্ষা চলে। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধিতায় তাহা পরিত্যক্ত হয়। (আগে পৃঃ ১৯৩ দেখ)। (৫) লুই

লুই ব্ল্যাংকের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

১. Gordon Craig. P. 65.

ব্ল্যাংক নাগরিককে রাষ্ট্র কাজ দিতে বাধ্য এই তত্ত্ব প্রচার করেন। ইহাকে তিনি Right to work বা কর্মসংস্থানের মৌলিক অধিকার বলিতেন। আদি সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে লুই ব্ল্যাংক বিশেষ উল্লেখ্য। যদিও মার্কসবাদের সহিত তাঁহার মতবাদের পার্থক্য ছিল ; তথাপি তাঁহাকে সমাজতন্ত্রবাদের গুরু বলা হয়।

সমালোচনা

আদি সমাজতন্ত্রবাদীদের চিন্তাধারার অবাস্তবতার জন্য মার্কস ইঁহাদের ইউটোপীয়ান (Utopian) বা বাস্তবতাহীন ভাববাদী বলিয়াছেন। প্রথমতঃ, এই সকল চিন্তাবিদরা ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদ তত্ত্ব জানিতেন না। মালিকশ্রেণী শ্রমিককে শোষণ করিয়া স্ফীত হয় এই তত্ত্ব তাঁহারা জানিতেন না। শিল্পে শ্রমিকের স্বার্থই হইল আসল, মালিকের কোন ন্যায্য দাবী নাই এই মার্কসীয় মত তাঁহারা জানিতেন না। ফলে তাঁহারা শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেন নাই। তাঁহারা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেন। ইতিহাসের নিয়মে বুর্জোয়াতন্ত্রের পতন ও শ্রমিকতন্ত্রের উদ্ভব হইবে ইহারা বুঝেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, মার্কস যে, মূল্যতত্ত্ব (Marxian theory of value) ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে উৎপাদনের ব্যাপারে মালিকের কোন ভূমিকা নাই। শ্রমিকের শ্রম দ্বারাই উৎপাদন হয়। সুতরাং মার্কসের মতে উৎপাদনের যে মুনাফা তাহা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। তৃতীয়তঃ, শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে হইলে রাষ্ট্রকে আইন দ্বারা মুনাফা নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক কল্যাণ-মূলক আইন করিতে হইবে। আদি সমাজতান্ত্রিকরা এই দিকে চিন্তা করেন নাই। সর্বশেষে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনিলে শ্রমিকের শোষণ কমিবে একথাও তাঁহারা ভাবেন নাই।

কার্ল মার্কসের জীবন কাহিনী (The Life of Karl Marx) : বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জন্মদাতা হিসাবে আধুনিক যুগে দার্শনিক কার্ল মার্কস বিখ্যাত। জার্মানির এক ইহুদি পরিবারে ১৮১৮ খ্রীঃ মার্কসের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ইহুদি পুরোহিত (Rabbi) জার্মানীর ট্রিয়ার শহরের বিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নেন। এই সময় জার্মান দার্শনিক হেগেলের প্রভাবে তিনি দর্শন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময় হইতে হেগেলীয় তত্ত্বকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মার্কস তাঁহার বিখ্যাত ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্ব তিনি ইতিহাসের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করিয়া সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক পরিবর্তন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।

কার্লমার্কসের শিক্ষা ও হেগেলের সহিত সম্পর্ক

মার্কস ও এঙ্গেলস

মার্কস রেইনিশ জেইটুং নামে এক পত্রিকা সম্পাদন করেন। এই পত্রিকায় তাঁহার প্রথম দিকের রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। প্রাশিয় সরকার তাঁহার বিপ্লবী মতবাদের জন্য দেশত্যাগের আদেশ দিলে, তিনি প্যারিসে চলিয়া আসেন। প্যারিসে অবস্থানকালে অপর জার্মান চিন্তাবিদ ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মায়। এই বন্ধুত্ব আমৃত্যু অক্ষুন্ন ছিল। মার্কসের জীবনের বহু আপদে-বিপদে এঙ্গেলস সর্বদা তাঁহার পাশে থাকিতেন। দুজনে বহু দার্শনিক

তত্ত্বের আলোচনা করেন। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, মার্কসের বহু দার্শনিক তত্ত্বকে সম্পূর্ণতা দান করেন।

১৮৪৭ খ্রীঃ তাঁহার বৈপ্লবিক মতবাদের জন্য মার্কস ফ্রান্স হইতে বহিস্কৃত হইয়া বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে আশ্রয় নেন। ব্রাসেলসে বসবাসকালে তিনি কমিউনিষ্ট লীগ স্থাপন করেন। পরে ব্রাসেলস হইতে বহিস্কৃত হইয়া তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি ইংলণ্ডে কাটান। লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেষ্টার উভয় স্থানে তিনি বাস করিতেন। ম্যাঞ্চেষ্টার লাইব্রেরীতে মার্কস তাঁহার পঠন-পাঠন চালাইতেন।

লণ্ডনে নির্বাসিত জীবন

মার্কসের প্রকাশিত ভুবন-বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁহার কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো (১৮৪৮ খ্রীঃ) তাঁহাকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছাইয়া দেয়। এই গ্রন্থ ছিল মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। অতঃপর তাঁহার ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি (১৮৫৯ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ড্যাস ক্যাপিট্যাল (Das Capital) ১৮৬৭ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বগুলির পূর্ণ বিশ্লেষণ করেন। এছাড়া তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ এই মনীষির মৃত্যু হয়।

মার্কসের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ

মার্কসের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো খুবই বিখ্যাত রচনা। এক কথায় ইহাকে সমাজতন্ত্রবাদী দর্শনের বাইবেল বলা যায়। ইহা ৪টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সমাজের বিবর্তন এবং শ্রেণী সংগ্রামের পথে সমাজের অগ্রগতির কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণ, উৎপাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ প্রভৃতির কথা বলা হয়। তৃতীয় খণ্ডে ইওরোপীয় সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করিয়া উহার দুর্বলতা দেখান হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে, কমিউনিষ্টদের কর্তব্য এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল বলা হইয়াছে।

কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো

মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম (Marxian Socialism or Communism) : বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারক হিসাবে দার্শনিক কার্ল মার্কস সমগ্র পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে অধুনা পৃথিবীর বহু দেশ সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গঠন করিয়াছে। ফরাসী চিন্তাবিদ রুশো যেরূপ জন-সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব দ্বারা গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে স্থায়ী রূপ দেন কার্ল মার্কস সেইরূপ তাঁহার সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব দ্বারা সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো ও ড্যাস ক্যাপিট্যাল এই দুইটি গ্রন্থে মার্কসীয় দর্শনের প্রধান দিকগুলি পাওয়া যায়।

মার্কসের মতে যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের উৎপাদন ব্যবস্থাই সমাজকে চালাইয়া থাকে। প্রতি সমাজে উৎপাদনী শক্তি ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সমাজ চালিত হয়। এই উৎপাদনী শক্তি ও সম্পদকে দখল করিবার জন্য ইতিহাসে নিরন্তর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম চলে। উৎপাদন শক্তি দখলের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে

দ্বন্দ্বই হইল ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু। ইঞ্জিন যেমন গাড়ীকে চালায়; শ্রেণী দ্বন্দ্ব ইতিহাসকে চালায়। মার্কসের এই তত্ত্বকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (dialetical materialism) বলা হয়। যে ক্ষেত্রে হেগেল নামক জার্মান দার্শনিক মনে করিতেন যে, এই আদর্শের সংঘাত (Ideas) ইতিহাসকে চালিত করে, সে ক্ষেত্রে মার্কস হেগেলের মত অস্বীকার করেন। মার্কসের মতে সমাজে সর্বদা শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণী থাকে। এই দুই শ্রেণীর সংঘাতের ফলে যে পরিবর্তন ঘটে তাহাই হইল ইতিহাসের অগ্রগতি। পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত নূতন ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব চলে। এই দ্বন্দ্বের ফলে যে পরিবর্তন ঘটে তাহা কিছুদিন চলিবার পর, তাহা আবার পুরাতন ব্যবস্থায় পরিণত হয়। তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ব্যবস্থা জাগিয়া উঠে। প্রাচীন যুগে গ্রীস ও রোম প্রভৃতি দেশে দাসশ্রম ও দাস ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া একশ্রেণীর লোক সমাজকে শাসন করিত। কিন্তু ক্রমে সমাজে এমন পরিবর্তন ঘটে। যাহার ফলে দাস ব্যবস্থা লোপ পায়। মধ্যযুগে সামন্তপ্রথার ফলে সামন্তশ্রেণী ভূমিদাস ও কৃষকের শ্রমে অর্জিত সম্পদ ভোগ করিত। সামন্তশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিয়া এই শোষণ ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের সাহায্যে রক্ষা করিত। সমাজের বৃহত্তর লোক ভূমিদাস অথবা দিনমজুর হিসাবে অর্ধাশনে ও অনশনে থাকিত। ক্রমে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়িলে বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব হয়। বুর্জোয়াশ্রেণী নির্যাতিত লোকেদের নেতৃত্ব দিয়া সামন্তপ্রথাকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস হইল সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা লাভের সংগ্রাম। বুর্জোয়াশ্রেণীর এই সংগ্রামে, সাধারণ মানুষ বুর্জোয়াশ্রেণীর সামিল হয়।

ইতিহাসের দ্বন্দ্ববাদী ব্যাখ্যা

সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হইলে মূলধনী বা বুর্জোয়া শ্রেণী শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থার একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করে। তাহারাও সামন্তদের ন্যায় রাষ্ট্রকে নিজ নিয়ন্ত্রণে লইয়া রাষ্ট্রের সাহায্যে তাহাদের অধিকার কায়েম করে। শ্রমিক শ্রেণী কলে-কারখানায় শোষিত হয়, মালিকের মুনাফা স্ফীত হইতে থাকে। এইভাবে ধনী আরও ধনী হয় এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়। মার্কসের মতে ইতিহাস শুধুমাত্র কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি নয় বা ব্যক্তির জীবনী নয়। ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্ক আছে অনেক গভীরে—সমাজের উৎপাদন শক্তির উপর কোন এক বিশেষ শ্রেণীর অধিকার এবং অপর শ্রেণীর বঞ্চনা ও শোষণ এবং তজ্জনিত শ্রেণীবিদ্রোহের ভিতর। ইতিহাস নির্দিষ্ট নিয়মে চলিবে। শেষ পর্যন্ত শোষক শ্রেণী ইতিহাসের নিয়মে লোপ পাইবে। যেরূপ ভাবে দাস যুগের ও সামন্ত যুগের অবসান ঘটিয়াছে সেইভাবে ধনতন্ত্রী সমাজের পতন ঘটিবে।

বুর্জোয়া বিপ্লবের ব্যাখ্যা

মার্কস বিশ্বাস করিতেন যে, ইতিহাসের দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে নির্যাতিত শ্রমিক শ্রেণী মালিকদের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবে। কারণ ইতিহাসের নিয়মে কোন শোষক শ্রেণী চিরকাল ক্ষমতায় থাকিয়া শোষণ করিতে পারে না। সুতরাং শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার আদায় করার দিন সমাগত হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক শোষণ যতই বাড়িবে ততই

শ্রমিক বিরোধ তীব্র হইবে। এই Contradiction বা দ্বন্দ্ব হইতে নূতন শ্রমিক সমাজের জন্ম হইবে। ইতিহাসের এই নিয়ম কার্যকরী হইতে বাধ্য। মার্কস এজন্য তাঁহার কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো গ্রন্থে পৃথিবীর শ্রমিকদেরও ডাক দিয়া বলেন যে, "সকল দেশের মেহনতী শ্রমিক এক হও। তোমাদের বন্ধন শৃঙ্খল ভাঙিয়া পড়িবে।"[১]

শ্রমিক বিপ্লব

মার্কস শ্রেণীসংগ্রামকেই ইতিহাসের পরিবর্তনের হাতিয়ার (tools of history) মনে করিতেন। অতীতে যেরূপ বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার হিসাবে সামন্ত প্রথা ধ্বংস করিয়া ক্ষমতা নেয়, সেইরূপ শিল্প সমাজে, শ্রমিকেরা বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত হইতে ক্ষমতা লইবে। ধনতন্ত্রী বা পুঁজিপতি শ্রেণীর উৎপাদন ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতির উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। শ্রমিকেরা তাহাদের নিকট কেবলমাত্র শ্রম বিক্রয় করে। শ্রমিকেরাই প্রকৃত পণ্য উৎপাদন করে। কিন্তু মালিকরা উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, সকল মুনাফা অধিকার করে। শ্রমিককে অনাহারে থাকিতে হয়। সুতরাং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে স্বার্থ সমন্বয় ঘটিতে পারে না। কারণ তাহাদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক রহিয়াছে। তিনি আদি সমাজতন্ত্রবাদীদের ইউটোপীয়ান বা কল্পনা বিলাসী বলেন। কারণ ইঁহারা শ্রমিক-মালিকের স্বার্থের দ্বন্দ্বে আপোষ রফায় বিশ্বাস করিতেন। মার্কস তাঁহার সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে আদি সমাজতান্ত্রিকদের হইতে পৃথক করিবার জন্য ইহার নাম কমিউনিজম বা সাধারণতন্ত্র দিয়াছেন। মার্কস মনে করিতেন, শ্রমিক বিপ্লব ছাড়া ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করা যাইবে না। মার্কস বলেন যে, যাদুকর অশরীরিকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে ব্যর্থ হইলে, যেরূপে অশরীরি দ্বারা নিহত হয়, সেইরূপ ধনতন্ত্র শ্রমিক শক্তিকে সৃষ্টি করিয়া, সেই শ্রমিক বিপ্লবের ফলেই ধ্বংস হইবে।

শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব

মার্কসের মতে ধনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহা শোষণ ও অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো গ্রন্থে মার্কস ধনতান্ত্রিক শোষণের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, পুঁজিবাদী সমাজ হইল শ্রমিক শোষণ, অমানুষিক নির্যাতন এবং মুনাফার লোভের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সমাজে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক অর্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নগরগুলি গ্রামকে শোষণ করিয়া স্ফীতকায় হয়। মার্কস বলেন যে, গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমাইয়া কৃষির সহিত শিল্পকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনিয়া সম্পদের বণ্টন করা দরকার।

বুর্জোয়া সমাজের ভাঙন

মার্কস তাঁহার মূল্যতত্ত্ব (Theory of Value) ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, মূলধন ও মুনাফা উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য নিরূপণে প্রযুক্ত হইতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ইহা করা হইয়া থাকে। মার্কসের মতে শ্রমিকের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন মালই হইল মূলধন। কাঁচামালও শ্রম দ্বারা উৎপাদিত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, শ্রমিকের শ্রম প্রযুক্ত হইলে তবেই শিল্প সামগ্রী উৎপন্ন হয়। সুতরাং শিল্পের দ্বারা আয় হইলে তাহা একমাত্র শ্রমিকেরই প্রাপ্য।

মার্কসীয় মূল্যতত্ত্ব

১. Karl Marx—P. N. Fedoseyev & others. P. 148-49.

মার্কসের মতে জমি, সম্পদ প্রভৃতি সকল দ্রব্যই প্রকৃতির দান। ইহাতে সকলের সমান অধিকার আছে। কোন বিশেষ শ্রেণী ইহা একচেটিয়া করিলে সমাজে ধনবৈষম্য ও শোষণ দেখা দেয়। মার্কসের মতে শ্রমিকের স্বার্থে গঠিত রাষ্ট্র সম্পদের জাতীয়করণ করিয়া ইহা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে ব্যবহার করিবে। উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সামাজিক মালিকানা স্থাপন করা দরকার। তবেই শ্রমিক তাহার শ্রমের নায্য মূল্য পাইবে। এজন্য শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের কথা তিনি বলেন। অবশ্য এই রাষ্ট্র হইবে শ্রমিকের স্বার্থে পরিচালিত শ্রমিক রাষ্ট্র।

মার্কসীয় সমাজতন্ত্র

মার্কস মনে করেন যে, সম্পদের জাতীয়করণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা হইলে শ্রেণীহীন সমাজ (Classless society) স্থাপিত হইবে। কারণ শোষণ লোপ পাইবার ফলে ও সম্পদ সমাজের অধিকার স্থাপনের ফলে ধনিক শ্রেণী থাকিবে না। এই সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিষিদ্ধ হইবার ফলে কেহ কাহাকেও শোষণ করিতে পারিবে না। সমাজে সকলের সমান অধিকার স্থাপিত হইবে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হইল মার্কসীয় শ্রেণী বিপ্লব তত্ত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য। মার্কস মনে করিতেন যে, "পরিমাণগত পরিবর্তনের শেষে গুণগত পরিবর্তন" আসিবে (From Quantitative change will come Qualitative change)। মার্কস একটি সুন্দর উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটি পাখীর ডিম শুধুমাত্র ডিমই থাকে। কিন্তু তাহাতে পক্ষীমাতা দেহের উত্তাপ দিয়া ডিমকে পাখীর বাচ্চায় পরিণত করে। অথবা জলকে ফুটান হইলে জল ক্রমে বাষ্পে পরিণত হয়। সেই রকম সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের পূর্ণতা আসিলে তখন পুরাতনতন্ত্র ভাঙিয়া নূতন সমাজব্যবস্থা আসে। শ্রেণীসংগ্রাম হইল ইতিহাসের বিবর্তনের হাতিয়ার। শেষ পর্যন্ত শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপন দ্বারা ইহার অবসান ঘটে।

শ্রেণীহীন সমাজবাদ

মার্কস মনে করেন যে, শোষিত শ্রমিকের জাতিগত ও দেশগত পার্থক্য থাকিতে পারে না। শোষিত শ্রমিকের মধ্যে সাদা ও কালো কোন ভেদ নাই। দুনিয়ার সকল শ্রমিকের একমাত্র শত্রু হইল মুনাফাজীবি বুর্জোয়া শ্রেণী। সুতরাং পৃথিবীর সকল শ্রমিকের মুক্তি না ঘটিলে শোষণের অবসান হইবে না। মার্কস এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রথম ইন্টারন্যাশন্যাল বা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সংস্থা স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব শ্রমিক বিপ্লব ঘটাইবার আয়োজন করা। মার্কসবাদীরা এজন্য জাতীয়তাবাদকে সংকীর্ণ মত বলিয়া মনে করেন।

বিশ্ব শ্রমিক বিপ্লবের আদর্শ

মার্কসবাদী মতের বিরুদ্ধে কোন কোন লেখক সমালোচনা করিয়াছেন। (১) মার্কস ইতিহাসের যে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অনেকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। ইতিহাস নানা বিষয়ের প্রভাবে আগাইয়া চলে। অর্থনীতি হইল এই সকল প্রভাবের অন্যতম। ব্যক্তিগত প্রতিভা, আদর্শ, ধর্ম, জলবায়ু, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি নানা-বিষয় দ্বারা ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা বা শ্রেণীগত

উচ্চাকাঙ্খা দ্বারাও ইতিহাসের গতি প্রভাবিত হয়। আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার ফলে সাম্রাজ্য জয় করেন। সুতরাং ইতিহাসকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাছাড়া সমাজ কেবলমাত্র ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। ইহাদের মধ্যে মধ্যবর্তী শ্রেণী আছে এবং তাহারা বিলীন হইবে একথাও ঠিক নয় বলিয়া তাঁহারা বলেন।

মার্কসীয় দর্শনের সমালোচনা

মার্কস মনে করেন যে, সাম্যবাদী রাষ্ট্র স্থাপিত হইলে শোষণ বন্ধ হইবে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে শোষণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা লোপ পাইবে। এক দেশের শ্রমিকের সহিত অন্য দেশের শ্রমিকের কোন প্রভেদ নাই। কারণ উভয়েই শোষিত ও নির্যাতিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, সাম্যবাদী দেশগুলিও জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতে ব্রিটিশ সরকার শোষণ চালাইলেও, ইংলণ্ডের শ্রমিক দল ও শ্রমিক সরকার তাহাদের নিজ স্বার্থের জন্য ইহার সমর্থন করে। সাম্যবাদী রাশিয়ার সহিত সাম্যবাদী চীনের বিরোধ এবং সাম্যবাদী ভিয়েতনামের সহিত সাম্যবাদী চীনের বিরোধ মার্কসীয় তত্ত্বের ভ্রান্তির পরিচয় দেয়। শ্রমিক শ্রেণী কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয় না। জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ইত্যাদি তাহাদের প্রভাবিত করে।

মার্কসীয় মূলতত্ত্বের ত্রুটি

(৩) কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, মার্কসীয় মূলতত্ত্ব ভ্রান্ত। মার্কস কেবলমাত্র শ্রমিকের শ্রমের ফলে উৎপাদন হয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু শিল্প পরিচালনা, বিজ্ঞাপনের খরচ, মূলধনের জন্য সুদ প্রভৃতি বিষয় মার্কস অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মূলধন না থাকিলে শিল্প গঠন করা যায় না। মার্কস এই দিকটি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে প্রতিযোগিতা থাকায় উৎপাদনের ব্যয় কম পড়ে। সাম্যবাদী উৎপাদনে রাষ্ট্র দ্বারা ইহা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে থাকায় উৎপাদনে ব্যয়ের হার বেশী পড়ে।

শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন দ্বারা শ্রেণী সংগ্রামের বিলুপ্ত

(৪) ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন দ্বারা, কাজের সময় কমাইয়া ও মজুরি বাড়াইয়া, ছাঁটাই বন্ধ করিয়া এবং নানা প্রকার কল্যাণমূলক ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিক অসন্তোষের তীব্রতা কমাইয়া ফেলিয়াছে। মার্কস যে যুগে তাঁহার মতামত রচনা করেন, তাহা ছিল শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার যুগ। সেই যুগ বর্তমানে গত হইয়াছে। শ্রমিকের হাতে ভোট থাকার ফলে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে এই বৃহত্তর শ্রমিক শ্রেণীকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্র বিভিন্ন কল্যাণমূলক আইন দ্বারা শ্রমিক শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ শিল্পে অগ্রসর হইলেও সেই দেশে শ্রমিক বিপ্লব ঘটে নাই। ব্রিটেনের ফেবিয়ানবাদী সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের আইনের দ্বারা শ্রমিকের ও জনসাধারণের কল্যাণ করা সম্ভব। এজন্য শ্রেণী বিপ্লবের প্রয়োজন নাই। রুশ নেতা ক্রুশ্চেভ মার্কসবাদের সংশোধন করিয়া নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লইতে পারে বলিয়া অভিমত দিয়াছেন।

(৫) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন প্রকার আইন যথা আয় কর, সম্পত্তি কর প্রভৃতির দ্বারা ধনতন্ত্রের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এদিকে শ্রমিক কল্যাণ আইন দ্বারা শ্রমিকের উন্নতি ঘটায়। ফলে মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে ধনী আরও ধনী হয় এবং গরীব আরও গরীব হয় তাহা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্র মূল শিল্পগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় না রাখিয়া জাতীয়করণ করায় পুঁজিবাদের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে।

মার্কসবাদের প্রবৃত্তির ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা

(৬) মার্কস বলিয়াছেন যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সহিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সমাজতন্ত্রকে বিনাশের চেষ্টা করিবে। কিন্তু সাম্যবাদী রাশিয়া ক্রুশ্চেভের আমল হইতে ধনতন্ত্রবাদী মার্কিন দেশের সহিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি

(৭) মার্কসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখা যায়। রাশিয়ায় বিপ্লব শিল্প শ্রমিকের সাহায্যে ঘটে। ইহাই সঠিক মার্কসতন্ত্র বলিয়া রাশিয়া দাবী করে। অপরদিকে চীনে কৃষি শ্রমিকের দ্বারা বিপ্লব সাধিত হয়। ইহাকে মার্কসবাদের নূতন প্রয়োগ বলা হয়। সুতরাং মার্কসবাদ এখনও বিবর্তনের স্তরে আছে বলা যায়।

মার্কসবাদের বিচ্যুতি

(৮) নৈরাজ্যবাদী বা এ্যানার্কিস্টরা (Anarchist) মনে করেন যে, কোন সমাজে রাষ্ট্র ব্যবস্থা হইল একটি অশুভ ও স্বৈরাচারী শক্তি। মার্কসবাদের প্রধান স্তরে শ্রমিকের স্বার্থে রাষ্ট্রের হাতে সকল প্রকার উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করার ফলে রাষ্ট্রই একটি শোষণ যন্ত্রে পরিণত হয়। এই রাষ্ট্র হইল সর্বগ্রাসী ও সর্বাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন। ইহার ফলে জনসাধারণের স্বাধীন বিকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাছাড়া সিন্ডিক্যালিস্টরা মনে করেন যে, শ্রমিকশ্রেণী বিভিন্ন শিল্পে ইউনিয়ন গঠন করিলেই তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধ হইবে। এজন্য তাহাদের রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন নাই। ইউরো কমিউনিস্ট নেতারা এছাড়া আরও বলেন যে—সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the proletariates) স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে শ্রেণীহীন সমাজ হয় নাই। কারণ যাহারা শ্রমিক নহে তাহারা অধিকারহীন হইয়া পড়িয়াছে।

মার্কসবাদের উপরোক্ত সমালোচনার জবাবে বলা যায় যে, মার্কসবাদের কিছু ভুল ত্রুটি দেখা গেলেও ইহার মূল নীতি স্বীকৃতি পাইয়াছে। উনবিংশ শতকে মার্কসবাদ প্রচারিত হয়। তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা রচিত হয়। সময়ের পরিবর্তনের ফলে ইহার সামান্য অসঙ্গতি দেখা গেলেও মূলতঃ ইহা সঠিক ও নির্ভুল বলিয়া বহু লোক মনে করেন। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা স্থাপনের ডাক দিয়া, মার্কস নিপীড়িত জনগণ ও ঔপনিবেশিক শোষিত দেশগুলিতে স্থায়ী আসন পাইয়াছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করিয়া মার্কস ইহার শোষণমূলক চরিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। আজকার যুগে ধনতন্ত্রী দেশগুলিও শ্রমিকের

মার্কসবাদের গুরুত্ব

কল্যাণকে কর্তব্য মনে করেন। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাস মার্কসবাদের দ্বারা অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে অনেকে মনে করেন।

নৈরাজ্যবাদঃ প্রুধোঁ ও বাকুনিন (Anarchism : Proudhon and Bakunin)ঃ নৈরাজ্যবাদের জনক ছিলেন ফরাসী চিন্তাবিদ প্রুধোঁ (১৮০৯—১৮৬৫ খ্রীঃ)। প্রুধোঁ সমাজতন্ত্রবাদী হইলেও কমিউনিজমের ঘোর সমালোচক ছিলেন। অবশ্য ইহা সত্য যে, প্রুধোঁর চিন্তাধারায় পরস্পর-বিরোধিতা দেখা যায়। তবুও প্রুধোঁ তীব্র ভাষায় মার্কসবাদের সমালোচনা করেন। তিনি মনে করিতেন যে, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে, সকল ক্ষমতার আধার রাষ্ট্রই মেহনতী জনগণের প্রধান শোষকে পরিণত হয়। তাঁহার মতে "সম্পত্তির অধিকারের অর্থ যদি প্রবল দ্বারা দুর্বলের শোষণ হয়; তবে সাম্যবাদ হইল দুর্বলের দ্বারা যৌথভাবে প্রবলকে শোষণ করা।"[১] মার্কসের সহিত প্রুধোঁর এজন্য তীব্র মতভেদ ঘটে এবং মার্কস প্রুধোঁর মতবাদকে "ভণ্ডামি ও বাজে" বলিয়া মন্তব্য করেন।

প্রুধোঁবাদ

নৈরাজ্যবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মাইকেল বাকুনিন। মাইকেল বাকুনিনের দেহে রুশ অভিজাত পরিবারের রক্ত থাকিলেও তিনি ছিলেন চিন্তায় বিপ্লবী। সামরিক বিভাগে কিছুকাল কাজ করিবার পর তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময় তিনি প্যারিসের রাস্তায় যুদ্ধ করেন এবং পরে বোহেমিয়ার বিদ্রোহে অংশ নেন। ৮ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিবার পর, তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। তিনি সাইবেরিয়া হইতে জাপানের পথে পলায়ন করেন এবং পশ্চিম ইওরোপে নৈরাজ্যবাদী সংঘ গঠন করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ প্যারিসের কমিউনের বিপ্লবের সময় তিনি ফ্রান্সের লায়নস (Lyons) শহরে একটি কমিউন স্থাপন করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ ৬২ বৎসর বয়সে এই বিখ্যাত বিপ্লবীর মৃত্যু হয়।

বাকুনিনের জীবন

বাকুনিনের ভাবধারায় নৈরাজ্যবাদী দর্শনের চিন্তা বিশদভাবে বুঝা যায়। নৈরাজ্যবাদী হিসাবে বাকুনিন মনে করিতেন যে, মানুষ মৌলিকভাবে সৎ হইলেও বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র, গীর্জা, ধনতন্ত্র প্রভৃতি মানুষকে শোষণ করে। বাকুনিন বলেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি বল বা শক্তি এবং রক্তপাতের দ্বারা ঘটিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র যাহা কিছু করে তাহার পশ্চাতে বল বা জবরদস্তির প্রকাশ থাকে। এমন কি যে রাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই রাষ্ট্রও ক্ষমতার মদমত্ততায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এজন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীত না করিলে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে না।

নৈরাজ্যবাদ : বিকেন্দ্রীকরণ

বাকুনিন ধনতন্ত্রবাদের কুফল সম্পর্কে উল্লেখ করেন। কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক বৃহত্তর জনগণকে শোষণ করে। ইহা হইল একটি বৈষম্যমূলক অন্যায় ব্যবস্থা। খ্রীষ্টীয় গীর্জা সম্পর্কেও বাকুনিন বলেন যে, গীর্জা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছে। ইহা হইল

১. "Property is the exploitation of the weak by the strong. Communism is the exploitation of the strong by the weak."

একটি শোষণমূলক সংস্থা। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যারও বাকুনিন তাঁর সমালোচনা করেন। বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করার ফলে, ইহার অনুকরণে সামাজিক নিয়ম নামে কয়েকটি প্রথা চালু করা হয়। মানুষের স্বাধীনতা হরণের জন্য রাষ্ট্র এই নিয়মগুলি জোর করিয়া চালু করে। বাকুনিন সকল প্রকার সংগঠন ও সংস্থার এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার লোপ কামনা করিতেন। কারণ ইহার মাধ্যমে কিছু লোক বাকী লোকেদের পদানত করে।

ধনতন্ত্রবাদ ও প্রবৃত্তি বিজ্ঞানের বিরোধিতা

বাকুনিন মার্কসবাদ-এর সমালোচনায় বলেন যে, মার্কসবাদ দ্বারা সমাজে ও রাষ্ট্রে এই ধরণের স্বৈরতন্ত্র গড়িয়া উঠে। মার্কসবাদের প্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি ও অর্থনীতি এমন একটি গোষ্ঠীর কবলিত হয় যাহারা বাকী লোকদের পদানত করে।[১] মার্কসীয় ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হয় (Dictatorship of the Proletariat)। ইহা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ন্যায় একটি শ্রেণী শাসন স্থাপন করে। ইহার ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া স্বৈরশাসন প্রকাশ পায়।

মার্কসবাদের সমালোচনা

আলবেয়ার কামু নামক ফরাসী চিন্তাবিদের মতে, মার্কসের ন্যায় বাকুনিন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিতেন। বাকুনিন সকল প্রকার প্রচলিত সংস্থার ধ্বংস কামনা করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, এক ধরণের শিক্ষিত শ্রেণী এই বিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করিবে।

বাকুনিনের ধ্বংসাত্মক নীতি

বাকুনিনের চিন্তাধারায় বহু অসঙ্গতি ও অবাস্তবতা দেখা যায়। তিনি প্রচলিত ব্যবস্থার ধ্বংস কামনা করিলেও ইহার বদলে কি ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে ইহার সুস্পষ্ট ধারণা তিনি দিতে পারেন নাই।

সমালোচনা

ক্রপোটকিন (১৮৪২-১৯২১ খ্রীঃ) ছিলেন অপর এক নৈরাজ্যবাদী। তিনি জাতিতে রুশ ছিলেন। তিনি জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে নিহিলিষ্ট আন্দোলনে (বিশদ বিবরণ পৃঃ ২৮৯ দেখ) যোগ দেন। তাঁহার বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে মডার্ন সায়েন্স ও এ্যানার্কিজম (Modern Science and Anarchism) প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। ক্রপোটকিনের ব্যক্তিগত ব্যবহার ছিল মধুর এবং আকর্ষণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ বিলাতে কিছুকাল তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। রাশিয়ার লেনিন সরকার তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধি দানের প্রস্তাব দেন।

ক্রপোটকিন

পাঠ্যসূচী

১। G. W. Schumpeter—Capitalism, Socialism and Democracy.
২। I. D. H. Cole—History of Socialist Thought.
৩। Emil Burns—Handbook of Marxism.
৪। Laski—Karl Marx.
৫। Bertrand Russel—History of Western Philosophy.

———

১. Gordon—Craig. P. 204.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

গ্রেট ব্রিটেন : সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি

(Great Britian : Social and Economic Progress)

নেপোলিয়নের পরবর্তী যুগে গ্রেট ব্রিটেনে রক্ষণশীল শাসন (Great Britain after the Napoleonic wars) : নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। ইংলণ্ড শিল্পে ও বাণিজ্যে বিশ্বের মুখ্য দেশ হিসাবে স্থান করিয়া নেয়। শিল্পের প্রসারের ফলে ইংলণ্ডে নূতন নূতন শিল্প শহর গড়িয়া উঠে। রুশ, ব্রিটিশ, জার্মান সেনাদলে যাহারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল তাহাদের জন্য অস্ত্র নির্মাণ, তাঁবু, কম্বল, পোষাক প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ইংলণ্ডের শিল্প আরও স্ফীত হইয়া উঠে। আয়ারল্যাণ্ড হইতে দলে দলে দরিদ্র শ্রমিক আসিয়া ইংলণ্ডের কল-কারখানায় কাজের সুযোগ পায়।

শিল্প-বিপ্লব

কৃষির ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এনক্লোজার বা বেষ্টনী ব্যবস্থার প্রসারের ফলে ক্ষুদ্র চাষীর জমি বড় খামারের সহিত সংযুক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক প্রথায়, আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা আবাদ চালু করিয়া কম খরচে বেশী উৎপাদন আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের কৃষি ব্যবস্থায় বড় জমিদারীর মালিক বা পুঁজিপতিদের প্রাধান্য বাড়ে।

কৃষিতে পুঁজিবাদ : ম্যানর প্রথা

নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের অবসানে ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রথমতঃ, যুদ্ধের অস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর চাহিদা না থাকায় যুদ্ধের শিল্পদ্রব্যের কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া যায়। হাজার হাজার শ্রমিক ইহার ফলে ছাটাই হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপ ও আমেরিকায় যুদ্ধের পর নিজ নিজ শিল্প গড়িয়া উঠিলে ইংলণ্ডের পণ্যের চাহিদা অন্ততঃ ⅓ ভাগ কমিয়া যায়। ফলে ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, সরকারী শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর হাতে থাকায় শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন রচনা করা কণ্টকর হয়। ফলে ইংলণ্ডে শিল্পক্ষেত্রে অসন্তোষ দেখা দেয়।

নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর অর্থনীতিতে মন্দা

ইংলণ্ডে ১৮১৫ খ্রীঃ পর এক প্রকার রক্ষণশীলতা নীতি অনুসৃত হয়। এই রক্ষণশীলতার লক্ষ্য ছিল ইংলণ্ডের সংবিধান, ভোটাধিকার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন না করা। সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, পার্লামেন্টে অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য, এ্যাংলিক্যান গীর্জা এবং পার্লামেন্টের অধিকার রক্ষা প্রভৃতি ছিল ইংলণ্ডের রক্ষণশীলতার অঙ্গ।

রক্ষণশীলতা : অভিজাততন্ত্র

ইংলণ্ডের টোরী দল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের ফলে প্রভূত জনপ্রিয়তা পায়। এই দল ছিল অভিজাত ও জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত। টোরী দল উপরোক্ত রক্ষণশীল নীতিকে গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড শাসন করিতে থাকে। টোরী-নেতা কাসলার, নেপোলিয়ন-বিজয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটন এবং চতুর্থ জর্জ ছিলেন এই রক্ষণশীল নীতির প্রধান সমর্থক। পার্লামেন্টে বিরোধী

টোরী : রক্ষণশীলতা

সদস্যরা ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, শিল্প আইন প্রভৃতি দাবী করিলে শাসক রক্ষণশীল বা টোরী দল তাহার তীব্র বিরোধিতা করে।

টোরী রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে যে প্রতিবাদী মতগুলি জাগিয়া উঠে তাহা ক্রমে ক্রমে জনমতকে প্রভাবিত করেঃ—র‍্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন উইলিয়াম গডউইন, জেরেমি বেন্থাম প্রভৃতি। ইঁহারা ছিলেন প্রধানতঃ চিন্তাবিদ। গডউইন তাঁহার Inquiry concerning Political justice গ্রন্থে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রচার করেন যে, সকল ব্যক্তির জমিতে সমান অধিকার আছে। অভিজাত বা জমিদার শ্রেণী কেবলমাত্র জমির মালিক হইতে পারে না। যে সরকার অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে, সেই সরকার দুর্নীতিগ্রস্থ। জেরেমি বেন্থাম তাঁহার ইউটিলিটারিয়ান তত্ত্ব বা হিতবাদ প্রচার করিয়া বলেন যে, প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকের সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল সাধন করা। যে সরকার তাহা করে না তাহার সংস্কার করা উচিত। তিনি পার্লামেণ্টের গণতান্ত্রিকরণের কথাও বলেন। ইংরাজ কবি শেলী ও বায়রণের চিন্তাধারায় চরমপন্থী মতবাদ যথা স্বাধীনতা বা লিবার্টির ছাপ পড়ে।[১] টোরী নেতারা এই চরমপন্থীদের দেশদ্রোহী বলিয়া মনে করিতেন।

গডউইন ও বেন্থামের হিতবাদ: টোরী নীতির সমালোচনা

ইংলণ্ডের ক্যাথলিক ও পিউরিটান ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাও টোরী নীতির ঘোর বিরোধী ছিল। ইংলণ্ডের এ্যাংলিক্যান গীর্জার যাহারা অনুগত ছিল না, সরকার তাহাদের বহু অধিকার হরণ করে। তাহারা সরকারী চাকুরী, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অবাধে ভোগ করিতে পারিত না। এজন্য তাহারা খুবই অসন্তুষ্ট ছিল। চরমপন্থীদের সমর্থন জানাইয়া তাহারা তাহাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে।

ক্যাথলিকদের প্রতিবাদ

ইংলণ্ডের নবোদিত বুর্জোয়া সম্প্রদায়, টোরী রক্ষণশীলতার তীব্র বিরোধী ছিল। শিল্পবিস্তারের ফলে এই শ্রেণী অর্থ সম্পদে স্ফীত হইলেও, তাহারা দেখে যে ভোটাধিকার না থাকায় পার্লামেণ্টে তাহাদের কোন প্রভাব নাই। সরকারী আইনগুলি তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রচিত হয় না। অভিজাতশ্রেণী বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করায় রাজী ছিল না। পার্লামেন্ট শস্য আইন দ্বারা বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী নিষিদ্ধ করে। এই আইনের ফলে বেশী দামে খাদ্যশস্য বিক্রয় করিয়া অভিজাতরা স্ফীত হইতে থাকে। কিন্তু খাদ্যের চড়া দাম থাকায় কলকারখানার মজুরদের চড়া হারে মজুরী দিতে হয়। এজন্য বুর্জোয়ারা ক্ষিপ্ত হয়। ইংলণ্ডের হুইগ দল বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের পক্ষ লইয়া টোরী দলের খাদ্য নীতির তীব্র সমালোচনা করে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর টোরী বিরোধিতা

ইংলণ্ডে যান্ত্রিক শিল্পের প্রসার দ্রুত বাড়ার ফলে, যে সকল কারিগর হাতে শিল্প-দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জন করিত, তাহারা বেকার হইয়া যায়। এই ক্ষতিগ্রস্ত

১. Hayes—Political, Social History of Europe.

শ্রেণীর কোন বিকল্প জীবিকা না থাকায় তাহাদের দুর্দশার একশেষ হয়। বেকার শ্রমিক ও কারিগররা এজন্য ক্ষিপ্ত হইয়া কলকারখানা আক্রমণ করিয়া মেশিনগুলি ভাঙিতে আরম্ভ করে। ১৮১১ খ্রীঃ, ১৮১৬ খ্রীঃ ইংলণ্ডে মেশিন ভাঙার দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ইহাকে লাডাইট রায়ট বলা হয়। ইংলণ্ডের লিসেষ্টার জেলায় নেডলাড নামে এক মোটাবুদ্ধির বালক ছিল। গ্রামের ছেলেরা তাহাকে ক্ষেপাইলে নেডলাড ক্ষিপ্ত হইয়া কাপড় তৈয়ারীর কয়েকটি তাঁত ভাঙিয়া ফেলে। এই সময় হইতে কেহ ক্রোধ বশতঃ কোন যন্ত্র ভাঙিলে বলা হইত যে "নেডলাড ইহা করিয়াছে।" এজন্য ১৮১১ খ্রীঃ, ১৮১৬ খ্রীঃ বিরাট যন্ত্রভাঙার দাঙ্গাকে লাডাইট দাঙ্গা বলা হয়।

কুটির শিল্পের ধ্বংস : বেকারত্ব

টোরী পার্লামেণ্ট চরমপন্থী (Radical) প্রতিবাদীদের দমন করিতে বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা নেয়। হেবিয়াস কর্পাস আইন রদ করিয়া বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও জেল দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হয়। উইলিয়াম কবেট (William Cobbet) নামক সমাজতন্ত্রবাদী লেখক তাঁহার দুই পেনী মূল্যের জনপ্রিয় পত্রিকা বা পলিটিক্যাল রেজিষ্টার (Political Register) রদ করিতে বাধ্য হন। ম্যানচেষ্টার শহরে একটি প্রতিবাদী জনসভায় পুলিশ গুলি চালায়। পিটারলুতে শ্রমিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। চরমপন্থী আন্দোলন দমনের জন্য রক্ষণশীল পার্লামেণ্ট (১৮১৯ খ্রীঃ) কুখ্যাত ছয় আইন (Six Acts) পাশ করে। এই ছয় আইনকে ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়া-শীলতার চূড়ান্ত বলা হয়। এই আইনে বলা হয় যে ঃ—(১) বেসরকারী ব্যক্তিরা সামরিক কুচকাওয়াজ করিতে পারিবে না। (২) সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দ্রুত বিচার করিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে। (৩) বে-আইনী অস্ত্রের খোঁজে পুলিশ যে কোন লোকের বাড়ী তল্লাসী করিতে পারিবে। (৪) রাষ্ট্রদ্রোহমূলক পুস্তক-পুস্তিকা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে এবং তাহার লেখককে দেশ হইতে বহিস্কার করিবে। (৫) সরকারী অনুমতি লইয়া জনসভা করিতে হইবে। (৬) সংবাদপত্রের উপর বিরাট অঙ্কের জামানত চাপাইয়া দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী আন্দোলন দমনে টোরী দমন নীতি

সরকারের এই দমন নীতির প্রতিবাদে কয়েকজন মন্ত্রীসভার সদস্যদের হত্যার জন্য চরমপন্থীরা চক্রান্ত করে। পুলিশ এই চক্রান্ত আবিষ্কার করিলে তাহা ব্যর্থ হয়। এই চক্রান্তের নাম ছিল "ক্যাটো ষ্ট্রীট চক্রান্ত" (Cato Street Conspiracy), ১৮২০ খ্রীঃ।

রক্ষণশীলতার শিরোমণি ক্যাসলির ১৮২২ খ্রীঃ মৃত্যু হইলে টোরী নেতৃত্ব দুর্বল হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের রক্ষণশীলতায় ভাঁটা পড়ে। পরবর্তী টোরী নেতারা যথা, ক্যানিং ও রবার্ট পীল প্রভৃতি ছিলেন অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, ব্রিটেনে সামন্তযুগ শেষ হইয়া শিল্পযুগ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এই পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতির সহিত টোরী দলকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হইবে। এজন্য নূতন টোরী নেতারা উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে সমর্থন করা উপযুক্ত মনে করেন।

সামন্তযুগের অবসান

এই পরিস্থিতিতে টোরী সরকার ধীরে ধীরে দমন নীতি ত্যাগ করে। চতুর্থ জর্জের রাজত্বের শেষ দিকে পিউরিটান ও ক্যাথলিকদের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেওয়া হয় (১৮২৮-২৯ খ্রীঃ)। ইওরোপীয় শক্তি সমবায় হইতে ক্যানিং বিদেশ মন্ত্রীকে ইংলণ্ডে সরাইয়া আনেন। ফলে ইংলণ্ড মেটারনিকতন্ত্রের প্রভাব-মুক্ত হয়। মেটারনিকের প্রভাবে শক্তি সমবায় দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, ইংলণ্ড তাহার তীব্র প্রতিবাদ করে। ব্রিটিশ নৌবহর আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে শক্তি সমবায়ের জাহাজগুলিকে আটকাইতে প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতাকে ইংলণ্ড স্বীকৃতি দেয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি মনরো, আমেরিকা মহাদেশে ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপের আশংকায়, মনরো নীতি (১৮২২ খ্রীঃ) (Monroe Doctrine) ঘোষণা করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাহার ঘোষণায় বলেন যে "আমেরিকা হইল আমেরিকাবাসীদের জন্য। আমেরিকায় ইওরোপীয় হস্তক্ষেপ সহ্য করা হইবে না।" ইহার ফলে শক্তি সমবায় দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয়। ক্যানিং আত্মপ্রসাদ দেখাইয়া বলেন যে, "পুরাতন জগতের সহিত ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য আমি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিলাম" (I have brought a New world into existence to redress the balance of the Old)।

১৮২২ খ্রীঃ পর উদারতন্ত্রের জয়লাভ

লিপসন প্রভৃতি ঐতিহাসিক, ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে ক্যানিং-এর প্রতিবাদকে ব্রিটেনের প্রগতিশীলতার পরিচয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১] বস্তুতঃপক্ষে ক্যানিং তাহার পূর্বসূরী ক্যাসলরির ন্যায় রক্ষণশীল ছিলেন। টেম্পারলে (Temperley) নামক ঐতিহাসিকের মতে, ক্যানিং-এর সহিত ক্যাসলরির কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। উভয়েই ছিলেন রক্ষণশীল দলের সদস্য। উভয়েই অভিজাতশ্রেণীর প্রাধান্য, এ্যাংলিক্যান গীর্জা এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে একমাত্র তফাৎ ছিল যে, ক্যাসলার ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের সহিত ইংলণ্ডের যুক্ত থাকা পছন্দ করিতেন; ক্যানিং মনে করিতেন যে, "শান্তির সময় শক্তি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা নাই"।[২] তাছাড়া ক্যানিং ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বণিকদের স্বার্থ রক্ষা করা দরকার মনে করিতেন। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রিটিশ বণিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্যই তিনি এই স্থানে ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। উদারতন্ত্রের সমর্থনের জন্য তিনি শক্তি-সমবায়ের বিরোধিতা করেন নাই।[৩]

ক্যানিং-এর বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা

জুলাই বিপ্লবের পর ব্রিটেনে উদারতন্ত্রের অগ্রগতি

(Progress of: Liberalism in England after July Revolution): ইংলণ্ডের রক্ষণশীল নেতারা ১৮৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত ইংলণ্ডে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে সক্ষম হন। তাহারা ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই।

১. Lipson—Europe in the 19th and 21th Centuries.

২. Temperley—Cambridge History of British Foreign Policy.

৩. Bayes—Political, Cultural History of Europe.

ক্যাসলরির মৃত্যুর পর নূতন রক্ষণশীল নেতারা যথা রবার্ট পীল, ক্যানিং প্রভৃতি সংস্কার প্রবর্তন করিয়া জনমতকে শান্ত রাখিবার ছোটখাট চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সে দ্বিতীয় বুরবোঁ বংশের শাসনের পতন ঘটিলে ইংলণ্ডে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিল্প-বিপ্লবের পর ইংলণ্ডে বহু নূতন শিল্প শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার থাকায় এই শিল্প শহরের বুর্জোয়া শিল্পপতি ও শ্রমিক দল কাহারও ভোটাধিকার ছিল না। পার্লামেণ্টে এই শ্রেণীর প্রতিনিধি না থাকায় ইহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন রচনা হইত না। পার্লামেণ্ট অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কথা ভাবিয়া বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী বিরোধী আইন (Cron Law) প্রভৃতি আইনকে মূল্য দিত।

পীল ও ক্যানিং-এর সংস্কার নীতি

শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য এই যুগের পার্লামেণ্ট কোন কাজ করিত না। এদিকে শিল্প বিস্তারের ফলে গ্রাম হইতে লক্ষ লক্ষ লোক কল-কারখানায় কাজের আশায় শহরে চলিয়া আসে। তাহারা কম মজুরীতে অশেষ কষ্টে বস্তীতে জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়। ইংলণ্ডের উৎপাদিত খাদ্যের দাম বেশী হওয়ার ফলে এই শ্রমিকরা পরিমাণ মত খাদ্য কিনিতে পারিত না। এদিকে বিদেশ হইতে সস্তা দরে খাদ্য আমদানী করিলে অভিজাততন্ত্রের খামারের উৎপন্ন খাদ্যের দাম কমিয়া যাইবে এই ভাবিয়া পার্লামেণ্ট খাদ্য আমদানী করিতে পারিত না। ফলে শ্রমিকদের দুরবস্থা ও শহরবাসীদের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে পার্লামেণ্ট উদাসীন থাকে।

সাধারণ লোকের হতাশা

এই সময় জেরেমি বেন্থাম, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, রিচার্ড কবডেন প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌রা সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের স্বার্থ রাষ্ট্রের রক্ষা করা উচিত এই মতবাদ প্রচার করেন। নূতন শহরগুলির অধিবাসীরা বুঝিতে পারে যে পার্লামেণ্টের নির্বাচনে তাহাদের ভোটে প্রতিনিধি না পাঠাইলে পার্লামেণ্ট তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন করিবে না। এজন্য চরমপন্থীরা (Radicals) ভোটাধিকার বাড়াইবার দাবী জানান। শ্রমিক সমাজও এই দাবীর সামিল হয়।

চরমপন্থী মতবাদ

রক্ষণশীল মন্ত্রী, ডিউক অফ ওয়েলিংটন এই দাবীর ফলে মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। হুইগ বা উদারপন্থী দলের নেতা লর্ড গ্রে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। লর্ড গ্রে ভোটাধিকার সংস্কার প্রস্তাব (Reform Bill) হাউস অফ কমন্সে পেশ করেন। কিন্তু রক্ষণশীলদের ভোটে নূতন ভোটাধিকার প্রস্তাব নাকচ হইলে, পার্লামেণ্ট সভার পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নূতন নির্বাচনে হুইগ দল হাউস অফ কমন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইলে লর্ড গ্রে দ্বিতীয়বার ভোটাধিকার সংস্কার প্রস্তাব (Reform Bill) পেশ করেন। হাউস অফ কমনসে এই প্রস্তাব পাশ হইলেও হাউস অফ লর্ডসে সংখ্যাগরিষ্ঠ টোরী সদস্যরা বিলটিকে নাকচ করেন। ইহার ফলে হুইগ মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে এবং ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে পুনরায় টোরী মন্ত্রীসভা হয় গঠিত।

ভোটাধিকার প্রসার আন্দোলন

টোরী সরকারের রক্ষণশীল নীতির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের জনসাধারণ প্রতিবাদে উত্তাল হইয়া উঠিলে টোরী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। ১৮৩২ খ্রীঃ লর্ড গ্রে পুনরায় হুইগ মন্ত্রীসভা গড়েন। লর্ড গ্রে পুনরায় পার্লামেন্টের নিকট ভোটাধিকার প্রস্তাব পেশ করে।

ভোটাধিকার আইন ১৮৩২ খ্রী: পাশ

ইংলণ্ডের ভোটাধিকার সংস্কার প্রস্তবাটি ১৮৩২ খ্রীঃ আইনে পরিণত হয়। ইহার নাম ছিল ১৮৩২ খ্রীঃ-এর সংস্কার আইন (The Reform Act of 1832)। এই আইনে বলা হয় যেঃ—(১) অভিজাতদের জমিদারীর ভিতর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোট কেন্দ্র ছিল তাহা লোপ করা হইল। (২) এই সকল ভোটকেন্দ্রের মধ্যে যাহাতে ২০০০ লোকের কম লোক বাস করিত সেই কেন্দ্রের ভোট লোপ করা হইল। (৩) যে কেন্দ্রে ২০০০ হইতে ৪০০০ লোক বাস করিত তাহার দুইটি সদস্য পদের মধ্যে একটি পদ লোপ করা হইল। (৪) নূতন শিল্প শহরগুলি যথা—বার্মিংহাম, ম্যানচেষ্টার, শেফিল্ড, লীডস প্রভৃতির অধিবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়া হইল। (৫) জনবহুল কাউন্টিগুলিকেও ভোটাধিকার দেওয়া হইল। (৬) ভোটাধিকারে যোগ্যতার সম্পত্তি বা আয়করের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইল। (৭) নূতন ভোটাধিকার আইনের ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অভিজাত শ্রেণীর একচেটিয়া আধিপত্য বিনষ্ট হয়। ইহার স্থলে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ১৬৮৮ খ্রীঃ-এর গৌরব-জনক বিপ্লবের যুগ হইতে ব্রিটিশ অভিজাত ও ধনী বুর্জোয়ারা পার্লামেন্টে যে শ্রেণীগত প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল এই আইনের দ্বারা তাহা লোপ পায়। পার্লামেন্টের পুরো গণতন্ত্রীকরণ না ঘটিলেও, পার্লামেন্টে উদার-তন্ত্রী ভাবধারা অনুপ্রবেশ করে। এই সঙ্গে ১৮৩৫ খ্রীঃ পুরসভা আইন (Municipal Act) পাশ হইলে পুরসভাগুলিতে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ভোটাধিকার লাভ করে।

১৮৩২ খ্রীঃ রিফর্ম বা ভোটাধিকার আইন

১৮৩২ খ্রীঃ সংস্কার আইন পাশ হইবার পর ব্রিটেনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহা নানা দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ, হুইগ দল এই নির্বাচনের ফলে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাইয়া সরকার গঠন করে। অতঃপর হুইগ দল উদারতন্ত্রের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানায়। হুইগ দল বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থকে সমর্থন করে।

হুইগ দলের জয়লাভ

১৮৩২ খ্রীঃ টোরী দল দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। একটি গোষ্ঠী সামন্ত বা জমিদার শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষার চেষ্টা করে। স্যার রবার্ট পীলের নেতৃত্বে অপর গোষ্ঠী বুর্জোয়া শিল্পপতিদের সমর্থন করিয়া টোরী দলকে শিল্প যুগের উপযোগী করার চেষ্টা করে। ইহার ফলে টোরী উদারতন্ত্র বা নব টোরীবাদের উদ্ভব হয়।

টোরী দলের দ্বন্দ্ব

রাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিবার পর ইংলণ্ডে ভিক্টোরীয় মধ্যপন্থা নীতি (Victorian compromise) অনুসৃত হয়। এই নীতি অনুসারে গ্রামাঞ্চল হইতে জমিদার, জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং শহরাঞ্চল হইতে উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি লইয়া পার্লামেন্ট গঠনের

ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যপন্থা

নীতি গৃহীত হয়। মধ্যপন্থা নীতি ইংলণ্ডে জনপ্রিয়তা পায়। ১৮৩২-১৮৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত এই নীতি কার্যকরী ছিল।

১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন দ্বারা বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভোটাধিকার পাইলেও দরিদ্র শ্রেণী, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি লোকেরা ভোটাধিকারে বঞ্চিত হয়। কল-কারখানার শ্রমিকরা বুঝিতে পারে যে, তাহারা যদি ভোটাধিকার না পায় তবে সরকার তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন রচনা করিবে না। এজন্য চরমপন্থীরা ১৮৩৮ খ্রীঃ একটি জনসাধারণের চার্টার বা সনদ দাবী করে। এই দাবীতে বলা হয় যে :—(১) ব্রিটেনে প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু করিতে হইবে। (২) প্রতি বৎসর পার্লামেণ্ট সভার নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (৩) নির্বাচনে সকল কেন্দ্রে সমান সংখ্যক নির্বাচক বা ভোটার রাখিতে হইবে। (৪) ব্যালট বা গোপনে ভোট-দানের প্রথা চালু করিতে হইবে। (৫) সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার আইন বাতিল করিতে হইবে। (৬) পার্লামেণ্টের সদস্যদের জন্য বেতনক্রম চালু করিতে হইবে।

চার্টিষ্ট আন্দোলন : সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দাবী

যেহেতু এই দাবীগুলি একটি সনদ বা চার্টার হিসাবে পেশ করা হয়, এজন্য এই আন্দোলনকে চার্টিষ্ট আন্দোলন বলা হয়। ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণী এই দাবীগুলির সমর্থনে জনসভায় সমবেত হয়। পার্লামেণ্টের নিকট এই চার্টার প্রদানের জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। চার্টিষ্টরা এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাহাদের দাবীপত্র পার্লামেণ্টে পেশের সংবাদ ঘোষণা করে। এজন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশংকায় সরকার সেনা সমাবেশ করে।-- ইতিমধ্যে চার্টিষ্ট আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পর পার্লামেণ্ট কয়েকটি উদারপন্থী আইন রচনা করিয়া জনমতকে প্রভাবিত করে। এই সকল আইন দ্বারা ব্রিটেনে নিগ্রোদের ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী অনুদান দানের ব্যবস্থা করা হয়। ফৌজদারী আইনের কঠোরতা হ্রাস করা হয়। ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে ঋণ-গ্রহীতার উপর সদয় ব্যবহারের আইন করা হয়। এই পার্লামেণ্টের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল ১৮৩৪ খ্রীঃ দরিদ্র পুনর্বাসন আইন। এই আইনে নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য দানের দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীদের হাত হইতে সরাইয়া, স্থানীয় কমিশনের হাতে দেওয়া হয়। যাহাতে ভবঘুরে লোকেরা কাজকর্ম না করিয়া কেবলমাত্র সরকারী খয়রাতির উপর নির্ভর না করে, এজন্য সরকারী খয়রাতির পরিমাণ হ্রাস করা হয়।

হুইগ সংস্কার

উদারপন্থী পার্লামেণ্টের শাসনকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল "শস্য আইনের" (Corn Law) প্রত্যাহার। জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য পূর্ববর্তী পার্লামেণ্ট শস্য আইন বা কর্ন ল (Corn Law) নামক আইন দ্বারা বিদেশ হইতে সস্তা দরে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষি পণ্য আমদানী নিষিদ্ধ করে। এদিকে ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা দেখে যে, বিদেশ হইতে সস্তা দরে খাদ্য আমদানী করিয়া খাদ্যের মূল্য কমাইলে শ্রমিকদের কম হারে মজুরী দিয়া বেশী মুনাফা

শস্য আইন

করা যাইবে। বিদেশ হইতে সস্তা দরে তুলা আমদানী করিতে পারিলে সস্তা দরে কাপড় উৎপাদন করা যাইবে। এজন্য শিল্প মালিক ও বণিক শ্রেণী অবাধ-বাণিজ্য নীতি অনুসারে অবাধে খাদ্য আমদানী এবং কর্ণ ল বা খাদ্য আইনের প্রত্যাহার দাবী করে।

শিল্প মালিকরা শস্য আইন বিরোধী সংঘ (Anti Corn Law League) গঠন করিয়া শস্য আইন লোপের জন্য তীব্র প্রচার চালায়। রিচার্ড কবডেন (Richard Cobden) এবং জন ব্রাইট (John Bright) নামে দুই সমাজ-তন্ত্রবাদী শস্য আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গঠন করেন। তাঁহারা শ্রমিকদের একথা বুঝাইতে সক্ষম হন যে, শস্য আইন লোপ হইলে শ্রমিকরা সস্তা দরে খাদ্য কিনিতে পারিবে। ইতিমধ্যে ১৮৪৫ খ্রীঃ অতিবৃষ্টি ও পোকার আক্রমণে ইংলণ্ডে গমের উৎপাদন ও আয়ারল্যাণ্ডে আলুর চাষ দারুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আয়ারল্যাণ্ডের লোকেরা ছিল খুবই গরীব। তাহারা প্রধানতঃ আলু খাইয়া থাকিত। ফলে আয়ারল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শস্য আইন রদ করিয়া বিদেশ হইতে সস্তাদরে শস্য আমদানীর জন্য জনমত প্রবল হইয়া উঠে।

শস্য আইনের বিরোধিতা

এমতাবস্থায় টোরী প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পীল তাঁহার দলীয় সমর্থকদের রক্ষণশীলতা অগ্রাহ্য করিয়া শস্য আইন রদ করেন (১৮৪৬ খ্রীঃ)। এজন্য রবার্ট পীল তাঁহার দলের নেতৃত্ব পদ হারান। ইহার পর টোরী দল দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। একদল জমিদার ও ধনী কৃষকদের আগের মতই সমর্থন করে। ইহাদের বলা হইত কৃষিগোষ্ঠী। অপর গোষ্ঠী শিল্প মালিক ও শ্রমিকের সমর্থন লাভের কথা বলে। ইহাদের বলা হইত "পীলপন্থী" (Peelites)। এইভাবে ইংলণ্ডের টোরী দলের রূপান্তর আরম্ভ হয়।

শস্য আইন প্রত্যাহার

১৮৩০ খ্রীঃ পর ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy of Great Britain after 1830) : ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে উদারতন্ত্রবাদের প্রভাব দেখা যায়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, জুলাই বিপ্লবের পর রাইন নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত ইওরোপের দেশগুলিতে উদারতন্ত্রের হাওয়া বহিতে থাকে। ইংলন্ড এই হাওয়ার সামিল হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৮৩০ খ্রীঃ বেলজিয়ামের স্বাধীনতার বিদ্রোহকে সমর্থন জানায়। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের উদ্যোগে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। এই সঙ্গে ইংলণ্ড শক্তিসাম্য রক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেয়। স্পেনে এবং মিশরে যাহাতে ফরাসী প্রভাব না বিস্তৃত হয় সেজন্য ইংলণ্ড সতর্ক থাকে। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাহাতে রাশিয়ার জার সরকার তুরস্কের বিশেষ ক্ষতি না করিতে পারে সেদিকে ইংলণ্ড নজর রাখে। তুরস্ককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাশিয়া এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি স্থাপন করিলে ইংলণ্ডের চাপে রাশিয়া লণ্ডনের সন্ধি দ্বারা এই সন্ধি পরিবর্তন করে। গ্রীসের সিংহাসনে ইংলণ্ডের রাজ পরিবারের আত্মীয় বংশ বসে এবং গ্রীস হইতে রুশ প্রভাব লোপ পায়।

বৈদেশিক নীতিতে উদারতন্ত্রবাদকে সমর্থন

ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের সহিত ইংলণ্ড মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে। জুলাই বিপ্লবের পর লুই ফিলিপের পতনের পর ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত ইংলণ্ড মিত্রতা স্থাপন করে।

ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা রক্ষা

ইতিমধ্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে রুশ আগ্রাসন পুনরায় দেখা দেয়। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পামারস্টোন মনে করিতেন যে, যদি জার শাসিত রাশিয়া তুরস্কের অধীনস্থ বলকান সাম্রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করে তবে শক্তিসাম্য বিনষ্ট হইবে। বলকানে ও পূর্ব ভূমধ্য সাগরে রুশ নৌ আধিপত্য স্থাপিত হইলে ব্রিটেনের ভারতে আসিবার জলপথ বিপন্ন হইবে। জার প্রথম নিকোলাসের আদেশে রুশ সেনা তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ অধিকার করে। এ জন্য ইংলণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে বাধাদানে আগাইয়া আসে। ইংলণ্ড ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া একযোগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে (বিস্তৃত বিবরণ পৃষ্ঠা ২৯২ দেখ)। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হয়। রাশিয়া বলকান হইতে পিছু হটিতে বাধ্য হয়। প্যারিসের সন্ধি দ্বারা দার্দানালিস প্রণালী ও কৃষ্ণ সমুদ্রে রুশ যুদ্ধ জাহাজের প্রবেশ নিষেধ করা হয়। ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌ আধিপত্য রক্ষিত হয়।

পূর্বাঞ্চল সমস্যা : ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করেন। ব্রিটেন শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতা ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করে। ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রিটেন নিরপেক্ষ থাকে। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় (১৮৭০ খ্রীঃ) যুদ্ধের সময় ব্রিটেন নিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করে। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন ঘটে। ইহার পর বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানী ইওরোপে প্রভাবশালী হইয়া উঠিলে, ব্রিটেন শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন জানায়। ১৮৭৫ খ্রীঃ বিসমার্ক যুদ্ধাতঙ্ক (War scare) সৃষ্টি করিয়া পুনরায় ফ্রান্স আক্রমণের আয়োজন করিলে (বিস্তৃত বিবরণ আগে পৃঃ ২৫৬ দেখ) ব্রিটেন ফ্রান্সের প্রতি তাহার কুটনৈতিক সমর্থন জানায়।

শক্তিসাম্য নীতি

১৮৭৭ খ্রীঃ পুনরায় পূর্বাঞ্চল সমস্যায় জটিলতা দেখা দেয়। রাশিয়া তুরস্ককে আক্রমণ করিয়া স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি স্থাপন করিলে, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলী রুশ শক্তি বৃদ্ধির আশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। রাশিয়া স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি পরিবর্তনে অরাজী হইলে, ব্রিটেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। ভারতীয় গুর্খা বাহিনী সাইপ্রাসে প্রেরিত হয়। ব্রিটিশ-নৌবহর দার্দানালিসের পথে কৃষ্ণ সাগরে উপনীত হয়। অবশ্য ডিসরেইলী প্রকৃত যুদ্ধ ঘোষণা অপেক্ষা, যুদ্ধের হুমকী দ্বারা রাশিয়াকে মত পরিবর্তনে বাধ্য করেন। অবশেষে ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিনের সন্ধি দ্বারা স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি পরিবর্তিত হয়। ব্রিটেন সাইপ্রাস দ্বীপ লাভ করে। বলকানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে, প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে

বার্লিনের সন্ধি

ব্রিটেন স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।[১] যদিও বিসমার্ক বার্লিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, তবুও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলী এই সম্মেলনে তাহার প্রভাব স্থাপন করিতে সমর্থ হন। এজন্য বিসমার্ক মন্তব্য করেন যে, "আসল লোক হইল—সেই পরিচিত ইহুদিটি" (The old Jew, is the man)।

ডিসরেইলী বার্লিন বৈঠক হইতে ব্রিটেনে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করেন যে, "আমি ব্রিটেনের জন্য শান্তি ও সম্মান আনিয়াছি" (I have brought peace with honour)। অবশ্য ডিসরেইলীর এই দম্ভ ছিল অসার। কারণ বার্লিনের সন্ধি দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। বলকান জাতিগুলি বার্লিন চুক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হয় নাই। ফলে ১৯২২ খ্রীঃ বলকান যুদ্ধ বাধে। তাছাড়া বার্লিন চুক্তির পর অস্ট্রিয়ার সহিত রাশিয়ার বলকানে ক্ষমতা বিস্তারের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ইহা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। সুতরাং ডিসরেইলী বার্লিন সন্ধির দ্বারা প্রকৃত শান্তি স্থাপন করিতে ব্যর্থ হন।

ডিসরেইলীর নীতির সমালোচনা

উনবিংশ শতকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫ খ্রীঃ) বাধিলে ব্রিটেন এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহী সরকারকে ব্রিটেন নানা প্রকার সাহায্য দেয়। ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহী অঞ্চলে তাহার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা। তবে ব্রিটেন এই গৃহযুদ্ধে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বিরত থাকে।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধে ব্রিটিশ নীতি

১৮৯০ খ্রীঃ পর মিশর, সুদান ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশ লইয়া ব্রিটেন-ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। অপর দিকে আফগানিস্থান উপলক্ষে ব্রিটিশ সরকারের সহিত রাশিয়ার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। বিসমার্ক জার্মানীর উপনিবেশ বিস্তারের বিষয়ে চিন্তা করেন নাই। এজন্য তাঁহার আমলে উপনিবেশ লইয়া জার্মানীর সহিত ব্রিটেনের বিরোধ ছিল না। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বিসমার্কের নীতি ত্যাগ করেন। তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশ ট্রান্সভালে বিদ্রোহী বুয়ারদের সমর্থন জানাইলে ব্রিটেন আতঙ্কবোধ করে। কাইজার নৌ-আইন দ্বারা জার্মান নৌ-বহর নির্মাণ আরম্ভ করায় ব্রিটেনের নৌ-আধিপত্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। জার্মান নৌ-সেনাপতি তিরপিৎস হেলিগোল্যান্ড হইতে ব্রিটেনের উপকূল পর্যন্ত এক কার্যকরী নৌ-বহর গঠনের পরিকল্পনা করেন।[২] ব্রিটেনের নৌ-মন্ত্রী চার্চিল জার্মানীকে সতর্ক করিয়া বলেন যে—"ব্রিটেনের পক্ষে নৌ-শক্তি হইল আত্মরক্ষার প্রশ্ন; জার্মানীর নৌ-শক্তি হইল বিলাসিতা মাত্র।"[৩]

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সাম্রাজ্যবাদ: ব্রিটেনের সমস্যা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটেন এক বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে। একদিকে ফ্রান্স ও পূর্বে রাশিয়ার সহিত উপনিবেশ লইয়া বিরোধ, অপর দিকে জার্মানীর সহিত নৌ-

১. A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe.

২. Gordon Craig. P. 307.

৩. "Navy to Britain is a necessity and Navy to Germany is a luxury".

প্রতিযোগিতা ও জার্মান আগ্রাসনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। মিত্রহীন ব্রিটেন এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রথমে জার্মানীর সহিত গোলযোগ মিটাইয়া মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করে। লর্ড সলিসবেরী, জোসেফ চেম্বারলেইন প্রভৃতি একদল ব্রিটিশ নেতা মনে করিতেন যে, ব্রিটেনের উচিত জার্মানীর সহিত বিরোধের আপোষ করিয়া জোট গঠন করা। এজন্য জার্মানীতে হলডেন মিশন পাঠান হয়। কিন্তু এই মিশন সফল হয় নাই। অধিকন্তু কাইজারের বিদেশ মন্ত্রী ফ্রেডারিখ্ হলষ্টিনের ঔদ্ধত্যে ব্রিটেন বিরক্ত হইয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার দিকে মুখ ফিরায়।[১] ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও তাঁহার মন্ত্রীসভা স্থির করে যে, ব্রিটেনের উচিত ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করা। ফরাসী মন্ত্রী ডেলক্যাসের দূরদৃষ্টির ফলে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরোধীয় বিষয়গুলির মীমাংসা হয়। ১৯০৪ খ্রীঃ ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন, মিশরে ও ফ্রান্স মরক্কোয় ঔপনিবেশিক স্বত্ব লাভ করে। ১৯০৭ খ্রীঃ ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ার বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসা হয়। আফগানিস্থান ও তিব্বতে উভয় শক্তি হস্তক্ষেপ না করিতে প্রতিশ্রুত হয়। পারস্যে ব্রিটেন ও রাশিয়ার নিজ নিজ প্রভাবের এলাকা স্থির করা হয়। এই দুই চুক্তির ফলে ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হয়।

ত্রিশক্তি আঁতাত গঠন

ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নীতি (The Colonial Policy of Great Britain) : ১৮৩০ খ্রীঃ পর ব্রিটেনের উদারতন্ত্রবাদ তাহার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। নিগ্রো ক্রীতদাস ব্যবস্থা লোপের আইন দ্বারা এই উদারতন্ত্রবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। রিচার্ড কবডেন ও জন ব্রাইট প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদীরা প্রচার করেন যে, ব্রিটেনের সাম্রাজ্যের আর প্রয়োজন নাই। অবাধ বাণিজ্যের যুগে ব্রিটিশকে তাহার বাণিজ্যের জন্য সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ব্রিটেনের রক্ষণশীল নেতারা উপরের মতবাদে সায় না দিলেও, ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলির সহিত নূতনভাবে সম্পর্ক স্থির করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। আমেরিকার ত্রয়োদশ উপনিবেশের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা লাভ হইতে তাঁহারা এই শিক্ষা লাভ করেন যে, শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল না করিলে অসন্তোষ দেখা দিবে।

নব ঔপনিবেশিক নীতির উদ্ভব

কানাডার উপনিবেশে ইংরাজ গভর্ণরের সহিত কানাডার নির্বাচিত সভার বিরোধ দেখা দিলে, দক্ষিণ কানাডার ফরাসী ভাষাভাষী অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ দমন করার পর ব্রিটিশ সরকার লর্ড ডারহামকে হাই কমিশনার নিয়োগ করিয়া কানাডার সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ করিতে নির্দেশ দেয়। ১৮৩৯ খ্রীঃ ডারহাম রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে ইহার সুপারিশগুলি কানাডার শাসন ব্যবস্থায় প্রযুক্ত হয়। ডারহাম রিপোর্টের নীতি অনুসারে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলিতেও উদার নীতি প্রযুক্ত হয়। ডারহাম রিপোর্টের মূল নীতি এই ছিল যে, কানাডার শাসন কর্তৃপক্ষকে কানাডার পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্ববন্ধ

ডারহাম রিপোর্ট

১. Gooch—Modern Europe.

থাকিতে হইবে। একমাত্র বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কানাডা ব্রিটেনের পরামর্শ অনুসারে চলিবে। আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে কানাডা পুরা স্বায়ত্বশাসন ভোগ করিবে। কানাডার ব্রিটিশ গভর্ণর নিয়মতান্ত্রিক শাসক রূপে কাজ করিবেন। তিনি কানাডার পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিদের লইয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিবেন। এই মন্ত্রীসভা পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবে। মোট কথা ব্রিটেনের আভ্যন্তরীন শাসন ব্যবস্থার ছাঁচে কানাডার শাসন ব্যবস্থা গঠন করা হয়।

ডারহাম নীতির প্রয়োগ

ডারহাম রিপোর্টকে ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়। ইহার অনুকরণে ব্রিটেনের অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ নোভাস্কোশিয়া, নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড ও ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় ১৮৫০ খ্রীঃ শাসন ব্যবস্থা গঠিত হয়। অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৫৬ খ্রীঃ অনুরূপভাবে শাসন ব্যবস্থা গঠিত হয়। নিউজিল্যাণ্ডে ১৮৫৪ খ্রীঃ একই প্রকার শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৮৭২ খ্রীঃ এই শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা ভোটাধিকারে বঞ্চিত থাকে।

স্ট্যাটুট অফ ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার ১৯৩১ খ্রীঃ নব উপনিবেশ নীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ উপলব্ধি করে যে, শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলিকে আর ব্রিটেনের অধীনে ধরিয়া রাখা যাইবে না। সুতরাং উদারনীতির দ্বারা তাহাদের সমর্থন লাভ করিতে হইবে। এছাড়া বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট হইতে মুক্ত হইতে হইলে ব্রিটেনকে এই উপনিবেশগুলির সাহায্য লাভ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৯৩১ খ্রীঃ স্ট্যাটুট অফ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার (Statute of Westminister, 1931) নামে এক আইন পাশ করে। এই আইন দ্বারা স্থির হয় যে, ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলি যথা কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আইরিশ ফ্রিস্টেট অতঃপর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হইবে। তাহারা স্ব-ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে ইংলণ্ডের রাজার প্রতি আনুগত্য জানাইবে। ইংলণ্ড যেরূপ ব্রিটেনের রাজার অধীন, সেইরূপে এই উপনিবেশগুলিও ব্রিটেনের রাজার প্রতি আনুগত্য জানাইয়া ব্রিটেনের সমান মর্যাদা ভোগ করিবে। এইভাবে ব্রিটিশ সিংহাসনের অধীনে এক কমনওয়েলথ গঠিত হয়। কমনওয়েলথের সদস্যদের স্বায়ত্ব-শাসন ও স্বাধীনতা দেওয়া হইলেও অ-শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের উদারতা দেখা যায় নাই। ভারত প্রভৃতি উপনিবেশে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি বহাল থাকে।

ব্রিটেনে গণতন্ত্রের প্রসার : ভোটাধিকারের বিস্তৃতি : সমাজতন্ত্রবাদ (Progress of Democracy in Britain : The extension of Franchise : Socialism) : ব্রিটেনে ১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন

নব টোরীবাদ : উদার পন্থা

পাশ হইলে শিল্পাঞ্চলে কিছু কিছু লোক ভোটের অধিকার পায়। কিন্তু তাহাতে সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের দাবী পূরণ হয় নাই। রক্ষণশীল দলের বিরোধিতার জন্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের দাবী পূরণ হয় নাই। ইতিমধ্যে রক্ষণশীল দলের ঐক্য ভাঙিয়া পড়ে। পীলপন্থীরা

এই অভিমত দেয় যে, যুগের দাবী মানিয়া রক্ষণশীল দলের পুরাতন নীতি বদলান উচিত। ক্রমে কট্টর রক্ষণশীল নেতাদের পতন হইলে নবীন নেতা বেঞ্জামিন ডিসরেইলী প্রভৃতি রক্ষণশীল দলে নব টোরীবাদ (New Toryism) চালু করেন। ডিসরেইলী জনসাধারণকে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে টোরী দল, উদারতন্ত্রী বা লিবারেল দল অপেক্ষা জনস্বার্থ কম দেখে না। তাহারা শিল্পজীবি শ্রেণী ও সাধারণ লোকের স্বার্থের দিকে নজর দিবে। যাহাতে জাতি ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত না হয় সেজন্য টোরী দল কাজ করিবে। ডিসরেইলীর এই মতবাদকে নব টোরীবাদ বলা হয়। তাঁহার Sybil গ্রন্থে ডিসরেইলী তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। যদিও কট্টর টোরী অভিজাতরা ডিসরেইলীকে সন্দেহ করিতেন; যদিও তাঁহারা ডিসারেইলীর বিলাসী পোষাক ও বাগ্মীতাকে ঘৃণা করিতেন; তবুও এই তরুণ নেতা অপ্রতিহত গতিতে পার্লামেন্টে টোরী দলের নেতৃত্ব-পদ লাভ করেন। ডিসরেইলীর উদারপন্থী নীতির ফলে ব্রিটেনে ভোটাধিকার বিস্তারের পথ প্রস্তুত হয়।

এদিকে লিবারেল বা উদারপন্থী দলেরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। লর্ড পামারস্টোনের মৃত্যুর পর উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন লিবারেল দলের নেতৃত্ব পান। তিনি আগেই অর্থমন্ত্রী হিসাবে কর হ্রাস অথচ গরীবশ্রেণীর সুবিধা করিয়া বিশেষ নাম করেন। তিনি লিবারেল দলের নেতার পদ পাইলে লিবারেল দলও আরও উদারপন্থী নীতি নেয়। গ্ল্যাডস্টোন ১৮৬৬ খ্রীঃ ভোটাধিকার বাড়াইবার জন্য একটি বিল আনেন। পার্লামেন্টে এই বিল নাকচ হইলে গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রীসভা (১৮৬৬ খ্রীঃ) পদত্যাগ করে এবং লর্ড ডার্বির নেতৃত্বে একটি টোরী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

গ্ল্যাডস্টোনীয় গণতন্ত্রবাদ

এদিকে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবীতে ব্রিটেনের শিল্প শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি যোগ দেয়। জন ব্রাইট নামক জনৈক কোয়েকার পন্থী সমাজতান্ত্রিক তাঁহার অসাধারণ সংগঠন শক্তি দ্বারা শ্রমিকদের এই দাবীর সামিল করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় জাতীয় সংস্কারপন্থী সঙ্ঘ বা ন্যাশন্যাল রিফর্ম লীগ (National Reform League) গঠিত হয়। এই লীগ প্রচার করে যে, ব্রিটেনে ৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে একমাত্র একজন ভোটাধিকার পাইয়াছে।[১] ন্যাশন্যাল রিফর্ম লীগ টোরী রক্ষণশীল নীতির প্রতিবাদে লণ্ডনের হাইড পার্কে এক জনসভা ডাকে। টোরী সরকার এই সভা নিষিদ্ধ করিয়া হাইড পার্কের গেটে তালা-চাবি লাগাইয়া দিলে ক্রুদ্ধ জনতা রেলিং ভাঙিয়া পুলিশের সহিত খণ্ডযুদ্ধ বাধাইয়া দেয়।

রিফর্ম লীগ : ভোটাধিকারের দাবী

এমতাবস্থায় ডিসরেইলী ভোটাধিকার সম্প্রসারণ অনিবার্য বুঝিয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ দ্বিতীয় রিফর্ম বা ভোটাধিকার আইন পাশ করেন। তিনি লিবারেল দলের সংশোধনগুলিও গ্রহণ করেন। এই আইন দ্বারা ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়। তবে তখনও পর্যন্ত ব্রিটেনে গণভোট চালু হয় নাই। তখনও পর্যন্ত সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু থাকে। তবে

দ্বিতীয় রিফর্ম বিল : ভোটাধিকার সম্প্রসারণ

[১] Asa Briggs—Victorian people.

শহরবাসী নিম্ন মধ্যবিত্ত, গ্রামের কৃষকরা ১৮৬৭ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইনে ভোটাধিকার লাভ করে।

নূতন ভোটাধিকার অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে নির্বাচকরা লিবারেল বা উদারপন্থী দলকেই ভোট দেয়। লিবারেল দলের সমর্থনে গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। গ্ল্যাডস্টোন বহু উদারপন্থী সংস্কার চালু করিয়া জনপ্রিয়তা পান। তিনি চার্টিস্টদের দাবী মানিয়া ১৮৭২ খ্রীঃ গোপন ব্যালটে ভোটদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করার আইন ১৮৭০ খ্রীঃ চালু হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রীসভার বিখ্যাত শিক্ষা আইন পাশ হয়। গ্ল্যাডস্টোন বলেন যে, "যেহেতু শ্রমিকদের হাতে ভোটাধিকার পড়িয়াছে, সেহেতু শ্রমিকরাই আমাদের প্রভু। আমাদের প্রভুদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হইবে।" (We must educate our masters)। সুতরাং নূতন শিক্ষা আইনে ইংলণ্ডের সর্বত্র স্কুল স্থাপন ও স্কুলগুলিকে সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ ট্রেড ইউনিয়ন আইন দ্বারা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেওয়া হয়।

গ্ল্যাডস্টোনের শাসন: সর্বসাধারণের শিক্ষা বিস্তার

আয়ারল্যাণ্ডের দরিদ্র কৃষকদের যাহাতে জমি হইতে উচ্ছেদ না করা হয় সেজন্য গ্ল্যাডস্টোন আইন রচনা করেন। এইভাবে ইংলণ্ডে গ্ল্যাডস্টোনের শাসনকালে উদারতন্ত্রবাদ কার্যকরী হয়। ব্রিটেনের ভোটাধিকার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একথা স্মর্তব্য যে, তখনও পর্যন্ত ব্রিটেনে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ও নারীদের ভোটাধিকারের দাবী স্বীকৃত হয় নাই। লিবারেল দলের আদর্শ অনুসারে গ্ল্যাডস্টোন সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপও করেন নাই।

সমালোচনা

সমাজতন্ত্রবাদ ও শ্রমিক দলের উদ্ভব (Socialism and the rise of the Labour Party): ১৮৬৭ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন দ্বারা ভোটাধিকারের বিস্তৃতি ঘটিলেও ব্রিটেনের সকল নাগরিক তখনও ভোটাধিকারে বঞ্চিত ছিল। ১৮৮৪ খ্রীঃ গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রীসভা নূতন ভোটাধিকার আইন করিলে কৃষক ও দিনমজুররাও ভোটাধিকার পায়। ১৮৮৫ খ্রীঃ ভোটকেন্দ্রগুলি পুনর্গঠন করার ফলে সকল অঞ্চলে লোকসংখ্যা অনুপাতে নির্বাচকের সংখ্যা স্থির হয়। ফলে মোটামুটিভাবে ব্রিটেনে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়। তাছাড়া কোন কেন্দ্র হইতে একটির বেশী আসন থাকিবে না এই ব্যবস্থা চালু হইলে ধনী ব্যক্তিদের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে নিজ প্রার্থী নির্বাচন করার সুযোগ দূর হয়। কেবলমাত্র ব্রিটেনের নারী সমাজ ভোটাধিকারে বঞ্চিত থাকে।

তৃতীয় ভোটাধিকার আইন: সর্বসাধারণের ভোটাধিকার

ব্রিটেনে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হইলেও সামাজিক অসন্তোষ দূর হয় নাই। ১৮৭৩-১৮৯০ খ্রীঃ খাদ্যশস্যের দাম খুব কমিয়া যায়। রেল ও জাহাজযোগে বিদেশ হইতে সস্তাদরের খাদ্য ব্রিটেনে আসিলে সস্তা বিদেশী খাদ্যে বাজার প্লাবিত হয়। ব্রিটেনের খামার

কৃষি ও শিল্পে সঙ্কট: অর্থনৈতিক মন্দা

মালিকদের ক্ষতি হয়। ফলে তাহারা খাদ্য উৎপাদন না করিয়া খামারে পশুপালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন আরম্ভ করে। ক্ষেতে, খামারে কাজ না থাকায় গ্রাম হইতে বহু লোক শহরের বস্তিতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়। যাহারা গ্রামে থাকে তাহারা কম মজুরীতে কাজ করিতে বাধ্য হয়। কৃষিতে এইরূপ মন্দা দেখা দেওয়ায় বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেকার সমস্যা দেখা দেয়। শিল্পের ক্ষেত্রেও এই সময়ে মন্দা দেখা দেয়। জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ব্রিটেনের শিল্পদ্রব্যের ভাল বাজার ছিল। কিন্তু ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর এই দেশগুলিতে শিল্প বিস্তার আরম্ভ হইলে, ব্রিটেনের মাল আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য দেশের উৎপন্ন মালের সহিত ব্রিটিশ মালকে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। এজন্য ব্রিটিশ শিল্পগুলিতেও মন্দা দেখা দেয়। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে মন্দার ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বেকার সমস্যা, নিম্ন হারে মজুরী, শ্রমিক ছাটাই প্রভৃতির ফলে ইংলণ্ডের জনসংখ্যার ৩০% খুবই দুর্দশায় পড়ে।[১]

সাধারণ লোকের, বিশেষতঃ শ্রমিক ও কৃষকদের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য টোরী বা হুইগ কোন দলই বিশেষ নজর দেয় নাই। ডিসরেইলীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রবর্তিত 'নব টোরীবাদ' টোরী দল পরিত্যাগ করে। লর্ড সলিসবেরী দলকে হুটে বুর্জোয়া বা ধনী বুর্জোয়া এবং বণিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালনা করেন। দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকের কথা টোরী দল ভুলিয়া যায়। উদারপন্থী বা লিবারেল দলেও সাধারণ লোকের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে চেতনার অভাব দেখা দেয়। লিবারেল দল ছিল বুর্জোয়া স্বার্থের সমর্থক। সুতরাং তাহারা গরীব লোকদের লইয়া মাথা ঘামাইতে রাজী ছিল না। যোসেফ চেম্বারলেইন ছিলেন একমাত্র লিবারেল নেতা যিনি বুঝিতে পারেন যে, ব্রিটেন একটি ভাঙনের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি উপনিবেশের সমস্যা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ায় উপরোক্ত সমস্যা সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

টোরী ও লিবারেল দলের বুর্জোয়াবাদ

টোরী ও হুইগ দলের সমাজ চেতনার অভাবের জন্য, দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিবে এমন একটি নূতন দলের কথা লোকে ভাবিতে আরম্ভ করে। যেহেতু ব্রিটেনে সর্ব-সাধারণের ভোটাধিকার চালু হইয়াছিল, সেহেতু সর্ব-সাধারণের স্বার্থ দেখিবে এমন একটি নূতন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব অনিবার্য হইয়া উঠে। এই সময় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন নামে একটি মার্কসবাদী দল গঠিত হয়। কিন্তু এই দল ব্রিটিশ জাতির আস্থা অর্জন করিতে পারে নাই। এই সময় ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ (Fabian Socialism) নামে এক মতবাদ ব্রিটেনে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। সিডনী ওয়েব ও তাঁহার পত্নী বিয়াট্রিস ওয়েব ফেবিয়ান পার্টি স্থাপন করেন। প্রখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ ছিলেন ফেবিয়ান দলের প্রধান সমর্থক। অন্যান্য বুদ্ধিজীবিরা যথা, মিসেস

ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ

১. Charles Booth—Life and Labour of the people of London.

এ্যানি বেশান্ত, এইচ. জি. ওয়েলস প্রভৃতি ছিলেন ফেবিয়ান দলের সমর্থক। ই'হারা সকলেই ছিলেন পাতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবি। ইহারা সমাজতন্ত্রবাদী রবার্ট আওয়েন ও জন স্টুয়ার্ট মিলের অনুরাগী ছিলেন। ই'হারা ফেবিয়ান প্রবন্ধাবলী (Fabian Essays) দ্বারা এই মতবাদ জনসমাজে ছড়াইয়া দেন।

ফেবিয়ানদের মতে, বিবর্তনের পথে ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হইবে। ফেবিয়ান চিন্তাবিদ্‌রা ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বের সামাজিক প্রয়োগ করেন। তাঁহারা বলেন যে, ডারউইনের তত্ত্ব অনুসারে জীবজগতে বিবর্তনের মাধ্যমে সকল পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং একই নিয়ম অনুসারে সমাজে বিবর্তনের পথে সমাজতন্ত্র আসিবে। বিপ্লব দ্বারা অকস্মাৎ পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়ম বিরোধী। অপর দিকে মার্কসবাদীরা মনে করে যে, বিপ্লবের দ্বারা শোষিত শ্রেণী শোষকদের ক্ষমতাচ্যুত করিবে। ফেবিয়ানরা দুইটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়; যথা:—(১) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা; (২) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের আইনের দ্বারা সমাজতন্ত্র স্থাপনে তাহারা বিশ্বাস করিত। মার্কসবাদীদের ন্যায় বিপ্লবের পথে শ্রেণী বৈষম্য লোপ তাহাদের পছন্দ ছিল না। তাহারা ভূমি ও মৌল শিল্পগুলির রাষ্ট্রীকরণ দাবী করিত। রেল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কয়লা, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির রাষ্ট্রীকরণ তাহাদের লক্ষ্য ছিল। অবৈতনিক উচ্চশিক্ষা, নিখরচায় চিকিৎসা প্রভৃতি তাহারা দাবী করিত।

শ্রমিক দলের গঠন

ফেবিয়ান ভাবধারার উপর নির্ভর করিয়া ব্রিটেনের শ্রমিক দল গড়িয়া উঠে। ফেবিয়ান চিন্তাবিদ সিডনী ওয়েব ও সাহিত্যিক বার্নার্ড শ নির্বাচনের মাধ্যমে ৫০ জন ফেবিয়ান শ্রমিক নেতাকে পার্লামেন্টে পাঠাইয়া পার্লামেন্টকে শ্রমিকদের অনুকূলে প্রভাবিত করার সিদ্ধান্ত করেন। জেমস কায়ার হার্ডি (James Keir Hardie) নামে এক ব্যক্তি I. L. P. (Independent Labour Party) বা স্বাধীন শ্রমিক দল নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। বিভিন্ন শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সংস্থার শামিল হয়। ক্রমে ফেবিয়ান গোষ্ঠী, স্বাধীন শ্রমিক দল জোটবদ্ধ হইয়া শ্রমিক দল নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ক্রমে এই দলের প্রার্থীরা পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইতে থাকে।

শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমন নীতি

রক্ষণশীল গোষ্ঠী শ্রমিকদের সংগঠনকে ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ছিল। ১৯০০ খ্রীঃ টাফ্‌ভেল রেল কোম্পানীতে শ্রমিকরা বাড়তি বেতনের দাবীতে ধর্মঘট করে। ট্রেড-ইউনিয়নগুলি এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানায়। কোম্পানী ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করিলে ধর্মঘটে কোম্পানীর ক্ষতির জন্য আদালত ট্রেড ইউনিয়নকে ২৩ হাজার পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে। ইহার ফলে শ্রমিক আন্দোলন পিছাইয়া পড়ে।

এমতাবস্থায় শ্রমিক দল বুঝিতে পারে যে, পার্লামেন্টে অধিক সদস্য পাঠাইয়া আইন

দ্বারা শ্রমিকের অধিকার রক্ষা না করিলে দরিদ্র শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা হইবে না। ফলে শ্রমিক দল ব্যাপকভাবে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। লিবারেল বা উদার-পন্থীদের কিছু সদস্যও শ্রমিক দলে যোগ দিলে ইহার শক্তি বাড়ে। এই সময় পার্লামেন্টের সদস্যদের জন্য বেতনের ব্যবস্থা চালু হইলে দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে কাজ করা সহজ হয়। ১৯১০ খ্রীঃ হাউস অফ কমনসে ৪২ জন শ্রমিক সদস্য নির্বাচিত হইলে তাহাদের চাপে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন বৈধ বলিয়া আইন রচিত হয়। এইভাবে ব্রিটেনে সমাজতন্ত্র এবং শ্রমিক দলের উত্থান ঘটে।

শ্রমিক দলের জয়

পাঠ্যসূচী

১। Woodwards—The Age of Reform.
২। Ensor—England 1870—1914.
৩। Rostow—British Economy in the 19th century.
৪। Henry Pelling—Origins of the Labour Party.
৫। Halevy—History of English People in the 19th century.

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদ ও ইওরোপের উপনিবেশ বিস্তার

(Imperialism and Expansion of Europe)

নব সাম্রাজ্যবাদ কাহাকে বলে (New Imperialism and its causes) : ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগে মহাবীর আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ও জুলিয়াস সিজার, মধ্যযুগে চিঙ্গীজ খান, আধুনিক যুগে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী বিজেতার নাম করা যায়। তবে এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ ছিল ভৌমিক অধিকার (Territorial domination) স্থাপনের চেষ্টা মাত্র। আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ হইতে পৃথক। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে নব-সাম্রাজ্যবাদ (New Imperialism) বলা চলে।[১] নব সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র অধীনস্থ দেশের উপর ভৌমিক অধিকার স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হয় না। অধীনস্থ দেশের সম্পদ, জনবল ও অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। শিল্পে অগ্রসর দেশগুলি উপনিবেশের কাঁচামাল নিজ দেশের শিল্প উৎপাদনে ইচ্ছামত ব্যবহার করে। উপনিবেশের লোক দ্বারা সেনাদল গঠন করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে ব্যবহার করা হয়। উপনিবেশ-গুলির শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের ছাঁচে ঢালিয়া ফেলা হয়। রাজনৈতিক

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ কাহাকে বলে

১. David Tompson—Europe since Napoleon. P. 57.

ক্ষেত্রে উপনিবেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের সম্পূর্ণ শাসনে রাখা হয়। এইভাবে আধুনিক যুগের সাম্রাজ্যবাদ তরুণ গরুড়ের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া উপনিবেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই কারণে ইহাকে নব সাম্রাজ্যবাদ বলা হয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে নব সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক প্রসার দেখা যায়।

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে ইওরোপীয় জাতিগুলির আগ্রহ কমিয়া যায়। ফ্রান্স ফরাসী বিপ্লবের যুগে তাহার অধিকাংশ উপনিবেশ হারায়। স্পেনের অধীনস্থ দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট উপনিবেশগুলিও হস্তচ্যুত হয়। এমন কি ব্রিটেনেও এক শ্রেণীর নেতা উপনিবেশগুলিকে মুক্ত করার জন্য পরামর্শ দেন। উপনিবেশ রক্ষার জন্য সামরিক ও শাসনের ব্যয়ের দরুন এ্যাডাম স্মিথ উপনিবেশ মুক্ত করার কথা বলেন। কবডেনপন্থীরা বলেন যে, অবাধ বাণিজ্যের যুগে আর উপনিবেশের দরকার নাই। এমন কি গ্ল্যাডস্টোন ও ডিসরেইলীর ন্যায় নেতারাও উপনিবেশগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলেন।

উনবিংশ শতকের গোড়ায় সাম্রাজ্যবাদে অনাগ্রহ

১৮৭০ খ্রীঃ পর অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে উপনিবেশ বিরোধী মনোভাব লুপ্ত হয়। শকুনি যেরূপ মৃতদেহের উপর আকাশ হইতে অকস্মাৎ ঝাঁপাইয়া পড়ে, ইওরোপীয় জাতিগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে নিজ নিজ উপনিবেশে পরিণত করার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়ে। কোন ভাল জিনিষ দখলের জন্য লোকে যেরূপ কাড়াকাড়ি করে, সেইরূপ উপনিবেশ দখলের জন্য কাড়াকাড়ি (scramble) আরম্ভ হয়। এইভাবে নব সাম্রাজ্যবাদ (New Imperialism) দৈত্যের ন্যায় জাগিয়া উঠে।

১৮৭০ খ্রীঃ পর সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণ (The Causes of the rise of Imperialism): ১৮৭০ খ্রীঃ পর সাম্রাজ্যবাদের বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নানাবিধ কারণ দেখাইয়া থাকেন: ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক জে. এ. হবসন (J. A. Hobson) তাঁহার সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism a Study) গ্রন্থে (১৯০২ খ্রীঃ) সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই লেখকের মতে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবাদীরা মুনাফা ভোগ করিয়া বহু মূলধন জমা করে। ইহার ফলে মূলধনের পাহাড় জমিয়া যায় (Glut of Capital)। এই মূলধন উপনিবেশে বিনিয়োগ করিয়া আরও মুনাফা বাড়াইবার জন্য মূলধনীরা তাহাদের সরকারকে উপনিবেশ দখলে বাধ্য করে। উপনিবেশের নূতন শিল্পে মূলধন খাটাইয়া, মূলধনী শ্রেণী মুনাফায় পাহাড় জমায়। উপনিবেশের কাঁচামাল ও বাজারকে একচেটিয়া দখল করিয়া তাহারা ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে। সুতরাং নব সাম্রাজ্যবাদের "মূল অর্থনৈতিক শিকড় ছিল উপনিবেশে লগ্নীর জন্য বাড়তি মূলধনের চাপ" (The economic tap root of imperialism was glut of capital in search of investment)। অর্থাৎ বাড়তি মূলধনের চাপই সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ দখলের মূল কারণ।

হবসনের অভিমত: মূলধন লগ্নীর লক্ষ্য

হবসনের মতে, এই ব্যবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে ধনবণ্টন দ্বারা মূলধনী শ্রেণীর বাড়তি মূলধনকে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা দরকার এবং সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নশীল কাজে এই মূলধন বিনিয়োগ করা দরকার। যদি লোকের জীবনযাত্রার মান বাড়ে, তবে তাহারা কলকারখানায় তৈয়ারী বাড়তি জিনিস কিনিয়া উদ্বৃত্ত মালকে ব্যবহার করিতে পারিবে। ফলে বাজারের জন্য আর উপনিবেশের দরকার হইবে না।

হবসন কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদের পন্থা ব্যাখ্যা

সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের জন্য হবসন যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, অনেকে তাহার সমালোচনা করেন। শিল্প-বিপ্লবের পর শিল্প মালিকদের মূলধন স্ফীতির ফলে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয় হবসন একথা বলিয়াছেন। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের আগের যুগে কেন সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যা হবসন দেন নাই। হবসনের মতবাদের ত্রুটি যাহাই থাকুক, তবুও একথা সত্য যে, মূলধনের স্ফীতি এবং বাজার দখলের ইচ্ছা সাম্রাজ্যবাদকে জোরদার করে। শিল্প-বিপ্লব এবং ধনতন্ত্রবাদ সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রস্তুত করে।

হবসনের তত্ত্বের দুর্বলতা

বিখ্যাত রুশ কমিউনিস্ট নেতা লেনিন, তাঁহার "সাম্রাজ্যবাদ হইল ধনতন্ত্রবাদের সর্বোচ্চ স্তর" (Imperialism, the Highest Stage of Capitalism) নামক গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে আরও বিশদভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। লেনিনের মতে, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের ভিতরেই সাম্রাজ্যবাদের বীজ নিহিত আছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হয়। অধিক মুনাফার আশায় শিল্প মালিকরা দেশের লোকের প্রয়োজন অপেক্ষা বাড়তি মাল উৎপাদন করে। এই বাড়তি মাল বিক্রয় এবং সস্তায় কাঁচামাল পাওয়ার জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উপনিবেশ দখল করে। বিশ্বে উপনিবেশের সংখ্যা সীমিত। পুঁজিবাদী দেশগুলি উপনিবেশ দখলের চেষ্টা করায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ হইল পুঁজিবাদী অর্থনীতির চূড়ান্ত পরিণতি। লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসাবে বিভিন্ন পুঁজিবাদী শক্তির উপনিবেশ দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে দায়ী করেন। লেনিনের মতে, ধনী বুর্জোয়া দেশের লোকেরা উপনিবেশের দরিদ্র শ্রমিকদের তাহাদের শাসনের দ্বারা শোষণ করে। বুর্জোয়া দেশের শ্রমিকশ্রেণী উপনিবেশের আয়ে বেশী মজুরী পাইবার আশায় এই শোষণের সামিল হয়। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাহাদের এই সুবিধা হইল সাময়িক।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব সম্পর্কে লেনিনের অভিমত : পুঁজিবাদী শিল্পের ফল

কোন কোন ঐতিহাসিক লেনিনের এই মতবাদের সমালোচনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মূলধন লগ্নী করার বিবরণ পরীক্ষা করিলে লেনিনের মত প্রমাণিত হয় না। ১৮৭০ খ্রীঃ পর ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের মূলধনের প্রধান অংশ লগ্নী করা হয় দক্ষিণ আমেরিকা ও রাশিয়ায়। আমেরিকা বা রাশিয়া কোনদিন ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল না। অথচ এই বাড়তি মূলধন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি

লেনিনের তত্ত্বের সমালোচনা

তাহাদের উপনিবেশে ১৮৭০ খ্রীঃ পর তেমন লগ্নী করে নাই। সুতরাং Glut of Capital বা বাড়তি মূলধন বিনিয়োগের জন্য উপনিবেশ স্থাপিত হয় একথা প্রমাণিত হয় না। যে সকল দেশের উপনিবেশ ছিল না, যথা, ডেনমার্ক ও সুইডেন প্রভৃতি সেই সকল দেশের শ্রমিকদের জীবন-যাত্রার মান ছিল বেশ উঁচু। অপর দিকে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকের জীবন-যাত্রার মান ছিল নীচু। সুতরাং মার্কসবাদী তত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ দেখা যায় না।

তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, সাম্রাজ্যবাদের বিস্ফোরণের পশ্চাতে শিল্প-বিপ্লব, মূলধনী শ্রেণীর মূলধন বিনিয়োগ ও বাজার দখলের আগ্রহ বিশেষভাবে কাজ করিয়াছিল। তবে উপনিবেশ বিস্তারের জন্য এগুলিই একমাত্র কারণ নহে, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া রাজনৈতিক কারণ যুক্ত হইয়াছিল। জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে শিল্প গঠন আরম্ভ হইলে, এই সকল দেশে বিদেশ হইতে শিল্পদ্রব্য আমদানী কমাইয়া ফেলা হয়। ইহার ফলে ব্রিটেন প্রভৃতি দেশগুলি জার্মানী ও রাশিয়ার বাজার হারাইয়া ক্ষতিপূরণের জন্য উপনিবেশের বাজারের দিকে নজর দেয়। এছাড়া সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য উপনিবেশের বন্দর ও সামরিক ঘাঁটি অধিকার করার তাগিদ দেখা দেয়। ১৮৮৩ খ্রীঃ জন সিলী (John Seely) নামক চিন্তাবিদ এই মত প্রচার করেন যে, মার্কিন দেশ ও রাশিয়ার যেরূপ দ্রুত ক্ষমতা বাড়িতেছে, তাহার ফলে শীঘ্রই তাহারা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীকে ছাড়াইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতে পারে যেদিন ডেনমার্ক বা গ্রীসের ন্যায় ইংলন্ড বা ফ্রান্স একটি সাধারণ দেশে পরিণত হইবে। সুতরাং উপনিবেশ দখল করিয়া লোকবল, সম্পদ, সামরিক ঘাঁটি না বাড়াইলে ব্রিটেন বা ফ্রান্স বা জার্মানী তাহাদের মর্যাদা ও আধিপত্য রাখিতে পারিবে না। এই মতবাদ দেশের শাসকগোষ্ঠীকে বিশেষ প্রভাবিত করে। ফলে অর্থনৈতিক স্বার্থের সহিত রাজনৈতিক স্বার্থ সংযুক্ত হয়।

অর্থ নৈতিক, সামরিক কারণ

জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশগুলি মনে করিত যে, উপনিবেশ অধিকার না করিলে তাহাদের শক্তি বাড়িবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহাদের সম্মান থাকিবে না। এজন্য এই দেশগুলি উপনিবেশ দখলের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। ফ্রান্স মনে করিত যে, জার্মানী অপেক্ষা তাহার লোকবল কম। উপনিবেশ অধিকার করিয়া সেই দেশের লোকদের সামরিক শিক্ষা দিয়া নিজ সামরিক ক্ষমতা বাড়ান ছিল ফ্রান্সের অভিলাষ। ব্রিটেনও ভারতীয় সেনার দ্বারা তাহার বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য রক্ষা করিত।

রাজনৈতিক কারণ

এছাড়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যাও উপনিবেশ স্থাপনের পশ্চাতে কাজ করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বাড়তি লোক ও বেকার লোক জীবিকার অন্বেষণে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা বা আলজেরিয়ায় চলিয়া যায়।

সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে মিশনারী বা খ্রীষ্টান ধর্ম

প্রচারকদের প্রভাব এবং আবিষ্কারকদের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ্য। ব্রিটিশ ধর্ম প্রচারক ডেভিড লিভিংস্টোন, ষ্ট্যানলি, ফরাসী ধর্ম প্রচারক ল্যাভিজেরি (Cardinal Lavigerie) প্রভৃতি আফ্রিকায় ধর্মপ্রচারের জন্য যান। তাঁহাদের পিছু পিছু ইওরোপীয় বণিক শ্রেণী আফ্রিকায় ঢুকিয়া পড়ে।

মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের আগ্রহ

উদ্যমী প্রশাসকগোষ্ঠী যথা—সেসিল রোডস, ট্রান্সভালে; লর্ড ক্রোমার, মিশরে; লর্ড লুগার্ড, নাইজেরিয়ায়; লর্ড মিলনার, উত্তমাশা অন্তরীপে; জার্মান কার্ল পিটারস, পূর্ব আফ্রিকায় নিজ উদ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যও উপনিবেশ স্থাপনের আগ্রহ দেখা দেয়। সাম্রাজ্য স্থাপন বৃহৎ শক্তিগুলির পক্ষে মর্যাদার প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেয়। কোন দেশের উপনিবেশ না থাকিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার মর্যাদা দেওয়া হইত না। এই কারণেও সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্যম দেখা দেয়।

অভিযান স্পৃহা

ইওরোপের ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি (The Colonial Expansion of Europe): ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইওরোপীয় জাতিগুলির সাম্রাজ্য স্থাপনের বিষয়ে আগ্রহ কিছুটা কম দেখা যায়। তথাপি এই সময় ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ব্রিটেন অহিফেন যুদ্ধের দ্বারা চীনের দক্ষিণে অনুপ্রবেশ করে। নানকিং ও পিকিং-এর সন্ধি দ্বারা (১৮৪০-৬০ খ্রীঃ) দক্ষিণ চীনের বন্দরগুলি ও নদীপথের উপর ব্রিটেন তাহার বাণিজ্যিক ও কনসুলার অধিকার স্থাপন করে। ব্রিটেনের অনুসরণ করিয়া ফ্রান্স ও অন্যান্য ইওরোপীয় জাতিগুলি চীনে অনুপ্রবেশ করে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে শিল্প বিস্তার, সামরিক ঘাঁটি দখল প্রভৃতি কারণে ইওরোপীয় জাতিগুলি অকস্মাৎ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত হয়।

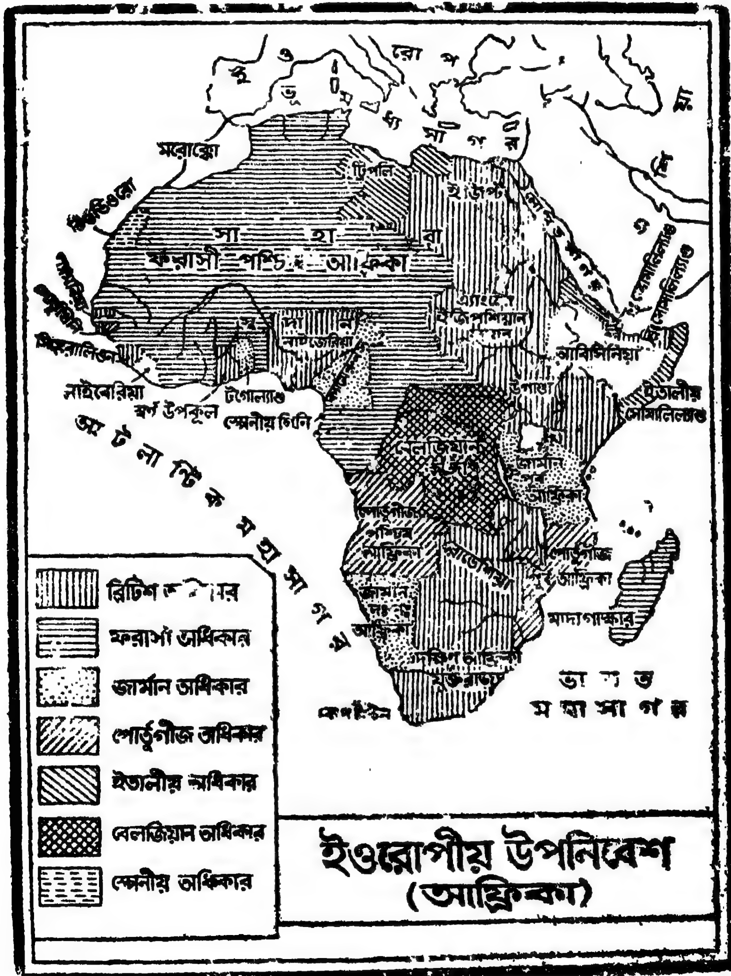
দূর প্রাচ্যে চীনে উপনিবেশ স্থাপন

আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ (The Partition of Africa): আফ্রিকা মহাদেশে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন প্রকাশ এই যুগে লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশ ছিল প্রধানতঃ অনাবিষ্কৃত (unexlored) অঞ্চল। এজন্য ইহাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বা Dark Continent বলা হইত। ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত কেবলমাত্র সাহারার উত্তরে আলজেরিয়ায় ফরাসী এবং আফ্রিকার দক্ষিণ সীমায় উত্তমাশা অন্তরীপ ও ট্রান্সভালে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। অবশিষ্ট মহাদেশটি ছিল অনাবিষ্কৃত। ১৮৭০ খ্রীঃ পর ইওরোপীয় জাতিগুলি আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। মিশরের খেদিভ ইসমাইল পাশার নিকট হইতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলী সুয়েজ খালের অধিকাংশ শেয়ার ব্রিটেনের স্বার্থে ক্রয় করেন। ইহাতে ফ্রান্স আপত্তি জানাইলে মিশরের অর্থনীতির উপর ইঙ্গ-ফরাসী যুগ্ম নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। মিশরের জাতীয়তাবাদীরা ইংরাজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে, ব্রিটিশ বাহিনী মিশরে প্রবেশ করে। মিশরের খেদিভের চালনার জন্য একজন ব্রিটিশ প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।

আফ্রিকায় ইওরোপীয় অনুপ্রবেশ

স্ট্যানলি, লিভিংস্টোন, স্পেক প্রভৃতি আবিষ্কারকেরা আফ্রিকা মহাদেশের গহন বনে ঢুকিয়া এই দেশ সম্পর্কে ভৌগোলিক জ্ঞান আহরণ করিলে আফ্রিকা সম্পর্কে ইওরোপের আগ্রহ বাড়ে। বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি আফ্রিকা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সংঘ (International African Association) নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। হেনরি স্ট্যানলী এই সংঘের কর্মকর্তা হিসাবে কঙ্গো নদীর উপত্যকায় বেলজিয়ামের আধিপত্য স্থাপন

আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সম্পর্ক : কঙ্গোয় অনুপ্রবেশ



করেন। ইহার পর ব্রিটেন, পর্তুগালের সহিত যোগ দিয়া, কঙ্গো নদীর মোহানা অঞ্চল অধিকার করে।

ইহার ফলে বেলজিয়ামের সহিত ব্রিটেনের বিবাদ দেখা দেয়। এদিকে জার্মানীও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রাহ্য দেখায়। ইওরোপীয় শক্তিগুলি যাহাতে শান্তিপূর্ণ-ভাবে, পরস্পরের সম্মতিক্রমে আফ্রিকার অনধিকৃত অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তার করিতে পারে, এজন্য ১৮৮৪ খ্রীঃ বার্লিনে এক আন্তর্জাতিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ১৪টি ইওরোপীয় দেশ যোগ দেয়। বার্লিনের সন্ধি (Treaty of Berlin, 1885) ১৮৮৫ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে :—(১) কঙ্গোর বৃহত্তর অঞ্চল আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সংঘের অধীনে থাকিবে। ইহার ফলে কঙ্গোর বৃহত্তর অঞ্চল প্রকারান্তরে বেলজিয়ামের উপনিবেশে পরিণত হয়। (২) বেলজিয়াম রাজ লিওপোল্ড এই অঞ্চল অধিকার করেন। (৩) কঙ্গো ও নাইজার নদীতে সকল দেশ অবাধে নৌ চলাচল ও বাণিজ্যের অধিকার পায়। (৪) এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, আফ্রিকার অনধিকৃত অঞ্চল কোন শক্তি দখল করিলে, অন্য শক্তিগুলিকে তাহা জানাইয়া দিতে হইবে। (৫) সেই শক্তির অধিকৃত অঞ্চল তাহার spheres of influence বা প্রভাবাধীন এলাকায় পরিণত হইবে।

বার্লিনের সন্ধি ১৮৮৫ : আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদ

বার্লিনের সন্ধির (১৮৮৫ খ্রীঃ) পর বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তি আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তারের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়ে। ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপ বা অন্তরীপ হইতে উত্তর দিকে বেচুয়ানাল্যান্ড, রোডেশিয়া, নিয়াসাল্যান্ড দখল করিয়া কঙ্গোর সীমান্তে আগাইয়া আসে। ব্রিটেন, জার্মানীকে উত্তর সমুদ্রে হেলিগোল্যান্ড ছাড়িয়া দিয়া ১৮৯০ খ্রীঃ ইহার বিনিময়ে আফ্রিকায় জাঞ্জিবার লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ প্রশাসক সেসিল রোডস যে কেপ হইতে কায়রো (Cape to Cairo) অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে উত্তরে নীল নদের দেশ মিশরের কায়রো পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন।

কেপ হইতে কায়রো পরিকল্পনা ; ব্রিটেনের আফ্রিকা নীতি

সেসিল রোডসের কেপ হইতে কায়রো পরিকল্পনার সাফল্যের পথে দুইটি বাধা দেখা দেয়। (১) মধ্য আফ্রিকায় বেলজিয়াম শাসিত কঙ্গো ও জার্মান শাসিত পূর্ব আফ্রিকা রাজ্য থাকায় ইহাকে অতিক্রম করিয়া এই পরিকল্পনা সফল করায় বাধা দেখা দেয়। (২) পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্স এক বিরাট উপনিবেশ স্থাপন করে। সেনেগাল, আইভরি উপকূল ও গিনি লইয়া পশ্চিম আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। পূর্ব আফ্রিকায় সুদান অধিকার করিয়া, ফরাসী সরকার পশ্চিমে ডাভার বন্দর হইতে পূর্বে এ্যাডেন বন্দর পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ফরাসী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে। (৩) এছাড়া পর্তুগাল, এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক অঞ্চল, ইতালী ইরিট্রিয়া ও সোমালিল্যান্ডের একাংশ ; জার্মানী ক্যামেরুনস ও টোগোল্যান্ড ; এবং ফ্রান্স মাদাগাস্কার দ্বীপ অধিকার করে। এছাড়া ফ্রান্স, টিউনিস ও মরক্কো অধিকার করে। এইভাবে আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ স্থান ইওরোপীয় উপনিবেশে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ পরিকল্পনার বাধা

আফ্রিকার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। মিশরের লম্বা আঁশের তুলার দ্বারা ব্রিটেনের বস্ত্র শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটায়। ব্রিটেন সুয়েজ খালের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। তাছাড়া ব্রিটেন মিশরের প্রতিবেশী সুদান রাজ্যকে গ্রাস করার চেষ্টা করে। নীল নদ হইল মিশরের প্রাণ। সুদানের পার্বত্য অঞ্চল হইতে নীল নদ উৎপন্ন হইয়া মিশরের মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে। নীলনদের উপর অধিকার স্থাপনের জন্য মিশরের ব্রিটিশ প্রশাসক লর্ড ক্রেমার, ইংরাজ সেনাপতি গর্ডনকে ১১ হাজার ব্রিটিশ সেনাসহ সুদান অধিকারের জন্য পাঠান। সুদানের অধিবাসীরা তাহাদের মাহদি শাসকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া খার্টুমের যুদ্ধে ১৮৮৫ খ্রীঃ গর্ডন সহ সকল ইংরাজ সেনাকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

সুদানের যুদ্ধ

ইংরাজ সেনাপতি লর্ড কিচেনার নীল নদের উৎসক্ষেত্রের দিকে মিশর হইতে ব্রিটিশ অধিকার প্রসারিত করার চেষ্টা করেন। নীল নদের উৎসক্ষেত্রে যাহাতে ব্রিটেন প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য কাপটেন মারচান্দ (Capt. Marchand) নামে এক দুঃসাহসী ফরাসী সেনাপতি নীল নদের উৎসের নিকটে ফ্যাশোডা নামক স্থানে একটি দুর্গে ফরাসী পতাকা উড়াইয়া দেন। তিনি এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া ফেইডহার্বি (Faidherbe) নামে একটি বাষ্পীয় পোতের বিভিন্ন অংশকে সাহারা মরুভূমি পার করিয়া ফ্যাশোডায় আনেন। ফ্যাশোডায় বসিয়া তিনি এই জাহাজের যন্ত্রগুলি জোড়া লাগাইয়া ফেইডহার্বিকে নীল নদে ভাসাইয়া, সকলকে তাক লাগাইয়া দেন। স্থানীয় সর্দারদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তিনি ফরাসী আধিপত্য স্থাপন করেন। এদিকে লর্ড কিচেনার ব্রিটিশ বাহিনী লইয়া ফ্যাশোডায় উপস্থিত হইলে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ আপোষের দ্বারা সমস্যার সমাধান করে। নীল নদ ও কঙ্গোর অববাহিকা ধরিয়া উভয় পক্ষ নিজ নিজ অঞ্চল ভাগ করিয়া নেয়।

ফ্যাশোডার ঘটনা : ইঙ্গ-ফরাসী আপোষ

এশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার (Expansion in Asia) : ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ব্রিটেন ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আনাম, টংকিং প্রভৃতি কিছু স্থান ফ্রান্স অধিকার করে। অহিফেন যুদ্ধের ফলে ব্রিটেন দক্ষিণ চীনের বন্দরগুলি এবং চীনের নদীপথে আধিপত্য স্থাপন করে। ব্রিটেনের পিছু লইয়া ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও চীনে অনুপ্রবেশ করে। সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপে হল্যাণ্ড উপনিবেশ স্থাপন করে।

দূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশ

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আনাম, কোচিন দ্বীপ জয় করিয়া ফ্রান্স ভিয়েৎনামের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। ইহার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ব্রিটেন ব্রহ্ম ও মালয় দখল করিয়া শক্তিসাম্য স্থাপন করে। ফরাসী অধিকৃত ভিয়েৎনাম ও ব্রিটিশ অধিকৃত মালয়ের মধ্যে একমাত্র শ্যামদেশ, বাফার হিসাবে বিদ্যমান থাকে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স

দূরপ্রাচ্যে ফরাসী উপনিবেশ

এক চুক্তির দ্বারা (১৮৯৫ খ্রীঃ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে সম্মত হয়। জার্মানী নিউগিনি, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ও স্যামোয়া দ্বীপপুঞ্জের একাংশ অধিকার করে।

জাপানের সাম্রাজ্য-বাদ : চীন-জাপান যুদ্ধ

ইতিমধ্যে জাপান তাহার নবোদিত শক্তি লইয়া ১৮৯৪ খ্রীঃ চীন আক্রমণ করিলে দূরপ্রাচ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের উদয় হয়। এই যুদ্ধে জাপান, চীনকে পরাস্ত করিয়া সিমনোসেকির সন্ধি ১৮৯৫ খ্রীঃ স্থাপন করে। এই সন্ধি দ্বারা জাপান, চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের লিয়াও টুং উপদ্বীপ, ফর্মোজা, পেস্কাডোরেস দ্বীপপুঞ্জ পায়। কোরিয়া আপাততঃ স্বাধীন থাকিলেও শেষ পর্যন্ত জাপানের দ্বারা অধিকৃত হয়।

পূর্ব এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্যবাদ

জাপানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে রাশিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণের ভয় দেখাইলে, জাপান লিয়াও-টুং উপদ্বীপ ত্যাগ করে। কিছুদিন পর রাশিয়া, চীনের নিকট হইতে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ গ্রাস করে। এছাড়া চীনের উত্তর সীমান্তে মঙ্গোলিয়ার আমুর উপত্যকা দখল করিয়া, রাশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে ভ্লাডিভোস্টক বন্দর স্থাপন করে। ভ্লাডিভোস্টক বন্দরকে সেন্ট-পিটারসবার্গের সহিত এক রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। লিয়াও-টুং উপদ্বীপের পোর্ট আর্থার বন্দর, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেলপথ দ্বারা রাশিয়ার ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথের সহিত সংযুক্ত হয়। এইভাবে রাশিয়া দূর প্রাচ্যে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করে। রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপান সামরিক বাধা সৃষ্টি করে। ফলে রুশ-জাপান প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধ

মাঞ্চুরিয়ায় রুশ বিস্তারের বিরুদ্ধে জাপান ১৯০৫ খ্রীঃ যুদ্ধ ঘোষণা করে। রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ঘটে। পোর্টসমাউথের সন্ধি (১৯০৫ খ্রীঃ) দ্বারা জাপান লিয়াও-টুং উপদ্বীপ পুনরায় লাভ করে। ইহার পর জাপান ধাপে ধাপে কোরিয়া ও উত্তর চীনের বিভিন্ন অঞ্চল দখলে আগাইয়া যায়। ব্রিটেনের সহিত ইঙ্গ-জাপান চুক্তির সাহায্যে জাপান তাহার ক্ষমতা দ্রুত বাড়ায়।

মার্কিন খোলা দ্বার নীতি

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের পর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। হাওয়াই পাইবার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূর প্রাচ্যের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। ইওরোপীয় শক্তিগুলি চীনে নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চল স্থাপন করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশংকা বোধ করে। এজন্য মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন হে তাঁহার Open Door Doctrine বা খোলা দ্বার নীতি ১৮৯৯ খ্রীঃ ঘোষণা করেন। ইহার বলা হয় যে, চীনে বিভিন্ন শক্তির দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমান বাণিজ্যিক অধিকার দিতে হইবে।

Open Door বা খোলা দ্বার নীতি ছিল মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জাতির উপনিবেশগুলিতে মার্কিন দেশের স্বার্থে

সমান বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার Glimpses of World History গ্রন্থে ইহাকে অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদ বা Invisible Imperialism বলিয়াছেন। কারণ অন্যান্য দেশগুলি জায়গা দখল, সন্ধি প্রভৃতি কাজের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদকে স্থূল ও নগ্নভাবে প্রকাশ করিলেও, মার্কিন দেশ তাহা না করিয়া, অপর দেশের উপনিবেশে সমান অর্থনৈতিক সুযোগ লাভ করে।

মার্কিন অর্থ নৈতিক সাম্রাজ্যবাদ

এইভাবে উনবিংশ শতকে ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী বিস্ফোরণ ঘটে এবং পরিণামে তাহা বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে।

পাঠ্যসূচী

১। Hobson—Imperialism ; A study.
২। V. I. Lenin—Imperialism : the Highest Stage of Capitalism.
৩। Hobsbawm - Industry and Empire.
৪। David Thompson—Europe since Napoleon.
৫। E. M. Winslow—The Pattern of Imperialism.
৬। Langer—The Diplomacy of Imperialism.
৭। Panikkar—Asia and the Western Dominance.
৮। J. Nehru—The Glimpses of World History.
৯। Fairbank—History of South-East Asia.

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র নীতি : ত্রিশক্তি আঁতাত : সশস্ত্র শান্তির যুগ

(The Foreign Policy of Kaiser William II : Triple Entente : The Age of Armed Peace)

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র নীতি (The New Course Policy of Kaiser William II) : ১৮৯০ খ্রীঃ জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম, তাঁহার বিখ্যাত মন্ত্রী বিসমার্ককে পদচ্যুত করিয়া জার্মানীর শাসনভার নিজ হাতে নেন। ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর রূপকার, বিসমার্কের পদচ্যুতি বিশ্বের সর্বত্র বিস্ময় সৃষ্টি করে। জার্মানীর বৈদেশিক নীতি ইহার ফলে বিসমার্কীয় শক্তিসাম্যের পথ ছাড়িয়া নূতন পথে চলিতে থাকে।

বিসমার্কের পদচ্যুতি

কাইজার সর্বদা নূতন কিছু করিতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি ছিলেন অহঙ্কারী এবং তোষামোদপ্রিয়। ইহার ফলে তাঁহার মন্ত্রীসভায় বহু অযোগ্য লোক ঢুকিয়া পড়ে।

কাইজারের মন্ত্রীসভায় বিশৃঙ্খলা

বিসমার্কের ন্যায় দূরদৃষ্টি কাইজারের আদপেই ছিল না। তিনি বড় বড় কথা বলিতে খুব ভালবাসিতেন। তাঁহার মন্ত্রীসভায় ফ্রে ারিক হলষ্টিন নামে এক অপদার্থ মন্ত্রী ছিলেন। ঐতিহাসিক গুচ (Gooch) এই ব্যক্তিকে "জার্মানীর কুগ্রহ" (Evil star) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ফ্রেডারিক হলষ্টিন কাইজারকে খুবই প্রভাবিত করেন। হলষ্টিন ছিলেন সন্দেহবাতিক লোক। যে বিষয় লোকের নিকট সহজ ও স্পষ্ট মনে হইত, সেই বিষয়ে তাঁহার সর্বাপেক্ষা বেশী সন্দেহ দেখা দিত। হলষ্টিনের প্রভাবে কাইজার তাঁহার New Course বা নব নীতি গ্রহণ করেন।[১] ফ্রেডারিক হলষ্টিন ছাড়া কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম চার প্রধানমন্ত্রী পর পর নিয়োগ করেন যথা, ক্যাপ্রিভি, হোহেনলো, ফনবুলো ও হলওয়েগ। এই চার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ব্যক্তিত্বহীন। কাইজার সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করিতেন। কাইজারের আমলে জার্মান বৈদেশিক নীতিতে জার্মান সেনাপতিদের প্রভাব ভয়ানকভাবে বাড়ে। নৌ সেনাপতি তিরপিৎস (Tirpitz) এবং স্থল সেনাপতি শ্লিফেন (Sehlieffen) পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সৈন্য সংস্থান অক্ষুন্ন রাখেন। কাইজার তাঁহার সেনাপতিদের নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ ছিলেন না।[২]

অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, কাইজার উইলিয়াম বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্রগুলি নাকচ করেন। নূতন কিছু করিবার জন্য তাঁহার ভয়ানক আগ্রহ ছিল।

কাইজারের আধিপত্য নীতি

সুতরাং বিসমার্কের জটিল সন্ধিগুলিকে চালু রাখিবার মত ক্ষমতা বা ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তাছাড়া তাঁহার মন্ত্রী ফ্রেডারিক হলষ্টিন বিসমার্কের নীতির বিরোধী ছিলেন। সুতরাং কাইজার বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির কয়েকটি প্রধান বিষয়কে নাকচ করিয়া দেন। বিসমার্ক বলিতেন যে, "জার্মানী হইল পরিতৃপ্ত দেশ। তাহার রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা নাই।" কাইজার বলেন যে, "জার্মানী আদপেই পরিতৃপ্ত নহে। জার্মানী রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী।" তিনি বিসমার্কীয় শক্তিসাম্য নীতিকে নাকচ করিয়া বলেন যে, "জার্মানী ইওরোপের অন্যতম দেশ থাকিবে না···আমি আমার সৈন্যদলের শাণিত সঙ্গীন ছাড়া অন্য কোন প্রকার শক্তিসাম্য স্বীকার করি না।" লর্ড অক্সফোর্ডের মতে, "কাইজার দাবী করেন যে, জার্মানীকে বাদ দিয়া কোন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা চলিবে না।" আসলে কাইজার বিশ্ব রাজনীতিতে জার্মানীকে একটি প্রধান রাষ্ট্র হিসাবে স্থাপন করিতে চাহিতেন। তিনি ছিলেন Power Politics বা শক্তিবাদী রাজনীতির অনুরাগী। সুতরাং শক্তির আস্ফালন দ্বারা জার্মানীকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে স্থাপন করা ছিল তাঁহার অভিলাষ।

---

১. Gooch—Modern Europe. P. 98-99.

২. David Thompson—Europe Since Napoleon.

কাইজার প্রথমেই রাশিয়ার সহিত রি-ইনস্যুরেন্স সন্ধি নাকচ করেন। তিনি এই যুক্তি দেখান যে, রাশিয়া হইল বলকানে অস্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী। যেহেতু অস্ট্রিয়া ছিল জার্মানীর মিত্ররাষ্ট্র সেহেতু অস্ট্রিয়ার শত্রু হইল জার্মানীর শত্রু। সুতরাং রাশিয়ার সহিত জার্মানীর মিত্রতা চুক্তি রাখার প্রয়োজন নাই। দূরদৃষ্টির অভাববশতঃ কাইজার ইহা বুঝিতে অক্ষম ছিলেন যে, রাশিয়ার সহিত জার্মানীর মিত্রতা না রাখিলে ফ্রান্স রাশিয়ার সহিত মিত্রতা গঠন করিবে। ফলে ফ্রান্সের শক্তি বাড়িবে। ফ্রান্সই ছিল জার্মানীর প্রধান শত্রু। ফ্রান্সকে মিত্রহীন রাখার নীতি ত্যাগ করিয়া তিনি মহা ভুল করেন। রুশ জার কাইজারের শাসিত জার্মানীর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হন। কাইজারের ভ্রান্ত নীতির ফলে, জার্মানীর বিরুদ্ধে, ১৮৯৩ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ সামরিক চুক্তি গঠিত হয়। ফ্রান্সকে মিত্রহীন রাখার একটি সুবর্ণ সুযোগ কাইজার হারাইয়া ফেলেন।

রি-ইনস্যুরেন্স সন্ধি নাকচ

ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে কাইজার নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। তখন এই ভুল শোধরাইবার উপায় ছিল না। তবুও কাইজার চেষ্টা করেন যাহাতে রাশিয়া সন্তুষ্ট থাকে। এই সময় ব্রিটেনের সহিত উপনিবেশ লইয়া রাশিয়ার ঘোর বিরোধ ছিল। ব্রিটেন হইতে লর্ড হ্যাল্ডেন ও চেম্বারলেইন প্রভৃতি নেতা কাইজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জার্মানীর সহিত ব্রিটেনের মিত্রতার প্রস্তাব দেন। কাইজার এ বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারেন নাই। তাহার অন্যতম কারণ ছিল যে, তিনি আশঙ্কা করেন ইহার ফলে রাশিয়া অসন্তুষ্ট হইবে। তবে এছাড়া অন্য কারণও ছিল। কাইজার মনে করিতেন ব্রিটেন হইল জার্মানীর ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী। জার্মানীর সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য ব্রিটেন হইতে শুভেচ্ছা মিশন আসিলে কাইজার তাহার প্রতি সৌজন্য দেখান। তিনি ব্রিটেনকে আফ্রিকার জাঞ্জিবার ছাড়িয়া দিয়া ইহার বিনিময়ে উত্তর সমুদ্রে হেলিগোল্যান্ড দ্বীপ লাভ করেন। এই দ্বীপে জার্মানীর প্রথম নৌ-ঘাঁটি স্থাপিত হয়। সুদানে তিনি ব্রিটিশ অধিকার স্বীকার করিয়া নেন। কিন্তু কাইজার ব্রিটেনের সহিত কোন মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর না করিয়া তাঁহার হাত খোলা রাখেন।

কাইজারের ইংলণ্ড নীতি

কাইজার উপলব্ধি করেন যে, জার্মানীর লোকসংখ্যা ৪১ মিলিয়ান হইতে ৬৫ মিলিয়ানে পেঁীছিয়াছে। জার্মানীর শিল্প কারখানাগুলিতে প্রভূত উৎপাদন হইতেছে। জার্মান জাতি প্রখর জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত হইয়া আত্মপ্রসারে উন্মুখ। এমতাবস্থায় জার্মানীর সাম্রাজ্য বিস্তার অত্যাবশ্যক। জার্মানীর প্রসার দুইভাবে ঘটিতে পারে। (১) ওয়েল্ট পলিটিক (Welt politik) অর্থাৎ টিউটনিক জাতিগোষ্ঠীকে লইয়া বৃহৎ জার্মান সাম্রাজ্য গঠন। ইহাতে অস্ট্রিয়া, লাক্সেমবার্গ, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশ অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহার ঔপনিবেশিক প্রসার পূর্ব ইওরোপে বা বলকানে ঘটিবে। (২) ইওরোপের বাহিরে উপনিবেশ বিস্তার দ্বারা জার্মানীর বাড়তি লোকসংখ্যা ও বাড়তি মালের বিক্রয়ের সমস্যার সমাধান।

ওয়েল্ট পলিটিক

বিসমার্ক জার্মানীর ঔপনিবেশিক নীতির উপর জোর দেন নাই। কারণ তাঁহার

সময় জার্মানীর শিল্প ও লোকসংখ্যার বিশেষ বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু তাঁহার শিল্প সংরক্ষণ নীতি ও শিল্প নীতির ফলেই কাইজারের আমলে জার্মানীর স্বাভাবিকভাবে শিল্পে বাড়তি উৎপাদন হয়। জার্মানীর পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশ ঘটে। এমতাবস্থায় কাইজারের পক্ষে উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা ছিল বিসমার্কের শিল্প নীতির পরোক্ষ ফল। কাইজার তাঁহার সাম্রাজ্যবাদের জন্য নিন্দিত হন। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদ ছিল মূলতঃ বিসমার্কের শিল্প নীতির ফল।

ঔপনিবেশিক নীতি

যাহা হউক কাইজার বুঝিতে পারেন যে, বিশ্বের অধিকাংশ উপনিবেশ ব্রিটেন অথবা ফ্রান্সের দখলে। এমতাবস্থায় জার্মানীকে শক্তিশালী রাষ্ট্র রূপে গঠন করিতে হইলে ব্রিটেনের সহিত শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। এই দ্বিধা বশতঃ কাইজার ব্রিটেনের সহিত স্থায়ী মিত্রতা স্থাপন করেন নাই।

ইতিমধ্যে কাইজার এমন কয়েকটি কাজ করেন যাহার ফলে ইংলণ্ডের সহিত জার্মানীর বিচ্ছেদ ঘটে। (১) তিনি ক্রুগার টেলিগ্রাম (১৮৯৬ খ্রীঃ) দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়ার যুদ্ধে, বিদ্রোহী বুয়ার প্রেসিডেন্ট ক্রুগারকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সমর্থন জানান। এজন্য ইংলণ্ড মনে করে যে, কাইজার ইংলণ্ডের উপনিবেশ দখলের চক্রান্ত করিয়াছেন। (২) ক্রুদ্ধ ইংলণ্ডকে শান্ত করিবার জন্য, তিনি ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বুয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ড যাহাতে জয়লাভ করে, এজন্য একটি রণপরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁহার প্রতি ইংরাজ নেতাদের অবিশ্বাস বাড়ে। (৩) ১৯০০ খ্রীঃ কাইজার এক বিরাট নৌবহর নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইওরোপে জার্মানী ছিল তখন শ্রেষ্ঠ স্থলশক্তি। তাহার জনসংখ্যা ও অস্ত্রবল ছিল শ্রেষ্ঠ। তদুপরি জার্মানী নৌশক্তি গড়া আরম্ভ করিলে ইংলণ্ড আশংকা করে যে, কাইজার জার্মানীকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিতে চান। তিনি নৌশক্তি গড়িয়া ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গ্রাস করিবেন, এই আশংকাও দেখা দেয়। কাইজার ঘোষণা করেন যে, "জার্মানীর ভবিষ্যৎ সমুদ্রের অধিপত্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে" (The future of Germany lies on the sea)। জার্মান নৌ-সেনাপতি তির্‌পিৎস দ্রুত যুদ্ধ জাহাজ গঠনের উপর জোর দেন। (৪) কাইজার বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ নির্মাণ পরিকল্পনা করেন। ইহার ফলে রেলযোগে জার্মান পণ্য ও সমরবাহিনী সরাসরি আরব সাগরের তীরে আসিতে পারিবে ভাবা হয়। ইহাতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়।

কাইজারের ভ্রান্ত নীতির ফলে ইংলণ্ডের সহিত বিরোধ

এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার কাইজারের নিকট প্রস্তাব দেয় যে, তিনি যেন নৌ-নির্মাণ পরিকল্পনা রদ করেন। নৌ-সেনাপতি উইনষ্টন চার্চিল বলেন যে, "ইংলণ্ডের পক্ষে নৌ-বহর বাঁচিবার জন্য দরকার ; জার্মানীর ক্ষেত্রে নৌবহর হইল বিলাসিতা।" কিন্তু কাইজার ইংলণ্ডের প্রতিবাদে কান দেন নাই। জার্মানীর সহিত একটি মীমাংসায় আসিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে লর্ড হলডেনের

ত্রিশক্তি আঁতাত

নেতৃত্বে জার্মানীতে একটি মিশন (১৯১২ খ্রীঃ) পাঠান হইলে তাহা বিফল হয়। ইংলণ্ড বিপদ বুঝিয়া ইঙ্গ-ফরাসী কনভেনশন দ্বারা ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা (১৯০৪ খ্রীঃ) স্থাপন করে। পরে ইংলণ্ড রাশিয়ার সহিত ইঙ্গ-ফরাসী কনভেনশন (১৯০৭ খ্রীঃ) দ্বারা মিত্রতা স্থাপন করিয়া ত্রিশক্তি আঁতাত গঠন করে।

মরক্কোর সমস্যা

ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রতার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য, কাইজার ফরাসী উপনিবেশ মরক্কোর দিতে হাত বাড়ান। তিনি মরক্কোর সুলতানকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাহায্য দানের কথা বলেন। আগাদির বন্দরে ১৯১১ খ্রীঃ অকস্মাৎ প্যান্থার নামে একটি জার্মান রণতরী হাজির হয়। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ নৌ-মহড়ার ফলে, কাইজার মরক্কো হইতে হাত উঠাইয়া নেন। এইভাবে ভুল নীতির দ্বারা কাইজার ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়াকে তাঁহার বিরুদ্ধে জোট গড়িতে প্ররোচনা দেন। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কাইজারের দায়িত্ব (Responsibility of Kaiser Willian for the outbresk of First World War) :
কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটাইবার জন্য দায়ী ছিলেন কিনা, এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। লোয়েস ডিকিনসন ও লর্ড অক্সফোর্ড প্রভৃতির মতে, কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের আগ্রাসন নীতিই ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী। তাঁহাদের মতে, কাইজার শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বলকান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়ার আগ্রাসন নীতিকে সমর্থন করিলে জার্মানীর স্বার্থসিদ্ধ হইবে। কাইজারের প্রাশিয় সেক্রেটারী ১৯১৪ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই এক গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপি রচনা করেন। এই স্মারকলিপিতে জার্মান সরকারের দায়িত্বশীল কর্মচারীদের জানাইয়া দেওয়া হয় যে, (১) অষ্ট্রিয়াকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী সকলভাবে সাহায্য করিবে। সুতরাং কাইজার রাশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে আগ্রাসন চালাইতে উৎসাহ দেন। কাইজারের সাহায্য পাইয়া অষ্ট্রিয়া, সার্বিয়ার উপর চরমপত্র চাপাইয়া দেয়। (২) কাইজার নৌ শক্তি গঠন ও উপনিবেশ অধিকারের নীতি লইলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স আতঙ্কিত হয়। (বিশদ বিবরণ পূর্বে দ্রষ্টব্য)। ব্রিটেনের মতে জার্মানী ছিল বৃহৎ স্থলশক্তি। তাহার নৌশক্তি গঠনের দরকার ছিল না। নৌশক্তি গঠনের অর্থই ছিল জার্মানী উপনিবেশ দখল করিতে চায়। ইহাতে ব্রিটেন আশংকা বোধ করে। (৩) ব্রিটেন কাইজারের সহিত আপোষের জন্য জার্মানীতে হলডেন মিশন পাঠাইলে তাহা বিফল হয়। যে সকল ঐতিহাসিক জার্মানী যুদ্ধের জন্য দায়ী বলেন, তাঁহাদের আঁতাতপন্থী ঐতিহাসিক বলা হয়।

আঁতাতপন্থী লেখকদের বক্তব্য

ঐতিহাসিক ফে (Fay) আঁতাতপন্থী ঐতিহাসিকদের অভিমত অগ্রাহ্য করেন। তিনি জার্মান ঐতিহাসিকদের অভিমত উল্লেখ করিয়া বলেন যে—মিত্রশক্তি ত্রিশক্তি

আঁতাত গঠন করিয়া জার্মানীকে চারদিক হইতে বেষ্টন করে। ফলে জার্মানীর নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। (২) কাইজার কিছু ভুলভ্রান্তি করিলেও, ত্রিশক্তি আঁতাত ধৈর্য ধরিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া, অস্ত্র আস্ফালনের চেষ্টা করে। (৩) জার্মানী নৌ-নির্মাণ নীতি লইলেও বিশ্বে একাধিপত্য স্থাপন তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মিলিত স্থল ও নৌশক্তি ছিল জার্মানী অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী। উপরিন্তু রাশিয়া ইহাদের সহিত যোগ দিলে স্পষ্টতই ত্রিশক্তি আঁতাতের পাল্লা জার্মানী ও তাহার মিত্রশক্তি অপেক্ষা ভারী হইয়া যায়। দলিলপত্র হইতে দেখা যায় যে, জার্মানী বরং যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করে। (৪) ১৯১৩ খ্রীঃ জার্মানী অস্ট্রিয়াকে একটি সরকারী বার্তা দ্বারা সতর্ক করিয়া দেয় যে, সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া যেন আগ্রাসী নীতি না নেয়। ইহা হইতে জার্মানীর যুদ্ধ বাধাইবার অনিচ্ছা প্রকাশ পায়। (৫) কাইজার বুঝিতে পারেন যে, অস্ট্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা জার্মানীর ক্ষমতার বাহিরে। অস্ট্রিয়া দ্বিশক্তি চুক্তির সুযোগ লইয়া তাহার নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য জার্মানীকে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। ইহা বুঝিবার পর কাইজার ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত সমঝোতায় আসিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরোধিতায় কাইজারের এই চেষ্টা বিফল হয়। ফ্রান্সে শুভেচ্ছা সফরের জন্য কাইজারের মাতাকে পাঠান হইলে, ফ্রান্সে তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিবাদ জানানো হয় যে, তিনি ফ্রান্স সফর বাতিল করিতে বাধ্য হন।

ঐতিহাসিকের অভিমত : মিত্র শক্তির দ্বারা জার্মানীকে বেষ্টন

গর্ডন ক্রেইগের মত অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার আগ্রাসী নীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার একটি বড় কারণ হইলেও, ইওরোপের অন্যান্য শক্তিগুলির দায়িত্ব এ বিষয়ে কিছু কম ছিল না। সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়া সরকারের গোপন চক্রান্ত দায়ী ছিল।[১] রাশিয়ার সাহায্য পাইয়া সার্বিয়া যুদ্ধংদেহি মনোভাব নেয়। রুশমন্ত্রী আইজলোভস্কি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, একটি বড় রকমের যুদ্ধ না বাধাইলে রাশিয়ার স্বপক্ষে বার্লিনের সন্ধির সামুদ্রিক শর্তগুলিকে বদলান যাইবে না।[২] সুতরাং রাশিয়া শান্তির চেষ্টা না করিয়া যুদ্ধে ইন্ধন দেয়। তাছাড়া ফ্রান্স ১৮৭০ খ্রীঃ সেডানের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে এবং আলসাস, লোরেন পুনরুদ্ধার করার জন্য জার্মানীর সহিত যুদ্ধ বাধাইতে ইচ্ছুক ছিল। ব্রিটেন মনে করিত যে, জার্মানীকে ধ্বংস না করিলে তাহার সাম্রাজ্য ও নৌ আধিপত্য রক্ষা করা যাইত না। এজন্য ব্রিটেন ত্রিশক্তি আঁতাত গঠন করে।

অন্যান্য শক্তির দায়িত্ব আলোচনা

ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগুলির মুনাফালোভী মূলধনীরা উপনিবেশের বাজার পাইবার জন্য উপনিবেশ দখলের চেষ্টা করে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন বিশ্বের বেশীর ভাগ উপনিবেশ

১. Gordon Craig.—P. 326.

২. Fay—Origin of the World War.

দখল করিয়া জার্মানীকে কোণঠাসা করিয়া রাখে। এই কারণে জার্মানী যুদ্ধের দ্বারা ইওরোপীয় দেশগুলিকে পরাস্ত করিয়া সাম্রাজ্য দখলের চেষ্টা করে। ইওরোপীয় দেশগুলি এরূপ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মত্ত হয় যে, শান্তির ললিত বাণী তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। আন্তর্জাতিক বৈঠক ডাকিয়া বিরোধের মীমাংসার কোন চেষ্টা তাহারা করে নাই। ইওরোপীয় শক্তিগুলি দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তি শিবিরে ভাগ হইলে, সংঘাত অনিবার্য হইয়া পড়ে "Peace of Europe rested on accidents"।[১] সুতরাং কেবলমাত্র জার্মানীর নীতির জন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে ইহা বলা যায় না।

সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব লেনিনের মত

ত্রিশক্তি আঁতাত (The Formation of the Triple Entente) : ১৮৯০ খ্রীঃ বিসমার্কের পতনের পর জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়াম তাঁহার মন্ত্রী ফ্রেডারিক হলষ্টিনের পরামর্শে রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণমূলক রিইনস্যুরেন্স চুক্তি বাতিল করেন। ইহার ফলে রাশিয়ার মনে এই ধারণা জন্মায় যে, জার্মানী রাশিয়া অপেক্ষা অষ্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা বজায় রাখিতে আগ্রহী। রুশ জারের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী, অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করিতে চায়। এই কারণে জার্মানী, রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি রদ করিয়াছে। এমতাবস্থায় রুশ মন্ত্রীসভা স্থির করে যে, জার্মান-অষ্ট্রিয়া জোটের বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য রাশিয়ার উচিত ফ্রান্সের সহিত জোটবদ্ধ হওয়া। ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সুতরাং মিত্রহীন ফ্রান্সের সহিত রাশিয়া যোগ দিলে জার্মান জোটের বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য স্থাপিত হইবে। রুশ মন্ত্রী কারকফ (Karkoff) ছিলেন ফরাসী মৈত্রীর ঘোর সমর্থক। তিনি জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে বুঝান যে, "রাশিয়ার কাঁধে চড়িয়া জার্মানী আজ এত বড় হইয়াছে। অকৃতজ্ঞ জার্মানী এখন রাশিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছে।"

অষ্ট্রো-জার্মান চুক্তি স্থাপন ও রিইনস্যুরেন্স সন্ধি নাকচের প্রতিক্রিয়া

ইতিমধ্যে জার্মান কাইজার কয়েকটি হঠকারী কাজ করিলে, তাহা রুশ সরকারের পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়ে।[২] (১) বুলগেরিয়ার সিংহাসনে এক জার্মান রাজবংশ স্থাপন করিয়া, জার্মান সেনাপতিদের দ্বারা বুলগেরীয় সেনাদল গঠনের চেষ্টা করা হইলে, রাশিয়া খুবই অসন্তুষ্ট হয়। ইহার ফলে পূর্ব ইওরোপে জার্মান অনুপ্রবেশ ঘটে। রুশ নিরাপত্তা ইহার ফলে বিঘ্নিত হয়। (২) ১৮৮৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় ভয়ানক অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। রাশিয়ার মুদ্রা রুবলের দাম দ্রুত পড়িতে থাকে। এই অর্থ সংকট কাটাইবার জন্য জার সরকার জার্মানীর নিকট ঋণ চায়। কিন্তু কাইজার তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। জার্মান সংবাদপত্রে বলা হয় যে, জার সরকার দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। (৩) কাইজারের মন্ত্রী ফ্রেডারিক হলষ্টিন ছিলেন ঘোর রুশ বিরোধী। তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে

কাইজারের রুশ বিরোধী নীতি

১. Langsham—World since 1919.

২. Rene Carrle—Diplomatic History of Europe. P. 209.

অপমানজনক মন্তব্য করেন। (৪) কাইজার ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এদিকে ইংলণ্ডের সহিত তিব্বত, ইরাণ প্রভৃতি দেশ লইয়া রাশিয়ার বিবাদ ছিল। সুতরাং ইংলণ্ডের সহিত জার্মানী যোগ দিলে তাহার দ্বারা রাশিয়ার বিরোধিতা করা হইত।

এমতাবস্থায় রুশ নেতারা ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। রাশিয়ার অর্থসংকট মোচনের জন্য ফরাসী সরকার মাত্র ৩% সুদে বিরাট অংকের অর্থ রাশিয়াকে ঋণ দেয়। ফরাসী সদিচ্ছার এই প্রকাশ রুশ সরকারকে প্রভাবিত করে। ফ্রান্স হইতে এক নৌ বহর শুভেচ্ছা সফরে রাশিয়ার ক্রনষ্ট্যাড্ বন্দরে আসে। জার নিজে এই বহরের অভিবাদন নেন। ইহার পরে রুশ সেনাপতি ওব্রুচেভ এবং ফরাসী সেনাপতি বইসডাফি উভয় দেশের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি সম্পাদন (১৮৯১ খ্রীঃ) করেন। ইহার পর ১৮৯৪ খ্রীঃ ফ্রাংকো-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহাতে স্থির হয় যে, যদি জার্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে অথবা জার্মানীর সমর্থন লইয়া ইতালী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে তবে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ করিবে। অপরদিকে যদি জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করে, অথবা জার্মান সমর্থন লইয়া অষ্ট্রিয়া রাশিয়াকে আক্রমণ করে তবে ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ করিবে। এইভাবে রুশ-ফরাসী জোট গঠিত হয়। ফ্রান্স বা রাশিয়ার কেহ জার্মানীর সহিত স্বতন্ত্রভাবে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করিবে না। ফ্রাংকো-রুশ চুক্তি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি। ইহার ফলে ফ্রান্সের মিত্রহীনতা দূর হয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট গঠনের সূচনা হয়।

ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি ১৮৯৪ খ্রীঃ

এদিকে জার্মান নৌ সেনাপতি তিরপিৎসের নেতৃত্বে জার্মান নৌ নির্মাণ ১৯০০ খ্রীঃ হইতে আরম্ভ হইলে ব্রিটেনে আতংক সৃষ্টি করে। ব্রিটেনের নেতারা আশংকা করেন যে, জার্মানী শীঘ্রই ব্রিটেনের নৌশক্তির সমান হইবে। নৌ শক্তি গঠন করিয়া জার্মানী ব্রিটেনের সাম্রাজ্য গ্রাস করিবে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের একদল নেতা মনে করেন যে, ব্রিটেনের উচিত জার্মানীর সহিত মিত্রতাবদ্ধ হওয়া। কারণ আফগানিস্থান, তিব্বত ও পারস্য এবং মাঞ্চুরিয়া লইয়া ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ার বিবাদ ছিল। অপরদিকে মিশর ও মরক্কো লইয়া ফ্রান্সের সহিত ব্রিটেনের বিবাদ ছিল। ইহার দ্বারা ফ্রাংকো-রুশ জোটের বিরুদ্ধে জার্মানীকে দিয়া শক্তিসাম্য রক্ষা করা যাইবে বলিয়া মনে করা হয়। ব্রিটিশ মন্ত্রী চেম্বারলেইন ও কুটনীতিজ্ঞ লর্ড হলডেন ছিলেন এই মতের সমর্থক। (১) কিন্তু চেম্বারলেইনের মিত্রতা প্রস্তাবে কাইজার কর্ণপাত না করায় তিনি হতাশ হন। (২) লর্ড হলডেন জার্মানীতে মিত্রমিশন লইয়া গেলে কাইজার তাহা অগ্রাহ্য করেন।

জার্মানীর নৌ পরিকল্পনা : জার্মান মিত্রতাবাদী ব্রিটিশ নেতাদের বিফলতা

এমতাবস্থায় ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা স্থির করে যে, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত বিরোধ মিটাইয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত ব্রিটেনের জোটবদ্ধ হওয়া উচিত। অপরদিকে ফরাসী মন্ত্রী

থিওফিল ডেলক্যাসী ছিলেন অত্যন্ত ধীরবুদ্ধি লোক। তিনি বিবেচনা করেন ব্রিটেনের সহিত ফ্রান্সের বিরোধের বিষয় হইল গুরুত্বহীন। অপর দিকে জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের বিরোধ হইল মৌলিক। সুতরাং ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়া বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার জন্য ফ্রান্সের কাজ করা উচিত।[১] এজন্য তিনি ব্রিটেনের সহিত আপোষরফায় সম্মত হন। ব্রিটেনের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ফ্রান্স পরিদর্শনে গেলে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন দেওয়া হয়। সপ্তম এডওয়ার্ড স্বদেশে আসিয়া মন্ত্রীসভাকে ফ্রান্সের আন্তরিকতার কথা বলেন।

ফ্রান্সের সহিত মীমাংসা সপ্তম এডওয়ার্ডের দৌত্য

ইহার ফলে ১৯০৫ খ্রীঃ ইঙ্গ-ফরাসী কনভেনশন বা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। (১) মিশরে ব্রিটেনকে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় বাধা না দিতে ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি দেয়। (২) ব্রিটেন মরক্কোয় ফ্রান্সকে বাধা না দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। ৩) শ্যাম, মাদাগাস্কার, নিউ ফাউন্ডল্যান্ড প্রভৃতি স্থানে উভয় দেশ নিজ নিজ কর্তৃত্বের এলাকা স্থির করে। ৪) ইঙ্গ-ফরাসী সন্ধির গোপন শর্তে উভয় স্বাক্ষরকারী এই সন্ধিকে কার্যকরী করিতে পরস্পরকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়। (৫) ভূমধ্যসাগরে ফরাসী নৌবহর এবং ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌ বহর দ্বারা জার্মানীর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তিকে আঁতাত কর্ডিয়াল বা ঘনিষ্ঠ মিত্রতা বলা হয়। ইহার গুরুত্ব এই যে, এই সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে পরস্পরের স্বার্থরক্ষায় জোটবদ্ধ হয়।

ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি ১৯০৪ খ্রীঃ

ইতিমধ্যে দূর প্রাচ্যে রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪—০৫ খ্রীঃ) জাপানের নিকট রাশিয়া পরাস্ত হয়। ইহার ফলে দূরপ্রাচ্যে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা দূর হয়। রাশিয়ার এই পরাজয়ের ফলে ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার লইয়া বিরোধের তীব্রতা কমে। দূর প্রাচ্যে পরাজয়ের পর রাশিয়া পুনরায় বলকানের দিকে দৃষ্টি দেয়। এজন্য জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত রাশিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়ে। এমতাবস্থায় রাশিয়া ব্রিটেনের সহিত মিত্রতা লাভে আগ্রহ দেখায়।

ব্রিটেনের সহিত রুশ বিরোধের তীব্রতা হ্রাস

ব্রিটেনের দিক হইতেও রুশ মিত্রতার প্রয়োজন অনুভূত হয়। জার্মানীর ন্যায় এক বিরাট স্থলশক্তিকে পরাস্ত করিতে হইলে একা ফ্রান্সের স্থলবাহিনী যথেষ্ট ছিল না। ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুগ্ম বাহিনীর সাহায্যে জার্মান স্থল শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব হইবে বলিয়া ব্রিটেন মনে করে। রাশিয়ার সহিত যে সকল বিষয়ে ব্রিটেনের বিরোধ ছিল, তাহার মীমাংসার জন্য ফরাসী মন্ত্রী ডেলক্যাসী মধ্যস্থতা করেন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হ্যারল্ড নিকলসনের সহিত রুশমন্ত্রী আইভোলস্কির আলোচনার ফলে ১৯০৭ খ্রীঃ ইঙ্গ-রুশ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

ইঙ্গ-রুশ চুক্তি ১৯০৭ খ্রীঃ

---

১. Gordon Craig. P. 307.

ইঙ্গ-রুশ চুক্তির ফলে, (১) উভয় স্বাক্ষরকারী আফগানিস্থান ও তিব্বতের স্বাধীনতা রক্ষায় সম্মত হয়। (২) পারস্যের ক্ষেত্রে উভয় দেশ নিজ নিজ প্রভাবযুক্ত এলাকা স্থির করিয়া নেয়। এইভাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে আঁতাত বা মৈত্রী গঠিত হইলে ইওরোপ দুইটি শক্তি শিবিরে ভাগ হইয়া যায়। এক দিকে থাকে জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ইতালী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক সমর্থিত ত্রিশক্তি চুক্তি; অপর দিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার ত্রিশক্তি আঁতাত। ত্রিশক্তি আঁতাতে কোন সামরিক শর্ত না থাকিলেও ইহার ভিত্তি ছিল খুবই দৃঢ়। ইহার পশ্চাতে সামরিক শর্তগুলি যথা সময়ে যুক্ত হয়। ত্রিশক্তি আঁতাতের ফলে ইওরোপে শান্তি স্থাপিত না হইয়া উভয় শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ বাড়ে। পরিণামে ইহা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।[১]

ত্রিশক্তি আঁতাত গঠন

সশস্ত্র শান্তির যুগ (Age of Armed Peace): ১৯০৪ খ্রীঃ হইতে ১৯১৪ খ্রীঃ এই এক দশকের ইওরোপীয় ইতিহাসকে সশস্ত্র শান্তির যুগ বা Age of Armed peace বলা হয়। David Thomson নামক ঐতিহাসিক এই যুগকে "Period of international anarchy" বা আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যের যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই দশকের মূল কথা ছিল ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলির দুই প্রধান শিবিরে বিভক্ত হওয়া। জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালী ত্রিশক্তি চুক্তি বা Triple Alliance গঠন করে। এই চুক্তিতে ক্রমে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়াও যোগ দেয়। অপর দিকে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ব্রিটেন এই তিন শক্তি ট্রিপল আঁতাত বা ত্রিশক্তি জোট গঠন করে।

দুই সশস্ত্র শিবির গঠন

এই দুই পরস্পর-বিরোধী জোটের লক্ষ্য ছিল ইওরোপে শক্তিসাম্য স্থাপন করিয়া শান্তি বজায় রাখা। এই দুই জোট প্রথমেই পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য গঠিত হয়, একথা মনে করার কারণ নাই।[২] জার্মানীর স্থল ও নৌশক্তি এত দ্রুত বাড়িতেছিল যে, ইহার সহিত সমতা রক্ষার প্রয়োজনে রাশিয়া ও ফ্রান্স জোটবদ্ধ হয় এবং পরে তাহাতে ব্রিটেন যোগ দেয়। কিন্তু গোড়ার দিকে এই জোট গড়ার যে উদ্দেশ্য ছিল বাস্তবে তাহা সফল হয় নাই। বাস্তবে দুই জোট গঠনের ফলে শক্তিসাম্য ও শান্তি স্থাপিত না হইয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা আরও তীব্রতর হইতে থাকে। বিভিন্ন শক্তিগুলি অস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় মত্ত হয় এবং গোপন কুটনীতির আশ্রয় লইয়া প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার চেষ্টা করে। যে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বৈঠক ডাকিয়া বিরোধীয় বিষয়গুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা সম্ভব ছিল, বৃহৎ শক্তিগুলি তাহা করিতে বিরত থাকে। তাহারা অস্ত্রের দ্বারা মীমাংসার কথা ভাবিতে থাকে। এইভাবে শক্তিসাম্যের দ্বারা শান্তিকে দৃঢ় করার পরিবর্তে শক্তির আস্ফালন দ্বারা শান্তিকে ধ্বংস করার চেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রতি দেশ সাধ্যমত অস্ত্র নির্মাণ ও সৈন্য সংগঠনের কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়।

অস্ত্র প্রতিযোগিতা : যুদ্ধের পরিবেশ বৃদ্ধি

১. David Thomson.

২. D. Thomson. P. 493.

এই অস্ত্র নির্মাণ এবং নৌ গঠনের মূলে ছিল প্রতি বৃহৎ শক্তির মনে অপর শক্তি সম্পর্কে ভয় এবং সন্দেহ। যদিও ব্রিটেনের নৌবহর ছিল শ্রেষ্ঠতম, তবুও ব্রিটেনের ভয় হয় যে, জার্মানী শীঘ্রই ব্রিটেন অপেক্ষা শক্তিশালী হইবে। ফলে ব্রিটেন তাহার নৌশক্তি বাড়াইয়া চলে। জার্মানীও ইহার সহিত পাল্লা দিতে থাকে। যদিও জার্মানীর স্থলসেনা ছিল খুবই শক্তিশালী, তবুও জার্মানীর আশঙ্কা ছিল যে, ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুগ্মশক্তি তাহাকে ধ্বংস করিবে। এই আশঙ্কা ও ভীতির ফলে নৌ গঠন ও মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়।

নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা

এই পটভূমিকায় এমন কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটে যাহার ফলে ইওরোপ অনিবার্যভাবে বিশ্বযুদ্ধের দিকে আগাইতে থাকে। (১) ১৯০৫-০৬ খ্রীঃ কাইজার অকস্মাৎ মরক্কোর বন্দর ট্যাঞ্জিয়ারে নামিয়া পড়েন। তিনি মরক্কোর সুলতানকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাহায্য দানের কথা বলেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের আশঙ্কা হয় যে, মরক্কোয় ফরাসী প্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্য কাইজার চেষ্টা করিতেছেন ; এদিকে ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি (১৯০৪ খ্রীঃ) অনুসারে মরক্কোয় ফরাসী অধিকার বজায় রাখার জন্য ফ্রান্সকে সাহায্য দিতে ইংলণ্ড অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। সুতরাং জার্মান যুদ্ধ জাহাজ প্যান্থার মরক্কোর আগাদির বন্দরে আসিলে, ইঙ্গ-ফরাসী জাহাজগুলি তাহাকে ঘিরিয়া ধরে। শেষ পর্যন্ত আলজেরিরাস সম্মেলনে মরক্কো সমস্যার সমাধান হয়। ইহার ফলে দুই জোটের মধ্যে তিক্ততা বাড়ে।

মরক্কোর ঘটনা

(২) ইতালী ত্রিশক্তি চুক্তির সদস্য হইলেও, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত গোপন সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ত্রিপলি অধিকার করে। তুরস্কের নিকট হইতে বলপূর্বক ত্রিপলি গ্রাস করায় 'জোর যার মল্লুক তার' নীতি প্রকট হইয়া উঠে।

ইতালীর ত্রিপলি অধিকার

(৩) এদিকে বলকান জাতিগুলি দেখে যে, তাহাদের জাতীয়তাবাদ পূরণের জন্য বৃহৎ শক্তিগুলি সমর্থন করিবে না। সুতরাং তাহারা বলকান লীগ গঠন করিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে দুইটি বলকান যুদ্ধ ঘোষণা করে। তুরস্ককে পরাজিত করিয়া বলকানকে মুক্ত করা হয়। ইহার পর বলকানের বিভিন্ন অংশ অধিকারের জন্য বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদে বৃহৎ শক্তিগুলি জড়াইয়া পড়ে। জার্মানী ও অস্ট্রিয়া বুলগেরিয়ার পক্ষ লইলে রাশিয়া, সার্বিয়ার পক্ষ নেয়।

বলকান যুদ্ধ

(৪) ইতিমধ্যে বার্লিনের সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া অস্ট্রিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা নামে দুইটি প্রদেশকে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। এই প্রদেশ দুইটিতে স্লাভ জাতি বসবাস করিত। ইহাদের সহিত সার্বিয়ার জাতিগত ঐক্য ছিল। সুতরাং এই দুইটি প্রদেশ অস্ট্রিয়া অধিকার করায় সার্বিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ইহার ফলে বলকান সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া আন্তর্জাতিক বিরোধ তীব্র হইয়া উঠে।

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা লইয়া অস্ট্রো-সার্বিয় দ্বন্দ্ব

(৫) এই সময় অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ ও তাঁহার পত্নী সেরাজেভো নামক

স্থানে এক উগ্রপন্থী বসনিয় ছাত্র দ্বারা নিহত হন। এই হত্যাকান্ডের পিছনে সার্বিয়া সরকারের চক্রান্ত ছিল। ক্রুদ্ধ অস্ট্রিয়া সরকার এজন্য সার্বিয়ার নিকট এক চরমপত্র পাঠাইয়া দুই দিনের মধ্যে কয়েকটি দাবী পূরণের দাবী জানায়। অস্ট্রিয়া সরকার ইহার দ্বারা বারুদের স্তূপে আগুন ধরাইয়া দেয়। সার্বিয়া চরমপত্রের কয়েকটি শর্ত মানিয়া বাকী শর্তগুলি অগ্রাহ্য করিলে, অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার ফলে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়।

সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড

পাঠ্যসূচী

১। Rene Carrie—Diplomatic History of Europe.
২। Fay—Origin of the World War.
৩। Gooch—History of Modern Europe.
৪। Oxford—Genesis of the War.
৫। David Thompson—Europe since Napoleon.

সপ্তবিংশ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভার্সাই সন্ধি (১৯১৪—১৯১৯ খ্রীঃ)

(The First World War and the Treaty of Versaillis, 1914—1919)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ (Causes of the World War I) : ১৮৭১ খ্রীঃ হইতে ১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় চার দশক ইওরোপে কোন বড় ধরনের যুদ্ধ বাধে নাই। একমাত্র বলকানে ১৯১২—১৩ খ্রীঃ দুইটি ছোটখাট যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ১৯১৪ খ্রীঃ অকস্মাৎ ইওরোপে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে। ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে। ১৯১৭ খ্রীঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইহাতে যোগ দেয়। বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশ এই যুদ্ধে যোগ দেয় বলিয়া ইহাকে বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সেরাজেভো নগরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ ও তাঁহার পত্নী সোফিয়াকে "ব্ল্যাক হ্যান্ড" (Black Hand) নামে এক সার্বিয় সন্ত্রাসবাদী দলের দ্বারা হত্যা। এই দলের নির্দেশে এক বসনিয়া ছাত্র অস্ট্রিয় যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীকে হত্যা করে। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশ লইয়া অস্ট্রিয়ার সহিত সার্বিয়ার বিরোধ ছিল। অস্ট্রিয়া ঘোষণা করে যে, সার্বিয় সরকারের সমর্থন পাইয়া ব্ল্যাক হ্যান্ড দল এই হত্যাকান্ড অনুষ্ঠান করিয়াছে। অস্ট্রিয়া সরকার

সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড : সার্বিয়ার নিকট অস্ট্রিয়ার চরমপত্র

সার্বিয়ার নিকট এক চরমপত্র পাঠাইয়া ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাহা পূরণের দাবী জানায়। সার্বিয়া সরকার তাহার কিছু অংশ মানিয়া লইয়া বাকী শর্তগুলি পূরণের জন্য সময় প্রার্থনা করে। কিন্তু অস্ট্রিয়া তাহাতে রাজী না হইয়া ১৯১4 খ্রীঃ ২৮শে জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

জার্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্সের যুদ্ধে যোগদান

এদিকে সার্বো-রুশ চুক্তি অনুসারে সার্বিয়াকে রক্ষা করিতে রাশিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। সুতরাং জার্মানীর বিপক্ষে রুশ সেনা সমাবেশ করা হইলে জার্মানী, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি (১৮৯4 খ্রীঃ) অনুসারে ফ্রান্স, রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেওয়ার উপক্রম করে। ফলে জার্মানী, ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে (৩রা আগষ্ট, ১৯১4 খ্রীঃ)। জার্মান সেনাদল বেলজিয়ামে ঢুকিয়া পড়ে। এদিকে এক আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে ইওরোপের সকল শক্তি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। জার্মানী এই আন্তর্জাতিক আইন ভাঙিয়া ফেলে।

ব্রিটেনের যুদ্ধে যোগদান

ব্রিটেন মনে করিত যে, বেলজিয়ামে কোন বৃহৎ শক্তির অধিকার স্থাপিত হইলে, ব্রিটেনের নিরাপত্তা বিনষ্ট হইবে। জার্মান সেনা বেলজিয়ামে ঢুকিলে ব্রিটেন আশঙ্কিত হয়। তাছাড়া ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি (১৯০4 খ্রীঃ) অনুসারে দুই দেশ জার্মানীর বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিল। জার্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করিলে এই চুক্তি অনুসারে ইংলণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ নেয়। ইংলণ্ড এই দুই কারণে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

বলকানের অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে উপরোক্ত কুটনৈতিক কারণ ছাড়া আরও গভীর কারণ ছিল। নতুবা এত ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও এই যুদ্ধ ১৯১4—১৯১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত চলিত না। ইওরোপের অপূর্ণ ও অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ ইওরোপকে বারুদের স্তূপে পরিণত করে। সেরাজেভোর ঘটনা তাহাতে মাত্র অগ্নি শলাকার কাজ করে। বার্লিন চুক্তি (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা বলকানের জাতিগুলির স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এজন্য ১৮৭৮ খ্রীঃ পর হইতে বলকান একটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়। এদিকে ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদের প্রভাবে বলকান জাতিগুলি তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হয়। ইহার ফলে তুরস্কের বিরুদ্ধে ১৯১২—১৩ খ্রীঃ বলকান যুদ্ধ ঘোষিত হয়। বলকান জাতীয়তাবাদের জন্য ইওরোপে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করে।

সার্বো-বুলগার বিরোধ

(ক) বলকান জাতিগুলির মধ্যে প্রধান ছিল বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া। এই দুইটি দেশ বলকানে নিজ অধিকার স্থাপনের জন্য পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্বে মাতিয়া উঠে। ইতিমধ্যে জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়ার সমর্থনে আগাইয়া আসে। অপর দিকে রাশিয়া সার্বিয়াকে সমর্থন করে। এইভাবে বলকানের জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্বে বৃহৎ শক্তিগুলি জড়াইয়া পড়ে।

(খ) বলকানের দক্ষিণ স্লাভজাতির প্রতিনিধি ছিল সার্বিয়া। বার্লিনের সন্ধি দ্বারা দক্ষিণস্লাভ অধ্যুষিত বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে অষ্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হইলে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্লাভ জাতীয়তাবাদ উদগ্র হইয়া উঠে। সার্বিয়া এই দুইটি প্রদেশ ফিরিয়া পাইবার জন্য রাশিয়ার সহিত অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়। সার্বিয়ায় উগ্র জাতীয়তাবাদীদের চক্রান্তে সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ঘটে।

অষ্ট্রো-রুমানিয়া বিরোধ

বার্লিনের সন্ধির দ্বারা রুমানিয়ার কিছু অংশ রাশিয়ার সহিত যুক্ত হওয়ায়, রুমানিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে, জার্মানীর সহিত যোগ দেয়। এইভাবে বলকানের অপূর্ণ ও অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ পূর্ব ইওরোপে একটি অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করে।

রুশ-রুমানিয়া বিরোধ

এছাড়া জঙ্গী ও অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ পশ্চিম ইওরোপে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স আলসাস ও লোরেণ প্রদেশ দুইটি জার্মানীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ফরাসী জাতি এই দুইটি প্রদেশ স্থায়ীভাবে হারাইতে রাজী ছিল না। সুতরাং যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীকে পরাস্ত করিয়া এই দুইটি স্থান পুনরুদ্ধারের জন্য ফরাসী জাতীয়তাবাদীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তদুপরি সেডানের যুদ্ধের (১৮৭০ খ্রীঃ) পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য ফরাসী জাতি জঙ্গী মনোভাব গ্রহণ করে। জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের এই প্রতিশোধমূলক জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ইওরোপে মহাযুদ্ধ সৃষ্টি করে।

ফ্রান্সের জঙ্গী-জাতীয়তাবাদ: আলসাস-লোরেণের সমস্যা

এছাড়া ইতালী তাহার ঔপনিবেশিক ক্ষুধা মিটাইবার জন্য উত্তর আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ট্রিয়েস্ট ও ট্রেনটিনো প্রভৃতি অঞ্চল ছিল ইতালীর প্রাপ্য। এই স্থানগুলি অধিকারের জন্য ইতালী ক্রমাগত অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে থাকে।

ইতালীর ঔপনিবেশিক ক্ষুধা

উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বিংশ শতকের গোড়ায় প্রবল হইয়া উঠে। প্রতি জাতি মনে করে যে, তাহারাই পৃথিবীতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ। জাতিগত অহংকার বশতঃ প্রতি জাতি অপর সকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, সকল জাতির সমান অধিকারের আদর্শ এই সময় লোপ পায়। একশ্রেণীর সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জাতীয় অহংবাদকে সমর্থন করিয়া বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করেন। ইহার ফলে প্রতি রাষ্ট্র তাহার স্বার্থকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। অপর রাষ্ট্রের কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা দেয়। জাতিগত অহমিকা যুক্তি ও ন্যায় নীতিকে আচ্ছন্ন করে। সিবেল (Sybel), বার্নহার্ডি (Bernhardi) প্রভৃতি লেখকেরা জার্মানীর টিউটনিক জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করেন। ইংলণ্ডে হোমার লী (Homer Lea) এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। অপর দিকে রুশ লেখকরা প্যান স্লাভ জাতির ঐক্যের আদর্শ প্রচার

জাতীয় আত্মম্ভরিতা

করেন। এই স্বার্থপর ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন দেশের মধ্যে গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। জনমত ইহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সংবাদপত্রগুলিও জাতিগত ঘৃণা বিদ্বেষ প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নেয়।

ইওরোপ দুইটি শক্তিজোটে বিভক্ত হইলে ইওরোপে শান্তি সহজে ধ্বংস হয়। বিসমার্কের আমল হইতে জার্মানীকে কেন্দ্র করিয়া ত্রিশক্তি চুক্তি ছিল। কাইজার এই চুক্তিকে পুনর্নবীকরণ করেন। জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালী ছিল ত্রিশক্তি চুক্তির অন্তর্গত। এদিকে বলকানে আধিপত্য লইয়া অস্ট্রিয়ার সহিত রাশিয়ার বিরোধ বাড়ে। এবিষয়ে জার্মানী চুক্তি অনুসারে অস্ট্রিয়ার পক্ষে থাকে। ফলে রাশিয়া জার্মান-বিরোধী পাল্টাজোট গঠনের দরকার বুঝিতে পারে। ফ্রান্স দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ জোট গঠনের চেষ্টায় ছিল। ১৮৯৪ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ দ্বিশক্তি আঁতাত গঠিত হয়। ব্রিটেন একক ও মিত্রহীন থাকা নিরাপদ নয় দেখিয়া জার্মান বিরোধী জোটে যোগ দেয়। ১৯০৪ খ্রীঃ ইঙ্গ-ফরাসী এবং ১৯০৭ খ্রীঃ ইঙ্গ-রুশ চুক্তির দ্বারা ব্রিটেন ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত যোগ দিলে ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হয়। এইভাবে ইওরোপ ত্রিশক্তি চুক্তি ও ত্রিশক্তি আঁতাত এই দুই পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়া যায়। উভয় জোটের মধ্যে জোর অস্ত্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক Langsham এর মতে, "Peace of Europe rested on accident". ইওরোপের শান্তি একটি সরু সুতার দ্বারা ঝুলিতে থাকে। যে কোন দুর্ঘটনায় তাহা ছিঁড়িয়া পড়িলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

দুই শক্তি শিবির গঠন

অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, উপনিবেশ অধিকার লইয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ। ভি. আই. লেনিন Imperialism—the Highest Form of Captalism গ্রন্থে বলেন যে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মূলধনী শ্রেণী দেশের লোকের দরকার অপেক্ষা বেশী মাল কারখানায় উৎপাদন করে। ইহার কারণ হইল যত বেশী মাল বিক্রয় হইবে ততবেশী মুনাফা হইবে। এই বাড়তি মাল বিক্রয়ের জন্য বাজারের দরকার হয়। বাজার দখলের জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদ নীতি নেয়। উপনিবেশ দখল লইয়া যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহার ফলেই যুদ্ধ ঘটে। তাছাড়া যে সকল বুর্জোয়া মিল মালিক সমর-সম্ভার ও অস্ত্র তৈয়ারী করে, যুদ্ধ বাধিলে তাহাদের শিল্পের উন্নতি ঘটে। কোন কোন লেখকের মতে জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব দেরীতে আরম্ভ হয়। কাইজারের আমলে শিল্পের পূর্ণ বিকাশ ঘটিলে জার্মানীতে উদ্বৃত্ত মাল উৎপাদন হইতে থাকে। ইহার ফলে জার্মানী বাধ্য হইয়া উপনিবেশ দখলের চেষ্টা করে। এই কারণে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর বিরোধ দেখা দেয়। কারণ বিশ্বের অধিকাংশ উপনিবেশ ছিল এই শক্তির দখলে।

উপনিবেশ লইয়া জার্মানীর সহিত ইংলণ্ডের দ্বন্দ্ব তীব্র হইয়া উঠিলে কাইজার নৌ নির্মাণ আরম্ভ করেন। ইহাতে ব্রিটেন আশংকা করে যে, জার্মান নৌ শক্তি গঠিত হইলে তাহা ব্রিটেনের সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবে। ইহার ফলে সংকট দেখা দেয়। পরিণামে তাহা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র নীতিকেও বিশেষভাবে দায়ী করা হয়। (বিশদ বিবরণ ষড়বিংশ অধ্যায় পৃঃ ৩৫৬ দ্রষ্টব্য)। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লোয়েস ডিকিনসন এবং লর্ড অক্সফোর্ড প্রভৃতির মতে, কাইজার উইলিয়ামের আগ্রাসী নীতিই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল। কাইজার ক্ষমতা নিজ হাতে লইবার পর প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের মূল নীতি অগ্রাহ্য করেন। তিনি তাঁহার মন্ত্রী ফ্রেডারিখ্ হলষ্টিনের পরামর্শে রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি রি-ইনসিওর্যান্স সন্ধি নাকচ করিয়া দেন। (২) তিনি বলেন যে "আমি ও আমার ৪ মিলিয়ান সৈন্য ছাড়া আর কোনও শক্তিসাম্য স্বীকার করি না।" এইভাবে তিনি শক্তির আস্ফালন করেন। (৩) কাইজার অষ্ট্রিয়াকে বলকানে আগ্রাসন চালাইতে উৎসাহ দেন। তাঁহার স্বরাষ্ট্র সচিব এক সার্কুলার দ্বারা সকল দায়িত্বশীল কর্মচারীদের জানান যে :—(ক) অষ্ট্রিয়া দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। (খ) রাশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে যেন সাহায্য করা হয়। (৪) কাইজার নৌ নির্মাণ আরম্ভ করেন এবং ব্রিটেনের সকর্তবাণী উপেক্ষা করেন। তিনি জার্মান জাতিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে "জার্মানীর ভবিষ্যৎ সমুদ্রের আধিপত্যের উপর নির্ভরশীল" (The future of Germany lies on the sea)। (৫) কাইজার ঔপনিবেশিক নীতি লইয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপনিবেশে হস্তক্ষেপ করেন। (ক) তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বুয়ারদের বিদ্রোহে সমর্থন জানান। (খ) তিনি ফরাসী উপনিবেশ মরক্কোর সুলতানকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। (গ) তিনি প্যান্থার নামক জার্মান যুদ্ধ জাহাজকে মরক্কোর আগাদির বন্দরে পাঠাইয়া দেন। (ঘ) তিনি বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনা করেন, যাহার ফলে ব্রিটেনের ভারত সাম্রাজ্য বিপন্ন হইত।

এই সকল কারণে কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক কাইজার উইলিয়ামের পররাষ্ট্র নীতিকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী বলেন। তবে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে এই মতের মধ্যে অতিশয়োক্তি দেখা যায়। জার্মানীর হস্তক্ষেপ নীতি ও সামরিক শক্তি নিঃসন্দেহে ইওরোপে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করে। কিন্তু ত্রিশক্তি চুক্তি অপেক্ষা ত্রিশক্তি আঁতাতের সামরিক শক্তি ছিল বেশী। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়ার লোকবল, অস্ত্রবল এত বেশী ছিল যে তাহাদের ভয় পাইবার কারণ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা জার্মানীকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়াছিল। আসলে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ারও যুদ্ধের জন্য কম দায়িত্ব ছিল না। ফ্রান্স ১৮৭১ খ্রীঃ হইতে জার্মানীকে আক্রমণের চেষ্টায় ছিল। রুশ মন্ত্রী আইজোভস্কি মনে করিতেন যে, একটি বড় ধরনের যুদ্ধ না বাধাইলে রাশিয়া বার্লিনের সন্ধি ভাঙিতে পারিবে না। ব্রিটেন ছিল খুবই সুবিধাবাদী। ব্রিটেন প্রথমে জার্মানীর সহিত মিত্রতার চেষ্টা করে। তাহা ব্যর্থ হইলে এবং জার্মানী নৌ নির্মাণ আরম্ভ করিলে ত্রিশক্তি আঁতাতে যোগ দেয়। সুতরাং ইওরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থপরতা, নীতিহীনতা ইওরোপকে যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দেয়। এ বিষয়ে জার্মানীর দায়িত্ব থাকিলেও অন্য শক্তিগুলির কম দায়িত্ব ছিল না বলিয়া ঐতিহাসিক Fay মন্তব্য করিয়াছেন।

এই পরিস্থিতিতে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম তাঁহার আগ্রাসী কূটনীতি (Brutal diplomacy) অনুসরণ করেন। তিনি একদিকে অস্ট্রিয়ার আগ্রাসন নীতিকে সমর্থন করেন, অপর দিকে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির পশ্চাতে চক্রান্ত করিতে থাকেন। ইহার ফলে ইওরোপে দারুণ আতংক দেখা দেয়। জার্মানী ছিল ইওরোপের শ্রেষ্ঠ স্থলশক্তি। তাহার লোক ও অস্ত্রবল এবং সম্পদ ছিল সর্বাধিক। এই শক্তি লইয়া জার্মান নেতারা পূর্ব ইওরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেন। এজন্য তাঁহারা অস্ট্রিয়াকে বলকানে আগ্রাসন নীতি গ্রহণে উৎসাহ দেন। অপর দিকে জার্মানী, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের উপনিবেশে গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে। তিনি বুয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিপক্ষে যান। মরক্কোয় ফরাসী উপনিবেশে তিনি হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেন। বার্লিন-বাগদাদ রেল পরিকল্পনা দ্বারা তিনি ভারতের দিকে হাত বাড়াইবার চেষ্টা করেন।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের আগ্রাসী নীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাসমূহ (The Events of the World War I): প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়। স্থলভাগে ইওরোপ মহাদেশ ব্যাপিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। পশ্চিম রণাঙ্গনে, জার্মানী বেলজিয়াম দখল করে। বেলজিয়াম রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের সকল প্রচেষ্টা বিফল হয়। অতঃপর জার্মান সেনাদল বেলজিয়াম ও রাইন সীমান্ত দিয়া ফ্রান্সে বন্যার জলের ন্যায় ঢুকিয়া পড়ে। ফরাসী রাজধানী প্যারিসের ১৫ মাইলের মধ্যে তাহারা আসিয়া পড়ে। ইহার পর ফরাসী বাহিনী সেনাপতি যোসেফ জোফ্রির নেতৃত্বে প্রবল বাধা দেয়। তাহারা প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করিয়া জার্মান বাহিনীকে ফরাসী সীমান্তের বাহিরে ঠেলিয়া দেয়। জার্মান ও ফরাসী বাহিনী ট্রেঞ্চ বা পরিখা খুঁড়িয়া তুমুল যুদ্ধ চালাইতে থাকে।

ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ

ইতিমধ্যে ব্রিটেনের ট্যাংক বাহিনী ফ্রান্সের শক্তি বাড়াইলে, ভার্দুনের যুদ্ধে মিত্রশক্তি জার্মান বাহিনীকে হঠাইয়া দেয়। জার্মানরা ইহার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে সোমের যুদ্ধে মিত্রশক্তির বহু ক্ষয়-ক্ষতি করে। এদিকে ইতালী তাহার নিরপেক্ষতা ছাড়িয়া মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। ইতালীর বিরুদ্ধে অস্ট্রিয় বাহিনী আক্রমণ চালায়। এইভাবে পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকে।

ভার্দুন ও সোমের যুদ্ধ

পূর্ব রণাঙ্গনে, প্রথমে রুশ সেনাদল জার্মানীর গ্যালিসিয়া প্রদেশে ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু বিখ্যাত জার্মান সেনানায়ক হিণ্ডেনবার্গের সহকারী সেনাপতি লুডেনডর্ফ রুশ সেনাদের জার্মানী হইতে ঠেলিয়া দেন। ট্যানেনবার্গ ও অগস্টোভোর যুদ্ধে রুশদের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। ১৯১৫ খ্রীঃ সেনাপতি হিণ্ডেনবার্গের পরিচালনায় জার্মান বাহিনী রাশিয়ার ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া অধিকার করে।

পূর্ব রণাঙ্গনে ট্যানেনবার্গ ও অগাস্টোভোর যুদ্ধ

এদিকে জার্মানীর মিত্র তুরস্ক, দার্দানালিস প্রণালী দিয়া মিত্রশক্তির জাহাজ চলাচল

বন্ধ করিলে মিত্রপক্ষ গ্যালিপোলী আক্রমণ করিয়া শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কী বাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎ-এল-আমারার যুদ্ধে মিত্র বাহিনী বিফল হয়। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সেনা বাগদাদ অধিকার করিতে সমর্থ হয়।

গ্যালিপোলীর যুদ্ধ

সামুদ্রিক যুদ্ধে জার্মান সাবমেরিন বাহিনী মিত্রশক্তির জাহাজগুলির দারুণ ক্ষতি করিতে সমর্থ হয়। ডগারব্যাংক ও হেলিগোল্যান্ডের নৌযুদ্ধে জার্মান ও ইংরাজ নৌ বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। জার্মান নৌবহর ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ফলে তাহারা ইংরাজ নৌবহরের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া চলে।

ডগারব্যাঙ্কের নৌ-যুদ্ধ

যাহা হউক, ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের ফলে বিপ্লবী সোভিয়েত সরকার জার্মানীর সহিত ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি দ্বারা যুদ্ধ ত্যাগ করিলে, পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী বিশেষ সংকটে পড়ে। পূর্ব রণাঙ্গনের জার্মান বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনের সেনাদের সহিত যোগ দিয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আক্রমণ করে। এই সময়ে মিত্র শক্তির পক্ষ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যায়।

ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি

এমিয়েন্স ও ইপ্রেসের স্থল যুদ্ধে জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকিলেও, দীর্ঘকাল একনাগাড়ে যুদ্ধ চলিবার দরুণ জার্মানীর শক্তি ক্ষয় পাইয়া যায়। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাইয়া মিত্রশক্তি নূতন উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করে। মিত্রশক্তির প্রচারের ফলে জার্মানদের মনোবল ভাঙিয়া যায়। অস্ট্রিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি শক্তির পক্ষ লইয়া একা জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ চালান সহজ কাজ ছিল না। এই সময় জার্মানীর গণতান্ত্রিক দল কাইজারের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে, কাইজার স্বদেশ হইতে পলাইয়া যান। জার্মানীতে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়। ১৯১৮ খ্রীঃ এই সরকার মিত্রশক্তির সহিত যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।

জার্মানীর শক্তি ক্ষয় ও পতন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ (Causes of Germany's defeat in the World War I) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে রণপরিকল্পনা, অস্ত্রশস্ত্র, সম্পদ ও লোকবল সকল দিক হইতে জার্মানী মিত্রশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। জার্মানীর কোলন পুল দিয়া প্রতি ১০ মিনিটে একটি করিয়া সামরিক ট্রেন চলিত। জার্মানীর কামান ও ডুবো জাহাজের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তা সত্ত্বেও কেন জার্মানী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাস্ত হয় তাহার ব্যাখ্যা জার্মান সামরিক ইতিহাসকাররা দিয়াছেন।

জার্মানীর যে শক্তি ছিল তাহার দ্বারা স্বল্পকালের যুদ্ধে জার্মানীর জয় ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু জার্মানীর পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভার বহন করা সম্ভব ছিল না।

অপর দিকে ত্রিশক্তি আঁতাতের সম্পদ ও শক্তি এমন ছিল যে, তাহারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভার বহন করিতে পারিত। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাহাদের উপনিবেশগুলি হইতে লোকবল ও অর্থ যোগাড় করে। কিন্তু জার্মানীর পক্ষে এইভাবে শক্তি বৃদ্ধির কোন সুবিধা ছিল না। মিত্রপক্ষ এই কারণে যুদ্ধটিকে বিলম্বিত করে। ইহার ফলে জার্মানীর দম ফুরাইয়া যায়।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জার্মানীর অক্ষমতা

ইঙ্গ-ফরাসী নৌ-বহর সমুদ্রপথে জার্মানীকে অবরোধ করায়, বিদেশ হইতে জার্মানীর পক্ষে সামরিক দ্রব্য ও খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। ভূমধ্যসাগরে ফরাসী নৌবহর এবং উত্তর সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌবহর জার্মান উপকূলকে ঘিরিয়া ফেলে। জার্মান ডুবো জাহাজ বা সাবমেরিন দ্বারা ইংলণ্ডের জাহাজ ডুবাইবার ব্যবস্থা করা হইলেও তাহাতে আশানুরূপ কাজ হয় নাই। তাছাড়া ব্রিটেন সাবমেরিন বিরোধী অস্ত্র আবিষ্কার করিলে সাবমেরিনের আক্রমণ ভোঁতা হইয়া যায়। হেলিগোল্যাণ্ডের নৌ-যুদ্ধে জার্মান নৌবহরের এমন ক্ষয়-ক্ষতি হয় যে, তাহার পর জার্মান নৌবহর ব্রিটিশ নৌবহরকে আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। জলপথে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতা তাহাদের সরবরাহ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। অপরদিকে এই বিষয়ে জার্মানীর দুর্বলতা তাহাকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করে।

জার্মানীর নৌ-শক্তির অভাব : অস্ত্র সরবরাহে বাধা

জার্মানীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ এই ছিল যে, ১৯১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানীকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই রণাঙ্গনে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া দুইটি সীমান্তে যুদ্ধ করিতে হয়। ইহার ফলে কোন সীমান্তে জার্মানী পুরা সেনা সন্নিবেশ করিতে পারে নাই। যদি জার্মানী কূটনীতির দ্বারা, হিটলারের ন্যায় রাশিয়াকে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত, তবে হয়ত গোড়ার দিকে জার্মানীর জয়লাভ সম্ভব হইত। কিন্তু কাইজার ত্রিশক্তি আঁতাতে ভাঙন ধরাইতে পারেন নাই। ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিলে সেই শূন্যস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূরণ করে। মোট কথা মিত্রশক্তির সম্মিলিত শক্তি জার্মানী অপেক্ষা বেশী ছিল।

দুই রণাঙ্গনের যুদ্ধে জার্মান শক্তির বিভক্তি

জার্মানী আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পটু ছিল। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে জার্মানীর জয়লাভ ছিল দুষ্কর। কারণ আক্রমণের সম্মুখে পিছু হটিয়া দাঁড়াইবার মত বেশী জায়গা জার্মানীর ছিল না। যেক্ষেত্রে রাশিয়া তাহার বিরাট এলাকার জন্য পিছু হটিয়া শত্রুকে যুদ্ধের পর যুদ্ধ দিতে পারিত, জার্মানী আক্রান্ত হইলে তাহার এমন স্থান ছিল না যে রাশিয়ার ন্যায় পিছু হটিয়া যুদ্ধ দিতে পারে।

জার্মানীর আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে দুর্বলতা

তাছাড়া পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স জনযুদ্ধ আরম্ভ করে। ফরাসী গণতন্ত্র জার্মানীর নিকট ১৮৭০ খ্রীঃ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর ছিল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মানী ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দিকে আগাইয়া গেলে, ফরাসী জনসাধারণ প্রবল বিক্রমে জার্মান বাহিনীকে হঠাইয়া দেয়। ১৯১৭ খ্রীঃ জার্মানী পুনরায় ফ্রান্স আক্রমণের চেষ্টা করিলে

ফরাসীদের জনযুদ্ধ

ফরাসী জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাধাদানে আগাইয়া আসে। সর্বশেষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের ফলে জার্মানীর পরাজয় নিশ্চিত হয়। মার্কিন দেশ তাহার বিপুল সমর সম্ভার, জনবল সহ মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিলে, দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ জয়ের সকল আশা দূর হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের কারণ (Causes of U. S. A. 's joining the World War I) : ১৮২৩ খ্রীঃ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনরো নীতি (Monroe Doctrine) অনুসরণ করিয়া ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে দূরে থাকে। ১৯১৪ খ্রীঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলেও, মার্কিন দেশ ১৯১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত এই যুদ্ধের আবর্ত হইতে দূরে থাকিয়া নিরপেক্ষতা রাখিয়া চলে। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীঃ ৬ই এপ্রিল মার্কিন দেশ নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তির পক্ষ লইয়া যুদ্ধে নামে।

মার্কিন জাহাজের উপর সাবমেরিন হানা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন দেশের যোগ দেওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল, আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়া নিরপেক্ষ দেশ মার্কিন জাহাজের উপর মহাসমুদ্রে জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণ। মার্কিন দেশ দাবী করিত যে, নিরপেক্ষ মার্কিন দেশ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাহার বাণিজ্য জাহাজ যুদ্ধমান যে কোন দেশে পাঠাইতে পারে। কিন্তু মার্কিন খাদ্য ও অস্ত্র বোঝাই জাহাজগুলি যাহাতে ব্রিটেনে না যাইতে পারে এজন্য জার্মানী তাহা মাঝ সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যাত্রীবাহী বিলাস তরণী লুসিট্যানিয়াকে জার্মান সাবমেরিন আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবাইয়া দিলে মার্কিন দেশের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া যায়। এ বিষয়ে মার্কিন প্রতিবাদপত্র জার্মানী অগ্রাহ্য করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

মার্কিন নিরাপত্তার জন্য শক্তিসাম্য রক্ষা

মার্কিন দেশের যুদ্ধে যোগদানের আরও বহু কারণ ছিল। মার্কিন দেশ মনে করিত যে, ইওরোপে জার্মানীর ন্যায় একটি সামরিক শক্তির একক প্রাধান্য স্থাপিত হইলে, শক্তিসাম্য বিপন্ন হইবে। ফ্রান্সের স্থলশক্তি ও ব্রিটেনের নৌশক্তি ধ্বংস হইলে, জার্মানী মার্কিন শক্তির মুখোমুখি হইবে। সুতরাং ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে সাহায্য দিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য মার্কিন দেশ যুদ্ধে নামে। ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড গ্রে, মার্কিন দেশকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, "আমেরিকার মনে রাখা উচিত যে, আমরা আমাদের এবং আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছি।" মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন মন্তব্য করেন যে, "গ্রে ঠিক কথা বলিয়াছেন।" রাশিয়া ১৯১৭ খ্রীঃ যুদ্ধ ত্যাগ করিলে, জার্মান সেনাদল পূর্ব রণাঙ্গন হইতে আসিয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিরাট চাপ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য মার্কিন দেশ যুদ্ধে যোগ দেয়।

তাছাড়া মার্কিন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইংরাজী ভাষাভাষী এ্যাংলো-স্যাক্সন গোষ্ঠীর লোক ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহাদের পূর্বপুরুষদের মাতৃভূমি ইংলণ্ডের বিপদে

সাহায্যদানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাহারা চাপ দেয়। এছাড়া মার্কিন দেশে জার্মান বিরোধী প্রচার চালাইয়া মিত্র শক্তি মার্কিন জনমতকে ব্রিটেনের অনুকূলে আনে। জনমতের চাপে মার্কিন সরকার তাহার নিরপেক্ষতা নীতি ছাড়িতে বাধ্য হয়।

পিতৃভূমি ইংলণ্ডের প্রতি সমর্থন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের পশ্চাতে মার্কিন দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ বিশেষভাবে ছিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকে সমরসম্ভার ও খাদ্য বিক্রয় করিয়া মার্কিন দেশ ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্যাংকগুলি হইতে যুদ্ধের খরচ চালাইবার জন্য বিরাট পরিমাণ অর্থ ঋণ নেয়। ১৯১৬ খ্রীঃ যুদ্ধের গতি মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে গেলে, মার্কিন শিল্পপতি ও ব্যাংক মালিক শ্রেণী ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরিদর্শনে আসেন। ডেভিশন এবং মর্গান প্রভৃতি বৃহৎ কোম্পানীর মালিকরা আশংকা করে যে, মিত্রশক্তি পরাস্ত হইলে তাহাদের সহিত বাণিজ্য নষ্ট হইবে। যে বিরাট ঋণ মিত্রশক্তি নেয় তাহা পরিশোধ হইবে না। এজন্য মার্কিন ধনকুবেররা মার্কিন সরকারকে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদানের জন্য পরামর্শ দেয়।

মার্কিন বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার চেষ্টা

তাছাড়া জার্মানীর বৈদেশিক মন্ত্রী মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্টকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। এই টেলিগ্রামে জার্মান সরকার মেক্সিকোকে পরামর্শ দেয় যে, মার্কিন দেশ মিত্রশক্তির পক্ষ লইয়া যুদ্ধে যোগ দিলে, মেক্সিকো যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো ও আরিজোনা প্রদেশ অধিকার করে। এই টেলিগ্রামের কথা প্রকাশ হইলে মার্কিন সিনেট ও সংবাদপত্রে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। এই সকল কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দেয়।

মেক্সিকো টেলিগ্রাম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল (The Results of the World War I): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ইহার আগের যে কোন যুদ্ধকে ছাড়াইয়া যায়। প্রায় ২৬ লক্ষ সেনা এই যুদ্ধে মারা পড়ে এবং প্রায় ৭০ লক্ষ লোক আহত হয়। প্রচুর ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়। ফ্রান্স ও জার্মানী এই যুদ্ধে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া যুদ্ধজনিত মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির দরুণ বহু প্রাণহানি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার দীর্ঘকাল পরেও ইওরোপের জীবন স্বাভাবিক হয় নাই। এই যুদ্ধে জার্মানী এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, জার্মানীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যুদ্ধ ফেরৎ জার্মান সেনাদল বেকার হইয়া পড়ে। কল-কারখানাগুলি মন্দার দরুণ বন্ধ হইয়া যায়। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ জিনিসপত্রের দাম ভয়ানক বাড়িয়া যায়। জার্মান মুদ্রা মার্কের দাম ভয়ানক কমিয়া গেলে জার্মানীর অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু হইয়া পড়ে।

যুদ্ধে প্রাণহানি, ক্ষয়ক্ষতি ও মুদ্রাস্ফীতি

বৈষয়িক ক্ষতি ও জীবনহানি ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দারুণ নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। প্রথমতঃ, যুদ্ধের সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র মিথ্যা প্রচার চালায়। তাহারা শত্রুর ক্ষতিকে



এডলফ হিটলার



বেনিটো মুসোলিনী



উইনস্টন চার্চিল



যোসেফ স্ট্যালিন

বাড়াইয়া নিজেদের ক্ষতিকে কমাইয়া দেখায়। যুদ্ধের জন্য শত্রুপক্ষই একমাত্র দায়ী এইরূপ মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করা হয়। সরকারী স্তরে মিথ্যা প্রচার জনজীবনের নীতিবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরও জনসাধারণ 'আমরা' ও 'তাহারা' (We and They), মিত্রশক্তি ও শত্রুশক্তি এই মনোভাব বেশ কিছুদিন ছাড়িতে পারে নাই। সংবাদপত্র গুলিও এই মিথ্যা প্রচারের শিকার হয়। মানবতাবোধ, সহিষ্ণুতা এবং শান্তিবাদ ফিরিয়া আসিতে যথেষ্ট সময় লাগে।

নৈতিক অবক্ষয় : মিথ্যা প্রচার

রাজনৈতিক দিক হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাহারা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। ইহার ফলে মিত্রশক্তি তাহাদের পূর্ব ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। একদা বিশ্বে ইঙ্গ-ফরাসী দেশ দুইটি ছিল প্রধান শক্তি। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির দরুণ তাহারা বিশ্বের অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়। ইহাদের স্থলে মার্কিন দেশ ও বলশেভিক রাশিয়া বিশ্ব রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির হাত হইতে বিশ্ব রাজনীতির চাবিকাঠি হাতছাড়া হয়।

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির বিশ্ব আধিপত্য নাশ ; মার্কিন দেশ ও রাশিয়ার উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানীতে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই যুদ্ধের পর জার্মানীর নব প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রী সরকার জার্মানীতে মজবুত শাসন স্থাপনে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত এডলফ হিটলার নামে এক ব্যক্তি জার্মান প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া জার্মানীর উপর নাৎসী একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। হিটলার ভার্সাই সন্ধিকে নস্যাৎ করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে বিশ্বকে আগাইয়া দেন।

জার্মানীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপন

রাশিয়ার জার সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়া মহাভুল করে। জারতন্ত্র তাহার স্বৈরাচারী শাসনের জন্য রুশ জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার সেনাদলের পরাজয় ঘটিলে, জারের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। জার বাধ্য হইয়া চতুর্থ ডুমার অধিবেশন ডাকেন। ডুমার অধিবেশন ডাকার অর্থই ছিল জারের স্বৈরতন্ত্রের বিফলতা স্বীকার করা। ডুমার নির্দেশে জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করেন। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান হয়। জারতন্ত্রের পতনের ফলে রাশিয়ায় একটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র কিছু দিনের জন্য স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার পশ্চাতে শ্রমিক, কৃষকদের সমর্থন না থাকায়, এই প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া রাশিয়ার বলশেভিক দল সমাজতন্ত্র স্থাপন করে। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনের সুযোগ করিয়া দেয়।

বলশেভিক বিপ্লব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তি জার্মানীর আক্রমণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রীঃ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। ভারতের আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়।

ঔপনিবেশিক দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন

সামাজিক দিক হইতে দেখা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সাধারণভাবে নারী ও শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ঘটে। যুদ্ধের সময় পুরুষেরা যুদ্ধে যোগ দিলে গৃহবধূরা গৃহকোণ ছাড়িয়া অফিসে, বিদ্যালয়ে, ক্ষেতে, খামারে, কারখানায় কাজ করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ শেষ হইবার পর আর নারীরা গৃহের বন্ধ জীবনে ফিরিয়া যায় নাই। ইওরোপে তাহারা পুরুষের পাশাপাশি মাথা উঁচু রাখিয়া চলিতে আরম্ভ করে। ইওরোপের শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধের সময় তাহাদের শক্তির কথা বুঝিতে পারে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, শ্রমিক কলে, কারখানায় কাজ করিলে তবেই যুদ্ধের মারণাস্ত্র নির্মিত হয়; সাধারণ লোকের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। শ্রমিকের শ্রমের দ্বারাই রাষ্ট্রের সম্পদ উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলি শ্রমিকের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে তাহাদের সচেতন করে। রুশ বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণী লাভবান হইলে, অন্যান্য দেশেও শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রকে আইন রচনা করিতে হয়। শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা বাড়ে।

নারী মুক্তি

শ্রমিক জাগরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে প্রতি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে জনমতের প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। অতীতে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের আগ্রহ কম ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর লোকে বৈদেশিক নীতির গুরুত্ব বুঝিতে পারে। সংবাদপত্রের প্রসারের ফলে লোকে বৈদেশিক ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। ইহার ফলে গোপন কূটনীতির (Secret diplomacy) স্থলে খোলা কূটনীতির প্রচলন হয়। এছাড়া বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চাপে বিশেষ অগ্রগতি ঘটে। যুদ্ধের প্রয়োজনে এই আবিষ্কারগুলি ত্বরান্বিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আকাশ পরিবহণ ও আকাশ পথে যুদ্ধের সূচনা হয়। ফলে বিমান নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লব ঘটে।

জনমতের, সংবাদ-পত্রের প্রভাব বৃদ্ধি

উইলসনের চৌদ্দ দফা (The Fourteen Points of Wilson): ১৯১৮ খ্রীঃ মিত্রশক্তি উপলব্ধি করে জার্মানীর পতন আসন্ন হইয়াছে। এই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ৮ই জানুয়ারী, ১৯১৮ খ্রীঃ মার্কিন কংগ্রেসের নিকট তাঁহার শান্তি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ইহার নাম ছিল চৌদ্দ দফা শর্ত (Fourteen Points)। এই চৌদ্দ দফায় উইলসন বলেন যে, নিম্নলিখিত নীতির উপর নির্ভর করিয়া জার্মানী ও তাহার মিত্রদেশগুলির সহিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে।

চতুর্দশ নীতি

(১) গোপন কূটনীতির স্থলে খোলাখুলিভাবে শান্তি চুক্তির শর্ত আলোচনা করা হইবে। কোন গোপন চুক্তিকে সন্ধির শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা হইবে না। (২) মহাসমুদ্রে নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকারকে স্বীকার করা হইবে। (২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকল দেশের অবাধ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হইবে। (৪) প্রতি দেশের অস্ত্র হ্রাস করিয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিতে হইবে। (৫) স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে উপনিবেশগুলির উপর

শর্তসমূহ

বিভিন্ন দেশের দাবী সম্পর্কে বিচার করা হইবে। (৬) রাশিয়ার অধিকৃত স্থানগুলি রাশিয়াকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। (৮) ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারের জন্য ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। (৯) ইতালীর জাতীয়তাবাদী আশা অনুযায়ী ইতালীর জাতীয় সীমান্ত নির্ধারণ করা হইবে। (১০) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যের জনগণকে স্বায়ত্ব শাসনের সুযোগ দেওয়া হইবে। (১১) বলকান রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা দান করা হইবে। সার্বিয়ার ভূখণ্ডকে সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। (১২) তুরস্কের সুলতানের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জাতিগুলিকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেওয়া হইবে এবং দার্দানালিস প্রণালীকে আন্তর্জাতিক জলপথ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। (১৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম পোল্যাণ্ড স্থাপন করা হইবে এবং স্বাধীন পোল্যাণ্ডকে সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। (১৪ ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য বিভিন্ন জাতিগুলির সমবায়ে একটি সংঘ স্থাপন করা হইবে।

চতুর্দশ নীতির গুরুত্ব

চতুর্দশ দফায় ১—৫ নং শর্তগুলি ছিল সাধারণ শর্ত এবং সকল দেশের প্রতি প্রযোজ্য। ইহার দ্বারা উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি যথা, গোপন চুক্তি, ঔপনিবেশিক বিরোধ, বাণিজ্য শুল্ক লইয়া বিরোধ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা প্রভৃতি দূর করার চেষ্টা করেন। ৬—১৪ নং শর্তগুলির দ্বারা উইলসন বিশেষ বিশেষ দেশের অসন্তোষের কারণ দূর করার চেষ্টা করেন। ১৪ নং শর্ত দ্বারা জাতি সংঘ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। উইলসন চতুর্দশ দফা ছাড়া আরও কয়েকটি ঘোষণায় বলেন যে, চূড়ান্ত শান্তি চুক্তি রচনার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন :— (১) প্রতি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষের উপর নিরপেক্ষ বিচার করা হয় এবং (২) যেন ভবিষ্যতে কোন অশান্তির কারণ সৃষ্টি না হয়। উইলসন আশা প্রকাশ করেন যে, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইবে মানব জাতির শেষ যুদ্ধ। পৃথিবীতে আর এইরূপ যুদ্ধ ঘটিবে না।"

চতুর্দশ দফার বৈশিষ্ট্য

মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসনের উল্লিখিত চতুর্দশ শর্তগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ, ইহাতে পরাজিত জার্মানীর উপর কোন শাস্তি বা প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ছিল না। বরং ইহার সারমর্ম এই ছিল যে, শান্তিচুক্তি এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যেন পরাজিত দেশগুলির মনে অসন্তোষ না জন্মা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর নিকট হইতে বিজয়ী দেশগুলি ক্ষতিপূরণ লইবে, এমন কথা ইহাতে ছিল না। তৃতীয়তঃ, একমাত্র জার্মানীকেই নিরস্ত্রীকরণ করা হইবে একথা চতুর্দশ দফায় বলা হয় নাই। সকল শক্তির অস্ত্র হ্রাসের কথা ইহাতে বলা হয়। চতুর্থতঃ, ইওরোপের সকল জাতির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া ইওরোপের পুনর্গঠনের কথা বলা হয়। এক জাতি ও এক রাষ্ট্র ছিল চতুর্দশ দফার মূল সূত্র (Doctrine of one nation, one state)। পঞ্চমতঃ, বিজয়ী দেশগুলির একাধিপত্য স্থাপন করার কোন ইঙ্গিত ইহাতে ছিল না। চৌদ্দ দফার পশ্চাতে মার্কিন স্বার্থরক্ষার নীতিও নিহিত ছিল। ইওরোপে শক্তিসাম্য স্থাপন করিয়া মার্কিন দেশ তাহার নিরাপত্তাকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করে।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন, ১৯১৯ খ্রীঃ (The Congress of Paris, 1919) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত জার্মানী ও তাহার মিত্রশক্তিগুলির সহিত শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহূত হয়। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে পৃথিবীর মোট ৩২টি দেশের প্রতিনিধি যোগ দেয়। প্রতিনিধিদের দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা মিত্র দেশ (The Allies) এবং সহকারী দেশ (Associated Powers)। মিত্রদেশগুলির মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী ও জাপান ছিল প্রধান। যাহা হউক, প্যারিসের শান্তি বৈঠকে প্রধান সিদ্ধান্তগুলি শেষ পর্যন্ত তিন প্রধানের উপর বর্তায়। এই তিন প্রধান ছিলেন ফরাসী মন্ত্রী ক্লেমাঁসু, ব্রিটেনের মন্ত্রী লয়েড জর্জ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন। ইঁহাদের মধ্যে উইলসন ছিলেন কিছুটা আদর্শবাদী ; ক্লেমাঁসু ছিলেন বাস্তববাদী এবং লয়েড জর্জ ছিলেন সুবিধাবাদী। উইলসন ইওরোপের পুনর্গঠনে যে আদর্শবাদ প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, তাহা ক্লেমাঁসুর বাস্তববাদে ধাক্কা খায়। উইলসন অবশ্য কুটনীতি ও দৃঢ়তায় কম ছিলেন না। কিন্তু ক্লেমাঁসুর ব্যক্তিত্ব ও লৌহ সুলভ দৃঢ়তার নিকট তিনি অনেক ক্ষেত্রে আপোষ নীতি লইতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত তিন প্রধান যে নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া সন্ধি চুক্তি রচনায় একমত হন তাহা হইল :—(১) জার্মানীকে সন্ধি দ্বারা এমনভাবে দুর্বল করিয়া রাখা হইবে, যাহার ফলে ভবিষ্যতে জার্মানী ইওরোপে সামরিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ না করিতে পারে। (২) জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসারে মধ্য ও পূর্ব ইওরোপের পুনর্গঠন করা হইবে। (৩) এজন্য তুর্কী, রুশ ও হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যকে ভাঙিয়া ফেলা হইবে। (৪) ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য চেষ্টা করা হইবে। (৫) ইওরোপে যাহাতে কোন শক্তি একক প্রাধান্য না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইবে।

প্যারিসের সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলি

উপরোক্ত নীতি অনুসারে নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি প্যারিসের শান্তি বৈঠকে রচিত হয়, যথা, জার্মানীর সহিত ভার্সাইয়ের সন্ধি, অষ্ট্রিয়ার সহিত সেন্ট জার্মেইনের সন্ধি, হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়াননের সন্ধি, বুলগেরিয়ার সহিত নিউলীর সন্ধি এবং তুরস্কের সহিত সেভরের সন্ধি।

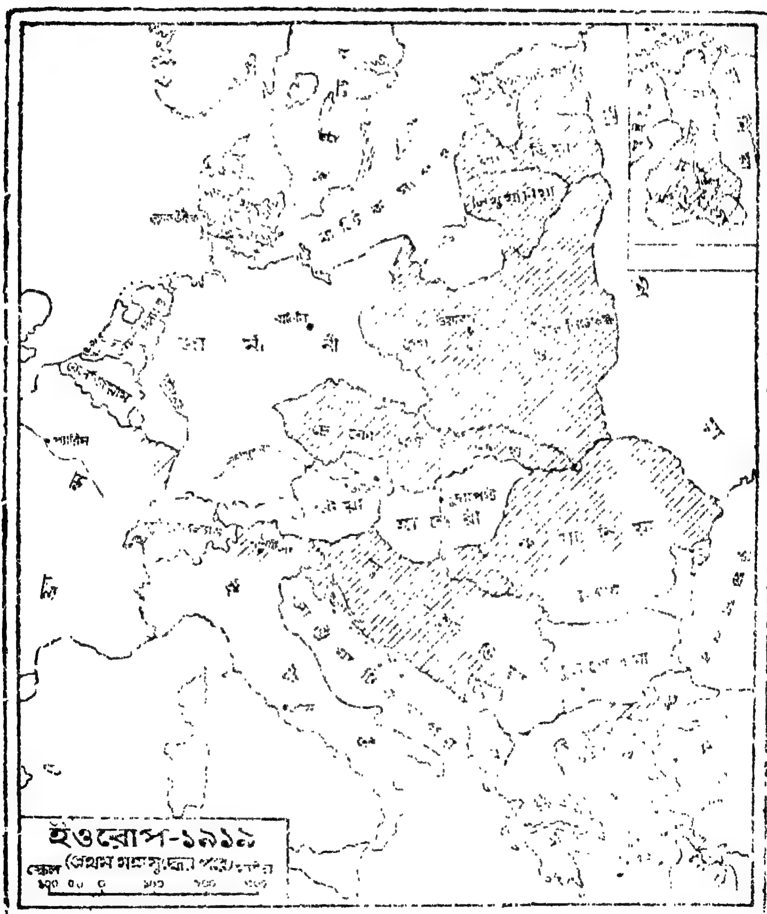
ভার্সাই-এর সন্ধি, ১৯১৯ খ্রীঃ (The Treaty of Versailles, 1919) : মিত্রশক্তির মতে জার্মানী ছিল যুদ্ধ অপরাধী। সুতরাং সন্ধির শর্ত আলোচনার জন্য জার্মানীকে কোন সুযোগ না দিয়া একতরফাভাবে জার্মানীর উপর ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি চাপাইয়া দেওয়া হয়। শান্তি সম্মেলনে জার্মান প্রতিনিধিদলকে প্রতীক যুদ্ধবন্দী হিসাবে গণ্য করা হয়। জার্মান প্রতিনিধিদলকে প্রহরীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া সন্ধি স্বাক্ষর করিতে আনা হয় এবং সন্ধি স্বাক্ষরের পর তাহাদের প্রহরার অধীনে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়।

জার্মানীর প্রতি দুর্ব্যবহার

(ক) ভার্সাই সন্ধির ভৌগোলিক শর্তগুলি দ্বারা স্থির হয় যে :—(১) ঐতিহাসিক

ন্যায় বিচার নীতি অনুসারে, জার্মানী ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ ফিরাইয়া দিবে। (২) বেলজিয়ামকে ইউপেন, মরিসনেট ও ম্যালমেডি নামক জেলাগুলি জার্মানী ছাড়িয়া দিবে। (৩) ডেনমার্ককে শ্লেজভিগ প্রদেশ জার্মানী ফিরাইয়া দিবে। গণভোটের দ্বারা শ্লেজভিগ প্রদেশের জনমত যাচাই করা হইলে দক্ষিণ শ্লেজভিগ জার্মানীর সহিত যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। (৪) জার্মানী মেমেল অঞ্চল লিথুয়ানিয়াকে ছাড়িয়া দেয়। (৫) জার্মানীর পূর্ব

ভৌগোলিক শর্তাবলী



সীমান্তে পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া, পোল্যাণ্ডকে জার্মানী ছাড়িয়া দেয়। (৬) ঐতিহাসিক ন্যায় বিচার অনুসারে স্বাধীন ও সার্বভৌম পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। (৭) স্বাধীন পোল্যাণ্ড যাহাতে সমুদ্রের সহিত যুক্ত হয়, এজন্য জার্মানীর মধ্য দিয়া একটা যোগাযোগকারী রাস্তা (corridor) পোল্যাণ্ডকে জার্মানী ছাড়িয়া দেয়। (৮) জার্মান বন্দর ডানজিগ জাতিসংঘ অধিগ্রহণ করে। জাতিসংঘ এই বন্দর

পোল্যাণ্ডকে ব্যবহার করিতে দেয়। (৯) জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে সাইলেশিয়া প্রদেশটিকে গণভোটের দ্বারা তিন ভাগ করা হয়। একাংশ জার্মানীর সহিত যুক্ত থাকে, অপরাংশ চেকোশ্লোভাকিয়া এবং তৃতীয় অংশ পোল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত হয়।

(খ) ভার্সাই সন্ধির ঔপনিবেশিক শর্ত অনুসারে আফ্রিকা ও দূর প্রাচ্যের উপনিবেশগুলির উপর জার্মানীর অধিকার লোপ করা হয়। জার্মানীর দূর প্রাচ্যের উপনিবেশগুলি জাপানকে দেওয়া হয়। জার্মানীর অন্যান্য উপনিবেশগুলি জাতিপুঞ্জ অধিগ্রহণ করিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে ম্যাণ্ডেট হিসাবে শাসন করিতে দেওয়া হয়।

ঔপনিবেশিক শর্তাবলী

(গ) ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তগুলি দ্বারা জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। যুদ্ধের দরুণ মিত্রশক্তির ক্ষতিপূরণের জন্য জার্মানীর উপর ক্ষতিপূরণ চাপাইয়া দেওয়া হয়। (১) ফ্রান্সের কয়লাখনিগুলির ক্ষতি করিবার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে জার্মানীর কয়লাসমৃদ্ধ অঞ্চল সার উপত্যকা ফ্রান্সকে ১৫ বৎসরের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৫ বৎসর পর সার জেলার ভাগ্য গণভোটে স্থির হইবে বলা হয়। (২) যুদ্ধে মিত্রশক্তির যে ক্ষতি হয় তাহার দরুণ মিত্রশক্তিকে অর্থের দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে জার্মানীকে বলা হয়। (৩) রাইন নদীকে আন্তর্জাতিক অধিকারে আনা হয়। (৪) মিত্রশক্তিকে কয়লা, কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করিতে জার্মানীকে বাধ্য করা হয়। (৫) ভার্সাই সন্ধির ২৬৪ ধারায় বলা হয় যে মিত্রশক্তির দ্বারা উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য জার্মানীর বাজারে মিত্রশক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

অর্থনৈতিক শর্তাবলী

(ঘ) ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম অনুচ্ছেদে সামরিক শর্তগুলির উল্লেখ করা হয়। জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া জার্মানীর সামরিক শক্তি ধ্বংস করার ব্যবস্থা হয়। (১) জার্মানীর স্থল, জল ও বিমান বাহিনীকে বিলুপ্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। (২) জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীকে বরখাস্ত করা হয়। (৩) জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা, বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে যোগদান ব্যবস্থা লোপ করা হয়। (৪) হেলিগোল্যাণ্ডের নৌঘাঁটি বিলুপ্ত করা হয়। (৫) ভবিষ্যতে জার্মানীকে সমরাস্ত্র নির্মাণ করিতে নিষেধ করা হয়। (৬) জার্মান যুদ্ধ জাহাজগুলিকে ইংলণ্ডের হাতে তুলিয়া দিতে বলা হয়। (৭) রাইন নদীর পশ্চিম তীরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে সকল জার্মান দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি ভাঙিয়া ফেলার আদেশ দেওয়া হয়। (৮) এই সামরিক শর্তগুলি কার্যকরী করার জন্য জার্মানীতে মিত্রপক্ষের সেনাদল রাখা হয়।

সামরিক শর্তাবলী

(ঙ) এছাড়া জার্মান সম্রাট কাইজার ও তাহার সেনাপতিদের যুদ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের বিচার করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। (২) ভার্সাই সন্ধির প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয় যে শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একটি জাতি সংঘ স্থাপন

অন্যান্য শর্তসমূহ

করা হইবে। এজন্য একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা হইবে। এছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন স্থাপন করা হইবে।

জার্মান জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা ভার্সাই সন্ধিকে একটি "জবরদস্তি সন্ধি" (Dictated Peace) বলিয়া অভিহিত করেন। শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী জার্মান প্রতিনিধিদের সন্ধির শর্ত আলোচনার অধিকার না দিয়া এবং জার্মান প্রতিনিধিদলের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া, এই সন্ধি জার্মানীর উপর একতরফাভাবে চাপাইয়া দেওয়া হয়। পরাজিত শক্তির প্রতি ন্যায় ও সুবিচার প্রদর্শন করিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা অর্জনের জন্য কোন চেষ্টা বিজেতারা করে নাই। যদিও উইলসন ঘোষণা করেন যে, "বিজয়ীর সন্ধি স্থাপন করা হইবে না।" (There will be a peace without victory) তবুও ভার্সাই সন্ধির ছত্রে ছত্রে বিজয়ী শক্তিগুলির ক্ষমতার আস্ফালন লিখিত ছিল। পরাজিত জার্মানীর প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টার জন্য চাপা পড়িয়া যায়। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ জার্মানীকে শাসাইয়া বলেন যে, "যদি জার্মানী ভার্সাই শহরে সন্ধি স্বাক্ষর করিতে রাজী না হয় তবে তাহাকে বার্লিনে বসিয়া এই সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করা হইবে।" উইনষ্টন চার্চিল এই সন্ধির শর্তগুলিকে 'পাগলামি' '(Insane)' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

একতরফা সন্ধি

ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, এই সন্ধির পশ্চাতে ন্যায় নীতি (Equity) ও পারস্পরিক সুবিধা নীতি (Reciprocity) আদপেই ছিল না। (ক) জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা করা হইলেও, ইতিহাস ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে অন্যান্য শক্তিগুলি এই যুদ্ধের জন্য কম দায়ী ছিল না। (খ) ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর অস্ত্র হ্রাস করা হইলেও বিজয়ী শক্তিগুলি তাহাদের সমর সম্ভার অক্ষুন্ন রাখে। ইহার দ্বারা ন্যায় বিচার নষ্ট হয়। জার্মানীর ন্যায় এক বৃহৎ রাষ্ট্রকে এক ক্ষুদ্র পুলিশ বাহিনী রাখিতে দেওয়া হয়। তাহার স্থল, জল, বিমান বাহিনী নষ্ট করিয়া সামরিক দম্ভ উৎপাটন করা হয়।

ন্যায় নীতির অভাব

জার্মানীর ন্যায় একটি বৃহৎ দেশকে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা যেরূপভাবে অসামরিকীকরণ, উপনিবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল। মিত্রশক্তি তাহাদের উপনিবেশগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জার্মানীর উপনিবেশগুলি বাজেয়াপ্ত করে। লীগের বেনামীতে তাহারা সেই উপনিবেশ দখল করে। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর অধিবাসীদের পিতৃভুমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়। এই কারণে দেশপ্রেমিক জার্মানরা বলেন যে, ভার্সাই সন্ধি ছিল একটি 'রক্তাক্ত সন্ধি' এবং 'ম্যাকিয়াভেলীর সন্ধি'। এই সন্ধির ছত্রে ছত্রে পক্ষপাত নীতি এবং বৈষম্যের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ ছিল।

প্রতিশোধ নীতি

উইলসনের চতুর্দশ দফা ছিল মিত্রশক্তিরই প্রস্তাব। এই চতুর্দশ দফা গ্রহণ করিয়া

জার্মানী অস্ত্র সমর্পণ করে। কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে চতুর্দশ দফাকে অগ্রাহ্য করা হয়। জার্মান লেখকদের মতে, এই কাজ ছিল বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

চতুর্দশ দফা ভঙ্গ

(ক) চতুর্দশ দফায় জার্মানী ক্ষতিপূরণ দিবে এমন কোন শর্ত ছিল না। কিন্তু ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর উপর এক বিরাট অংকের ক্ষতিপূরণ চাপাইয়া দেওয়া হয়। যদিও জার্মানী ছিল পরাজিত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, তবুও জার্মানীকে এই বিরাট পরিমাণ অর্থ দিতে বলা হয়। (খ) চতুর্দশ দফার ১—৪ ধারায় শর্তগুলি ভার্সাই সন্ধিতে প্রয়োগ করা হয় নাই। (গ) চতুর্দশ দফায় সকল শক্তির নিরস্ত্রীকরণের কথা বলা হইলেও, ভার্সাই সন্ধির দ্বারা কেবলমাত্র জার্মানীকে নিরস্ত্রীকৃত করা হয়। চতুর্দশ দফায় 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতি ঘোষিত হইলেও জার্মানীর কোন কোন অংশকে জার্মান অধিবাসীসহ জার্মানী হইতে ব্যবচ্ছেদ করা হয়।

ইওরোপের পুনর্গঠনে সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ নীতি অনুসরণ করা হইলেও জার্মানীর ক্ষেত্রে তাহা ভঙ্গ করা হয়। সার অঞ্চলের জার্মান অধিবাসীদের ফ্রান্সের অধীনে রাখা হয়। শ্লেজভিগের জার্মানরা ডেনমার্কের অধীনে চলিয়া যায়। ইউপেন, ম্যামেডি ও মরিসনেটের জার্মানরা বেলজিয়ামের অধীনে যায়। পশ্চিম প্রাশিয়ার জার্মান অধিবাসী ও ডানজিগের জার্মানদের পোল্যাণ্ডের অধীনে, সুদেতেন জেলার জার্মানদের চেকোশ্লোভাকিয়ার অধীনে স্থাপন করা হয়। এইভাবে বহু জার্মানকে পিতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য দেশে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়। জার্মান ভাষাভাষী অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। জার্মান লেখকদের মতে, ভার্সাই সন্ধি ছিল একটি পক্ষপাতদুষ্ট, একতরফা সন্ধি।

জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রতি অবিচার

ভার্সাই সন্ধির সমর্থনে গ্যাথোর্ন হার্ডি[১] প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা কিছু কিছু যুক্তি দেখান। তাঁহারা বলেন যে, ইতিহাসে দেখা যায় প্রতি যুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তি বিজিতের উপর সন্ধি চাপাইয়া দেয়। সেই অর্থে প্রতি সন্ধি হইল চাপাইয়া দেওয়া, জবরদস্তি সন্ধি। ভার্সাই সন্ধিও একই নিয়মে রচিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার উপর জার্মানী নিজেই ১৯১৭ খ্রীঃ ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি চাপাইয়া দেয়। সুতরাং ভার্সাই সন্ধি একতরফা সন্ধি হইলে জার্মানীর আপত্তি করা অন্যায়। চতুর্দশ দফায় ক্ষতিপূরণের উল্লেখ না থাকিলেও, ল্যান্সিং নোট (Lanshing Note) দ্বারা (৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রীঃ) মার্কিন বিদেশমন্ত্রী জার্মানীকে জানাইয়া দেন যে, জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। জার্মানী যুদ্ধে জয়লাভ করিলে মিত্রশক্তির উপর ভার্সাই সন্ধি হইতে কম কঠোর সন্ধি স্থাপন করিত না।

ভার্সাই সন্ধির সমর্থনে যুক্তি

ভার্সাই সন্ধির বিপক্ষে এবং ইহার সমর্থনে যাহাই বলা হোক না কেন, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা এই সন্ধির কয়েকটি ত্রুটি নির্দেশ করেন। প্রথমতঃ, এই সন্ধির পশ্চাতে

১. Gathorn Hardy—Short History of International Affairs.

মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু করিয়া রাখা। জার্মানীর প্রতি ন্যায় বিচার করা অপেক্ষা, জার্মানীকে দুর্বল করিয়া রাখার লক্ষ্যটিই গ্রহণ করা হয়। এই কারণে জার্মানীর কয়লা, লোহা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ গ্রহণ করিয়া, জার্মানীকে ক্ষমতাহীন করিয়া ফেলা হয়। অর্থনৈতিক দিক হইতে বিধ্বস্ত জার্মানীর উপর ক্ষতিপূরণের একটি বিরাট বোঝা চাপান হয়। ইহার ফল এই হয় যে, জার্মান জাতি ভার্সাই সন্ধিকে অন্যায় মনে করিয়া শীঘ্রই ইহা ভাঙিয়া ফেলে। রাইকার নামক ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, হংসীকে খাদ্য না দিয়া তাহার নিকট স্বর্ণডিম্ব প্রত্যাশা করা যেমন অবাস্তব ; জার্মানীর কয়লা, লোহা প্রভৃতি সম্পদ অধিগ্রহণ করিয়া, তাহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা ছিল অবাস্তব। জার্মানদের পিতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্যদেশে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ফলে শীঘ্রই আন্তর্জাতিক গোলমাল দেখা দেয়। জার্মানী তাহার নাগরিকদের জার্মানভূমিতে ফিরাইয়া দিতে দাবী জানায়। জার্মান সংখ্যালঘুরা পিতৃভূমিতে ফিরিয়া আসার জন্য দারুণ গোলযোগ সৃষ্টি করে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ ভার্সাই সন্ধিতে অংকুরিত হয়। তাছাড়া, সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত কোন আলোচনা না করিয়া রুশ-পোলিশ, রুশ-চেক ও রুশ-বাল্টিক সীমান্ত স্থির করায়, রাশিয়াও ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা করে। ১৯৩৯ খ্রীঃ রুশ-জার্মান সহযোগিতায় ভার্সাই চুক্তি ভাঙিয়া ফেলা হয়।

ভার্সাই সন্ধির মূল ত্রুটিসমূহ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অন্যান্য শান্তিচুক্তি সমূহ (Other Peace Treaties after the World War I) : (i) প্যারিসের শান্তি বৈঠকে অস্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট জার্মেইন এন লাই (St. Germain en Lye)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া নিম্নলিখিত শর্ত স্থির করা হয়। (১) হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও তুরস্কের স্বাধীনতা অস্ট্রিয়া স্বীকার করে। আগে এই দেশগুলির কিছু কিছু অংশ হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (২) এই সন্ধির ৮০নং ধারায় বলা হয় যে, অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর সহিত যুক্ত করা যাইবে না। (৩) দক্ষিণ টাইরল, ডালমাশিয়া ও ট্রিয়েষ্ট ইতালীকে অস্ট্রিয়া ছাড়িয়া দেয়। (৪) এছাড়া অস্ট্রিয়া, রুমানিয়াকে বুকোভিনা, যুগোশ্লাভিয়াকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা এবং পোল্যাণ্ডকে গ্যালিসিয়া ছাড়িয়া দেয়। (৫) কেবলমাত্র জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া অস্ট্রিয়া পুনর্গঠিত হয়। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ করা হয়। (৬) যুদ্ধের দরুণ মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে অস্ট্রিয়াকে বাধ্য করা হয়।

সেণ্ট জার্মেইন চুক্তি

(ii) বুলগেরিয়ার সহিত নিউলীর সন্ধি (Treaty of Neuilly) ১৯১৯ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে বুলগেরিয়া (১) ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ যুগোশ্লাভিয়াকে ছাড়িয়া দেয়। (২) গ্রীসকে পশ্চিম থ্রেস এবং রুমানিয়াকে দোবরুজা ছাড়িয়া দেয়। (৩) মিত্রশক্তিকে বুলগেরিয়া অর্ধ লক্ষ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। (৪) বুলগেরিয়ার অস্ত্র হ্রাস করা হয়।

নিউলির চুক্তি

(iii) হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়াননের (Trianon) ১৯২০ খ্রীঃ সন্ধি স্বাক্ষর করা হয়। এই সন্ধি অনুসারে : (১) শ্লোভাকিয়া অঞ্চল চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। (২) ট্রানসিলভানিয়া যুক্ত হয় রুমানিয়ার সহিত। (৩) ক্রোশিয়া যুক্ত হয় যুগোশ্লাভিয়ার সহিত। (৪) হাঙ্গেরীর অস্ত্র ও সৈন্যদল হ্রাস করা হয়। (৫) মিত্রশক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হাঙ্গেরীকে বাধ্য করা হয়।

ট্রিয়াননের চুক্তি

(iv) তুরস্কের সহিত সেভ্রের (Sevres) সন্ধি ১৯২০ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু তুর্কীরা এই সন্ধির শর্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, ল্যাসেনের (Lausanne) সন্ধি ১৯২৩ খ্রীঃ দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে : (১) তুরস্কের সার্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হয়। (২) স্মার্ণা, কনস্টান্টিনোপল ও পূর্ব থ্রেস তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (৩) মধ্য প্রাচ্যের আরব রাজ্য, জোর্ডান, প্যালেস্টাইন, মেসোপোটামিয়া, সিরিয়া, হেজাজ তুরস্কের অধিকার হইতে মুক্ত করিয়া লীগের অধীনে ইঙ্গ-ফরাসী ম্যানডেটে পরিণত করা হয়। (৪) দার্দানালিশ প্রণালী ও বসফোরাস উপসাগরকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সেভরের চুক্তি

পাঠ্যসূচী

১। S. B. Fay—Origins of the World War.
২। Gooch—Before the War.
৩। Albertini—The Origins of the War of 1914.
৪। Seton Watson—A Study in the Origin of the Great War.
৫। Cruttwell—History of the Great War.
৬। Halvey—The Era of Tyrannies.
৭। Temperley—History of the Peace Conference.
৮। Keynes—Economic consequences of the Peace.
৯। G. Hardy—A Short History of International Affairs.



অষ্টবিংশ অধ্যায়

রুশ বিপ্লব (১৯১৭ খ্রীঃ) : বলশেভিক শাসন

(The Russian Revolution of 1917 : The Bolshevik Government)

রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়, ১৯১৭ খ্রীঃ (The various phases of the Russian Revolution of 1917) : ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় রুশ বিপ্লব (১৯১৭ খ্রীঃ) হইল আধুনিক যুগের ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা। রাশিয়ায় ১৯১৭ খ্রীঃ এক অথবা একাধিক বিপ্লব ঘটে, ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে তিন প্রকার মত দেখা যায়। রদেনষ্টিন (Rothenstein) নামক ঐতিহাসিকের মতে, রাশিয়ায় প্রকৃতপক্ষে তিনটি বিপ্লব ঘটে। এই তিনটি বিপ্লবের শেষ পাদে বলশেভিক দল লেনিনের নেতৃত্বে ক্ষমতা লাভ করিয়া রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। রদেনষ্টিনের মতে,[১] ১৯০৫ খ্রীঃ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভূমি ও স্বাধীনতার (Land and Liberty) দাবীতে প্রথম বিপ্লব ঘোষিত হয়। ইহার ফলে জারতন্ত্রের পতন সূচিত হয়। ইহার পর ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসের বিপ্লবে ডুমা বা রুশ পার্লামেন্টের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা অধিকার করে। জারতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের পতন ঘটে। রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ইহা ছিল রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ। ইহার পর ১৯১৭ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে বলশেভিক দল বুর্জোয়াদের বিতাড়িত করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্যে সমাজতন্ত্র স্থাপন করে। ইহা ছিল বিপ্লবের শেষ ধাপ। E. H. Carr প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, রুশ বিপ্লবের দুইটি পর্যায় ছিল। ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জারতন্ত্রের পতন ও প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দ্বারা রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়। জারের স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটে। বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা অধিকার করে। ১৯১৭ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে বলশেভিক শ্রেণী শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করিলে রাশিয়ায় সমাজ বিপ্লব ঘটে। রুশ বিপ্লবের একটি তৃতীয় ব্যাখ্যা রুশ সরকার দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকে পাওয়া যায়। এই তৃতীয় মত অনুসারে ১৯১৭ খ্রীঃ দুইটি বিপ্লব ঘটে। ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জারতন্ত্রের পতনের ফলে 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' সাধিত হয়। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী তাহাদের নিজ স্বার্থে বিপ্লবকে ব্যবহার করে। ফলে ১৯১৭ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' ঘটে।

রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়

১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবের কারণ : ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের কারণ (The Causes of the Russian Revolution of 1917 : Causes of the Revolution of February 1917) : রুশ বিপ্লবের ১৯১৭ খ্রীঃ

---

১. Rothenstein—History of U. S. S. R.

কারণগুলি রুশ ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত ছিল। উনবিংশ শতকে ইওরোপে পরিবর্তনের স্রোত বহিতে আরম্ভ করে। কিন্তু জার সরকার যুগের গতি অগ্রাহ্য করিয়া স্রোতের বিরুদ্ধে চলিতে থাকে। ইওরোপে জুলাই ও ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, ইতালী ও জার্মানীর জাতীয়তাবাদী যুদ্ধের ফলে পশ্চিম ইওরোপে পুরাতনতন্ত্রের কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে। উদারতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু জার সরকার ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্বৈরশাসনকে অব্যাহত রাখে। সর্বশেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাসও তাঁহার পিতার ন্যায় দমন নীতিতে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মন্ত্রী প্লিভি ছিলেন ভয়ানক স্বৈরাচারী। তিনি যে কোন গণতান্ত্রিক দাবীকে কঠোর হাতে দমন করিতেন। গুপ্তচর ও পুলিশ লোকের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে দমন করে। বহু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবি নির্বাসিত অথবা কারারুদ্ধ হন। এই ব্যাপক দমন নীতির ফলে রাশিয়ায় বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। যদি জার সরকার ধাপে ধাপে যুগের উপযোগী কিছু পরিবর্তন স্বীকার করিত তবে সংস্কারপন্থীরা বিপ্লবের কথা ভাবিত না। তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিত যে, সংস্কারের দ্বারা কাঙ্খিত পরিবর্তন আনা যাইবে। কিন্তু জার সরকারের স্বৈরনীতি এই আশা নির্মূল করে। জার সরকারের পতন ছাড়া আর কোন উপায়ে রাশিয়ায় পরিবর্তন আনা যাইবে না ইহা সকলে বুঝিয়া ফেলে।

জার সরকারের রক্ষণশীলতা ও স্বৈরতন্ত্র

জারের স্বৈরশাসনের তলায় নবজাত বিপ্লবী ভাবধারার ফল্গুস্রোত রাশিয়ায় প্রবেশ করিতে থাকে। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া বহু সামরিক অফিসার পশ্চিম ইওরোপের মুক্ত সমাজ ও উদারতন্ত্রী শাসনে মুগ্ধ হয়। ফরাসী বিপ্লবের গণতন্ত্রী ভাবধারা তাহাদের অনুপ্রাণিত করে। রুশ চিন্তাবিদ হার্জেন তাঁহার উপন্যাসে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, রাশিয়ার মুক্তির জন্য 'স্বাধীনতা' বা গণতন্ত্র এবং কৃষকদের হাতে "ভূমি" পৌঁছাইয়া দেওয়া দরকার। কার্নিশেভস্কি নামক চিন্তাবিদ ও সমাজতান্ত্রিক কৃষক শ্রেণীর অভ্যুত্থানের দ্বারা রাশিয়ার শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙিবার কথা বলেন। কৃষকদের মধ্যে কমিউন বা স্বয়ং শাসিত সংস্থা গঠনের জন্য নারোদনিক বা সমাজতান্ত্রিক দল প্রচেষ্টা চালায়। বলশেভিক বা কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরাও আপাততঃ জারের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংসের উদ্দেশ্যে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সহিত যোগ দেয়। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন

১৯০৫ খ্রীঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে জার সরকারের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ইহার ফলে জার সরকারের দুর্বলতা প্রকটিত হয়। রাশিয়ার সর্বত্র গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং কৃষকের হাতে ভূমি দেওয়ার দাবীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়। কল-কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট আরম্ভ করিয়া দেয়। ভূমিদাসরা জমিদারদের ম্যানর বা খামার পোড়াইয়া দেয়। তাহাদের ম্যানেজার বা বেলিফদের হত্যা করে। সরকারী খাজনা দেওয়া বন্ধ করা হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ সেণ্টপিটার্সবার্গের শ্রমিকরা সম্রাটের নিকট এক স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য ফাদার

গ্যাপন নামে এক ধর্মযাজকের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করে। এই শোভাযাত্রার উপর জারের সেনাদল গুলি বর্ষণ করিয়া বহু শ্রমিককে হত্যা করে। জারের সেনাদল প্রচুর রক্ত স্নানের দ্বারা ১৯০৫ খ্রীঃ-এর "ভূমি ও স্বাধীনতার" বিপ্লবকে দমন করে।

১৯০৫ খ্রীঃ-এর 'ভূমি ও স্বাধীনতা' (Land and Liberty) আন্দোলনকে রুশ বিপ্লবের প্রভাতী তারা বলা যায়। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবে জারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকেরা একযোগে লড়াই করে। এই শিক্ষা ১৯১৭ খ্রীঃ কাজে লাগে। রদেনষ্টিনের মতে, এই বিপ্লব ছিল ১৯১৭ খ্রীঃ-এর বিপ্লবের মহড়া।[১] এই বিপ্লবের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ট্রটস্কি মন্তব্য করেন যে, "বিপ্লব মৃত হইয়াছে : বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক" (The Revolution is dead : Long live the Revolution)। ১৯০৫ খ্রীঃ ভূমি ও স্বাধীনতা বিপ্লবের ফলে জারতন্ত্রের ভিত্তি ধসিয়া যায়। ১৯১৭ খ্রীঃ ধসিয়া পড়া স্বৈরতন্ত্রের সৌধ সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়ে। সুতরাং ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবকে একটি হঠাৎ ঘটিয়া যাওয়া বিপ্লব বলা যায় না।

১৯১৭ খ্রীঃ ভূমি ও স্বাধীনতা আন্দোলন

এইভাবে জার সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ভাবধারা সক্রিয় হইয়া উঠে। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের কুশাসন জারতন্ত্রের পতন দ্রুত ডাকিয়া আনে। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাণী আলেকজান্দ্রোভা, রাসপুটিন নামে এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর প্রভাবে পড়েন। রাণীর সমর্থন পাইয়া রাসপুটিন উচ্চ রাজ কর্মচারী ও সেনাপতিদের অপদস্থ করে। জার নিকোলাস, রাসপুটিন এবং রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় লোকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে। অবশেষে প্রিন্স ইউসুপভ নামে এক অভিজাত রাসপুটিনকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। জার দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন সংকীর্ণ চিত্ত, অর্ধশিক্ষিত ও গোঁড়া লোক। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে চলিতেছেন। তাঁহার দমন নীতির ফলে জারতন্ত্রের প্রতি রুশ জাতির ঘৃণা তীব্র হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় নিকোলাসের দমননীতি : রাসপুটিনের ঘটনা

ইতিমধ্যে জার সরকারের বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা ইহার পতনকে ত্বরান্বিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান ছিল, জার সরকারের গভীর অদূরদর্শিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার মত প্রস্তুতি রাশিয়ার ছিল না। রুশ জনমত ছিল এই যুদ্ধে যোগদানের ঘোর বিরোধী। রাশিয়ার শিল্প এমন মজবুত ছিল না, যাহা দীর্ঘ যুদ্ধের ভার বহিতে পারিত। রুশ কৃষি ছিল অনগ্রসর। রুশ জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছিল। দেশের মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিকের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছিল। এই অবস্থায় জার সরকারের যুদ্ধে জড়াইয়া পড়া ছিল ঘোর অদূরদর্শিতা। দুই বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর, রাশিয়ার সর্বস্তরে বিরাট সংকট দেখা দেয়। প্রথমতঃ, রুশ সেনাদলের মাত্র ⅓ অংশের হাতে রাইফেল ছিল। বাকীদের হাতে অস্ত্র ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, দুই বৎসরের মধ্যে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার সরকারের যোগদানের পরিণাম

১. "Dress Rehearshal for the Revolution of 1917".

জার্মানীর হাতে রুশ সেনাদলের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়। রুশ সেনা জার্মান আক্রমণের সম্মুখে পিছু হটিতে বাধ্য হয়। ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া জার্মানদের দখলে চলিয়া যায়। রুশ সেনার মনোবল এমন ভাঙিয়া যায় যে, তাহারা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য অস্থির হয়। কিন্তু জার সরকার যুদ্ধ ত্যাগ করিতে রাজী ছিল না। এই সময় বলশেভিকরা সেনাদলের মধ্যে গোপন প্রচার চালায় যে, এই যুদ্ধ হইল সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ। বলশেভিকরা শাসন ক্ষমতা পাইলে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ত্যাগ করিবে। ইহার ফলে সেনাদলে হতাশা দেখা দেয়। বহু সেনা বলশেভিকদের প্রতি আনুগত্য জানায়।[১] তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের ফলে রাশিয়ায় দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। রাশিয়ার ১০ মিলিয়ান সেনার খাবার ও রসদ-পত্র যোগাইতে জার সরকারের রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। বৈদেশিক সরকারের নিকট জার সরকারকে খুব কম করিয়া ৩০০ মিলিয়ান রুবল ঋণ লইতে হয়। বড় বড় খামারগুলিতে লোকাভাবে কৃষিকর্ম বন্ধ হইয়া যায়। কৃষির উৎপাদন কমিয়া গেলে শিল্প শহরগুলিতে খাদ্য সরবরাহ কমিয়া যায়। খাদ্যের দাম দারুণভাবে বাড়িয়া যায়। ফলে শিল্প শ্রমিক ও শহরবাসী মধ্যবিত্তের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাব দেখা দেয়। এদিকে রেল ব্যবস্থা যুদ্ধের মাল পরিবহণের কাজে লাগান হইলে কয়লা সরবরাহ কমিয়া যায়। বড় বড় কারখানার চুল্লীগুলি কয়লার অভাবে নিভাইয়া ফেলা হয়। সাধারণ লোকে জ্বালানীর কষ্টে দিশাহারা হইয়া পড়ে। এই সঙ্গে যুদ্ধের খরচার দরুণ করের হার বাড়িতে থাকে। ফলে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, যদি জার সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ না দিত তবে জার সরকারের দুর্বলতা দেখা দিত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ না দিলে রুশ বিপ্লব ঘটিত না। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণীয় নয়। কারণ আভ্যন্তরীন দুর্বলতার জন্য জার সরকারের পতন ঘটিতে বাধ্য ছিল। ১৮২৫ খ্রীঃ হইতে ১৯০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার জার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ১৯০৫ খ্রীঃ হইতে জার সরকার পতনোন্মুখ হইয়া পড়ে। যুদ্ধে জার সরকারের পরাজয় এবং যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সংকট জারের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

রুশ বিপ্লবের অনিবার্যতা

রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের অসন্তোষ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসংখ্য বিদ্রোহের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। রুশ কৃষকদের দুরবস্থার সীমা ছিল না। ১৮৬১ খ্রীঃ ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন এবং ইহার পরে ষ্টোলিপিন ভূমি সংস্কার চালু হইলেও, রুশ কৃষকের দুঃখ-দারিদ্র বাড়িতে থাকে। ষ্টোলিপিন সংস্কারের ফলে রাশিয়ায় কুলাক বা জোতদার বা জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ষ্টোলিপিন মীর বা গ্রাম সভার জমির উপর অধিকার লোপ করেন। কৃষকদের জমির মালিকানা দেন। অপর দিকে তিনি কুলাক বা জোতদার শ্রেণীকে কৃষকের জমি খরিদের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র কৃষকরা জোতদারের হাতে

কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ

১. And Quite Flows the Don—M. Solokov.

জমি বিক্রয় করিয়া দিলে ভূমিহীন কৃষকের সমস্যা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। বলশেভিক দল কৃষকদের বুঝায় যে, তাহারা বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকদের হাতে জমি আনিয়া দিবে।

শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থা শ্রমিক বিদ্রোহ

রাশিয়ায় ২৪ লক্ষ শিল্প শ্রমিক ছিল। ইহাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। কম বেতন, বেশী খাটুনী এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইহাদের জীবনকে বিষময় করে। যুদ্ধের দরুণ খাদ্যের দাম বাড়িলে কম মজুরীতে খাদ্য কেনা তাহাদের পক্ষে দুস্কর হয়। জার সরকার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার স্বীকার করিত না। এজন্য শ্রমিকদের দাবী আদায় করা ছিল কষ্টসাধ্য। বলশেভিক দল শ্রমিকদের মধ্যে গোপন প্রচার চালাইয়া তাহাদের সংঘবদ্ধ করে। বলশেভিক দল শ্রমিককে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের বিপ্লবমুখী করিয়া তুলে। তাহারা শ্রমিককে ৮ ঘণ্টা কাজ ও ন্যায্য বেতন এবং কম দামে খাদ্য দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। লায়োনেল কোচানের মতে, ১৯১০ খ্রীঃ রাশিয়ার মোট ২২২'ট শিল্পে ধর্মঘট হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ শিল্প ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ৪,০৯৮। ধর্মঘটের ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবন ঝাঁঝরা হইয়া যায়। জার সরকার পুলিশ দ্বারা ধর্মঘট দমনের চেষ্টা করিলে শ্রমিকেরা জঙ্গী হইয়া উঠে।

রুশীকরণ নীতি

রাশিয়ার বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠীগুলি, জারের রুশীকরণ নীতির ফলে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। জার সরকার পোল, ফিন প্রভৃতি সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে তাহাদের ভাষা শিক্ষা, স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিত না। রুশীকরণ নীতি অনুসারে সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে রুশ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করা হয়। রুশ শাসনকর্তারা দমন নীতির দ্বারা সংখ্যালঘু জাতির অধিকার হরণ করে। এজন্য সংখ্যালঘু জাতিগুলি বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল

১৮৭৬ খ্রীঃ পর সেণ্টপিটার্সবার্গের বিপ্লবী সম্মেলনে রুশ বুদ্ধিজীবি ও বিপ্লবীরা দুইটি গোষ্ঠীতে ভাগ হইয়া যায়। Black Partition বা কৃষ্ণ বিপ্লবীরা এই মত প্রচার করে যে, গণবিপ্লবের দ্বারা পুরাতন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে হইবে। এই গোষ্ঠী হইতে রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও কমিউনিষ্ট দলের জন্ম হয়। ইহারা নিরলসভাবে জারতন্ত্রের ধ্বংস এবং রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য কাজ করে। এইভাবে ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বলশেভিক দল এই সময় নিরলস প্রচার চালাইয়া শ্রমিক, সেনাদল ও কৃষকদের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টি করে। নির্বাসিত কমিউনিষ্ট নেতারা দেশের এই সংকট সময়ে যে কোন উপায়ে দেশে ফিরিয়া আসিয়া পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার চেষ্টা করেন। সুইজারল্যাণ্ড হইতে লেনিন এবং আমেরিকা হইতে ট্রটস্কি স্বদেশে চলিয়া আসেন। ঘন ঘন শ্রমিক ধর্মঘটে রাশিয়া কাঁপিয়া উঠে।

অবশেষে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বলশেভিকদের ডাকে পেট্রোগ্রাড শহরের কারখানাগুলিতে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। জার সরকার ধর্মঘটী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সেনাদল পাঠাইলে সেনারা শ্রমিকদের পক্ষ নেয়। লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিকরা পেট্রোগ্রাডে একটি সোভিয়েত বা স্বশাসিত পরিষদ গঠন করিয়া কল-কারখানাগুলি তাহাদের নিয়ন্ত্রণে

আনিয়া ফেলে। জারের সেনাদল পেট্রোগ্রাড দখল করিতে ব্যর্থ হইলে জার নিরূপায় হইয়া চতুর্থ ডুমা বা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। ডুমার সদস্যরা জারকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। ডুমার নির্দেশে একটি অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। লুভভ হন ইহার রাষ্ট্রপতি। এইভাবে প্রথম রুশ বিপ্লব ঘটে।

অক্টোবর ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের কারণ বা বলশেভিক বিপ্লবের কারণ (The Causes of the Bolshevik Revolution or The Second Russian Revolution): ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কারণগুলিই ছিল ১৯১৭ খ্রীঃ অক্টোবর বিপ্লবের কারণ। (আগে পৃঃ ৩৮৭ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা

১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জারতন্ত্রের পতন ঘটে। জার সরকারের পতন ঘটিলে লুভভ ও কেরেনেস্কির নেতৃত্বে রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়। কিন্তু রুশ বিপ্লব কেবলমাত্র প্রজাতন্ত্র ঘোষিত দ্বারা সম্পূর্ণ হয় নাই। এই বিপ্লবকে পূর্ণ পরিণতিতে আনিবার জন্য একটি দ্বিতীয় বিপ্লবের দরকার হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে পেট্রোগ্রাড শহরে বলশেভিক দলের নেতৃত্বে একটি শ্রমিক সোভিয়েত স্থাপিত হয়। স্থানীয় সেনাদল এই সোভিয়েতের প্রতি আনুগত্য জানায়। এই সোভিয়েতকে দমন করিতে অপারগ হইয়া জার দ্বিতীয় নিকোলাস ডুমায় অধিবেশন ডাকেন। ফলে রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। সুতরাং ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী হইতে রাশিয়ায় দুইটি সরকার গঠিত হয় এবং ইহারা ছিল পরস্পর-বিরোধী। বলশেভিকদের দ্বারা গঠিত পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত ছিল দৃঢ় মূল। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের অনুকরণে রাশিয়ার অন্যান্য শহরগুলিতেও স্থানীয় সোভিয়েত স্থাপিত হয়।

রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল বিশেষতঃ বলশেভিক গোষ্ঠী অনুভব করে যে, কেন্দ্রের প্রজাতন্ত্র রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা গঠিত। সুতরাং ইহা বুর্জোয়াশ্রেণীর

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বলশেভিকদের বিরোধিতা

স্বার্থরক্ষা করিবে। এই প্রজাতন্ত্র দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। মার্কসবাদী বলশেভিক দল মনে করিত যে, মেহনতী শ্রমিকদের দ্বারা সরকার গঠিত না হইলে প্রকৃত সমাজতন্ত্র স্থাপিত হইবে না। সুতরাং বলশেভিক দল কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেয় নাই। তাহারা পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতকে লইয়া সরকার গঠনের কথা চিন্তা করে।

সোস্যাল ডেমোক্রাট দলের একটি গোষ্ঠী বিশ্বাস করিত যে, রাশিয়ায় শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার সঠিক সময় উপস্থিত হয় নাই। এই গোষ্ঠী মনে করিত যে, রাশিয়ায় সবেমাত্র

সোস্যাল ডেমোক্রাটদের দ্বিধা

বুর্জোয়া বিপ্লবের দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা পাইয়াছে। বুর্জোয়া শাসনের অবক্ষয় দেখা দিলে তবেই শ্রমিক বিপ্লবের উপযুক্ত সুযোগ আসিবে। সুতরাং শ্রমিক বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। এই ধারণা হেতু তাহারা কয়েকটি শহরে সোভিয়েত গঠন করিলেও, তাহারা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে নিরুৎসাহ থাকে।

এই সময়ে বলশেভিক নেতা লেনিন সুইজারল্যান্ডে নির্বাসন হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি ১৯১৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে তাঁহার বিখ্যাত এপ্রিল থিসিস ঘোষণা করেন। এই থিসিসে লেনিন বলেন যে,—(১) ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণীর জয় হইয়াছে। ইহাতে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট হইবার কিছু নাই। (২) বুর্জোয়া শাসনের তথাকথিত সংকটের জন্য অপেক্ষা করিবার দরকার নাই। বুর্জোয়া বিপ্লব ও শ্রমিক বিপ্লব এক সঙ্গে চলিবে এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করিবে। (৩) শ্রমিকের স্বার্থে ক্ষমতা এখনই দখল করিতে হইবে। আর দেরী নয়। শ্রমিক সোভিয়েতগুলি শহর ও গ্রামে অবিলম্বে সকল ক্ষমতা অধিকার করিবে। ইহারা কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্রকে আনুগত্য দিবে না। (৫) বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালাইতেছে ইহা হইল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। ইহাতে রুশ জনগণ সহযোগিতা করিবে না। (৬) তিনি রুশ সেনাদল ও শ্রমিকদের এই বিপ্লবে সামিল হইবার জন্য আহবান জানান। সৈন্যদলকে সতর্ক করিয়া লেনিন বলেন যে, সোভিয়েত সরকারের সহিত সহযোগিতা না করিলে তাহাদের ফল ভোগ করিতে হইবে।

লেনিনের এপ্রিল থিসিস

সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের সংখ্যা গুরু অংশ লেনিনের এপ্রিল থিসিস গ্রহণ করে। এজন্য তাহাদের নাম হয় বলশেভিক। ৬ই –৭ই অক্টোবর বলশেভিক দল, পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রমিক ও সেনাদলের সহায়তায় সরকারী অফিসগুলি দখল করে। ইহার ফলে কেরেনেস্কি সরকারের সদর দপ্তর দখল হইয়া যায়। অনুরূপভাবে রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বলশেভিকদের দ্বারা গঠিত সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা দখল করে। ইহার পর পেট্রোগ্রাড শহরে সর্বরুশীয় সোভিয়েতের কংগ্রেস আহূত হয়। এই কংগ্রেসে পেট্রোগ্রাডের সোভিয়েতকেই কেন্দ্রীয় সোভিয়েত বলিয়া আনুগত্য জানান হয়। এইভাবে রুশ বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়। ইহা ১৯১৭ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিপ্লবী কালপঞ্জী অনুসারে ইহাকে নভেম্বর বিপ্লব বলা হয়।

অক্টোবর বিপ্লব

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্র বা অস্থায়ী সরকারের এত সহজে পতন ঘটে কেন? ইহার কারণ এই যে কেরেনেস্কির নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় তাহা নিজেকে দৃঢ়মূল করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা লইতে পারে নাই। প্রথমতঃ, কেরেনেস্কি সরকার শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণের জন্য কোন সংস্কার না করিয়া পুঁজিবাদী নীতি লইয়া চলে। যুদ্ধের দরুণ দেশে যে খাদ্য সংকট দেখা দেয়, ইহা তাহার প্রতিকারে অসমর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার জনমত যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া শান্তির দাবী জানায়। রুশ সেনাদল শান্তির দাবীতে মুখর হইয়া উঠে। কিন্তু কেরেনেস্কি প্রশাসন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে বদ্ধপরিকর হয়। এজন্য কেরেনেস্কি সরকারের জনপ্রিয়তা বিনষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, কেরেনেস্কি সরকারের কোন সংগঠন ছিল না। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ছিল বলশেভিকদের হাতে। সৈন্যদলে বলশেভিক প্রচারের ফলে সেনাদলের বহুলাংশ

কেরেনেস্কি সরকারের দুর্বলতা

ছিল তাহাদের পক্ষে। এইভাবে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

বলশেভিক শাসন: বিপ্লবের স্থিতি, ১৯১৭—২৪ খ্রীঃ (The Bolshevik Government : Consolidation of the Revoluiion 1917—24) : অক্টোবর ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লব দ্বারা ক্ষমতা অধিকারের পর বলশেভিক নেতা লেনিন ও তাঁহার সহযোগিরা রাশিয়াকে একটি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত করার কাজে হাত দেন। বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিন শ্রমিকদের রুটি, কৃষকদের জমি ও সেনাদলকে শান্তি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহা পূরণের জন্য বিপ্লবী সরকার আত্মনিয়োগ করে।

লেনিন সর্বপ্রথম জার্মানীর সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তি স্থাপনের কাজে হাত দেন। এই উদ্দেশ্যে শান্তির শর্ত আলোচনার দায়িত্ব তাঁহার সহকারী লিঁও ট্রটস্কিকে দেওয়া হয়। ট্রটস্কির প্রচেষ্টায় কাইজারের জার্মানীর সহিত ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি (Treaty of Brest Litovsk) স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির দ্বারা রাশিয়া জার্মানীকে বহুস্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। লেনিন বিশ্বাস করিতেন যে, রুশ বিপ্লবকে স্থায়ী করিতে হইলে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া অবিলম্বে শান্তি স্থাপন করা দরকার। এইজন্য তিনি জার্মানীর প্রস্তাবিত সন্ধির কঠোর শর্তগুলি স্বীকার করেন। ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি দ্বারা পোল্যাণ্ড, তিন বাল্টিক রাজ্য, ফিনল্যাণ্ড, বাইলো রাশিয়া, ইউক্রেন এবং ট্রান্সককেসিয়ার একাংশ রাশিয়াকে ত্যাগ করিতে হয়। এছাড়া জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপিত হওয়ায় বলশেভিক সরকার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। শান্তি স্থাপনের পর আভ্যন্তরীন সংগঠনের কাজে হাত দিতে বলশেভিক সরকার সক্ষম হয়। ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি লেনিনের কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল।

ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধির শর্ত

(i) বিপ্লবী রুশ সরকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন আইন রচনা করে। (১) ডুমা বা সংবিধান সভাকে বাতিল করা হয়। প্রজাতন্ত্রী সরকারের বহু সদস্যদের নির্বাসিত করা হয়। (২) মস্কো ও পেট্রোগ্রাড শহরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে ভাঙিয়া দেওয়া হয়। কারণ এই মিউনিসিপ্যাল কমিউনগুলি ছিল বলশেভিক বিরোধী। (৩) জারের আমলের সিনেট ভাঙিয়া দেওয়া হয়। (৪) জেমেস্টভো বা জেলা পরিষদগুলিকেও ভাঙিয়া দেওয়া হয়। এই জেলাগুলি বুর্জোয়া সংবিধানের সমর্থক ছিল। (৫) সেনাদলে অফিসার নিয়োগের নিয়ম বদল করা হয়। সাধারণ সেনার মধ্যে যাহারা বিপ্লবের প্রতি অনুগত ছিল তাহাদেরই অফিসার নিয়োগ করা হয়। (৬) সেনাদলে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুরাতন আইনকানুন লোপ করা হয়। সেনাদের মধ্যে পুরাতন শ্রেণীবিভাগ লোপ করা হয়।

পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংসের আইন

(ii) (১) রাশিয়ার জাতীয় গীর্জাকে রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়।

(২) গীর্জার ভূসম্পত্তিগুলি রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে। (৩) রুশ নাগরিকদের বিবাহ দান ও বিবাহ-বিচ্ছেদ দানের অধিকার গীর্জার হাত হইতে তুলিয়া নেওয়া হয়। (৪) ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

ধর্মীয় সংস্কার

(iii) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বলশেভিক সরকার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটায়। (১) কল-কারখানা, খামার, ভূসম্পত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সকল কিছুই অধিগ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। (২) উৎপাদন ও বণ্টন উভয় ব্যবস্থাই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। শিল্প কারখানাগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। (৩) বৃহৎ জমিদারী, খামার, কুলাক বা জোতদারদের জমি এমনকি কৃষকদের জমিও রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। (৪) সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দান নিষিদ্ধ হয়। (৫) শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে সকলকে বাধ্য করা হয়। (৬) ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ পাইলে সমাজে শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয়। (৭) রেশনিং দ্বারা খাদ্য বণ্টনের আইন করা হয়। শহরের প্রতি পরিবারকে ব্রেড কার্ড বা রুটির কার্ড দেওয়া হয়। এই কার্ড অনুসারে খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। (১০) ব্যাংকগুলির জাতীয়করণ করা হয়। (১১) সরকারী ঋণ বাতিল করা হয়। (১২) বৈদেশিক ঋণ ও সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়। (১৩) শ্রমকেই একমাত্র মর্যাদা দান করা হয়। (১৪) কুলাকশ্রেণী জমি না ছাড়িয়া সরকারের আইন অগ্রাহ্য করিলে কুলাকদের কড়া হাতে দমন করা হয়। এইভাবে সমাজতন্ত্র স্থাপন করা হয়।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

(iv) ইতিমধ্যে কেরেনেস্কি ও তাঁহার সমর্থকরা বিপ্লবী সরকারকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত করেন। কুলাকশ্রেণীও ইহাদের সামিল হয়। পশ্চিমী সরকারগুলি ইহাদের অস্ত্র সরবরাহ করে। সাইবেরিয়া হইতে ইউক্রেইন পর্যন্ত রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে এই প্রতিবিপ্লবী শক্তি শ্বেত সন্ত্রাস (White Terror) চালাইতে থাকে। ডন নদীর উপত্যকা ও কুবান উপত্যকার কসাক কৃষকরা বিপ্লবী সরকারের বিরোধিতা করে।[১] জারের আমলের সেনাপতিরা যথা, ডেনিকিন, কোলচাক, য়ুডেনিখ্ প্রভৃতি এই প্রতিবিপ্লবী সরকারের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে।

শ্বেত সন্ত্রাস : প্রতিবিপ্লব

বলশেভিক বিপ্লব ও রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মনে দারুণ প্রেরণা দেয়। পশ্চিমের ধনতন্ত্রী সরকারগুলি আশংকা করে যে, ফরাসী বিপ্লবের মত, বলশেভিক বিপ্লবের ঢেউ তাহাদের দেশে ছড়াইয়া পড়িবে। লেনিনের একটি উক্তি তাহাদের আশংকা ঘটায়। লেনিন বলেন যে, "ইওরোপে কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ প্রসারিত হইবার বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা আমি দেখিতে পাইতেছি"। (I see the spread of Communism in Europe, lying in the nature of scientific prediction)। রুশ বিপ্লবের

বৈদেশিক আক্রমণের কারণ

১. And Quite Flows the Don—M. Solokov.

বিশ্বজনীন আবেদন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বিরক্তির কারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ, বলশেভিক সরকার ত্রিশক্তি আঁতাতের শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া এককভাবে জার্মানীর সহিত ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধি স্থাপন করিলে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি মনে করে যে, "ইহা দ্বারা তাহাদের পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছে।" তৃতীয়তঃ, বলশেভিক সরকার বৈদেশিক ঋণ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি ক্রুদ্ধ হয়। উপরোক্ত কারণে বলশেভিক সরকারকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন দেশ প্রভৃতি ধনতন্ত্রবাদী শক্তিগুলি রুশ সীমান্তে সেনাদল পাঠায়। তাহারা প্রতিবিপ্লবী শ্বেতরুশ নেতাদের সাহায্য দেয়। দেশের ভিতর প্রতি বিপ্লবী অভ্যুত্থান এবং বাহির হইতে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ এই সাঁড়াশীর চাপে পড়িয়া বলশেভিক সরকার দারুণ সংকটে পড়ে।

লেনিনের নেতৃত্ব এবং তাঁহার দুই সহকর্মী ট্রটস্কি ও স্টালিনের দক্ষতা বলশেভিক সরকারকে এই দারুণ বিপদ হইতে মুক্ত করে। স্টালিন, চেকা নামে এক গুপ্ত পুলিশ-বাহিনী গঠন করেন। ইহার সাহায্যে তিনি প্রতিবিপ্লবী এবং কুলাক বিদ্রোহীদের ধ্বংস করেন। এদিকে ট্রটস্কি সামরিক কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হইয়া শ্রমিক ও কৃষকদের সাহায্যে সেনাদল গঠন করেন। ইহাদের লইয়া তিনি লালফৌজ (Red Army) গঠন করেন। জারের আমলের ৫০ হাজার দেশভক্ত সামরিক অফিসার, লালফৌজকে যুদ্ধ শিক্ষা দিয়া প্রতিবিপ্লবী ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। রুশ জাতি হইল স্বভাবতই দেশপ্রেমিক। সুতরাং বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রুখিয়া দাঁড়ায়। তাছাড়া বিপ্লবী সরকারের প্রতি শ্রমিক ও দরিদ্রশ্রেণী ছিল খুবই অনুগত। সুতরাং রুশ সরকার শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে।

বৈদেশিক শক্তিকে বাধা দান

প্রতিবিপ্লব দমন

বৈদেশিক শক্তিগুলির ধারণা ছিল যে, রুশ জনগণ তাহাদের মুক্তিদাতা মনে করিয়া, তাহাদের স্বাগত জানাইবে। কিন্তু দেশপ্রেমিক রুশদের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া বিদেশী শক্তিগুলি তাহাদের সেনা ফিরাইয়া নেয়। প্রতিবিপ্লবী সেনাদল ১৯১৯ খ্রীঃ পেট্রোগ্রাড শহরের কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। কিন্তু লালফৌজের প্রতিরোধ ও জনসমর্থনের অভাবে তাহারা পিছু হটিতে বাধ্য হয়। প্রতিবিপ্লবী নেতারা পুরাতন জোতদার বা কুলাকদের সমর্থন করায়, তাহাদের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সরকার পূর্ণ জয়লাভ করে। রুশভূমি শ্বেতরুশদের সন্ত্রাসমুক্ত হয়। বিপ্লবী রুশ সরকার প্রতিবিপ্লবীদের নিষ্ঠুর শাস্তি দেয়। গুপ্ত পুলিশ বা চেকার হাতে বহু লোক মারা পড়ে। বহু বুর্জোয়াপন্থী সাদা রুশ বিদেশে পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়।

রাশিয়ায় বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত হইলেও পোল্যাণ্ডের সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ চলিতে থাকে। পোল জাতি দীর্ঘকাল ধরিয়া রাশিয়ার অধীনে ছিল। এজন্য পোলদের মধ্যে রাশিয়ার প্রতি বৈরী মনোভাব দেখা দেয়। তাহারা বিপ্লবী রুশ সরকারকে ধ্বংস করার সংকল্প নেয়। তাছাড়া পোলজাতির উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার শস্যাগার ইউক্রেনের বৃহৎ অংশ অধিকার করা। ইউক্রেনবাসীরা

পোল যুদ্ধ

রুশ জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্রতার বীজ বুনিয়া ইউক্রেনকে রাশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত করা হয়। রাশিয়ার প্রতিবিপ্লবী সেনাপতি র‍্যাঙ্গেল (Wrangle) পোলদের সামরিক সহায়তা দিলে পোলদের শক্তি বাড়ে। ফরাসী সরকারও পোলদের পক্ষ নেয়।

পোল যুদ্ধে লালফৌজ বিরাট সফলতা দেখায়। সেনাপতি তুখাচেভস্কীর নেতৃত্বে লালফৌজ পোলদের হঠাইয়া পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশর নিকট চলিয়া আসে।

কার্জন লাইন গঠন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক

তুখাচেভস্কীর লক্ষ্য ছিল ওয়ারশ অধিকার করিয়া পোলদের নীতি স্বীকারে বাধ্য করা। কিন্তু মিত্রশক্তি পোল্যাণ্ডকে বাঁচাইবার জন্য কার্জন লাইন ধরিয়া যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিলে রাশিয়া বাধ্য হইয়া তাহা মানিয়া নেয়। রিগার সন্ধি দ্বারা রুশ-পোল যুদ্ধের অবসান ঘটে। ইউক্রেনের কিছু অংশ পোল্যাণ্ডের হাতে চলিয়া যায়। রাশিয়ার অপরদিকের সীমান্ত সুরক্ষিত করিবার জন্য রুশ সরকার প্রতিবেশী পারস্য, বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি, রুমানিয়া ও তুরস্কের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

লেনিন বৈদেশিক সমস্যাগুলিকে দৃঢ় হাতে মোকাবিলার পর আভ্যন্তরীণ সংগঠনের দিকে দৃষ্টি দেন। ১৯১৮ খ্রীঃ যে অস্থায়ী সংবিধান দ্বারা রুশদেশ শাসনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা ১৯২৪ খ্রীঃ বাতিল করা হয়। ১৯২৪ খ্রীঃ রাশিয়ায় একটি অস্থায়ী সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধানে (১) রাশিয়াকে সংযুক্ত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র (United Soviet Socialist Republic or U.S S.R) বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রে নিম্নলিখিত অঙ্গরাজ্য ছিল যথা, (ক) ইউক্রেইন, (খ) শ্বেত রাশিয়া, (গ) ট্রান্স ককেশিয়া, (ঘ) তুর্কমেন, (ঙ) উজবেগ, (চ) তাজিক। ১৯৩৬ খ্রীঃ এই অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১। (২) দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ৪টি সংস্থার মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, যথা, (ক) সোভিয়েতগুলি, (খ) C P. S U. অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি, (গ) গুপ্ত পুলিশ, (ঘ) সেনাদল। (৩) দেশের শাসন ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে রাখা হয়। জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে সোভিয়েতগুলি কাজ করে।

সংবিধান রচনা

(৪) সোভিয়েত গঠনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা স্থির করা হয়, যথা, (ক) প্রতি গ্রামে একটি করিয়া গ্রাম সভা বা গ্রামবাসীদের দ্বারা সোভিয়েত নির্বাচিত হইবে। (খ) গ্রাম সোভিয়েতগুলির সদস্যরা আঞ্চলিক সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করিবে। (গ) আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলি প্রাদেশিক সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করিবে। (ঘ) প্রাদেশিক সোভিয়েতগুলি প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত সদস্যদের নির্বাচন করিবে। প্রজাতন্ত্রের সদস্যরা কেন্দ্রীয় সোভিয়েত বা ইউনিয়ন সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করিবে। (৫) ইউনিয়ন সোভিয়েত বা কেন্দ্রীয় সোভিয়েতের সদস্য সংখ্যা হইবে ২ হাজার এবং দুই বৎসর অন্তর ইহার অধিবেশন বসিবে। (৬) ইউনিয়ন সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকর্তাদের

সোভিয়েত গঠন

বা সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করিবে। (৭) সুপ্রীম সোভিয়েতের তরফে একটি মন্ত্রীসভা বা কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশার দেশের শাসনকার্য চালাইবে। (৮) স্বয়ং লেনিন ছিলেন এই মন্ত্রীসভার প্রধান। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকেন।

(৯) রুশ সংবিধানে সোভিয়েতগুলিই শাসন ব্যবস্থার বৈধ-সংস্থা হইলেও, কার্যতঃ C. P. S. U. বা রাশিয়ার কমিউনিস্ট দলই ক্ষমতার আসল অধিকারী ছিল। রাশিয়ায় C. P. S. U. বা রুশ কমিউনিস্ট দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। (১০) সোভিয়েতের গঠনের অনুসরণে, রুশ কমিউনিস্ট দলকে গঠন করা হয়। গ্রাম হইতে জেলা, প্রদেশ স্তর পার হইয়া কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় পার্টি কংগ্রেসের ৫০০০ সদস্য দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করিত। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল পলিটব্যুরো। এই পলিটব্যুরোর সদস্যরাই ছিলেন আসল ক্ষমতার মালিক। ইহারা যে নীতি নির্ধারণ করিতেন তাহাই সরকার কার্যকরী করিত। পলিটব্যুরোর সম্পাদক ছিলেন খুবই ক্ষমতাশালী লোক।

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি

লেনিন ১৯২১ খ্রীঃ নব অর্থনীতি প্রবর্তন করেন। ইহাকে নেপ (N. E. P= New Economic Policy) বলা হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বিপ্লবের পর উগ্র মার্কসবাদীরা রাশিয়ায় সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোপ করে। ইহার ফলে কৃষি ও শিল্পে দারুণ মন্দা দেখা দেয়। কৃষকেরা তাহাদের ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল চড়া দামে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করে। খাদ্যের দাম বাড়িলে শহরের লোক ও শ্রমিকদের অসুবিধা হয়। এজন্য সরকার জোর করিয়া কৃষকদের নিকট হইতে বাড়তি ফসল অধিগ্রহণের চেষ্টা করে। কৃষকেরা ইহার প্রতিবাদে তাহাদের খোরাকীর মত জমি চাষ করিয়া, বাকী জমি অনাবাদী রাখে। ফলে ১৯২০-২১ খ্রীঃ রাশিয়ায় দারুণ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। তাছাড়া ভলগা ও ডন উপত্যকায় ১৯২০ খ্রীঃ দারুণ অনাবৃষ্টি ঘটে। এজন্য শস্যহানি হয়। রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গম আমদানী করিয়া অবস্থার মোকাবিলা করা হয়। বিখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোর্কী রাশিয়ায় গম পাঠাইবার জন্য মার্কিন জনগণের নিকট আবেদন করিলে, তাহাতে ফল হয়। এমতাবস্থায় লেনিন বুঝিতে পারেন যে, রুশ সরকারের ভূমিনীতি পরিবর্তন করা দরকার।

অর্থনৈতিক সংকট

বিপ্লবের পর রাশিয়ার শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দারুণ মন্দা দেখা দেয়। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাবে উৎপাদন কমিয়া যায়। সরকারী কারখানাগুলিতে শিল্প দ্রব্য উৎপাদন হ্রাস পায়। রেল ইঞ্জিনের অভাবে রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। খাদ্য ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে ঘাটতির দরুণ দ্রব্যমূল্য খুবই বাড়িয়া যায়। সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ে।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য লেনিন ১৯২১ খ্রীঃ উগ্রপন্থী মার্কসবাদীদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার বিখ্যাত নেপ (NEP) বা নব অর্থনীতি প্রবর্তন করেন। ইহাকে

প্রাগমেটিক সাম্যবাদ বা প্রয়োজনভিত্তিক সাম্যবাদ বলা হয়। ইহার অর্থ এই ছিল যে, রাশিয়ার প্রয়োজন বুঝিয়া সাম্যবাদী নীতি প্রয়োগ করা হইবে। মার্কসবাদকে অক্ষরে অক্ষরে প্রয়োগ করা হইবে না। এই নব অর্থনীতির ভিত্তি এই ছিল যে, (১) ক্ষুদ্র জমির মালিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার পশ্চাতে এই যুক্তি দেখান হয় যে, এই ধরনের কৃষক বা ব্যবসায়ীরা কাহাকেও শোষণ করে না। (২) ইহার ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। (৩) বৃহৎ শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও জমিদারদের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ করিয়া, সমাজতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অপর দিকে ক্ষুদ্র চাষী ও ব্যবসায়ীদের মালিকানা দিয়া আংশিক ধনতন্ত্রকেও স্বীকার করা হয়। ইহাকে মিশ্র অর্থনীতি বলা যায়। (৪) কৃষকরা তাহাদের ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল বাজার দরে বিক্রয়ের সুযোগ পায়। (৫) খাদ্যের মূল্যমান যাহাতে বাড়ান না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। (৬) বিদেশ হইতে মূলধন আনিয়া শিল্প গঠনের নীতি গ্রহণ করা হয়। (৭) গরীব কৃষকদের করভার হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। (৮) কুলাক বা স্বচ্ছল কৃষকদের জমির উপর কর বাড়ান হয়। এইভাবে লেনিন তাঁহার শাসনকালে বলশেভিক বিপ্লবকে সংহত করেন।

নব অর্থনীতি NEP

লেনিনের সর্বশেষ কৃতিত্ব ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিকট বলশেভিক সরকারের স্বীকৃতি লাভ। লেনিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিকেরিনের কূটনীতির ফলে, ১৯২৪ খ্রীঃ ইংলণ্ড সর্বপ্রথম রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেয়। ইহার পর ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশগুলি সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেয়। মার্কিন দেশ বহু পরে রুশ সরকারকে স্বীকৃতি জানায়।

বলশেভিক সরকারের স্বীকৃতি লাভ

লেনিনের কৃতিত্ব (**The Achievements of Lenin**) ঃ রুশ বিপ্লবের প্রধান নায়ক লেনিনের আসল নাম ছিল ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ। কাজান প্রদেশের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭০ খ্রীঃ লেনিনের জন্ম হয়। লেনিনের পরিবারের একটি বিপ্লবী ঐতিহ্য ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য ফাঁসীতে প্রাণ দেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু, লেনিনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি জারতন্ত্রের পতন ঘটাইতে প্রতিজ্ঞা নেন। লেনিন ছিলেন খুবই মেধাবী ছাত্র। তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া ডিগ্রী পান। কিন্তু চাকুরী বা ওকালতি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ছাত্রজীবন হইতে তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলে যোগ দেন। বিপ্লবী কাজের জন্য তিনি পুলিশের নজরে পড়েন ও স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হন। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে নির্বাসনে দিন কাটাইতে থাকেন। সুইজারল্যাণ্ড হইতে তিনি গোপনে স্বদেশের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন।

বিপ্লবী দলে যোগদান

বিদেশে নির্বাসনে থাকিলেও, রাশিয়ায় কিভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, এজন্য লেনিন নিরন্তর চিন্তা করিতেন। তিনি ইস্‌কারা পত্রিকায় বহু প্রবন্ধের দ্বারা রাশিয়ার

সমাজতন্ত্রের সঠিক পথ সম্পর্কে আলোচনা করেন। লেনিন বিশ্বাস করিতেন যে, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের ফলে তাঁহার এই ধারণা জন্মায়। শ্রমিকদের মধ্যে মার্কসীয় তত্ত্ব প্রচার দ্বারা তাহাদের শ্রেণীচেতনা সৃষ্টির উপর তিনি জোর দেন। শ্রমিকরাই হইল বিপ্লবের হাতিয়ার। একমাত্র সর্বহারা শ্রমিকরাই বিপ্লব আনিতে সক্ষম, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন।

শ্রমিক বিপ্লবের আদর্শ

লেনিন অলস চিন্তাবিদ ছিলেন না। আদর্শকে কাজে রূপায়ণের ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাঁহার বাস্তবজ্ঞান ছিল খুবই প্রখর। তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতে পারিতেন। নিজের বক্তব্যকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝাইতে পারিতেন। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের জয় হইবে ইহা তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন।

বাস্তবজ্ঞান

১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর, রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগিতেছিল এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিল, সেই সংকট সময়ে লেনিন নির্বাসন হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। জার্মানীর কাইজার সরকার মনে করে যে, লেনিন স্বদেশে ফিরিয়া কেরেনেস্কি সরকারের বিরোধিতা করিবেন। তাহার ফলে জার্মানীর বিরুদ্ধে কেরেনেস্কি প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধ প্রচেষ্টা বিড়ম্বিত হইবে। এজন্য কাইজার সরকার তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিতে সাহায্য করে।

নির্বাসন হইতে মুক্তি

লেনিন রাশিয়ায় ফিরিয়া এপ্রিল থিসিস ঘোষণা করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া, বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া শ্রমিকদের দ্বারা, শ্রমিকের স্বার্থে সরকারী ক্ষমতা দখল করিতে হইবে। ইতিহাস যে সুযোগ আনিয়া দিয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে এই সুযোগ আর আসিবে না। বুর্জোয়া সরকার এখনও তাহার শিকড় বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহাকে ধ্বংস করার ইহাই উপযুক্ত সময় আর দেরী করা উচিত নয়। লেনিনের ডাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিউনিষ্টরা সাড়া দেয়। তিনি ইস্‌ক্রা পত্রিকায়—"কি করিতে হইবে" বলিয়া এক প্রবন্ধে বিপ্লবের পন্থা সম্পর্কে জানাইয়া দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য চলিতেছে। বলশেভিক দল ইহা সমর্থন করিবে না।

এপ্রিল থিসিস ঘোষণা

"রুটি, জমি ও শান্তি" এই তিন ধ্বনি লইয়া লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা অক্টোবর বিপ্লবে ঝাঁপাইয়া পড়ে। বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। লেনিন বিপ্লবী সরকারের প্রধান হন। নব গঠিত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সম্মুখে যে অসংখ্য সমস্যা দেখা দেয়, নবগঠিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য যে বিদেশী আক্রমণ আরম্ভ হয়, লেনিন তাহা পরাস্ত করিয়া রুশ সমাজতন্ত্রকে জয়যুক্ত করেন। তাঁহার কূটনীতি জ্ঞান এবং সঠিক পরিচালনার ফলে রুশ প্রজাতন্ত্র মহাবিপদের হাত হইতে রক্ষা পায়।

রুটি, জমি ও শান্তি-দানের প্রস্তাব

চরমপন্থী কমিউনিষ্টদের কাজের ফলে রাশিয়ায় খাদ্য, শিল্প ও অর্থনীতিতে সংকট

দেখা দিলে লেনিন পুঁথিগত কমিউনিজম ছাড়িয়া নব অর্থনীতি বা N. E. P. গ্রহণ করেন। ইহা ছিল তাঁহার বাস্তবজ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। N. E. P. প্রবর্তনের ফলে ছোট চাষী ও ব্যবসায়ীরা বিপ্লবী সরকারকে আনুগত্য জানায়। লেনিন তাঁহার নব অর্থনীতি দ্বারা মূলতঃ মার্কসবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। রাশিয়ার বাস্তব অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে সামান্য কিছু আপোষ করিতে হয়। এজন্য লেনিনের নীতিকে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ বলা হয়।

নব অর্থনীতি

ইওরোপের ধনতন্ত্রী দেশগুলির সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুতার কথা লেনিন ভাল রকম জানিতেন। এইজন্য তিনি তাহাদের সহিত যে কোন মূল্যে আপোষের চেষ্টা না করিয়া বিদেশী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে রাশিয়ার নিজ মর্যাদা অব্যাহত রাখেন। প্যারিসের শান্তি বৈঠকে রাশিয়াকে আহ্বান না করিয়া ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরের ফলে পূর্ব ইওরোপে রুশ সীমান্ত রাশিয়ার মতামত ছাড়াই গঠন করা হয়। এজন্য লেনিন ভার্সাই সন্ধিকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলিয়া অভিহিত করেন। পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলি নবগঠিত সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি না দিলে, লেনিন হতাশ হন নাই। তিনি ইহার প্রতিবাদে জার্মানীর সহিত র‍্যাপালোর সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি পশ্চিমী দেশগুলিকে হতবুদ্ধি করিয়া দেয়। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯২৪ খ্রীঃ এই মহানায়কের যখন জীবনদীপ নিভিয়া যায় তখন সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পিতৃভূমি হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা

লেনিনের পর সোভিয়েত সরকারের আভ্যন্তরীণ সংগঠন : স্টালিনের শাসন নীতি (The internal Organisation of Soviet Union after Lenin : The administration under Stalin) : ১৯২৪ খ্রীঃ লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব লইয়া লেনিনের দুই সহকর্মী স্টালিন ও ট্রটস্কীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। স্টালিন ছিলেন স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের কর্তা এবং C P S U বা রুশ কমিউনিস্ট দলের সম্পাদক। ট্রটস্কী ছিলেন সমর দপ্তরের কর্তা। ১৮৭৯ খ্রীঃ জার্জিয়া প্রদেশে স্টালিনের জন্ম হয়। তিনি প্রথম হইতে রুশ কমিউনিস্ট দলের অত্যন্ত সক্রিয় ও সাহসী সদস্য ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বিপ্লবে তাঁহার বিশেষ ভূমিকা ছিল। অপরদিকে ট্রটস্কী ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। তিনি ছিলেন গোঁড়া বিপ্লবী। আপোষ-নীতিকে তিনি ঘৃণা করিতেন। রুশ বিপ্লবে ট্রটস্কীরও বিশেষ অবদান ছিল। তিনিই লাল ফৌজ গঠন করিয়া প্রতিবিপ্লবীদের দমন করেন।

স্টালিন ও ট্রটস্কীর তুলনা

১৯২৪ খ্রীঃ স্টালিন ও ট্রটস্কীর বিরোধ চরমে উঠে। উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছিল। ইহার সহিত আদর্শের সংঘাত যুক্ত হয়। (১) ট্রটস্কী বলেন যে, কেবলমাত্র রুশ দেশে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সফল হইলেও, তাহা স্থায়ী হইবে না। ধনতন্ত্রী দেশগুলি সেই বিপ্লবকে ধ্বংস করিয়া

ট্রটস্কীর বিশ্ববিপ্লববাদ

ফেলিবে। (২) সমাজতন্ত্রের সহিত ধনতন্ত্রের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। উভয়ের মধ্যে সহবস্থান অসম্ভব। (৩) সুতরাং সোভিয়েত রাশিয়ার উচিত অবিলম্বে বিশ্ববিপ্লবে আত্মনিয়োগ করা। এজন্য অন্য দেশের শ্রমিকদের বিপ্লবের ডাক দেওয়া দরকার এবং বিপ্লবের জন্য তাহাদের সাহায্য করা দরকার। (৪) ধনতন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক সাহায্য লইয়া রাশিয়ায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফল করা হইল মার্কসবাদের বিচ্যুতি। (৫) সোভিয়েত সরকারের আসল কাজ হইল বিশ্বের অন্যান্য দেশে পুঁজিবাদ বা ব্যক্তিগত মূলধনকে ধ্বংস করা।

ট্রটস্কীর বক্তব্যের প্রতিবাদে একটি রাষ্ট্রে সাম্যবাদ সম্ভব হইবে (Communism in a single state) এই মর্মে স্টালিন একটি থিসিস রচনা করেন। স্টালিন বলেন যে, (১) সোভিয়েত রাষ্ট্রের আপাততঃ দরকার হইবে আভ্যন্তরীণ সংগঠন। এই সংগঠন এখন না করিলে সোভিয়েত বিপ্লবের ক্ষতি হইবে। (২) সোভিয়েত রাশিয়ার আপাততঃ বিশ্ব বিপ্লবের কথা ভাবিবার দরকার নাই। আপাততঃ রাশিয়াকে শক্তিশালী করিয়া তোলা দরকার। (৩) এজন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। (৪) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য রাশিয়ার বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন। বিশ্ব-বিপ্লবের কথা ভাবিলে এই সাহায্য পাওয়া যাইবে না। (৫) যদি সোভিয়েত রাশিয়া শক্তিশালী হইতে পারে তবে ভবিষ্যতে তাহা বিশ্ব বিপ্লবের পিতৃভূমি হিসাবে বিদ্যমান থাকিবে।[১]

স্টালিনের এক রাষ্ট্রে সাম্যবাদ

জিনোভিয়েভ, কামানেভ প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতাদের সাহায্যে স্টালিন ট্রটস্কী-পন্থীদের রুশী কমিউনিষ্ট দল হইতে বহিস্কার করেন। ট্রটস্কী সোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে বহিস্কৃত হন। তিনি মেক্সিকোতে আশ্রয় নেন। শেষ পর্যন্ত গুপ্তঘাতকের হাতে মেক্সিকোয় তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর, জিনোভিয়েভ, কামানেভ ও বুখারিন প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতাদের হাত হইতে স্টালিন নিজেকে মুক্ত করার কাজে হাত দেন। লেনিনের মতের বিরোধিতা করার অজুহাতে ইঁহাদের পলিটব্যুরোর সদস্য পদ হইতে বহিস্কার করা হয়। ফলে স্টালিন অপ্রতিহত ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৫৩ খ্রীঃ) স্টালিন এই ক্ষমতা ভোগ করেন।

স্টালিনের জয়: বিরোধী শক্তি দমন

স্টালিনের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়াকে নিজ আদর্শ অনুযায়ী সংগঠন করা। তিনি এজন্য পলিটব্যুরো হইতে বিরোধী সদস্যদের বহিস্কার করেন। তিনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে রাশিয়ার বৈষয়িক উন্নতির কাজে হাত দেন। তিনি ছিলেন ইস্পাতের মতই কঠোর। স্বদেশের জন্য যাহা দরকার বলিয়া তিনি মনে করিতেন, দৃঢ় হাতে তিনি তাহাই করিতেন। কেহ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিত না। বহু ইওরোপীয় লেখক স্টালিনকে লৌহ হৃদয় ডিক্টেটর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আইজাক ডায়েট-

স্টালিনের একনায়কতন্ত্র

১. Vide Lipson—Europe in the 19th and 20th Centuries.

শারের[১] মতে, ব্যক্তিগত জীবনে স্টালিন ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ। পরিবারের সকলকেই তিনি ভালবাসিতেন। তাঁহার অনুগত সহকারীদের তিনি স্নেহ করিতেন। কিন্তু কোন নীতি গ্রহণ করিয়া কাজে পরিণত করিবার সময় তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। এক্ষেত্রে তিনি আপোষ করিতেন না।

রাষ্ট্রীকরণ নীতি

স্টালিন ক্ষমতায় আসিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজে হাত দেন। এই পরিকল্পনার (১৯২৮ খ্রীঃ) লক্ষ্য ছিল সর্বস্তরে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, মূল শিল্পগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা। কৃষি জমির কিছু অংশের রাষ্ট্রীকরণ করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান করা। কারিগরী শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষা বিস্তারও ছিল এই পরিকল্পনার লক্ষ্য।

যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯২৮ খ্রীঃ) রূপায়নে স্টালিন কৃষক বিশেষতঃ কুলাক শ্রেণীর নিকট হইতে প্রবল বাধা পান। যৌথ খামার স্থাপনের উদ্দেশ্যে কৃষকদের জমিগুলিকে একত্রিত করিয়া খামার গড়ার ব্যবস্থা করা হয়। যৌথ খামার বা কোলখোজে ট্রাক্টর দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় আবাদের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বহু কৃষক তাহাদের জমি ছাড়িতে রাজী না হইয়া বাধাদান করে। স্টালিনের নির্দেশে O. G. P. U. বা গুপ্ত পুলিশ বাহিনী কৃষক বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমাইয়া দেয়। হাজার হাজার কৃষককে নির্বাসনে পাঠান হয়। সশস্ত্র বাধাদানকারীদের নিহত করা হয়। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার কৃষি জমির ষাট শতাংশ প্রথম পরিকল্পনায় যৌথ খামারে পরিণত করা হয়। কৃষকেরা যৌথ খামারের পরিচালকদের অধীনে কৃষিকার্য করিতে বাধ্য হয়। কুলাক বা জোতদারশ্রেণী ধ্বংস হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

স্টালিন শিল্পক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সফল করার কাজে হাত দেন। প্রচার পুস্তিকা বিতরণ ও স্থানীয় পার্টির মাধ্যমে শ্রমিকদের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। যে সকল শ্রমিক বা শ্রমিকনেতা সরকারী নীতির বিরোধিতা করে, রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে তাহারা নানাপ্রকার শাস্তি ভোগ করে। ফলে শিল্পে দারুণভাবে উৎপাদন বাড়ে। কয়লা ও তেলের উৎপাদন, দ্বিগুণ হয়। ভারী শিল্প যথা লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন খুবই বাড়ে। বিদ্যুৎ, রেল ইঞ্জিন, ট্রাক্টর, যন্ত্রপাতির উৎপাদন খুবই বাড়ে। কয়েক হাজার মাইল রেলপথ নির্মিত হয়। মোট কথা শিল্পে স্বয়ম্ভরতার পথে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্রুত আগাইয়া চলে।

শিক্ষা-সংস্কার

শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়। রাশিয়ার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। কারিগরী বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। ছাত্রদের মার্কসবাদী দর্শনের মূল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মন হইতে পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি দূর করা। ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়। গীর্জার প্রাধান্য নাশ করা হয়। গীর্জার সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়।

---

১. Issac Deutscher—Sialin.

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিরাট সফলতা লক্ষ্য করিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৩ খ্রীঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ১৯৩৮ খ্রীঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। রাশিয়ার নিরক্ষরতা দূর হয়। বেকার সমস্যা লোপ পায়। কারিগরী শিক্ষার বিরাট প্রসার ঘটে। ভারী শিল্পে সোভিয়েত রাশিয়া প্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়। খাদ্য উৎপাদন দারুণ বাড়ে। সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বয়ম্ভর হয়। মোট কথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে সোভিয়েত দেশ আত্মপ্রকাশ করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করিয়া দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে সুবিধা ভাগ করিয়া স্টালিন রাষ্ট্র পরিচালনার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জারতন্ত্রের অনগ্রসরতার যুগ অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

স্টালিনের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে পরবর্তীকালে বহু সমালোচনা দেখা গিয়াছে। রুশ রাষ্ট্রনায়ক ক্রুশ্চফ ছিলেন স্টালিনবাদের প্রধান সমালোচক। তিনি C.P.S.U.-র কংগ্রেসে স্টালিনের একনায়কতন্ত্রের ঘোর নিন্দা করেন। স্টালিনের নির্দেশে বর্বরভাবে রক্তপাত ও হত্যার তীব্র সমালোচনা করা হয়। স্টালিন ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন কমাইয়া ভারী শিল্প গঠন করেন বলিয়া সমালোচনা করা হয়। ইহার ফলে রুশদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য যথেষ্ট ভোগ্যপণ্য পাওয়া যায় নাই। তাছাড়া স্টালিন পার্টিতে স্বৈরতন্ত্র চালান। স্বাধীনচিত্ত সদস্যদের ধ্বংস করেন। তিনি রাশিয়াকে একটি পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করেন বলিয়া স্টালিনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়।

স্টালিনবাদের সমালোচনা

কিন্তু ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারে স্টালিনের মূল্যায়ন এখনও হয় নাই। তিনি কিছুটা স্বৈরতন্ত্রবাদী ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ক্ষমতালোভী ও সন্দেহ-পরায়ণ ছিলেন। রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রখ্যাত এবং খাঁটি নেতাদের তিনি হয় বহিস্কার করেন অথবা ধ্বংস করেন। একটি পরিসংখ্যান অনুসারে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রায় ৮ লক্ষ লোক নিহত হন। লালফৌজের প্রায় ৩৫ হাজার অফিসার নিহত হন। কয়েকজন ফিল্ড মার্শালও ইহার মধ্যে ছিলেন।[১] তবে এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, কেন স্টালিন এই নীতি নেন তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন যে, ট্রটস্কী ও জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর চক্রান্ত দমনের জন্য স্টালিন এই রক্তপাত ঘটান। অপর একটি ব্যাখ্যা এই যে, গাড়ীকে চালাইতে যেমন ইঞ্জিন লাগে, সেইরূপ সর্বাত্মক রাষ্ট্রকে কার্যকর রাখিতে হইলে সন্ত্রাসের দরকার হয়।

স্টালিনবাদের পক্ষে যুক্তি

যাহা হউক স্টালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটাইয়া তাহাকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ভারী শিল্প গঠন করার ফলে সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি বহন করিতে সক্ষম হয়। রাষ্ট্র সংগঠন এবং সমাজতন্ত্রের সার্থক প্রয়োগে তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য।

কৃতিত্ব

১. Quoted by Gordon Craig. P. 863.

সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি, ১৯১৭—৩৯ খ্রীঃ (The Foreign Policy of Soviet Russia, 1917—39) ঃ ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বিপ্লবের পর বিপ্লবের ভাবধারার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া লেনিন জারের আমলের পুরাতনপন্থী বিদেশ নীতিকে বর্জন করেন। ১৯১৭ খ্রীঃ পর লেনিন জার্মানীর সহিত ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপন করেন। রাশিয়ার ভূমিখন্ডের কিছু অংশ জার্মানীকে ছাড়িয়া দিয়া এবং যুদ্ধের দরুণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়া তিনি চড়া মূল্যে এই সন্ধি ক্রয় করেন। লেনিন বলেন যে, এই যুদ্ধ হইল সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ চালাইতে রুশ সমাজতন্ত্রের কোন আগ্রহ নাই।

ব্রেষ্টলিষ্টভস্কের সন্ধি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে বলশেভিক রাশিয়া সরিয়া দাঁড়াইবার পর, সোভিয়েত সরকার মার্কসবাদী আদর্শ অনুসারে বিশ্ব বিপ্লবের লক্ষ্য ঘোষণা করে। E. H. Carr নামক ঐতিহাসিকের মতে, ইওরোপীয় কূটনীতির মূল কথা ছিল যে, শান্তির সময় একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হাত দিবে না। কিন্তু সোভিয়েত সরকার এই চিরাচরিত নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্ব বিপ্লবের ডাক দেয়। রুশ নেতারা ইওরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে বলেন এবং পরাধীন জাতিগুলিকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দেন। মার্কসবাদ অনুসারে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সহিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ছিল। সুতরাং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করিয়া বিশ্বের সকল নিপীড়িত শ্রমিকদের মুক্তি দান করা ছিল রুশ শ্রমিক সরকারের কর্তব্য। যুদ্ধের চাপে ধনতন্ত্রী দেশগুলি দুর্বল হওয়ায় ইহাদের ধ্বংস করা সহজ হইবে বলিয়া কোন কোন সোভিয়েত নেতা মনে করেন। লেনিন বলেন যে, "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেরূপ নির্ভুলভাবে ফলাফল বলা যায়, সেইরূপ নির্ভুলতা লইয়া আমি দেখিতে পাই যে পশ্চিম ইওরোপে সাম্যবাদের প্রসার আসন্ন।"

বিশ্ববিপ্লবের লক্ষ্য

বিশ্ব বিপ্লবের লক্ষ্যকে বাস্তবে রুপায়িত করার জন্য ১৯১৯ খ্রীঃ কমিনটার্ন বা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট কংগ্রেস আহ্বান করা হয়। বিশ্বের কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে সঠিক পথে চালাইবার জন্য একটি দপ্তর গঠিত হয়। রুশ বিপ্লবী জিনোভিয়েভ কমিনটার্নের দায়িত্ব পান। বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য এই দপ্তর হইতে নির্দেশ, কৌশক ও প্রচার পদ্ধতি বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

কমিনটার্ন গঠন

কমিনটার্ন প্রভৃতি বিশ্ব বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণ সফল হয় নাই। জার্মানীর ব্যাভেরিয়া ও হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী সরকার গঠিত হইলেও, তাহা জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া সরকার ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইংলন্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বুর্জোয়া সরকারগুলি এত শক্তিশালী ছিল যে, সেই দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করা আদপেই সম্ভব হয় নাই। অধিকন্তু এই বুর্জোয়া সরকারগুলি বলশেভিক সরকারকে ধ্বংস করার জন্য রুশ দেশে সামরিক আক্রমণ চালায়।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ

বৈদেশিক আক্রমণ এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রতি-বিপ্লবের সাঁড়াশীর চাপে, রুশ সমাজতন্ত্রী সরকার আপাততঃ বিশ্ব বিপ্লবের লক্ষ্য ত্যাগ করে।

সোভিয়েত সরকারের মিত্রহীনতা ও বুর্জোয়া প্রতিরোধ

এদিকে ইওরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলি এবং মার্কিন দেশ এককাট্টা হইয়া নবগঠিত সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে বিরত থাকে। স্বীকৃতির অভাবে সোভিয়েত সরকার অন্য দেশগুলির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমী নেতারা ভার্সাই সন্ধির দ্বারা পূর্ব ইওরোপের যে পুনর্গঠন করেন তাহাতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বক্তব্য রাখা সম্ভব হয় নাই। কারণ প্যারিসের শান্তি বৈঠকে সোভিয়েত সরকারকে আহ্বান করা হয় নাই। যে রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই তাহাকে আহ্বানের প্রশ্ন অবাস্তব বলিয়া মনে করা হয়।

ভার্সাই সন্ধির ফলে ক্ষতি

ইহার ফল হয় যে, ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধির দ্বারা রাশিয়া জার্মানীকে যে সকল স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা রাশিয়া ফেরৎ পায় নাই। অধিকন্তু প্যারিসের সম্মেলনে এক জাতি এক রাষ্ট্র নীতি প্রয়োগ করিয়া ফিনল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়াকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য হিসাবে গঠন করা হয়। পোল্যাণ্ডের সহিত রাশিয়ার সীমান্ত কার্জন লাইন বরাবর স্থির করা হয়। মোট কথা ভার্সাই সন্ধির দ্বারা রাশিয়ার পশ্চিম অঞ্চল ব্যবচ্ছেদ করা হয়। এইভাবে পশ্চিমী দেশগুলি সোভিয়েত সরকারকে দুর্বল করার চেষ্টা করে।

চিকেরিনের কূটনীতি : ফ্রান্সের শত্রুতা

এইরূপে পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া লেনিন তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য পরিবর্তন করেন। তিনি জর্জ চিকেরিনকে বিদেশমন্ত্রী নিয়োগ করিয়া, পশ্চিমী দেশগুলির নিকট সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতি লাভের উপর জোর দেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সময় পশ্চিমী দেশগুলির আস্থা পাইবার জন্য তিনি N. E. P. বা নব অর্থনীতির মাধ্যমে পুঁজিবাদের সহিত কিছুটা আপোষ করেন। জর্জ চিকেরিন ছিলেন জারের আমলের কর্মচারী। তিনি কূটনীতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ব্রিটেনের সহিত সম্পর্কের উন্নতি ঘটাইবার চেষ্টা করেন। অপর দিকে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা রাশিয়ার বিরাট বাজার পাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠে। রাশিয়াকে স্বীকৃতি না দিলে এই বাজার পাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের তীব্র বিরোধিতার ফলে রাশিয়ার সহিত সম্পর্কের উন্নতিতে বাধা দেখা দেয়। ফ্রান্স দাবী করে যে, সোভিয়েত রাশিয়া ফ্রান্স সহ সকল বৈদেশিক শক্তির নিকট হইতে নেওয়া ঋণ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে, তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। রাশিয়ার নেওয়া ঋণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য জেনোয়ায় এক আন্তর্জাতিক অর্থ সম্মেলন আহূত হয়।

জেনোয়ার সম্মেলনে জর্জ চিকেরিন ইওরোপের ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে, বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে একত্র করেন। তাছাড়া তিনি বলেন যে, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বাজেয়াপ্ত অর্থের ক্ষতিপূরণ রাশিয়া দিবে, যদি পশ্চিমী শক্তিগুলি

রাশিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের দরুণ ক্ষতিপূরণ দেয়। তাছাড়া এই সম্মেলন অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনার জন্য আহূত হইলেও চিকেরিন এই আলোচনাসূচী না মানিয়া আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ এবং সকল দেশকে বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ সমানভাবে বণ্টনের কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি জেনোয়া বৈঠক ত্যাগ করিয়া জার্মানীর সহিত র‍্যাপালোর সন্ধি (Treaty of Rapallo) স্বাক্ষর করেন। র‍্যাপালোর সন্ধি ছিল পশ্চিমী দেশগুলির নিকট বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। কারণ এই সন্ধির দ্বারা জার্মানী ও রাশিয়া দুই ভার্সাই বিরোধী শক্তি জোটবদ্ধ হয়। জার্মানীতে সাম্যবাদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এজন্য জার্মানীর প্রতিবেশী ফ্রান্স আতঙ্ক বোধ করে। তাছাড়া র‍্যাপালোর সন্ধির (১৯২২ খ্রীঃ) দ্বারা স্থির হয় যে, (১) সোভিয়েত ভূমিতে জার্মান সেনাদের সামরিক তালিম ও অস্ত্র দেওয়া হইবে। (২) ইহার বদলে জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দিবে এবং বাণিজ্যিক সুবিধা দিবে। এই সন্ধির ফলে ভার্সাই সন্ধির সামরিক শর্ত ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। জার্মানীর রুর জেলা ফ্রান্স অধিকারের জন্য জার্মানীতে যে অর্থ সংকট দেখা দেয়, তাহা মিটাইতে রাশিয়া জার্মানীকে অর্থ সাহায্য করে।

র‍্যাপালোর সন্ধি

র‍্যাপালোর সন্ধির পর পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি রুশ কুটনীতিকে সমীহ করিয়া চলিতে বাধ্য হয়। জর্জ চিকেরিন এই সময় ঘোষণা করেন যে, যে রাষ্ট্র সর্বাগ্রে রাশিয়াকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিবে, রাশিয়া তাহাকে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা দিবে। ইহার ফলে ইংলণ্ড, ইতালী ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বীকৃতি দানের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড ১৯২৪ খ্রীঃ সোভিয়েত ইউনিয়নকে সকল দেশের আগে স্বীকৃতি জানায়। ইহার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর সকল রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। মার্কিন দেশ বহু বিলম্বের পর ১৯৩৭ খ্রীঃ এই স্বীকৃতি দেয়।

সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতি দান

সোভিয়েত ইউনিয়নকে পশ্চিমী দেশগুলি স্বীকৃতি দিলেও সোভিয়েত দেশ হইতে সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রবাহ তাহাদের দেশে আসিতে পারে এই সন্দেহ দূর হয় নাই। ইতিমধ্যে বুলগেরিয়ায় কমিউনিষ্ট অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। চীনে কুয়ো-মিন-তাংএ কমিউনিষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটে। এই সকল কারণে ১৯২৭ খ্রীঃ পশ্চিমী দেশের সহিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। ইংলণ্ডে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের অভিযোগে ইংলণ্ডের টোরী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে। পরে শ্রমিক দল কিছুদিন ইংলণ্ডে ক্ষমতা পাইয়া তাহা পুনঃস্থাপন করে।

পশ্চিমী দেশের সহিত সম্পর্কের অবনতি

যাহা হউক এই সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া তাহার বৈদেশিক নীতিকে স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত করে। স্টালিন-ট্রটস্কী মতভেদের পর, স্টালিন ক্ষমতা লাভ করিলে, তাঁহার 'জাতীয় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের' আদর্শ গৃহীত হয়। ইহার ফলে স্টালিন অন্য দেশের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপে বিরত থাকেন। আইজ্যাক ডায়েটশার (Isaac

স্টালিনের কমিনটার্ন নীতির প্রতি ঔদাসীন্য

Deutscher) নামক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, স্টালিন এই সময় কমিনটার্নের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করেন। তিনি কমিনটার্নকে ইহা সমঝাইয়া দেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাহার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করিবে। পশ্চিমী দেশগুলি স্টালিনের এই নীতির গুরুত্ব উপলব্ধি না করিয়া ১৯২৫ খ্রীঃ লোকার্নো চুক্তি সম্পাদন করে। ইহাতে স্টালিন হতাশা বোধ করেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩৩ খ্রীঃ জার্মানীতে নাৎসী দল এডলফ হিটলারের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করিলে ইহার দরুন বিশ্ব রাজনীতিতে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাশিয়ার ক্ষেত্রে নাৎসী আগ্রাসনের আশংকা দেখা দেয়। হিটলার সোভিয়েত সরকারকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা গোপন করেন নাই। জার্মান আক্রমণের আশংকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বিচলিত হয়। এদিকে জাপান লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিলে, রাশিয়া তাহার মঙ্গোলীয় সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়।

নাৎসী শক্তির উত্থান : সোভিয়েতের আশংকা

এই অবস্থায় মার্শাল স্টালিন স্থির করেন যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে পশ্চিমী দেশের সহিত মিত্রজোট গঠন করা দরকার। পশ্চিমী দেশগুলির আস্থা পাইবার জন্য তিনি ভার্সাই সন্ধিকে দৃঢ় সমর্থন জানান। ভার্সাই সন্ধির স্থিতাবস্থা সোভিয়েত নিরাপত্তাকে রক্ষা করিবে বলিয়া আশা করা হয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সমর্থন লাভের আশায় স্টালিন কমিনটার্ন আন্দোলন রদ করিয়া দেন। সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৩৪ খ্রীঃ লীগের সদস্য পদ গ্রহণ করে। লীগের আদর্শকে সোভিয়েত সরকার দৃঢ় সমর্থন জানায়। (১) ফ্রাংকো-সোভিয়েত চুক্তি (১৯৩৫ খ্রীঃ) দ্বারা ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন তৃতীয় শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। (২) নব নিযুক্ত রুশ বিদেশ মন্ত্রী ম্যাক্সিম লিট্‌ভিনভ ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের সহিত নানাভাবে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করেন। ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে যৌথভাবে গ্যারাণ্টি দেয় যে, জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়াকে তাহারা সাহায্য করিবে।

পশ্চিমী রাষ্ট্রের সহিত অসহযোগিতা নীতি

লিট্‌ভিনভ কর্তৃক অনুসৃত পশ্চিমী সহযোগিতা লাভের নীতি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্রিটেনের টোরী শাসনকর্তারা ছিলেন ঘোর সোভিয়েত বিরোধী। রুশ রাষ্ট্রদূত মেইস্কির মতে ব্রিটিশ মন্ত্রী চেম্বারলেইন, এই নীতি স্থির করেন যে, রুশ সাম্যবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য রুশ সীমান্তের দিকে জার্মান জঙ্গীবাদকে ঠেলিয়া দেওয়া দরকার। ইহার ফলে সোভিয়েত সাম্যবাদ ও জার্মান নাৎসীবাদ পরস্পরের সহিত সংঘাতে ধ্বংস হইবে।[১] পশ্চিমী দেশগুলি এজন্য সোভিয়েত সরকারের সহযোগিতা নীতি অগ্রাহ্য করে।[২] মিউনিক

ব্রিটিশ বিরোধিতা

১. Maisky—One Munich : Frederick Hartman—Relations of Nations.

২. অধুনা A. J. P. Taylor তোষণ নীতির অন্য প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। Vide Origin of Second World War—A. J. P. Taylor.

চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার কিছু অংশ জার্মানীকে ছাড়িয়া দিলে, সোভিয়েত সহযোগিতা নীতির বিফলতা প্রকট হয়। মিউনিক চুক্তির ফলে জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়া রুশ সীমান্তের দিকে আগাইয়া যায়।

"পশ্চিমী দেশের সহিত সহযোগিতা নীতি" বিফল হইলে, স্টালিন, লিটভিনভকে পদচ্যুত করিয়া মোলোটোভকে বিদেশমন্ত্রী নিয়োগ করেন। মোলোটোভ ছিলেন পশ্চিম বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত সরকারের মঙ্গল চায় না। ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ড উপলক্ষে জার্মানীর সহিত ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই যুদ্ধের সম্ভাবনায় ব্রিটেন সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রতা চুক্তি গড়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে। এজন্য মস্কোতে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান হয়। কিন্তু স্টালিন ও মোলোটোভ এই দলের সহিত আলোচনায় বুঝিতে পারেন যে, ব্রিটেন তখনও মনস্থির করিতে পারে নাই।

স্টালিনের আত্মরক্ষার নীতি

এদিকে চতুর হিটলার জার্মানী বিরোধী জোট ভাঙিয়া তাঁহার একের পর এক নীতিকে কার্যকরী করার জন্য ব্যস্ত হন।[১] ফলে তিনি রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব দেন। স্টালিন ১৯৩৯ খ্রীঃ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির দ্বারা দুই স্বাক্ষরকারী দেশ ১০ বৎসরের জন্য পরস্পরকে আক্রমণ না করিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। দুই দেশের মধ্যে বিরোধগুলি আলাপ-আলোচনায় মিটাইয়া লইতে রাজী হয়। এই সন্ধির একটি গোপন শর্তের দ্বারা উভয় দেশ পোল্যাণ্ডকে পরস্পরের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার জন্য রাজী হয় এবং পূর্ব ইওরোপে নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকা স্থির করে।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি

১৯৩৯ খ্রীঃ জার্মানীর সহিত ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সোভিয়েত রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে। অবশেষে ১৯৪১ খ্রীঃ সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানী দ্বারা আক্রান্ত হইলে, রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও মার্কিন দেশ মিত্রতাবদ্ধ হইয়া, একযোগে জার্মানীকে পরাস্ত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

পাঠ্যসূচী

১। E. H. Carr—History of Soviet Russia.
২। Rothenstein—History of Soviet Russia.
৩। Seton Watson—From Lenin to Kruschev.
৪। Angelica Balabanoff—Impressions of Lenin.
৫। Isaac Deutscher—Stalin.
৬। J. F. Kennan—Soviet Foreign Policy.
৭। Ilya Ehrenbuag—Men, Years, Life.

১, Allan Bullok—Tyranny Hitler.

উনত্রিংশ অধ্যায়

লীগ অফ নেশনস
(League of Nations)

উৎপত্তি (Origin of the League of Nations) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা, মানব জীবনের ধ্বংস ও সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি বুঝাইয়া দেয় যে, আধুনিক যুদ্ধগুলি খুবই ব্যাপক ধরনের হইবে। ইহাতে সামরিক ও অসামরিক নাগরিকদের কোন পার্থক্য থাকিবে না। শত্রুর মারণাস্ত্রে সকলেই সমানভাবে নিহত হইবে। এই যুদ্ধ কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিবে না। স্থল, জল, অন্তরীক্ষ সর্বত্র যুদ্ধ চলিবে। শত্রুর বিমান অসামরিক লোকদের ও শহরগুলিকে ধ্বংস করিবে। আধুনিক যুদ্ধের ফলে প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষতির সহিত নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়।

এমতাবস্থায় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবিতে থাকেন কিভাবে যুদ্ধের সম্ভাবনা বন্ধ করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি স্থায়ী করা যায়। আসলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধ ঘটা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য বল প্রয়োগের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ পন্থা গ্রহণের জন্য চিন্তা ভাবনা করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা এই চিন্তাধারাকে প্রবল করে। পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট ১৯১৭ খ্রীঃ আর যুদ্ধ না করিয়া আপোষের ও আলোচনার দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ মিটাইবার আবেদন করেন। ব্রিটেনে জেনারেল স্কটস ও ফিলিমোর ও আন্তর্জাতিক সংস্থার দ্বারা আপোষে বিরোধ মিটাইবার জন্য প্রস্তাব দেন।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপে শান্তি স্থাপনের জন্য চতুর্দশ নীতি (Fourteen Points) ঘোষণা করেন। এই চতুর্দশ নীতির ১৪নং ধারায় উইলসন বলেন যে, সকল জাতির প্রতি ন্যায় বিচার এবং সকল জাতির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়িতে হইবে। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে উইলসনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ১৯ সদস্যের এক কমিটিকে লীগের গঠনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইহার নাম হয় লীগ কভেন্যান্ট (League Covenant)। এই লীগ চুক্তিপত্র ভার্সাই সন্ধির প্রথম খণ্ডে গৃহীত হয়। ইহার ফলে লীগ অফ নেশনস বা জাতি সংঘ স্থাপিত হয়।

লীগ অফ নেশনসের গঠন ও উদ্দেশ্য (Formation and purpose of the League of Nations) : জাতিসংঘের বা লীগের কার্য পরিচালনার জন্য পাঁচজন স্থায়ী সদস্য লইয়া একটি পরিষদ বা কাউন্সিল গঠিত হয়। ইহাতে চারজন অস্থায়ী সদস্য থাকিবে ইহাও স্থির হয়। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য ছিল ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালী ও জাপান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগে যোগদান না করায় স্থায়ী সদস্য পদে মাত্র ৪টি দেশ থাকে। সদস্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করার

জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল লীগ কাউন্সিলের দায়িত্ব। বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তাহা যদি রাজনৈতিক বিরোধ হইত তবে লীগ কাউন্সিল মীমাংসা করিতে পারিত। কিন্তু মীমাংসার সূত্র স্থির করিবার বিষয়ে কাউন্সিলের সদস্যদের একমত হইতে হইত। আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা ছিল লীগ কাউন্সিলের দায়িত্ব। মোট কথা লীগের এক্তিয়ারে যাবতীয় বিষয়ে লীগ কাউন্সিল বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত লইত। সংখ্যালঘু সমস্যা, ম্যান্ডেট সম্পর্কিত বিষয়, লীগের সচিবালয়ের কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় ছিল পরিষদের হাতে। একমাত্র প্রসিজিওর বা প্রথাসিদ্ধ বিষয় ছাড়া অন্য যে কোন বিষয়ে পরিষদকে ঐক্যমত হইয়া সিদ্ধান্ত লইতে হইত। সদস্যরা ঐক্যমতে না আসিলে পরিষদের সিদ্ধান্ত বৈধ হইত না। লীগ পরিষদের কার্যকারিতার উপরেই লীগের সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করিত।

লীগ এ্যাসেম্বলী বা সাধারণ সভায় লীগের সকল সদস্য যোগ দিতে পারিত। লীগ এ্যাসেম্বলীর অধিবেশন অন্ততঃ বৎসরে একবার ডাকিতে হইত। জরুরী অবস্থায় জরুরী অধিবেশন ডাকা যাইত। লীগের সাধারণ সভার আলোচনাসূচী লীগের মহা সচিব রচনা করিতেন। প্রতি সদস্যের একটি করিয়া ভোট ছিল। লীগ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সাধারণ সভা আলোচনা ও পরামর্শ দিতে পারিত। এ সম্পর্কে সাধারণ সভা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিত। লীগের সাধারণ সভার সদস্যদের মধ্য হইতে কমিটি নিয়োগ করিয়া কোন বিষয়ে রিপোর্ট তৈয়ারী করা হইত। তাহার পর সাধারণ সভা সেই রিপোর্ট আলোচনা করিত। বিশ্বশান্তি সম্পর্কিত বিষয়ে সাধারণ সভা আলোচনা করিত। লীগ পরিষদের হাতে যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তাহার সম্পর্কেও এই সভা আলোচনা করিত। লীগের বার্ষিক বাজেট এই সভা পাশ করিত। ⅔ ভোটে ইহা নূতন সদস্য গ্রহণ করিত। সকল বিষয়ে সভার সদস্যদের ঐকামতে আসিতে হইত। লীগের সাধারণ সভার কোন প্রত্যক্ষ কার্যকরী ক্ষমতা ছিল না। এই সভা কেবলমাত্র পরামর্শ ও মতামত দিতে পারিত।

লীগের কাজকর্ম চালাইবার জন্য একটি সচিবালয় ছিল। ইহাতে সেক্রেটারী জেনারেল বা মহাসচিবের নির্দেশে কর্মচারীরা কাজ করিত। সচিবালয়ের কাজ ছিল লীগ পরিষদ ও সাধারণ সভার কার্য তালিকা রচনা; পরিষদ ও সাধারণ সভার নির্দেশকে কাজে রূপায়িত করা প্রভৃতি। এছাড়া লীগের অধীনে আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর (I. L. O.) এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপিত হয়।

লীগ অফ নেশনস ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা (The League of Nations and International Peace and Security) : লীগ অফ নেশনসের ১০—১৬ ধারা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লীগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকে বন্ধ করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা। ১০ হইতে ১৬ ধারায় তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য এই ধারাগুলির বিশদ আলোচনা দরকার।

(১) ১০নং ধারায় লীগের চুক্তিপত্রে বলা হয় যে, লীগের সদস্যদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ভৌমিক অখণ্ডতা লীগ রক্ষা করিবে। অর্থাৎ কোন শক্তি লীগের কোন সদস্যকে আক্রমণ করিলে সেই সদস্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমা রক্ষা করা হইবে। (২) ১১নং ধারায় যৌথ নিরাপত্তা নীতি গৃহীত হয়। ইহাতে বলা হয় যে, লীগের কোন সদস্য আক্রান্ত হইলে লীগের অপর সকল সদস্য এই আক্রমণকে তাহাদের উপর আক্রমণ বলিয়া মনে করিবে। আক্রমণ করার বিরুদ্ধে লীগের সদস্যরা যৌথ বাধা দিবে। (৩) ১২নং ধারায় বলা হয় যে, যদি কোন আন্তর্জাতিক বিরোধের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হয় তবে সেই বিরোধ লীগ কাউন্সিল বা আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করা হইবে। লীগের হাতে বিষয়টি আসার পর তিনমাস যুদ্ধ বিরতি চলিবে। (৪) ১৩নং ধারায় লীগের সদস্যদের লীগ কাউন্সিলের মধ্যস্থতা অথবা আন্তর্জাতিক আদালতের রায় মানিয়া চলিতে অনুরোধ করা হয় এবং বলপ্রয়োগ হইতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। (৫) ১৪নং ধারায় আন্তর্জাতিক আদালত কিভাবে গঠিত হইবে বলা হয়। (৬) ১৫নং ধারায় বলা হয় যে লীগ কাউন্সিল সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে রাজনৈতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করিবে এবং আন্তর্জাতিক আইনগত বিরোধ আন্তর্জাতিক আদালত নিষ্পত্তি করিবে। (৭) ১৬নং ধারা ছিল নিরাপত্তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান শর্ত। ইহাতে বলা হয় যে, যদি কোন লীগ সদস্য ১২, ১৩, ১৫নং শর্ত ভঙ্গ করে এবং লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে তবে তাহাকে আক্রমণকারী ঘোষণা করা হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে লীগের অপর সদস্যরা অর্থনৈতিক অবরোধ করিতে বাধ্য থাকিবে। ইচ্ছা করিলে এই অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে। অপরাধী রাষ্ট্রকে লীগের সদস্য পদ হইতে ভোটের দ্বারা বহিস্কার করা যাইতে পারে।

পরে দেখা যায় যে, লীগের এই নিরাপত্তা শর্তগুলি ছিল ঘোরতর ত্রুটিপূর্ণ। এই কারণে লীগের পতন ঘটে। (১) ১৬নং শর্ত বা শাস্তিমূলক শর্ত ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কারণ কোন সদস্য ১২, ১৩ এবং ১৫নং শর্ত ভাঙিলে তবেই ১৬নং শর্ত প্রযোজ্য ছিল। ১৩নং শর্ত ভাঙিলে ইহা প্রযোজ্য ছিল না। অথচ ১০নং শর্ত দ্বারা সদস্যদের স্বাধীনতা ও ভৌমিক অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়। (২) লীগ যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করে, কিন্তু আগ্রাসনকে নিষিদ্ধ করে নাই। সুতরাং কোন রাষ্ট্র আগ্রাসন বা অঘোষিত যুদ্ধ করিলে লীগের আইনতঃ কিছু করার ছিল না। (৩) লীগের যাহারা সদস্য ছিল না তাহাদের উপর লীগের এক্তিয়ার ছিল না। (৪) কোন সদস্য আগ্রাসন করিবার পর লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়া লীগের দায়-দায়িত্ব এড়াইতে পারিত। (৫) লীগ কাউন্সিলকে কোন বিষয়ে মীমাংসা করিতে হইলে ঐক্যমতে আসিতে হইত। সদস্যরা একমত না হইলে বিরোধীয় রাষ্ট্রগুলি নিজ মতে চলিতে পারিত। (৬) ১৬নং ধারায় সামরিক শাস্তি বাধ্যতামূলক না হওয়ায় অপরাধী রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অবরোধ দ্বারা জব্দ করা সম্ভব ছিল না। (৭) লীগের সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ সার্বভৌম অধিকারকেই মূল্য দেয়। লীগের আদর্শ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেয়।

লীগ অফ নেশনসের কার্যাবলী (Achievements of the League of Nations): লীগ অফ নেশনস স্থাপিত হইবার পর প্রায় এক দশক লীগের মর্যাদা সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। এই যুগকে লীগের সুবর্ণ যুগ (Golden period) বলা হয়। এই সময় বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থ-ঘটিত দ্বন্দ্ব প্রকটিত না হইবার ফলে লীগের পক্ষে আন্তর্জাতিক বিরোধগুলির নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। লীগের কার্যকারিতা এই সময় বৃদ্ধি পায়। এই সময় লীগ যে বিরোধগুলির মীমাংসা করে তাহার মধ্যে কয়েকটি প্রধান বিষয় হইল :—

(১) আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ ঘটিত বিরোধ—বাল্টিক সমুদ্রের আল্যাণ্ড দ্বীপের অধিবাসীরা ছিল জাতিগত দিক হইতে সুইডেনের সহিত সম্পর্কিত এবং এজন্য তাহারা সুইডেনের সহিত যুক্ত হইতে ইচ্ছা করে। সুইডেনও এই দ্বীপের উপর আধিপত্য দাবী করে। অপর দিকে ফিনল্যাণ্ড এই দ্বীপের উপর তাহার সার্বভৌম অধিকার ভোগ করিতেছিল। ফিনল্যাণ্ড এই দাবী ত্যাগ করিতে রাজী ছিল না। সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড কোন দেশই জাতি সংঘের সদস্য ছিল না। কিন্তু ব্রিটেনের প্রস্তাব অনুযায়ী লীগ আল্যাণ্ডের বিষয়টি গ্রহণ করে। ফিনল্যাণ্ড এই বিরোধ তাহার আভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া লীগের হস্তক্ষেপের এক্তিয়ার অগ্রাহ্য করে। কিন্তু লীগ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে। পরে কমিটির রিপোর্ট অনুসারে আল্যাণ্ড ফিনল্যাণ্ডের অধীনে রাখা হয়। কিন্তু এই দ্বীপের অধিবাসীদের স্বকীয়তা ও সংস্কৃতি, সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার জন্য ফিনল্যাণ্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(২) সাইলেশিয়া প্রদেশের কিছু অংশ লইয়া জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সাইলেশিয়ার পোল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি পোল্যাণ্ড দাবী করে। লীগ কাউন্সিলের মধ্যস্থতায় উভয় দেশের সীমান্ত স্থির করা হইলে উভয় দেশ তাহা মানিয়া নেয়।

(৩) করফুর ঘটনা, ১৯২৩ খ্রীঃ—গ্রীস ও আলবেনিয়ার সীমান্ত জরিপে নিযুক্ত জনৈক ইতালীয় কর্মচারীকে গ্রীসে হত্যা করা হয়। মুসোলিনী বিষয়টি বিধিমত লীগের নিকট উত্থাপন না করিয়া নিজ হাতে আইন নেন। ইতালীয় নৌবহর গ্রীসের করফু দ্বীপের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া দ্বীপটি অধিকার করে এবং গ্রীসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ দাবী করে। গ্রীস, লীগ অফ নেশনসের নিকট আবেদন জানায়। লীগ কাউন্সিলে এ বিষয়ে বিতর্ক চলিতে থাকার সময়, প্যারিসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতেরা আলাদাভাবে মধ্যস্থতা করিয়া বিষয়টির মীমাংসা করে। ইতালীর নিকট গ্রীস ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ক্ষতিপূরণ দেয়। করফুর ঘটনা প্রমাণ করে যে ইতালী লীগের উপর আস্থা না রাখিয়া নিজ হাতে আইন নেয়। ইহা লীগের প্রতি অনাস্থার অভিব্যক্তি ছিল।

(৪) গ্রীক-বুলগেরিয়া বিরোধ, ১৯২৫ খ্রীঃ—গ্রীস ও বুলগেরিয়ার সীমান্তে বহু জটিলতা এবং পরস্পর-বিরোধী দাবী ছিল। ১৯২৫ খ্রীঃ গ্রীস-বুলগেরীয় সীমান্তে

দুইজন গ্রীক সৈনিক নিহত হইলে গ্রীস, করফু ঘটনার অনুকরণে বুলগেরিয়ার নিকট ক্ষতিপূরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা দাবী করে। বুলগেরিয়া এ বিষয়ে তদন্তের প্রস্তাব দিলে গ্রীস তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সৈন্য প্রেরণ করে। বুলগেরিয়া লীগের নিকট লীগ চুক্তি পত্রের ১০, ১১নং ধারা অনুযায়ী আবেদন করিলে লীগ অগ্রে গ্রীক সেনাকে বুলগেরিয়া হইতে পিছাইয়া আসিতে আদেশ দেয়। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইতালীর সামরিক অফিসারদের যুদ্ধ বিরতি ও বুলগেরিয়া ত্যাগ পর্যবেক্ষণ করিতে লীগ পাঠাইয়া দেয়। ইহার পর লীগ এক তদন্ত কমিশন বসায়। এই কমিশন গ্রীসের ক্ষতিপূরণের দাবী নাকচ করে এই যুক্তিতে যে গ্রীসই ছিল আক্রমণকারী। এই কমিশন বলে যে, বুলগেরিয়া ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী। লীগ গ্রীসকে নির্দেশ দেয় যে, ৪২ হাজার পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ যেন বুলগেরিয়াকে দেওয়া হয়। এই বিরোধের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, করফুর ঘটনার সময় ইতালীর অন্যায় আচরণের নিন্দা লীগ করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু দুর্বল গ্রীসের ক্ষেত্রে লীগ হঠাৎ পক্ষপাতমূলক আচরণ করে। ইহার ফলে লীগের মর্যাদা কমিয়া যায়।

এইভাবে ১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিরোধে লীগ সাফল্যের সহিত হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীঃ হইতে অকস্মাৎ লীগের মর্যাদায় দারুণ আঘাত আসে। পরিণামে লীগের পতন ঘটে। যে প্রধান ঘটনাগুলির দ্বারা লীগের মর্যাদা নষ্ট হয় তাহা হইল :—

(১) জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ—জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চু শাসিত চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ আক্রমণ করে। জাপান ও চীন উভয়েই ছিল লীগ অফ নেশনসের সদস্য। জাপান ছিল লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে চীন লীগের নিকট ন্যায়-বিচারের আবেদন করে। এদিকে ব্রিটেন গোপনে জাপানকে সমর্থন করিত। কারণ ব্রিটেনের আশংকা ছিল যে, কমিউনিষ্ট রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় অনুপ্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং লীগ কাউন্সিলে জাপানের বিরুদ্ধে যথেষ্ট তৎপরতা দেখান হয় নাই। যাহা হউক বিশ্ব জনমত জাপানকে ধিক্কার জানাইলে এবং চীনা জাতীয়তাবাদীরা তুমুল গণ্ডগোল আরম্ভ করিলে লীগের আদেশে লিটন কমিশনকে মাঞ্চুরিয়ায় তদন্ত করিতে পাঠান হয়। ইতিমধ্যে জাপান মাঞ্চুরিয়ায়, মাঞ্চুকুয়ো নামে এক তাবেদার সরকার গঠন করিয়া মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের সকল দায়িত্ব অস্বীকার করে। লিটন রিপোর্টে জাপানকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করা হয়। জাপান ইহার প্রতিবাদে লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে। লীগ জাপানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বিরত থাকে। কারণ ব্রিটেন এইরূপ কোন ব্যবস্থা পছন্দ করিত না। ফলে মাঞ্চুরিয়ার ঘটনায় লীগ সর্ব প্রথম বড় ধরণের ব্যর্থতা বরণ করে। লীগের উপর সদস্যদের আস্থা নষ্ট হয়।

(২) ইতালী-আবিসিনীয়া যুদ্ধ, ১৯৩৫ খ্রীঃ—ইহার পর লীগের উপর দ্বিতীয় মারাত্মক আঘাত আসে। ইতালী ছিল লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ইওরোপীয় সদস্য। অনেকে মনে করিত যে, এশিয়ার দেশ জাপান আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের

তোয়াক্কা না করিয়া লীগকে অগ্রাহ্য করে। ইওরোপের কোন দেশ তাহা করিবে না। কিন্তু ইতালীর আচরণে সেই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

১৯৩৫ খ্রীঃ আবিসিনীয়া সীমান্তের ওয়াল-ওয়াল গ্রামে ইতালীয় ও আবিসিনীয় সেনাদলের মধ্যে গুলি বিনিময় হইলে আবিসিনীয়া লীগের নিকট ১০, ১১ ধারা অনুযায়ী আবেদন জানায়। এদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মনে করিত যে, ইতালীর বিরোধিতা করিলে ফ্যাসিস্ট ইতালী, নাৎসী জার্মানীর পক্ষে যোগ দিয়া তাহাদের বিরোধিতা করিবে। সুতরাং এই দুই শক্তি ইতালী তোষণ আরম্ভ করে। ওয়াল-ওয়াল ঘটনা উপলক্ষে লীগ যে কমিশন নিয়োগ করে কার্যতঃ তাহাকে অকার্যকরী করা হয়। কারণ কমিশনকে ওয়াল-ওয়াল কোন দেশের স্থান তাহা না দেখিয়া গুলি বর্ষণের দায়িত্ব স্থির করিতে বলা হয়। ফলে কমিশন রিপোর্ট দেয় যে কোন দেশই দায়ী নয়।

ইতিমধ্যে ইতালীয় সেনা আবিসিনীয়া সীমান্তে সন্নিবেশ করা হইলে আবিসিনীয়া ১০, ১১, ১২, ১৪ নং ধারা অনুযায়ী আবেদন করে। লীগ একের পর এক কমিশন নিয়োগ করে। কিন্তু তাহার রিপোর্ট ইতালী নাকচ করিয়া দেয়। অবশেষে ইতালীয় সেনা আবিসিনীয়া আক্রমণ করিলে বিশ্ব জনমত ইতালীর বিরুদ্ধে উত্তাল হইয়া উঠে। এমতাবস্থায় গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিজ দেশের জনমতের চাপে লীগের সভায় ইতালীকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হয়। ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ১৬ নং ধারা অনুযায়ী জারী হয়। কিন্তু ইতালী লীগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে এবং লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে। ইতালীকে শাস্তিদানে লীগের অপারগতা লীগের অকর্মণ্যতা প্রমাণ করে। বৃহৎ শক্তিগুলির সায় ছাড়া লীগ অচল ইহাও প্রমাণ হইয়া যায়।

ক্রমে লীগের দুর্বলতার সুযোগে যৌথ নিরাপত্তা ধ্বংস হইতে থাকে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে পরোক্ষভাবে কোন কোন শক্তি হস্তক্ষেপ করে। নাৎসী জার্মানী আগ্রাসন নীতি নেয়। মিউনিখ চুক্তির দ্বারা নাৎসী জার্মানীকে তোষণ করা হয়। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে লীগ ধ্বংস হয়।

লীগ অফ নেশনসের বিফলতার কারণ (Causes of the failure of the League of Nations): লীগ অফ নেশনসের বিফলতা ইহা প্রমাণ করে যে, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় মানবজাতি অনেক দূর আগাইয়া গেলেও রাষ্ট্র পরিচালনা ও আন্তর্জাতিক ন্যায় নীতির ক্ষেত্রে অনেক পিছাইয়া আছে। মানবজাতিকে বিশ্বযুদ্ধের মারাত্মক ধ্বংসলীলার হাত হইতে রক্ষার জন্যই লীগ অফ নেশনস স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং লীগের বিফলতা সভ্যতার পক্ষে কলংকজনক ইহাতে সন্দেহ নাই।

লীগের বিফলতার কারণ লীগের গঠন ও লীগ চুক্তিপত্রের ত্রুটির মধ্যে অনেকটা দেখা যায়। যদিও ইহাকে জাতি সংঘ বলা হইত, পৃথিবীর সকল জাতি এই বিশ্বসভার সদস্য ছিল না। এই সভা প্রধানতঃ ইওরোপীয় শক্তিগুলিকে লইয়া গঠিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের সদস্য ছিল না। ফলে এই প্রবল শক্তির সাহায্য হইতে লীগ বঞ্চিত হয়। জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়া দীর্ঘকাল লীগের সদস্য ছিল না। পরে জাপান ও ইতালী সদস্য পদ ত্যাগ করে। সুতরাং সকল বৃহৎ শক্তিগুলি এক সঙ্গে কোন এক সময় লীগের সদস্য ছিল না। ফলে লীগ ইহাদের পূর্ণ সহায়তা পায় নাই।

লীগের সদস্যদের মধ্যে সকলের সমান অধিকার ছিল না। লীগ কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যরা অধিক ক্ষমতা ভোগ করিত। ইহাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া লীগের কোন সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা যাইত না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ না দেওয়ার ফলে লীগকে প্রধানতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স আন্তর্জাতিক ন্যায় নীতি রক্ষা ও লীগের মর্যাদা রক্ষা অপেক্ষা তাহাদের জাতীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিত। ব্রিটেনের তোষণ নীতির দরুণ জাপান ও ইতালীকে আগ্রাসনের জন্য শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এমন কি ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারী হইলে নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলির তালিকা রচনার সময় ব্রিটেন ইচ্ছা করিয়া পেট্রোলকে তালিকার বাহিরে রাখে, যাহার ফলে ইতালীর সুবিধা হয়। মোট কথা ব্রিটেন ও ফ্রান্স লীগের আদর্শ পুরাপুরি সমর্থন না করায় লীগ বিফল হয়।

তাছাড়া লীগ চুক্তিপত্রের নিরাপত্তার শর্তগুলির মধ্যে বহু ত্রুটি ছিল। (বিশদ বিবরণ আগে দেখ)। লীগের সদস্য যাহারা ছিল না, তাহাদের উপর লীগের কোন এক্তিয়ার ছিল না। লীগ কাউন্সিলের সদস্যরা একমত না হইলে কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা যাইত না। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থের জন্য একমত হইবে না, ইহাই ছিল স্বাভাবিক। লীগের হাতে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায় আক্রমণকারীকে শাস্তি দেওয়া প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হইত না। এই কারণে লীগের পক্ষে নিজ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা সম্ভব হইত না। আগ্রাসী রাষ্ট্র লীগের নির্দেশ সহজে উপেক্ষা করিতে পারিত।

বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থপরতা লীগের পতন ঘটায়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছিল লীগের দুই প্রধান খুঁটি। এই দুই রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া লীগের পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু ব্রিটেন লীগের উপর আস্থা না রাখিয়া নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসনে জার্মানীর তোষণ নীতি নেয়। ব্রিটেনের পরোক্ষ সমর্থনে নাৎসী জার্মানী লীগকে অগ্রাহ্য করিয়া ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি একে একে ভাঙিয়া ফেলে। ফ্রান্সও লীগের উপর আস্থা না রাখিয়া লোকার্নো চুক্তি, কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি প্রভৃতির দ্বারা তাহার নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের এই দুমুখো নীতি লীগের মর্যাদা ও শক্তি নষ্ট করে।

জাপান ও ইতালী লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করিয়া যথাক্রমে মাঞ্চুরিয়া ও আবিসিনীয়া আক্রমণ করিলে লীগের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়া যায়। এই দুই সদস্য রাষ্ট্রকে শাস্তিদানে লীগের ব্যর্থতা লীগের অকার্যকারীতা প্রতিপন্ন করে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণে লীগের বিফলতা অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে বৃদ্ধি করে।

ত্রিংশ অধ্যায়

ফ্যাসিষ্ট ইতালীর অভ্যুত্থান (১৯২২—৪৬ খ্রীঃ)

(The Rise of Italian Fascism, 1922—46)

যুদ্ধোত্তর ইতালী : ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ (Post-War Italy : Causes of the Rise of Fascism) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের কয়েকটি দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্রুত পতন ঘটে।[১] ইতালীতে গণতন্ত্রের পতন এবং স্বৈরতন্ত্রবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির উদ্ভব যুদ্ধোত্তর ইওরোপের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা। কাভুরের নেতৃত্বে ইতালী ঐক্যবদ্ধ হইবার পর, কাভুর যে উদারতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তন করেন, তাহাকে আদপেই প্রকৃত গণতন্ত্র বলা যায় না। ভোটাধিকার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভিত্তিতে স্থাপিত না করিয়া কাভুরের নির্দেশে সম্পত্তির ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়। ইহার ফলে সরকার গঠনে সাধারণ লোকের কোন ভূমিকা না থাকায় এই সরকার সম্পর্কে জনসাধারণ নিস্পৃহ থাকে।[২]

ইতালীর গণতন্ত্রের দুর্বলতা

ঐক্যবদ্ধ ইতালীর সম্মুখে এমন কতকগুলি বিশেষ সমস্যা ছিল যাহার সমাধান কোন মন্ত্রীসভা করিবার চেষ্টা করে নাই। প্রথমতঃ, উত্তর ইতালী শিল্পে অগ্রসর ও মোটামুটি স্বচ্ছল হইলেও, দক্ষিণ ইতালী ছিল অনগ্রসর অঞ্চল। উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা আনার কোন চেষ্টা না করায়, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দক্ষিণের আস্থা নষ্ট হয়। ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনী ইহার পূর্ণ সুযোগ নেন। তিনি দক্ষিণ ইতালীর জনগণের নিকট কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য নীতি তুলিয়া ধরেন। দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ ইতালীর প্রধান সমস্যা ছিল মাফিয়া ও ডাকাত দলের উৎপাত। দক্ষিণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শত শত লোক মারা যাইত। কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে নাই। এই বৈষম্যমূলক নীতি ইতালীর উদারতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটায় এবং ফ্যাসিবাদের পথ প্রস্তুত করে।

দক্ষিণ ইতালীর অনগ্রসরতা

ইতালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিলে ইতালীর ক্যাথলিক দল ও সমাজতন্ত্রী দল তাহার বিরোধিতা করে। কিন্তু শাসক উদারতন্ত্রী দল তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ইতালীকে যুদ্ধে জড়ায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি বৈঠক হইতে ইতালী প্রায় খালি হাতে ফিরিয়া আসিলে, ইতালীবাসীদের মনে দারুন হতাশা দেখা দেয়। ইতালীয় জাতীয়তাবাদীরা মনে করে যে, ইতালী এই যুদ্ধে রক্ত ও জীবন ব্যয় করিয়া শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ইতালীর বিফলতা

---

১. Catharne Hardy—Short History of International Affairs.

২. Ibid.

ক্যাথলিক ও সমাজতন্ত্রী দলগুলি যাহারা যুদ্ধে যোগদানের বিপক্ষে ছিল, তাহারা এজন্য শাসক উদারতন্ত্রী দলকে হেনস্থা করার চেষ্টা করে। ইতালীয় রাজনীতির এই নেতিবাচক চরিত্র গণতন্ত্রকে দুর্বল করিয়া ফেলে। রাজনৈতিক দলগুলি জাতিকে বিপদ হইতে মুক্ত করা অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠে। এই দোটানার মাঝে পড়িয়া জনসাধারণ ইতালীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশাগ্রস্থ হইয়া পড়ে।

বিরোধী দলগুলির নেতিবাচক নীতি

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীতে দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। যুদ্ধ ফেরৎ সেনাদল ছাঁটাই হইয়া যায়। এই সকল লোক কাজ না পাইয়া বেকার হইয়া যায়। ইহারা এজন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠে। যুদ্ধের দরুণ জিনিষপত্রের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায়। খাদ্যাভাব ও শিল্প দ্রব্যের অভাব জন-জীবনকে দুর্দশাগ্রস্থ করিয়া তুলে। সরকার জমিদারদের হাতে জমি ধরিয়া রাখায় ভূমিহীন কৃষকরা অশান্ত হইয়া পড়ে। কল-কারখানায় মজুরদের মজুরী না বাড়ায় শিল্পে ধর্মঘট একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠে। এই সঙ্গে চলে সমাজবিরোধীদের উৎপাত, মাফিয়াদের অত্যাচার। বেকার লোকেরা কাজের অভাবে সমাজবিরোধীদের সহিত যোগ দেয়।

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা

ইতালীর এই দুর্দশার মোকাবিলায় উদারতন্ত্রী সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখায়। উটপাখী যেমন মরুভূমিতে বালির ঝড়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বালির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দেয়, ইতালীর উদারপন্থী সরকার দেশের এই সকল সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকিবার চেষ্টা করে। এদিকে ইতালীর কমিউনিস্ট দল ইতালীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই মুক্তির একমাত্র পথ বলিয়া প্রচার চালায়। সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা "আভান্তি" ইতালীর শ্রমিক ও কৃষকদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ইহার ফলে কৃষকরা জমিদারদের জমি এবং শ্রমিকরা মালিকের হাত হইতে কল-কারখানা দখল করিতে আরম্ভ করে। অনেকে মনে করে যে, ইতালীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসন্ন।

উদারপন্থী সরকারের ব্যর্থতা : সমাজতন্ত্রের প্রসার

এমতাবস্থায় ইতালীর শিল্পপতি ও হুটে বুর্জোয়া শ্রেণী উদারতন্ত্রী সরকারের উপর আস্থা হারাইয়া একটি শক্তিশালী সরকার দ্বারা তাহাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার কথা চিন্তা করে। মুসোলিনীর নেতৃত্বে গঠিত ফ্যাসিস্ট দলই একমাত্র ইতালীকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম ইহা তাহারা বুঝিতে পারে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর হতাশা

যুদ্ধ ফেরৎ বেকার সেনা এবং বেকার যুবকদের লইয়া মুসোলিনী এক আধা সামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। ইহার তিনি নাম দেন ফ্যাসিস্ট। মিলানের 'ফাসিও' (Fascio) নামক সংগঠনের আদলে তিনি তাঁহার দলটিকে গঠন করেন। ফ্যাসিস্ট শব্দটি মূলতঃ ল্যাটিন ফ্যাসেস (Fasces) কথা হইতে উদ্ভূত। ফ্যাসেস কথাটির অর্থ হইল বল বা শক্তি। মুসোলিনী তাঁহার দলের ফ্যাসিস্ট নাম দিয়া ইহা বুঝাইতে চান যে, এই দল শক্তির দ্বারা রাষ্ট্র

ফ্যাসিষ্ট দল গঠন

চালাইবে। অতীতে বেনিটো মুসোলিনী ছিলেন সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য এবং 'আভান্তি' পত্রিকার সম্পাদক। পরে তিনি সমাজতন্ত্রবাদীদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ফ্যাসিস্ট দল গঠন করেন। ফ্যাসিস্ট দলের স্বেচ্ছাসেবকরা কমিউনিস্টদের সহিত খণ্ডযুদ্ধ চালাইয়া তাহাদের সভা-সমিতি, ধর্মঘট ভাঙিয়া ফেলিত। শৃঙ্খলা রক্ষা ছিল ফ্যাসিস্টদের অন্যতম মূল নীতি। এই কারণে মুসোলিনী ধর্মঘট ও কর্ম-বিরতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইতালীর বুর্জোয়া শ্রেণী ফ্যাসিস্ট দলকেই ত্রাণকর্তা মনে করিয়া ইহাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে। মুসোলিনী ফ্যাসিস্ট স্বেচ্ছাসেবক বা স্কোয়াড্রিস্টিদের (Squadristi) কালো পোষাকে সজ্জিত করেন। তিনি তাহাদের ফ্যাসিস্ট প্রথায় অভিবাদন এবং কুচকাওয়াজ করিতে শেখান। ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় সফলতা দেখাইয়া বুর্জোয়াদের সমর্থন পায়।

১৯২১ খ্রীঃ নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট দল ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করিয়া ও অন্যান্য উপায়ে নির্বাচনের দ্বারা আইন সভায় ভাল আসন পায়। মুসোলিনী প্রধানমন্ত্রীর পদ দাবী করেন। ইতিমধ্যে ফ্যাসিস্ট দলের ক্ষমতালাভের প্রতিবাদে কমিউনিস্ট দল ইতালীতে এক সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট স্কোয়াড্রিস্টি স্বেচ্ছাসেবকরা বলপূর্বক এই ধর্মঘট ভাঙিয়া ফেলে। কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রচণ্ড মারধর করে। আভান্তি পত্রিকার সদর কার্যালয় ধ্বংস করে। সমাজতন্ত্রীদের মুখপত্র বিভিন্ন শহরের কমিউনিস্ট শাসিত কমিউন বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে ভাঙিয়া ফেলে। অতঃপর মুসোলিনীর কালো কোর্তা বাহিনী ইতালীর রাজধানী রোমে ঢুকিয়া ফ্যাসিস্ট দলকে শাসন ক্ষমতা দেওয়ার দাবী জানায়। যদিও ফ্যাসিস্টদের আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তাহারা সবকিছু বলপ্রয়োগের দ্বারা ও বে-আইনী পথে করে, তবুও বুর্জোয়া শ্রেণীর চাপে এবং গৃহযুদ্ধ এড়াইবার জন্য ইতালীর রাজা তৃতীয় ভিক্টর এমানুয়েল ১৯২২ খ্রীঃ মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলে ফ্যাসিস্ট বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। মুসোলিনী "দুচে" (Duce) উপাধি গ্রহণ করেন।

ফ্যাসিষ্ট শক্তির জয়

ফ্যাসীবাদের মূল নীতি (Principles of Fascism) : ফ্যাসীবাদ সমাজতন্ত্রবাদের ন্যায় কোন গভীর সামাজিক দর্শন ছিল না। ইহা ছিল বেনিটো মুসোলিনী এবং তাঁহার দার্শনিক বন্ধু জিওভানি জেনটিলের মস্তিস্কপ্রসূত তত্ত্ব।[১] সমাজতন্ত্রবাদ বা গণতন্ত্রবাদ যেরূপ ইতিহাসের নিয়মে ঐতিহাসিক ভাবধারা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, ফ্যাসীবাদের পশ্চাতে এইরূপ কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকা ছিল না। ফ্যাসীবাদ ছিল আসলে ইতালীর সামাজিক অবক্ষয়ের যুগের একটি রাজনৈতিক ব্যাভিচার। ইহা ছিল মূলতঃ একটি নেতিবাচক চিন্তাধারা। লোকে যাহাকে সত্য এবং ধ্রুব বলিয়া জ্ঞান করিত ফ্যাসীবাদ তাহাকেই নস্যাৎ করিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীয়দের চিন্তা বৈকল্য, রাজনৈতিক দলাদলি এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও অরাজকতার অবৈধ সন্তান হিসাবে ফ্যাসীবাদের আবির্ভাব হয়।

ফ্যাসীবাদের নেতিবাচক

১. Giovanni Gentile.

ফ্যাসীবাদের মূল কথা ছিল রাষ্ট্র বল অথবা শক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাকে বলের দ্বারা রক্ষা করিতে হইবে। জনমত, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রথাকে ফ্যাসীবাদ সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিত। মুসোলিনীর বক্তব্য এই ছিল যে, "দর্শন ও বক্তৃতা অপেক্ষা কাজের দাম বেশী।" গণতন্ত্র ও উদারতন্ত্র প্রভৃতি ভাবধারাকে ফ্যাসীবাদ সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ বলিয়া মনে করিত। যে সরকার শক্তি অপেক্ষা ভোটের উপর নির্ভর করে, সেই সরকার কোন কাজ করিতে সক্ষম নয় বলিয়া তাহারা মনে করিত। ফ্যাসীবাদীরা মনে করিত যে, সমাজতন্ত্রবাদ হইল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ শ্রেণীহীন সমাজ একটি কল্পনার বিষয়। বাস্তবে তাহা সত্য হইতে পারে না। গণতন্ত্রের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে ফ্যাসীবাদীরা ঘৃণা করিত।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা

ফ্যাসীবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতাকেই চূড়ান্ত মনে করিত। এজন্য ইহা ছিল কর্তৃত্ববাদী (Authoritorian)। রাষ্ট্রই হইল শেষ কথা। ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কাজ করিতে বাধ্য। ইহার বাহিরে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। শৃঙ্খলা রক্ষা ছিল প্রতি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। শৃঙ্খলাভঙ্গের অর্থই ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা। সুতরাং রাষ্ট্রের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফ্যাসীবাদে নাগরিকের প্রতিবাদের অধিকার ছিল না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফ্যাসীবাদে স্বীকার করা হইত না। ফ্যাসীবাদের মন্ত্র ছিল, "শক্তি, সাহস, আত্মোৎসর্গ, শৃঙ্খলা ও জয়।" এই নূতন মূল্যবোধে ফ্যাসীবাদ নাগরিকদের দীক্ষা দেয়। তাছাড়া ফ্যাসীবাদ বিশ্বাস করিত যে, ডুচে বা মুসোলিনী হইলেন মহামানব। ইহাতে ব্যক্তি পূজা প্রকাশ পায়।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদ

বেনেদিতো ক্রোচে[১] নামক দার্শনিকের মতে, "একটি ছেঁড়া কাপড়ের থলিতে যেমন ভিখারীরা খণ্ড খণ্ড কাপড়ের টুকরা কুড়াইয়া জমা করে, সেইরূপ ফ্যাসীবাদ ছিল খণ্ড খণ্ড ভাবধারার সমষ্টি এবং একটি ভিত্তিহীন সংস্কৃতি গঠনের বন্ধ্যা মানসিক প্রয়াস।"[২] ইহাতে কোন মৌলিকতা ছিল না। ফ্যাসিস্টবাদের অধিকাংশ তত্ত্বগুলি ছিল ভুল অথবা ভণ্ডামিপূর্ণ।

সমালোচনা

ফ্যাসিষ্ট সরকারের আভ্যন্তরীণ সংগঠন (The Internal Reconstruction of Fascism): মুসোলিনী ক্ষমতা অধিকার করিয়া, সর্বপ্রথম সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে ফ্যাসিষ্ট দলের হাতের মুঠোয় আনার ব্যবস্থা করেন। তিনি সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্রের আদলে গ্রাম হইতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট দলকে স্থাপন করেন। ইহার চূড়ায় থাকেন স্বয়ং ডুচে বা মুসোলিনী এবং তলায় থাকে গ্রামের পার্টি ইউনিটগুলি। ২০ জন বাছাই করা ফ্যাসিষ্ট নেতা লইয়া কেন্দ্রীয় সভা বা ফ্যাসিষ্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল গঠিত হয়। যে

সরকারের ফ্যাসীকরণ

১. Benedetto Croce.

২. "Fascism was a ragbag collection of ideas, a sterile reaching towards a culture without basis".

সকল লোক পার্টির সদস্য হয় অথবা বিশ্বাসভাজন হয় তাহাদেরই একমাত্র সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়। কিশোর ও যুবকদের ফ্যাসিস্ট সংগঠন "বালিল্লা" বা "আভান গার্দিস্না" বা "জিওভানি ফ্যাসিস্ট" প্রভৃতি সংগঠনের সদস্য হইয়া বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে হইত। তাহার পর তাহাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হইত। সেনাদল, পুলিশ, প্রশাসন সর্বস্তরের দায়িত্বশীল পদে ঝানু বিশ্বস্ত ফ্যাসিস্টদের বসান হয়। 'স্কোয়াড্রিস্ত্রি' (Squadistri) বা ফ্যাসিস্ট স্বেচ্ছাসেবক সেনাদের নিয়মিত সেনা হিসাবে সেনাদলে ভর্তি করা হয়।

শিল্প শ্রমিক-মালিক বিরোধ দূর করার জন্য শিল্প কর্পোরেশন স্থাপন করা হয়। মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হয়। শিল্প কর্পোরেশনের শ্রমিক আদালত স্থাপন করিয়া (Labour Court) মালিক-শ্রমিক বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়। যে পক্ষ এই আদালতের রায় না মানিত তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। কল-কারখানায় ধর্মঘট ও লক-আউট নিষিদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন কর্পোরেশন, সিন্ডিকের প্রতিনিধি লইয়া একটি চেম্বার গঠিত হয়। এই চেম্বার অর্থনীতি, শিল্পনীতি ও মজুরী নীতি নির্ধারণ করিত। এই নীতিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত হইত।

শিল্পনীতি

মুসোলিনী উৎপাদন বৃদ্ধি, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দেন। রেলগুলি কাঁটায় কাঁটায় সময় ধরিয়া চলিতে বাধ্য হয়। তিনি যোগাযোগের উন্নতির জন্য বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। এই রাস্তাগুলির মধ্যে কয়েকটিকে এখনও ইওরোপের শ্রেষ্ঠ রাজপথ বলা যায়। স্থল, জল, বিমানবাহিনীর আধুনিকীকরণ দ্বারা ইতালীর সামরিক শক্তিকে বাড়ান হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুসোলিনী "অটার্কি" (Autarchy) বা স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্য নেন। গম উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ইহাকে বলা হয় "গমের যুদ্ধ" (Battle of Wheat)।

শৃঙ্খলা, অর্থনীতি

শিক্ষা ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটায় এবং বহু পরিমাণে নিরক্ষরতা দূর করে। বালক-বালিকাদের ফ্যাসিস্ট ভাবধারায় দীক্ষিত করা হয়। তাহাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশের পথ রোধ করা হয়। শিক্ষার সহিত, স্বাস্থ্যের দিকও ফ্যাসিস্ট সরকার নজর দেয়। মশানাশক ঔষধ ব্যবহার ও জলাজমি পরিষ্কার করিয়া ইতালীর মারাত্মক ব্যাধি ম্যালেরিয়াকে দমাইয়া ফেলা হয়। এই সঙ্গে গুণ্ডা, সমাজবিরোধী ও মাফিয়াদের ফ্যাসিস্ট সরকার কড়া হাতে দমন করে। পুলিশ ও সেনাদল তাহাদের গুলি করিয়া হত্যা করিলে ইতালীয় জনজীবনে নিরাপত্তা বোধ ফিরিয়া আসে।

শিক্ষা নীতি

ফ্যাসিস্ট সরকারের আভ্যন্তরীণ সংস্কার নীতিগুলি ছিল আসলে চটকদারী ও চমকপ্রদ। মুসোলিনী কোন মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার না করায়, ইতালীর দারিদ্র বজায় থাকে। তিনি যে কর্পোরেটিভ শাসন ব্যবস্থা চালু করেন তাহা ছিল একটি ভুয়া স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা। ফ্যাসিবাদের সর্বাত্মক ক্ষমতা এবং ডুচের একনায়কতন্ত্রকে আড়ালে

ফ্যাসিষ্ট শাসন নীতির সমালোচনা

রাখিবার জন্য ইহা ছিল এক প্রকার মুখোস মাত্র।[১] মুসোলিনী আসলে দলীয় শাসন বা পার্টি শাসন স্থাপন করেন। সাধারণ লোক যাহারা ফ্যাসিষ্ট দলের সদস্য ছিল না, তাহারা অবহেলিত থাকে। মুসোলিনী বিরোধী দল ধ্বংস করিয়া এবং সমাজের সকল স্তরে ফ্যাসিষ্ট সংগঠন স্থাপন করিয়া একটি টোট্যালিট্যারিয়ান (Totalitarian) বা সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ধ্বংস করা হয়। মুসোলিনী একটি ভ্রান্ত অর্থনীতি অনুসরণ করেন। তিনি জলপাইয়ের চাষ, ফলের চাষ কমাইয়া ও পশুচারণের জমি কমাইয়া সকল জমিতে গমের চাষ করান। ইহার ফলে জলপাইয়ের তেল ও ফল রপ্তানী করিয়া ইতালী যে বৈদেশিক মুদ্রা পাইত তাহা নষ্ট হয়। এদিকে তিনি লোকসংখ্যা কমাইবার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দেন। মুসোলিনী বলেন যে, "সংখ্যা না বাড়িলে মান বাড়িতে পারে না।"[২] গৃহবধূদের অধিক সন্তান হইলে তিনি তাহাদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেন। ফলে যেটুকু খাদ্য বাড়ে তাহা বাড়তি লোক খাইয়া ফেলে। ইতালীর দারিদ্র অচলায়তনে পরিণত হয়। কিছুদিন পরে আর্থিক সংকট ঘনীভূত হইলে মুসোলিনী সাম্রাজ্য বিস্তার ও বৈদেশিক যুদ্ধে নামিয়া পড়েন। তিনি ভূমি সংস্কার করিয়া কৃষকের হাতে জমি পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা না করায় কৃষির ফলন কমিতে থাকে। এদিকে শ্রমিকরা দারুণ কম মজুরী ও মূল্যবৃদ্ধির চাপে হতাশ হইয়া পড়ে। ইতালী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিলে যুদ্ধের চাপে ইতালীর অর্থনীতি ভাঙিয়া পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে, গণ অভ্যুত্থানে মুসোলিনী ও তাঁহার উপপত্নী ক্লারা পেত্রাচ্চি নিহত হন। ক্রুদ্ধ জনতা তাঁহার মৃতদেহ গাছের ডালে ঝুলাইয়া দেয়।[৩] মার্কিন সেনাদল রোমে যাইবার পথে মৃতদেহ দুইটিকে লইয়া রোমে সমাহিত করে। এইভাবে ফ্যাসিবাদ ইতালী হইতে মুছিয়া যায়।

ফ্যাসিষ্ট ইতালীর পররাষ্ট্র নীতি (The Foreign Policy of Facist Italy): মুসোলিনী ইতালীর শাসনভার লইবার পর ঘোষণা করেন যে, ইতালী আদপেই "আত্মতৃপ্ত জাতি নহে। ভার্সাই ও অন্যান্য সন্ধির দ্বারা ইতালীর উপর যে ঘোর অবিচার করা হইয়াছে ইতালী তাহা সহ্য করিবে না।" তিনি লীগ অফ নেশনস বা জাতিসংঘকে ঘোর সমালোচনা করিয়া, ইহাকে পশ্চিমী দেশগুলির স্বার্থরক্ষার সংঘ বলিয়া অভিহিত করেন। মুসোলিনী বলেন যে, ইতালীর সাম্রাজ্যের ক্ষুধা মিটে নাই। অন্যান্য দেশের পক্ষে সাম্রাজ্য দরকার না হইতে পারে, কিন্তু ইতালীর ক্ষেত্রে উপনিবেশ অধিকার হইল "আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের" সামিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি যুদ্ধবিগ্রহ করার হুমকি দেন।

সাম্রাজ্যবাদ

১. Benedetto Croce.
২. Without quantity there can not be any quality.
৩. Schuman—International Politics.

মুসোলিনী তাঁহার কথাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করেন। ১৯২৩ খ্রীঃ জনৈক ইতালীয় সেনাপতিকে হত্যা করার অজুহাতে তিনি গ্রীসের কর্ফু দ্বীপ অধিকার করেন।

কর্ফুর ঘটনা : নেটানোর সন্ধি

শেষ পর্যন্ত লীগ অফ নেশনসের মধ্যস্থতায় তিনি মোটা ক্ষতিপূরণ পাইয়া এবং গ্রীসের ক্ষমা প্রার্থনা করার পর, গ্রীসকে কর্ফু ফিরাইয়া দেন। প্রতিবেশী যুগোশ্লাভিয়ার নিকট হইতে নেটানোর সন্ধি (Treaty of Netenno) দ্বারা তিনি ফিউম সহ অন্যান্য স্থানে ইতালীর বাণিজ্যের অধিকার পান। মুসোলিনীর রণং দেহি নীতির চাপে বাধ্য হইয়া যুগোশ্লাভিয়া ইতালীর সহিত আপোষ করে।

মুসোলিনীর এই বলপ্রয়োগ নীতি লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করে। ১৯২৫ খ্রীঃ লোকার্নো কংগ্রেসে ইতালীকে আহবান করা হয়।

ফরাসী বিরোধিতা

লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে ইতালী স্থান পাইলে তাহার মর্যাদা বাড়ে। কিন্তু ফ্রান্সের সহিত নানা বিষয় লইয়া ইতালীর বিরোধ তীব্র হইতে থাকে। ইতালীর সহিত ফ্রান্সের বিরোধের প্রধান কারণগুলি ছিল নিম্নরূপ—(ক) ইতালী পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারিত না। (খ) উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশগুলি যথা, মরক্কো, আলজেরিয়া প্রভৃতি স্থান ফ্রান্স তাহার উপনিবেশে পরিণত করায় মুসোলিনী ক্রুদ্ধ হন। (গ) ইতালী হইতে পলায়িত ফ্যাসি বিরোধী ইতালীয়দের ফ্রান্স রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। এজন্য মুসোলিনী অসন্তুষ্ট হন। (ঘ) তৃতীয় নেপোলিয়ন, ইতালীর স্যাভয় ও নীস অধিকার করেন। ইতালী এই স্থানগুলি ফেরৎ পায় নাই। এজন্য মুসোলিনী খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন।

ইতিমধ্যে মুসোলিনী আফ্রিকায় অবস্থিত আবিসিনীয়া বা ইথিওপিয়া রাজ্য অধিকার করিতে সংকল্প নেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আফ্রিকার সকল

আবিসিনীয়া আক্রমণ

স্থান অধিকার করিলেও একমাত্র আবিসিনীয়া ছিল তখনও সাম্রাজ্যবাদী থাবার বাহিরে। সুতরাং ইতালী এই স্থানটির দিকে নজর দেয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ ইতালী আবিসিনীয়া দখলের চেষ্টা করিয়া এ্যাডোয়ার যুদ্ধে নগ্নপদ আবিসিনীয়দের নিকট পরাস্ত হয়। মুসোলিনী এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করেন। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্সের নিকট আবিসিনীয়া আক্রমণের জন্য গোপন সমর্থন পান। জাপান লীগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিলে, জাপানকে শাস্তিদানে লীগের ব্যর্থতা মুসোলিনীর সাহস বাড়ায়। আবিসিনীয় সীমান্তের ওয়াল-ওয়াল গ্রামে ১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালীয় ও আবিসিনীয় সেনার মধ্যে ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হয়। আবিসিনীয়া লীগ অফ নেশনসের নিকট এজন্য ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী চক্রান্তে ওয়াল-ওয়ালের ঘটনার কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। ইতিমধ্যে আবিসিনীয় সীমান্তে ইতালী সৈন্য সমাবেশ করিলে আবিসিনীয় সম্রাট হাইলে সেলাসী পুনরায় লীগের নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানান। আবিসিনীয়ার বিষয়টি লইয়া যখন লীগ তদন্ত চালায়, সেই সময়ে লীগের যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া ইতালী আবিসিনীয়া আক্রমণ করে।

ইতালীর ঔদ্ধত্যে বিশ্ব জনমত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। জনমতের চাপে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি লীগের বৈঠকে ইতালীর উপর লীগের সংবিধান অনুসারে শাস্তিমূলক শর্ত প্রয়োগ করিয়া ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট ঘোষণা করে। ইতালী এই বয়কট অগ্রাহ্য করিয়া আবিসিনীয়া অধিকার করে। ইতালী লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে। সোমালিল্যান্ড, ইরিট্রিয়া ও আবিসিনীয়া লইয়া ইতালীর আফ্রিকার সাম্রাজ্য গঠিত হয়। আবিসিনীয়া আক্রমণ দ্বারা, ইতালী লীগের যৌথ নিরাপত্তার আদর্শকে চূরমার করিয়া, তাহার নগ্ন আগ্রাসন নীতিকে প্রকাশ করে। আবিসিনীয়া যুদ্ধের সময় লীগের নির্দেশে সকল দেশ ইতালীকে বয়কট করিলেও, নাৎসী জার্মানী ইতালীকে যথেষ্ট সাহায্য দেয়। এজন্য জার্মান-ইতালী মিত্রতার সূত্রপাত হয়।

আফ্রিকা সাম্রাজ্য গঠন

আবিসিনীয়া যুদ্ধের পর, মুসোলিনী স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সেনাপতি ফ্রাঙ্কোর পক্ষ লইয়া স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শাসন স্থাপন করিয়া ফ্রান্সকে বেষ্টন করা। জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করেন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ

ইহার পর নাৎসী জার্মানীর নেতা হিটলার, ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনীর সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য আগাইয়া আসেন। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইতালীকে মিত্র হিসাবে ব্যবহার করা। মুসোলিনীও হিটলারের মৈত্রী প্রস্তাবে সাড়া দেন। জার্মানী ভ্রমণের সময় জার্মানীর সমরসজ্জা দেখিয়া তাঁহার প্রত্যয় হয় যে, আগামী যুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর জয় সুনিশ্চিত। তাছাড়া হিটলার ইতালীয় ঔপনিবেশিক দাবীর প্রতি সমর্থন জানাইলে মুসোলিনী স্বভাবতই জার্মান মৈত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হন। জার্মানী ও ইতালীর মধ্যে রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় দেশ যৌথভাবে কমিনটার্ন বা কমিউনিষ্ট রাশিয়া বিরোধী জোট গঠন করে। ১৯৩৮ খ্রীঃ মিউনিক বৈঠকে মুসোলিনী সভাপতিত্ব করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার একাংশ যাহাতে জার্মানী পায় তাহার ব্যবস্থা করেন। ইহার বিনিময়ে জার্মান সমর্থন-পুষ্ট হইয়া ইতালী ১৯৩৯ খ্রীঃ আলবেনিয়া অধিকার করে।

রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি ও আলবেনিয়া অধিকার

১৯৩৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যান্ডে জার্মান আক্রমণের প্রতিবাদে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুসোলিনী নাৎসী জার্মানীর ঘনিষ্ঠ মিত্র হইলেও, এই যুদ্ধে কিছুদিন নিরপেক্ষ থাকেন। ইহার পশ্চাতে মুসোলিনীর দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া নাৎসী নেতা হিটলার রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করায় তিনি তাঁহার প্রতিক্রিয়া দেখান। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের গতি কোন দিকে যাইবে তাহা না বুঝিয়া তিনি জার্মানীর পক্ষে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যদি যুদ্ধের গতি জার্মানীর বিপক্ষে যাইত তবে তিনি নিরপেক্ষতা দ্বারা ইতালীর স্বার্থরক্ষা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দান

করিতে পারিতেন। ইতিমধ্যে জার্মান সেনা ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আক্রমণ করে। ডানকার্কের যুদ্ধে ইংলণ্ডের দারুণ পরাজয় ঘটে এবং ফ্রান্সের পতন আসন্ন হয়। এইবার সুযোগ বুঝিয়া মুসোলিনী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৯৪০ খ্রীঃ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইভাবে ফ্যাসিস্ট ইতালী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে।

পাঠ্যসূচী

১। Ernst Molte—Three Faces of Fascism.
২। Seton Watson—Italy from Liberalism to Fascism.
৩। G. Megaro—Mussolini in the Making.
৪। Elizabeth Wiskemann—Fascism in Italy.

একত্রিংশ অধ্যায়

যুদ্ধোত্তর জার্মানী : নাৎসী জার্মানীর উত্থান

(Germany after World War : Rise of Nazi Germany)

প্রজাতান্ত্রিক জার্মানীর উত্থান ও পতন (The Rise and Fall of Republican Germany): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানীতে জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় গর্বিত জার্মান জাতির মনে দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এই পরাজয়ের জন্য তাহারা কাইজারকে দায়ী করে। যুদ্ধের শেষে জার্মানীতে দারুণ অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এজন্য জার্মানীতে কাইজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে। কিয়েল বন্দরের জার্মান নৌ-সেনা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সোভিয়েত রাশিয়ার অনুকরণে শ্রমিক ও সেনাদের লইয়া কিয়েলে একটি সোভিয়েত স্থাপিত হয়। কিয়েলের অনুকরণে জার্মানীর কয়েকটি শহরে সোভিয়েত স্থাপিত হয়। দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়ায় একটি সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত স্থাপিত হয়। জার্মানীতে অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দিলে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম পদত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে আশ্রয় নেন। জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক নেতা ফ্রেডারিখ্ এবার্টের (Ebert) নেতৃত্বে জার্মানীতে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি : প্রজাতন্ত্র ঘোষণা।

জার্মানীর এই প্রজাতন্ত্রের পশ্চাতে কোন দৃঢ় দলীয় সমর্থন ছিল না। জার্মানীর সমাজতন্ত্রী দল ছিল বহুধা বিভক্ত। ইহাদের বেশীর ভাগই ছিল ভূতপূর্ব সমাজতন্ত্রী। ইহারা ভূমি ও অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা প্রজাতন্ত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য ত্যাগ করে।

অপর দিকে জার্মান কমিউনিষ্ট দল যাহার নাম ছিল স্পার্টাসিস্ট (Spartatcist)

দল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল এক সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপন। কিন্তু তাহাদের সমর্থকের সংখ্যা এত কম ছিল যে, তাহাদের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা সম্ভব ছিল না। যাহা হউক স্পার্টাসিষ্ট দল সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা সরকারী ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করে। স্পার্টাসিস্ট নেতা কার্ল লাইবনিখ্‌ট ও রোজা লাক্সেমবার্গের নেতৃত্বে এই দল ১৯১৯ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে বার্লিন নগরী দখলের চেষ্টা করে। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রধান এবার্ট ও তাঁহার সহকর্মীরা বার্লিনে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। শেষ পর্যন্ত সরকারের সমর্থক স্বেচ্ছাবাহিনী বা ফ্রি কোর (Free corps) লালপন্থী স্পার্টাসিস্টদের হঠাইয়া বার্লিন নগরীকে অবরোধ মুক্ত করে। ফ্রি কোর বা স্বেচ্ছা সেনাদল যাহা ছিল প্রধানতঃ বুর্জোয়া সমর্থিত, তাহা বহু স্পার্টাসিস্টদের হত্যা করে। উত্তেজিত জনতা দুই প্রধান কমিউনিষ্ট বা স্পার্টাসিস্টদের নেতা রোজা লাক্সেমবার্গ ও লাইবনিখটকে হত্যা করে। সরকারী বাহিনী ব্যাভেরিয়ার প্রতিবাদী কমিউনিষ্ট সরকারকেও দমন করে।

জার্মান সমাজতন্ত্রী দলের বিদ্রোহ

কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ দমনের পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবার্ট প্রজাতন্ত্রের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। এই নির্বাচনের ফলে জাতীয় সভার মোট ৪২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৬৫ জন এবার্টের সমর্থক নির্বাচিত হয়। জাতীয় সভা এবার্টকে স্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ করে। জাতীয় সভা বিখ্যাত ভাইমার (Wiemer) সংবিধান গ্রহণ করে। এই সংবিধানে বলা হয় যে, "জার্মান প্রজাতন্ত্র জার্মান জনগণের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।" রাষ্ট্রের প্রধান: কার্য নির্বাহক হিসাবে রাষ্ট্রপতি বিশেষ ক্ষমতা পান। তাঁহার অধীনে মন্ত্রীসভা নিযুক্ত হয়। এই সংবিধানে একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। নিম্নকক্ষ বা রাইখ্‌ষ্ট্যাগের হাতেই প্রধান ক্ষমতা থাকে। প্রতিনিধিরা গণভোটে নির্বাচিত হইয়া রাইখ্‌ষ্ট্যাগের সদস্য হন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার জার্মানীর সকল প্রদেশের উপর সরাসরি কর আদায়ের অধিকার পায়।

প্রজাতন্ত্রের সংবিধান

ভার্সাই সন্ধিকে জার্মান পার্লামেন্টের চূড়ান্ত অনুমোদন দানের বিষয়ে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সম্মুখে বিশেষ প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী ও নাৎসী দল এই সন্ধি অনুমোদনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এমনকি একজন জার্মান সেনাপতি এই পরিকল্পনা দেন যে, ভার্সাই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব জার্মানী হইতে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালান দরকার। শেষ পর্যন্ত এবার্টের উন্মাদনাময়ী ভাষণে অভিভূত হইয়া জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ভার্সাই সন্ধিতে স্বীকৃতি দেন।

ভার্সাই সন্ধির অনুমোদন

ভাইমার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইবার পর জার্মানীর বিভিন্ন বিরোধী শক্তি এই প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া উঠে। প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল আগাইয়া না আসায় এই প্রজাতন্ত্র ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ে। চরম দক্ষিণপন্থী ও চরম বামপন্থী শক্তিগুলি সর্বদা এই সরকারের পতন ঘটাইবার চেষ্টা করে। দক্ষিণপন্থী নাৎসী দল এই প্রচার চালায়

দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহ

যে, ভাইমার সরকার হইল জার্মান জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক। এই সরকার ভার্সাই সন্ধিকে স্বীকার করিয়া জার্মানীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

এদিকে প্রজাতন্ত্রী সরকারের বেশীর ভাগ কর্মচারীরা ছিল কাইজারের আমলের। ইহারা প্রজাতন্ত্রের প্রতি মোটেই অনুগত ছিল না। সরকারের নীতি না মানা করিয়া ইহারা স্বেচ্ছামত কাজ করিতে থাকে। প্রজাতন্ত্রী সরকার ইহাদের বশে আনিতে অক্ষম হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রদের পড়াইবার সময় কাইজার সরকার ও ভাইমার সরকারের তুলনা করিয়া কাইজার সরকার কত ভাল ছিল তাহা ছাত্রদের বলিতে থাকেন। পুলিশ ও প্রশাসনও দক্ষিণপন্থী মত লইয়া প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রচ্ছন্ন বিরোধীতা চালায়। প্রজাতন্ত্রী সেনাদলের অধিকাংশ সেনা ও অফিসার কাইজারের রাজতন্ত্রী আদর্শের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। এমন কি প্রধান সেনাপতি হ্যান্‌স ফন শেক্ট (Hans Von Seeckt) কেন্দ্রীয় সরকারের অজ্ঞাতে জার্মান সেনার প্রশিক্ষণের জন্য সোভিয়েত সরকারের সহিত গোপন ব্যবস্থা করেন। তিনি লোকার্নো চুক্তির গোপন শর্তগুলি সোভিয়েত সরকারকে জানাইয়া দেন। এইভাবে সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্যের অভাবে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্যের অভাব

মিত্রশক্তি ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুসারে জার্মান সেনাদলকে ভাঙিয়া দেওয়ার জন্য দাবী জানায়। এই দাবী অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্রী সরকার নৌ-বাহিনীর একাংশ ভাঙিয়া দেওয়ার আদেশ দিলে উলফগ্যাং ক্যাপ নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে জার্মান নৌ-সেনা বার্লিন দখল করিয়া এক প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার (১৯২০ খ্রীঃ) ঘোষণা করে। জার্মান কমিউনিষ্টরা এই সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ডাকিলে ইহার পতন ঘটে। এইভাবে দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহ প্রজাতন্ত্রী সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে।

ক্যাপ বিদ্রোহ

এই সঙ্গে জার্মানীতে বামপন্থী বিদ্রোহ দেখা দেয়। জার্মান কমিউনিস্ট দল ব্যাভেরিয়াতে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় সরকার এই স্বতন্ত্রতাবাদী আন্দোলন দমনে বিফল হয়। শেষ পর্যন্ত হিটলারের নাৎসী বাহিনী গৃহযুদ্ধ দ্বারা ব্যাভেরিয়ার বিপ্লব ধ্বংস করে। ইহার ফল এই হয় যে ন্যাৎসী দল সাধারণ লোকের আস্থা অর্জন করে। প্রজাতন্ত্রী সরকার অযোগ্য প্রমাণিত হয়।

বামপন্থী বিদ্রোহ

এদিকে জার্মানীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা তীব্র হইয়া উঠে। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জার্মানীর জনজীবনকে দুঃসহ করিয়া তুলে। ঐতিহাসিক E. H. Carr-এর মতে "ভার্সাই সন্ধি অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতি ছিল ভাইমার জার্মানীর পক্ষে প্রধানতর বিপদ।"[১] সর্বাপেক্ষা বিপদ এই হয় যে, বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি জার্মান মুদ্রার বিনিময় হার অত্যন্ত বাড়াইয়া দেয়। ইহার ফলে জার্মান মুদ্রার দাম দ্রুত পড়িতে থাকে। ১৯১৪ খ্রীঃ এক মার্কিন ডলারের

মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা

১. "Inflation was a greater distress to Germany than the Versailles Treaty."

সমান ছিল জার্মান ৪'২ মার্ক ; ১৯১৬ খ্রীঃ তাহা দাঁড়ায় ৮'৯ মার্ক। এই মূল্য বৃদ্ধির সহিত সমতা রাখিয়া উৎপাদন না বাড়ায় মূল্য আরও বাড়িতে থাকে। ইহার সঙ্গে যুক্ত হয় মিত্রশক্তিকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থের চাপ। ভাইমার সরকার জার্মান জনসাধারণের উপর ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কর স্থাপন না করিয়া সরকারী আয় হইতে তাহা পরিশোধের চেষ্টা করে। মুদ্রার ঘাটতি মিটাইবার জন্য তাহারা প্রচুর কাগজের নোট ছাপায়। ইহার ফলে মুদ্রার মান পড়িতে থাকে। যাহারা বেতনভোগী লোক ছিল তাহাদের অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটে। একমাত্র যাহাদের কিছু জায়গা জমি ছিল তাহারা কোনক্রমে রক্ষা পায়। মুদ্রাস্ফীতি ভাইমার সরকারের পক্ষে এক মারাত্মক অভিশাপে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৩০ খ্রীঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এজন্য জার্মান প্রজাতন্ত্র মার্কিন ঋণ হইতে বঞ্চিত হয়। ইহার ফলে জার্মানীর ব্যাংক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হইয়া যায়। দেশে হাহাকার দেখা দেয়।

দেশের এই সংকট সময়ে গাষ্টাভ ষ্ট্রেসম্যান নামে এক বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ হাল ধরিবার চেষ্টা করেন। তিনি পশ্চিমী শক্তির সহিত আপোষ নীতি লইয়া তাহাদের সাহায্যে জার্মানীর উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তাঁহার নীতির নাম ছিল পরিপূর্ণতা নীতি (Policy of Fulfilment)। ইহার সাহায্যে তিনি ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও ভার্সাই সন্ধির কঠোর শর্তগুলি সংশোধনের আশা করেন।[১]

ষ্ট্রাসম্যানের নীতি

ষ্ট্রেসম্যানের এই নীতি মোটামুটিভাবে সফল হইতে থাকে। ১৯২৪ খ্রীঃ ডাওয়েজ পরিকল্পনা (Dawes Plan) দ্বারা জার্মানীকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ কিস্তির অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। জার্মানীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঋণ দেয়। ১৯২৫ খ্রীঃ বিখ্যাত লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে আপাততঃ ফরাসী-জার্মান বিরোধ প্রশমিত হয়। জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সহিত ভার্সাই সীমান্ত স্বীকার করে। পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত সকল প্রকার বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মিটাইবার ব্যবস্থা করা হয়। জার্মানী লীগ অফ নেশনসের সদস্য পদ লাভ করে।[২] ক্ষতিপূরণ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য ১৯২৯ খ্রীঃ ইয়ং পরিকল্পনা (Young Plan) রচিত হয়। ইহা দ্বারা জার্মানীর প্রদেয় মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। জার্মানীকে সহজ কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করিতে দেওয়া হয়। জার্মানী মার্কিন ঋণ পায়।

ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান ও লোকার্নো চুক্তি

কিন্তু ১৯২৯ খ্রীঃ ষ্ট্রেসম্যানের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটায় ফলে জার্মানী হইতে শেষ বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের তিরোধান ঘটে। ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিবার মত কোন নেতা না থাকায়, এই প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত হয়। জার্মান যুবশক্তি প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়ে।

ষ্ট্রাসম্যানের মৃত্যু

১. A. J. P. Taylor—Origins of the Second World War.

২. E. H. Carr.

বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক দুর্দশায় জর্জরিত জার্মানী প্রতিক্রিয়াশীল নাৎসীবাদ ও বামপন্থী সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে দোলায়িত হইতে থাকে। ইহাকে স্থিতি দান করার মত শক্তি নব-নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গের ছিল না।

নাৎসী দলের উত্থান

ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থী নেতা এডলফ হিটলার তাঁহার "বিয়ার হল অভ্যুত্থান" দ্বারা জার্মানীতে নাৎসী বিপ্লবের সূচনা করেন। তিনি জার্মান বেকার যুবক ও যুদ্ধ ফেরৎ সেনাদল লইয়া তাঁহার আধা সামরিক S. A. বা ঝটিকা বাহিনী গঠন করেন। জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচনের সময় তিনি জার্মান কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীদের সভাগুলিকে S. A. বা ঝটিকা বাহিনী দ্বারা ভাঙিয়া দেন। কল-কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকেও তিনি এই বাহিনী দ্বারা ভাঙিয়া ফেলেন। জার্মান পার্লামেণ্ট অগ্নিদগ্ধ হইলে তিনি কমিউনিষ্টদের এজন্য দায়ী বলিয়া মিথ্যা প্রচার চালান। জার্মানীর সাধারণ নির্বাচনে নাৎসী দল একক-সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গ, এডলফ হিটলারকে প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন। হিটলার চ্যান্সেলর হইয়া ভাইমার সংবিধানের ৪৮নং ধারা প্রয়োগ করিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া সংবিধান ও পার্লামেণ্ট মুলতুবী করেন। ইহার ফলে হিটলার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে হিটলার একাধারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয় ক্ষমতা নিজহাতে সংহত করিয়া নাৎসী শাসন চালু করেন। এইভাবে জার্মানীর ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে।[১]

নাৎসী সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy of the Nazi Government in Germany): নাৎসী নেতা এডলফ হিটলার ক্ষমতা লাভ করার পর প্রথমেই বিরোধী দলগুলিকে ধ্বংস করিয়া নাৎসী দলের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার নীতি নেন। (১) জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের মিথ্যা অভিযোগে দায়ী করিয়া, তিনি নিষিদ্ধ করেন। (২) ক্যাথলিক দল স্বইচ্ছায় বিলুপ্ত ঘোষণা করে। (৩) জার্মান গণতন্ত্রী দলও অনুরূপভাবে স্বইচ্ছায় বিলুপ্ত হয়। (৪) অবশেষে ১৯৩৩ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই হিটলার একটি আইন দ্বারা নাৎসী দলকেই একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল ঘোষণা করিয়া নাৎসী একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। নাৎসী প্রচার যন্ত্রগুলি জার্মান জনসাধারণকে এই কথা বুঝায় যে, নাৎসী দলই একমাত্র এলাইট (Elite) বা আলোকপ্রাপ্ত দল। জার্মানীর উন্নতি একমাত্র এই দলের দ্বারাই সম্ভব হইবে।

বিরোধী দলের বিলুপ্তি: নাৎসী একনায়ক শাসন

বিরোধী দলগুলিকে বে-আইনী ঘোষণার পর ব্যাপক ধর-পাকড় ও হত্যার মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের নিশ্চিহ্ন করা হয়। শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকে ভাঙিয়া ফেলা হয়। ইহার বদলে নাৎসী নেতৃত্বে শ্রমিক ফ্রণ্ট (Labour Front) গঠিত হয়। শ্রমিক ফ্রণ্ট শ্রমিকদের মধ্যে নাৎসী মতবাদ প্রচার করে এবং শ্রমিকদের দ্বারা শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেয়।

শ্রমিক বিরোধ দমন

১. W. Shicer—The Rise and Fall of the Third Reich.

জার্মানীর প্রাদেশিক সরকারগুলি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের যে অধিকার ভোগ করিত, নাৎসী দল তাহা রদ করে। জার্মানীতে এককেন্দ্রিক শাসন প্রবর্তিত হয়। প্রতি প্রদেশে রাইখ্ বা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। প্রাদেশিক শাসন কেন্দ্রীয় চ্যান্সেলর বা স্বয়ং হিটলারের নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকে। বিসমার্কের আমল হইতে জার্মানীতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের যে নীতি গৃহীত হইয়াছিল হিটলার তাহা লোপ করেন।

এককেন্দ্রিক শাসন

হিটলার জানিতেন যে, সরকারী কর্মচারীদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া তাঁহার লক্ষ্যকে কার্যকরী করা যাইবে না। সরকারী কর্মচারীরা যাহাতে নাৎসী নেতা হিটলারের নির্দেশে চলে, এজন্য সরকারী কর্মচারীদের নাৎসীকরণ (Nazification) করা হয়। নাৎসী দলের আদর্শের প্রতি বিরোধী বা উদাসীন কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হয়। একমাত্র নাৎসী নেতা হিটলারের প্রতি অনুগত ও নাৎসী দলের আস্থাভাজন লোকদের সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়। যাহাদের পরিবারে অ-জার্মান এবং ইহুদীদের সহিত বিবাহ-সম্পর্ক ছিল তাহাদের সরকারী চাকুরীর অনুপযোগী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

সরকারী কর্মচারীদের নাৎসীকরণ

জার্মানীর বিচার ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজান হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রভৃতি রাজনৈতিক অপরাধের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র আদালত গঠন করা হয়। ইহার নাম হয় গণ আদালত বা পিপলস কোর্ট (Peoples Court)। এই আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কোন আইনজীবির সাহায্য লইতে চাহিলে তাহার জন্য সরকারের অনুমতি লইবার নিয়ম করা হয়। জার্মান বিচার বিভাগ হইতে অ-নাৎসী বিচারকদের বিতাড়িত করা হয়।

বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা লোপ

নাৎসী গুপ্ত পুলিশ বা গেষ্টাপো এবং ঝটিকা বাহিনী যে কোন নাগরিককে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখার অধিকার পায়। আটক ব্যক্তিদের বন্দী নিবাসে বিনা বিচারে দীর্ঘকাল বন্দী রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দৈহিক শাস্তিদানের নিয়ম করা হয়। এইভাবে হিটলার জার্মানীতে একটি দমনমূলক পুলিশী শাসন স্থাপন করেন। জার্মানী হইতে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। সমগ্র জাতিকে Regimentation বা নাৎসী ছাঁচে ঢালিয়া ফেলা হয়। রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রনায়ক হিটলার সর্বশক্তিমান নেতায় পরিণত হন।

পুলিশী শাসন

ভবিষ্যৎ জার্মান নাগরিকেরা যাহাতে নাৎসী সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ইহার আলোকেই জীবন গঠন করে, এজন্য জার্মানীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে নাৎসী ছাঁচে ঢালিয়া ফেলা হয়। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অ-জার্মান এবং ইহুদী শিক্ষকদের বিতাড়িত করা হয়। পাঠ্য পুস্তকগুলিকে নাৎসী আদর্শে রচনা করা হয়। নাৎসী সরকারের অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক ছাড়া, অন্য সকল প্রকার পাঠ্য পুস্তক নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মানীর ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তককে

নাৎসী শিক্ষা নীতি

ঢালিয়া সাজান হয়। জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহুদী বিদ্বেষকে ইতিহাসের বিষয়-বস্তু করা হয়। স্বাধীনচেতা শিক্ষাব্রতী ও বিজ্ঞানীরা জার্মানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

জার্মান জাতীয়তাবাদকে তীব্রতর করার জন্য জাতিবৈর ভাবধারার ব্যাপক প্রচার করা হয়। জার্মানরা আর্য জাতির বংশধর এবং তাহারা হইল শ্রেষ্ঠ জাতি, এই তত্ত্ব সর্বদা প্রচারিত হয়। ইহার সঙ্গে তীব্র ইহুদী বিদ্বেষ প্রচারিত হয়। অসংখ্য জার্মান ইহুদী জার্মান বন্দী শিবিরে নিহত হন। জার্মান শিশুদের ইহুদী বিদ্বেষে দীক্ষা দেওয়া হয়। পথে ঘাটে সর্বত্র জার্মান ইহুদীরা নির্যাতিত হন। বহু ইহুদী নির্যাতনের ফলে জার্মানী ছাড়িতে বাধ্য হন। আলবার্ট আইনস্টাইনের ন্যায় বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জার্মানী ছাড়িয়া আমেরিকায় আশ্রয় নেন। জার্মান যুবশক্তি নাৎসীবাদের প্রভাবে আত্মহারা হইয়া হিটলারকে শ্রেষ্ঠ মানব মনে করে। তাঁহার উপাধি হয় ফ্যুয়েরার।

জাতিবৈরিতা : ইহুদী বিদ্বেষ

নাৎসী সরকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ শাখটের সাহায্যে জার্মানীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার আপাততঃ প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়। বেকার সমস্যা দূর করার জন্য জার্মান কল-কারখানা, স্কুল-কলেজে শিফট্ বা পালা প্রথা চালু হয়। ইহার ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে। এই সঙ্গে উৎপাদন বাড়ে। জার্মানীতে বেকারের সংখ্যা ৬ মিলিয়ন হইতে ১ মিলিয়নে নামিয়া আসে। জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা আরম্ভ হইলে অস্ত্র নির্মাণের কারখানাতে নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৬ খ্রীঃ চতুর্থ বার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা জার্মানীকে খাদ্য, শিল্প, অস্ত্রে স্বয়ম্ভর করার লক্ষ্য গৃহীত হইলে জার্মানীর সর্বস্তরে কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। জার্মান জাতি যেন এক নূতন আবেগে কর্মপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এইভাবে হিটলার তাঁহার সর্বাত্মক রাষ্ট্রকে (Totalitarian State) পরিচালিত করেন।

অর্থ নৈতিক সংস্কার ও কর্ম সংস্থান

নাৎসী জার্মানীর পররাষ্ট্র নীতি (The Foreign Policy of Nazi Germany) ঃ নাৎসী জার্মানীর পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য কি ছিল ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায়। এ্যালান বুলক[১] প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের মতে, হিটলারের বৈদেশিক নীতির প্রথম লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জার্মানীকে প্রধান শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। হিটলারের বিদেশ নীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে জার্মানীর আত্মপ্রকাশ। হিটলার তাঁহার মূল লক্ষ্যগুলিকে গোপন রাখিয়া ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ তুলেন। এই অজুহাতে তিনি ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি একের পর এক ভাঙিয়া ফেলেন। তাঁহার আপাততঃ লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জার্মানীর একাধিপত্য স্থাপন।

নাৎসী বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য

১. Alan Bullook—Hitler Study in Tyrrany.

এ. জে. পি. টেইলার নামক ঐতিহাসিক উপরোক্ত অভিমত অগ্রাহ্য করেন।[১] তাঁহার মতে, হিটলারের বিশ্বব্যাপী জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্য সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে প্রধান প্রয়োজন হইল নৌ-বাহিনী গঠন। কিন্তু হিটলার নৌ-বাহিনীকে গুরুত্ব দিতেন না। তিনি ভূমধ্যসাগরের গুরুত্বপূর্ণ জলপথকে দখলে রাখার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি হাতে রাখার জন্য তাঁহার কোন ব্যগ্রতা ছিল না। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে তাঁহার আগ্রহ ছিল না। জার্মানীর মিত্র ফ্যাসিস্ট ইতালী উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে বিপদে পড়িলে, তাহাকে সাহায্যের জন্য, তিনি সামান্য সেনা, রণসম্ভার ও সেনাপতি রোমেলকে পাঠাইয়া দেন। তৃতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেনের সহিত মিত্রতা রক্ষার জন্য হিটলার বারংবার চেষ্টা চালান। কাইজার ইংলণ্ডের বিরোধিতা দ্বারা যে ভুল করেন, হিটলার তাহা পরিহার করার চেষ্টা করেন।

এ. জে. পি. টেইলারের অভিমত

এ. জে. পি. টেইলারের মতে, হিটলারের আসল লক্ষ্য ছিল পূর্ব ইওরোপে জার্মান সাম্রাজ্যর প্রসার। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলিকে ভাঙিয়া জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। তাঁহার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল পূর্ব ইওরোপে জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তার দ্বারা জার্মানীর "লেবেনসরাউম" (Lebensraum) বা বাসস্থান বিস্তৃত করা।

পূর্ব ইওরোপে প্রসার

যাহা হউক হিটলারের কূটনীতি এমন বাঁকা পথে চলিত যে, তাঁহার লক্ষ্য সম্পর্কে ইওরোপে দারুণ বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তিনি ভার্সাই সন্ধির কঠোর সমালোচনা এবং রুশী সাম্যবাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকারকে বিভ্রান্ত করেন।

১৯৩৩ খ্রীঃ ক্ষমতা লাভের পরেই হিটলার বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতে জার্মান প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করিয়া চমক সৃষ্টি করেন। হিটলার দাবী করেন যে, হয় জার্মানীকে অস্ত্র বাড়াইবার অনুমতি দেওয়া হউক, নতুবা ফ্রান্সের অস্ত্র কমাইয়া জার্মানীর সমতুল্য করা হউক। ফ্রান্স, জার্মানীর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিলে, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জার্মানীর প্রতি বৈষম্যের অজুহাতে জার্মান প্রতিনিধি বাহির হইয়া যান। এই সঙ্গে জার্মানী লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন করিয়া জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার নীতিকে পূর্ণতা দেওয়া। এই সম্মেলনে জার্মানী যদি নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিত, তবে তাহার অস্ত্রসজ্জাতে বাধা পড়িত। লীগের সদস্য হিসাবে লীগের চুক্তিপত্রের আদর্শ অনুসরণ করিতে জার্মানী ইচ্ছুক ছিল না। এই কারণে জার্মানী এই সভার সদস্যপদ বর্জন করে।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন

ইহার পর ১৯৩৪ খ্রীঃ হিটলার পোল্যাণ্ডের সহিত পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির দ্বারা ১০ বৎসরের জন্য জার্মানী ও পোল্যাণ্ড পরস্পরকে

১. Origin of the Second World War—A. J. P. Taylor.

আক্রমণ না করিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। পরস্পরের বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটাইয়া লইবার কথা এই চুক্তিতে বলা হয়। পোল-জার্মান চুক্তি ছিল হিটলারের "পাশবিক কূটনীতির" (Brutal diplomacy) একটি দৃষ্টান্ত। জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও পোল্যান্ড যে পারস্পরিক রক্ষা জোট গঠন করিয়াছিল, তাহা হিটলার এই চুক্তির দ্বারা ভাঙিয়া ফেলেন। জার্মানীর নিকট হইতে অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতি পাইয়া পোল্যান্ড ফ্রান্সের উপর নির্ভরশীলতা ছাড়িয়া দেয়। এই চুক্তির দ্বারা লোকার্ণো সন্ধির (১৯২৫ খ্রীঃ) ফ্রাঙ্কো-পোলিশ পারস্পরিক আত্মরক্ষা চুক্তি বাতিল হইয়া যায়। ইহার ফলে ফ্রান্সের ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং জার্মানীকে বেষ্টন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

পোল-জার্মানী চুক্তি

সেণ্ট জার্মেইন সন্ধির ৮০নং ধারায় এবং ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়াকে পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু হিটলার জার্মান জাতির ঐক্য স্থাপনের জন্য জার্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়াকে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা নেন। হিটলারের জন্ম হইয়াছিল অষ্ট্রিয়ায়। তিনি ছাত্র জীবন হইতে ছিলেন প্যান জার্মানবাদী (Pan Germanist) বা জার্মান জাতির ঐক্যে বিশ্বাসী।[১] তিনি বলেন যে, প্রাশিয় মন্ত্রী বিসমার্ক জার্মানী হইতে অষ্ট্রিয়াকে বহিস্কার করিলেও, অষ্ট্রিয় মন্ত্রী হিটলার অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সহিত সংযুক্ত করিবে।" এই নীতির তিনি নাম দেন "আনস্লুস" (Anschluss)।

অষ্ট্রিয়া নীতি

আনস্লুস নীতিকে কার্যকরী করার জন্য হিটলার, অষ্ট্রিয়ায় নাৎসী দলের শাখা স্থাপন করেন। ইহাদের গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। ১৯৩৪ খ্রীঃ অষ্ট্রিয় নাৎসীরা অকস্মাৎ একটি Putsch বা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডলফাস এই অভ্যুত্থানের ফলে নিহত হন। নাৎসী বিদ্রোহীরা সরকারী অফিস ও বেতারকেন্দ্র অধিকার করে। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতি অনুগত সেনাদল দ্বারা এই বিদ্রোহ দমন করেন। ইওরোপীয় দেশগুলি, অষ্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিটলারের হস্তক্ষেপের নিন্দা জানায়। ইতালীর ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনীর নির্দেশে ইতালীয় বাহিনী অষ্ট্রিয়ার সমর্থনে আগাইয়া আসে। এই অভুতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া জার্মান নাৎসী সরকার অষ্ট্রিয়ার বিদ্রোহের সহিত তাহার সম্পর্ক অস্বীকার করে।

পোল্যান্ড ও অষ্ট্রিয়ায় নাৎসী নীতির সুদূর-প্রসারী কুফল বুঝিয়া, ফরাসী মন্ত্রী লুই বার্থু (Louis Barthou) ইওরোপে একটি নাৎসী বিরোধী জোট গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। ইহার ফলে জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট গঠনের চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।

বার্থুর হত্যা

ইতিমধ্যে ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম অনুচ্ছেদ ভাঙিয়া জার্মানী অস্ত্রসজ্জা আরম্ভ করে। হিটলার ১৯৩৫ খ্রীঃ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, তিনি অতঃপর ভার্সাই সন্ধির

১. Alan Bullock—Ibid.

নিরস্ত্রীকরণ শর্ত পালন করিবেন না।[১] জার্মানীর স্থলবাহিনীর শক্তি আপাততঃ ৩৬ ডিভিসনে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন নাৎসী জার্মানীকে তোষণ করার নীতি নেয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ ব্রিটেন ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি দ্বারা ইংলণ্ডের নৌ-বহরের শক্তির শতকরা ৩৫% হারে জার্মানীকে জাহাজ নির্মাণ করিতে বলা হয়। ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি ছিল হিটলারের কুটনীতির একটি বিরাট সফলতা। প্রথমতঃ, এই চুক্তির দ্বারা জার্মানী ইংলণ্ডের সহানুভূতি পায়। ফলে জার্মানীর স্থল ও বায়ু সেনা বৃদ্ধিতে ইংলণ্ড জোর আপত্তি না জানাইয়া নীরব থাকে। ফ্রান্স এককভাবে ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইলে তাহা নিষ্ফল হয়। এইভাবে হিটলার ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম অনুচ্ছেদ ভাঙিয়া জার্মানীকে ইওরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন।

জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা

এদিকে ইতালী আবিসিনীয়া আক্রমণ করিলে, ইওরোপীয় শক্তিগুলি তাহা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। হিটলার এই সুযোগে ১৯৩৬ খ্রীঃ জার্মানীর রাইনল্যাণ্ড অধিকার করেন। ভার্সাই ও লোকার্নো সন্ধির দ্বারা জার্মানী রাইন অঞ্চলকে অসামরিক এলাকা হিসাবে গণ্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। হিটলার তাহা অগ্রাহ্য করেন।

রাইনল্যাণ্ড অধিকার

আবিসিনীয় যুদ্ধে, জার্মানী লীগের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া ইতালীকে সমর্থন জানায়। অতঃপর স্পেনের গৃহযুদ্ধে জার্মান বায়ু সেনাদল, স্পেনের সেনাপতি জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে যুদ্ধ করে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে হিটলার জার্মান বায়ুসেনার শক্তি ভালভাবে পরীক্ষা করেন। ইহার কিছুদিন পরে ফ্যাসিস্ট ইতালীর সহিত নাৎসী জার্মানী কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তি (Anti Commintern Pact) সম্পাদন করে। ক্রমে এই চুক্তি রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তিতে পরিণত হয়। রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তির গুরুত্ব এই ছিল যে, এই চুক্তির দ্বারা জার্মান-ইতালী জোট ফ্রান্সকে বেস্টন করিয়া ফেলে।

রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি

১৯৩৭ খ্রীঃ হিটলার Anschluss বা আনস্লুস পরিকল্পনাকে রূপদানের কাজে হাত দেন। তিনি জার্মান পার্লামেণ্ট বা রাইখস্ট্যাগে একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন।[২] এই বক্তৃতায় তিনি রুশী কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন এবং পশ্চিমী গণতন্ত্র বিশেষতঃ ব্রিটেনের প্রতি তাঁহার প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন ইহার ফলে জার্মান তোষণ নীতি গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এক সাক্ষাৎকারে হিটলারকে জানাইয়া দেন যে, যদি জার্মানী শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভার্সাই সন্ধি পরিবর্তন করে ব্রিটেনের আপত্তি নাই। তবে তাহাতে ডানজিগ, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অস্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে জার্মানীর বক্তব্যের প্রতি ব্রিটেনের নৈতিক সমর্থন আছে।

আনস্লুস নীতি

১. Gordon Craig. P. 455.

২. Sherer—Rise and Fall of third Reich. Alan Bullock—Hitler.

ব্রিটেনের নিকট সবুজ সংকেত পাইয়া হিটলার অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী সুশনিগের (Schuschnigg) নিকট দাবী জানান যে, অষ্ট্রিয়ার নাৎসী নেতা সিয়েস ইনকার্ট (Siyes Inquhart)-কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিতে হইবে। অষ্ট্রিয়া সরকারের অর্থদপ্তর এবং বৈদেশিক দপ্তরের দায়িত্ব নাৎসীপন্থী নেতাদের দিতে হইবে। সুশনিগ্ হিটলারের চাপের নিকট নতি স্বীকার করেন। ইহার কিছুকাল পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিয়েস ইনকার্টের আহ্বানে জার্মান সেনা অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে। একটি কৃত্রিম গণভোট দ্বারা হিটলার জার্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তি পাকা করিয়া নেন।

অষ্ট্রিয়া অধিকার

অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে নজর দেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জেলাতে জার্মান অধিবাসীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই অঞ্চল ছিল জার্মানীর সীমান্ত সংলগ্ন। হিটলারের নির্দেশে সুদেতেন জেলায় নাৎসী তৎপরতা বাড়ে। হেনলিয়েন নামে এক নাৎসী নেতা দাবী করেন যে, সুদেতেন অঞ্চলকে জার্মান পিতৃভূমিতে ফিরাইয়া দিতে হইবে। হিটলার জার্মান জাতীয়তাবাদের অজুহাতে সুদেতেন জার্মানদের দাবীর প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন জানান। এমন কি তিনি জার্মান রাইখের স্বার্থে বলপ্রয়োগে সুদেতেন জেলা অধিকারের হুমকি দেন। এদিকে ফ্রাংকো-রুশ আত্মরক্ষা চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স ও রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মান আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। হিটলার সুদেতেন অঞ্চল আক্রমণ করার হুমকি দিলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত জার্মানীর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সোভিয়েত নেতা স্টালিন জানাইয়া দেন যে, রাশিয়ার ফ্রাংকো-রুশ চুক্তি অনুযায়ী, ফ্রান্স যদি প্রথমে তাহার সৈন্য সংস্থান করে তবে সোভিয়েত রাশিয়া পিছাইয়া থাকিবে না। সোভিয়েত রাশিয়া সন্ধির শর্ত অনুসারে চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষার চেষ্টা করিবে।

সুদেতেন সমস্যা

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন জার্মানী তোষণ নীতি অনুযায়ী জার্মানীকে বিনা বাধায় সুদেতেন জেলা ছাড়িয়া দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তিনি মনে করিতেন যে, এই স্থান ছিল জার্মানীর প্রাপ্য। তাছাড়া জার্মানী পূর্ব ইওরোপের দিকে আগাইলে রুশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার রোধ হইবে। লয়েড জর্জ ও উইনস্টন চার্চিল এই সময় চেম্বারলেইনকে পরামর্শ দেন যে, ব্রিটেনের উচিত রাশিয়ার সহিত জোট গড়িয়া জার্মান আগ্রাসনকে রোধ করা। আপাততঃ ব্রিটেনের উচিত ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষ নেওয়া। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন এই পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই।

চেম্বারলেইনের তোষণ নীতি

চেম্বারলেইন, হিটলারের সহিত বার্থটেসগাডেনে এবং গডেসবার্গে দুইবার সাক্ষাৎ করেন। তিনি চেক সরকারকে সুদেতেন জেলা জার্মানীকে ছাড়িয়া দিতে রাজী করান। তিনি মিউনিখ বৈঠকে মুসোলিনী, ফরাসী মন্ত্রী দালাদিয়েরের এবং হিটলারের সহিত মিলিত হন। মিউনিখ চুক্তির (১৯৩৮ খ্রীঃ) দ্বারা সুদেতেন জেলা জার্মানীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। হিটলার

মিউনিখ চুক্তি

প্রতিশ্রুতি দেন যে, "সুদেতেন জেলাই হইল ইওরোপের নিকট তাঁহার শেষ দাবী।" সুদেতেন জেলা ছাড়া অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করেন। মিউনিখ্ চুক্তি দ্বারা হিটলার বিনাযুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়ার ⅓ অংশ দখল করেন। সোভিয়েত রাশিয়াকে এই বৈঠকে আহ্বান না করায় সোভিয়েত সরকারের সহিত পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে পশ্চিমী ও সোভিয়েত জোট গঠনের সম্ভাবনা দূর হয়। হিটলারের কুটনীতি জয়যুক্ত হয়।

প্রাগ অধিকার

মিউনিখ্ চুক্তির কিছুকালের মধ্যেই হিটলার এই চুক্তিকে ছেঁড়া কাগজের ন্যায় অগ্রাহ্য করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিতর তিনি দারুণ অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করেন। পরে প্রতিবেশী চেকোশ্লোভাকিয়ার অরাজকতার অজুহাতে তিনি এই দেশটি গ্রাস করেন।

পোল নীতি : ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিরোধ

হিট্লার মিউনিখ্ চুক্তি ভাঙিয়া অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিলে চেম্বারলেইন তাঁহার তোষণ নীতির বিফলতা বুঝিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুক্তভাবে জার্মানীর আগ্রাসন রোধ করিতে কৃতসংকল্প হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের পর হিটলার পোল্যাণ্ডের দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি ডানজিগ্ বন্দর দাবী করেন এবং মেমেল দখল করেন। ইহার ফলে বুঝা যায় যে, পোল্যাণ্ডে তাঁহার আগ্রাসন আসন্ন। এমতাবস্থায় ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার গ্যারাণ্টি দেয়। হিটলারকে পোল্যাণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য কৃতসংকল্প হইলে বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হইয়া পড়ে।

হিটলারের একের পর এক নীতি

ব্রিটিশ সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার সহিত জোট গড়িবার চেষ্টা করে। জার্মানীর সহিত যুদ্ধ অনিবার্য বুঝিয়া এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিব উইলিয়াম ষ্ট্যাং-এর নেতৃত্বে একটি মিশন মস্কোতে পাঠান হয়। এদিকে হিটলার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে মস্কোয় ব্রিটিশ মিশনের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। তিনি অনুভব করেন যে, এই জোট গঠিত হইলে, জার্মানীকে তাহার পূর্ব ও পশ্চিম দুই সীমান্তে এক সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এই ভুল করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাস্ত হন। সুতরাং হিটলার "একের পর এক" (One by One Policy) নীতি গ্রহণ করেন। তিনি রাশিয়ার মিত্রতা হইতে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রথমে পশ্চিমী দেশগুলিকে পরাস্ত করার নীতি নেন।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি

হিটলারের নির্দেশে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ একটি মৈত্রীমিশন লইয়া মস্কোতে উপস্থিত হন। রুশ নেতা স্টালিন ও রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটোভ মিউনিখ্ চুক্তির জন্য ব্রিটেনের বিশ্বস্ততায় সন্দিহান ছিলেন। মস্কোতে প্রেরিত ব্রিটিশ মৈত্রীমিশন রুশ নেতাদের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে তাঁহারা এই মিশন বাতিল করিয়া দেন। রুশ সরকার জার্মান মিশনের সহিত রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির

দ্বারা দুইটি দেশ ১০ বৎসরের জন্য পরস্পরকে আক্রমণ না করিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। পরস্পরের বিরোধের বিষয়গুলি শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটাইয়া লইতে রাজী হয়। এই সন্ধির গোপন শর্ত দ্বারা দুই স্বাক্ষরকারী দেশ পরস্পরের মধ্যে পোল্যাণ্ডকে ভাগ করিয়া লইতে রাজী হয়। দুই স্বাক্ষরকারী পূর্ব ইওরোপে নিজ নিজ প্রভাবযুক্ত এলাকা স্থির করে। জার্মানী তৃতীয় কোন শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইলে, রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ছিল হিটলারের কুটনৈতিক দক্ষতার চূড়ান্ত নিদর্শন। ইহার দ্বারা হিটলার জার্মান-বিরোধী জোট গঠনের সম্ভাবনা দূর করেন। তিনি আপাততঃ রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখিয়া ভবিষ্যতে রাশিয়া আক্রমণের ব্যবস্থা করেন।

জার্মান সেনা ১৯৩৯ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে, ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি জার্মানীর বিরুদ্ধে ১৯৩৯ খ্রীঃ ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রাথমিক পরাজয়ের পর, হিটলার ১৯৪১ খ্রীঃ রাশিয়াকে আক্রমণ করেন।

পাঠ্যসূচী

১। A. Hitler—Mein Kampf.
২। Alan Bullock—Hitler—A Study in Tyranny.
৩। A. J. P. Taylor—The Origins of Second World War.
৪। W. Shirer—Rise and fall of the Third Reeich.
৫। D. Schoenbaum—Hitler's Social Revolution.
৬। W. Churchill—The Gathering Storm.
৭। A. Werth—The Twilight of France.
৮। Wheeler-Bennett—Munich.
৯। K. Feiling—N. Chamberlaine.

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

(The Spanish Civil War and the Second World War)

স্পেনের গৃহযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল (The Causes and Significance of the Spanish Civil War) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্পেনে দক্ষিণপন্থী রাজতান্ত্রিক শক্তির সহিত প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের বিরোধ দেখা দেয়। স্পেনের রাজা ত্রয়োদশ আলফোনসো, প্রিমো-ডি-রিভেরা নামে এক মন্ত্রীর সাহায্যে

দেশ শাসন করেন। প্রিমো-ডি-রিভেরা ১৯২৩-১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত একনায়কের ন্যায় শাসনকার্য চালান। ১৯৩০ খ্রীঃ ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও সেনা বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া রিভেরা পদত্যাগ করেন। রাজা আলফোনসো জমিদারী শ্রেণী ও সেনাবাহিনীর সহায়তা লইয়া সরকার গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীঃ প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া 'রাজতন্ত্র ধ্বংস হউক' এই দাবী জানাইলে আলফোনসো পদত্যাগ করেন। ১৯৩১ খ্রীঃ স্পেন একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

রিভেরা একনায়কতন্ত্র

১৯৩১—১৯৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত এই নবজাত প্রজাতন্ত্র বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়। দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীরা এবং বামপন্থী নৈরাজ্যবাদীরা এই প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা চালায়। এই প্রজাতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রপতি জামোরা ও প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল আজানার নেতৃত্বে নানাবিধ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করে। বৃহৎ জমিদারীগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া, বৃহৎ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের হাতে লইয়া শ্রমিক, কৃষকদের রক্ষার জন্য আশ্বাস দিয়া প্রজাতন্ত্রী সরকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করে। স্পেনের অন্তর্গত ক্যাটালোনিয়া প্রদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রশমনের জন্য ক্যাটোলোনিয়াকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দান করা হয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য বাড়িলে, প্রজাতন্ত্রী সরকার কৃষকদের জমির অধিকার দেয় এবং গীর্জা প্রভৃতির জাতীয়করণ করা হয়। স্পেন হইতে জেসুইট ও ফ্যাসিবাসীদের বহিস্কার করা হয়। যে সকল সরকারী কর্মচারী ফ্যাসিবাদী মনোভাবের অনুরাগী ছিল তাহাদের নির্বাসিত করা হয়। জেনারেল ফ্রাংকো ক্যানারি দ্বীপে নির্বাসিত হন।

স্প্যানিস প্রজাতন্ত্রের প্রগতিশীল শাসন

প্রজাতন্ত্রী সরকারের সমাজবাদী নীতিতে অখুসী হইয়া দক্ষিণপন্থীরা এই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। স্পেনের উপনিবেশ মরক্কোয় অবস্থিত স্পেনীয় সৈন্যদল পপুলার ফ্রণ্ট বা প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে। জেনারেল ফ্রাংকো ক্যানারি দ্বীপ হইতে আসিয়া এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তিনি একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার ঘোষণা করেন। ফ্রাংকো সেনাদলসহ মরক্কো হইতে দক্ষিণ স্পেনে চলিয়া আসেন। তিনি রাজধানী মাদ্রিদের অভিমুখে সেনাদল পরিচালনা করেন। প্রজাতন্ত্রী সরকার অনুগত সেনাদল ও সমর্থক সহ ফ্রাংকোকে বাধা দেয়। এইভাবে স্পেনের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ : প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠন

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ক্রমে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।[১] এই গৃহযুদ্ধে বৈদেশিক শক্তিগুলিও জড়াইয়া পড়ে। স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারে কমিউনিষ্টদের আধিপত্য থাকায়, পশ্চিমের বুর্জোয়া দেশগুলি মনে করে যে, স্পেনে কমিউনিষ্ট বিপ্লব ঘটিতে যাইতেছে। বিশেষতঃ জার্মানী ও ইতালীর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। স্পেনে সাম্যবাদী বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নির্মূল করার জন্য

ইতালীর হস্তক্ষেপ

১. Langsham—World Since 1919.

ফ্যাসিস্ট ইতালীতে তৎপরতা দেখা দেয়।[১] ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনীর উদ্দেশ্য ছিল স্পেনে ফ্রাংকোর একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিয়া, ইতালীর শত্রু ফ্রান্সকে বেষ্টন করা। তাছাড়া তিনি স্প্যানিশ মরক্কোর মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী উপনিবেশে অনুপ্রবেশ করার লক্ষ্য নেন। স্পেনের সাহায্যে জিব্রাল্টার অধিকার করিয়া ভূমধ্যসাগরে ইতালীয় আধিপত্য স্থাপন করাও ছিল মুসোলিনীর অন্যতম লক্ষ্য। ফ্যাসিস্ট ইতালী ফ্রাংকোর সমর্থনে এই কারণে, স্পেনে সেনাদল ও সমরাস্ত্র পাঠায়। নাৎসী জার্মানীও ফ্রাংকোর পক্ষ লইয়া স্পেনে বায়ুসেনা পাঠায়। পর্তুগালও ফ্রাংকোর পক্ষ সমর্থন করে। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পপুলার ফ্রন্ট বা প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সমর্থন জানায়।[২]

আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতা ভঙ্গ: ইতালী, জার্মানী ও রাশিয়ার ভূমিকা

এমতাবস্থায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স সকল দেশকে স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য অনুরোধ জানায় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দ্বারা স্পেনে বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ বিরোধী সমিতি গঠন করে। বিবাদী দুই পক্ষকে কোন বৈদেশিক শক্তির পক্ষ হইতে যুদ্ধের উপকরণ না পাঠাইতে প্রস্তাব নেওয়া হয়। কিন্তু ইতালী, জার্মানী ও পর্তুগাল এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ফ্রাংকোকে সাহায্য পাঠাইতে থাকে। ইহার ফলে সোভিয়েত সরকারও প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সাহায্য পাঠায়। ফ্রাংকোর বাহিনী মাদ্রিদের নিকটবর্তী হইলে অক্ষশক্তি ফ্রাংকোর সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। ইহার পর বহু ইতালীয় ও জার্মান সেনা ফ্রাংকোর পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য স্পেনে ঢুকিয়া পড়ে। এদিকে কমিউনিস্ট ও ফ্যাসিবিরোধী স্বেচ্ছাসেবকেরা স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের সমর্থনে যুদ্ধ করে। বিখ্যাত মার্কিন লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এই যুদ্ধে প্রজাতন্ত্রী সরকারের স্বপক্ষে যুদ্ধ করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় তাঁহার উপন্যাস "ফর হুম দি বেল টোলস" (For whom the Bell Tolls) একটি ধ্রুপদী সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত হয়।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ এই প্রকারে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধের আকৃতি নেয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইহাতে বহু রাষ্ট্র জড়াইয়া পড়ে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিস্তৃতির ফলে লীগ অফ নেশনসের আদর্শ অকার্যকরী প্রতিপন্ন হয়। অক্ষশক্তি আন্তর্জাতিক আইন এই লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করিয়া স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে। স্পেনে ফ্রাংকোর ফ্যাসিস্ট সরকার জয়লাভ করায় পশ্চিম ইওরোপে ফ্যাসিবাদী প্রভাব বাড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ (The Causes of the Second World War): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি পরাজিত জার্মানীর উপর যে ভার্সাইয়ের সন্ধি চাপাইয়া দেয় তাহা জার্মানী স্বীকার করিতে রাজী ছিল না। জার্মান জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করিত যে, এই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর উপর ঘোর অবিচার করা হয়। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা

ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি

১. E. H. Carr—International Relations.

২. Ibid.

জার্মানীকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হয়। জার্মান জাতির এই মানসিকতা হেতু ভার্সাই সন্ধি ভাঙিবার প্রবণতা দেখা দেয়।

নাৎসী নেতা হিটলার ছিলেন ভার্সাই সন্ধির প্রধান সমালোচক। তিনি ১৯৩৩ খ্রীঃ জার্মানীর শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি ছিলেন খুবই ক্রূর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। আন্তর্জাতিক আইন এবং ন্যায়নীতিকে তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে তিনি এমন তীব্র প্রচার চালান যে, বিশ্বের জনমত এই সন্ধির বিরুদ্ধে যায়। এই সুযোগে ভার্সাই সন্ধির অন্যায় শর্তগুলি ভাঙিবার ছলে তিনি ইওরোপের শক্তিসাম্য ভাঙিয়া জার্মানীর সামরিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃদ্ধি করেন।

হিটলারের ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা

নাৎসী জার্মানীর বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কেবলমাত্র ভার্সাই সন্ধির অন্যায় শর্তগুলিকে পরিবর্তন করা ছিল না। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ইহা স্পষ্ট যে হিটলারের বৈদেশিক নীতির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ভার্সাই সন্ধি ভাঙিয়া জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ ও সামরিক দিক হইতে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা। তাহার পর পূর্ব ইওরোপে জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করা।[১] কিন্তু উইনস্টন চার্চিল তাঁহার গ্যাদারিং স্টর্ম (Gathering Storm) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, হিটলারের লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জার্মান আধিপত্য স্থাপন এবং ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলিকে ধ্বংস করা।

হিটলারের আগ্রাসী নীতি

এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন করেন। হিটলার জার্মানীর এমন বিরাট অস্ত্রসজ্জা করেন যে, ইওরোপের যে কোন শক্তি জার্মানীর তুলনায় নগণ্য ছিল। তিনি সেন্ট জার্মেইন সন্ধি ভাঙিয়া অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর সহিত যুক্ত করেন। পূর্ব ইওরোপে রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করেন। অবশেষে তিনি ১৯৩৯ খ্রীঃ পোল্যান্ড আক্রমণ করেন। সুতরাং নাৎসী আগ্রাসনের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই।

হিটলার কর্তৃক আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ

হিটলার তাঁহার কুটনীতির দ্বারা ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলিকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলেন। এই কারণে তাঁহার কূটনীতিকে 'পাশবিক' (Brutal diplomacy) আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি যখন কোন দেশের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতেন তিনি মনে মনে জানিতেন যে, দরকার হইলে এই সন্ধি তিনি ভাঙিয়া ফেলিবেন। ফলে অপর স্বাক্ষরকারী তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বিপদগ্রস্ত হইত। উদাহরণস্বরূপ পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি, মিউনিখ্ চুক্তি ও রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির কথা বলা যায়। এই চুক্তিগুলি হিটলার সম্পাদন করিয়া পরে সুবিধাজনক সময়ে ভাঙিয়া ফেলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার সম্ভাব্য শত্রুরাষ্ট্রগুলি যাহাতে জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট বাঁধিতে না পারে এজন্য তিনি কূটনীতির দ্বারা তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। তিনি রুশ সাম্যবাদের প্রতি তীব্র বিরোধিতা

হিটলারের কূটনীতি : শক্তিসাম্য ধ্বংস

১. A. J. P. Taylor—Origins of Second World War.

দেখাইয়া ইংলণ্ডকে নিজ পক্ষে আনেন, পরে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকেই আক্রমণ করেন। তিনি রুশ-জার্মান চুক্তির দ্বারা রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখেন। ১৯৪১ খ্রীঃ পশ্চিমের যুদ্ধ শেষ হইলে তিনি রাশিয়াকে আক্রমণ করেন। এইভাবে তাঁহার মারাত্মক কূটনীতির দ্বারা হিটলার ইওরোপের শক্তিসাম্য ধ্বংস করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার জন্য ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইনের জার্মান তোষণ নীতি কম দায়ী ছিল না। ব্রিটেনের টোরী মন্ত্রীসভা মনে করিত যে, রুশ সাম্যবাদের লাল বন্যাকে রোধ করিবার জন্য নাৎসী জার্মানীকে ব্যবহার করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে তাহারা নাৎসী জার্মানীর শক্তি ও অস্ত্র বৃদ্ধিতে বাধা দেয় নাই। নাৎসী জার্মানী ভার্সাই সন্ধি ভাঙিয়া একের পর এক দেশ দখল করিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন নিশ্চেষ্ট থাকেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মান-বিরোধী জোট গঠনের জন্য ইংলণ্ডের সহিত সহযোগিতার প্রস্তাব দিলে তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হয়। অবশেষে সুদেতেন অঞ্চলে জার্মানীর যুদ্ধের হুমকির বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া যুক্ত বাধা দানের চেষ্টা করিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাহা রদ করেন। তিনি মিউনিখ্ চুক্তির দ্বারা জার্মানীকে সুদেতেন অঞ্চল ছাড়িয়া দেন। এই তোষণ নীতি নাৎসী জার্মানীকে সাহসী এবং আত্মম্ভরী করিয়া তুলে।

ব্রিটেনের তোষণ নীতি

ব্রিটিশ সরকার তাহার বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য লীগের আদর্শকে অগ্রাহ্য করিয়া জাপান, ইতালীকেও তোষণ করে। জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে জাপানের দ্বারা দূর প্রাচ্যে রুশ শক্তি জব্দ হইবে, এই বিশ্বাসে ব্রিটেন নিশ্চেষ্ট থাকে। ব্রিটেনের আশা ছিল যে, জাপানকে মাঞ্চুরিয়া দখল করিতে দিলে, দূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশে জাপান হস্তক্ষেপ করিবে না। ইতালী ১৯৩৫ খ্রীঃ আবিসিনীয়া আক্রমণ করিলে ফ্রাংকো-ব্রিটিশ শক্তি ইতালীর আগ্রাসনকে পরোক্ষ সমর্থন জানায়। ইতালীর বিরুদ্ধে লীগের শান্তিমূলক ব্যবস্থাকে অকার্যকরী করিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স হোর-লাভাল গোপন চুক্তি দ্বারা আবিসিনীয়া ব্যবচ্ছেদ দ্বারা ইতালীর সাম্রাজ্যবাদকে প্রশমিত করার কলঙ্কজনক চেষ্টা করে। লীগের দ্বারা অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক অবরোধ যাহাতে ইতালীর বিরুদ্ধে কার্যকরী না হয় এজন্য ব্রিটেনের চাপে তৈল বা পেট্রলকে নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়। এইভাবে ব্রিটেন তোষণ নীতির দ্বারা অক্ষশক্তির সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধাকে বাড়াইয়া দেয়। ব্রিটেনের আশা ছিল যে, ইহার ফলে ব্রিটিশ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য রক্ষা পাইবে। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীঃ ব্রিটেনের নীতির ভ্রান্ত দিক প্রকট হইয়া উঠে।

ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা

ফ্যাসিস্ট ইত্যালীর আগ্রাসন নীতি এবং পূর্ব এশিয়ায় জাপানের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিশ্বশান্তিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেয়। ইতালীর দ্বারা, আবিসিনীয়া আক্রমণ, স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ এবং আলবেনিয়া অধিকার আন্তর্জাতিক শান্তিকে বিঘ্নিত করে। জাপান কর্তৃক ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং ১৯৩৬ খ্রীঃ দ্বিতীয়বার চীন আক্রমণ এশিয়ার শান্তিকে

ইতালী ও জাপানের আগ্রাসন নীতি

ধ্বংস করে। এই দেশগুলির পথ ধরিয়া নাৎসী জার্মানী ব্যাপক আকারে আগ্রাসন আরম্ভ করে। জাপান, জার্মানী ও ইতালী অক্ষশক্তি জোট গড়িয়া পরস্পরের সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালায়। অক্ষশক্তির তিন সদস্যই ছিল ১৯১৯-এর শান্তি চুক্তির প্রতি বিক্ষুব্ধ। অক্ষশক্তি গঠনের উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্বের শক্তিসাম্যকে ভাঙিয়া এই তিন শক্তির অনুকূলে আনার ব্যবস্থা করা। রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষচুক্তি গঠিত হইলে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে।

ইওরোপের দুই শিবিরে বিভক্তি

সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী আগ্রাসনের ফলে ইওরোপে দারুণ অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সহিত সহযোগিতা দ্বারা ১৯৩৩-৩৮ খ্রীঃ নাৎসী আক্রমণ রোধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সোভিয়েত নেতারা ১৯১৯ খ্রীঃ বিশ্ব বিপ্লবের যে হুমকি দেন তাহা বুর্জোয়াপন্থী দেশগুলির ভীতি সৃষ্টি করে। ইহার ফলে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি সোভিয়েত সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে ১৯৩৯ খ্রীঃ পোল্যান্ড উপলক্ষে জার্মানীর সহিত যুদ্ধ আসন্ন হইলে ইংলন্ড সোভিয়েত সহযোগিতা লাভের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু ইংলন্ডের প্রস্তাবের আন্তরিকতায় সন্দিহান হইয়া রুশ নেতারা নাৎসী জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব নাৎসী জার্মানীকে আগ্রাসন নীতি গ্রহণে সুযোগ দেয় জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট গঠনের ব্যর্থতার জন্য পশ্চিমী রাজনীতিজ্ঞরা প্রধানতঃ দায়ী হইলেও, সোভিয়েত নেতারাও দায়ী ছিলেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি দ্বারা হিটলার রাশিয়া হইতে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'একের পর এক' নীতি (One by One policy) অনুসরণ করেন। যদি সোভিয়েত নেতারা ১৯৩৯ খ্রীঃ একটু ধৈর্য দেখাইতেন তবে ১৯৩৯ খ্রীঃ গ্রান্ড এ্যালায়েন্স বা জার্মানীর বিরুদ্ধে মহাজোট গড়া যাইত। যদি ব্রিটিশ সরকার রাশিয়ার প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করিতেন তবে রুশ নেতাদের আস্থা বাড়িত।

সোভিয়েত নীতির বিফলতা, রুশ-জার্মান চুক্তি

আসলে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তুলে। ভার্সাই ও অন্যান্য সন্ধির দ্বারা ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিগুলি নিজ নিজ সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যকে বৃদ্ধি করিয়া বিশ্বে তাহাদের আধিপত্য রক্ষা করে। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা উপনিবেশের বাজার হইতে মুনাফা লুঠিতে ব্যস্ত থাকে। জার্মানীর ন্যায় একটি শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন জাতি ভার্সাই সন্ধির নাগপাশে বাঁধা থাকিবে এই আশা ছিল অবাস্তব। সুতরাং জার্মানীর শক্তি বাড়িলে ইঙ্গ-ফরাসী বাণিজ্য ও উপনিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকা ছিল। জার্মানী আপাততঃ ভার্সাই সন্ধি ভাঙিয়া পূর্ব ইওরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি নেয়। জার্মানীর এই কাজও ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সন্দেহের উদ্রেক করে। এদিকে জাপান দেখে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটন চুক্তির দ্বারা (১৯২১ খ্রীঃ) চীনে তাহার ২১ দফা দাবীকে নস্যাৎ করিয়া চীনে মার্কিন বাণিজ্য কায়েম করিয়াছে। ব্রিটেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাহার অবাধ বাণিজ্য চালাইতেছে। জাপানের ন্যায় শিল্পে সমৃদ্ধ এবং

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাত

সামরিক জাতি ইহা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে জাপান সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নীতি নেয়। এই কারণে বিশ্বযুদ্ধ বাধে। এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে ঠেকাইবার মত শক্তি জাতিসংঘ বা লীগ অফ নেশনসের ছিল না।

বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে বিশ্ব অনেকগুলি আদর্শগত শিবিরে বিভক্ত হইয়া যায়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধের সহিত আদর্শগত বিরোধ বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তুলে। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি পার্লামেণ্টারী শাসনে আস্থাশীল ছিল। কিন্তু তাহাদের অর্থনীতি ছিল বুর্জোয়া ঘেঁসা। সমাজতান্ত্রিক সংস্কার দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করার তাহারা পক্ষপাতী ছিল না। এদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ছিল মার্কসীয় লেনিনীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। মালিকের মুনাফা ও সম্পত্তির অধিকারে তাহারা বিশ্বাস করিত না। এজন্য পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার উপর ক্ষিপ্ত। অপরদিকে নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট আদর্শ অনুসারে একদলীয় একনায়কতন্ত্রই ছিল শ্রেষ্ঠ। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে তাহারা ঘৃণা করিত। এদিকে ইওরোপের বাহিরে, ভারতবর্ষে, চীনে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশ্ব অনেকগুলি আদর্শ শিবিরে বিভক্ত হয়।

গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র: সমাজতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

উনবিংশ ও বিংশ শতকের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

(Literature, Science and Culture of the 19th and 20th Centuries)

রোমাণ্টিকতাবাদ (Romanticism) : অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক হইতে ইওরোপীয় সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দেয়। ইহাকে রোমাণ্টিকতাবাদ বলা হয়। বিভিন্ন পন্ডিত রোমাণ্টিকতাবাদের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং এক কথায় রোমাণ্টিকতাবাদ বলিতে কি বুঝায় তাহা বলা সম্ভব নহে। অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ ও ক্লাসিকবাদ যাহা মানুষের আবেগ ও প্রেরণাকে যুক্তির খাঁচায় আবন্ধ করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে সাধারণতঃ রোমাণ্টিকতাবাদ বলা হয়। আরভিং ব্যাবিটের[১] মতে "গ্রীস ও ল্যাটিন সাহিত্য, শিল্পের আদলে সাহিত্য, শিল্প সৃষ্টি না করিয়া এই প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতে রোমাণ্টিকতাবাদের উদ্ভব হয়।" রোমাণ্টিকতাবাদের প্রভাবে সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রভাব, আবেগ ও

রোমাণ্টিকতাবাদের অর্থ

১. Irving Babbitt.

ভাবপ্রবণতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যুক্তিবাদী এবং ক্লাসিক-ধর্মী সাহিত্য রচনার নীতি পরিত্যাগ করা হয়।

রোমাণ্টিকতাবাদের দুইটি মূল সূত্র ছিল, যথা, (১) যাহা সত্য বলিয়া মনে করা হইবে, তাহা প্রকাশে আবেগ ও ভাবপ্রবণতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। (২) ক্ল্যাসিক পন্থী দৃষ্টি ছাড়িয়া জীবনে যাহা সুন্দর মনে হইবে তাহাকেই বিষয়বস্তু করিয়া সাহিত্য ও শিল্প রচনা করা। ক্ল্যাসিকের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার জগতে অবাধ পক্ষ সঞ্চালন ছিল রোমাণ্টিকতার লক্ষণ। সুন্দরের সাধনায় রোমান্সবাদী সাহিত্যিক প্রকৃতির মধ্যে প্রেরণা পান। অনেকে 'আদিম' সমাজজীবনের মধ্যে সুন্দরের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পান। অনেকে অতীত যুগের চিত্রকে কল্পনার আলোকে ফুটাইয়া তুলেন। রোমাণ্টিকবাদী সাহিত্যিকরা "শিল্পের জন্য শিল্প" (art for art's sake) নীতি লইয়া সুন্দরের সাধনাকেই শিল্প ও সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

রোমাণ্টিকতার প্রকরণ

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রোমাণ্টিকতাবাদের সূচনা দেখা যায়। ল্যাটিন সাহিত্য নীতির প্রভাব কাটাইয়া টমাস গ্রে (১৭50 খ্রীঃ) ইংরাজী ভাষায় তাঁহার এলিজি (Elegy) বা ব্যালাডগুলি রচনা করেন। জেমস ম্যাকফারসনের ওসিয়ান (Ossean) কাব্য (১৭৬৫ খ্রীঃ) ছিল রোমাণ্টিকতাবাদের প্রভাতী তারকা। জার্মান কবি গ্যেটের (Goethe) রচনা সরোজ অফ ভার্থার (Sorrows of werther) এবং শিলারের (Schiller) দি রবারস (The Robbers) রোমাণ্টিক রীতিতে রচিত হয়।

অষ্টাদশ শতকে রোমান্সবাদের উৎপত্তি

উনবিংশ শতকে প্রকৃতপক্ষে রোমাণ্টিকতাবাদের বিকাশ ঘটে। ক্ল্যাসিকবাদের স্থলে রোমাণ্টিকবাদের উদ্ভবের কারণ হিসাবে বলা যায় যে, ফরাসী বিপ্লবের যুগে সন্ত্রাসের রাজত্ব এবং নেপোলিয়নের যুদ্ধের ভয়াবহতা যুক্তিবাদের প্রতি বহু বুদ্ধিজীবির আস্থা বিনষ্ট করে। ফলে এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকরা রোমাণ্টিকবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রকৃতি, জনসাধারণের জীবনধারার মধ্যে তাঁহারা সৌন্দর্য ও শান্তি খুঁজিয়া পান। সাহিত্য ও শিল্পে তাহাই বর্ণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, দার্শনিক কাণ্ট তাঁহার দর্শনে 'আদর্শবাদ' (Idealism) ও 'চেতনা' (Spirit)-র গুরুত্ব প্রচার করেন। কাণ্টের প্রচারিত আদর্শবাদ নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জার্মান জাতির দেশপ্রেম রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পর হেগেলের (Hegel) ইতিহাসের ব্যাখ্যা রোমাণ্টিকবাদকে নূতন গতি দেয়। হেগেল বলেন যে, "মানুষ হিসাবে মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচিতে অধিকারী।"[১] তৃতীয়তঃ, ইংরাজ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, "যে কোন প্রকার রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতা ভোগ করিতে অধিকারী।"

কাণ্ট-হেগেল ও বেন্থামের রোমাণ্টিক মতবাদ

ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব তাহা রোমাণ্টিকতাবাদের

১. "Man as man is free".

বিস্তারের বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদ অনুসারে প্রতি জাতি নিজ নিজ জাতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। প্রতি জাতি নিজস্ব আবেগ, ভাবপ্রবণতাকে দেশপ্রেমের মাধ্যমে প্রকাশ করে। সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পজাতীয় চেতনা বিকাশের মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়। জাতীয় গৌরব ও মর্যাদা গঠনের জন্য অতীত ইতিহাস হইতে জাতির গৌরবের কাহিনী বাহির করিয়া তাহাকে আবেগ ও ভাবপ্রবণতার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এইভাবে রোমাণ্টিকতাবাদের উদ্ভব হয়। ক্ল্যাসিকের লৌহবন্ধন ছিন্ন করিয়া সাহিত্য, শিল্পে সৃষ্টি আপন জোয়ারে ভাসিয়া চলে। আবেগ ও ভাবপ্রবণতা তাহাতে গতি সৃষ্টি করে।

দেশপ্রেম ও ইতিহাসের আবেগময় বিশ্লেষণ

ইংরাজী সাহিত্যে কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগ্ম সম্পাদনায় লিরিক্যাল ব্যালাডস (Lyrical Ballads) নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের মধ্যে সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হয়। বায়রণ, শেলী, কীটস ও স্যার ওয়াল্টার স্কট ইংরাজী সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার প্লাবন বহাইয়া দেন। আলফ্রেড টেনিসন ইংরাজ জাতির স্বদেশপ্রেম মূলক, রাজা আর্থার, লেডি অফ শ্যালট প্রভৃতি কাব্য রচনার দ্বারা ধনী-দরিদ্র সকল ইংরাজের মনে আবেগ সৃষ্টি করেন। ইংরাজী গদ্য সাহিত্যে থ্যাকারে, চার্লস রীড, জর্জ এলিয়ট রোমাণ্টিকতা প্রবর্তন করেন। সর্বোপরি, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স তাঁহার রচনায় স্বদেশপ্রেম, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরাজদের জীবনের সীমাবদ্ধতা ও বেদনা চিত্রিত করেন। ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা তাঁহার উপন্যাসে প্রতিধ্বনিত হয়। ডিকেন্স ছিলেন রোমাণ্টিকতাবাদের ভাষ্যকার।

ইংরাজী সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার প্লাবন

ফরাসী সাহিত্যে সেতোব্রিয়াঁ (Cheteaubriana ১৭৬৮-১৮৪৮ খ্রীঃ) ছিলেন রোমাণ্টিকতাবাদের প্রধান প্রবক্তা। তাঁহার রচনা জিনিয়াস অফ ক্রিশ্চানিটি এবং আটালা (Atala) ছিল বিখ্যাত রোমাণ্টিক রচনা। আলফোনসো লামার্টিনের রচনা মেডিটেশনস (Meditations)-এর আবেগ ফরাসী জাতিকে উত্তাল করিয়া তুলে। ভিক্টর হুগোর রচনা লে মিজারেবলস, ক্রমওয়েল এবং হারনানি (Hernani) ফ্রান্সে রোমাণ্টিকতার প্লাবন সৃষ্টি করে। হুগোর রচনার জনপ্রিয়তায় ক্ষুব্ধ হইয়া ক্ল্যাসিকবাদীরা তাঁহার নাট্য রচনার সময় আক্রমণ চালায়। ফ্রান্সের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি হুগোর রচনায় ফুটিয়া উঠে। এছাড়া বালজাকের রচনায় বাস্তবতার সহিত রোমাণ্টিকতার সমন্বয় ঘটে।

ফরাসী সাহিত্যে রোমাণ্টিকতা

রুশ সাহিত্যে টুর্গেনিভের রচনায় বিষাদ ও দুঃখবাদ থাকিলেও, রুশী সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র তাঁহার রচনায় ধরা পড়ে। ফাদারস এ্যাণ্ড চিলড্রেন (১৮৬২ খ্রীঃ) হইল টুর্গেনিভের বিখ্যাত রচনা। ডস্টয়েভস্কি ছিলেন আশাবাদী লেখক। তিনি রুশী সমাজের দারিদ্রের মধ্যেও মঙ্গলের বীজ লক্ষ্য করেন। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক লেখক। রুশী

রুশ সাহিত্যে রোমাণ্টিকতা

কৃষকদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল অত্যন্ত গভীর। তাঁহার বিখ্যাত রচনার নাম ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট।

রোমাণ্টিকতাবাদ উনবিংশ শতকের চিত্রশিল্পে তাহার ছাপ ফেলে। স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী গোয়ার (Goa) আঁকা নেপোলিয়নের শাসনের অত্যাচারের দৃশ্যগুলি দেশপ্রেমের ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত ছিল। ইংরাজ চিত্রশিল্পী কনষ্টেবল এবং টার্নারও ছিলেন রোমাণ্টিক শৈলীর অনুরাগী। নিসর্গ চিত্রগুলিতে তাঁহাদের উজ্জ্বল রং-এর ব্যবহার অতুলনীয়। এছাড়া ছিলেন রোমাণ্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ডেলাক্রয় (Delacroix)। ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্রগুলিকে উজ্জ্বল রং-এ চিত্রিত করিয়া দেশপ্রেমের আবেগে অঙ্কিত করা হয়। আবার তাঁহার কোন কোন চিত্র ছিল জাতির অতীত গৌরবের উপর অঙ্কিত। রোমাণ্টিক চিত্রকলার নিসর্গ দৃশ্যাবলী ছিল বিখ্যাত। ফরাসী শিল্পী কোরোট ছিলেন নিসর্গ দৃশ্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তাঁহার ল্যাণ্ডস্কেপগুলি ছিল বর্ণময় ও স্বপ্নালু। কোরোট ছিলেন গ্রামাঞ্চলের দৃশ্য আঁকায় বিখ্যাত। দ্যমিয়ের ছিলেন শহরের পথদৃশ্য অংকনে সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া তিনি ব্যঙ্গচিত্র রচনায় পারদর্শী ছিলেন। ইংলণ্ডে র‍্যাফায়েল পূর্বযুগের রোমাণ্টিক চিত্রশিল্পী হিসাবে রোসেটি, বার্নজোনসের নাম উল্লেখ্য।

চিত্রশিল্পে রোমান্স-বাদের বিকাশ

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও রোমাণ্টিক ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় সঙ্গীত রচনা, লোক-সঙ্গীতের সংগ্রহ এবং প্রচার দ্বারা ক্ল্যাসিকবাদকে বর্জন করা হয়। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জার্মান সঙ্গীত ও সুর রচয়িতা লুডউইগ বিটোফেন (Beethofen) তাঁহার সাতটি সিম্ফনি রচনা করেন। ওয়েবার, মেণ্ডলশন নামক দুই জার্মান সঙ্গীতজ্ঞও রোমাণ্টিক যুগে খ্যাতিলাভ করেন। ইতালীয় সঙ্গীতে রোসিনি, বেল্লিনি ও দোনিজেত্তি ছিলেন বিশেষ বিখ্যাত। ইঁহারা ছিলেন অপেরা-ধর্মী সঙ্গীত ও সুর রচনায় দক্ষ। এছাড়া ছিলেন ফরাসী সুরগুরু শোপাঁ (Chopen); জার্মান সুরস্রষ্টা ভাগনার (Wagner) এবং ইতালীয় সুরকার ভার্দি (Verdi)।

সঙ্গীতে রোমাণ্টিকতা প্রকাশ

সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের ন্যায় স্থাপত্য শিল্পেও রোমান্সবাদের প্রভাব পড়ে। গ্রীক ও ল্যাটিন ধর্মী ক্ল্যাসিক স্থাপত্যশৈলীর স্থলে মধ্যযুগের গথিক স্থাপত্যের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। গ্রীক ও ল্যাটিন রীতির গম্বুজ ও থামের পরিবর্তে ছুঁচালো চূড়া ও খিলানের দিকে নির্মাতাদের ঝোঁক বাড়ে। ইংলণ্ডের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্রাসাদ, পার্লামেণ্ট ভবনের নির্মাণের রোমাণ্টিক-শৈলী বা গথিকশৈলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্সে ভায়োলেট-লে-ডাক (Violette-le-Dac) গথিক রীতিতে বিখ্যাত নটরডাম-গীর্জার পুনর্নির্মাণ করেন।

স্থাপত্য

ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও তাহার সামাজিক প্রতিক্রিয়া (Darwinism and its social interpretation) : উনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব ছিল খুবই মৌলিক

ও বৈপ্লবিক চিন্তা। চার্লস ডারউইন তাঁহার দুই বিখ্যাত গ্রন্থ The Origin of Species এবং The descent of Man রচনা করিয়া বিজ্ঞান ও চিন্তা জগতে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ডারউইনের মতবাদকে ডারউইনবাদ বা বিবর্তনবাদ বলা হয়।

বিবর্তনবাদ

ডারউইন ভূস্তর এবং ভূস্তরের অন্তর্গত ফসিল বা জীবাশ্মগুলিকে পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, জীব বা প্রাণী আদিম যুগ হইতে বহু ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান স্তরে পৌঁছিয়াছে। এখন যে প্রাণী জগৎ দেখা যায় সৃষ্টির গোড়া হইতে তাহা ছিল না। ডারউইন বলেন, যে সকল প্রাণী প্রকৃতি ও জলবায়ু এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সহিত খাপ খাওয়াইতে সক্ষম হয়, তাহারাই ক্রমবিবর্তনের পথে আধুনিক যুগে আসে। যে প্রাণী সকল, পরিবেশের পরিবর্তনের সহিত খাপ খাওয়াইতে বিফল হয় তাহারা লুপ্ত হয়। ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে এই সকল অবলুপ্ত প্রাণীর কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। ডারউইন এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়াছেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural selection)। প্রাকৃতিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে কোন প্রাণীকোষ শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিবে, তাহা নির্ভর করিত সেই প্রাণীর বাঁচিবার যোগ্যতার অথবা খাপ খাওয়াইবার শক্তির উপর এবং প্রকৃতির নির্বাচনের উপর। যে সকল প্রাণী অন্য প্রাণী অপেক্ষা পরিবেশের সহিত দ্রুত খাপ খাওয়াইতে সক্ষম হয় তাহারাই বিবর্তনের পথে আগাইতে থাকে।

যোগ্যতমের বাঁচিয়া থাকার অধিকার

ডারউইনের বিবর্তনবাদের অপর বৈশিষ্ট্য ছিল যোগ্যতমের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার তত্ত্ব (Survival of the fittest)। প্রাণীজগতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই প্রতিযোগিতায় যাহারা যোগ্যতম একমাত্র তাহারাই শেষ পর্যন্ত বিবর্তনের পথে আগাইয়া চলে। যাহাদের এই যোগ্যতা নাই অথবা প্রতিযোগিতা করার শক্তি নাই তাহারা লুপ্ত হয়। ব্যাঘ্র হরিণকে খাদ্য হিসাবে ভক্ষণ করে। হরিণ দ্রুত পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়। যে শ্রেণীর হরিণ পলায়নে অক্ষম তাহারাই লুপ্ত হয়। অপরদিকে হরিণ লুপ্ত হইলে খাদ্যাভাবে ব্যাঘ্রের শ্রেণী লুপ্ত হয়। যে শ্রেণীর ব্যাঘ্র বিকল্প খাদ্য গ্রহণে সক্ষম তাহারাই টিকিয়া থাকে। মোট কথা প্রাণীজগতে নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলে। ইহাতে যোগ্যরাই জয়লাভ করে।

ক্রমবিবর্তন

ডারউইন ঈশ্বর কর্তৃক প্রাণী ও মানুষের সৃষ্টির তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার মতে মানুষ অতি নিম্নস্তরের জীব হইতে ক্রমবিবর্তনের পথে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি পাইয়াছে। সমানভাবে পশু ও পক্ষী বিভিন্ন স্তর পার হইয়া বিবর্তনের পথে বর্তমান স্তরে আসিয়াছে।

হাক্সলে ও হেকেল

ডারউইনের মতবাদকে টি. এইচ. হাক্সলে ও আর্নস্ট হেকেল বিশেষ ব্যাখ্যাসহ প্রচার করেন। ডারউইনবাদের ব্যাখ্যায় তাঁহারা বলেন যে, সমাজ ও সভ্যতার যে অগ্রগতি ঘটিয়াছে তাহা সকলই বিবর্তনের ফল। প্রতিযোগিতার ফলেই উচ্চতর প্রজাতির উদ্ভব হইয়াছে।

ডারউইনবাদকে অবলম্বন করিয়া প্রজননতত্ত্বকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যেহেতু Survival of the fittest বা যোগ্যতমরাই শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, সেহেতু বুদ্ধিমান বা জড়বুদ্ধি লোকদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিয়া বুদ্ধিমান মানুষদের দ্বারা প্রজনন দ্বারা মানব সমাজের অগ্রগতির কথা ভাবা হয়।

প্রজননতত্ত্ব

ডারউইনের বিবর্তনবাদ, সমাজ বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তাধারার উপর গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব খ্রীষ্টীয় দর্শন, ঈশ্বরবাদ এবং খ্রীষ্ট্রীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে নস্যাৎ করে। খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন ডারউইনের মতবাদ তাহাকে নস্যাৎ করে। কারণ ডারউইন বলেন যে, বিবর্তনের পথে মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে। এজন্য গোঁড়া খ্রীষ্টানরা ডারউইনকে নাস্তিক আখ্যায় অভিহিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ প্রভৃতি তত্ত্বের মূল্য বিবর্তনবাদের প্রভাবে কমিয়া যায়। লোকে ভাবিতে আরম্ভ করে যে, বিবর্তনের গতি হইল অনিবার্য। সুতরাং এক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম নাই।[১] বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার দ্বন্দ্বই শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করিবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কোন কিছুই নির্ভর করিবে না। আসল কথা হইল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া।

ডারউইনবাদের সামাজিক প্রয়োগ

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে পুরাতন নীতি ও মূল্যবোধ ভাঙিয়া পড়ে। যে সকল রাজনীতিবিদ সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা ডারউইনের "যোগ্যতমরাই বাঁচিবার অধিকারী" (Survival of the fittest) তত্ত্বের মধ্যে তাঁহাদের কাজের সমর্থন খুঁজিয়া পান। যাঁহারা জাতিগত শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা ডারউইনবাদের সাহায্যে কোন বিশেষ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন এবং অন্য জাতিকে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রচার করেন। মুনাফা শিকারী ও মূলধনী শ্রেণী বলিতে থাকে যে, যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবেই তাহারা মুনাফা ও মূলধনের অধিকারী। অক্ষম ও অযোগ্যরাই 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural selection) নিয়মে শোষিত হইতে বাধ্য। ডারউইনের তত্ত্বের সামাজিক প্রয়োগ দ্বারা বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠত্বকে সমর্থন জানান হয়। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব 'যোগ্যতমের বাঁচিবার অধিকার তত্ত্বে'র সামাজিক ব্যাখ্যায় প্রতি শ্রেণীর লোক নিজ নিজ মতবাদের পক্ষে যুক্তি আবিষ্কারের চেষ্টা করে। ইওরোপের এক শ্রেণীর লোক ইওরোপীয় জাতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে। জার্মান চিন্তাবিদ কার্ল হাসোফার (Karl Hausafar) প্রভৃতি ভু-রাজনৈতিক তত্ত্বের (Geo-Political) দ্বারা জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন।

পুঁজিবাদ ও জাতীয়তাবাদ

ডারউইনের পরিবেশের প্রভাবে প্রাণী জগতে বিবর্তন তত্ত্ব, সমাজতন্ত্রবাদের উপর

১. D. Thomson—P. 257.

গভীর প্রভাব ফেলে। রুশোর যুগ হইতে কার্ল মার্কসের যুগ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ্‌রা এই কথা বলিতেন যে, অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলেই সমাজে ঘাত-প্রতিঘাত এবং শ্রেণী-সংঘাত দেখা যায়। মার্কস ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা করেন তাহাতে ইতিহাসের অর্থনৈতিক বা বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করা হয়। সমাজের এক শ্রেণী সমাজের সম্পদ অধিকার করিয়া অপর সকলকে শোষণ করে। শোষক শোষিতের শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা ইতিহাস আগাইয়া চলে। ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ডারউইনের বিবর্তনবাদ দ্বারা সমর্থিত হয়। কারণ ডারউইন বলেন যে, পরিবেশের প্রভাবে প্রাণী জগতে বিবর্তন ঘটে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ্‌রা সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে এক্ষেত্রে পরিবেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

সমাজতন্ত্রবাদ ও ডারউইনবাদ

অপরদিকে ব্রিটেনের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদীরা (Fabian Socialist) বলিতে থাকেন যে, যেহেতু ডারউইন 'বিবর্তনের' (Evolution)-এর কথা বলিয়াছেন সেহেতু শ্রেণীবিপ্লব বা শ্রেণী সংগ্রামের পথে নয়, অর্থনৈতিক বিবর্তনের পথেই সমাজতন্ত্র আসিবে। এইভাবে 'সামাজিক ডারউইনবাদ' (Social Darwinism) ইতিহাস ও দর্শনের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করে। ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা তত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্বের সাহায্যে ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। খননকার্যের দ্বারা মাটির ভিতর হইতে প্রাচীন গ্রীক, রোম, মিশর, ব্যাবিলনীয়, সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করা হয়। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা নরকংকাল ও প্রাণীদের জীবাশ্ম পরীক্ষা করিয়া মানব ও প্রাণী জগতের বিবর্তন লক্ষ্য করেন।

ফেবিয়ানবাদ

মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতি ঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Progress of Psychology : Sigmund Freud) : উনবিংশ শতকে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, জীববিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানের বিশেষ অগ্রগতি ঘটে। এই যুগে আত্মা হইতে মনকে পৃথক বস্তু হিসাবে গণ্য করিয়া মনোবিকলনকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়। ইহার আগে মনোবিদ্যাকে দর্শনের একটি শাখা হিসাবে গণ্য করা হইত। ইহাতে আত্মা বিষয়ক আলোচনা প্রাধান্য পাইত। কিন্তু উনবিংশ শতকে মনকে বিজ্ঞানের পৃথক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার ভিত্তিতে মনোবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিকভাবে চর্চা করা হয়। মনের প্রকাশ যেহেতু দেহের মাধ্যমে ঘটে, সেহেতু দৈহিক প্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া মনের অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করা হয়।

মনের প্রকাশ তিন প্রকারে ঘটিতে পারে, যথা,—চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা বা ক্রিয়া দ্বারা। এই তিন দিক হইতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ দ্বারা মনের বিকাশভঙ্গী বুঝার চেষ্টা করা হয়। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে ভুন্ডট্ (Wundt) নামক জার্মান মনোবিজ্ঞানী (১৮৭৪ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, মনের বিশেষ অবস্থাগুলি বিশ্লেষণ

করাই মনোবিদ্যার কাজ। ব্রেণ্টানো (Brentano) নামক অপর মনোবিদ বলেন যে, মনের ক্রিয়ার সহিত বাহ্যবস্তুর সম্পর্ক আছে। মনোবিদদের কাজ হইল কি পরিস্থিতিতে বাহ্যবস্তুর সহিত কিরূপ প্রতি যোজনের ফলে কিরূপ মানসিক ক্রিয়া ঘটে তাহা লক্ষ্য করাই মনোবিদের কাজ। ব্রেণ্টানোর ক্রিয়াবাদ মূলক মনস্তত্ত্ব ক্রমে জনপ্রিয়তা পায়। জে. আর. এঞ্জেল প্রভৃতি মনোবিদরা ক্রিয়াবাদের উপর নির্ভর করিয়া মনোবিজ্ঞান রচনা করেন।

ক্রিয়াবাদী মনোবিজ্ঞানবাদ ক্রমে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল গেষ্টাল্টবাদী এবং সর্বপ্রধান হইল ফ্রয়েডবাদী। গেষ্টাল্ট শব্দের অর্থ হইল আকার বা রূপ ইংরাজীতে ফর্ম বা প্যাটার্ন। গেষ্টাল্টবাদীরা বলেন যে, কেবলমাত্র বিশ্লেষণের দ্বারা মনের স্বরূপ বুঝা যায় না। ১৯১২ খ্রীঃ জার্মানীতে প্রথম গেষ্টাল্টবাদের উদ্ভব হয়। ম্যাক্স ভের্টথাইমের (Max Wertheimer) হইলেন এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। গেষ্টাল্টবাদের মূল কথা হইল আমরা সকল বস্তুকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করি, কোন বস্তু পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যক্ষ করি না। যেমন অনেকগুলি মোটরগাড়ি যদি একই দিকে এক সঙ্গে ছুটিতে থাকে, আমরা উহাদের গতিকে প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয় গেষ্টাল্টবাদীদের মতে, কোন বস্তুর মূর্তি উহার পটভূমি বা ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা ঠিক নয়। নদীতীরের কোন বৃক্ষকে আমরা তীর হইতে পৃথক করিয়া দেখি না।

এই যুক্তির দ্বারা গেষ্টাল্টবাদীরা বলেন যে কোন বিশেষ অবস্থায় আমরা কাজ করিবার সময় সমগ্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রতিযোজক ক্রিয়া করি। গেষ্টাল্টবাদীরা মনে করেন যে, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যক্তি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ হইল ব্যক্তিমনকে বুঝিবার ক্ষেত্র।

মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে অধ্যাপক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের অবদান যুগান্তকারী। ১৮৫৬ খ্রীঃ এই মনীষীর জন্ম হয় চেকোশ্লোভাকিয়ায়। তিনি ভিয়েনা নগরকেই তাঁহার কর্মস্থল হিসাবে বাছিয়া নেন। ফ্রয়েড মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে রোগীর অবচেতন মনের ইচ্ছা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রচলন করেন। ফ্রয়েড মানুষের মনকে তিনটি প্রকোষ্ঠ বা স্তরে ভাগ করেন যথা, (১) সিজ্ঞান মন বা অবচেতন মন বা ইদ (Id); (২) প্রাকচেতন মন (Pre-conscious) বা Ego (ইগো); চেতন বা বিবেকশীল মন (Seper-Ego)। ফ্রয়েড মনে করিতেন যে, ইদ বা সচেতন স্তরে মানুষের মনে বহু কামনা-বাসনা লুক্কায়িত থাকে। এই কামনা-বাসনাগুলি প্রধানতঃ কামজ বা যৌন রং-এ রঞ্জিত। মানুষের মনের তলায় এই ভাবগুলি সঙ্গোপনে লুকাইয়া থাকে। মানুষ অনেক সময় তাহার অস্তিত্ব টের পায় না। যেহেতু আমাদের সমাজব্যবস্থায় এই ইচ্ছাগুলি পূরণ হইবার উপায় নাই, সেহেতু এই ইচ্ছাগুলি সচেতন স্তরে অবদমিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু এই ইচ্ছাগুলি লোপ না পাইয়া মনের তলায় থাকিয়া যায়। কখনও যদি এই অবদমিত ইচ্ছা বা ইদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলে। সমাজ ব্যবস্থার সহিত তাহার কাজ ও ইচ্ছার সংঘাত ঘটে।

মানুষের মনের দ্বিতীয় স্তরে ইগো বা অহং হইল একটি অবচেতন স্তর। অহং বা ইগো হইল মনের বিচক্ষণতার আধার। ইহা একদিকে সমাজ, অপরদিকে ইদ বা আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি করে। ইহা একবার ইদ বা অবচেতন মনের দাবী মিটাইবার চেষ্টা করে আর একবার বহির্জগতে সমাজের নীতি পালনের চেষ্টা করে। যে সব কামনা-বাসনা সমাজনীতির বিরোধী ইগো বা অহং তাহাকে চাপিয়া রাখে এবং অবচেতন স্তরে ফেরৎ পাঠাইয়া দেয়।

মনের তৃতীয় বা আরও উন্নত স্তরে আছে সুপার ইগো বা অধিশাস্তা। ইহাকে বিবেক বুদ্ধি বলা যায়। যখন ইগো বা অহং দুর্বল হইয়া পড়ে অধিশাস্তা বা সুপার ইগো তাহাকে শক্তি জোগায়। যদি ইগো বা অহং দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ইদ তাহাকে পরাজিত করার উপক্রম করে; আদিম কামনা-বাসনা ব্যক্তিকে জর্জরিত করার উপক্রম করে তখন সুপার ইগো বা অধিশাস্তা জগতে ভাল-মন্দের প্রশ্ন, উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন দ্বারা ইগোকে শক্তি দান করে। সমাজের নীতিবোধ, ধর্মবোধ, পরিবারের নীতিবোধ হইতে সুপার ইগো তৈয়ারী হয়। যদি এত চেষ্টা সত্ত্বেও ইগো পরাস্ত হয়, ইদ জয়লাভ করে তবে সেই ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাহার মধ্যে অবচেতন মনের আদিম কামজ প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। এই প্রবৃত্তি হইল লিবিডো (Libido)।

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব আধুনিক যুগে বহুলাংশে গৃহীত হইয়াছে। আধুনিক শিল্প-সভ্যতা ও নগর জীবন বড়ই জটিল। এই সমাজে অনেক সময় শিশু তাহার পিতা-মাতার নিকট প্রকৃত যত্ন ও ভালবাসা পায় না। এই অপূর্ণ ক্ষুধা শিশুর অবচেতন মনে রহিয়া যায়। বয়সকালে তাহা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। আধুনিক যুগের জীবনে বহু জটিলতা ও সমাজে নানা ঘাত-প্রতিঘাত মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক শান্তিকে খুবই প্রভাবিত করে। এই কারণে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ এই যুগে বিশেষ কার্যকরী। কারণ মনের গোপন ইচ্ছা ও তাহার অপূর্ণতার জন্য যে depression চাপে লোকে এখন ভুগিতে থাকে তাহার ফলে লোকের বহু মানসিক সঙ্কট দেখা দেয়। ফ্রয়েডীয় নীতির দ্বারা তাহার কারণ আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইয়াছে।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ তত্ত্ব (Theory of Relativity of Albert Einstein) : বিংশ শতকে বিজ্ঞানের অসাধারণ জয়যাত্রার ফলে মানুষ প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। মহাশূন্যে ভেলা ভাসাইয়া মানুষ গ্রহান্তরে যাত্রা করিয়াছে। চাঁদে ও মঙ্গলগ্রহে আজ মানুষ পা রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। একদা যাহা ছিল কবির রঙীন কল্পনামাত্র আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আণবিক শক্তি আবিষ্কার করিয়া মানুষ আজ সৃষ্টিকে ধ্বংস করিতে সক্ষম। আণবিক শক্তির গঠনমূলক ব্যবস্থার দ্বারা আজ গ্রহে রকেট পাঠান সম্ভব হইয়াছে। জীববিদ্যায় ক্ষেত্রে এতই অগ্রগতি ঘটিয়াছে যে "জেন" পর্যন্ত পরিবর্তন করা সম্ভব বলিয়া বিজ্ঞানীরা মত দিতেছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে অগ্রগতি হইলেও পদার্থবিদ্যায় অগ্রগতি বোধ হয় আজ সর্বাধিক। পদার্থবিদ্যার এই অগ্রগতির মূলে আছে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ

আলবার্ট আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ বা Theory of Relativity এবং তাঁহার শেষতম তত্ত্ব Unified Field Theory বা ঐক্য ক্ষেত্রতত্ত্ব। আলবার্ট আইনষ্টাইন ছিলেন এক জার্মান ইহুদি গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী এবং মানবতাবাদী। তিনি নাৎসী যুগে এ্যাডলফ হিটলারের অত্যাচারে জার্মানী ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় আশ্রয় নেন। তাঁহার আপেক্ষিক তত্ত্ব ও ঐক্য ক্ষেত্র তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া আণবিক বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণায় সূত্রপাত হইয়াছে।

আলবার্ট আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ববাদের সারমর্ম হইল আমরা যাহাকে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহা নাও হইতে পারে। কারণ কোন বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা যে ব্যক্তি বিষয়টি যেমনভাবে দেখে তাহার উপর নির্ভর করে। যেমন দিন ও রাত্রি এই দুইটি কথা আপেক্ষিক। কারণ পৃথিবীর এক অংশে যখন দিন অন্য অংশে তখন রাত্রি। আমরা যে স্থানটিকে উপর বলি সেই স্থানটি ঘুরিয়ে রাখিলে হইবে নীচ; আবার যেটা নীচ বলি সেইটি ঘুরিয়ে রাখিলে হইবে উপর। তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, ব্যক্তি যেমন দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টি দেখে তেমনভাবে তাহা বিচার করে।

আইনষ্টাইন বলেন যে, গতি বা Velocityও অনুরূপভাবে আপেক্ষিক। কোন চলমান বস্তুর সহিত বাতাস ও অন্যান্য শক্তির সংঘর্ষ বা Friction সেই বস্তুর গতিকে রোধ করে বা কমাইয়া দেয়। তেমনই আলোর গতি কোন বাধার সম্মুখীন হইলে কমিয়া যায়। শব্দের গতি আলোর গতি অপেক্ষা কম। আলোর গতিও আপেক্ষিক। আইনষ্টাইন সময়ের আপেক্ষিক তত্ত্বও প্রমাণ করেন। খুবই আনন্দে থাকিলে মনে হয় সময় তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া গেল; দুঃখ-কষ্টের সময় মনে হয় যে সময় কাটিতে চাহে না। আমরা যখন বলি অমুক সময় তখন সঠিকভাবে সেই সময় হইতে পারে না। কারণ ঘটনা ঘটা এবং বলার মধ্যে পৃথিবী আহ্নিক গতিতে ঘুরিয়া যায় এবং পরিস্থিতির বদল হয়।

উনবিংশ ও বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি যেমন একদিকে মানব সভ্যতাকে আগাইয়া দিয়াছে তেমনই বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণের কাজে নিয়োজিত না করিয়া মারণাস্ত্র তৈয়ারীর কাজেও লাগান হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এই মারণাস্ত্র দ্বারা রাজ্যজয়ের যুদ্ধে লিপ্ত হইতেছে। ইহার ফলে মানব সভ্যতার সংকট দেখা দিয়াছে।

আদর্শ প্রশ্নাবলী (Model Questions)

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপের ও ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা কি ছিল ?

২। মার্কাণ্টাইলবাদ কাহাকে বলে ? ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা কি ছিল ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। জ্ঞানদীপ্তি কাহাকে বলে ? জ্ঞানদীপ্তির ফলাফল কি ছিল ?

২। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ সংক্ষেপে দাও।

৩। "ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল আসলে সামন্ত রাজতন্ত্র"—১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী রাজতন্ত্র সম্পর্কে ডেভিড টমসনের এই মন্তব্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

৪। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণী ও তাহাদের বিশেষ অধিকারের বিবরণ দাও।

৫। বুর্জোয়া কাহাদের বলা হয় ? অভিজাত শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে কি অধিকার ভোগ করিত ? ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

৬। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৭। "ফ্রান্স ছিল ভুল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রকাণ্ড যাদুঘর"—এই মন্তব্য ব্যাখ্যা কর।

৮। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে আলোকিত ভাবধারার প্রচারকদের সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। এই অর্থনৈতিক সংকট কি এই বিপ্লবকে অনিবার্য করে ?

২। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তন কিভাবে সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্য ফরাসী বিপ্লব কিভাবে ঘটে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৩। ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের প্রভাব কিরূপ কার্যকরী হইয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ কর।

৪। সংক্ষিপ্ত টীকা দাও :—স্পিরিট অফ লজ, কনট্রাক্ট সোসিয়েল ; ফিজিওক্র্যাট তত্ত্ব।

৫। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফরাসী জনসাধারণের উপর দার্শনিকদের মতবাদের প্রভাব কিরূপ ছিল তাহা পর্যালোচনা কর।

৬। ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর দার্শনিকদের ভাবধারার প্রভাব কিরূপ ছিল তাহা বিশ্লেষণ কর ? এই প্রভাবের কি ফল দেখা যায় ?

৭। ফরাসী বিপ্লব ঘটিবার জন্য ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর অসন্তোষ কিরূপ কাজ করিয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা কর।

৮। ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ফরাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কিভাবে প্রভাবিত করে তাহা ব্যাখ্যা কর। ইহার ফল কি হয়?

৯। "ফরাসী রাজতন্ত্র সামন্ত শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের সমস্যা দূর করিতে ব্যর্থ হওয়ায়, ফরাসী বিপ্লব ঘটে" (Fisher)—এই অভিমতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১০। ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ খ্রীঃ ঘটা কি অনিবার্য ছিল?

১১। "ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণী বিত্ত ও জ্ঞান লাভ করার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে ফরাসী বিপ্লব দেখা দেয়" (Mignet)—এই অভিমতের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বিচার কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের কোন শ্রেণী প্রথমে বিদ্রোহ করে? এই বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর?

২। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের অর্থ সংকট শোষণের ব্যাপারে ফরাসী অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা কি ছিল তাহা বিশ্লেষণ কর।

৩। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহ কিভাবে বুর্জোয়া বিদ্রোহে পরিণত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।

৪। ব্রিয়াঁ ও ক্যালোনের কর সংস্কার প্রস্তাব কি ছিল? অভিজাত শ্রেণী ইহার বিরুদ্ধে কি প্রতিক্রিয়া দেখায়? তাহার ফল কি ছিল?

৫। কি পরিস্থিতিতে রাজা ষোড়শ লুই জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ১৭৮৯ খ্রীঃ ডাকেন তাহা ব্যাখ্যা কর। ইহার ফল কি হয়?

৬। কিভাবে ফ্রান্সের স্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভা, সংবিধান সভায় রূপান্তরিত হয়? ১৭৯১ খ্রীঃ পর্যন্ত ফ্রান্সের সংবিধান সভার কার্যাবলী আলোচনা কর।

৭। ফ্রান্সে কিভাবে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটে তাহা আলোচনা কর। ইহার ফল কি হয়।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) টেনিস কোর্টের শপথনামা; (খ) প্যারিসের বিদ্রোহ; (গ) প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠা; (ঘ) মহা আতঙ্ক।

৯। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) জাতীয় সভার ১১ই আগস্টের ঘোষণা। (খ) অক্টোবরের ঘটনা।

তৃতীয় অধ্যায়

১। ব্যক্তি ও নাগরিকের ঘোষণায় কি বলা হয়? ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে তাহা কিরূপভাবে গৃহীত হয় তাহা আলোচনা কর।

২। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে রাজার ও আইন সভার ক্ষমতা কিরূপ ছিল? এই সংবিধান কেন স্থায়ী হইতে পারে নাই?

৩। সংবিধান সভার কার্যাবলী আলোচনা কর। ইহার কি ত্রুটি ছিল?

৪। তিন হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) মানব জাতির অধিকারের ঘোষণা পত্র ; (খ) ১৭৯১ খ্রীঃ নির্বাচন আইন ও আইন সভার ক্ষমতা ; (গ) সিভিল কনষ্টিটিউশন অফ ক্লার্জি ; (ঘ) সাসপেন্সিভ ভেটো।

চতুর্থ অধ্যায়

১। দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের কেন প্রয়োজন হয় ? এই বিপ্লবের ফল কি ছিল ?

২। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের (১৭৯১ খ্রীঃ) কেন পতন ঘটে ? কিভাবে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে তাহা আলোচনা কর।

৩। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) ১০ই আগষ্ট, ১৭৯২ খ্রীঃ-এর ঘটনা ; (খ) দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের ফল ; (গ) সেপ্টেম্বর হত্যাকান্ড।

পঞ্চম অধ্যায়

১। ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভা বা জাতীয় সম্মেলন (National Convention) কি কি বিপদের সম্মুখীন হয় ? সন্ত্রাসের রাজত্বের মাধ্যমে কিভাবে জাতীয় মহাসভা এই সকল বিপদ হইতে মুক্তি পায় ?

২। জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন দলের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল ? কেন জিরণ্ডিষ্টদের পতন ঘটে ?

৩। জ্যাকোবিন দলের উত্থান ও উহাদের কৃতিত্ব বিচার কর।

৪। রোবসপিয়ারের আদর্শ ও নেতৃত্বের বিচার কর।

৫। জাতীয় সম্মেলনের শাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। সন্ত্রাসের রাজত্ব বলিতে কি বুঝায় ? উহার তাৎপর্য কি ছিল ? ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি দেখান হয় ?

৭। বিপ্লবী ফ্রান্স কেন বৈদেশিক যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে তাহা আলোচনা কর।

৮। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদন্ড, (খ) জিরডিণ্ডষ্ট দলের নীতি, (গ) জন-নিরাপত্তা সমিতি, (ঘ) লা-ভেণ্ডির বিদ্রোহ ও ফলাফল, (ঙ) রোবসপিয়ারের সংস্কার সমূহ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। ডাইরেক্টরী শাসনের প্রকৃতি কি ছিল ? ডাইরেক্টরীর পতনের কারণ কি ছিল ?

২। ডাইরেক্টরীর বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।

৩। তিন হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ : (ক) ব্যাবেয়ুফের বিদ্রোহ, (খ) ক্যাম্পো ফোর্মিওর সন্ধি, (গ) নেপোলিয়নের মিশর অভিযান।

সপ্তম অধ্যায়

১। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ শাসনের জন্য নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যে সমস্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। তাঁহার সংস্কারগুলি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের সাথে কত দূর সঙ্গতিপূর্ণ ছিল ?

২। "নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের সন্তান"—এই মন্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৩। নেপোলিয়নের অসামরিক সংস্কারগুলি কি ছিল? ইহাতে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শগুলি কিভাবে প্রতিফলিত হয়?

৪। ফ্রান্সে নেপোলিয়ন কেন তাঁহার একনায়কতন্ত্র স্থাপনে সফল হন?

৫। ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর।

৬। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ:—(ক) কোড নেপোলিয়ন, (খ) কনকডার্ট, (গ) কনসুলেটের সংবিধান, (ঘ) ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক ফলাফল।

অষ্টম অধ্যায়

১। প্রেস বার্গ সন্ধি (১৮০৫ খ্রীঃ) এবং টিলজিটের সন্ধির (১৮০৭ খ্রীঃ) পর সম্রাট নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মানীর পুনর্গঠনের বিবরণ দাও। টিলজিটের সন্ধিতে কি গোপন শর্ত ছিল?

২। নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করা ছিল কিনা তাহা আলোচনা কর।

৩। নেপোলিয়নের ইওরোপ জয়ের লক্ষ্য কি ছিল?

৪। এ্যামিয়েন্সের সন্ধি (১৮০২ খ্রীঃ) কেন ভাঙিয়া যায়? ইহার কি ফল দেখা দেয়?

৫। টিলজিটের সন্ধির শর্তগুলি আলোচনা কর। এই সন্ধি কেন স্থায়ী হয় নাই এবং রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের বিরোধের কারণ কি ছিল?

৬। নেপোলিয়ন কিভাবে জার্মানী ও ইতালীকে পুনর্গঠন করেন? এই পুনর্গঠনের দ্বারা তিনি কি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে প্রচার করেন?

৭। মহাদেশীয় প্রথা বা কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বলিতে কি বুঝায়? ইহার প্রয়োগ নেপোলিয়নের ভাগ্যকে কিভাবে প্রভাবিত করে?

৮। মহাদেশীয় প্রথার উদ্দেশ্য কি ছিল? ইহা কেন বিফল হয়?

৯। পেনিনসুলার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

১০। নেপোলিয়নের পতনে নিম্নলিখিত কোন বিষয়টি বেশী কার্যকর ছিল—স্পেনের যুদ্ধ অথবা মস্কো অভিযান?

১১। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা দাও:—(ক) একশত দিবসের রাজত্ব; (খ) জার্মানীর মুক্তি সংগ্রাম; (গ) বোরোডিনোর যুদ্ধ; (ঘ) টেরেসভেড্রার ব্যূহ; (ঙ) বার্লিন ডিক্রী; (চ) গ্রাণ্ড ডাচি অফ ওয়ারস; (ছ) কনফেডারেশন অফ রাইন; (জ) ওয়াটার্লুর যুদ্ধ।

নবম অধ্যায়

১। নেপোলিয়নের পতনের কারণগুলি কি?

২। ফ্রান্সে ও ইওরোপে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা কেন বিনষ্ট হয়?

৩। "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত, আত্মঘাতী, স্ববিরোধ তাঁহার পতনের জন্য দায়ী ছিল"—ডেভিড টমসনের এই অভিমতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের প্রকৃতি কি ছিল? ইহা তাঁহার পতনের জন্য কিভাবে দায়ী ছিল?

৪। মহাদেশীয় প্রথা নেপোলিয়নের পতনকে কিভাবে ত্বরান্বিত করে তাহা আলোচনা কর।

৫। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) মস্কো অভিযানের ফলাফল ; (খ) নেপোলিয়নের পতনে ইংলণ্ডের ভূমিকা।

দশম অধ্যায়

১। ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলী বর্ণনা কর। ভিয়েনা ব্যবস্থার মূলে কি কি নীতি ছিল ?

২। ভিয়েনা চুক্তি ছিল "প্রকাণ্ড প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা"—এই অভিমতের যৌক্তিকতা বিচার কর।

৩। ভিয়েনা চুক্তিতে নাব্য অধিকার ও শক্তি সাম্য নীতিগুলি কিভাবে প্রয়োগ করা হয় ? ইহা শেষ পর্যন্ত কেন ব্যর্থ হয় ?

অথবা, ভিয়েনা সন্ধি দ্বারা ইওরোপে যে স্থিতাবস্থা স্থাপিত হয় তাহা কেন বিফল হয় ?

৪। "ভিয়েনা চুক্তি ছিল মোটামুটিভাবে বিজ্ঞ ও রাষ্ট্রনৈতিক যুক্তিসম্মত চুক্তি"—এই অভিমত কতদূর সমর্থনযোগ্য তাহা আলোচনা কর।

৫। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল ? শক্তি সমবায়ের পতনের কারণ বিশ্লেষণ কর।

৬। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ে অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক কি ভূমিকা নেন ? তাহার কি ফল হয় ?

৭। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের বিফলতার কারণ আলোচনা কর।

৮। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের কার্যাবলী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৯। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) নায্য অধিকার নীতি ; (খ) শক্তিসাম্য নীতি ; (গ) ভিয়েনা সন্ধি দ্বারা জার্মানীর পুনর্গঠন ; (ঘ) পবিত্র চুক্তি ; (ঙ) চতুঃশক্তি সন্ধি ; (চ) ট্রপোর প্রটোকোল বা ঘোষণা পত্র ; (ছ) শক্তি সমবায়ের বিরুদ্ধে ক্যানিংয়ের নীতি।

একাদশ অধ্যায়

১। নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা আলোচনা কর।

অথবা, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজবংশের শাসনে ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা কর।

২। অষ্টাদশ লুই ও দশম চার্লসের শাসনকালে সমাজে কেন শ্রেণী সংঘাত দেখা দেয় ?

৩। ফ্রান্সে ১৮৩১ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লব কি অনিবার্য ছিল ?

অথবা, "পুনঃ প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজবংশের পতন একটি পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত ছিল না"— ডেভিড টমসনের এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার কর।

৪। অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্যপন্থা নীতি কেন বিফল হয় তাহা আলোচনা কর।
অথবা, ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের কারণ পর্যালোচনা কর।

৫। ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল কি ছিল?
অথবা, ফ্রান্সের বাহিরে এই বিপ্লবের ফল কি হয়?

৬। বেলজিয়ামের স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে কি জান তাহা লিখ।

৭। মেটারনিকতন্ত্র বলিতে কি বুঝায়? ইহা কিরূপে প্রযুক্ত হয়?

৮। মেটারনিকতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি দেখান হয়? মেটারনিকের বিফলতার কারণগুলি কি ছিল?

৯। 'মেটারনিক ছিলেন ইওরোপীয় রক্ষণশীলতার মন্ত্রী।' এই অভিমতের ব্যাখ্যা কর। মেটারনিকতন্ত্রের কারণ কি ছিল।

১০। মেটারনিকের দার্শনিক মত কি ছিল? তাঁহার কৃতিত্ব বিচার কর।

১১। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ:—(ক) অষ্টাদশ লুইয়ের সনদ; (খ) শ্বেত সন্ত্রাস; (গ) ভিলীলের নীতি; (ঘ) জুলাই অর্ডিন্যান্স; (ঙ) কার্লসবাড ডিক্রী।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। শিল্প-বিপ্লব কাহাকে বলে? শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল কি ছিল?

২। সর্বপ্রথম কোন্ দেশে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়? কেন এই দেশে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটে তাহার কারণ আলোচনা কর।

৩। শিল্প উৎপাদনের "Take off" কাহাকে বলে? ইংলণ্ডে কোন সময় ইহা ঘটে? ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সুযোগ কিভাবে কাজ করিয়াছিল?

৪। ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটিবার জন্য হবসন নামক ঐতিহাসিকের তত্ত্বগুলি আলোচনা কর।

৫। ইংলণ্ডে প্রথম বয়ন শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর তাহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে অগ্রগতি লাভ করে তাহা আলোচনা কর।

৬। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের বিকাশ আলোচনা কর।

৭। ফ্রান্সে কিভাবে শিল্প-বিপ্লব ঘটে তাহা আলোচনা কর। ফ্রান্স শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে কেন ইংলণ্ড হইতে পিছাইয়াছিল তাহার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৮। রাশিয়ায় কি কারণে সর্বাপেক্ষা দেরীতে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়? ১৮৬০ খ্রীঃ পর কি কি কারণে রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব ঘটে?

অথবা, "১৮৬১ খ্রীঃ রাশিয়ার ইতিহাসে একটি যুগ সন্ধিক্ষণ ছিল"। গ্রেগরী গ্রসম্যানের এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা কর।

৯। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

১০। শিল্প-বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফল কি ছিল?

১১। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ:—(ক) ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবকে

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রভাব ; (খ) বয়ন শিল্পে কি আবিষ্কার ঘটে? তাহার প্রভাব কি ছিল ? (গ) পরিবহন ব্যবস্থায় শিল্প-বিপ্লবের ফলে কি উন্নতি ঘটে ? (ঘ) রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের সহিত রুশ শিল্প-বিপ্লবের সম্পর্ক ; (ঙ) রাশিয়া ও জার্মানীতে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকা ; (চ) কুটির শিল্পের উপর শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব এবং ইহার ফলাফল ; (ছ) শিল্প-বিপ্লবের কুফল সম্পর্কে লেনিনের অভিমত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা কর। এই বিপ্লবে সমাজতন্ত্রবাদীদের ভূমিকা কি ছিল ?

২। ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের কেন পতন ঘটে ? জুলাই রাজতন্ত্রের বৈদেশিক নীতি ইহার জন্য কিরূপ দায়ী ছিল ?

৩। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহের পশ্চাতে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, "১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবকে বুদ্ধিজীবির বিপ্লব" বলা কতদূর সঙ্গত তাহা আলোচনা কর।

৪। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর। এই বিপ্লবের ফলে কোন শ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা চলিয়া যায় ?

৫। ফ্রান্স ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে সাধারণ চরিত্র কি ছিল ? এই বিপ্লবগুলিতে কি ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব দেখা যায় ?

অথবা, ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ১৮৪৮ খ্রীঃ ধারা ও বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?

৬। ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা স্থাপিত ইওরোপীয় কাঠামো কিভাবে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব (১৮৪৮ খ্রীঃ) দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা আলোচনা কর।

৭। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) সংস্কারের ভোজসভা ; (খ) লুই ফিলিপের ব্যক্তি শাসন বা একনায়কতন্ত্র ; (গ) ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট।

৮। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের বিফলতার কারণগুলি আলোচনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? ইহার দ্রুত পতনের কারণ আলোচনা কর।

২। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(ক) জুনের গৃহযুদ্ধ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১। তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীন শাসন নীতি কি ছিল ? তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ কি ?

২। তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩। তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় ও জার্মান নীতির বিশদ আলোচনা কর। এই নীতির কি ফল দেখা দেয় ?

৪। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন কেন মিত্রহীন হইয়া পড়েন তাহা ব্যাখ্যা কর। এজন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন অথবা বিসমার্ককে দায়ী ছিলেন ?

অথবা; "ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধ ছিল একটি দ্বৈত যুদ্ধ। ইহাতে কোন তৃতীয় শক্তি জড়িত ছিল না"—ডেভিড টমসনের এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৫। তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব কি ছিল ? তাঁহাকে "ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন" বলা সঙ্গত কিনা বিচার কর।

৬। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের প্রধান কারণ হিসাবে তাঁহার বৈদেশিক নীতিকে দায়ী করা যায় কিনা বিচার কর ?

অথবা, "১৮৬০ খ্রীঃ হইতে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়"—বেরীর (Bury) এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৭। "তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন ভাগ্য বিড়ম্বিত ব্যক্তি"—এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৮। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ কি ছিল ?

৯। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) তৃতীয় নেপোলিয়নের শিল্প নীতি ; (খ) তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতি ; (গ) তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক।

ষোড়শ অধ্যায়

১। ইতালীর ঐক্য বিধানে কাভুরের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। ইতালীর ঐক্য স্থাপনে ম্যাৎসিনীর অবদান কি ছিল তাহা ব্যাখ্যা কর। ম্যাৎসিনীর লক্ষ্য কেন পূরিত হয় নাই ?

৩। কাভুরের নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তি যুদ্ধের ফলে ম্যাৎসিনীর বা চরম পন্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিভাবে পূর্ণ হয় তাহা বিশ্লেষণ কর।

৪। ইতালীর ঐক্য কিভাবে সফল হয় তাহা আলোচনা কর।

৫। ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে ম্যাৎসিনী, কাভুর ও গ্যারিবল্ডীর কৃতিত্বের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৬। "ম্যাৎসিনী ছিলেন ইতালীর পুনর্জাগরণের আধ্যাত্মিক শক্তি, নব ইতালীর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ"—এই মন্তব্যের যথার্থতা বিচার কর।

৭। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) ইয়ং ইতালী দল ; (খ) গ্যারিবল্ডী ; (গ) ইতালীর মুক্তি যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের ভূমিকা ; (ঘ) প্লোমবিয়ারের সন্ধি।

সপ্তদশ অধ্যায়

১। জার্মানীর ঐক্যের জন্য ১৮১৫-১৮৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত উদারপন্থী আন্দোলনের বিবরণ দাও। এই আন্দোলন কেন ব্যর্থ হয় ?

২। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের উদ্ভব, কার্যকলাপ ও বিফলতা আলোচনা কর।

৩। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) বারখেনশাকট ; (খ) প্রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদী সংস্কার ; (গ) ওয়ার্টবার্গ ফেস্টিভ্যাল ; (ঘ) জোলভেরাইন ; (ঙ) ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট।

অষ্টাদশ অধ্যায়

১। ১৮৫০ খ্রীঃ থেকে প্রাগের সন্ধি (১৮৬৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত জার্মানীর ঐক্য বিধানের কাহিনী বর্ণনা কর।

অথবা, ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ভঙ্গের পর হইতে অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত জার্মানীর ঐক্যের বিবরণ দাও।

২। বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ ও ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

৪। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের ফলাফল ইওরোপে কিভাবে দেখা যায়।

৫। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা :—(ক) রক্ত ও লৌহ নীতি বলিতে কি বুঝায় ; (খ) গ্যাষ্টিনের সন্ধি ; (গ) প্রাগের সন্ধি ; (ঘ) স্পেনের সিংহাসনে উত্তরাধিকারের সমস্যা ; (ঙ) সেডানের যুদ্ধ।

ঊনবিংশ অধ্যায়

১। ১৮৭১ খ্রীঃ থেকে ১৮৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির সমালোচনামূলক আলোচনা কর।

২। জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইবার পর বিসমার্ক কিভাবে জার্মানীর আভ্যন্তরীন সংগঠন করেন ?

৩। ত্রিশক্তি চুক্তি কাহাকে বলে ? কিভাবে ইহা গঠিত হয় ?

৪। বিসমার্কের শিল্প নীতি, ক্যাথলিক নীতি ও সমাজতন্ত্রীবাদের প্রতি নীতি আলোচনা কর। ইহার ফল কি হয় ?

৫। বিসমার্ক ১৮৭১ খ্রীঃ পর কিভাবে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করেন তাহার আলোচনা কর।

৬। ১৮৭১ খ্রীঃ পর বিসমার্কের বৈদেশিক নীতি কতদূর সফল হয় ? এই নীতির বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি আলোচনা কর।

৭। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) যুদ্ধাতঙ্ক বা war scare ; (খ) দ্বিশক্তি চুক্তি ১৮৭৯ খ্রীঃ ; (গ) তিনটি সম্রাটের জোট ; (ঘ) কুলটুর ক্যাম্প ; (ঙ) বিসমার্কের শিল্প নীতি।

৮। বিসমার্কের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

বিংশ অধ্যায়

১। জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের আমলে রাশিয়া ইওরোপের এক শ্রেষ্ঠ শক্তি হইতে কেন সাধারণ শক্তিতে পরিণত হয় তাহা আলোচনা কর।

২। জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের শাসন নীতি ও বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।

৩। জার প্রথম নিকোলাসের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।

৪। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কারগুলির বিবরণ দাও। তাঁহাকে "মুক্তিদাতা জার" কেন বলা হয়?

৫। রাশিয়ার সার্ফ বা ভূমিদাসের অবস্থা কি ছিল? ১৮৬১ খ্রীঃ ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন দ্বারা ভূমিদাসরা কতদূর উপকৃত হয় তাহা আলোচনা কর।

৭। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ:—(ক) ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহ; (ক) নিহিলিষ্ট বিদ্রোহ; (গ) ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন।

একবিংশ অধ্যায়

১। পূর্বাঞ্চল সমস্যা কাহাকে বলে? গ্রীসের ১৮১৫-১৮৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে কি জান তাহা লিখ।

৩। কি কি কারণে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হয়? এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলগুলি আলোচনা কর।

৪। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার সমাধান কিরূপে হয়? এই সমাধান কেন স্থায়ী হয় নাই?

৫। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ঘটিবার পশ্চাতে জার নিকোলাস ও ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার ভূমিকা আলোচনা কর। এই যুদ্ধ অনিবার্য ছিল কি?

৬। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ: (ক)—পূর্বাঞ্চল সমস্যা কাহাকে বলে; (খ) গ্রীক রেনেসাঁস; (গ) ফিলকি হেটাইরিয়া; (ঘ) গ্রোটোর চাবির সমস্যা; (ঙ) প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত; (চ) প্যানস্লাভ আন্দোলন; (চ) বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ড; (ছ) তরুণ তুর্কী।

৭। প্যারিসের সন্ধি কিভাবে ব্যর্থ হইয়া পুনরায় পূর্বাঞ্চল সমস্যার সংকট দেখা দেয় তাহা আলোচনা কর।

৮। বার্লিনের শান্তি বৈঠক (১৮৭৮ খ্রীঃ) কেন আহূত হয়? ইহার পশ্চাতে ব্রিটেনের কি ভূমিকা ছিল?

৯। বার্লিনের সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার কিভাবে সমাধান হয়? বার্লিনের সন্ধি প্রথম মহাযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে কেন বলা হয়?

১০। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগে যে বলকান যুদ্ধ হয় তাহার বিবরণ দাও।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

১। তৃতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থিয়ার্সের শাসন নীতি আলোচনা কর।

২। টীকা লিখ:—প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ; (খ) বুলাঞ্জিষ্ট আন্দোলন; (গ) ড্রেইফুস ঘটনা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

১। ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তি ও উহার ফলাফল আলোচনা কর।

২। সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে কি বুঝায়? আদি সমাজতন্ত্রবাদ বা ইওরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে কি জান।

৩। কার্ল মার্কসের প্রধান শিষ্যগুলি সম্পর্কে লিখ।

৪। মার্কস সমাজতন্ত্রবাদের কি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন তাহা আলোচনা কর। তাঁহার শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

৫। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের কি সমালোচনা করা হয়?

৬। নৈরাজ্যবাদ কাহাকে বলে? বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদী ভাবধারা ব্যাখ্যা কর।

৭। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের টীকা লিখ :—(ক) Laissez Faire বা হস্তক্ষেপ না করা নীতি; (খ) সেণ্ট সাইমন; (গ) রবার্ট আওয়েন; (ঘ) লুই ব্ল্যাংক; (ঙ) ইতিহাসের দ্বন্দ্ববাদী ব্যাখ্যা; (চ) শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব; (ছ) মার্কসীয় মূলতত্ত্ব।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

১। উনবিংশ শতকের গোড়ায় কেন ব্রিটেনের টোরীদল জনপ্রিয়তা হারায় তাহা ব্যাখ্যা কর।

২। ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যপন্থা বলিতে কি বুঝায়? ১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন ও শস্য আইন প্রত্যাহারে ইহা কিভাবে প্রতিফলিত হয়?

৩। নেপোলিয়নের পতনের পর কিভাবে হুইগদল জনপ্রিয়তা পায় ও ক্ষমতা লাভ করে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৪। ডিসরেইলীর পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর। তাঁহার নীতির ফল কি হয়?

৫। ১৮৭৭ খ্রীঃ পূর্বাঞ্চল সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি ব্যাখ্যা কর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতিতে কি সমস্যাগুলি দেখা দেয়? ব্রিটেন কিভাবে তাহার সমাধান করে?

৬। ডারহাম রিপোর্টের নীতিগুলি কি ছিল? ইহার দ্বারা ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নীতি কিভাবে প্রভাবিত হয়?

৭। ব্রিটেনে ভোটাধিকার ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। ব্রিটেনে শ্রমিকদলের উৎপত্তি এবং ক্ষমতা লাভের ইতিহাস পর্যালোচনা কর।

৯। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা :—(ক) ম্যানর প্রথা; (খ) বেন্থামের হিতবাদ বা উপযোগিতাবাদ; (গ) শস্য আইন; (ঘ) উইলিয়াম কবেট; (ঙ) ক্যাটোস্ট্রীট চক্রান্ত; (চ) মনরো নীতি; (ছ) লর্ড গ্রের রিফর্ম বিল; (জ) ১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন; (ঝ) চার্টিস্ট আন্দোলন; (ঞ) রিচার্ড কবডেন; (ট) বার্লিন সন্ধি সম্পর্কে ডিসরেইলীর মন্তব্য; (ঠ) ডারহাম রিপোর্ট; (ড) ষ্ট্যাটুট অফ ওয়েস্টমিনিষ্টার; (ঢ) নব টোরীবাদ; (ণ) ফেবিয়ানবাদ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

১। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব সম্পর্কে হবসন ও লেনিনের তত্ত্ব আলোচনা কর। ঊনবিংশ শতকে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারে তাহা কিরূপ কার্যকরী ছিল দেখাও।

২। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দাও।

৩। আফ্রিকাকে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবচ্ছেদ করে তাহা আলোচনা কর।

৪। সাম্রাজ্যবাদের কারণে কিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে তাহা আলোচনা কর।

৫। তিন বা চার বাক্যের মধ্যে টীকা লিখঃ—(ক) নব সাম্রাজ্যবাদ; (খ) সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের ব্যাখ্যা; (গ) সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে হবসনীয় ব্যাখ্যা; (ঘ) সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে জন সিলীর অভিমত; (ঙ) সেসিল রোডস পরিকল্পনা; (চ) দ্বিতীয় লিওপোল্ডের সাম্রাজ্যবাদী নীতি; (ছ) ১৮৮৫ খ্রীঃ বার্লিনের সন্ধি; (জ) ফ্যাশোডার ঘটনা; (ঝ) সিমনোসেকীয় সন্ধি; (ঞ) পোর্টস মাউথের সন্ধি; (ট) খোলা দ্বার নীতি।

ষড়বিংশ অধ্যায়

১। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়াম কিভাবে বিসমার্কের অনুসৃত বৈদেশিক নীতিগুলি বর্জন করেন তাহা দেখাও। ইহার ফলে জার্মানীর উপর কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়?

২। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়ামের 'নব পন্থা' (New course) আলোচনা কর। ইহার কি ফল হয়?

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক আলোচনা কর। কি কারণে এই সম্পর্ক সফল হয় নাই?

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটিবার জন্য কাইজারের জার্মানী প্রকৃতপক্ষে দায়ী ছিল কিনা তাহা ব্যাখ্যা কর।

৫। কি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দরুণ ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হয়?

৬। 'সশস্ত্র শান্তির যুগ' বলিতে কি বুঝায় তাহা ব্যাখ্যা কর। এই যুগে আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্য কিভাবে রক্ষিত হয়? কি কারণে এই শান্তি ভাঙিয়া যায়?

৭। তিন বা চার বাক্যের মধ্যে টীকা লিখঃ—(ক) 'নব পন্থা' নীতি, (খ) রি-ইনসুরেন্স সন্ধি; (গ) ক্রুগার টেলিগ্রাম; (ঘ) কাইজারের নৌ পরিকল্পনা; (ঙ) আগাদিরের সম্মেলন; (চ) ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি ১৮৯৪ খ্রীঃ; (ছ) ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি ১৯০৪ খ্রীঃ; (জ) সশস্ত্র শান্তির যুগ; (ঝ) মরক্কোর ঘটনা; (ঞ) সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি আলোচনাপূর্বক এই যুদ্ধের দায়িত্ব কাহার ছিল তাহা সংক্ষেপে লিখ।

২। অতৃপ্ত ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কতটা দায়ী ছিল তাহা আলোচনা কর।

৩। জার্মানীর ঔপনিবেশিক ক্ষুধা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটার জন্য কতদূর দায়ী ছিল ?

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসাবে "সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ" কিরূপ দায়ী ছিল তাহা বিশ্লেষণ কর।

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ কি ছিল ?

৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃত কি উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষ নেয় তাহা আলোচনা কর। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন যুদ্ধোত্তর শান্তির কি পরিকল্পনা করেন ?

৭। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করে"—এই উক্তির যথার্থতা বিচার কর।

৮। বিশ্বের রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতির উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা কর।

৯। উইলসনের "চৌদ্দ দফা" কি ছিল ? ভার্সাই সন্ধি দ্বারা ইহা প্রকৃতপক্ষে কতদূর গৃহীত হয় তাহা বিশ্লেষণ কর।

১০। ভার্সাইয়ের সন্ধির শর্তগুলি কেন ইওরোপে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।

১১। ভার্সাইয়ের সন্ধির শর্তগুলি কি ছিল ? জার্মানী ইহার বিরুদ্ধে কি প্রতিবাদ জানায় এবং তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ছিল ?

১২। "ভার্সাই সন্ধিকে কঠোর ও নিষ্ঠুর সন্ধি" বলা যায় কি ?

১৩। "ভার্সাই সন্ধির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।"—এই মন্তব্যের সারবত্তা বিচার কর।

১৪। "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনুসৃতি মাত্র"—এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১৫। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখ:—(ক) সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ; (খ) ভার্দুনের যুদ্ধ ; (গ) ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি ; (ঘ) লুসিট্যানিয়ার ঘটনা ; (ঙ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপর বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব ; (চ) ক্ষতিপূরণ সমস্যা ; (ছ) ক্লেমাঁসুর নীতি ; (জ) ভার্সাই সন্ধিতে জার্মান-পোল সীমান্ত গঠন ; (ঝ) কেন ভার্সাই সন্ধিকে জবরদস্তি সন্ধি বলা হয় ; (ঞ) ল্যান্সিং নোট ; (ট) সেভরের সন্ধি।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

১। ১৯১৭ খ্রীঃ জারতন্ত্রের পতনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

২। ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের তাৎপর্য ও কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

৩। ১৯১৭ খ্রীঃ অক্টোবরে বলশেভিক দলের বিপ্লবের কারণ ও উহার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪। রুশ বিপ্লবের (১৯১৭ খ্রীঃ) কয়টি পর্যায় ছিল ? ইহার কারণ কি ছিল ?

৫। দ্বিতীয় রুশ বিপ্লব বলিতে কি বুঝায় ? ইহার কেন প্রয়োজন হয় ?

৬। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জারতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত হয়"—এই উক্তির যথার্থতা বিচার কর।

৭। লেনিন কিভাবে নবোদিত সমাজতন্ত্রী শ্রমিক সরকারকে স্থিতিশীল করেন তাহা আলোচনা কর।

৮। ১৯১৮ খ্রীঃ রুশ সংবিধান এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট দল গঠন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৯। বলশেভিক বিপ্লবের সফলতা এবং বিপ্লবী সরকারের স্থিতি রক্ষায় লেনিনের অবদান আলোচনা কর।

১০। স্টালিন-ট্রটস্কী দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলি কি ছিল ? স্টালিন কিভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও যৌথ খামারকে সফল করেন ?

১১। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

১২। বিশ্ব-বিপ্লবের লক্ষ্যের সহিত রুশ দেশের জাতীয় স্বার্থ কতদূর সংগতিপূর্ণ ছিল ? স্টালিন ইহার কোনটিকে গুরুত্ব দেন তাহা উদাহরণসহ আলোচনা কর।

১৩। বলশেভিক বিপ্লবের অব্যবহিত পর হইতে লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত রুশ বৈদেশিক নীতির বিভিন্ন দিক আলোচনা কর।

১৪। ন্যাৎসী অভ্যুত্থানের পর সোভিয়েত সরকারের পশ্চিমী সহযোগিতা লাভের নীতি ও ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। এই নীতি কেন বিফল হয় ?

১৫। ১৯১৮ খ্রীঃ পর স্টালিনের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ও যৌক্তিকতা বিচার কর।

১৬। সোভিয়েত ও পশ্চিমী জার্মান বিরোধী সমঝোতা কেন ১৯৩৯ খ্রীঃ ব্যর্থ হয় তাহার কারণ ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ কর।

১৭। স্টালিন কি কারণে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন ? এই চুক্তি ১৯৫০ খ্রীঃ কেন ভাঙিয়া যায় ?

১৮। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানের ফলে রুশ বিপ্লব ঘটে"—এই অভিমতের যথার্থতা বিচার কর।

১৯। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখ : (ক) 'ভূমি ও স্বাধীনতা' আন্দোলন ; (খ) পেট্রোগ্রাডের ধর্মঘট ; (গ) স্টোলিপিন সংস্কার ; (ঘ) এপ্রিল থিসিস ; (ঙ) ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি ; (চ) লালফৌজ ; (ছ) সোভিয়েত গঠন ; (জ) সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির গঠন ; (ঝ) নব অর্থনীতি ; (ঞ) যৌথ খামার প্রথা ; (ট) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ; (ঠ) কমিনটার্ন ; (ড) চিকেরিণ ; (ঢ) লিটভিনভ নীতি ; (ণ) রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

১। লীগ অফ নেশনস কেন গঠিত হয় ? ইহার পতনের কারণ কি ?

২। লীগ অফ নেশনসের সংগঠন ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

৩। লীগ অফ নেশনসের দ্বারা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কিরূপ রক্ষিত হয় ?

৪। লীগের পতনের জন্য লীগ চুক্তিপত্রের ত্রুটি এবং বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থপরতা কতদূর দায়ী ছিল ?

ত্রিংশ অধ্যায়

১। ইতালীতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ আলোচনা কর।

২। ফ্যাসিবাদ বলিতে কি বুঝায় ? ইহার মূল নীতি কি ছিল ?

৩। ফ্যাসিস্ট সরকারের আভ্যন্তরীণ সংগঠন কি ছিল ? উহার ত্রুটিগুলি ব্যাখ্যা কর।

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইতালীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসন্তোষের কারণ কি ছিল ? মুসোলিনী তাহা কিভাবে সমাধানের চেষ্টা করেন ?

৫। আবিসিনীয়া আক্রমণের পশ্চাতে মুসোলিনীর কি উদ্দেশ্য ছিল ? ইতালীর উপর এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কি প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ?

৬। রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি গঠন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট ইতালীর যোগদানের পশ্চাতে মুসোলিনীর কি উদ্দেশ্য ছিল ? কিভাবে রোম-বার্লিন চুক্তি গঠিত হয় ?

৭। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখ :—(ক) ফ্যাসিস্ট ; (খ) স্কোয়াড্রিন ; (গ) দুচো ; (ঘ) ফ্যাসিবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ত্ব ; (ঙ) অটার্কি ; (চ) ফ্যাসিস্ট শিল্প নীতি ; (ছ) "গমের যুদ্ধ" ; (জ) সর্বাত্মক রাষ্ট্রবাদ ; (ঝ) ওয়াল-ওয়ালের ঘটনা ; (ঞ) কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তি।

একত্রিংশ অধ্যায়

১। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের কারণ আলোচনা কর। এই পতন অনিবার্য ছিল কি না তাহা বিশ্লেষণ কর।

২। ভার্সাই সন্ধি অথবা যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট ইহার কোনটি ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের জন্য বেশী দায়ী ছিল তাহা আলোচনা কর।

৩। নাৎসী বিপ্লবের সফলতার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি আলোচনা কর। এই বিপ্লব কি অনিবার্য ছিল ?

৪। নাৎসী সরকার কিভাবে জার্মানীর নাৎসীকরণ করে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৫। নাৎসী বিপ্লব বলিতে কি বুঝায় ? জার্মানীর উপর ইহার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ?

৬। জার্মানীর নাৎসী সরকারের বৈদেশিক নীতির ফলে কিভাবে ১৯১৯ খ্রীঃ-এর আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্য ভাঙিয়া পড়ে তাহা আলোচনা কর।

৭। নাৎসী জার্মানীর বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য কি ছিল? নাৎসী নেতা হিটলার তাহা কিভাবে পূরণের চেষ্টা করেন?

৮। নাৎসী জার্মানীর পূর্ব ইওরোপে আগ্রাসন নীতির বিবরণ দাও। এই নীতিকে সফল করার জন্য নাৎসী নেতা হিটলার কি কূটনৈতিক ব্যবস্থা নেন তাহা পর্যালোচনা কর।

৯। সুদেতেন সমস্যা হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হিটলারের কূটনীতির বিবরণ দাও। হিটলারের এই সময়ে সফলতার কি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়?

১০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার জন্য হিটলারের বৈদেশিক নীতি কিরূপ দায়ী ছিল?

১১। তিন হইতে চারটি বাক্যে টীকা লিখঃ—(ক) ব্যাভেরিয়ার বিপ্লব; (খ) স্পার্টাসিস্ট দল; (গ) ভাইমার সংবিধান; (ঘ) যুদ্ধোত্তর জার্মানীর মুদ্রাস্ফীতি; (ঙ) ষ্ট্রাসম্যানের পরিপূর্ণতা নীতি; (চ) জার্মানীর নাৎসীকরণ; (ছ) নাৎসী সরকারের জাতি বৈরতা; (জ) পোল-জার্মান চুক্তি; (ঝ) বার্থুর হত্যা; (ঞ) আনস্লাস নীতি; (ট) সুদেতেন সমস্যা; (ঠ) চেম্বারলেইনের তোষণ নীতি; (ড) মিউনিখ্ চুক্তি; (ঢ) রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

১। স্পেনের গৃহযুদ্ধের কারণ কি ছিল? এই যুদ্ধকে কেন "ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধ" বলা হয়?

২। স্পেনের গৃহযুদ্ধে কিভাবে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি হস্তক্ষেপ করে তাহা আলোচনা কর। এ বিষয়ে জাতিসংঘের কি ভূমিকা ছিল?

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। এই যুদ্ধের জন্য নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী নীতি কতকটা দায়ী ছিল?

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য নাৎসী সরকারের দায়িত্ব পর্যালোচনা কর। এবিষয়ে অধ্যাপক এ. জে. পি. টেইলারের অভিমত বিশদভাবে আলোচনা কর।

৫। যে কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে লেনিন যে অভিমত দিয়াছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসাবে তাহার যথার্থতা বিচার কর।

৬। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখঃ—(ক) স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের পতনের কারণ; (খ) চেম্বারলেইনের জার্মান তোষণ নীতি; (গ) জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ; (ঘ) হিটলারের 'একের পর এক' নীতি; (ঙ) ওয়াশিংটন চুক্তি ১৯২১ খ্রীঃ।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

১। রোমান্টিকভাবাদ কাহাকে বলে? সাহিত্যে রোমান্টিকতার বিবরণ দাও।

২। চিত্রশিল্প ও সংগীতে রোমান্টিকতার বিকাশ আলোচনা কর।

৩। ডারউইনের বিবর্তনবাদ কিভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা আলোচনা কর।

৪। সমাজতন্ত্রবাদের উপর বিবর্তনবাদের প্রভাব আলোচনা কর।

৫। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখ : (ক) রোমান্টিকতাবাদের মূল সূত্র কি ছিল ? (খ) রোমান্টিক মতবাদ কি ? (গ) ইতিহাসে রোমান্টিকতাবাদ কি ? (ঘ) ডিকেন্সের রচনায় রোমান্টিকতা কিভাবে প্রকাশ পায় ? (ঙ) ভিক্টর হিউগোর রচনায় রোমান্টিকতা কি ছিল ? (চ) দস্তয়েভস্কির মধ্যে রোমান্টিকতা কিভাবে প্রকাশিত হয় ? (ছ) ডেলাক্রোয় কে ছিলেন ? (জ) বিটোফেন কে ছিলেন ? (ঝ) ভাগনারের নাম কিজন্য বিখ্যাত ? (ঞ) প্রাকৃতিক নির্বাচন বলিতে কি বুঝায় ? (ট) ফেবিয়ানবাদ কাহাকে বলে ? (ঠ) ফ্রয়েডীয় মনোবাদ বলিতে কি বুঝায় ? (ড) ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি এবং তাহার সামাজিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর।